













# হিন্দু-সর্বাঙ্গ

শ্রীকালীমোহন বিহারী

সংকলিত ও সম্পাদিত ।

---

প্রকাশক—

শ্রীকরণাকান্ত ভট্টাচার্য্য,

বেঙ্গল লাইব্রেরী,

৮, গুলুগুস্তাগরের লেন, কলিকাতা ।

মূল্য ১।০ সিকা, ব্রাহ্মসমাজ ১।০ টাকা

28'05  
वर्षा/12  
12/12

---

**Printed by C. L. Gupta.**

AT THE

**NARAYAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE,**  
67-9 Boloram Dey's Street, Calcutta.

---

# ভূমিকা :

দিন দিনই হিন্দুধর্ম-কর্মের উপর জনসাধারণের অনাস্থা উপস্থিত হইতেছে। ইহার বহুবিধ কারণ থাকিলেও অভিজ্ঞ পুরোহিত এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব—একটি প্রধান কারণ। বাক্যের অবশ্য অনেক প্রকার পদ্ধতিই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অনতিদূর নিরক্ষর ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বলিয়া ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ ও কার্যের অনুপযোগী, আবার কতকগুলি সুপণ্ডিত কর্মঠ ব্যক্তি দ্বারা সুসম্পাদিত হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ। এই কারণে সুস্পূর্ণ কার্যোপযোগী একখানি হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিবার ইচ্ছা আমার বহুদিন হইতে ছিল।

প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ আমি এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু কাগজের দ্রুতল্যতা নিবন্ধন মুদ্রিত করিতে সাহসী হই নাই। আপাততঃ কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে “হিন্দু সর্বস্ব বা আৰ্য্যধর্ম-কর্ম্মাভুতান” নাম দিয়া ইহা প্রকাশিত করিলাম। এই গ্রন্থে হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কার্যই সম্মিলিত হইয়াছে। যজ্ঞগুলির বস্ত্তদি রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবারও সুসুপ্রাধিক কাল মুদ্রাযন্ত্রে অতিবাহিত হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যের জন্তু হই একস্থানে মুদ্রাকারের দোষে ভ্রম রক্ষিত গেল। আশা করি, ২য় সংস্করণে সেইগুলি সংশোধিত হইবে।

এই পুস্তকখানা বাহাতে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহার অতি সামান্য মূল্যই ধার্য্য হইল; এখন দেশবাসিগণ ইহার উপকারিতা অনুভব করিলে প্রীত হইব। ইতি

কলিকাতা,

১০ই ফাল্গুন, ১৩২৯।

শ্রীকালীমোহন দেবশর্মা।

## পণ্ডিত শ্রীকালোমোহন বিদ্যারত্ন

সম্পাদিত—

অত্রাণ ধর্ম-পুস্তক

শক্তিসাধন মহাতন্ত্র (২য় সংস্করণ)	১৥০
স্তবকবচমালা	১১০
ধ্যানমালা (সামুবাদ)	১০০
ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি	১০০
কীর্তন-পদাবলী	২১
শ্রীগীতগোবিন্দ	১০
সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৮০
শনির পাঁচালী	৮০

প্রাপ্তিস্থান—

বেঙ্গল লাইব্রেরী,

৮, গুলুওস্তাগরের লেন,

দর্জিপাড়া, কলিকাতা।

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাতঃকৃত্য	১	গঙ্গাসাগর স্নান	২
গুরু পঙ্ক্তি নমস্কার	৪	দশহরা স্নান	২
গুরু নমস্কার মন্ত্র	৫	বারুণী স্নান	২১
কুলকুণ্ডলিনী পূজা	৫	নন্দাস্নান	২৫
দংক্ষিপ্ত ঘট চক্রভেদ	৬	বস্ত্র পরিধান	২৫
কুলকুণ্ডলিনী ধ্যান	৭	শিখা বন্ধন	২৪
চৌর গণেশ মন্ত্র	৭	তিলক	২৪
গুরু পাছকা পূজা	৭	তিলক দ্রব্য	২৫
পৃথিবী নমস্কার	৮	তিলকধারণ মন্ত্র	২৫
আচমন	৮	শক্তি পূজায় বিশেষ তিলক	২৫
মল-মূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থা	১০	বৈষ্ণব তিলক	২৬
শৌচ প্রণালী	১১	শিবপূজা বিষয়ে তিলক	২৬
দস্তধাবন	১২	সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকরণ	২৭
অবগাহন স্নানবিধি	১৩	ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা	৪৫
প্রাতঃস্নান	১৪	যজুর্বেদীয় সন্ধ্যা বিধি	৭১
কার্তিক মাসীয় প্রাতঃস্নান মন্ত্র	১৬	তর্পণের সাধারণ নিয়ম	৮৩
মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান মন্ত্র	১৬	সামবেদীয় তর্পণ	৮৪
মাকরী সংক্রমী স্নান	১৭	যজুর্বেদীয় ও শূদ্রের তর্পণ	
গ্রহণ স্নান	১৮	পদ্ধতি	৮৮
গঙ্গাস্নান	১৯	ঋগ্বেদীয় তর্পণ	৯২
ব্রহ্মপুত্র স্নান	২০	তান্ত্রিক সন্ধ্যা	৯৩



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গায়ত্রীর ধ্যান	২৫	পঞ্চোপচার	১১০
সামান্ত পূজাবিধি	২৭	দশোপচার	১১৪
সামবেদী স্থতিবাচন	২৭	ষোড়শোপচার	১১০
যজুর্বেদী স্থতিবাচন	২৭	অষ্টাদশোপচার	১১০
ঋগ্বেদী স্থতিবাচন	২৭	উপচার দর্শন-বিধি	১১০
সংকল্প	২৮	উপচার দানে অঙ্গুলি নিয়ম	১১১
সামবেদী সংকল্প সূক্ত	২২	সামবেদী শাস্তি	১১১
যজুর্বেদী সংকল্প সূক্ত	২২	ঋগ্বেদী শাস্তি	১১২
ঋগ্বেদী সংকল্প সূক্ত	২২	যজুর্বেদী শাস্তি	১১২
আগ্নি শুদ্ধি	২২	পাণ্ডিবে শিবলিঙ্গ পূজা পদ্ধতি	১১৩
কৃত্যপারমর্শ	২২	বাণলিঙ্গ শিবপূজা	১১৮
সামবেদী ষট স্থাপন	১০০	নারায়ণ পূজা	১২০
ঋগ্বেদী ষট স্থাপন	১০১	লক্ষ্মীপূজা	১২৩
যজুর্বেদী ষট স্থাপন	১০২	সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতি	১২৪
সামান্তাৰ্থ্য	১০৪	মাতৃকাতাস	১৩৫
দ্বারভুক্ত বলি	১০৫	বাহু মাতৃকা ত্রাস	১৩৬
দংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি	১০৬	বর্গতাস	১৩৭
প্রাণায়াম	১০৬	পীঠতাস	১৩৮
ব্যাপকন্যাস	১০৭	কালীপূজা	১৩৯
ধ্যান	১০৭	জগদ্ধাত্রী পূজা	১৪২
বিশেষার্থ্য স্থাপন	১০৭	বাস্ত পূজা	১৫৪
আবাহন	১০৮	সরস্বতী পূজা	১৫৫
প্রাণ প্রতিষ্ঠা	১০৯	সূর্য পূজা	১৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণা পূজা	১৫৮	হরগ্রীবের ধ্যান	২০০
গন্ধেশ্বরী পূজা	১৬৪	ঐ একাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান	২০১
শীতলা পূজা	১৬৪	নরসিংহের ধ্যান	২০১
রাসোৎসব	১৬৫	ঐ প্রকারান্তর	২০২
দোলযাত্রা	১৭২	হরিহরের ধ্যান	২০২
দেবদোল	১৭৪	বল্লাহের ধ্যান	২০৩
কোজাগর কৃত্য	১৭২	শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান	২০৩
লক্ষ্মী স্তোত্র	১৮২	গোবিন্দের ধ্যান	২০৫
বিশ্বোন্নতিভাবক	১৮৩	বালগোপালের ধ্যান	২০৫
শ্রীহৃক্ত	১৮৭	শ্রীরামের ধ্যান	২০৬
• ধ্যান প্রকরণ।		শিবের ধ্যান	২০৭
গণেশের ধ্যান	১২৩	বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান	২০৭
ঐ প্রকারান্তর	১২৩	নীলকণ্ঠের ধ্যান	২০৮
মহাগণেশের ধ্যান	১২৪	চণ্ডেশ্বরের ধ্যান	২০৮
শ্রীহৃষ্যের ধ্যান	১২৬	ক্ষেত্রপালের ধ্যান	২০৮
ঐ একপ্রকার	১২৬	সাত্ত্বিক বটুক-ভৈরবের ধ্যান	২০৮
শুক্ল ধ্যান	১২৭	রাজস বটুক ভৈরবের ধ্যান	২০৮
শ্রীশঙ্কর ধ্যান	১২৭	তামস বটুক ভৈরবের ধ্যান	২০৮
নারায়ণের ধ্যান	১২৮	মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যান	২১০
বিষ্ণুর ধ্যান	১২৮	বন হর্গাভ ধ্যান	২১০
বাসুদেবের ধ্যান	১২৯	কৃষ্ণকুমারের ধ্যান	২১০
লক্ষ্মী নারায়ণের ধ্যান	১২৯	পুষ্পকুমারের ধ্যান	২১০
দধিবামনের ধ্যান	২০০	রূপকুমারের ধ্যান	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
হরি পাগলের ধ্যান	২১৩	বগলামুখীর ধ্যান	২৩০
মধু ভাঙ্গরের ধ্যান	২১৪	মাতঙ্গীর ধ্যান	২৩১
রূপমালিনের ধ্যান	২১৪	ধূমাবতীর ধ্যান	২৩১
পাতুর ডলনের ধ্যান	২১৫	কমলা ধ্যান	২৩২
মোচরাসিংহের ধ্যান	২১৫	ধ্যানাস্তর ঐ	২৩২
নিশাচোরের ধ্যান	২১৫	মহালক্ষ্মীর ধ্যান	২৩৩
স্বচীমুখের ধ্যান	২১৬	ষোড়শীর ধ্যান	২৩৪
মহামল্লিকের ধ্যান	২১৬	ভুবনেশ্বরীর ধ্যান	২৩৭
বালিভদ্রের ধ্যান	২১৭	ঐ ধ্যানাস্তর	২৩৭
রূপবক্ষীর ধ্যান	২১৭	ভৈরবীর ধ্যান	২৩৮
মঙ্গল চণ্ডীর ধ্যান	২১৮	সম্পদ-প্রদা ভৈরবীর ধ্যান	২৩৮
মশতুল হুগীর ধ্যান	২১৮	চৈতন্য ভৈরবীর ধ্যান	২৪০
জগদ্ধাত্রীর ধ্যান	২২০	ষট্শ্রুটি ভৈরবীর ধ্যান	২৪০
কাক্তিকের ধ্যান	২২১	রুদ্রভৈরবীর ধ্যান	২৪১
জয়হুগীর ধ্যান	২২২	ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর ধ্যান	২৪১
মক্ষিকাকালীর ধ্যান	২২২	অন্নপূর্ণা ভৈরবীর ধ্যান	২৪১
ধ্যানাস্তর	২২৪	হিন্নমস্তার ধ্যান	২৪৩
শঙ্কাকালীর ধ্যান	২২৫	চণ্ডীর ধ্যান	২৪৬
ভদ্রকালীর ধ্যান	২২৬	উমার ধ্যান	২৪৬
রংগাকালীর ধ্যান	২২৭	ব্রহ্মার ধ্যান	২৪৭
অশনিকালীর ধ্যান	২২৮	সত্যনারায়ণের ধ্যান	২৪৮
ভারদেবীর ধ্যান	২২৮	বলদেবের ধ্যান	২৪৮
উগ্রতারার ধ্যান	২৩০	জগন্নাথের ধ্যান	২৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুগলকিশোরের ধ্যান	২৫০	মহিষমর্দিনীর ধ্যান	২৬০
বুদ্ধের ধ্যান	২৫০	চামুণ্ডার ধ্যান	২৬১
কঙ্কির ধ্যান	২৫০	মনসার ধ্যান	২৬১
মৎস্যাবতারের ধ্যান	২৫১	শীতলা ধ্যান	২৬২
বামনাবতারের ধ্যান	২৫১	স্মৃতিকা যজ্ঞ ধ্যান	২৬৩
অর্জুনারীষের শিবের ধ্যান	২৫২	অরণ্য যজ্ঞ ধ্যান	২৬৩
দ্রোণক শিবের ধ্যান	২৫২	জরের ধ্যান	২৬৪
চন্দ্রশেখর শিবের ধ্যান	২৫৩	বিশ্বকর্মার ধ্যান	২৬৪
হরগৌরী শিবের ধ্যান	২৫৩	উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীর ধ্যান	২৬৫
কালকুন্দের ধ্যান	২৫৪	সরস্বতীর ধ্যান	২৬৫
ঐ ধ্যানান্তর	২৫৫	পারিজাত সরস্বতী ধ্যান	২৬৬
মহাকালের ধ্যান	২৫৫	লক্ষ্মীর ধ্যান	২৬৬
আনন্দ ভৈরবের ধ্যান	২৫৬	অলক্ষ্মীর ধ্যান	২৬৭
কার্শ্যপের ধ্যান	২৫৬	সীতার ধ্যান	২৬৭
ব্রহ্মসোমের ধ্যান	২৫৭	শুভচন্দ্রীর ধ্যান	২৬৮
মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান	২৫৭	সাবিত্রীর ধ্যান	২৬৯
অগ্নির ধ্যান	২৫৮	কুমারীর ধ্যান	২৬৯
বহুমানেবের ধ্যান	২৫৮	গঙ্গার ধ্যান	২৭০
বাসুদেবের ধ্যান	২৫৮	রাধিকার ধ্যান	২৭০
ইন্দের ধ্যান	২৫৯	তুলসীর ধ্যান	২৭১
কুবেরের ধ্যান	২৫৯	শিবগ্রহের ধ্যান	
গগনেনের ধ্যান	২৬০	রবির ধ্যান	২৭১
অরপূর্ণার ধ্যান	২৬০	সোম	২৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গল	২৭৩	চুর্গাষ্টকঃ	২৯১
বৃষ	২৭৩	কর্পূরস্তোত্রঃ	২৯৮
বৃহস্পতি	২৭৩	আত্মাতোত্রঃ	৩০২
শুক্র	২৭৪	সকটাতোত্রঃ	৩০৪
শনি	২৭৪	অপরাজিতা-স্তোত্রঃ	৩০৫
রাহু	২৭৫	অন্নপূর্ণা-স্তোত্রঃ	৩০৯
কেতুর ধ্যান	২৭৫	কমলা-স্তোত্রঃ	৩১১
ষমের ধ্যান	২৭৬	সরস্বতী-স্তোত্রঃ	৩১১
শ্রীগোবিন্দ মন্ত্র প্রভুর ধ্যান	২৭৬	ভগবান্‌শ্রী-স্তোত্রঃ	৩১২
<b>স্তব-প্রকরণ</b>		শীতলা-স্তোত্রঃ	৩১৩
শ্রীগণেশ-স্তোত্রঃ	২৭৭	মনসা-স্তোত্রঃ	৩১৪
শ্রীগুরু-স্তোত্রঃ	২৭৯	বগ্নী-স্তোত্রঃ	৩১৫
শ্রীগুরু-স্তোত্রঃ	২৭৯	লক্ষ্মী-স্তোত্রঃ	৩১৬
বাল্মীকীকৃত গঙ্গাষ্টকঃ স্তোত্রঃ	২৮০	নারায়ণ-স্তোত্রঃ	৩১৭
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত		রাধিকা-স্তোত্রঃ	৩১৭
গঙ্গাষ্টকঃ স্তোত্রঃ	২৮২	ঋণমোচকমঙ্গল-স্তোত্রঃ	৩১৯
শ্রীসূর্য্য-স্তোত্রঃ	২৮৪	শনি-স্তোত্রঃ	৩২১
শ্রীসূর্য্যদ্বাদশ নাম স্তোত্রঃ	২৮৫	নবগ্রহ-স্তোত্রঃ	৩২১
শিবাইকঃ স্তোত্রঃ	২৮৬	শ্রীবিষ্ণো নারায়ণ-স্তোত্রঃ	৩২২
শ্রীশিবমানস পূজন স্তোত্রঃ	২৮৬	<b>কবচ প্রকরণম্</b>	
বটুকৈভৈরব-স্তোত্রঃ	২৮৮	ব্রহ্মকবচঃ	৩২৫
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রঃ	২৯৩	মৃত্যুঞ্জয়কবচঃ	৩২৭
ভবান্‌ষ্টকম্	২৯৫	অক্ষয়কবচঃ	৩২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নৃসিংহকবচং	৩২৭	ব্রত প্রতিষ্ঠা (সামবেদীয়)	৪২১
সূর্য্যাকবচং	৩৩০	ঐ যজুর্বেদীয়	৪২৮
বৃহস্পতিকবচং	৩৩১	ঐ ঋগ্বেদীয়	৪৩৫
নবগ্রহ কবচং	৩৩২	শান্তি স্বস্ত্যয়ন	৪৩৭
শনেঃ কবচং	৩৩৩	পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন	৪৩৮
রাহোঃ কবচং	৩৩৪	নবগ্রহ শান্তি	৪৩৯
হুগাকবচং	৩৩৫	ত্রিপুরারোগ শান্তি	৪৪৪
ব্রত প্রকরণ		সূর্য্যাদান বিধি	৪৪৭
অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত	৩৩৭	আসন ও মুদ্রা	৪৪৯
ষট্ পঞ্চমীব্রত	৩৪১	মুদ্রা প্রকরণ	৪৪৯
ঐকৃষ্ণ ষ্মাষ্টমীব্রত	৩৪৪	শিবের মুদ্রা	৪৫০
দুর্ধ্বাষ্টমীব্রত	৩৫১	দোগী মুদ্রা	৪৫০
তালনবমী ব্রত	৩৫৪	প্রাণামি মুদ্রা	৪৫৭
শিবরাত্রি ব্রত	৩৫৭	ধারণার্থ ক্রান্তাক লংকার	৪৫৭
ফাণ্ডিকের ব্রত	৩৬১	তুলসীমালা সংস্কার	৪৫৭
ভভচনী ব্রত	৩৬৫	পঞ্চামৃত শোধন	৪৫
বীরাষ্টমী ব্রত	৩৭১	পঞ্চগব্য শোধন	৪৫
সত্যনারায়ণ ব্রত	৩৭৩	যজ্ঞোপবীত ধারণ মন্ত্র	৪৫
শটৈশ্চর ব্রত	৩৯৭	কুশান্তিকা প্রকরণ	
সংবিদ্যা বা বিজ্ঞানশোধন	৪২০	সামবেদীয় সর্বসাধারণী	
মৎস্যশোধন	৪২০	কুশান্তিকা	৪৫
মাংসশোধন	৪২০	উদীচ্য কণ্ঠ	৪৬
মুদ্রাশোধন	৪২০	যজুর্বেদীয় সাধারণ কুশান্তিকা	৪৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উত্তর কুশাণ্ডিকা	৪৭৪
ঋগ্বেদীয় সাধারণ কুশাণ্ডিকা	৪৭৫
সংক্ষেপে তাত্ত্বিক হোমপদ্ধতি	৪৮৬
<b>সামবেদীয় বিবাহ</b>	
অথ সম্প্রদান	৪৯০
বিবাহ হোম	৪৯৯
অথ নাক হোম	৫০২
অথ সপ্তপদী গমন	৫০৪
অথ পাণিগ্রহণ	৫০৬
অথ উত্তর বিবাহ	৫০৭
অথ ভোজন স্থিতি হোম	৫০৮
অথ চতুর্থী হোম	৫১০
অথ নাম করণ	৫১৪
অথ অন্নপ্রাশন	৫১৬
অথ চূড়া করণ	৫১৮
অথ উপনয়ন	৫২০
অথ সাবিত্রীচক্র হোম	৫২৮
অথ সমাবর্তন	৫২৯
অথ যজুর্বেদীয় বিবাহ	৫৩৪
অথ যজুর্বেদীয় বিবাহ হোম	৫৪০
অথ চতুর্থী হোম	৫৪৭
অথ গর্ভাধান	৫৪৮
অথ নামকরণ	৫৪৯
অথ অন্নপ্রাশন	৫৫০
অথ চূড়া করণ	৫৫২
অথ উপনয়ন	৫৫৪
অথ বেদারম্ভ	৫৬১
অথ সমাবর্তন	৫৬৩
অথ ঋগ্বেদীয় বিবাহ	৫৬৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সম্প্রদান	৫৭১
অথ ঋগ্বেদীয় বিবাহ হোম	৫৭৩
অথ সপ্তপদী গমন	৫৭৬
অথ চতুর্থী হোম	৫৭৮
অথ নামকরণ	৫৭৮
অথ অন্নপ্রাশন	৫৮০
অথ চূড়া করণ	৫৮৩
অথ উপনয়ন	৫৮৫
অথ বেদারম্ভ	৫৯৪
অথ সমাবর্তন	৫৯৫
দীক্ষাপদ্ধতি	৬০০
শাস্ত্রাভিষেক প্রয়োগ	৬০৭
অভিষেক মন্ত্র	৬০৪
অথ পুরুষচরণ	৬০৭
পুরুষচরণের পূর্ব কর্তব্য	৬০৮
জপের নিয়ম	৬০৮
কুর্শ্চক্র বিচার	৬১০
পুরুষচরণ তর্পণ	৬১৪
পুরুষচরণ অভিষেক	৬১৪
সামবেদীয় সাংবৎসরিক কোন্দিষ্ট	
শ্রাদ্ধ	৬১৫
যজুর্বেদীনাং সাংবৎসরিক	
একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ	৬২৩
ঋগ্বেদীনাং সাংবৎসরিক কোন্দিষ্ট	
শ্রাদ্ধ	৬৩২
অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা	৬৩৮
প্রৈতকার্যের অধিকারী	৬৪০
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা	৬৪০
শবদাহ ব্যবস্থা	৬৪৫

আমার কৰ্ম্ম-কৰ্ম্মানুষ্ঠান  
বা

# হিন্দু-সৰ্বস্ব

## অথন খণ্ড ।

নিত্যকৰ্ম্ম ।

প্রাতঃকৃত্য ।

ব্রাহ্ম মূৰ্ত্তে হুর্গা হুর্গা বলিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া  
নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করিবে ।

ব্রহ্মা মুবারিস্তি পুরাস্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিস্থতো বৃধশ্চ ।  
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাজকেতু কুৰ্বনস্ত সৰ্বে মম সুপ্রভাতম ॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাকরদ্বয়ং ।

আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা ।

পঞ্চকল্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥

পুণ্যশ্লোকো নলোৱাজা পুণ্যশ্লোকো বুদ্ধিষ্ঠিরঃ ।

পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ ॥

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিবেক ভবদ্রাক্ষয়ৈব ।

প্রা তঃ সমুখায় তব শ্রিয়র্থং সংসারযাত্রামশুকুর্ভুবিষে ॥



জানামি ধৰ্ম্মং ন চ মে প্ৰবৃত্তিঃ

জানামি ধৰ্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।

অয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতিৰ্ন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কৰোমি ।

অহং দেবো ন চাত্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাকু ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥

কৰ্কোটস্থ চ নাগস্থ দময়ন্ত্যা নলস্থ চ ।

ঋতুপৰ্ণস্থ রাজর্ষেঃ কীৰ্ত্তনং কলিনাশনম্ ।

কৰ্ণধীৰ্য্যার্জুনো নান রাজা বাহুসহস্ৰভূং ।

যোঃস্থ সংকীৰ্ত্তয়েন্মাম প্ৰাতরুথায় মানবঃ ।

ন তস্থ বিস্তনাশঃ স্তাং নরৈক লভতে পুনঃ ॥

কালী তারা মহাবিদ্ভা যোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্ভা ধূমাবতী তথা ।

বগলা সিদ্ধবিদ্ভা চ মাতঙ্গী কুমলান্ধিকা ।

এতা দশ মহাবিদ্ভাঃ সিদ্ধবিদ্ভাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

পরে রাতিব'স পরিচাগ করিয়া শব্দার উপরে পূৰ্ব বা উত্তর  
দিক হইয়া উপবেশনানন্তর “ওঁ কুল বুদ্ধভো নমঃ” বলিয়া পশ্চিম  
দিক হইতে শিরঃস্থ সহস্রদল-পদ্মস্থিত গুণকে চিত্তা করিবে ।  
সিঃবহু সহস্রদল-পদ্মে বিরাজমান গুণকে বুদ্ধভো নমঃ, বুদ্ধভ্যঃ  
বুদ্ধভ্যঃ, বরান্ধ্রপ্রভ, শুভ্রবাল্য চন্দনচর্চিত স্বয়ং প্রকাশমান,  
এবং স্বপ্রকাশমানা বামভাগাবস্থিতা রক্তধ্বজ-সমাস্থিত মনে  
কল্পিত চিত্তা করিবে । ধ্যান প্রকরণে ধ্যান দেখুন ।

শ্রীগুরুকে নিয়মিত কর্তব্য চিন্তা করিবে—তীহার লোচন যুগল প্রফুল্লসরোজদলের ভায় এবং তিনি ঘনপীনস্তনী, প্রেমস্রবধনা, কৌশলধা এবং মঙ্গলময়ী। তীহার কান্তি প্রবাল সদৃশ, বজ্র রক্ত-বর্ণ, চন্দ্রতল কুঙ্কুমের ত্রায় রক্তবর্ণ, আর পাদ-পদ্ম রক্তনুপূরের দ্বারা সুশোভিত হওয়া স্থলপদ্মের ত্রায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তীহার মুখশলী শব্দচক্রের ত্রায় সুমনোহরা, কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তিনি কর পদ্ম দ্বারা সাধকের প্রতি বর ও অভয় দান করিয়া নিজ কান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপে গুরুদেবকে সদাশিব মূর্তি ( শ্রী গুরু হইলে শক্তি মূর্তি ) চিন্তা করিয়া, নানদ পঞ্চোপচারে অর্থাৎ মনে মনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। যথা —“ত্রৈঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ \* গুরবে নং ভূগাত্মকঃ গন্ধঃ সমর্পয়ামি” এই বলিয়া নিজের দেহস্থ পার্শ্বিগাণ্ড গন্ধরূপে কল্পনা করিয়া গন্ধমুদ্রা প্রদর্শন করাটবে। “ত্রৈঃ অমুকানন্দনাথ গুরবে নং আকাশাত্মকঃ পুষ্পঃ সমর্পয়ামি” বলিয়া দেহস্থ আকাশ পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া পুষ্পমুদ্রা প্রদর্শন করাটবে। “ত্রৈঃ অমুকানন্দনাথ গুরবে নং বাতাত্মকঃ ধূপঃ সমর্পয়ামি” বলিয়া দেহস্থ বায়ু ধূপরূপে কল্পনা করিয়া ধূপমুদ্রা প্রদর্শন করাটবে। “ত্রৈঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরবে নং বহুগাত্মকঃ দীপঃ সমর্পয়ামি” বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে কল্পনা করিয়া দীপমুদ্রা প্রদর্শন করাটবে। “ত্রৈঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ গুরবে নং জলাত্মকঃ নৈবেদ্যঃ সমর্পয়ামি” বলিয়া দেহস্থ ভল্লী

\* প্রত্যেক “অমুকানন্দনাথ” স্থলে নিজ গুরুর নাম করিতে হইবে। যেমন “স্বামানন্দনাথ” ইত্যাদি।

অংশ নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া করতাস ও অঙ্গতাস করিবে । \* মুদ্রা প্রকরণ দেখুন ।

করতাস — “গাং অগৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ” “গীং তর্জুনীভ্যাং স্বাহা”  
গুং মধ্যমাভ্যাং ববট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হ্রঃ, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং  
বৌধট্” “গং করকল পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার কট্” এইরূপে করতাসকরিয়া  
অঙ্গতাস করিবে ।

অঙ্গতাস “গাং হ্রস্বায় নমঃ” “গীং শিরসে স্বাহা” “গুং শিখাট্  
ববট্” “গৈং কবচায় হ্রঃ” “গৌং নেত্রহ্রস্বায় বৌধট্” “গং করতল-  
পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার কট্” এইরূপে অঙ্গতাস করিয়া গুরুপঙক্তি নমস্কার  
করিবে ।

### গুরুপঙক্তি নমস্কার ।

কৃতান্ত্রলি তইয়া মন্তকের বামভাগে “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ,  
ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি  
গুরুভ্যো নমঃ এবং দক্ষিণ ভাগে “ঐ” গণপত্যে নমঃ” যথো “ওঁ  
ঐগুরবে নমঃ” \* বলিয়া নমস্কার করিয়া গুরুর মূলমন্ত্র ( ঐ )  
১৮ বার জপ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জপ বিসর্জন করিবে ।

গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্যংকৃতং জপং ।

সিদ্ধিৰ্ভবতু তং সৰ্বং ত্বংপ্রসাদান্নহেখর ॥

এই বলিয়া জপ বিসর্জন করিয়া নিম্নোক্ত গুরুনমস্কার মন্ত্রে  
গুরুকে নমস্কার করিবে ।

শক্তিমন্ত্রের জপবিসর্জন কালে “গোপ্তা” স্থলে “গোপ্তী”

অন্তদেবতার পূজাকালে সেই দেবতার মূলমন্ত্রযুক্ত নাম  
বলিবে ।

“মহেশ্বৰ” স্থলে “মহেশ্বৰি” • অৰ্থাৎ ষ্টিম্বৰ জপে “মহেশ্বৰ” স্থলে “জনাৰ্দ্দন” বলিবে । শিবস্বৰূপে মূৰ্ত্তি লেখা অমুসারে বলিবে • জপবিসৰ্জন কালে, জপফল তোমাকে সমৰ্পণ করিলাম, এই ভাবিয়া দেবতার দক্ষিণহস্তে এবং পূজার সময় দেবীর বামহস্তে জপফল সমৰ্পণ করিবে ।

### গুরুনমস্কার মন্ত্ৰ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকাং ন্যাপ্তং যেন চরাচরং ।  
তৎপদং দৰ্শিতং যেন তস্মৈ শ্ৰীগুরবে নমঃ ॥  
অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় ভ্ৰাতাজ্ঞান-শলাকয়া ।  
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্ৰীগুরবে নমঃ ॥  
নমস্তে গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে ।  
যস্য বাক্যমৃতং হস্তি বিসং সংসার-সংজ্ঞকং ॥

এই মন্ত্ৰ পাঠ্যস্তে গুরু নমস্কার করিয়া—“ব্রহ্মানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সনকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, কুমারানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, বশিষ্ঠানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, ক্ৰোধানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সুখানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, বেদ্যানন্দনাথায় গুরবে নমঃ” বলিয়া প্রত্যেক বার নমস্কার করিবে । অনন্তর শঙ্কর স্তব কবচ পাঠ করিবে । স্তবকটক অধ্যাক্ষ দেখুন ।

### পূনা-পূজা ।

মূলপাৰ পদ্মেৰ ৮ করিকা মধ্যে ত্ৰিকোণচক্ৰ আছে, তদনুযায়ী ৮ মেকদণ্ডের বামভাগে ঈড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্য

অথোমুখ হইয়া স্বয়ম্ভুজ বিরাগিতা। প্রহর সর্পাকৃতি অতি-  
শুশ্রূষা, ষাটশাখুলি পরিমিতা, শতকোটি-বিদ্যাতের ভায় গতা-  
পালিনী, সেই ইষ্টদেবতারূপিনী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি সেই স্বয়ম্ভু-  
লিঙ্গকে সাক্ষিবিমলাকারে বেঠেন করিয়া আছেন ।



### সংক্ষিপ্ত ঘটচক্রভেদ ।

“হং” বা “হংসঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মূলধারের  
ত্রিকোণস্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত  
করিয়া সুব্রূনা নাড়ীর মধ্যদিয়া সহস্রদল পদ্মস্থিত পরমশিবে  
সংযুক্ত করিবে। পরে সেই সহস্রদলস্থ সুধায় আগ্নত করিয়া  
সেই সুধা-পান করাইয়া “সোহং” মন্ত্রে পুনরায় সুব্রূনাপথে  
মূলধারায় আনিয়া মনে মনে পূজা করিবে। বৈষ্ণবগণ “হংসঃ”  
স্থলে “সোহং” এবং “সেহং” স্থলে “হংসঃ” বলিবেন ।

---

সুব্রূনানাড়ী আছে। এই সুব্রূনানাড়ীর প্রস্থিবিশেষে যথাক্রমে  
ষট্চক্র বা ষট্পদ আছে—মূলধারপদ চতুর্দল রক্তবর্ণ, ইহা  
মলছারের চারি অঙ্গুলি উপরে অবস্থিত, ষাট্ঠানপদ ষড়ঙ্গলী  
বিদ্যাতের ভায় বর্ণ, ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত, মণিপূরক পদ দ্বা-  
দশল নীলবর্ণ, ইহা নাভিদেবে অবস্থিত, অনাহতপদ ষাটশঙ্গল,  
প্রাণপদ, ইহা হৃদয়দেশে সংস্থিত, বিশুদ্ধপদ ষোড়শঙ্গল  
সুঘ্রবর্ণ, ইহা কর্ণদেশে অবস্থিত, জ্রমথো আজ্ঞাপদ, ইহা মিদল  
শ্রেণীবর্ণ। এই ষট্ পদের উপরে ব্রহ্মরাজস্থিত আর একটি তরুণ  
পদ আছে।

कूजकू उदिनो ध्यान ।

• ध्यायेत् कुण्डलिनीं सूक्ष्मां मूलाधारनिवासिनीम् ।

তামিষ্টদেবতারূপাং সাক্ষিবলয়াষিতাং ॥

কোটি-সৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভু-লিঙ্গবেষ্টিতাং ॥

এই ধ্যানোক্ত রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া “ওঁ” মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থ জ্বল অর্পণ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতঃ স্ব ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে ঐরূপ গন্ধাদিবারা ইষ্টদেবতার মানস পূজা করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর জপ বিসর্জন করিয়া নমস্কার মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর চৌরগণেশের মন্ত্র জপ করিবে।

চৌরগণেশ-মন্ত্ৰ ।

হৃদয়দেশে হস্ত রাখিয়া “ক্রোঁ” মন্ত্র দশবার জপ করিবে,  
 ঐরূপ দক্ষিণচক্ষু, বামচক্ষু, দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণে “হ্রীঁ” হ্রীঁ” মন্ত্র  
 দশ বার করিয়া, দক্ষিণনাসিকার ও বামনাসিকার “হুঁ হুঁ” মন্ত্র,  
 মুখে “হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ” মন্ত্র, নাভিদেশে “ঐঁ হ্রীঁ” মন্ত্র,  
 শিরদেশে “ক্ৰোঁঃ” মন্ত্র, গুহে “বুঁ” মন্ত্র এবং জ-মধ্য দেশে “হুঁ”  
 মন্ত্র দশ বার করিয়া জপ করিবে।

গুরু-পাদুকা-পূজা ।

• "ঐ হী ত্রী হ স খ জে হ স ক ক ল ব র়্ণ হ স ক য়-  
ব র়্ণীং হে সোঃ ত্রী অমুকানন্দনাথ গুরো ত্রী অমুকী দেব্য ত্রী গুণ-  
পাহুকা পূজ্যামি" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া গুরুকে প্রণাম করিবে।  
পরে গুরুপাহুকালাজ পাঠ করিবে। শুকবচনাথার যোগ্য।

जनक कृतानि हरेः "अश्वकानन्दनाथ" द्वारा व्याख्यात

নিত্যকর্মার্থঃ” এই বলিয়া শুক্লরক্ষা প্রার্থনা করতঃ নিম্ন ঋত্রে পৃথিবীকে নমস্কার করিলে ।

### পৃথিবী-নমস্কার ।

“সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে ।

বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যাং পাদস্পর্শং ক্রমস্ব মে ॥”

এই মন্ত্রটি পাঠ পূর্বক “প্রিয়দত্তারৈ ভূবে নমঃ” বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া পুরুষ প্রথম দক্ষিণপাদ এবং স্ত্রীলোক প্রথম বাঁ দিক ভূমিতে নিজের পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন । অনন্তর দ্ব্যাসক্তন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ সুভগা স্ত্রী, অগ্নি, গো প্রভৃতি দর্শন করিবেন । পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা স্ত্রী, মগ ও উলঙ্গ, এ সমস্ত দর্শন করিতে নাটু ।

এইরূপে গৃহ ত্যাগ করিয়া আচমন করিতে হইবে । কিন্তু কাঁসা, লৌহ, রাস, সীসা এবং পিত্তলের পাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিতে নাই । তাম্রপাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিবে । কেনবৃদ্ধাদিরহিত পবিত্র জলের দ্বারা আচমন করিতে হইবে । ব্রাহ্মণ—হৃদয় স্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ জল আচমনার্থে পান করিবেন ; ক্ষত্রিয়—কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ, বৈশ্য—মুখ প্রবেশ পর্য্যন্ত হইতে পারে এই পরিমাণ এবং স্ত্রী ও শূদ্র, মুগ্ধস্পর্শ হইতে পারে এতটুকু জল স্পর্শ দিবে ।

### আচমন ।

হস্ত খাদ প্রকালন পূর্বক দক্ষিণহস্ত জাহ্নব মধ্যে রাখিয়া নৌকর্ণের দ্বারা করতঃ একটি নাবকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ

পরিমাণ তল হস্তে লইবে।\* পরে ত্রাণতীর্থে\* অর্থাৎ অঙ্গুলির  
মূলদেশে জল সঞ্চয়িত্ব ত্রৈলোক্য পান করিবে। এইরূপে তিনবার  
জল পান করিয়া “ও ত্রিফোণঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি ইত্যমঃ ।  
দিবীং চক্ষুরাততম্ ও অপবিদ্যঃ পবিত্রোণা সর্কাবহাং গতৌহপি  
বা । যঃ শ্রেয়ং পুণ্ডরীকাকং সবাহ্যাত্তরং শুচিঃ ॥” ইহা পাঠ  
করিয়া বিষ্ণু-স্মরণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিমূলের দ্বারা দক্ষিণ  
দিক হাতে বাগদিকে দুইবার ওষ্ঠ মার্জন করিয়া হস্ত একাঙ্গুলন  
পূর্বক তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া উচ্চারণ অগ্রভাগ  
দ্বারা ওষ্ঠের উপরিভাগ ও অন্তরের অধোভাগ দুইবার স্পর্শ  
করিয়া অঙ্গুল ও তর্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া মধ্যাক্ষে  
নাসিকার দক্ষিণ ও বামরূপে এক এক বার স্পর্শ করিয়া  
একরূপে কর্ণদ্বয় দুইবার স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুল ও কনিষ্ঠার  
অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একবার নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া  
কৃষ্ণ একাঙ্গুলন করিবে, তাংপরে হস্ততল দ্বারা একবার বক্ষস্থল  
স্পর্শ করিয়া পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং সমস্ত অঙ্গুলির  
অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বামবাহুর মূলভাগ স্পর্শ করিবে। এই-  
রূপ করিলে একবার আচমন করা হইল। এই প্রকারে দুইবার  
আচমন করিবে। জী ও শূক্ৰ একবার মাত্র করিবে এবং  
তাৎহারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জলপান করিয়া আচমন করিবে  
ও আচমন কালে মাত্র অপবিদ্য মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে

\* অঙ্গুলীকণ্ঠের মূলদেশের নাম “ত্রাণতীর্থ”। অঙ্গুলির  
অগ্রভাগের নাম “দৈবতীর্থ” অঙ্গুল ও তর্জনীর মধ্যভাগের নাম  
“শিখিতীর্থ” এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম “কারতীর্থ”  
বা “প্রাণপত্য তীর্থ”।



আর্চনাদি করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ কবিত হইবে। যতকাল মল মূত্র পরিত্যাগ না হয়, তত 'কাল' প্রাহঃকৃত্য ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ার অধিকার হয় না। কদাচ বেগ দারণ করিয়া থাকিবে' বা, বেগরোধ করিলে অত্যাংকট ব্যাধিও হইতে পারে।

### মলমূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থা ।

বাসভানের দেউশত চতুর্দশ দ্বৈত নৈখাতকোণে (দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান নির্দিষ্ট করিবে। মল মূত্র পরিত্যাগের স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে নাই। দিনের বেলা উত্তরমুখ, বাত্রিতে দক্ষিণমুখ এবং দিবা রাত্রির সন্ধিকালে উত্তরমুখ হইয়া বামহস্ত দ্বারা অণ্ডরথ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ কবিত হয়। অতিশয় বেগ না হইলে সন্ধি সময়ে মল মূত্র পরিত্যাগ কবিত নাট। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত হইলে, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত মালাব জায় পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিবেন, অথবা দক্ষিণাঙ্গ ধারণ কবিবেন। মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র দোত কবিবেন। সেই বস্ত্র দোত না করিয়া কোন কার্য করিবেন না। বাত্রিতে বৃক্ষাদির ছায়াবৃত্ত স্থান, অন্ধকারময় স্থান এবং চৌরবাত্তাদির ভীতিযুক্ত স্থানে, পূর্বোক্ত দিগ্ন নিরূপণের প্রতি লক্ষ্য কবিত না। চন্দ্র, সূর্য, জল, বায়ু, গো এবং ব্রাহ্মণের অভিমুখ হইয়া এবং পদ্ম, ভদ্র, গোবিন্দ, চব্বড়মি জল, চিতা, পর্কত, শীর্ণাদি দেবমন্দির, উটভূমি, প্রাণিযুক্ত গর্ভ এবং নদীতীরে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন, মলমূত্র ত্যাগকালে কথা বলা, হাঁট ও হাঁচি দেওয়া নিষেধ। গম্বধ করিতে কবিত অথবা দাঁড়াইয়া মল মূত্র

পরিভাগ করিতে নাই। জুঃ খড়ম ধারণ করিয়া এবং জল-শৌচ-পাত্র হস্ত দ্বারা পরিয়া রাখিয়া মূল মূষাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ।

• এই নিয়মামুসারে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মলদেশে যদি কিছু মল থাকে, তবে তৃণাদি কাষ্ঠ দ্বারা তাহা দূরীভূত করিয়া কাটিদেশ হইতে কিছু উর্ধ্বে বস্ত্র উৎক্লিষ্ট করিয়া অগুহরকে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্বক মল ত্যাগের স্থান হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া করিবে। দক্ষিণ হস্তদ্বারা শৌচাদি ক্রিয়া নিষেধ।

### শৌচ প্রণালী।

বাম হস্তে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্বক লিঙ্গ একবার, মলস্থানে তিন বার, বাম হস্তের মধ্যে দশ বাব হস্তপৃষ্ঠ ছয় বার এবং তৎপরে উত্তর হস্তেই সাত বাব করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। • ইহাতেও যদি দুর্বন্ধ নষ্ট না হয়, তবে যতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে দুর্বন্ধ দূরীভূত হয়, তত বারই মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। এই প্রকারে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলেব দ্বারা উহা নিঃশেষে শৌচ করিয়া ফেলিবে। এই নিয়মে জল শৌচ করিয়া তৃণাদি-দ্বারা নখাভাস্তবপ্রবিষ্ট মৃত্তিকাদি আন্তে আন্তে তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর দুই পদেই যথাক্রমে তিন তিনবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্বক শৌচ করিয়া ফেলিবে।

মেষল মূত্র পরিভাগ করিলে, লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার, তৎপরে হস্তদ্বয়ে দুইবার করিয়া এবং পদদ্বয়ে • এক-

---

• যত্নবর্ধী লোক পদ প্রকাশন কালে প্রথমে দক্ষিণ পাদ যৌত করিবে।

কাজ করিয়া মুক্তিকা লেপন কর্তৃক জল দ্বারা উত্তমরূপে উদ্ধার  
নিশ্চিত করিয়া ফেলিবে ।

ব্রাহ্মিতে কোন বাধাবশতঃ সম্পূর্ণ শৌচক্রিয়ানুষ্ঠানে অশক্ত  
হইলে এবং পীড়িত ও পথিক ব্যক্তি যথা নিয়ম শৌচক্রিয়া  
করিতে অসমর্থ হইলে, যথাসম্ভব শৌচক্রিয়া করিবে । অশুপনীত  
বিজাতি, স্ত্রী ও শূদ্র দুর্গন্ধি অশ্রুপন্ন পণ্ডিত পূর্বোক্ত নিয়মে  
শৌচ করিবে ইহাদের পক্ষে শৌচের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই ।

### দস্তধাবন ।

দস্তধাবন না করিয়া কোন ক্রিয়াতেই অধিকার হয় না,  
অতএব সকলেরই ব্রাহ্মমুহুর্তে শৌচ ক্রিয়ার পর দস্তধাবন আবশ্য  
কর্তব্য ।

দস্তকাষ্ঠ \* কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা মোটা ও ত্বকুমুক্ত  
হওয়া চাই এবং দস্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ দলিত করিয়া লইবে ।  
সামবেদীয় লোক আট অঙ্গুলি, অঙ্গ বেদীয় লোক দ্বাদশ অঙ্গুলি  
পরিমিত দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে । শ্রাদ্ধ, তপস্বী, বিবাহ, ব্রত ও  
উপবাস দিনে এবং প্রাতিপদ, ষষ্টি, নবমী ও পর্বেদিনে + দস্তধাবন  
করিবে না ।

\* বদীর, তদন, কপাল, বট, তৈজুল বাঁশছক, আত্র, মিষ,  
কুম্ভারদ্বার, বিষ্ণু, আকন এবং ওড়ুসর; এই সকল কাষ্ঠের দ্বারা  
দস্তধাবন করিতে নাই ।

+ চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তির দ্বারা  
দস্তধাবন

এই প্রকার নিরন্তর সংকটবাক্য হইয়া দত্তকাঠ প্রকাশন পূর্বক তদ্বারা আন্তে আন্তে দত্ত দার্কিন করিয়া দত্তকাঠ প্রকাশন পূর্বক পবিত্রস্থানে নিবেশন করিবে। দত্তকাঠের অস্তাব হইলে এবং নিষিদ্ধদিনে মাত্র দ্বাদশগণ্ডুব জলের দ্বারা মুখ প্রকাশন করিবে। যদি ভক্তিত কোন জব্য অতিশুল্লিষ্টরূপে দত্তে লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহার কোন আত্মদ গ্রহণ করিতে পারা যার না, এমনত্ব হলে উহা তুলিবার নিষিদ্ধ, অত্যন্ত প্রয়াস করিবে না। দ্বিষা-মার্কিন সকল দিনেই করিতে হইবে। নিষিদ্ধ দিন ভিন্ন সকল দিনেই নিরন্তর পাঠ করিয়া দত্তগাবন করিবে।

আয়ুর্বিলাং কশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবসুনি চ ।

অঙ্গপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো দেহি বনস্পতে ॥

### অবগাহন স্তানবিধি ।

স্রোতজলে স্রোতাভিমুখে. এবং স্রোতস্থানে জলে স্রোত-মুখে নাভিজলে দাঁড়াইয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কণ্ঠ হস্তের দ্বারা আবৃত করিয়া একবার ডুব দিবে, পরে জলাশয় আরোহণ

শাস্ত্রে সাত রকম স্তানের বিদ্য আছে ; যথা—মহা স্তান—  
“মহা স্তানঃ” প্রভৃতি আপসার্কনের নাম মহা স্তান, এইরূপ গাণ্ডী  
কৃতিকার ত্রিভুজ বারগণের নাম ত্রিভুজ স্তান । “গাণ্ডী” ভয় গোপের  
নাম আয়ের স্তান, গো-গুলি স্পর্শের নাম বারগণ স্তান, রৌদ্রের  
স্বরূপ হুঁই-কলস্পর্শের নাম দিব্য স্তান । বিষ্ণু-স্বরূপের নাম বানস স্তান  
এবং জলে নাগরিয়া স্তানের নাম অবগাহন স্তান ।

কৃত হইলে, নিম্নলিখিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক জলাশয় হইতে তিন বার পাঠ দশা মৃত্তিকা তীরে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিবে ।

উত্তীর্ণোত্তীর্ণ পঞ্চ হং তাজ্জ পুণ্যং পরম্ চ ।

পাপানি বিলয়ং বাস্তু শাস্তিং দেহি সদা মম ॥”

### প্রাতঃ স্নান । \*

অরুণোদয় কালই প্রাতঃস্নানের সুখ্যকাল । প্রাতঃস্নান না করিলে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে অধিকার হয় না ।

নাতি জলে নামিয়া আচমন কবতঃ কর যোডে—

ও + কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ ।

তীর্থশ্চৈতানি পুণ্যানি প্রাতঃস্নানকালে ভবন্তি ॥”

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটু জল লইয়া “ও বিষ্ণুরোন্ তৎসদন্ত্ৰ অমুকে † মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিণৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বিষ্ণু প্রীতিকামঃ অগ্নিনর্জ্জলে প্রাতঃ স্নানমহং কবিয়ে” ॥

এইরূপ সঙ্কল্প কবিয়া সম্মুখে জলের উপর এক এক হস্ত করিয়া চতুর্দিকে চারি হস্ত মাপিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান কবিরে ॥

\* প্রাতঃস্নানে, ক্রীড়াস্নানে এবং তীর্থস্নানে তৈল মর্দন নিষিদ্ধ ।

† স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রের ও উচ্চারণ করিতে নাই ।

‡ অমুক স্থলে তত্তং মাস, পক্ষ ত্ত স্বীয় নাম গোত্রের উল্লেখ করিবে ।

পরে দক্ষিণ হস্ত উত্তর করিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগদ্বারা অর্ধাং

অল্প মুদ্রাধার। এই চতুর্কোণী স্থানীয় জন-আলোকন করতঃ  
নিরলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক তীর্থ স্নান করিবে।

ও গঙ্গে চ'যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্তিন্ সন্নিধিঃ কুরু ॥

"ও" বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।

পাহি নৃশেবনসন্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥

তিস্রঃ কোটীর্কোটি চ তীর্থানাং বায়ুরত্রীৎ।

দিবি ভুবাস্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহুবি ॥

নন্দিনীতোব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।

বৃন্দা পৃথী চ স্তভগা বিশ্বকায়ী শিবামৃত ॥

বিদ্যাধরী স্তপ্রসন্ন তথা লোকপ্রসাদিনী।

ক্ষমা চ জাহুবী চৈব শাস্তা শাস্তিপ্রদায়িনী ॥

এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ।

ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥

ভাগীরথী ভোগবতী জাহুবী ত্রিদশেশ্বরী।

হয়ি স্নানং করোম্যচ্চ পাপং মে হর জাহুবি ॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া "ও নমো নারায়ণায় নমঃ" এই  
বলিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগ সংযুক্ত করতঃ তদ্বারা মস্তকে তিন  
বা সাত বার জল সিঞ্জন করিয়া নিরলিখিত মন্ত্রে সমস্ত জলে  
মৃত্তিকা লেপন করিবে।

• ত্রী ও পূজ এই মন্ত্র প্রাচীনধারী পাঠ করাইয়া নিজে  
নমঃ নমঃ বলিবে

“ও” অক্ষরান্তে রক্ষকান্তে বিকৃতকান্তে কহুন্মহে ।

ভূমিকে হর মে পাপং বন্দয়া তুচ্ছতং কৃতং ॥

উদ্ধৃতি বরাহেশ্বর কৃষ্ণ শতবাহন ।

আরুহ মম গাত্রাণি সর্বত্র পাপং প্রমোচয় ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নান করতঃ দীক্ষিত ব্যক্তি বীর “ইষ্ট-  
দেবতা প্রীতি-কামঃ” বলিয়া পুনর্বার সত্বন করিয়া নান  
করিবে ।

### কার্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান-মন্ত্র ।

নানবিধি অহুসারে বাবতীর মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক নিম্ন নিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিয়া নান করিবে ।

মন্ত্র বচন,—

ও কার্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনাঙ্গন ।

প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥

### মাসমাসীয় প্রাতঃ-স্নান ।

পূর্বোক্ত প্রাতঃস্নানবিধি অহুসারে বাবতীর মন্ত্রাদি পাঠ  
করিয়া পরে,—

“ও” মাসমাসমাসিঃ পুণ্যং স্নানং দেব মাধব ।

তীর্থভ্রাতৃজনে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥

দুঃখদারিত্র্য-নাশায় শ্রীবিষ্ণুস্তোষণায় ॥  
 প্রাতঃস্নানং কৰোম্যস্ত মাঘে গাপবিনাশনং ॥  
 মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।  
 স্নানেনানেন মে দেব বখৌক্তফলদোতব ॥  
 ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোহস্ত তে ।  
 পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং যথাব্রতং ॥”  
 এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূৰ্ণক মান করিবে ।

### মাকরী-সপ্তমী-স্নান ।

সংকল্প যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে মাকরী-  
 সপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক  
 দেবশৰ্ম্মা বহুশতসূৰ্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্তফল সম-ফল-  
 প্রাপ্তিকামঃস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে ॥”

এইরূপ সংকল্প করিয়া সাহটি আকন্দপাতা ও সাহটি কুল-  
 পাতা মন্তকে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূৰ্ণক মান করিবে ।

মন্ত্র যথা,—

ওঁ বদধ্যৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তমী জন্মতু ।

ওঁস্মৈ রোকক শোকক মাকরী হন্ত সপ্তমী ॥”

অনন্তর সাহটি আকন্দপাতা, সাহটি কুলপাতা, দুর্গা, চন্দ্রা, এক



আতপ তপস ইত্যাদি জর্য বিধিত শাস্ত্র বিহিত অষ্টোক্ত \* অর্ঘ্য  
তান্নপাঙ্গে করিয়া আদিত্যের চত্বির স্তম্ভ প্রদান করিবে।

মন্ত্র যথা,—

“ও জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।

সপ্তব্যাহতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্যোদ্দেশে ঐ অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

অনন্তর নিরলিত মন্ত্র পাঠপূর্বক সূর্যদেবকে নমস্কার করিবে।

মন্ত্র যথা—

“ও সপ্তসপ্তিক প্রীত সপ্তলোক-প্রদীপন।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনস্তায় বেধসে ॥”

—

### গ্রহণম্নান।

গ্রহণম্নান ও মুক্তি কালীন ম্নান গঙ্গাতে করিবে, অভাবপক্ষে  
পুকুরিণী প্রভৃতিতেও করিতে পারা যায়। নিজের রাশি অহুসারে  
গ্রহণ দেখিতে যদি নিষেধ থাকে, তবে গ্রহণ ম্নান করিবে না,  
কিন্তু গ্রহণ মুক্তির নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তি ম্নান অবশ্য কর্তব্য।  
নিম্নোক্ত সঙ্কর করিয়া ম্নানবিধি অহুসারে ম্নান করিবে।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ  
রাহগ্রহণনিশাকরে (সূর্যগ্রহণ হইলে “রাহগ্রহণনিবাকরে”) অমুক-  
গৌরঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা গঙ্গাম্নানজন্মফলসমকল প্রাপ্তিকামঃ

\* অষ্টোক্ত অর্ঘ্য যথা—জল, কীর (দুগ্ধ), দধি, ঘৃত, তিল,  
তপস, মধু, কুশাণ্ড এবং মূল। ভবিষ্যপুরাণে মূল হলে  
মধুর যোগ করা হইয়াছে।

অগ্নি জলে স্থানবহঃ করিতে। এই প্রকার সমস্ত করিয়া  
জানবিধি অনুসারে জান করিবে।

গঙ্গায় হইলে চন্দ্রগ্রহণে “কোটি গুণ গঙ্গানানজন্তকল-সমকল-  
প্রাপ্তিকামঃ” এবং সূর্য্যগ্রহণে “দশকোটিগঙ্গানানজন্ত-কল-  
সমকলপ্রাপ্তিকামঃ” বলিবে। আর “অগ্নি জলে” হলে “অন্তঃ  
গঙ্গায়াঃ” বলিবে।

পরে গ্রহণ মুক্ত হইলে, অবসরক’ আর একবার জান করিয়া  
কৃতান্ত লি পূর্ব্বক নিম্নের মন্ত্রটি পাঠ করিবে।

“ও উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো তাজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।

কর্ম্মচাণ্ডালযোগোৎখং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

সূর্য্যগ্রহণ হইলে উক্ত মন্ত্রের “চন্দ্র সঙ্গমঃ” হলে “সূর্য্যসঙ্গমঃ”  
বলিবে।

গঙ্গানান।

গঙ্গাভীরে গমন পূর্ব্বক করযোড়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

“ও গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব।

স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্ন। ক্ষম্যমহসি ॥

স্বর্গারোহণসোপানং ভ্রমীয়মুদকং শুভে।

অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥”

∴ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গায় নামিতে হয়, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত  
প্রাতঃস্থান বিধি অনুসারে কুরুক্ষেত্রাদি সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক  
নিম্নোক্ত বিশেষ মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়।

“ও বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসমুত্তে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।

ধর্ম্মদেবীতি বিখ্যাতো পাণঃ মে হর জাহবিকি।

অক্ষয় তত্ত্ব-সম্পন্ন শ্রীমাদ্ভগবৎ জাহবি।

অমৃতেনাশুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং

এই বলিয়া জ্ঞান করতঃ—

“ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদো দুঃখবিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে জ্ঞান  
করিয়া স্তবাদি পাঠ করিবে। স্তবকবচাপ্যায় দেখুন।

### ব্রহ্মপুত্র-জ্ঞান।

সাধারণ জ্ঞান বিধির জ্ঞান কুরুক্ষেত্র দি পাঠ করিয়া নিম্ন-  
লিখিতরূপ সঙ্কলন করিবে—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে নাসি অমুকে পক্ষে।

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশম্মা সৰ্ব

পাপক্ষয়পূৰ্ব্বক সৰ্ববীৰ্য্যজ্ঞান জন্মফল সমফল-প্রাপি

কামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে জ্ঞানমহং করিষ্যে।”

এই প্রকার সঙ্কলন করিয়া জ্ঞান-বিধি-বর্ণিত ম  
পূৰ্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রটি পাঠ করিয়া জ্ঞান করিবে।

মন্ত্র যথা, —

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাত্মাগ শান্তনোঃ কুলনক্ষন।

অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥

### গঙ্গাসাগর-জ্ঞান।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে নাসি অমুকে পক্ষে

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা ত্রিবিধপ্ৰীতি-  
কামঃ গজাশাগরগজমে স্নানমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সন্মত করিয়া স্নান-বিধি অহুসারে স্নান করিয়া কৃতা-  
কালি পূর্বক নিম্ন মন্ত্ৰটি পড়িবে।

মন্ত্র ধর্মী,—

ওঁ স্বং দেব স্মরিতাং নাপি স্বং দেবি স্মরিতাং বরে ।

উভয়োঃ সন্মমে জাহা মুখ্যমি হুরিতানি বৈ ।”

দশহরা-স্নান ।

স্নানবিধি অহুসারে স্নান করিয়া নিম্নলিখিত সন্মত করিবে।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদা জৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে দশম্যাং  
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ  
গজাশাগরগজমে স্নানমহং করিষ্যে ।”

• দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয় তবে “হস্তানক্ষত্রবৃত্ত-  
দশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামঃ” বলিবে।  
আর যদি ঐ দিন মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র হয়, তবে “কুল-  
বারাধি-করণক-হস্তানক্ষত্রবৃত্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জিত-দশবিধ-  
পাপক্ষয়পূর্বক শততপ “বাহিনেশ্বরবৃত্তমন্ত্র” পুণ্যসম-পুণ্য-প্রার্থি-  
কামঃ” বলিয়া সন্মত করতঃ নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র ধর্মী—

“ওঁ অদভ্যাসামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানকঃ ।

পরদারোপনো চ কাটিকঃ ত্রিবিধং মৃতং ॥

পারিত্যম্নতকৈব পৈশুশ্চক্কাপি সর্ববশঃ ।

অসম্বন্ধ-প্রলাপশ্চ বাধ্যয়ং শ্চাচ্চতুর্বিধং ॥

পরজ্ঞবোধভিধানং মনসানিষ্টচিস্তনং ।

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্ম মানসং ॥

এতানি দশ পাপানি প্রশমং বাস্তু জাহবি ।

স্নাতস্ত মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গানানোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক স্নান করিবে। পরে গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

### বারুণী স্নান ।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগু চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিবানকত্র-  
যুক্ত-ত্রয়োদশাঃ তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুশত-  
সূর্য্য-গ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নানজন্তু-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নান  
মহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। ঐ দিন শনিবার হইলে  
“শনিবারাধিকরণক-শতভিবানকত্রযুক্ত ত্রয়োদশাঃ তিথৌ মহা-  
বারুণাঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুকোটি-সূর্য্য-গ্রহণ-  
কালীন-গঙ্গাস্নানজন্তু-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ” বলিবে; আর যদি  
ঐ দিন শনিবার শতভিবানকত্র ও শুভযোগ হয়, তবে “শনি-  
বারাধি-করণক-শুভযোগ-শতভিবানকত্রযুক্ত-ত্রয়োদশাঃ তিথৌ মহা-  
মহাশঙ্কর্য্যাঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা ত্রিকোটি-কুলোদ্ধারণ-  
কামঃ” এইরূপ বলিবে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাস্নান  
বিধি অনুসারে স্নান করিবে।

## নন্দীপ্ৰাণ .

“ঐ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক ত্রিণৌ অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদৈবশৰ্মা। সন্ত জন্মাবচ্ছিন্ন-পত্নিত্যগ্নভক্ষণপতিত-  
সংসৰ্গকৃতপাপ—পঞ্চমহাপাতকাত্মনিৰ্কচনীম-পাপক্ষয়জন্মলা-স্পৃষ্টা-  
ভোজন-সত্যাসত্যভাষণ-স্বৰ্ণমণিরত্নাপহরণ-সামান্যসকল--বস্ত্রপ-হরণ-  
সখিবধমিত্ৰহিংসাদি-জনিভংগহারৌরবাত্মনবরতযম-কিঙ্করতাড়ন-নিবা-  
রণাজন্মবাণ্যযৌবনযাক্ষুধ্যাদশাপাপক্ষয়—ব্রহ্মলোকাধিকল্পণক--পরম-  
হংসদর্শনপূৰ্বক-বানাদীতচতুর্কেদব্রাহ্মণ-সম্প্রদানক-কপিলা-ধেমু—  
লক্ষদানকৃত্ত-ফল--শ্রীমন্তাবয়ণ-দক্ষিণ—ভূজবাস-তহুস্তর মর্ত্যলোকীর  
জন্মগুণাশ্রয়ত্ব সৰ্বসুখভোগ-যশঃপ্রাপ্তিকামঃ গজায়াং নন্দায়াং স্নান-  
মহঃ করিষ্যে।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গানানবিধি অমুসারে নান  
করিবে।

## বস্ত্র পরিধান।

“নানাস্তে উত্তমরূপে মস্তক ও গাত্র আবৃতিয়া ফেলিয়া কেশের  
জল অপনয়নার্থ মস্তকে অতি পরিষ্কার উষ্ণীষ বন্ধন পূৰ্বক ঘোষ  
ও পবিত্রত বস্ত্র ইষ্ট বস্ত্র পড়িয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান করিবে।  
ছিন্ন, মলিন, দৃঢ়, কীট বা মূষিক দ্বারা ছিদ্রীকৃত, শীর্ণ, দশাহীন,  
সিলাই করা, নীলবর্ণ, কদম্ব, বজ্রকগ্ৰহাগত। বস্ত্র পরিধান  
করিতে নাই। পরিহৃতবস্ত্র আত্মক নির্যমেশ পর্য্যন্ত পুড়িত  
হওয়া চাই। এই নিয়মে বস্ত্র পরিধান পূৰ্বক যজ্ঞোপবীতের

\* প্রত্যেক মাসের

বজীর নামে “নন্দাতিথি”।

ভার উত্তরীয় ধারণ করিবেন। ইচ্ছাযেব্র ক্রমেণে বজ্রোপবাহ  
কালক, অক্ষয়্য পৃথক উত্তরীয় ধারণ না করিবেও চলিতে পারে।

এই নিয়মে ব্রহ্ম পরিচয় করিয়া অর্জুন ক্রম ভিক্ষার বৃত্তিকা  
কিছু উৎসাহেণ প্রকাশন করতঃ উত্তমরূপে যৌক করিবে।

### শিখাবস্থান।

ব্রহ্ম পরিচয়ের পর, তিলকের শূর্বে, বিজাতি-পদ একবার  
গায়ত্রী পড়িয়া এক শূত্র ও ত্রী নিরহ মন্ত্রী পড়িয়া আড়াই শাক  
দিয়া শিখা বন্ধন করিবে।

“অক্ষবাণী-সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।

বিস্কোনাশীম সহস্রেন শিখাবন্ধং করোম্যহং।”

শিখামোচন মন্ত্র,—

“ও \* গচ্ছন্তু সকলা দেবা অক্ষবিস্কুমহেশ্বরাঃ।

তিষ্ঠন্ত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং।”

মখন শিখা বন্ধন কি মোচন করিতে হইবে এই নিয়মে  
কাঁচবে।

### কিছু মর্মে।

কিছু মর্মে শিখা না করিয়া কেবল বৈষ্ণবকাণ্ড করিতে নাই।  
শিখা বা উত্তরীয় পূর্ব-বর্তীয়া শিখা প্রাপ্য করিবেন। অর্জুন মাসিক।  
কুম কইতে কেবল পূর্ব-বর্তীয়া শিখা উত্তরীয়। অর্জুন শিখা, বৈষ্ণ  
কইতে বর্তীয়া এক শূত্র বর্তীয়া শিখা করিবে।

\* ত্রী, শূর্বে ও উত্তরীয় করিতে নাই।

নিভ্যকর্ণ।

২৬

তিলক-দ্রব্য।

রক্তচন্দন, চন্দন, এবং যজ্ঞীয়কীৰ্ত্ত ঘসিয়া তিলক করিবে, অথবা মৃত্তিকা, "গোপীচন্দন," রোচনা, কুঙ্কুম ও গোময়দ্বারা তিলক করিবে। এই সকল দ্রব্যের অভাবে জলদ্বারা তিলক করিবে।

তিলক ধারণমন্ত্ৰ।

“কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।

পুণ্যং যশস্তমায়ুস্তং তিলকং মে প্রসীদতু ॥”

চন্দনদ্বারা তিলক মন্ত্ৰ—

“কাস্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং সৌভাগ্যমতুলং যম।

দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥”

শক্তিপূজায় বিশেষ তিলক।

লালাটে রক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দনদ্বারা অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা করিয়া তন্মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু দিবে। এই তিলক ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া করিতে হয় এবং তিলকদ্রব্যগুলিকে ইষ্টদেবতার পদ-ধূলিরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে তিলক করিয়া তন্মধ্যে অতি গুপ্তভাবে ইষ্টমন্ত্রটি লিখিবে, যেন অস্ত্রে পড়িতে না পারে। হৃদয়ে খেতপদ্মাকার তিলক করিয়া তাহাতে “হুং” মন্ত্ৰ লিখিবে। বাহ্যে বেনার স্তায় এবং পূর্কোক্ত তিলক ধারণের স্থানে বিন্দুর স্তায় তিলক করিবে।



## বৈষ্ণব-তিলক ।

বৈষ্ণবগণ ললাটে নাসিকায়ুল হইতে কেশ পৰ্যন্ত ছিঁড়গুক্ত।  
উর্ধ্বপুণ্ড, বাহুতে বংশপত্রের জায়, হৃদয়ে অশ্বখপত্রের জায়,  
অন্তর তুলসীপত্রের জায় তিলক করিবেক। বৈষ্ণবগণ নিম্নস্থ  
মস্ত্রে তিলক ধারণ করিবে ।

মন্ত্র যথা,—ললাটে “কেশবায় নমঃ”, কণ্ঠে “পুরুষোত্তমায়  
নমঃ”, বামবাহুতে “বাহুদেবায় নমঃ”, দক্ষিণবাহুতে “দামো-  
দস্যায় নমঃ”, নাভিতে “নারায়ণায় নমঃ”, হৃদয়ে “মাধবায় নমঃ”,  
দক্ষিণপার্শ্বে “গোবিন্দায় নমঃ”, বামপার্শ্বে “ত্রিবিক্রমায় নমঃ”,  
বামকর্ণমূলে “বিষ্ণবে নমঃ”, দক্ষিণকর্ণমূলে “মধুসূদনায় নমঃ”,  
শিরোরম্ভে “কৃষীকেশায় নমঃ”, পৃষ্ঠে “গদ্যনাভায় নমঃ”, বলিয়া  
তিলক করিবে। এইরূপে তিলক করতঃ হাত ধুইয়া সেই জল  
“বাহুদেবায় নমঃ”, বলিয়া মাথায় দিবে ।

## শিবপূজা-বিষয়ে-তিলক ।

শিব পূজায় ভক্তদ্বারা ত্রিগুণ করিতে হয়, ভক্তের অভ্যাঞ্চে  
চন্দন, তদভাবে মুক্তিকা বা জলদ্বারা তিলক করিবে ।

প্রাতঃস্নানের পর তিলক করিয়া সকল বেদীরই সন্ধ্যাহুষ্ঠানে  
করিতে হইবে। প্রথমে পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া আচমন  
করতঃ সন্ধ্যাহুষ্ঠান করিবে ।

## সামবেদীয় সংক্যা প্রকরণ ।

সার্জন ।

ও শম আপোধব্যাঃ, শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ ।

শমঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ ॥ ১ ॥

ও দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, শ্মিন্নঃ স্নাতো মলাদিব ।

পূতং পবিত্রেনেবাক্যমাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ ॥ ২ ॥

ও আপো হি ঠা ময়োভুব, স্বা ন উর্জে দধাতন ।

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ও যো বঃ শিবতমো-

হে মরুদেশোত্তর জল ! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর, বহুদক-  
দেশসমুত্ত জল ! তোমরা আমাদের কল্যাণদায়ক হও, হে সামুদ্রিক  
জল ! তোমরা আমাদের মঙ্গল বিধান কর, হে কুপোদক ! তোমরা  
আমাদের মঙ্গল কর । ১ ।

• ঘর্ষাক্ত বাক্তি যেমন বৃক্ষতল অধঃপ্রয় করিয়া ঘর্ষ হইতে  
বিসুক্ত হয়, স্নাত বাক্তি যে প্রকার শরীর মল হইতে মুক্ত হয়,  
সংস্কারক মন্ত্রের দ্বারা স্নাত যেমন পবিত্র হয়, হে জল ! তোমরা  
আমাকে সেই প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত কর । ২ ।

• হে জলসমূহ ! তোমরা নিত্যকর্ম আশ্রয়ক । অতঃপূর্বে  
ইহলোকে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দেও, এবং পরলোকে  
পরম স্বর্গদর্শন ব্রহ্মের সহিত আমাদের একীভূত করিয়া দেও,  
অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা চিত্ত বিমুক্ত হইয়া আমরা যেমন ব্রহ্ম প্রাপ্ত  
হই ।

রস, স্তম্ভ ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিস মাতরঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ তন্মা অরংগমাম যো, যন্ত ক্ষয়ায় জিব্বথ ।

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ক্ষতঞ্চ সত্য-

কাতীক্সাতপসোহধাজায়ত । ততো রাত্রাজায়ত,

ততঃ সমুদ্রোঅর্নবঃ । সমুদ্রাদর্নবাদধিসম্বৎসরো

হজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্ত মিমতো বশী ।

ওঁ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথা পূর্ব্বমধঃস্রয়ৎ

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরিক্ষমথো নৃঃ ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্র করেকটা পড়িয়া মার্জ্জন অর্থাৎ কুশ বা কুশাভাবে  
অকুলিয়ারা জল লইয়া মন্তকে ডুবিতে আকাশে বারংবার দিবে ।

জননী যে প্রকার সর্ষদা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেন, হে  
জলসমূহ! সেইরূপ তোমরাও তোমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা  
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদের কল্যাণ কর । ৪ ।

হে জলসমূহ! তোমরা যে রসের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তদ্ব পর্য্যন্ত  
সমস্ত জগত আন্নারিত করিতেছ, সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে  
পরিতৃপ্ত কর, ৫ ।

মহাশলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন  
হইয়াছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময়  
হইয়াছিল । তৎপর অদৃশের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল ।  
সৃষ্টির প্রাথমিক জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । সেই সমুদ্রায়মান  
জলে জগৎ-সৃষ্টি-সমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভবে হইল, তিনি যথাক্রমে  
স্বর্গ ও চন্দ্রের, নির্মাণ করিলেন । তদ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ

ঋষিচ্ছন্দ ।

করযোড়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক ঋষ্যাদির মরণ করিবে ।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম-ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্ব-  
কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ । ৭ । সপ্তবাহুতীনাং  
প্রজাপতি-ঋষির্গায়ত্রী-উষিক্-অহুতী-বৃহতী-পঙক্তি-  
ত্রিষ্টু-বজ্রগত্যচ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যাবরুণবৃহস্পতীন্দ্র-  
বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । ৮ ।

গায়ত্রী বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা  
প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । ৯ । গায়ত্রীশিরসঃ প্রজা-

হইল । দিন রাত্রির বিভাগ বশতঃ সন্ধ্যাসন্দের সৃষ্টি হইল ।  
অনন্তর খাতা আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহাদি লোকের সৃষ্টি  
করিগেন । ৬ ।

ওঁ কার মন্ত্ৰের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং  
সর্বকর্ম্মের প্রারম্ভে উহার উচ্চারণ করিতে হয় । ৭ ॥

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্ত বাক্যতির  
প্রজাপতি ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী, উষিক্, অহুতী, বৃহতী,  
পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও বজ্রগতী—এই সাতটি ছন্দঃ; অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,  
বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বেদেব—দেবতা, প্রাণায়ামে ইহার  
প্রয়োগ করিতে হয় । ৮ ।

গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র ( ব্রহ্মা ) গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য দে  
প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ হয় । ৯ ।

পতিঋষিঃ জ্যৈষ্ঠাঃ সূর্য্যাস্ততঃ প্রোদেবতাঃ  
প্রাণায়ামে বিনিয়োগি । ১০ ।

প্রাণায়াম ।

“নাভৌ,—রক্তবর্ণং চতুর্শৃংং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরং  
হংসবাহনং অক্ষাণং ধায়ন । ১১ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ  
ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং  
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো-  
জ্যোতীরসোহমৃতং অক্ষা ভূভুবঃ স্বরোম্” । ১২ ।

ইত্যাদি বাক্যোক্ত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে  
হইবে ।

এই মন্ত্র পড়িয়া নাভিদেহে অক্ষার ধ্যান করিয়া পূরক-  
প্রাণায়াম করিবে । পরে—

গায়ত্রী শিরের (আপোজ্যোতিরিত্যাদির) প্রজ্ঞাপতি ঋষি.  
(ইহার ছন্দ নাই) দেবতা অক্ষা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য, প্রাণায়ামে  
ইহার উচ্চারণ করিতে হয় । ১০ ।

রক্তবর্ণ চতুর্শৃংং, দ্বিভুজ, একহস্তে রক্তাক্ষমালা ও অপর হস্তে  
কমণ্ডলুধারী, হংসবাহন অক্ষাকে নাভিদেহে অবস্থিতরূপে চিত্তা  
করিবে । ১১ ।

যিনি কু প্রভৃতি মণ্ড লোকের প্রকাশক, যিনি জল, তেজ,  
বায়ু রসরূপে বর্তমান, যিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ের জীবাঙ্কারূপে  
অবস্থিত আছেন, যিনি সৰ্ব্ব রজ ও তমোগুণের আলম্বনে অক্ষা,  
বিক্র ও রক্তরূপে প্রকাশমান, সেই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী অর্ধাং  
সূর্য্যমণ্ডলোপাধিপতিজিহ্বা চৈতন্যকে আমরা উপাসনা করি

“হৃদি,—নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-  
হস্তং গরুড়াকৃৎ কেশবং ধ্যানন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ  
ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বিরেণ্যং  
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্॥ ওঁ  
আপোজ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্ব রোম্” । ১০।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া ছয়দিশে বিষ্ণুর চিত্তা করিয়া কুন্তক  
প্রাণায়াম করিবে। • পরে—

“ললাটে,—শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকারং অর্ধচন্দ্র-  
বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভাকৃৎ শঙ্খং ধ্যানন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ  
স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বিরেণ্যং  
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। ওঁ  
আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্ব রোম্” । ১৪।

•• এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া ললাটেদেশে শঙ্খর ধ্যান করতঃ  
• রেচক প্রাণায়াম করিবে।

•• তিনি ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে  
প্রেরণ করেন। ১২।

নীলপদ্মের ত্রায় প্রতীশালী চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী  
• গরুড়োপরি আরুঢ় বিষ্ণুকে হৃদয়দেশে ধ্যান করিবে। ১৩। •

ললাটেদেশে শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী অর্ধচন্দ্র-  
বিভূষিত বৃষবাহন শঙ্খকে ধ্যান করিবে। ১৪।

আচমন ।

দক্ষিণহস্তে জল লইয়া প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার পান করতঃ আচমন করিবে । মন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্চন্দ্র আশ্বিনোদেবতা  
আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মনুশ্চ মনুপত্যশ্চ ।  
মনুপত্যশ্চৈভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং ॥ যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা  
বাচা হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদরেণ শিশ্না অস্তদবলুপ্তত্বং  
কিঞ্চিদুরিতং ময়ি । ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সূর্য্যো জ্যোতিষি  
পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা । ১৫ ।

মধ্যাহ্নকালের আচমন মন্ত্র ।

ওঁ আপঃ পুনস্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরশুষ্কপুচ্ছন্দ  
আশ্বিনোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ ।

“সূর্য্যশ্চ মা মনুশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, চন্দ্র প্রকৃতি, জল দেবতা এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় । সূর্য্য, যজ্ঞদেব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ হইতে আমাদেব রক্ষা করেন । আমি রাত্রিতে মন, বাচ্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবসাত্মিক দেব তাহা নষ্ট করেন এবং আমার আরও যে কিছু পাপ আছে, তৎ সমস্ত এই জলে মিশ্রিত করিয়া সেই পাপময় জল জ্বপদ্বয়মধ্যবর্তী প্রকাশরূপ অমৃতময় পদ্মের জ্যোতিতে সমর্পণ করিলাম । তিনি দণ্ড করণ । ১৫ ।

‘আপঃ পুনস্ত্ব’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, চন্দ্র অশুষ্কপুচ্ছ, জল

ওঁ আপঃ পুনস্ত পৃথিবীঃ পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং ।

পুনস্ত ত্র্যক্ষং পতিত্র্যক্ষা পূতা পুনাতু মাং ॥

ষট্ছিচ্ছিক্তমভোজ্যঞ্চ যদা দুশ্চরিতং মম ।

সর্বং পুনস্ত মামাপোহসত্যঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা । ১৬ ।

সায়ংকালের আচমন মন্ত্র ।

ওঁ অগ্নিষ্ট মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিছন্দআপো-  
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিষ্ট মা মনুষ্যষ্ট মনুষ্য-  
পতয়্যষ্ট মনুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহা পাপমকার্ণং  
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদরেণ শিখা রাত্রিস্তদবলুপ্তত্ব

দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ । জল আমার পার্শ্বব দেহকে  
পবিত্র করুন এবং দেহ পবিত্র হইয়া আমাকে ( ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে )  
পবিত্র করুন এবং জল পরমাত্মাকে পবিত্র করুন, পরমাত্মাও  
পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন । উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য-  
ভোজন, অসদাচরণ এবং অসংপ্রতিগ্রহ-জনিত আমার বড়  
পাপ আছে, তৎ সমস্ত পাপ হইতে জল আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ  
সেই সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন । পাপ বিনাশের  
নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত এই জল অমৃত নামক হতাশন-হিত সত্য-  
স্বরূপ পরমাত্মাতে সূহৃত হউক । ১৬ ।

“অগ্নিষ্ট মা মনুষ্যষ্ট” ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতিছন্দ,  
জল দেবতা এবং আচমনে প্রয়োগ । অগ্নি, যজ্ঞদেব, ইন্দ্রাবি  
দেবগণ মদীর পাপ বিনাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন-  
আমি দ্বিবেল মন, বাচ্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিরস্বারা যে যে



যং কিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহয়ত্বোনো সত্যো  
জ্যোতিষি পরমাজ্জনি জুহোমি স্বাহা । ১৭ ।

তিন বেলায়ই এইরূপ আচমন করিয়া ভক্তের উপরে এক-  
বার গায়ত্রী জপ করতঃ নিম্নলিখিত পুনর্স্বার্জন করিবে ।  
মন্ত্র যথা,—

“আপো হি ঠেতি ঋকত্রয়সা সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ  
আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুব,—স্তা ন উর্জে দধাতন মহে  
রণায় চক্ষসে । ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাক্যতেহ নঃ ।  
উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তন্ম্যা অরজমাম বো যস্য ক্ষয়ায়  
জিন্থথ আপো জনয়থা চ নঃ” । ১৮ ।

### অঘমর্ষণ ।

অতঃপর এই মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিবে । মন্ত্র যথা,—

ঋতমিতাসা অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা  
অগ্নামধাতুভূথে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্সাত-

পাপ করিয়াছি, রাত্রি অভ্যন্তরীণ দেবতা তৎসমস্ত পাপ নষ্ট  
করুন এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া অল্প যত পাপ আছে, তাহা  
অমৃত নামক হৃদয়স্থিত সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে সমর্পণ  
করিলাম । ১৭ ।

“আপোহিষ্টা” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দ,  
‘জল দেবতা এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ “আপোহিষ্টা” ইত্যাদি  
মন্ত্র পূর্বেই অনুবাদিত হইয়াছে । ১৮ ।

“ঋত” মিত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, ত্রীশ্রী

পদোহঙ্কারায়ত ততো রাত্রাজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ষবঃ সমু-  
দ্রাদর্শবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য  
মিষতো বলী ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্ দিবঞ্চ  
পৃথিবীকাস্তরিক্ষ মথো স্বঃ । ১৯ ।

অনন্তর তিনবার ওঁ গায়ত্রী পড়িয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি  
জল প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে ।

### সূর্য্যোপস্থান ।

উত্থামিত্যস্য প্রাক্ষর ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা  
সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উত্থতাং জাতবেদসং, দেবং  
বহন্তি কেতবঃ । দূশে বিশ্বায় সূর্য্যাং । ২০ । ওঁ চিত্রমিতস্য  
কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্শ্রিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ  
আপ্রা ভাবাপৃথিবীকাস্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তনুশ্চ । ২১ ।

দেবতা, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ । মন্ত্রের অর্থ  
পূর্বেই অনুবাদিত হইয়াছে । ১৯ ।

“উত্থতা” মিত্যাदि মন্ত্রের প্রাক্ষর ঋষি, গায়ত্রীছন্দ, সূর্য্য  
দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ । তেজসম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ  
সূর্য্যদেবকে তদীয় রশ্মি সমূহ উর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে  
অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সেই হেতু সকলের দর্শন কার্য্য  
সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ সকলেই প্রকাশিত হইতেছে । ২০ ।

“চিত্র” মিত্যাदि মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ছন্দ, সূর্য্য  
দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ । দেবগণের আশ্রয়কর

অতঃপর নিম্ন লিখিত ১১টি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র পাঠ  
করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে ।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ১ । ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ । ২ । ওঁ  
আচার্য্যেভ্যো নমঃ । ৩ । ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ । ৪ । ওঁ দেবেভ্যো নমঃ ।  
৫ । ওঁ বেদেভ্যো নমঃ । ৬ । ওঁ বায়বে নমঃ । ৭ । ওঁ মৃতাবে  
নমঃ । ৮ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । ৯ । ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ । ১০ ।  
ওঁ উপদ্ভায় নমঃ । ১১ ।

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ-প্রকরণোক্ত-  
বিধিমত তর্পণ করিয়া পরে গায়ত্রী জপ করিবে ।

## গায়ত্রী আবাহন ।

কৃতাজলি হইয়া,—

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি ।

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতব্রক্ষ্ষণোনি নমোহস্তু তে ॥২২॥”

এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঞ্জলি দিবে ।

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন । ইনি মিত্র, বরুণ এবং  
অগ্নির প্রকাশ । ইনি উদিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে  
স্বীয় তেজের দ্বারা আপূরিত করিতেছেন । এবং সূর্য্য স্বাবর-  
জগৎস্বয়ং জগতেব আত্মাস্বরূপ । ২১ ।

হে বরদে দেবি, হে অক্ষরব্রহ্মময়ি, হে ছন্দোজননি, হে  
বেদোদ্ভবে, গায়ত্রী ! তুমি আগমন কর অর্থাৎ আমার জপ-  
কালে সন্নিহিত হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২২ ।

### অঙ্গষ্ঠাস ।

“ও হৃদয়ঃ নমঃ” বলিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা হৃদয় দেশ স্পর্শ করিবে। “ও ভূঃ শিরসে স্বাহা” বলিয়া তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। “ও ভূবঃ শিখায়াঃ বধূঃ” বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। “ও স্বঃ কবচায় হুঃ” বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ব্রাহ্মবাহু এবং দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে। “ও ভূভূবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” বলিয়া তর্জনী ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিবে। “ও ভূভূবঃ স্বঃ কণ্ঠতলপৃষ্ঠাভ্যাং স্তন্যায় ফট্” বলিয়া তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপ অঙ্গষ্ঠাস তিনবার করিবে। তৎপর তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—

“ও কুমারীং ঋষেদমুতাং প্রাকরূপাং বিচিস্তয়েৎ ।

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্” ॥ ২৩ ॥

মধ্যাহ্নের ধ্যান,—

“ও মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং তাক্ষ্যস্থাং পীতবাসিনীম্ ।

সুবর্তীং বজ্রকোঁদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্” ॥ ২৪ ॥

প্রাতঃকালে, গায়ত্রী দেবীকে কুমারী ঋষেদোঁতা, ব্রহ্ম-  
রূপিনী, হংসাসনা, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী চিত্তা  
করিবে। ২৩।

সায়াক্ষর ধ্যান,—

“ওঁ সায়াক্ষে শিবরূপীং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্ ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং সামবেদ-সমাসুতাম্” ॥ ২৫ ॥

এইরূপে তিনবেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া গায়ত্রীর ঋত্বাদি একবার স্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে ।

গায়ত্রীর ঋত্বাদি, যথা—“ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষির্গায়ত্রী-  
ছন্দঃ সবিতা দেবতা অপোপনয়নে বিনিয়োগঃ” ॥ ২৬ ॥

গায়ত্রী ।

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ।

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৭ ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রী-জপ বিসর্জন করিতে হইবে ।

মধ্যাহ্নসময়ে গায়ত্রীকে বৈষ্ণবী, গুরুভাসনা, পীতাম্বর-  
ধারিনী, যুবতী, যজুর্বেদোদ্ভবা ও সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা চিন্তা  
করিবে ২৪ ।

সায়ংকালে গায়ত্রীকে শিবশক্তি, বৃদ্ধা, বৃষভাকৃতা সামবেদো-  
দ্ভবা ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তিনী চিন্তা করিবে । ২৫ ।

গায়ত্রীর ঋষি—বিশ্বামিত্র ( ব্রহ্মা ), ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—  
সূর্য্য—এবং জপে নিয়োগ । ২৬ ।

ঐতিহাসিকপ্রণয়কর্তা চর্য্যচরিত্রের প্রসবিতা স্বর্ণমর্ত্য-  
আকাশবাসী দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেই তেজকে আমরা চিন্তা  
করি, যে তেজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে দীর্ঘার্ধকামনোক বিষয়ে  
নিয়োগ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

নিত্যকৰ্ম ।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্ন ষিঙ্কোহৃদয়সম্ভবা ।

ত্ৰ্যক্ষণা সমশূজ্জাতা গচ্ছ দেবি মথেষ্টয়া ॥ ২৮ ॥

• এই মন্ত্ৰ পড়িরা এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া “অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্লো প্রীয়েতাম্ । “ওঁ আদিত্যশুক্লাত্যাং নমঃ”--এই বলিরা এক অঞ্জলি জল দিয়া আত্মরক্ষা করিবে ।

‘আত্মরক্ষা !

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্ৰ পাঠ করিবে ।

মন্ত্ৰ যথা,—

“জাতবেদস ইতাস্ত কাশ্চপঋষি-ত্ৰিষ্টুপ্-ছন্দোহগ্নিদেবতা,  
আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সুনবাম  
সোমমরাভীয়তো নি দহাতি বেদঃ । স নঃ পরিষদতি দুৰ্গাণি  
বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং তুরিতাত্যাগিঃ” ॥ ২৯ ॥

অতঃপর রুদ্রোপস্থাপন করিবে ॥

---

হে দেবি ! আপনি মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া  
ত্র্যক্ষরে অনুনত্যনুসারে বিষ্ণুর হৃদয়ে বাস করিতেছেন, অতএব  
ইচ্ছাযত গমন করুন ॥ ২৮ ॥

• “জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্ত্ৰের কাশ্চপ-ঋষি, ত্ৰিষ্টুপ্-ছন্দ,  
অগ্নি-দেবতা এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ । অগ্নিদেবের মজ্জার্থে  
আমরা সোমসতার আসব প্রস্তুত করিতেছি । সেই অগ্নিদেব :  
আমাদিগের সম্বন্ধে শক্রভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের ধনাদিকে ভস্মীভূত  
করুন এবং যে প্রকার নাবিকগণ দুৰ্গমনদী হইতে পার করে,  
সেই প্রকার দুঃখসাগর হইতে আমাদিগকে পার করুন ও পাপ  
হইতে মুক্ত করুন । ২৯ ।

## ৰুদ্রোপস্থান ।

কৃতাজ্জলি হইয়া এই মন্ত্ৰটি পড়িবে । মন্ত্ৰ যথা,—

“ঋতমিত্যশ্চ কালাগ্নিরুদ্রঋষিরমুষ্টপু ছন্দো রুদ্রোদেবতা  
ৰুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ।

উৰ্দ্ধলিঙ্গং বিৰূপাক্ষং, বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপরে,—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥ ওঁ অস্ত্যো নমঃ ॥ ২ ॥ ওঁ  
বরুণায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ রুদ্রায়  
নমঃ ॥ ৫ ॥

এই প্রত্যেক মন্ত্ৰ পড়িয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে । অতঃ-  
পর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে ।

## ব্রহ্মযজ্ঞ । \*

পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বামহস্তে কুশ ধারণপূর্বক তাহার  
উপরে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখভাবে স্থাপন করতঃ প্রথমে নিম্নলিখিত  
ক্রমে গায়ত্রী পাঠ করিবে ।

\* যথাশক্তি চতুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি পাঠের  
নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না বলিয়া চারিবেদের চারিটা  
আগ্নি মন্ত্ৰ পঠিত হইয়া থাকে, ইহাও শাস্ত্রানুসারে। অশক্ত  
ব্যক্তি পক্ষে চতুর্বেদাদি-মন্ত্ৰ চতুষ্টি পাঠ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

গায়ত্ৰী পাঠের ক্রম যথা ।

• ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং । ওঁ ভর্গো দেবস্ব  
ধীমহি । ওঁ ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ । ওঁ ভূভূবঃ  
স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ব ধীমহি । ওঁ ধियो যো নঃ  
প্রচোদয়াৎ ওঁ । • ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং  
ভর্গো দেবস্ব ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।

এইরূপে গায়ত্ৰী পাঠ করিয়া ঋষাদি সহ ব্রহ্মযজ্ঞের ৪টি মন্ত্র  
পাঠ করিবেন ।

১ম মন্ত্রের ঋষাদি যথা,—

মধুচ্ছন্দঃ ঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে  
বিনিয়োগঃ ।

১ম মন্ত্র যথা—

• ওঁ অগ্নীমীলে (অগ্নীমীড়ে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুহিজং  
হোতারং ব্রত্নধাতমম্ ॥ ৩১ ॥ •

•  
ঋগ্বেদীর প্রথম মন্ত্রের ঋষি মধুচ্ছন্দনামা মুনি, গায়ত্ৰী ইহার  
ছন্দ, অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ব্রহ্মযজ্ঞরূপে ইহার বিনিয়োগ  
হয় । অগ্নি দেবতাদিগের হোমকার্য্য সম্পাদন করেন, এই নিমিত্ত  
সেই অগ্নিকে যজ্ঞের পূর্বাভাগে স্থাপন করা যায় । সেই অগ্নি  
সমধিক দীপ্তিশালী, ইনি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেবতাদিগকে  
আহ্বান করেন এবং অগ্নিই যজ্ঞফলের ধারণ কর্তা, অতএব  
সেই অগ্নিকে স্তব করি ॥ ৩১ ॥



২য় মন্ত্ৰেৰ ঋত্বাদি যথা,—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষি ঋক্ষিক্ ছন্দোবায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞৰূপে  
বিনিয়োগঃ ।

২য় মন্ত্ৰ যথা,—

ওঁ ইযে হোৰ্জেজ্জ্বা বায়বঃ স্ব দেবোবঃ সবিতা প্রাপয়তু  
শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে ॥ ৩১ ॥

৩য় মন্ত্ৰেৰ ঋত্বাদি যথা,—

গোতম ঋষি গায়ত্ৰীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞৰূপে  
বিনিয়োগঃ ।

যজুৰ্বেদীয় আদি মন্ত্ৰেৰ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যনামা মুনী, ঊক্ষিক্ ছন্দ,  
বায়ু ইহাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞ রূপে ইহাৰ প্রয়োগ  
হয়। হে শাশ্বে! ঋষ্টি ও বলের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন  
করি। হে বৎসগণ! তোমরা, বায়ুস্বরূপ হইয়া থাক অর্থাৎ  
মাতার নিকট হইতে অস্ত্র গমন করিও এবং নানাখানে  
বিচরণ করিয়া সায়ংসন্ধ্যায় মাতৃসমীপে বায়ুর ত্রায় আগমন  
করিও। হে গো সকল! দেদীপ্যমান সবিতা অর্থাৎ পরমেশ্বর  
বেদোক্ত যজ্ঞাদিকৰ্ম্ম সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে প্রভূত তৃণাদি-  
যুক্ত বনে প্রেরণ করুন। ৩২।

সামবেদীয় আদিমন্ত্ৰেৰ ঋষি গোতমনামা মহামুনি, গায়ত্ৰী-  
ছন্দ, অগ্নি অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞৰূপে ইহাৰ বিনিয়োগ  
হইয়া থাকে। হে অগ্নিদেব! আমরা তোমাকে স্তুব করি,  
তুমি যত ভোজ্যমার্থ ও দেবগণকে অন্ন প্রদানার্থ উপস্থিত হও।

৩য় মন্ত্ৰ যথা,-

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা  
সৎসি বর্হিষি ॥ ৩৩ ॥

৪র্থ মন্ত্ৰের ঋত্বাদি যথা,—

পিপ্ললাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবরুণোদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে  
বিনিয়োগঃ ।

৪র্থ মন্ত্ৰ যথা,—

ওঁ শম্নোদেবীরতীর্ষ্যে শম্নোতবন্তু পীতয়ে শংযোরতি-  
অবন্তু নঃ ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকারে সামবেদীগণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন ।

সূর্য্যার্ঘ্য ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ॥

ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য, তদভাবে এক অঞ্জলি জল  
দ্রিগ্না সূর্য্যকে প্রণাম করিবে ।

তুমি হোম ক্রিয়ার প্রধান সাদনস্বরূপ হইয়া বিস্তীর্ণ কুশের উপর  
অধিষ্ঠান কর । ৩৬ ।

অথর্ববেদীয় আদিমন্ত্ৰের ঋষি পিপ্ললাদনাগা মুনি, গায়ত্রী  
ইহার ছন্দ, বরুণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্রহ্মযজ্ঞজপে ইহার  
বিনিয়োগ হয় । 'হে স্তুতিযোগ্য জল সকল ! আমাদিগের  
তুষ্টিবিধানার্থ ও পানার্থ মঙ্গলপ্রদ হউন এবং আমাদিগের মঙ্গল  
লাভনার্থ অভিমুখে প্রবাহিত হউন । ৩৭ ।

সূর্য্য নমস্কার ।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্রুতিং ।

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত ।

ব্রহ্মন্ প্রদীপ্ত বিষ্ণুতেজঃ স্বরূপ সূর্য্যদেবকে নমস্কার । জগৎ প্রকাশক পবিত্র কৰ্ম্মফলদায়ী সবিভা সূর্য্যদেবকে এই অর্থ প্রদান করিতেছি । ৩৫ ।

জরাপুষ্প সৎস্র প্রভাশালী কশ্যপতনয় মহাতেজস্বী সর্বপাপনাশক তমোবিঘাতক দিবাকরকে নমস্কার করি । ৩৬ ।



## ঋগ্বেদীয় মন্ত্র্যাপকৃতি ।

ওঁ তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীষ  
চক্ষুরাততম্ । ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃৎবা যথাবিধি আচমনং  
কুৰ্ঘ্যাৎ ॥

( কালাতিপাতে দশবার গায়ত্রীজপকল্প প্রায়শ্চিত্ত করিবে । )

মার্জ্জন ।

ওঁ শন্ন আপো যম্মত্যাঃ শমনঃ সন্ত নুপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া  
আগঃ শমনঃ সন্ত কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥

ওঁ রূপদাদিব মুমুচানঃ স্নিন্নঃ স্নাতো মলাদিব ।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাগঃ শুক্লন্ত মৈনসঃ ॥ ২ ॥

---

জনগণ, আকাশে যেরূপ সর্বপ্রকাশময়, স্বর্গকে দেখিতে  
পায়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পরমপদ সর্বদা  
দেখিতে পান । ‘ওঁ তদ্বিষোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ পূর্বক  
যথাবিধি আচমন করিবে ।

হে মরুদেশাংপন্ন জলসকল, হে বহুদকদেশসমুদ্ভূত জল-  
সকল, হে সমুদ্রভব জল সকল, হে কূপোদক সকল আমাদিগের  
মঙ্গল বিধান করুন । ১ ।

হে জল সকল, যক্ষাক্তব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষশূল আশ্রয় কুরিয়া  
যক্ষ হইতে মুক্ত হয়, যেরূপ স্নাত ব্যক্তি গাত্রমল হইতে মুক্ত  
হয়, যে প্রকার আজ্যসংস্কারবিধি দ্বারা স্নাত পবিত্র হয়, সেই-  
রূপ পাপ হইতে আমাকে পবিত্র কর । ২ ।

ওঁ আপো হি ঠা ময়োৰ্দ্ধ্বন্তান উৰ্জে দধাতন । মহে  
 রণায় চক্ষসে ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্ত্য তাজয়তেহনঃ ।  
 ঔশভীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তস্তা অরঙ্গমাম বো বস্য ক্ষয়ায়  
 জিহ্বা আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্কানুপসোহধাজ্জায়ত । ততো রাত্র্য-  
 জায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্নবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্নবাদধি সম্বৎসরোহ-  
 জায়ত । অহোরাত্রাগি বিদধদ্, বিশ্বস্ত মিমতো বশী ॥ ওঁ  
 সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ, দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ  
 মথো স্বঃ ॥ ৪ ॥

হে জলসকল ! যে হেতু অম্মাদি দ্বারা তোমরা আমাদিগের  
 সুখ-সম্পাদক হইতেছে, সেইহেতু নৌকিক বস্তুর সহিত এবং  
 পারমাণ্বিক বস্তুর সহিত আমাদিগকে যোগ করিয়া দাও । হে  
 জল সকল ! জননী যেৰূপ মেহ প্রকাশ দ্বারা পুত্রদিগকে  
 কল্যাণভাজন করেন, সেইরূপ তোমরা স্বকীয় রসদ্বারা আমা-  
 দিগকে কল্যাণভাজন কর । হে জলসকল ! তোমাদিগের  
 যে রসে সমস্ত জগৎ সম্প্রীত, সেই রসে আমরা যেৰূপে পরিতুষ্ট  
 হই, তাহা কর । ৩ ।

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিলুপ্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন  
 হয়, তখন রাত্রি অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল ।  
 তৎপূৰ্ব্ব অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া, সৃষ্টির আরম্ভ হইল । সৃষ্টির প্রথমে  
 জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎ-  
 সৃষ্টিসমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে স্বৰ্গ ও চন্দ্রের  
 নির্মাণ করিলেন । তদ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল । দিন

অনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া ঋষ্যাদিগ্ন স্বরণ করিবে ।

ও কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্বকর্মা-  
রন্তে বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহুতানাং বিশ্বামিত্রভৃগুভরদ্বাজ  
বশিষ্ঠগোতমকাশ্যপাদ্ভিরস ঋষয়ঃ অগ্নিবাযুদিতাবৃহস্পতীন্দ্র-  
বরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যধিগমুফুবৃহতীপঙক্তি-  
ত্রিষ্টুব্জগত্যচ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । গায়ত্র্যা  
বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ-প্রাণায়ামে বিনি-  
য়োগঃ । গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষিঃ স্রবাস্বাশ্বিনীসূর্য্যাস্ত-  
ত্ৰোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল । অনন্তর ধাতা  
আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোক সকলের সৃষ্টি  
করিলেন । ৪ ।

অতঃপর সকল মন্ত্রই কোন ঋষি কর্তৃক প্রণীত এবং কোন  
ছন্দে রচিত এবং উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে এবং  
কি কার্য্যে উহাদিগের প্রয়োজন এই সকল জ্ঞাত হওয়া আব-  
শ্যক, অতএব মন্ত্রপাঠের পূর্বে তৎসমুদায় প্রকাশিত হইতেছে ॥  
প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্রী, সকল কর্ম্মের  
আরম্ভে উহার প্রয়োগ আবশ্যক । সপ্তব্যাহুতির ঋষি প্রজাপতি,  
দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব ;  
ছন্দঃ গায়ত্রী, উচ্চিক, অমৃষ্টপ, বৃহতী, পঙক্তি ত্রিষ্টপ ও জগতী  
প্রাণায়ামে ইহার নিয়োগ হয় । গায়ত্রী শিরের ঋষি প্রজাপতি,  
ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা—ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য ; প্রাণায়ামে

এই বাক্যগুলি দ্বারা ঋষিাদিসম্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ।

জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা  
বামনাসয়া বায়ুং পূরয়ন্ নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ । ওঁ ভূঃ  
ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ  
সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ  
ওঁ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূভুবঃ স্বরোম্ । ওঁ  
রক্তবর্ণং চতুস্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাকৃৎ  
ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ॥

ততঃ কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা বায়ুং  
কুণ্ডলয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ  
মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-  
দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ । ওঁ আপোজ্যো-  
তীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূভুবঃ স্বরোম্ । ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং  
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়াকৃৎ কেশবং ধ্যায়েৎ ॥

প্রয়োজন । গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা  
সূর্য্য ; প্রাণায়ামে উহার প্রয়োজন । ৫ ।

জলদ্বারা স্বীয় মস্তক বেষ্টনানন্তর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ  
নাসিকার ধারণ করিয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে  
করিত স্বর্গদেবের ভূঃ প্রভৃতি মণ্ডলোকব্যাপী উৎকৃষ্ট  
জ্যোতিঃচিন্তা করি, ইহাই আশাদিগের বুদ্ধিকে যথার্থ পথে  
লইয়া যায় । জল, শুভ্র, রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্ম, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই  
তিন লোক দেদীপ্যমান করিয়াছেন (এইরূপ ভাবনা করিয়া)

ততো দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়ন্ শব্দুং ধ্যায়েৎ । ওঁ  
ভূঃ ভ্রুঃ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ  
তৎ সবিতুৰ্বরেণ্যং ভৰ্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচো-  
দয়াৎ ওঁ । ওঁ আপোজ্যোতিরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্ ।  
ওঁ শ্বেতবৰ্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমৰ্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং  
বৃষভস্বং শব্দুং ধ্যায়েৎ । ইতি প্রাণায়ামঃ ॥ ৭ ॥

এবং কৃতে একঃ প্রাণায়ামো ভবতি শব্দশ্চেৎ প্রতি-  
সন্ধায়াং প্রাণায়ামত্রয়ং অবশ্যমেব করণীয়ম্ ॥

তৎপরে নিম্নমস্ত্রে আচমন করিবে ।

তত্র প্রাতঃস্মরণঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্ৰস্য নারায়ণঋষিঃ সূর্য্যো  
দেবতা গয়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মা  
রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু ধারী, দ্বিভুজ, হংসাকৃৎ ব্রহ্মা  
আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান  
করিবে । তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বারা বায়ু-  
নাসাপুট ধারণানন্তর কুম্ভক করিতে করিতে পূর্ববৎ ভূঃ প্রভৃতি  
সূর্য্যের সপ্তলোক ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, নীলোৎপলদলবর্ণ,  
শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ, গরুড়াকৃৎ বিষ্ণু আমার হৃদয়ে  
আছেন, এইরূপে আপন হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে । তৎ-  
পরে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ-  
করিতে করিতে ভূঃ প্রভৃতি সূর্য্যের সপ্তলোক ইত্যাদি পূর্ববৎ  
চিন্তা করিয়া, শুক্লবর্ণ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, অৰ্দ্ধচন্দ্রশোভিত,  
ত্রিনেত্র, বৃষভাকৃৎ মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন; এইরূপে  
ললাটদেশে মহেশ্বরের ধ্যান করিবে ॥ ৭ ॥



মমুশ্চ মমুপতয়শ্চ । মমুকুর্ভেভাঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং ॥  
যদ্রাত্ৰো পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পশ্চ্যামুদরেণ শিশ্না ।  
অহস্তদবলুপ্পহু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ॥ ইদমহমাপোহমৃত-  
ষোনৌ সূর্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ৮ ॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্র ।—আপঃ পুনর্জ্বতি পৃথক্কাষিঃ পৃথ্বী  
দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথ্বীপৃতা পুনাতু মাম্ ।

পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মপৃতা পুনাতু মাম্ ।

যর্হুচ্ছিক্তমভোজ্যঞ্চ যবা দুশ্চরিতং মম ।

সর্বং পুনস্ত মামাপোহসত্যঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ৯ ॥

প্রাতঃরাচমন মন্ত্রের ঋষি নারায়ণ, দেবতা সূর্য, ছন্দঃ গায়ত্রী  
আচমনে বিনিয়োগ । সূর্য্য যজ্ঞদেব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা  
আমাকে অসঙ্গযজ্ঞ নিবন্ধন পাপ হইতে ব্রহ্মা করেন । আমি  
রাত্রিকালে মন, বাক্য হস্ত, পদ, জঠর আর শিশ্ন দ্বারা যে পাপ  
করিয়াছি, দিবস তাহা নাশ করেন । আমাতে আর যে কিছু  
পাপ আছে, এই জলরূপ সেই পাপ হৃৎপদ্মস্থিত স্বপ্রকাশরূপ  
সূর্য্যজ্যোতিতে আমি হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক ॥ ৮ ॥

• • মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্রের ঋষি পুত্র, দেবতা পৃথ্বী, ছন্দঃ গায়ত্রী,  
• আচমনে প্রয়োগ । জল মদীয় পার্শ্বব দেহ এবং জ্ঞানাসয়  
শরমাত্মাকে পবিত্র করেন । ব্রহ্ম পবিত্র হইয়া, পাপ দ্বারা উচ্ছষ্ট,  
ঐরূপ দেহ, অভোজ্য, অসদা রণ ও অগ্ৰাহ্যগ্রহণজনিত আমার  
সংল পাপ মোচন করেন । আচমনরূপ হোম সিদ্ধ হউক ॥ ৯ ॥

সায়াহ্নে আচমনমন্ত্ৰঃ— অগ্নিশ্চেতি মন্ত্ৰস্য নারায়ণ-  
ঋষিরুগ্ৰীদেবতা গায়ত্রীছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ । ও  
অগ্নিশ্চ মা মনুশ্চ মনুপত্যশ্চ । মনু্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো  
রক্ষস্তাং ॥ যদহা পাপমকার্শং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পন্ত্যা  
মুদরেণ শিশ্রা রাত্রিস্তদবলুপ্ততৃ যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদ-  
মহমাপোহমৃতযোনৌ সত্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি  
স্বাহা ॥ ইত্যনেন জলগণ্ডযত্রয়ং পীত্বা যথাবিধি আচমনং  
কুৰ্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

ততো মার্জ্জনং ।

ততঃ সপ্রণব-সব্যাহতিক গায়ত্ৰ্যা কুশোদকৈকর্ষক্যমাণ-  
মন্ত্রৈঃ শিরো মার্জ্জয়েৎ । প্রথমং গায়ত্ৰী ততঃ—

সায়াহ্নাচমনমন্ত্ৰের ঋষি নারায়ণ, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্ৰী  
আচমনে প্রয়োগ । অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবতা আমাকে  
অপান্নবস্ত্রনিবন্ধন পাপ হইতে রক্ষা করুন । আমি দিবাভাগে  
মম, বাকা, হস্ত, পদ, জঠর এবং শিশ্রা দ্বারা যে পাপ করিয়াছি,  
রাত্রি তাহা নাশ করুন । আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে,  
জলরূপ সেই পাপ, সত্য ও জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাতে হোম  
করি, ইহা সিদ্ধ হউক ॥ ১০ ॥

পুনর্মার্জ্জনং মন্ত্ৰসকলের ঋষি সিজুদীপ, দেবতা জল, ছন্দঃ  
গায়ত্ৰী প্রভৃতি ; মার্জ্জনে প্রয়োগ । হে জল ! তোমরা অতি  
সুখদারী অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং  
পত্রকালে আমাদিগকে মহারমণীর পরমব্রহ্মের সহিত সংযোজিত

ওঁ আপোহিষ্ঠেতি নবর্চস্ত সূক্তশ্রাব্যরিবঃ সিন্ধুরীপ  
 ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা  
 অন্তর্যোরনুষ্ঠাপ্ছন্দঃ মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন মহে  
 রণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ  
 উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্ত ক্ষয়ায়  
 জিন্মথ আপো জনয়থা চ নঃ । ওঁ শম্নো দেবীরভীর্ময়ে  
 আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্ত নঃ । ওঁ ঈশানা  
 বার্ব্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্বণীনাং আপো যাচামি ভেষজং । ওঁ অঙ্গু  
 মে সোমোহব্রবীদন্তবিশ্বানি ভেষজা, অগ্নিঞ্চ বিশ্বশং ভুবন্ ।

করিও । হে জল ! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ত্রায় ইহলোকে  
 আমাদেরকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও । হে  
 জল ! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে  
 তৃপ্তিলাভ করি ।

হে স্তুতিযোগ্য জল সকল ! আমাদের অতীষ্ট লাভার্থ  
 এবং পানার্থ মঙ্গলপ্রদ হউন এবং আমাদের কল্যাণার্থ  
 অভিমুখে প্রবাহিত হউন । ধাতু প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই জলদ্বারা  
 উৎপন্ন হইতেছে, কেবল জলই মনুষ্যের সুখসাধন করিরা  
 থাকে । অতএব জল হইতে আমরা সুখ প্রার্থনা করিতেছি ।  
 সোমদেব বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সকল জগতের সুখকর  
 তেজ আছে এবং সকল প্রকার ঔষধ আছে । হে জল সকল !  
 আমার শরীরে যে কোন পান্থ থাকে অথবা আমি যদি কোন

ওঁ আপঃ পূণীত ভেষজং বন্ধকং তস্মৈ মম জ্যোত্ব সূর্য্যঃ  
দৃশে ॥ ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদদুরিতং ময়ি যদ্বাহ-  
মভিত্ত্বোহ যদ্বাশেপ উতানুতং । ওঁ আপোহত্মাচারিয়ং  
রসেন সমগম্নসি পয়স্বানগ্ন আগসি তস্মা সংস্রজ বর্চসা ॥১১॥

ইতি আপোমার্জ্জনঃ কুর্য্যাৎ ।

দক্ষিণহস্তে জলং গৃহীত্বা ।

ওঁ ঋতক্ষেতাস্ত্রাঘমর্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অমুষ্টুপ-  
ছন্দঃ অশ্বমেধাবভূধে অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতঞ্চ  
লোকের অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকি, যদি সাধুদিগকে শাপ দিয়া  
থাকি, যদ মিথ্যা বাকা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সেই  
সকল অপরাধ জনিত পাপ আমার শরীর হইতে দূর কর । হে  
জল সকল ! যাহা দ্বারা আমরাদিগের শরীর রক্ষা হয় এবং  
চিরকাল নীরোগী হইয়া আমরা সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারি,  
এইরূপ ঔষধ প্রদান কর । অতঃ আমি যজ্ঞান্তে স্নান করিতে  
জলে অবগাহন করিয়া জলের যে সার তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ।  
হে জল মণ্যস্থিত তেজঃ পদার্থ ! তুমি আগমন কর এবং স্নাত  
আমাকে তেজের সহিত যুক্ত কর ॥ ১১ ॥

ঋতঞ্চ সত্যক্ষেতি মন্ত্ৰের ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, ছন্দঃ  
অমুষ্টুপ, অশ্বমেধাবসানমানে বিনিয়োগ ।

মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র ব্রহ্মা ছিলেন, তৎকালে কেবল  
অন্ধকারময় ছিল, পরে সৃষ্টিারম্ভকালে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূলস্বরূপ  
জলপরিপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয় । সেই জল হইতে বিশ্বপ্রকটন-  
কারী বিধাতা জন্মিলেন, তিনি দিবা প্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী-

সত্যকাভীদ্ধান্তপসোহধাজায়ত । ততো রাত্রাজায়ত, ততঃ  
সমুদ্রেঃহৰ্ণবঃ ॥ সমুদ্রাদৰ্ণবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত । অহো-  
রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্তমিষতো বশী ॥ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা  
পূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্দ্ররৌক্ষমথো স্বঃ ॥ ১২ ॥

মধ্যাহ্নে তিনবার অথবা একবার দিলেই হয় ।

তত্রায়ং ক্রমঃ । যথা —

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নি দেবতা গায়ত্রীছন্দো মহাব্যা-  
জতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিদেবতা বৃহতীছন্দঃ, গায়ত্র্যা  
বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে  
বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্নরৈর্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ১৩ ॥

মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়ান্তে মন্ত্র বিশেষবনাহ ।

যথা —

প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন, অর্থাৎ তদবধি  
দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন বর্ষা প্রভৃতি হইতে লাগিল । অতঃপর  
ক্রমে ক্রমে মহঃপ্রভৃতি উর্কস্থ লোকচতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি  
লোকত্রয় সৃষ্টি করিলেন ॥ ১২ ॥

ওঁ কার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ,  
মহাব্যাজতীর ঋষি পরমেষ্ঠী, দেবতা প্রজাপতি, এবং বৃহতী ইহার  
ছন্দ, গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা, গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য  
জলাঞ্জলি দানকালে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । গায়ত্রীর  
অর্থ পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ওঁ আকৃষ্ণোত্তম হিরণ্যাস্তু প ঋষিঃ সবিতা দেবতা  
ত্রিষ্টুপ্ চন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আকৃষ্ণে রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক,  
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ১৪ ॥

সূর্য্যোপস্থানং কুর্ধ্যাৎ ।

যথা প্রাতঃ । ওঁ চিত্রং দেবানামিতি ষড়্‌চক্ষ্য সূক্তস্য  
কুংস ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ চন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্শ্রিতস্য বরুণ-  
স্যাগ্নেরা প্রা ছাবা পৃথিবীকাস্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তত্ত্বমুশ্চ  
(ক) । ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষা-

আকৃষ্ণে ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যাস্তুপনামা মহামুনি  
সবিতা সূর্য্য ইহার দেবতা, চন্দ ত্রিষ্টুপ্, এবং সূর্য্য জলাঞ্জলি  
দানকালে ইহার প্রয়োগ জানিবে ।

সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্বে অঙ্ককারময় আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া  
দেবতা ও মনুষ্যদিগকে বিশ্রাম প্রদান করেন এবং সকল  
ভুবন প্রকাশ করতঃ স্তব্ধনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আমা-  
দের নিকট আগমন করেন ॥ ১৪ ॥

সূর্য্যোপস্থানের প্রথম মন্ত্রের ঋষি কোৎস, দেবতা সূর্য্য, চন্দঃ  
ত্রিষ্টুপ্, সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ । দেবগণেরও আশ্চর্য্যজনক  
দেদোপ্যমান তেজঃপুঞ্জরূপ সূর্য্যমণ্ডল উদ্ভিত হইয়াছে । ইহা  
মিত্র, বরুণ ও অগ্নির (সমস্ত জগতের) চক্ষুঃস্বরূপ এবং নিজ  
তেজের দ্বারা বর্গ, মর্ত্য ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত করে । এই  
সূর্য্যদেব চরাচর জগতের আত্মস্বরূপ । (ক) ।

মভ্যোতি পশ্চাৎ, যত্র নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতঙ্কতে প্রাতি-  
ভদ্রায় ভদ্রং (খ) । ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যাস্য চিত্রা  
এতস্বা অনুমাত্যাসঃ নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠম্ শ্বুঃ পরিভাবা  
পৃথিবী যন্তি সত্যঃ (গ) । ওঁ তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং  
মধ্যাৎকর্ত্তোঽবিততং সঞ্জভার যদেদযুক্তা হরিতঃ স্বধম্বাদ্রাত্রী  
বাসন্তশ্রুতে সিমন্মৈ (ঘ) । ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাতিচক্ষে

কোন উত্তমা (পরমা স্ত্রী) জ্ঞী গমন করিতে থাকিলে  
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মানবগণ যেৰূপ গমন করে, সেইরূপ  
উধাকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যদেবও পশ্চাৎ গমন করেন, যে উষা-  
কালে যজমানগণ সূর্য্যোপাসনার্থ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন  
অথবা যজ্ঞ সম্পাদক অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত কৃষ্যাদি কার্য্যের আরম্ভ  
করেন, এইরূপ মঙ্গলকারী সূর্য্যদেবকে কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্তির  
নিমিত্ত আমরা স্তব করি ॥ (খ) ।

এই কালে আমাদের স্তবাহ ও নমস্ত্র বিচিত্র দেহ হরিত-  
বর্ণ কণ্যাগকর সূর্য্যদেবের ঘোটক সকল আকাশ মণ্ডলে অধি-  
ষ্ঠান করে এবং একদিবসে স্বৰ্গ ও পৃথিবীর চতুর্দিকে গমন  
করে ॥ (গ) ॥

সর্বপ্রেরক সূর্য্যদেবের অপূৰ্ণ স্বাধীনতা ও মহত্ব কৃষিজীবি-  
দিগের কৃষ্যাদি কাৰ্য্যেও সুন্দর পরিলক্ষিত হয় । (কৃষকগণ তাহা-  
দের অবশ্য কর্ত্তব্য কৃষ্যাদি আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত না করিতেই  
যদি সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, তবে তাহারা সে কার্য্য  
হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়—এবং পুনরায় সূর্য্যদেব উদিত হইলে  
তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়) সূর্য্যদেব যে কালে এই

সূৰ্য্যোৰূপং কৃণুতে ত্ৰো রূপসেই অনন্তমশ্রুদ্রশদস্য পাজঃ কৃষ্ণ  
মশ্রুদ্রিতঃ সংভৱন্তি ( ৬ ) । ওঁ অজ্ঞা দেবা উদিতাসূৰ্য্যাস্য  
নিরংহসঃ পিপ্তা নিরবজ্ঞাঃ তন্মো মিত্রোবরুণো মামহস্তা  
মদিতিঃ সিদ্ধুঃ পৃথিবী উত ত্ৰোঃ ( ৮ ) ॥ ১৫ ॥

মধ্যাহ্নে সূৰ্য্যোপস্থান মন্ত্র যথা,—

ওঁ উদুতামিতি ত্রয়োদশর্চস্যা সূক্তস্য কণ্ প্রক্ষর ঋষিঃ

পৃথিবীলোক হইতে স্বীয় তেজঃ সমূহ হরণ করিয়া অজ্ঞাত সঞ্চারিত করেন, তখন এই লোক গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হয় । ( ৬ )

জগৎ প্রকাশক সূৰ্য্যদেব উদয়কালে স্বাবরজ্জন্মান্বক সমস্ত জগৎ সম্মুখে দৰ্শন করিবার নিমিত্ত স্বীয় তেজঃপুঞ্জ আকাশ-মণ্ডলমধ্যে প্রকাশ করেন, অপিচ তাঁহার ঐ রশ্মিসকল কখনও দেদীপ্যমান নৈশতমোবিনাশক অনন্ত আতপজ্বালে উজ্জলিত করিয়া পাকে, কখনও বা অন্ধকারে লিপ্ত করিয়া থাকে ॥ ( ৬ ) ॥

হে জ্ঞোভমান রশ্মি সকল ! অধুনা সূৰ্য্যদেব উদিত হইয়াছেন, তোমরা চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া আমাদিগকে নিন্দনীয় পাপ হইতে মুক্ত কর । সূৰ্য্য, বরুণ, দেবমাতা ( অগ্নি বা ) জলাভিমানিনী দেবতা, ভূলোকাধিপতী দেবতা ও আকাশাধিপতী দেবতা—এই সমস্ত দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন । এই প্রকারে সূৰ্য্যের স্তব করিয়া প্রাতঃকালে সূৰ্য্যোপস্থান করিবে ॥ ( ৮ ) ১৫ ॥

উদুতা মিত্যাदि মধ্যাহ্ন কালীন সূৰ্য্যোপস্থাপন মন্ত্র সকলের ঋষি প্রক্ষর, ইহাদিগের দেবতা সূৰ্য্য, ছন্দ গায়ত্রী এবং সূৰ্য্যদেবের আরাধনার ইহাদিগের বিনিয়োগ হয় ।



ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଦେବତା ଆଦ୍ୟାମାଂ ନରୀନାଂ ଗାୟତ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ରୀନାଂ ଚତୁର୍ଥୀଂ  
 ଅମୃତଂ, ପଞ୍ଚମଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପସ୍ଥାନେ ବିନିଯୋଗଃ । ଓଁ ଉଦ୍ଭୂତଃ  
 ଜାତବେଦସଂ ଦେବଂ ବହନ୍ତି କେତବଃ ଦୃଶେ ବିଦ୍ଧାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ( କ ) ।  
 ଓଁ ଅପ ଗ୍ନୋ ତାୟନୋ ଯଥା ନକ୍ଷତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରାକ୍ତୁଭିଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶ୍ବ  
 ଚକ୍ଷସେ ( ଖ ) । ଓଁ ଅଦୃଶମସା କେତବୋ ବି ରକ୍ଷାୟୋଜନା  
 ଅମୁଦ୍ରାଜେଷ୍ଠାହାୟୋ ଯଥା ( ଗ ) । ଓଁ ତରୁଗିବିଶ୍ବଦର୍ଶିତା  
 ଜ୍ୟୋତିଃକୃଦସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ବମାତାସି ରୋଚନମ୍ ( ଘ ) । ଓଁ ପ୍ରତାଢ଼  
 ଦେବାନାଂ ବିଶଃ ପ୍ରତାଢ଼ଙୁଦେଷି ମାନ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାଢ଼ ବିଶଂ

ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କେ ସକଳେର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବାର  
 ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ସକଳ ଚାନ୍ଦ୍ରାକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବେ ବହନ କରିଅଛେ ॥ ( କ ) ॥

ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବଗଣ ସର୍ବପ୍ରକାଶକ ଭଗବାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବେର  
 ଆଗମନ ଅବଲୋକନ କରିয়া ପଳାୟନ କରେ, ତତ୍ତ୍ବେନ ରାତ୍ରିର ନକ୍ଷତ୍ର  
 ସକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ॥ ( ଖ ) ॥

ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିସମୂହେ ଗ୍ରାସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବେର ରାଗ୍ନି ସକଳ କ୍ରମଶଃ  
 ଜଗତ୍ତେର ପଦାର୍ଥ ସକଳ ପ୍ରକାଶ କରେ ॥ ( ଗ ) ॥

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ! ଆପଣି ଆପଣାର ଉପାସକଦିଗେର ରୋଗେର  
 ଶାନ୍ତିଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାରା ଆପଣାର ଉପାସନା କରେ ତାହାଦିଗେର  
 ସର୍ବପ୍ରକାର ରୋଗେର ଶାନ୍ତିବିଧାନ କରିয়া ଥାକେନ । ଆପଣି  
 ମହାଦେବଗଣୀଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣାଙ୍କେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଆପଣି ସର୍ବ-  
 ପ୍ରକାଶକ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଦୀପ୍ୟମାନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଙ୍କେ ସର୍ବତୋଭାବେ  
 ପ୍ରକାଶ କରେନ ॥ ( ଘ ) ॥

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ! ଆପଣି ଦେବଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଋକ୍ତଦେବଦିଗେର ସମ୍ବୁଦ୍ଧେ  
 ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତେ, ଆପଣି ମରୁତଦିଗେର ସମ୍ବୁଦ୍ଧେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତ

অদর্শে (ঙ) । ওঁ যেনা পাবকঁচক্ষুযা ভূরণ্যন্তংতনা অশু  
হং, বরুণ পশ্যসি (চ) । ওঁ বিদ্যামোষ রজস্পৃহা  
মিমানোহক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য (ছ) । ওঁ সপ্ত দ্বা  
হরিতো রথে বহতি দেব সূর্য্য শোচিকেশং বিচক্ষণ (জ) ।  
ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুক্লবঃ সূরো রথস্য নপ্তাঃ তাতির্ঘাতি  
অযুক্তিভিঃ । (ঝ) । ওঁ উদয়ং তমস স্পরিজ্যোতিঃ পশ্যন্ত

স্বর্গলোকবাসীদিগের গোচর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখে  
উদয় করেন ॥ (ঙ) ॥

যে সূর্য্যদেব ! আপনি সকলের পবিত্রীকারক ও অনিষ্ট-  
নিবারক । আপনি প্রাণী সকলকে এবং সমস্ত কৰ্ম্মে আবর্তমান  
এই লোকসকলকে যে প্রকাশদ্বারা বথাক্রমে প্রকাশ করেন,  
আমরা সেই প্রকাশকে স্তব করি ॥ (চ) ॥

হে সূর্য্যদেব ! আপনি দিন এবং রাত্রি সকল উৎপাদন  
করিয়া, জন্মবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ  
অন্তরীক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করেন । (ছ) ।

হে সূর্য্য ! আপনি সর্গপ্রেরক, দীপ্তমান এবং সকলের প্রকা-  
শক আপনি কেশসদৃশ তেজবিশিষ্ট আপনাকে সপ্তরথ্যক হরিত-  
বর্ণ অশ্ববশে বহন করিতেছে । (জ) ।

সর্গলোক প্রেরক সূর্য্যদেব সপ্তরথ্যক দোষরহিত অদী-  
দিগকে স্বীয় রথে যোজিত করিয়াছেন, যে সকল অদী রথে  
যোজিত হইলে রথের আর পতন-ভীত থাকে না, স্বযোজিত  
সেই সকল অশ্বদ্বী দ্বারা তিনি নিজ বক্রগৃহে গমন করেন । (ঝ) ।

উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগ্নম্ জ্যোতিরুত্তমম্ । ( এ ) ।  
 ওঁ উদ্যান্নু দ্য মিত্রমহ অরোহন্নুত্তরাং দিবং হ্রদ্রোগং মম সূর্য্য  
 হরিমাগ্ধ নাশয় ( ট ) । ওঁ শুকেষু মে হরিমাগ্ধং রোপণা-  
 কাশু দধ্যসি অথো হারিদ্ৰবেষু মে হরিমাগ্ধং নিদধ্যসি । ( ঠ ) ।  
 ওঁ উদগাদয় মাদিত্যো বিশ্বেন সহস্রা সহ দ্বিবস্তং মহ্যং  
 রক্ষয়ন্মোহহং দ্বিষতে রক্ষম্ । ( ড ) ॥ ১৬ ॥

আমরা তমঃপারবর্তী ( অন্ধকারাভীত ) তেজস্বী উৎকৃষ্টতর  
 দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিশুণ বিশিষ্ট সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিয়া  
 প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যেন সেই সূর্য্যরূপ উত্তম জ্যোতিঃ  
 প্রাপ্ত হইতে পারি । ( এ ) ।

হে সূর্য্যদেব ! আপনি সকলের হিতকর দীপ্তিবৃদ্ধ হইয়া  
 আপনি অস্ত উদয় হইয়া উচ্চতর অন্তরীক্ষ লোকে আরোহণ  
 পূর্ব্বক আমার হৃদয়স্থিত রোগ এবং শরীরগত বাহ্য হরিতবর্ণ রোগ  
 বিনাশ করুন । ( ট ) ।

হে সূর্য্যদেব ! আমরা হরিতবর্ণবৃদ্ধ শুক ও শারিকা পক্ষীতে  
 আমাদের শরীরগত হরিতবর্ণ রোগ সকল স্থাপন করিতেছি  
 এবং হরিতাল বৃক্ষে ও আমাদের শরীরগত হরিতবর্ণ স্থাপন  
 করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন । ( ঠ ) ।

পুরোবর্তী সূর্য্যদেব সমস্ত বলের সহিত আমার উপদ্রবকারী  
 শক্র ( রোগ সমূহের ) বিনাশ করিয়া উদিত হইয়াছেন । আমি  
 কখনই অনিষ্টকারী রোগের হিংসা করি না, কিন্তু এই অদিতির পুত্র  
 সূর্য্যদেবই আমার রোগ ( শক্র ) সমূহকে বিনাশ করেন ॥ ( ড ) ।

এইরূপে স্তুতি পাঠ করিয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যোপস্থান করিবে ॥ ১৬

মোষু বরুণেতি পঞ্চর্চন্দ্রঃ<sup>১</sup> বশিষ্ঠঋষির্বরুণো দেবতা  
 গায়ত্রীছন্দঃ সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ মোষুবরুণ  
 মুখায়ং গৃহং রাজয়ং গমং মৃড়া স্কন্ধত্র মৃড়য় ( ক ) । ওঁ  
 যদেমি প্রক্ষুরন্নিব দৃতির্ন ধাতোহদ্রিব মৃড়া স্কন্ধত্র মৃড়য় ।  
 ( খ ) । ওঁ ক্রত্বঃ সমহাদীনতা প্রতীপং জগম শুচে মৃড়া

আকুক্ষেণ ইত্যাদি । সায়াহকালীন সূর্যোপস্থান মন্ত্রের ঋষি  
 হিরণ্যসূপ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ইহার ছন্দ এবং সায়াংকালীন  
 সূর্যোপস্থান সময়ে ইহার বিনিয়োগ জানিবে ।

ওঁ মোষু বরুণ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠনামা মহামুনি,  
 বরুণ দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ এবং সায়াংকালীন সূর্যোপস্থান সময়ে  
 ইহার প্রয়োগ ।

জগৎ প্রসবকর্ত্তা সূর্যাদেব কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষমার্গে বার বার  
 আবর্ত্তনান্তর দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূৰ্ব্বক  
 সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়া সূৰ্যগনির্মিত রথে আমাদের সমীপে  
 আগমন করিতেছেন । ( অ ) ।

হে রাজন্, হে বরুণ ! ঋষি তোমার সৃষ্টিগুনির্মিত গৃহে  
 বাস করিব না, সূৰ্যগাদি নির্মিত গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি ।  
 হে প্রশস্ত ধন ! আমাকে সুখী কর এবং দয়া কর । ( ক ) ।

হে শস্ত্রধারিবরুণ ! যে কালে তোমার ভয়ে কল্পমান ও  
 বায়ুপূর্ণ চক্ষুপাত্রেয় স্ত্রায় ক্ষীত তোমাকর্ত্তক বদ্ধ হইয়া আমি গুমন  
 করিব, সে কালে তুমি আমাকে সুখী করিবে । ( খ )

হে ধনিন্ ! হে নিশ্চলস্বভাব বরুণ ! আমরা ক্লেশভতা  
 ( সামর্থ্য হীনতা ) নিবন্ধন শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ক্রিয়াকলাপ করিতে

স্বকত্র মৃড়য় ( গ ) । ওঁ অণাং মধ্যে তদ্বিবাংসং তৃষ্ণাবিদ-  
জ্জরিতারং মৃড়া স্বকত্র মৃড়য় ( ঘ ) । ওঁ ষৎ কিঞ্চিদং  
বরুণ দৈবো জনেহভিদ্রোহং মনুশাশ্চরামসি অচিন্তী যত্ত্বং  
ধর্ম্মানুরোপিম মা নন্তুস্মাদেনসো দেব রিরীষ (ঙ) ॥ ১৭ ॥

ততঃ ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম । ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ।  
ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ।  
ইতি নমস্কৃত্য ধ্যানং কুর্যাৎ ॥

অনন্তর বামহস্ততলে জলধারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া  
কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবে ।

যথা প্রাতঃ—

ওঁ হংসোপরি পদ্মাসনস্থ্যং চতুশ্চুখীং রক্তবর্ণামক্ষসূত্র-  
কমণ্ডলুকরাং ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৮ ॥

পরামুখ হইতেছি স্মৃতরাং তোমার মায়াপাশে বদ্ধ; অতএব  
এতাদৃশ আমাকে মুখী ও দাঃ কর । ( গ )

আমি সমুদ্রজলে পতিত হইয়াও তোমার স্তুতি পাঠ করি,  
নবলজল লোকসমূহের অপেক্ষা বিধায় তৃষ্ণাতুর আমাকে মুখী  
কর । ( ঘ ) ।

হে প্রভো! স্মৃতিবিহিত কি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে  
আমরা যে বৈগুণ্য প্রাপ্ত হই এবং অজ্ঞানবশতঃ তদীয় যে সমস্ত  
কর্ম্মে মুগ্ধ হই, তজ্জন্তু আমাদের যে পাপ হয়, সেই হেতু আমা-  
দিগকে হংসা করিও না । এইরূপে স্তব করিয়া সায়াংকালে  
সুযোগস্থান করিবে ( ঙ ) ॥ ১৭ ॥

প্রাতে গায়ত্রীকে চতুশ্চুখী, পদ্মাসনা, ব্রহ্মরূপিনী, হংসারূঢ়া,

মধ্যাহ্নে ।

ওঁ কৃষ্ণাং চতুৰ্ভুজাং শঙ্খচক্ৰগদাপদধরাং বিষ্ণোঃ  
সদৃশরূপাং সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে ।

ওঁ শুক্লাং বৃষাকৃতাং ত্রিশূলডমরুকরামৰ্কচন্দ্রবিভূষিতাং  
বৃষভস্থাং শম্ভোঃ সদৃশরূপাং সরস্বতীং ধ্যায়েৎ ॥ ২০ ॥

অনন্তর ঋগ্‌যাদি গ্রন্থি করিবে ।

যথা—

গায়ত্রী। বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচন্দ্রঃ  
গায়ত্রীজপে বিনিয়োগঃ ।

শিরসি ওঁ বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ । মুখে ওঁ গায়ত্রী  
চন্দ্রসে নমঃ । হৃদি ওঁ সনিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ ।

ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে  
আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া দশবার সমর্থ হইলে শত বা সহস্র-  
বার গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ১৮ ॥

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে ষড়্ভূর্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিনী, গরুড়াকৃতা,  
কৃষ্ণবর্ণা, চতুৰ্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্ৰগদাপদধারিনী, সাবিত্রী  
মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন । এইরূপ চিন্তা করিয়া  
পূৰ্ব্বমত জপ করিবে ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে অৰ্কচন্দ্রবিভূষিতা শিবরূপিনী বৃষভাকৃতা  
শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিনী সরস্বতীরূপা, অস্তকালীন  
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে আছেন । এইরূপ চিন্তা করিয়া পূৰ্ব্বমত জপ  
করিলে ॥ ২০ ॥

অনন্তর অঙ্কতাস করিবে ; যথা—

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা । ওঁ ভুবঃ  
শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ নেত্র-  
ত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়  
ফট্ ।

ওঁ তৎসবিতু হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ বরেণ্যং শিরসে স্বাহা ।  
ওঁ ভূর্গোদেবস্ত শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ ধীমহি কবচায় হুঁ ।  
ওঁ ধियो যো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ প্রচোদয়াৎ ওঁ  
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥ ইতিশাস্ত্র আবাহনং কুর্যাৎ ।

যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপে মে সন্নিধীভব ।

গায়ন্ত্রং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রীত্মমতঃ স্মৃতা ॥

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি অঙ্করং ব্রহ্মসম্মিতং ।

গায়ত্রী চ্ছন্দসাংমাতর্য্ক্ষ্যোনি নমোহস্তু তে ॥ ২১

অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋগ্‌যাদিভাস প্রভৃতি করিয়া  
আবাহন করিবে । হে অতীষ্টবরদায়িনি ! দেবি গায়ত্রি ! তুমি  
আগমন কর এবং আমার জপকালে সমাক্ উপাস্তা হও, যে  
হেতু তুমি গায়কদিগের জ্ঞানকত্রী অর্থাৎ যে তোমাকে স্মরণ  
করে তাহাকেই জ্ঞান কর, সেই হেতু তুমি গায়ত্রীনামে অভিহিতা  
হইয়াছ । হে অতীষ্টবরদায়িনি ! হে অশ্বষ্টুবাদিছন্দঃ প্রসবকারিণি,  
হে বেদোৎপন্নৈঃ গায়ত্রি ! তুমি আমাদিগকে সেই অবিনাশিব্রহ্মতত্ত্ব  
জানাইবার নিমিত্ত আগমন কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

মধ্যাহ্নে বিশেষঃ, যথা—

ওঁ ওজোহসি সহোহসি বলমসি ভ্রাজোহসি দেবানাং  
ধামনামসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সৰ্ব্বমসি সৰ্ব্বায়ুঃ অভিভূয়োম্ ॥২২

ততঃ ওঁ গায়ত্ৰী মাৰাহয়ামি । ইত্যাৰাহ যথাশক্তি  
গায়ত্ৰীং জপেৎ । তত্ৰায়ং ক্ৰমঃ । তত্ৰ প্ৰথমঃ—

ওঁ কাস্ত্ব ব্ৰহ্মঋষিঃ বিদেবতা গায়ত্ৰীচ্ছন্দো, মহাবাহুতী-  
নাং পৰমেষ্ঠী প্ৰজাপতিঋষিঃ প্ৰজাপতিদেবতা বৃহতীচ্ছন্দো,  
গায়ত্ৰ্যা বিশ্বামিত্ৰঋষিঃ সৰ্বিতা দেবতা গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ, ঋতো-  
বৰ্ণঃ, অগ্নিস্মৃৎ ব্ৰহ্মা শিবো বিষ্ণুঃ হৃদয়ং বুদ্ধোললাটং,  
পৃথিবী কুক্ষিঃ, ত্ৰৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্ৰমশেষ-  
পাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ॥

মধ্যাহ্নকালে বিশেষ এই যে, হে গায়ত্ৰী ! তুমি দেহের  
কারণীভূত ধাতুস্বরূপা, শক্তিদিগের পৰাভবকাৰিণী শক্তিস্বরূপা,  
শরীরের চালনকাৰিণী বলস্বরূপা, দেবতাদিগের তেজঃস্বরূপা, জ্ঞান-  
স্বরূপিনী, জগতের আয়ুঃস্বরূপা ; তুমি পাপনাশিনী ও পৰমাত্ম-  
স্বরূপা । এই মন্ত্ৰদ্বারা গায়ত্ৰী দেবীকে আৰাহন কৰিতে হয় ॥ ২২ ॥

ওঁ কাস্ত্ব ব্ৰহ্ম ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্ৰী ছন্দঃ ; মহাবাহু-  
তীত্ৰয়ের পৰমেষ্ঠী প্ৰজাপতি ঋষি, প্ৰজাপতি দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ,  
গায়ত্ৰীর বিশ্বামিত্ৰ ঋষি, সৰ্বিতা দেবতা, গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ, ঋতবৰ্ণ,  
অগ্নিস্মৃৎ, ব্ৰহ্মা মস্তক, বিষ্ণু হৃদয়, বুদ্ধ ললাট, পৃথিবী উদর, ত্ৰৈলোক্য  
চরণ এবং সাংখ্যায়ন গোত্ৰ, অশেষ পাপক্ষয়ের নিৰ্মিত জপকালে  
ইহাৰ প্ৰয়োগ হয় । গায়ত্ৰীর অর্থ যথা—সূৰ্য্যমণ্ডল মধ্যবৰ্ত্তিকোষের  
প্ৰাণহৃত, স্থিতিস্থিতি প্ৰলয়কাৰিণী শক্তির অভিন্ন আধাৰ স্বৰূপ,



ততো গায়ত্রীজপঃ । যথা—

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎ সবির্ভূর্ব্বরেণ্যং ভার্গো দেবশ্চ ধীমহি  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৩ ॥

মূর্ত্তাপিতৃকঃ অগ্নিনেব সময়ে পিত্রাদিতপর্ণং কুর্যাৎ ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ বিসর্জন করিবে । যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি ।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ॥

ইতি প্রাতঃ সায়াহ্নে চ জলেন গোঁ-ঘোনি-মুদ্রয়া জপং  
সমপ্নয়েৎ ।

সন্ধ্যাহ্নে বিশেষঃ ; যথা—

ওঁ মহার্ণবঃ সরতী প্রচেতয়তি কেতনঃ ।

ধियो বিশ্বা বিরাজতি ॥ ইতি বিসর্জয়েৎ ॥ ২৪ ॥

চরাচর বিশ্বের প্রসংগে, স্বর্গমর্ত্ত্যাকাশব্যাপী সেই পরব্রহ্মকে (তিনিই আমি, এই ভাবে) আমরা চিন্তা করি । যিনি জন্মমৃত্যু হঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণ হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক হে দেবি ! তুমি উত্তর শিখরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভূমিতে এবং পর্ব্বতে বাস কর ( অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেপে অবস্থিত শিরস্ সহস্রদল কমলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া থাক ) । এইরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক সম্যক অনুজ্ঞাত হইয়া যথেষ্ট গমন কর । এই মন্ত্রে গোঁ-ঘোনি মুদ্রায় প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে জপ বিসর্জন করিবে । মধ্যাহ্নকালে কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন জপ সমাপ্তি কালে উত্তরে শিখরে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ না করিয়া

নিত্যকର୍ମ ।

ততঃ আত্মরক্ষা ।

“ওঁ জাতবেদসে ইত্যস্ত কাশ্যপঋষিষ্টিপুচ্ছন্দোহগ্নি-  
দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে  
স্বমুখাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি  
দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং ছরিতাত্যাগিঃ ।” ইত্যনেন অঙ্গু-  
ষ্ঠেন কর্ণমূলং স্পর্শন্ আত্মরক্ষাং কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ সূর্যায় অৰ্ঘ্যং দত্ত্বাৎ । জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । অগ-  
স্বিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্মদায়িনে । ওঁ এহি সূর্য্য সহ-

---

‘মহার্ণবঃ সরতী’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি সমর্পণ করিতে  
হইবে ॥ ২৪ ॥

‘জাত বেদসে’ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দ ত্রিষ্টপ,  
অগ্নি দেবতা এবং আত্মরক্ষার্থ জপে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ।  
আমরা অগ্নির প্রীত্যর্থ সোম নামক যজ্ঞের অমৃত্যন করি ।  
সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন বা জ্ঞান ভস্ম করুন এবং  
নৌকাদ্বারা যেমন নদী পার হয়, সেইরূপ অগ্নি আমাদের সমস্ত  
দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে এবং সমস্ত দুঃখ তটতে পার  
করুন ॥ ২৫ ॥

হে পরব্রহ্মরূপ সবিতৃদেব ! তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্,  
বিশ্ববাপী তেজের আধার, অগ্নির কর্তা এবং কৰ্মপ্রদাতক ;  
তোমাকে প্রণাম করি ।

হে সূর্য্যদেব ! তুমি সহস্র কিরণশালী, তুমি তেজের রাশিরূপ,

স্রাংশো তেজোরাসে জগৎপতে। অমুকম্পায় মাং নিত্যং  
গৃহাণার্থং দিবাংকর । ওঁ হংসঃ শুচি সত্ত্বস্বরন্তরীক্ষংসক্কোতা  
বেদিসদতিথির্দুরোণসম্ সত্ত্বসদৃতসম্বোমসদজা গোজা ঋতজা  
অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ । ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্যায়  
নমঃ । ইতানেন জলাঞ্জলিনা সূর্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কারং  
কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ৰে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ-  
হেতবে । ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিক্ষি-নারায়ণ-  
শঙ্করাভ্যুনে নমঃ ।

তুমি জগতের অদীশ্বর, আমার প্রতি রূপা প্রকাশ করিয়া এখানে  
আগমন কর এবং হে দিবাংকর ! আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ।

হে সূর্য্য ! তুমি আদিত্য হইয়া ছােলোকে বাস কর, বায়ু  
হইয়া অন্তরীক্ষে বাস কর, হোতা হইয়া বেদিতে অবস্থান কর,  
অতিথি হইয়া গৃহমধ্যে বাস কর এবং মানবসমূহে বাস কর ।  
তুমি দেবতাতে বাস কর, সত্যতে বাস কর এবং আকাশে বাস  
কর । তুমি জলে শব্দ শক্তি প্রভৃতি রূপে উৎপন্ন হও, পৃথিবীতে  
শস্ত্রাদিরূপে উৎপন্ন হও এবং যজ্ঞাঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া থাক ।  
তুমি পর্বতে উৎপন্ন হইয়া থাক । তুমি সত্যস্বরূপ এবং অতি  
মহানু ॥ ২৬ ॥

যিনি জগতের একমাত্র চক্ৰস্বরূপ—প্রকাশক, যিনি জগতের  
সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, বেদমন্ত্র, ত্রিগুণে ত্রিবিধ মূর্ত্তিধারী,  
অর্থাৎ রজোগুণে ব্রহ্মমূর্ত্তি, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তমোগুণে রুদ্র-  
মূর্ত্তিধারী, সেই সবিতৃদেব সূর্য্যকে নমস্কার করি ।

ওঁ জবাকুসুমসন্ধাশং কাংশৈয়ং মহাত্ম্যতিং । ধ্যান্তারিং  
সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং । ইতানেন নমস্কর্য্যাম্ ॥২৭

ততো ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্পবেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ \* যথা—  
প্রথমতঃ সপ্রণববাহুতিকাং গায়ত্রীং পঠেৎ । ততঃ—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুদ্ভিজং হোতারং  
রত্নধাতমম্ ॥ ২৮ ॥

ওঁ ইষে হোৰ্জে হা বায়বঃ স দেবো বঃ সবিতা প্রাপ-  
য়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২৯ ॥\*

জবাপুষ্পের ত্রায় প্রভাবিশিষ্ট, কল্পপতনের মহাতেজোবিশিষ্ট,  
জগতের অন্ধকার বিনাশক, পাপনাশক দিবাকরকে প্রণাম  
করি ॥ ২৭ ॥

যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথমে স্থাপিত হন, যিনি সর্বাংশে  
সমধিক দীপ্তিশালী, যিনি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেবতাদিগকে  
আহ্বান করেন এবং যিনি যজ্ঞফলের ধারণকর্তা, সেই অগ্নিদেবকে  
স্তব কুরি ॥ ২৮ ॥

হে শাখে ! বৃষ্টি ও বলের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন করি ।  
( অর্থাৎ তোমাদ্বারা অগ্নি প্রদ্রলিত করিয়া তাহাতে আহুতি  
প্রদান করিব, সেই আহুতি সূর্যালোকে যাইবে, সূর্য্য হইতে  
বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপত্তি হইবে ) । \* হে বৎসগণ !  
তোমরা বায়্বরূপ হইয়া পাক অর্থাৎ মাতার নিকট হইতে

---

\* কেহ কেহ বলেন, মধ্যাহ্নসন্ধা করিয়া সূর্য্যার্য্যের পূর্বে ইহা  
কর্তব্য । কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায়, তিনসন্ধায়ই সন্ধাকল্পপাত্তর  
ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্প বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করা প্রচলিত আছে ।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা  
সংসি বর্হিষি ॥ ৩০ ॥

ওঁ শম্নো দেবীরতিষ্ঠয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে শংযো  
রতিস্রবন্তু নঃ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর জলগ্রহণ পূর্বক “ওঁ অগ্ন কুটৈতং প্রাতঃসন্ধ্যাকর্মাচ্ছ-  
ত্রমন্ত” । পুনরায় জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ অগ্নকুতৈহস্মিন্ প্রাতঃ-  
সন্ধ্যাকর্মাণি যদ্বদদৈবশুণ্যং জাতং তদোষঃ” প্রাশমনায় ত্রীবিধোঃ  
স্মরণমহং করিষ্যে ।”

অতঃ চলিয়া যাও এবং নানাস্থানে বিচরণ করিয়া সায়াং সময়ে  
মাতৃসমীপে আগমন করিও ! ( এখন তোমরা গাভীর সঙ্গে সঙ্গে  
থাকিলে আমরা সায়াংকালে দুগ্ধ পাইব না । সুতরাং আগামী-  
দিনের হোমের জন্য ঘৃত প্রস্তুত হইবে না । হে গোসকল !  
দেবীপায়মান সবিভা পরমেশ্বর বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদনার্থ  
তোমাদিগকে প্রচুর তৃণাদিপূর্ণ বনে প্রেরণ করুন । ( অর্থাৎ  
ইন্দ্রদেব যথাকালে ঝাঝির্বর্ষণ করিয়া কাননে প্রভূত তৃণাদি উৎপাদন  
করুন, তোমরা সেই তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধদানে আমাদি-  
গের যজ্ঞকর্মের সহায়তা কর ) ॥ ২৯ ॥

হে অগ্নিহোম ! আমরা তোমাকে স্তব করি । তুমি আগমন  
কর, আগমন করিয়া আনাদিগের প্রদত্ত চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণ  
করুন, আর আমাদিগের প্রদত্ত হবি দেগণকে প্রদান কর এবং  
হোতা হইয়া এই বিস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর ॥ ৩০ ॥

হে জলরূপা দেবীগণ ! তোমাদিগকে স্তব করি । তোমরা  
আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিকর, আমরা যেন তোমাদিগকে পান

পূর্বলিখিত 'প্রাতঃসন্ধ্যা' এই স্থলে মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যা সময়ে 'মধ্যাহ্নসন্ধ্যা' এবং সাংসকালে সন্ধ্যাসন্ধ্যা এইরূপ বলিতে হইবে ।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ ॥

করিতে পারি । তোমরা আমাদিগের মঙ্গলদায়িনী হও এবং উৎপন্ন ও অহুৎপন্ন, রোগের প্রশমন ও দূরীকরণ পূর্বক পবিত্রতা সম্পাদানের জন্ত আমাদের উপরি ক্ষরিত হও ॥ ৩১ ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি সমাপ্ত ।

## বজ্রবেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ ।

ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ । ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃতা আচমনং কুর্বাৎ ॥ ১

কালাতিপাতে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আপমার্জ্জন করবে ॥

ওঁ শন্ন আপোধব্রতাঃ, শমনঃ সন্তু নৃপায়াঃ ।

শন্নঃ সমুদ্ভিয়া আপঃ, শমনঃ সন্তু কৃপায়াঃ ॥ ২ ॥

ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া আচমন করিবে । সপ্রণব তিনবার বিষ্ণু স্মরণ পূর্বক দেবগণ বিষ্ণুর অন্তরীক্ষে বিক্ষিপ্ত চক্ষুর জ্বায় অপ্রতিহতগতি সেই পন্নম-পদ সর্বদা সুন্দর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥

সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে আরশিক্তস্বরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে ।

ওঁ অঙ্গদাদিবি মুমুচানঃ, স্থিঃ স্নাতো মলাদিবি ।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্যাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ আপো হি ঠা ময়ৌভুব, স্তা ন উর্জ্জ দধাতন ।

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৪ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো-

রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ । উগতীরিব মাতরঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ তস্মা অরংগমাম বো, যস্ত ক্ষয়ায় জিহ্বথ ।

হে মরুদেশোত্তর জল ! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর, বহুদক-  
দেশসমূহ জল ! তোমরা আমাদের কল্যাণদায়ক হও, হে সামুদ্রিক  
জল ! তোমরা আমাদের মঙ্গল বিধান কর, হে কূপোদক ! তোমরা  
আমাদের মঙ্গল কর ॥ ২ ॥

যক্ষাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত  
হয়, স্নাত ব্যক্তি যে প্রকার শরীর মল হইতে মুক্ত হয়, সংস্কারক  
মন্ত্রের দ্বারা স্নাত যেমন পবিত্র হয়, হে জল ! তোমরা আমাকে  
সেই প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত কর ॥ ৩ ॥

হে জলসমূহ ! তোমরা নিতান্ত আপ্যায়ক । অতএব ইহলোকে  
আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দেও, এবং পরলোকে পরম রমণীয়-  
দর্শন ব্রহ্মের সহিত আমাদের এক করাইয়া দেও, অর্থাৎ  
তোমাদের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হই । ৪

জননী যে প্রকৃতির সর্বদা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেন, হে  
জলসমূহ ! সেইরূপ তোমরাও আমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা  
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদের কল্যাণ কর ॥ ৫ ॥

হে জলসমূহ ! তোমরা যে রসের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত

আপো জনকথা চ নঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ স্বতঃ সত্যকাজী-  
জ্ঞাতপনোহিধ্যায়ত । ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ  
সমুদ্রোহিবৎ । সমুদ্রাদর্শবাদধিসম্বৎসরো হজায়ত ।  
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্ত মিশতো বনী । ওঁ সূর্যা-  
চন্দ্রমনৌ ধাতা, যথা পূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবী-  
কান্তরিকমথো অঃ ॥ ৭ ॥

তৎপর করঘোড়ে নিয়মজ্ঞে প্রাণারামের স্বাধাদি প্ররণ করিবে ।

ওঁ কারন্ত ব্রহ্মস্বির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্ববক্স্মা-  
রন্তে বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহুজৈনাং প্রজাপতিস্বির্গায়ত্র্যুক্ষি-  
গমুর্কুব—বৃহতীপঙ্তিত্রিষ্টুপ্ জগত্যচ্ছন্দাংসি অগ্নি-বাসু-  
সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত করিতেছ, সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে  
পরিভূক্ত কর ॥ ৬ ॥

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া, পরমব্রহ্মে বিলীন  
হইয়াছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল ।  
তৎপর অর্দ্রষ্টের বিকল্প হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল । সৃষ্টির প্রথমে  
জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল । সেই সমুদ্রারমান জগতে জগৎ-সৃষ্টি-  
সমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে স্বর্গ ও চন্দ্রের  
নির্মাণ করিলেন । তদ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল । দিন  
রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল । অনন্তর ধাতা  
আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহারাতি লোকের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৭ ॥

(অতঃপর সকল মন্ত্রই কোন ঋষি কর্তৃক প্রণীত, কোন ছন্দে  
রচিত এবং উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে ? এবং কি  
কার্যে উহাদিগের প্রয়োজন, এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া



সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীশ্ব-বিশ্বেদেবী-দেবতাঃ প্রাণারামে বিনি-  
য়োগঃ । গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা  
প্রাণারামে বিনিয়োগঃ । শিরসঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো  
ব্রহ্মবাস্বস্তুসূর্য্যাস্তজন্তো দেবতাঃ প্রাণারামে বিনিয়োগঃ ॥৮॥

( ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা অমূর্ত্তেন দক্ষিণনাসা-  
পুটং ধৃষ্ট্বা বামনাসয়া সায়ুঃ পূরয়ন্ নাভিস্থেশে ব্রহ্মাণঃ  
খ্যায়ৈৎ । )

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ  
তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরৈণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি  
ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং

আবশ্যক, অতএব মন্ত্রপাঠের পূর্বে তৎসমুদায় প্রকাশিত হই-  
তেছে । ) প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি, সকল  
কর্ম্মের আরম্ভে উহার প্রয়োগ আবশ্যক । সপ্ত ব্যাকৃতির ঋষি  
প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী উষিক্, অমূর্ত্তপ, বৃহতী, পঙক্তি,  
ত্রিষ্টুপ ও জগতী ; দেবতা, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি,  
ইন্দ্র ও বিশ্বদেব ; প্রাণারামে ইহার নিয়োগ হয় । গায়ত্রীর  
ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য, প্রাণারামে ইহার  
প্রয়োজন । গায়ত্রী শিবের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা  
ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি, ও সূর্য্য ; প্রাণারামে ইহার প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

( জলদ্বারা স্বীয় মস্তক বেটনানন্তর দক্ষিণাঙ্গুল দ্বারা দক্ষিণ  
নাসিকা ধারণ করিয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে  
করিতে ) সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ  
চিহ্না করি, ইহাই আমাদিগের বুদ্ধিকে বখার্ব পথে লইয়া যায় ।

ব্রহ্মহৃৎকরঃ স্বরোহি । ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং বিভূজঃ অক্ষ-  
সূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসিনসমাক্রুতং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ॥ ৯

( ততঃ অনামিকাসূক্তাভ্যঃ উত্তরনাসাপুটং ধৃষ্টা বায়ুং  
স্তম্ভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ ।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ  
সত্যঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যঃ ভর্গোদেবস্ত ধীমহি যিয়োন্নয়নঃ  
প্রচোদয়াৎ ওঁ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মহৃৎকরঃ  
স্বরোহি । ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদা-  
পদ্মধরং গরুড়াক্রুতং কেশবং ধ্যায়েৎ ॥ ১০ ॥

( ততোহনুষ্ঠমুস্তোত্রা দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং তাজন্  
ললাটে লভুং ধ্যায়েৎ । )

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ  
সত্যঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যঃ ভর্গোদেবস্ত ধীমহি যিয়োন্নয়নঃ

জল, তেজ, রস ও অন্তরূপ ব্রহ্ম, এবং ভূ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন  
লোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন ।

রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারী, বিভূজ হংসাক্রুত ব্রহ্মা  
আমার নাভি-দেশে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ৯ ॥

তৎপরে অনামিকা ও অনুষ্ঠ অঙ্গুলিযারা উত্তরনাসাপুট দ্বারা  
ধানস্তর কুন্তক করিতে করিতে ভূঃপ্রকৃতি সপ্তলোক চিত্রা করিয়া  
পরে, নীলোৎপলদলবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী, চতুর্ভুজ গরুড়াক্রুত

হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ১০ ॥

( তৎপরে অনুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু

প্রচোদয়াৎ ও । ওঁ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং ত্র্যম্বভূমঃ  
স্করোম্ । ওঁ শ্বেতবর্ণং দ্বিভূজং ত্রিশূলডমরুকার্মর্কচন্দ্রবিভূ-  
ষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শঙ্খং ধ্যায়েৎ ॥ ১১ ॥ ইতি প্রাণায়ামঃ ।

( ততঃ আচমনং তত্র প্রাতর্মন্ত্রঃ । )

ওঁ সূর্যাস্ত মা মন্যাস্ত মন্যাপত্যস্ত মন্যাকৃতভ্যাঃ পাপে-  
ভ্যো বন্ধস্তাঃ বদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাত্যাং  
পদ্মায়ুদরেণ শিখ্রা অহস্তদবলুপ্ততু বৎ কিঞ্চিদ্রুতং ময়ি  
ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সূর্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি  
স্বাহা ॥ ১২ ॥

( মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ )

ওঁ আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথ্বী পৃতা পুনাতু মাং । পুনস্ত  
ত্র্যম্বগম্পতি ত্র্যম্বপৃতা পুনাতু মাং : বহুচ্ছিষ্টমভোজ্যাক

ত্যাগ করিতে করিতে ) পূর্ববৎ ভূঃ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পরে,  
শুক্রবর্ণ, ত্রিশূল-ডমরুধারী অর্কচন্দ্রশোভিত, ত্রিনেত্র বৃষাকৃৎ বহেশ্বর  
আমার ললাটে আছেন. ( এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ১১ ॥ )

সূর্য্য বস্ত ও উক্ত প্রভৃতি দেবতার। আমাকে অসাক্ষবস্ত নিবন্ধন  
পাপ-ইহাতে স্বকা করুন। আমি রাজিকালে মনঃ, বাচা, হস্ত,  
পদ, ঋতর আর শির দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবস তাহা নাশ  
করুন। আঘাতে আর-যে কিছু পাপ আছে, এই জলরূপ সেই  
পাপ হৃদয়পদ্মস্থিত স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি হোম করি.  
ইহা সিদ্ধ হউক ॥ ১২ ॥

যদ্বা দুশ্চরিতং মম । সৰ্ব্বং পুনৰ্জন্মামাপোহসত্যঞ্চ প্রতিগ্রহং  
স্বাহা ॥ ১৩ ॥

( সায়াহ্নে আচমনমন্ত্ৰঃ । )

ওঁ অগ্নিষ্ঠ মা মনুষ্যষ্ঠ মনুষ্যপতয়ষ্ঠ মনুষ্যকৃতেভাঃ  
পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহু। পাপম্কার্ষং মনসা বাচা ইন্তাভ্যাং  
পত্যা মুনরেণ শিশ্না রাত্ৰিস্তদবলুপ্তহু যৎকিঞ্চিদ্রুতং ময়ি  
ইদমহমাপোহমৃতঘোনে সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি  
স্বাহা ॥ ১৪ ॥ এইরূপে হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে ।

পুনর্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ ।

ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্জে দধাতন মহে  
ঈণায় চক্ষসে । ওঁ যোবঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ,

জল মদীয় পার্শ্ব দেহ এবং জ্ঞানায় পরমাত্মাকে পবিত্র  
করুন । দেহ পাবিত্র হইয়া, আত্মাকে পবিত্র করুন । ব্রহ্ম পার্শ্ব  
হুংয়া • এইরূপ দেহপাবন দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অতোজা, অসদাচরণ ও  
অগ্রাহ-গ্রহণজনিত আমার সকল পাপ মোচন করুন । এই  
আচমন রূপ হোম সিদ্ধ হউক ॥ ১৩ ॥

অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি দেবতা আমাকে অসাজযজ্ঞনিবন্ধন পাপ  
হইতে রক্ষা করুন । আমি দিবাভাগে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর  
এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্ৰি তাহা নাশ করুন । আমি  
আর যে কিছু পাপ আছে ; এই জলরূপ পাপ, সত্য ও জ্যোতিঃ-  
রূপ পরমাত্মাতে হোম করি, ইহা সিদ্ধ হউক ॥ ১৪ ॥

ଓଷାତୀରିବ ଯାତରଃ । ଓଁ ତନ୍ମା ଅରଗ୍ଗମାମ ବୋ ବସ୍ତୁ କରାୟ  
ଜିହ୍ବ ଆପୋ ଜନୟଥା ଚ ନଃ ॥ ୧୫ ॥

ଅସ୍ବର୍ଗ୍ୟମ୍ ।

ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତେ ଜଳଗୁଣ୍ଡ ଲହିୟା ନିମ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ।

“ଓଁ ଶ୍ବତକ୍ଷ ସତ୍ୟକ୍ଷାତୀକ୍ଷାତପସୋହ୍ୟଜାୟତ ତତୋ ରାତ୍ରା-  
ଜାୟତ ତତଃ ସମୁଦ୍ରୋହର୍ଣବଃସମୁଦ୍ରାଦର୍ଣବାଦଧିସନ୍ଧ୍ବଽସରୋହଜାୟତ  
ଅହୋରାତ୍ରାଣି ବିଦଧନ୍ବିଷ୍ଣୁ ମିଷତୋ ବଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ରମସୌଧାତା  
ସଥା ପୂର୍ବସ୍ବକଲ୍ଲୟାଦିବକ୍ଷ ପୃଥିବୀକ୍ଷାନ୍ତରୀକ୍ଷମଥୋ ଶ୍ବଃ ॥ ୧୬ ॥”

ହେ ଜଳ ! ତୋମରା ଅତି ସୁଖଦାୟୀ, ଅତଏବ ଆମାଦିଗେର ଉଚ୍ଚ-  
କାଳେ ଅଗ୍ନି ବିଧାନ କର ଏବଂ ପରକାଳେ ଆମାଦିଗକେ ମହାରମଣୀୟ  
ପରମବ୍ରହ୍ମେର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିବ । ହେ ଜଳ ! ତୋମରା  
ହିତାଭିଳାଷିଣୀ ମାତାର ଶ୍ରାୟ ଇହଲୋକେ ଆମାଦିଗକେ ଅତି  
କଳାପଦାୟୀ ଶ୍ରୀୟ ରସେର ଭାଗୀ କରିବ । ହେ ଜଳ ! ତୋମରା ଯେ  
ରସେ ଜଗତ୍ ପରିତୃପ୍ତ କରିତେଛ, ଆମରା ତାହାତେ ତୃପ୍ତିଲାଭ କରି ॥ ୧୫ ॥

ମହାଶ୍ରମକାଳେ ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ ବିଧ୍ବସ୍ତ ହଇୟା ପରମବ୍ରହ୍ମେ ବିଲୀନ  
ହଇୟାছিল, ତখন ରାତ୍ରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହଇୟାছিল ।  
ତତ୍ପର ଅନୁଷ୍ଠେର ବିକାଶ ହଇୟା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହଇଲ । ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମେ  
ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇଲ । ସେହି ସମୁଦ୍ରାୟମାନ ଜଗତେ ଜଗତ୍-ସୃଷ୍ଟି-  
ସମ୍ବର୍ଧ ବ୍ରହ୍ମାର ଆବିର୍ଭାବ ହଇଲ । ତିନି ସ୍ବାକ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ  
କରିଲେନ । ତନ୍ଦ୍ବାରା ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିର ବିଭାଗ ହଇଲ । ଦିନ ରାତ୍ରିର  
ବିଭାଗ ବଶତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାସରେର ସୃଷ୍ଟି ହଇଲ । ଅନନ୍ତର ଧାତ୍ତ୍ବ ଆକାଶ,  
ପୃଥିବୀ, ଶ୍ବର୍ଗ ଏବଂ ମହରାଦି ଲୋକେର ସୃଷ୍ଟି କରିଲେନ ॥ ୧୬ ॥

ইহা পাঠ করিয়া বাম নাসিকায় বায়ু আকৰ্ষণ করতঃ দক্ষিণ নাসিকায় কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের স্মৃতি সেই বায়ু নিঃসারিত করিয়া কল্লিশিলাৰূপে বামহস্ত তলে নিক্ষেপ করিবে ।

এইরূপ তিনবার করিয়া গায়ত্রী পাঠপূৰ্ব্বক তিন অঞ্জলি জলদিবে ।

### • সূর্যোপস্থানং ।

ওঁ উদুতাং জাতবেদসং দেবং বহস্তুি কেতবঃ । দৃশে বিশ্বায় সূৰ্য্যং । ওঁ চিত্রমিত্যশ্ব কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যোদেবতা সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগাদনীকং চক্ষুর্মিহ বরুণস্তাগ্নেঃ । আ প্রা ছাবা পৃথিবীক্ষা স্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তত্বষষ্ঠ ॥ ১৭ ॥

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং ।

ততঃ কৃতাজ্জলিঃ ওঁ তেজোহসি শুক্রমসামৃত মসি ধামনামাসি । প্রিয়ন্দেবানামনাশ্বমুচং দেবযজনমসি ।

বিশ্ব প্রকাশনের নিমিত্ত রশ্মিগণ তেজোময় সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে । মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই তিন দেবতার চক্ষুস্বরূপ এবং সকল স্থাবরজঙ্গমের আত্মারূপ সৰ্বদেবময় সূর্য্য অত্যাশ্চর্য্যরূপে উদ্ভিত হইয়া স্বীয় রশ্মিজালে স্বৰ্গ, মর্ত্য ও আকাশ পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

• সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিয়া আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপে দেখিতে পাই, শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করিতে পারি, শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপ শুনিতে পাই, শত বৎসর পর্য্যন্ত ভালরূপ কথা কহিতে পারি, শত বৎসরের পন্থেও ঐরূপ থাকিতে পারি ।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি । গায়ত্রি  
ছন্দসাং মাতব্রহ্মাণোনি নমোহঁস্ত তে ॥ ১৮ ॥

অঙ্গষ্ঠাস ।—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা,  
ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হ্রী, ওঁ ভূভুবঃ  
স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং  
অস্ত্রায় ফট্ ।

প্রাতর্ধ্যানং যথা । ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী, রবি-মণ্ডল-মধ্যস্থা  
রক্তবর্ণা দ্বিভূজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাকৃতা ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম  
দৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহতা ধোয়া ॥ ১৯ ॥

মধ্যাহ্নে ধ্যানং যথা । ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা  
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভূজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়া-  
কৃতা বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্বেদোদাহতা ধোয়া ॥ ২০ ॥

হে পরমার্থপ্রদে, বরদায়িনি, বেদপ্রকাশিন, ছন্দোমাতঃ  
ত্র্যক্ষররূপে, গায়ত্রি দেবি ! আগমন করুন, আমি আপনাকে  
নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

এইরূপে অঙ্গষ্ঠাস করিয়া কুর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবে ।

প্রাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদস্বরূপা, ব্রহ্মরূপিণী, হংসাকৃতা,  
অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভূজা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন ।  
এইরূপ চিন্তা করিয়া দশবার সমর্থ হইলে শত বা সহস্রবার গায়ত্রী  
জপ করিবেক ॥ ১৯ ॥

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়া-  
কৃতা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, সাবিত্রী-  
রূপা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন । এইরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমত জপ  
করিবেক ॥ ২০ ॥

সারাহে ধ্যানঃ বধা । ওঁ সারাহে সারস্বতী স্ববিমণ্ডল-  
মধ্যস্থা শুক্রবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডর্মকর্যা বৃষভাকৃতা বৃদ্ধা  
রুদ্রাণি রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃত্য ধোয়া ॥ ২১ ॥

এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া দশবার বা একশত আটবার  
গায়ত্রী জপ করিবে ।

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেনাঃ ভর্গো দেবস্য ধীমহি  
ধियोয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।

ইতি দশধা জপ্তা সমর্থশ্চেৎ শতধা . সহস্রধা বাপি জপঃ  
কৃত্বা,—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাড়ে ভূম্যাং পর্বতবাসিনি ।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছদেবি যথেষ্টয়া ॥ ২২ ॥

ইতি যন্ত্রেণ জপঃ সমপ্নয়েৎ ।

মৃতপিতৃকঃ অগ্নিনেব সময়ে পিতৃতপণং কুর্য্যাৎ ।

ততঃ সূর্যায় অর্ঘ্যাং দদ্যাৎ ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ-

সারাহে গায়ত্রীকে বৃদ্ধা, সামবেদম্বরূপা, শিবরূপিনী, বৃষভাকৃতা,  
শুক্রবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডর্মকশারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল  
মধ্যে আছেন । এইরূপ চিত্তা করিয়া পূর্ব্বমুখ জপ করিবেক ॥ ২১ ॥

হে দেবি ! তুমি উত্তর শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূমিতে  
পর্ব্বতে বাস করিতেছ, এষ্টকণ ব্রহ্মাকর্ষক সম্যকরূপে অনুজ্জাত  
হইয়া ইচ্ছামত গমন কর ॥ ২২ ॥



সৰ্বিত্বে শুভয়ে সৰ্বিত্বে কৰ্মদাৰিনে । এষোহৰ্ঘ্যঃ ওঁ সূৰ্যায়  
নমঃ ॥ ২৩ ॥ ইতি সূৰ্যায় অৰ্ঘ্যং দদ্যা,—

ওঁ জবাকুহুমসদ্ধাণং কাশ্যপেয়ং মহাহুতিং । ধ্বাস্তারিং  
সৰ্বপাপহরং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥ ২৪ ॥ ইতি প্রণমেৎ ।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাদিমন্ত্ৰচতুৰ্ভুজং ।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং বজ্রস্য দেবমৃদ্ধিঅং হোতারং  
রত্নধাতমম্ । ওঁ ইষেহোৰ্জেহা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সৰ্বিতা  
প্রাপন্নতু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্মণে ।

ওঁ অগ্ন আরাহি বীভয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা  
সংসি বহিষি । ওঁ শন্নোদেবীরভীৰ্ভয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে  
শংষোরভিভ্রবন্ত নঃ । ইতি পঠেৎ ।

ইতি যজুৰ্বেদীয় সঙ্খ্যা সমাপ্ত ।

কৰ্মকলদায়ী, জগৎ প্রকাশক, বিষ্ণুভোজোন্নপ, ব্রহ্মভোজোন্নপ  
দীপ্তিমান্ পৃথাকে নবদ্বার করিয়া অৰ্ঘ্য দান করিবে ॥ ২৩ ॥

জ্বাপুষ্পের জ্বায় রক্তবর্ণ, অতিভেজস্বী, তমোরাশিনাশী,  
সৰ্বপাপবিনাশী, কষ্টপতনর দিবাকরকে প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥

সানবেদীয় সঙ্খ্যার ইহার অমূল্যবাদ আছে ।

## তর্পণের সাধারণ নিয়ম ।

অভাবতঃ যেক্রমে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ কক্ষের উপরিভাগ হইতে বামপার্শ্ব দিয়া লম্বমান যজ্ঞোপবীতকে প্রাচীনাবীত বলে । উক্তরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ-পূর্বক করবোড়ে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া “ও কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ।

বিজগণ বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উক্ত কালে তর্পণ করিবে ।

সামবেদীয়েয়া সূর্য্যোপস্থানের পর “ও ব্রহ্মণে নমঃ” প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ করিবে । যজুর্বেদীয়েয়া গায়ত্রীজপ-বিসর্জনের পর তর্পণ করিবে । ঋগ্বেদীয়েয়া গায়ত্রী জপ-বিসর্জনের পর তর্পণ করিবে এবং জী শূদ্র প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করিবে ।

বৃষ্টি-জলে কিম্বা অন্ত্যজ জাতির জলাশয়ের জলে, অপের বা গুবাদির পানার্থ থলিত জলাশয়ের জলে এবং অহুৎসর্গ জলাশয়ের জলে তর্পণ করিতে নাই ।

দক্ষিণ হস্তের অনামাতে কুশ এবং স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যাস্থরীর ধারণ করিয়া তর্পণ করিবে ।

দেবতর্পণ যব ও ত্রিপত্র দ্বারা এবং পিতৃতর্পণ তিল ও মোটক দ্বারা করিবে । তিল ও যবাদির অভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য বা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া তর্পণ করিবে ।

গঙ্গাজল ভিন্ন শূদ্রাদির আনীত জলে তর্পণ করিতে নাই । তর্পণ-জল জলাশয়েই কেলিতে হয়, কিন্তু উদাত্তজলে তর্পণ

করিলে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা তাম্রপাত্রে জল ফেলিতে হয়। তর্পণ-জল এক বিঘা উচু করিয়া ফেলিতে হয়।

স্ববিবার, শুক্রবার, শুভমী, ষাদশী, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিনে এবং রাত্রিতে তিলদ্বারা তর্পণ করিবে না। প্রেতপক্ষে এবং গঙ্গাদিतीর্থে সকল দিনই তিলতর্পণ করিবে।

জলে থাকিয়া আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণ করা যাইতে পারে, নতুবা আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভীরে বসিয়া একপদ জলে রাখিয়া তর্পণ করিবে।

পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা-স্ত্রী, স্বামী ও স্বত্তর এবং তৎ পিতার তর্পণ করিবে।

### সামবেদীয় তর্পণ।

প্রথমে দুইবার আচমন করতঃ প্রাচীনাৱীতি \* ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাজলি পূর্বক—

“ও কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।

তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥”

এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্বমুখে উপবীতি † হইয়া দেবতর্পণ করিবে। যথা, — ও ব্রহ্মতৃপ্যতাং; ও বিষ্ণুতৃপ্যতাং, ও রুদ্রতৃপ্যতাং, ও প্রজাপতিতৃপ্যতাং”

এইরূপে প্রত্যেকবার বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা এক এক অঙ্গুলি জল দিবে। এইরূপে দেব তর্পণ করিয়া পরে,—

\* যে ভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়, তাহার বিপরীতের নাম প্রাচীনাৱীতি।

† মালার দ্বারা করিয়া মাথাকে উপবীত কহে।

পশ্চিমমুখে নিবীতী হইয়া—

• ও সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ  
কপিলশ্চাত্মরিশ্চৈব বোচুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।  
সৰ্বৈব তে তৃপ্তিমায়াস্তু মন্দন্তেনাম্বুনা সদা ॥”

এই মন্ত্ৰ হইবার পড়িয়া কায়তীৰ্থদ্বারা ক্রোড়াভিমুখে হই  
অঞ্জলি জল দিবে ।

তৎপরে পূৰ্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া “ও মরীচিস্থপাতাং, ও  
অত্রিস্থপাতাং, ও অনিরাস্থপাতাং, ও পুলস্ত্যস্থপাতাং, ও পুলহ-  
স্থপাতাং, ও ক্রতুস্থপাতাং, ও প্রচেতাস্থপাতাং, ও বশিষ্ঠস্থপাতাং,  
ও ভৃগুস্থপাতাং, ও নারদস্থপাতাং, ও দেবাস্থপাতাং, ও ব্রহ্মৰ-  
স্থপাতাং ।” ইহা বলিয়া মরীচি হইতে ব্রহ্মৰি পর্য্যন্ত যথাক্রমে  
প্রত্যেককে দেবতীৰ্থ ( অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ) দ্বারা এক  
এক অঞ্জলি জল দিবে । তৎপরে দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী  
হইয়া “ও অগ্নিস্বতাঃ পিতরস্থপাত্যবেতং সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ,  
ও সোম্যঃ, ও হবিষস্বতাঃ, ও উগ্রপাঃ, ও মুকালিনঃ, ও বর্হিষদঃ,  
ও ঋজ্যপাঃ ” এই বলিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীৰ্থ দ্বারা সতিল এক  
এক অঞ্জলি জল দিবে । পরে—

“ও যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চাস্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ।

ও ভুশ্বরায় দধ্রায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।

বৃকোদয়ায় চিত্রায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ ॥”

দক্ষিণ হস্তের তর্জনি ও তর্জনির মধ্যদেশকে পিতৃতীৰ্থ বলে ।

এই যন্ত্রটি তিনবার পড়িয়া পিতৃভীর্ষক দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে ।

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া—

“ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিঃ ।”

এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করতঃ “ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপাতাবেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ।” এই বাক্যটি তিনবার বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশ্যে দিবে । এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহকে পিতামহাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে । পরে “বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপাতাবেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা” এই বলিয়া মাতাকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃবা, মাতুল এবং দ্বাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে । (১)

পিতৃতর্পণ সমাপ্ত করিয়া ভীষ্মভীষ্মে ভীষ্মের তর্পণ করিবে ।  
অত্র দিনে ভীষ্মতর্পণ নাই ।

ভ

“ওঁ বৈরাটপত্নীগোত্রায় সাক্‌তিপ্রবরায় চ ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষণে ॥”

(১) তিলতর্পণ না করিলে “এতৎ সতিলোদকং” স্থলে কেবল “এতদুদকং” বলিবে ।

এই মন্ত্র পড়িয়া তীয় উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিয়া সম্ভার করিবে । মন্ত্র কথা,—

ওঁ তীয়ঃ শাস্ত্রনবোবীরঃ সত্যবাদী জিহ্বেশ্রিয়ঃ ।

আতিরন্তিরবাপ্যোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়ান্ ॥

অনন্তর,—

“ওঁ অগ্নিদক্ষাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদক্ষাঃ কুলে মময়

ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং ॥”

এই মন্ত্রটি পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । পরে,—

“ওঁ যেহবাক্তবাবাক্তবা বা যেহৃজ্জগ্মনি বাক্তবাঃ ।

তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মৎতোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । তৎপর—

ওঁ আত্রক্ষভুবনান্নোকাদেবর্ষিগিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্কেষ মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তঋণনিবাসিনাং ।

ময়া দন্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥”

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া “ওঁ আত্রক্ষভুবনান্নোকাদেবর্ষিগিতৃমানবাঃ জগৎ তৃপ্যন্তু” এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে ( ১ ) তৎপর—

“ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিষ্টণামৃতাঃ ।

তে তৃপ্যন্তু ময়া দন্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥”

( ১ ) যদি নিত্যকর্ম অশক্ত হইয়া সমস্ত তর্পণ করিতে না পারে, তবে “আত্রক্ষভুবনান্নোকাদেবর্ষিগিতৃমানবাঃ জগৎ তৃপ্যন্তু” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে ।

ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ସ୍ନାନବନ୍ତ ନିମ୍ନୋଦ୍ଧୃତ କରିয়া ଭୂମିରେ ଏକବାର ଉଠା ଦିବେ ।

( ୨ ) ପରେ ନିମ୍ନ ଋଷେ ପିତୃଗଣଙ୍କେ ନମସ୍କାର କରିବେ ।

ପିତୃ-ନମସ୍କାର ।

“ଓ ପିତା ସ୍ବର୍ଗଃ ପିତା ଧର୍ମ୍ୟଃ

ପିତାହି ପରମଃ ତପଃ ।

ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପନ୍ନେ

ପ୍ରୀୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତାଃ ॥”

— ଐତି ସାମବେଦୀୟ ତର୍ପଣବିଧି ସମାପ୍ତ ।

ସଞ୍ଜର୍ବେଦୀୟ ଓ ଶୂଦ୍ରର ତର୍ପଣ ପଦ୍ଧତି ।

ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣମୁଖେ ଆଚମନ କରତଃ ପ୍ରାଚୀନାବିତୀ ହରିଆ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ “ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଃ ଗରାଗନ୍ତାପ୍ରଭାମ ପୁରୁବାଞ୍ଚି ଚ । ତୀର୍ଥାନ୍ତେତାନି ପୁଣ୍ୟାନି ତର୍ପଣକାଳେ ଭବନ୍ତି ॥” ଏହି ବଳିଆ ତୀର୍ଥ ଆବାହନ କରତଃ “ଓ ଦେବା ଆଗଚ୍ଛନ୍ତୁ” ଏହି ବଳିଆ ଦେବଗଣେର ଆବାହନ କରିଆ ପୂର୍ବମୁଖେ ଉପବିତୀ ହରିଆ “ଓ ବ୍ରହ୍ମା ତୃପ୍ୟାତୁ, ଓ ବିଷ୍ଣୁ ତୃପ୍ୟାତୁ, ଓ ଋଦ୍ର ତୃପ୍ୟାତୁ, ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାପତି ତୃପ୍ୟାତୁ” ଏହି ବଳିଆ ଶ୍ରୋତାକଙ୍କେ ଦେବତୀର୍ଥ ଦ୍ବାରା ଏକ ଏକ ଉଠା ଦିବେ ।

ତତ୍ପରେ “ଓ ଦେବାସକାନ୍ତଥା ନାଗା ଗନ୍ଧର୍ବ୍ୟାମ୍ବରସୋହିନ୍ଦ୍ରାଃ କ୍ରୁରାଃ ସର୍ପାଃ ସ୍ବର୍ଗାଞ୍ଚ ତରବୋଞ୍ଜଗାଃ ଷଗାଃ । ବିଷ୍ଠାଧରାଞ୍ଜଳାଧାରାନ୍ତଥୈବାକାଶ-  
ଗାମିନିଃ । ନିରାହାରାଞ୍ଚ ସେ ଜୀବାଃ ପାପେ ଧର୍ମେ ରତାଞ୍ଚ ସେ ।

---

( ୨ ) ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବତ୍ସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ବାଦଶୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ଛଦିନିବନ୍ତ ନିମ୍ନୋଦ୍ଧୃତ ଉଠା ତର୍ପଣ କରିବେ ନା ।

ভেঁষাষাপ্যায়নটৈরতদীয়তে সলিলং স্ময়া ॥” এই বলিয়া দেবতীৰ্থ দ্বাৰা এক অঞ্জলি জল দিবে ।

তৎপরে উত্তরমুখে নিবতী হইয়া “ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতী-  
রশ্চসনাতনঃ । কপিলশ্চাম্বরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখন্তথা । সৰ্কে  
তে তৃপ্তিৰায়ান্ত মনন্তেনাশুনা সদা ॥” এই মন্ত্ৰ দুইবার পড়িয়া  
কায়তীৰ্থদ্বাৰা দুই অঞ্জলি জল দিবে, পরে পূৰ্বাভিমুখে উপ-  
বীতী হইয়া “ওঁ মরীচিস্তৃপাতু, ওঁ অত্রিস্তৃপাতু, ওঁ অগ্নিস্তৃপাতু, ওঁ  
পুলস্তাস্তৃপাতু, ওঁ পুলহস্তৃপাতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপাতু, ওঁ প্রচেতাস্তৃপাতু,  
ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপাতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপাতু, ওঁ নারদস্তৃপাতু, ওঁ দেবাস্তৃপাতু,  
ওঁ ব্রহ্মগ্নস্তৃপাতু” এই বলিয়া দেবতীৰ্থদ্বাৰা প্রত্যেককে এক এক  
অঞ্জলি জল দিবে ।

তৎপরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী ( ১ ) হইয়া “ওঁ অগ্নিঋত্বাঃ  
পিতরস্তৃপাতু, ওঁ সোম্যাঃ পিতরস্তৃপাতু, ওঁ ইবিম্বন্তঃ পিতরস্তৃপাতু,  
ওঁ উরুশাঃ পিতরস্তৃপাতু, ওঁ সূকালিনঃ পিতরস্তৃপাতু, ওঁ বর্হিমদঃ  
পিতরস্তৃপাতু, ওঁ আজাপাঃ পিতরস্তৃপাতু, এই নার শুনি তিনবার  
করিয়া পড়িয়া প্রত্যেককে পিতৃতীৰ্থ দ্বাৰা তিন তিন অঞ্জলি  
জল দিবে । পরে.—

“ওঁ যমায় ধর্মরাজায় সূতাবে চান্তকায় চ । বৈবস্বতায়  
কালায় সর্বভূতকায় চ ॥ ঔড়ম্বায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।  
মুকোদায় চিত্রায় চিত্রশুণ্ডায় বৈ নমঃ ॥” এই মন্ত্ৰ তিনবার  
পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে ।

( ১ ) পিতৃতর্পণ হইতে তর্পণ সমাপ্তি পর্যন্ত সমস্তই প্রাচীনাবীতী  
হইয়া পিতৃতীৰ্থে করিবে ।



(শুভ্র ভীষ্মাষ্টমী দিনে এই সময়, ভীষ্ম তর্পণ করিয়া পরে পিতৃতর্পণ করিবে !)

### পিতৃতর্পণ ।

কৃতাজলি হইয়া “ও পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে” এই বলিয়া, পরে “ও আবাহয়” বলিবে। তৎপরে হস্তে তিল লইয়া “ওঁ উশস্তুষ্য নদীমহ্যাশস্তঃ সমিধীমহি। উশস্তুশত আবহ পিতৃন্ হবিষেহতবে এই মন্ত্র পড়িয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ আয়াস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসোহঘ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দেবঘানৈঃ। আশ্বন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহঘ্নিঋবস্ত তে অবস্তশ্বান্॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে জল লইয়া—“ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্বপোহঞ্জলিং।” এই মন্ত্রে একবার জল দিতে হইবে। অনন্তর “ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং স্তুতং পরঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্। বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্দ্বন্ এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা।” (শুভ্র ‘অমুক দাস’ এবং ‘স্বধা’ স্থলে ‘নমঃ’ বলিবে) এইরূপ তিনবার পড়িয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতারহাদি নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে, পরে “ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং স্তুতং পরঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্। বিষ্ণুরোন্ অমুক গোত্রং মাতঃ অমুকীদেবি (শুভ্র ‘অমুকীদাসি’ বলিবে) এতৎ সতিলোদকং (১) তুভ্যং স্বধা” এইরূপ তিন বার বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিয়া মাতৃসপত্নী, পিতানহী, প্রপিতা-

(১) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ) সেই দিনে “এতৎ সতিলোদকং” এই স্থলে “এতদুদকং” বলিবে।

মহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী, মাতাক্ষী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, শুক, শুকপত্নী, পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপত্নী, মাতুল, মাতুল-পত্নী, পিতৃস্বনা, তৎপতি, হুহিতা, জামাতা, খণ্ডর, বংশ, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, বান্ধব, মিত্র প্রভৃতিকে যথাক্রমে নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। অতঃপর ভাষাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিয়া পরে—“ও নরকেষু সমন্তেষু যাত-  
নামু চ যে হিতাঃ । তেষামাপ্যায়ন্যৈতদ্বীৰ্যতে সলিলং ময়া ॥” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে “ও যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহস্তঃশ্রমনি বান্ধবাঃ । তে তৃপ্তিমখিলাং যাস্তু যে চান্মন্তোয়কাজ্জিহংঃ ॥” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। তৎপরে—“ও আত্রক্ষভুবনালোকাদেবর্ষিপিতৃমানবাঃ । তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্কে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তবীপ-  
নিবাসিনাং । ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনজয়ং ॥” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি এবং “আত্রক্ষন্তবর্ষ্যাস্তং জগৎ তৃপ্যতু” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া নিম্ন মন্ত্রে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জল তর্পণ করিবে।

“ও যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিশোভতাঃ । তে তৃপ্যন্ত ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥” এই বলিয়া স্নান-বস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার সেই জল দিবে। তৎপর সামবেদীবৎ পিতৃনমস্কার করিবে।

বর্জ্বেদীয় তর্পণ সমাপ্ত ।

## ঋগ্বেদীয় তর্পণ পদ্ধতি ।

যজুর্বেদীয় তর্পণ পদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ পর্যন্ত যাবতীয় অর্হুষ্ঠান করিয়া, পরে প্রাচীনাভীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা “ঐ অগ্নিষাত্ত্বপ্যন্ত, ঐ সোম্যাত্ত্বপ্যন্ত, ঐ হবিষ্যন্ত্বপ্যন্ত, উয়পাত্ত্বপ্যন্ত ঐ সুকালিনত্বপ্যন্ত, ঐ বর্হিষদত্বপ্যন্ত, ঐ আত্মপাত্ত্বপ্যন্ত” এই বলিয়া প্রত্যেকটী নাম তিন তিন বার বলিয়া তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে ।

তৎপর যজুর্বেদীয় নিয়মে সমতর্পণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিবে । অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “ঐ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহ-জলিঃ” এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন ও জলাঞ্জলি গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনাভীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা “ঐ বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্রঃ পিতরঃ অমুকদেবশ্রীণঃ তর্পর্যামি এতৎ সতিলোদকং ( ১ ) তস্মৈ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া পিতৃ উদ্দেশে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং “পিতামহ, প্রপিতামহঃ সতিল তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে “ঐ বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্রাঃ পিতরঃ অমুকীদেবীঃ তর্পর্যামি এতৎ সতিলোদকং .তস্মৈ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া মাতৃ উদ্দেশে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে ; এবং পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে । পরে এইরূপ বাক্য করিয়া এক এক অঞ্জলি দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের তর্পণ করিবে ।

---

( ১ ) গন্ধার জলে তর্পণ করিলে “সতিলগদোদকং” বলিবে ।  
তিল তর্পণের নিষেধ দিনে “অতত্বদকং” বলিবে ॥

এইরূপে পিতৃতৰ্পণ করিয়া “ওঁ আত্রক্ষন্তুধৰ্ম্যাস্তুঃ জগৎ  
তৃপ্যতু” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে “ওঁ আত্রক্ষ-  
ভুবনামোকা দেবর্ষিপিতৃমানৱাঃ । তৃপ্যন্তু পিতরঃ সৰ্ব্বে মাতৃ-  
মাতামহাদয়ঃ । অতীতকুলকোটীনাং সন্তুদীপনিবাসিনাং । ময়া  
দত্তেন তৃতোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং” । এই মন্ত্র পড়িয়া এক  
এক অঞ্জলি জল দিয়া “ওঁ য়েহবান্ধবা বান্ধবা বা য়েহন্তজান্নি  
বান্ধবাঃ । তে তৃপ্তিমথিলাং যাতু য়ে চান্নন্তোয়কাজ্জিগং ॥” এই  
বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া, “বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তৰ্পণ করিবে ।

তৎপর যজুর্বেদীয় বিধি অনুসারে সমস্ত করিবে ।

ঋগ্বেদীয় তৰ্পণ-বিধি সমাপ্ত ।

## তাত্ত্বিক সঙ্ক্যাবিধি ।

দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক শ্রাতঃসঙ্ক্যা ও তৰ্পণ করিয়া তাত্ত্বিক  
সঙ্ক্যা করিবে । তিন বেলাই বৈদিক সঙ্ক্যার পর তাত্ত্বিক সঙ্ক্যা  
করিতে হয় । শ্রাতঃসঙ্ক্যা না করিলে পূজাদি কোন কার্যেই  
অধিকার হয় না । শ্রাতঃসঙ্ক্যার মুখ্যকাল রাত্রির শেষ এক  
দণ্ড হইতে দিবসের প্রথম একদণ্ড পর্য্যন্ত । মধ্যাহ্নসঙ্ক্যা নিত্য  
পূজার আগে বা পরে করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সময় অষ্টম  
মুহূৰ্ত্ত, অর্থাৎ দিনমানকে ১৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার অষ্টম  
ভাগ । সন্ধ্যাসঙ্ক্যার মুখ্যকাল দিবসের শেষ এক দণ্ড হইতে রাত্রির  
প্রথম একদণ্ড পর্য্যন্ত । এইরূপে প্রতি দিবস তিন বেলা বৈদিক  
ও তাত্ত্বিক সঙ্ক্যা করিতে হইবে ।

## তান্ত্রিক সঙ্ক্যা ।

পূর্বাভিমুখী হইয়া তিনবার আচমন করিবে । বঁধা—ওঁ  
আম্রতস্যায় বাহা । ( পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত ) ওঁ বিতাতস্যায়  
বাহা । ( নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ) ওঁ শিবতস্যায় বাহা ।  
( হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা ) এই মন্ত্রে অথবা মূলমন্ত্রে আচমন  
করিয়া অম্লুষ্ঠ ও অনান্নাবাদ্য মূল মন্ত্রে মুখনাসিকাদি স্পর্শ করিবে ।  
পরে জল শুদ্ধি করিবে ।

ওঁ গঙ্গৈচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।

নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই মন্ত্রে অকুণ মুদ্রাধারা জল শুদ্ধি করিয়া, মূল মন্ত্রে ভূমিতে  
তিনবার এবং মস্তকে সাতবার জল নিক্ষেপ করিবে । পরে  
মূল মন্ত্রে করতাল ও অঙ্গভাল করিয়া বাম হস্তের মধ্যে ত্রিকোণ  
বস্ত্র করতঃ জল লইবে, তৎপর তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত  
আচ্ছাদন করিয়া “হং বং বং রং লং” এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া  
প্রলিত জলবিন্দু সাতবার মস্তকে দ্বিগা অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে  
লইয়া, সেই জলকে তেজোরূপ চিন্তা করিয়া নাসাগ্রে ধারণ পূর্বক  
বামভাগস্থ ঠোঁড়া নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক দেহ মধ্যস্থ পাণ্ডুলকল  
প্রেক্ষালন করিয়া, সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুরূপ মনে করিয়া দক্ষিণ  
নাসিকায় পিজলানাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া সম্মুখে কল্পিত বজ্রশিলায়  
“কট্” এই মন্ত্রে পাণ্ডুপুরুষরূপ সেই জলকে বামহস্তে জোড়ের নিক্ষেপ  
করতঃ হস্ত প্রেক্ষালন পূর্বক পুনর্বার আচমন করিবে ।

আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক গণ্ডুব জল

দিয়া তর্পণ করিবে । “ওঁ দেবীঃ স্তপ্যামি, স্বামীঃ স্তপ্যামি, পিতৃঃ স্তপ্যামি ( ১ ) গুরুং স্তপ্যামি, পরম-গুরুং স্তপ্যামি, পরাপরগুরুং স্তপ্যামি, পরমেষ্ঠিগুরুং স্তপ্যামি । বৈকুণ্ঠবাসিনে মতে নিম্নোক্ত তর্পণ-জলিও করিতে হয় । “নারদং স্তপ্যামি, পর্বতং স্তপ্যামি, বিষ্ণুং স্তপ্যামি নিশাং স্তপ্যামি, উদ্ধবং স্তপ্যামি, দাক্ষ্যং স্তপ্যামি, বিশ্বক-সেনং স্তপ্যামি, শৌনেয়ং স্তপ্যামি ।” প্রত্যেককে তিন বার করিয়া তর্পণ করিবে । তৎপন্ন মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “অমুক দেবতাং স্তপ্যামি স্বাহা” বলিয়া নিজ হৃদে দেবতার তিন বার তর্পণ করিবে ।

পরে “হ্রীং হং সঃ অথবা ( স্থলিঃ সূর্য্যাদিত্যঃ ) ইদমর্ঘ্যং স্রীসূর্য্যায় স্বাহা” বলিয়া সূর্য্যার্থ্য প্রদান পূর্ব্বক “ওঁ সূর্য্যায় নমঃ মধ্যবর্ত্তিনে নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ স্রীঅমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ।” বলিয়া তিন গণ্ডুল জল দিবে ।

কালী, তারা ইত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি নিম্ন মন্ত্রে সূর্য্যার্থ্য দিবে । “হ্রীং হং সঃ মার্ত্তণ্ডৈভরবার প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্রীসূর্য্যায় স্বাহা” ।

### গায়ত্রীর ধ্যান ।

প্রাতঃ—উত্তাদাদিত্য-সঙ্কশাঃ পুষ্পকাস্ককরাং মরেন্ । কৃষ্ণা-  
বিনধরাং ব্রাহ্মীঃ ধ্যায়েন্ তারকিতেহম্বরে ॥ মধ্যাহ্নে ।—ওঁ ভ্রামরবার্হি-  
চতুর্ভূহিঃ শম্ভচক্লসংকরাং গদাপদ্মধরাং দেবীঃ সূর্য্যাসনকৃত্যশ্রয়াং ॥  
সায়ং—সায়াহ্নে বরদাং দেবীঃ গায়ত্রীঃ সংমরেন্দযতিঃ । তুলাং  
ভক্লাস্বরধরাং বৃষাসনকৃত্যশ্রয়াং ॥

( ১ ) বিষ্ণুগণ মন্ত্রের পূর্বে এবং পরে ‘ওঁ’ এই প্রণব এবং স্রী শব্দ ‘নমঃ’ উচ্চারণ করিবে ।

তিন বেলা এই তিন রূপ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি গায়ত্রীজপ করিবে । কিন্তু দশবারের মূল জপ করিতে মাই ।

উপাসক ভেদে গায়ত্রী ;—

দক্ষিণ কালিকা ।—কালিকায়ৈ বিদ্যহে শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী শ্রীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ দুর্গাগায়ত্রী ।—মহাদেব্যৈ বিদ্যহে দুর্গায়ৈ শ্রীমহি তন্নোগৌরী প্রচোদয়াৎ ॥ জগদ্ধাত্রী-গায়ত্রী ।—দুর্গায়ৈ বিদ্যহে চিত্তরূপায়ৈ শ্রীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥ তারা গায়ত্রী ।—তারায়ৈ বিদ্যহে মহাগ্রায়ৈ শ্রীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥ বিষ্ণু গায়ত্রী ।—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্যহে শ্রীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ গোপাল গায়ত্রী ।—কৃষ্ণায় বিদ্যহে দামোদরায় শ্রীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ রাম গায়ত্রী ।—দাসরথায় বিদ্যহে সীতাবল্লভায় শ্রীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥ শিবগায়ত্রী ।—ভৃগুপুত্রায় বিদ্যহে মহাদেবায় শ্রীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ সূর্যগায়ত্রী ।—আমিত্যায় বিদ্যহে মার্কণ্ডায় শ্রীমহি তন্নঃ সূর্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥ গণেশ গায়ত্রী ।—ভৃগুপুত্রায় বিদ্যহে বক্রতুণ্ডায় শ্রীমহি তন্নো দত্তী প্রচোদয়াৎ ॥

গায়ত্রী জপের পর ওঁ শুভ্যাতিশুভ্য গোপত্রী অং গৃহাণামং-কৃতং জপঃ । সিদ্ধত্বং মে দেবি ত্বংপ্রসাদান্নহেশ্বরী ॥—এই মন্ত্রে এক গণ্ডুয় জল লইয়া মনে মনে পুং দেবতার দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রী দেবতার বামহস্তে জল দিয়া জপ বিসর্জন করিবে । পুং দেবতা হইলে, “গোপত্রী” স্থলে “গোপ্তা” এবং “দেবি” স্থলে “দেব” ও “মহেশ্বরী” স্থলে “মহেশ্বর” বলিবে । তৎপর প্রাণা-রামাদি করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## সামান্য পূজাবিধি ।

প্রথমতঃ আচমন করিয়া নিম্নলিখিত বিষ্ণু স্মরণ করিবে ।

“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সৰ্বাং পশুস্তি সুরগঃ । দিবীং  
চক্ষুৰাততম্ ।” তৎপরং গণেশাদি দেবতার উদ্দেশ্যে গন্ধ পুষ্প  
দিয়া, স্বস্তি বাচন করিবে ।

## সামবেদি-স্বস্তিবাচন ।

ওঁ সোমঃ রাজানং বরুণমগ্নিমবারতানহে । আদিত্যং বিষ্ণুং  
সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥”

## যজুর্বেদি-স্বস্তিবাচন । .

“ওঁ স্বস্তি ন ইক্ষো বরুণশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি  
নস্তাক্ষো অরিশৈনৈঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ গগানাস্তা  
গনপতিং হবামহে ওঁ পিয়াগাস্তা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিনীনাস্তা  
নিধিপতিং হবামহে বসো মম । ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥”

## ঋগ্বেদি-স্বস্তিবাচন ।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামগ্নিনাভগঃ স্বস্তি দেবাদিতিরনরুগঃ ।  
স্বস্তি পৃষা অশুরো দধাতু নঃ । স্বস্তি জাবাপৃথিবী সূচেক্ষন ।  
স্বস্তয়ে বায়ু-মুপ ব্রহ্মাণহে । সোমঃ স্বস্তি ভূবনস্ত যস্পতিঃ ।  
বৃহস্পতিং সর্কগণঃ স্বস্তয়ে অশুর । আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ । বিশ্বে  
দেবা নো অস্তা স্বস্তয়ে । ঐশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে । দেবা অদন্ত ভবঃ



স্বস্ত্যে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্তংহস্তঃ । স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি  
পথ্যে রেবতি । স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্যগ্রিষ্ট । স্বস্তি নো অদতে রুদ্রি ।  
স্বস্তি পশু-মহু চরেম । স্বর্গ্যাচন্দ্রমসাবিব । পুনর্দদাতা-স্বতা জ্ঞানতা  
সঙ্গমেমহি । স্বস্ত মনং তাক্ষানিরিষ্টেনেমিঃ নহতুতং বায়সঃ দেবতা-  
নাম্ । অমরায় মঙ্গমপং সমুঃসুহৃদৃষণো নাবমিবাক্কেম । অংহো-  
মুচ মানিরসং গয়ক স্বস্ত্যাব্রয়ং মনসা চ তাক্ষ্যং । প্রয়তপাণিঃ  
শরণং প্র পতে । স্বস্তি মম্বাধেষভয়ং নো অস্ত । ও স্বস্তি ও  
স্বস্তি ও স্বস্তি । \*

### সঙ্কল্প ।

এইরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয় ।

প্রতিদিবসীয়া নিত্য কর্মে বা আরক্ত কর্মে সঙ্কল্পের প্রয়ো-  
জন নাই । যেমন সন্ধ্যা, শিব পূজা, নারায়ণ পূজা, ইষ্ট দেব-  
তার নিত্য পূজা, গুরু পূজা প্রভৃতি ইহা ভিন্ন কোন কার্য  
উদ্দেশ্যে অথ পূজার সঙ্কল্প করিতে হয় । তাম্র পাণ্ডে তিল কুশ  
ফল পুষ্প ও জল লইয়া নিম্ন প্রকারে সঙ্কল্প করিতে হয় । যথা—

“ওঁ বিষ্ণু রোম্ তৎসদত্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে ঋ অমুক  
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা § অমুক কামো অমুক  
দেবতা পূজা কর্ম্ম হঃ করিষ্যে” ( পরার্থে করিষ্যামি । )

\* বিশেষ পূজাদিকার্য্যে স্বস্তি পাঙ্কি পুণ্যাহং প্রভৃতি কার্য্য  
উল্লেখ করিয়া স্বস্তি বাচন করিবে । বিশেষ বিশেষ কার্য্যে দেখুন ।

ঋ যে মাস যে পক্ষে যে তিথি তাহার উল্লেখ করিবে ।

§ যাহার নামে সঙ্কল্প হইবে তাহার নাম গোত্র এবং  
যে দেবতার পূজা হইবে সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিবেন ।

তৎপৰ কৰণকোণে ~~সকল~~ পাঠ কৰিবে ।

সায়বেদ-সঙ্কল্পসূক্ত ।

ও দেবো বো ভূবিণোবোঃ পূৰ্ণাং বিবট্যাসিচম্ । উবা সিন্ধু-  
মুপ বা পূৰ্ণধৰ্মাদিহো দেব ওগতে ।

যজুৰ্বেদ-সঙ্কল্পসূক্ত ।

ও যজ্ঞাগ্রতো দূৰমুদেতি দৈবঃ তহ সুপ্তস্ত তথৈবেতি । দূর-  
দ্রমঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিৰেকং তন্মৈ মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ।

ঋগ্বেদ-সঙ্কল্পসূক্ত ।

ও যা শুঃপূৰ্ণা সিনীবাণী যা রাকা বা সরস্বতী । ঈশ্রাণীমস্য  
উতয়ে বরুণানীং স্ততরে ॥ তৎপৰ আসনশুদ্ধি কৰিতে হয় ।

আসনশুদ্ধি ।

যে আসনে বসিয়া পূজা কৰিতে হইবে, তাহার উপরে-  
ব্রিহাণ মণ্ডল অঙ্কিত কৰিয়া সত্ৰন্দন পুষ্প প্রদান করতঃ “এত  
গন্ধপুষ্পে ও ত্রিঃ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্ৰে  
পুষ্পটি আসনোপরি প্রদানপূৰ্বক আসন ধৰিয়া পাঠ কৰিবে,—

“আসনমহন্ত মেৰুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং চন্দঃ কূৰ্ষো দেবতা  
আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ।

ও পৃথিৱী! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি! ত্বং বিজুনা ধৃতা ।  
ত্বক দারয় মাং নিত্যং পবিত্ৰং কুরু চাসনম্ ।”

ভূতাপসারণ ।

অতঃপৰ পূৰ্বক, দিব্যদৃষ্টি দ্বাৰা অবলোকন কৰিয়া দিব্য-  
বিশ্ব উৎসারিত করতঃ “ঐশ্ব্যার কটু” এই মন্ত্ৰে জলদ্বাৰা বেটন  
কৰিয়া আকাশস্থিত বিশ্ব ও বায়ুপাদেয় পার্শ্বিক (গোড়ালি) দ্বাৰা

মৃত্তিকাতে বারংবার আঘাত করতঃ ভূমিগত বিষ দূর করিয়া “ফটু” এই মন্ত্র জপ করতঃ খেত সরিষা লইয়া বক্ষ্যমাণমন্ত্র পাঠপূর্বক উহা চতুর্দিককে ছড়াইয়া দিবে । মন্ত্র যথা,—

ও অপসর্পস্ব তে ভূতা যে ভূতা ভবি সস্থিতাঃ । যে ভূতা  
বিষকর্তারস্তে নশ্রস্ত শিবাঙ্করা ।” তৎপর ঘটস্থাপন করিবে ।

ঘটমধ্যে নবরত্ন ও পঞ্চবস্ত্র প্রদান করিবে । তদভাবে  
কেবল সূবর্ণ প্রদান করিবে ।

### সামবেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ও ভূমিস্তরীক্ষং ধৌ ঘা  
ভূতায়ঃ । †

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ও ধানাবস্তং করস্তিগম-  
পূপবস্ত্রমুকুখিনং ইন্দ্র প্রাজ্জ্বল্য নঃ ।

উভয় হস্তদ্বারা ঘট ধারণ করতঃ পাঠ করিবে—ও আবিশন্  
কলশং সূতো বিশ্বা অর্ধরতিশ্রিয়ঃ । ইন্দুরিক্রায় ধীয়তে ।

জল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ও আ নো মিত্রাবরুণা  
স্বতৈর্গর্বাতিমুক্তং মধ্বা রজাঃসি শুক্রতু ।

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবে,—ও অয়মূর্জীবতো বৃক্ষ উর্জীব  
কলিনী ভব । পর্ণং বনস্পতে হুস্তা হুস্তা স্ময়তাং রয়িঃ ।

ফল ধারণ করিয়া পাঠ করিবে,—

ও ইক্ষুং নরো নেমধিতা হবস্তে স্বং পার্থীয়া যুনজতে  
খিত্যস্তাঃ । শুরো নৃযাতা শবসশ্চকান আ গোমতি ত্রজে  
ভজা স্বং নঃ ।

---

মন্ত্রান্তর—ও মহি ত্রীণামবস্ত্র হ্যক্ষং সিংহস্যার্থম্ভঃ ।  
হুস্তাধ্বং বহুধত ।”

বহু স্পৰ্শ কৰিয়া পাঠ কৰিবে,—

ওঁ যুবা সূৰ্যাসাঃ পৱিত্ৰীত আ .গাং স উ শ্ৰেয়ান্ ভবতি  
জায়মানঃ । তং ধীৱাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধো মনসা  
দেবয়ন্তঃ ।

পুষ্প স্পৰ্শ কৰিয়া পাঠ কৰিবে,—

ওঁ পবমান বাশ্বুহি নশ্মিভিৰ্বাজসা তমঃ । দধৎ  
স্তোত্ৰে সূবীৰ্য্যাম্ ।

সিন্দূৰ স্পৰ্শ কৰিয়া পাঠ কৰিবে,—

ওঁ সিন্ধোৱক্ষ্মাসে পতয়ন্তুমুক্ষণং । হিৰণ্যপাৰাঃ  
পশুমপহু গৃভ্ণতে ।

স্থিৰীকৰণ (ঘট দাৱণ কৰিয়া পাঠ কৰিবে,—

ওঁ দ্ৰাবতঃ পুৰুবসো বয়মিত্ত্ৰ প্ৰণেতঃ । স্মাসি স্বাত-  
ৰ্চয়ীণাম্ । ওঁ স্বাং স্বীং স্থিৰো ভব ।

কৃতাজলি পূৰ্বক পাঠ কৰিবে,—

ওঁ সৰ্ব্বতীৰ্থোদ্ভৱং বাৰি সৰ্বদেবসমঘিতম্ । ইমং ঘটং  
সমাৰুহা তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ । ১

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিস্পৰ্শ কৰিয়া পাঠ কৰিবে —

উৰ্বী সন্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্ৰী ।  
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে ত্বাৰা রক্ষতং পৃথিবী নো  
অভ্যাত্ ।

১ জীদেবতাৰ নিমিত্ত ঘট স্থাপনকালে “তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ”  
বলিতে হইবে।

ধাতু স্পর্শ করিয়া—

ও ধানাবল্যং করস্তিগমপূপবস্ত্রমুখনিম্ন ইন্দ্র প্রাত-  
জুঘ্বনঃ

ঘটে হস্ত দিয়া—

ও এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্, বুরুশ্রবণ দদতো  
মহানি । দান ইদ বো মঘবানঃ সো অস্তয়ঞ্চ সোমো হদি  
যং বিভন্সি ।

জল স্পর্শ করিয়া—

ও বরুণস্তোত্তমমসি । বরুণস্ত সন্তসর্জজনীমঃ ।  
বরুণস্ত ঋতসদন্তসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি । বরুণস্ত  
ঋতসদনমাসীদ ।

ফল দ্বারা করিয়া—

ও যাঃ ফালনীর্থা অকলা অপুপ্পা বাশ্চ পুপ্পিনীঃ । বৃহ-  
স্পতি-প্রসূতা-স্তানো মুখস্তুঃসঃ । ( ১ )

স্থিরীকরণ —

ও স্থিরো ভব বিভঙ্গ আশুর্ভব পৃথুর্ভব বাজার্জবান্  
সুযদন্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ । পরে সামবেদীবৎ “সংকীর্ণার্থোদ্ধবং  
বারি” ইত্যাদি পাঠ করিবে ।

যজুর্বেদ-ঘটস্থাপন ।

ভূমি স্পর্শ করিয়া—

ও ভূরসি ভূমিস্তদিতি-রসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্য  
ধর্তা, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দুঃহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ ।

(১) সিন্দুরময়, বজ্রময়, পুষ্পময়, যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপনার উদ্দেশ্য

ধাতু স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ ধাতুমসি ধিমুহি দেবান্ ধিমুহি যজ্ঞং । ধিমুহি  
যজ্ঞপতিং ধিমুহি মাং যজ্ঞশ্রমং ।

ঘট স্পর্শ করিয়া, —

ওঁ আ জিত্ব কলশং মহ্যা ঙ্গা বিশস্তিস্ববঃ । পুনরুর্জ্জা  
নি বর্ত্তস্ব সা নঃ । সহস্রং ধুক্কোরুধারা পয়স্বতী পুনশ্চা  
বিণতাদ্রয়িঃ ।

জল স্পর্শ করিয়া —

ওঁ বরুণশ্চোত্তমমসি বরুণশ্চ স্বস্তসর্জ্জনীশ্বঃ । বরুণস্য  
ঋতসদন্তসি । বরুণস্য ঋতসদনমসি । বরুণস্য ঋতসদন-  
মাসীদ ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিৎ জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো  
জয়েম । ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো  
জয়েম ॥ ( ২ )

ফল স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ যাঃ ফলিনার্বা অকলা অপুপ্পা বাশ্চ পুষ্ণিগীঃ ॥  
বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তনো মুকস্বঃসঃ ॥

সিল্পুর স্পর্শ করিয়া, —

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি  
যহ্নাঃ । সূতস্য ধারা অরুণো ন বাজী কাষ্ঠী ভিন্দন্নুশ্চিভিঃ  
পিষমানঃ ॥

---

( ২ ) মন্ত্রান্তরঃ—“অথ বো নিষবনং পর্গে বো বসতিকৃতো ।  
গৌতম ইব কিশাদনং যৎ সমবধ পুরুষম্ ।”

পুষ্প স্পর্শ করিয়া,—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাশ্রে  
পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমন্দিনৌ ব্যাভূম্, ইকস্মিন্ভাগামুংম  
ইযাণ সর্বলোকং ম ইযাণ ॥

বজ্র ধারণ করিয়া,—ওঁ যুবা স্ত্রীবাঃ পরিণীত আগাৎ  
স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং ধীরাঃ কবয়  
উন্নয়ন্তি স্বাখ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্বভীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমম্বিতম্ ।  
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥ স্থাং হ্রীং স্থিরো  
ভব, বিড়ম্ব আশুভব বাজ্যর্ববন্ । পৃথুভব স্ত্রসদস্তমগেঃ  
পুত্রীষবাহনঃ ॥ তৎপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে ।

সামান্যার্ঘ্য ।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
করিবে,—

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্মায়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায়  
নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ ।”

অতঃপর “কটু” এই মন্ত্রে অর্ধাপাত্র প্রক্ষালন করিয়া, ত্রিপদিকার  
উপরি স্থাপন করিবেন । পরে ‘ওঁ’ এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলপূর্ণ  
করিয়া—

“মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্বনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায়  
ষাদশকলাত্বনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্বনে  
নমঃ ॥” বলিয়া পূজা করিবে ।

তৎপরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া তদুপরি গন্ধ, পুষ্প ও

দূরী প্রকৃতি প্রদানপূর্বক ধেনুশূত্র দ্বারা অমৃতীকরণ, মন্ত্রমূত্রা দ্বারা আচ্ছাদন এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ পূর্বক অক্ষুশমূত্রা দ্বারা সেই জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা —

“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নশ্মদে  
সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ।”

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রের উপরি ঐ এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া,  
নিম্নমন্তকে ও পূজার উপকরণে সেই জলের ছিটা দিবে।

মাষভক্তবলি ।

নিজের বামভাগে গোময়ের দ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া  
তদুপরি ভূতগণের আবাহন করত “এতে গন্ধপুষ্পে ঐ ক্ষেত্রপালাদি-  
ভূতগণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া, নূতন  
মুগ্ধরপাত্রে বা দিল্লীপাত্রের উপরি মাষকলায় দদি ও আতপ তণ্ডুল  
একত্র করতঃ “ঐ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” বলিয়া তাহার অর্চনা করতঃ  
“এষ মাষভক্তবলিঃ ঐ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ।” বলিয়া  
নিবেদন করিয়া কংযোড়ে পার্থনা করিবে।

• “ওঁ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ দানবা রাক্ষসাশ্চ যে ।

শান্তিং কুর্বিস্তু তে সর্বে ইমং গৃহস্তু মদবলিম্ ॥

অনন্তর খেতসর্বপ গ্রহণ করঃ —

“ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরাস্বত্যাঃ ।

অপসর্পস্তু তে সর্বে নরসিংহেন তাড়িতাঃ।”

ইহা বলিয়া চতুর্দিকে খেতসর্বপ ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর  
গুরুপংক্তি নমস্কার করিবেন। যথা,—

নিজের বামভাগে “ঐ গুরুভ্যো নমঃ, ঐ পরমগুরুভ্যো নমঃ,



ওঁ পরাপরশুদ্ধভো নমঃ ।” দক্ষিণে—“ওঁ অপেশায় নমঃ ।” মধ্যো—  
“ওঁ অমৃতদেবতায়ৈ নমঃ” ৬

পরে একটি সচন্দন পুষ্প হস্তে লইয়া ‘ফট’ এই শব্দে উত্তরহস্ত দ্বারা পুষ্পটি মর্দন করতঃ আত্মাণ করিয়া জ্ঞানকোণে পরিত্যাগ করিবে। এই ক্রমে উর্দ্ধে তালতর ও ছোটিকা (অমূলধ্বনি) দ্বারা দশদিক্ বন্দন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে।

ভূতশুদ্ধি সাধারণ শক্তিপূজায় উষ্টব্য।

### সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি ।

নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার শরীরস্থান ভাবনা করিলেই, সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করা হয়। মন্ত্রচতুষ্টয়ে যথা,—

“ওঁ মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম-  
শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয়  
শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥  
ওঁ পরমশিবং সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লুস জ্বল জ্বল  
প্রজ্বল সোহহং হংসঃ স্বাহা” ॥ ৪ ॥ সাধারণ শক্তিপূজা দেখ।

তৎপরে মাতৃকাত্তান করিবে। সাধারণ শক্তিপূজা দেখ।

### প্রাণায়াম ।

হ্রীঁ মন্ত্র দ্বারা জীদেবতার এবং “ওঁ” মন্ত্র দ্বারা পুংদেবতার  
প্রাণায়াম করিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সমস্ত কার্যেই প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য। প্রাণায়াম বাতীত  
মন্ত্র জপ ও পূজাদির অধিকার হয় না। প্রাণায়াম শ্রবণী এই  
গ্রন্থের সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতিতে উষ্টব্য।

## ব্যাপকত্বাস ।

“ওঁ” বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্তক হইতে পাদ পর্যন্ত এবং পাদ হইতে মন্তক পর্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক দেহের অতি সন্নিকটস্থান দিয়া হস্তসঞ্চালন করাকে ব্যাপকত্বাস বলে । ব্যাপকত্বাস নয়বার, সাতবার পাঁচবার বা তিনবার করিতে হয় । ব্যাপকত্বাসের পর অঙ্গভাস করত্বাস করিয়া ধ্যান করিবে । সাধারণ শক্তি পূজার অঙ্গভাস করত্বাস এবং ধ্যান প্রকরণে সমস্ত দেবতার ধ্যান আছে ।

## ধ্যান ।

কুশ্মমুদ্রায় হস্তে পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ ধ্যানামুযায়ী মূর্তি হৃদয়ে চিত্তা করিয়া মানস পূজা করিবে । (১ম খণ্ডে নিত্যকর্মের ৩ পৃষ্ঠায় দেখা ।) অথবা মনঃ কল্পিত উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিতে হয় । তৎপর বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । যথা—

## বিশেষার্থ্যস্থাপনক্রম ।

পূর্বক নিজের বামদিকে (১) ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া “এতে গন্ধগুপ্তে ওঁ আদারণরূপে নমঃ,”—এই ক্রমে “ওঁ কুশ্মর নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যে নমঃ ।” বলিয়া, তত্পরি পূজা করিবে ।

তৎপরে উহার উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া, “হং ফট্” এই মন্ত্রে শব্দ দ্বারা মণ্ডলের উপর রাখিবে । অতঃপর, মূলমন্ত্রে শুদ্ধ জল দিয়া, “সং বহ্নিমুগ্ধলায় দশকলাস্ত্রনে নমঃ”—এই

(১) পূজা ও পূজকের মধ্যস্থান পূর্ব, তদধিন পশ্চিম, উত্তর ও তৎপৃষ্ঠ পশ্চিম বলিয়া জানিবে ।

মন্ত্রে ত্রিপদিকা, “অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে নমঃ”—এই মন্ত্রে শব্দ, “উং সৌরমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে নমঃ”—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা জলকে পূজা করিবে, তদনন্তর শব্দজল তিনভাগ করতঃ তাহাতে “নমঃ” বলিয়া পুষ্প দিগা, পুষ্প, দূর্কা ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাঁজাইয়া তদুপরি স্থাপন করতঃ ধেনুমূত্র দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমূত্রায় আচ্ছাদন করতঃ অক্ষুশমূত্রা দ্বারা “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিঙ্কুকাবেরি জম্বেহস্মিন্ সন্নদিং কুরু ॥” এই মন্ত্রে জল শোষণ করিবে ।

অনন্তর আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে আনয়ন করত “হং” এই মন্ত্রে যথাবিধি অবগুষ্ঠন মূদ্রা প্রদর্শন করাইবেন । দেবতা-বিশেষে যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্ত্বংপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য । অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রের জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া, সেই জলদ্বারা নিজমস্তক ও পুষ্কার উপকরণাদি অভ্যক্ষণ করিয়া পরে যথাবিধি পূজা করিবে ।

তৎপর পুনর্কীব অঙ্গষ্ঠাস কর্ত্তাস করিয়া পূর্ব্ববং ধ্যান করতঃ, গণেশাদি আবরণ দেবতার পূজা করিয়া আবাহন পূজা করিবে ।

### আবাহন ।

আবাহনের বিশেষ নিয়ম এই যে, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জুম্বাপথে স্বস্থান হইতে চৈতন্যরূপ তেজঃ আনয়ন করতঃ নাসিকা-রন্ধ্রদ্বারা নির্গত করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পসকল সংস্থাপনপূর্ব্বক আবাহন করিবে । \*

“অমুক দেবভাষা ইহা গচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অরাধিতানং কুরু বম পূজাং গৃহাণ” ইত্যাদি পাঠ করিয়া আবাহনাদি পঞ্চ মূদ্রা দেখাইবে ।

\* প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর আবাহন নাই ।

## প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা ।

দেবতাৰ সমুখভাগ বস্ত্ৰদ্বাৰা আচ্ছাদন কৰিয়া লেলিহান-মুখা দ্বাৰা দেবতাৰ হৃদয়ে (১) দুৰ্কা ও আতপ তণ্ডুলধারণ কৰতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ পাঠ কৰিয়া দেবতাৰ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবে । যথা,—

“ওঁ আং হ্ৰীং ক্ৰোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ  
শ্ৰীঅমুকদেবতায়ঃ প্ৰাণা ইহ প্ৰাণাঃ । ওঁ আং হ্ৰীং ক্ৰোং যং রং  
লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ শ্ৰীঅমুকদেবতায়ঃ জীব ইহ দ্বিতঃ ।  
ওঁ আং হ্ৰীং ক্ৰোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ

দেবতায়ঃ সৰ্কেজ্জিগাণি । ওঁ আং হ্ৰীং ক্ৰোং যং রং লং বং শং ষং  
সং হোং হং সঃ শ্ৰীঅমুকদেবতায়ঃ বায়ানমুকচক্ষুঃশ্ৰোত্ৰজ্ঞানপ্ৰাণা  
ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ।” “ওঁ মনো জুতিৰ্জুনা-  
মাক্যন্ত বৃহস্পতিৰ্বজ্জনিমং তনোজ্জিষ্ঠং যজ্ঞঃ সমিৎ নধাতু বিধে  
দেবা স ইহ মাদয়ন্ত্যমো প্ৰতিষ্ঠ ॥ ওঁ অঐ প্ৰাণাঃ প্ৰতিষ্ঠন্তু  
অঐ প্ৰাণাঃ কৰন্তু চ । অঐ দেবদস্যংখ্যায়ৈ স্বাহা ।”

শ্ৰীদেবতাৰ সময়ে “অঐ” এং পুৰুষদেবতাৰ স্থলে “অঐ”  
বলিবে । \* ,

পূজাৰ উপভাৰ।—পঞ্চোপচাৰ, দশোপচাৰ, ষোড়শোপচাৰ,  
অষ্টাদশোপচাৰ এইকপ বহু বিধান আছে, সাধাৰণত যে যেকপ  
পাৰিবে, কৰিবে ।

(১) প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠায় দেবতাৰ কপোল ধাৰণেও শাস্ত্ৰ আছে ।  
যথা “প্ৰতিমায়ঃ কপোলো যৌ স্পৃষ্টা দক্ষিণপাণিনা । প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা  
কৰ্তব্য ঔত্তাং দেবদসিক্ৰয়ে ।”

\* প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাৰ পৰ মূলমন্ত্ৰে কঙ্কল দ্বাৰা চক্ষুদানেৰ বিধান  
আছে ।

পঞ্চোপচার ।—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ।

দশোপচার ।—পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপৰ্ক, পুনৰাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ।

ষোড়শোপচার ।—আসন, স্বাগত, পাণ্ড, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপৰ্ক, পুনৰাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, কীৰ্ত্তন, নৈবেদ্য, বন্ধনা ।

অষ্টাদশোপচার ।—আসন, আবাহন, অৰ্ঘ্য, পাণ্ড, আচমন, স্নানীয়, বস্ত্ৰ, উপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, অৰ্পণ, মালা, অমৃতপেপন, নমস্কার ও বিসৰ্জন ;—ইহাকেই অষ্টাদশোপচার বলে ।

### উপচারদানবিধি ।

“এতৈশ্চ আসনায় নমঃ” বলিয়া তিনবার অৰ্চনা করিয়া—  
 “এতৈ গন্ধপুষ্পৈঃ ঐতদপিপত্যৈ শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ এতৎসম্প্রদানায়  
 শ্রীঅমৃতদেবায় নমঃ” বলিয়া অৰ্চনা করতঃ “ইদং আসনং ওঁ  
 অমৃতদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া আসন, “অমৃতদেব স্বাগতং” বলিয়া  
 স্বাগতপ্রস্থানস্তর “এতৎ পাণ্ডং ওঁ অমৃতদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া  
 দেবতার পাদযুগলে পাণ্ড, “এষোহৰ্ঘ্যঃ সামবেদীয়েষা “ইদমৰ্ঘ্যং”  
 অমৃতদেবতায়ৈ স্বাহা” বলিয়া দেবতার মস্তকে অৰ্ঘ্য, ঐক্লপ “স্বধা”  
 বলিয়া দেবতার বনে আচমনীয়, “নিবেদয়ামি” বলিয়া স্নানীয়  
 ও বস্ত্ৰ, “নমঃ” মন্ত্ৰে আভরণ ও গন্ধ ( চন্দন, কর্পূর ও কৃষ্ণাঙ্কুরক  
 গন্ধদ্রব্য বলে ), “বৌবট্” বলিয়া পুষ্প, “নমঃ” মন্ত্ৰে ধূপ, দীপ,  
 “নিবেদয়ামি” বলিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ।

সমস্ত দ্রব্যই দেবতার সম্মুখে সানয়ন করিয়া অৰ্ঘ্যজল দ্বারা

প্রোক্ষণ করতঃ “ফটু” হস্তে সংপ্রেক্ষণ করিয়া হেতুমুদ্রা ও দর্শনপূর্বক  
তত্পরিমূলমস্ত্র আটবার তপ করিয়া নিবদন করিতে হয় । অন্তর  
পানার্থ জল ও তাম্বুলাদি “মঃ” বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে ।

### উপচারদানে অঙ্গুলি-নিয়ম ।

মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধ ;  
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনিযোগে পুষ্প ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে । মধ্যমা  
ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ধূপ  
ধারণ করিয়া বারম্বর উত্তোলনপূর্বক নিবেদন করিতে হয় ।  
হেতুমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য ধারণ করিয়া নিবেদন করিবে ।

অতিরিক্ত অগ্ন্যস্ত্র দ্রব্যাদি নিবেদন করিতে হইলে এই নিয়মে  
করিতে হয় । এইরূপে পূজা করিয়া জপ, আরত্বিক, প্রণাম,  
প্রদক্ষিণ, আত্মসমর্পণ করিয়া বিসর্জ্য করিতে হয় । পূজাস্তে  
নিম্নমন্ত্রে শান্তি করিবে ।

### সামবেদি-শান্তি ।

কুয়া নশ্চিত্র ইত্যস্ত নামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা  
শান্তিকর্মণি তপে বিনিয়োগঃ । ও কুয়ানশ্চিত্র আ ভুব দ্বতী সদা  
ব্রহ্ম সখা । কুয়া শচিষ্ঠয়া বৃহা ॥ ও কুয়া সত্যো মদানাং মহিষ্ঠো  
মৎসরঙ্গসঃ । দৃঢ়া চিদারুজে বহু । ও অতী বৃণঃ সখীনামধিতা  
জরিতুণাং । শতং ভবাস্বাতয়ে ॥ ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধপ্রবাঃ  
স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নতাক্ষ্যো আরষ্টনেমিঃ স্বস্তি  
নো বৃহস্পতির্দিধাতু । ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি । ও শান্তিরস্ত  
শিবকান্ত বিনশ্বতুভক্ষ যৎ । যত এবাগতং পাপং তত্ৰৈব প্রতি-  
বজ্জতু স্বাহা ।

ঋষেদি-শাস্তি ।

ও সঙ্গী পাবরন্তে তদ্ব্যকরতি বচো যথা । আত্মাবন্তঃ যমা-  
বন্তঃ যম বেদমিতি ক্রবন্ । যারাকৃতঃ পুরশ্চহঃ ভারতী  
ব্রহ্মবর্দ্ধিনী সঙ্গনানামভিহিতো য এবেদমিতিক্রবন্ । ইন্দ্রঃ কিং  
রিভুঃ প্রভু ভানুনায়াং সরস্বতীম্ । তেন সূর্য্যমরোচনং যেনেমে  
রোদসী উভে । জুম্বায়ে আদিত্যসঃ কাশঃ মেধা তিথিমাঙ্গা  
সোমস্ত বরহং শোভ সূর্য্যদামোত্তমঃ । জুম্বায়ে আদিত্যসঃ শোভ  
সূর্য্যদৈবরিতমঃ । অশাক্ষমাশাস্তমভি শান্তে অস্তমকুর্কৃত্য । শমঃ  
কণিকদন্দে পর্জ্যজোহুতিবর্ধতু । ওষধঃ প্রদীপয়তাং শমো জ্ঞাবা-  
পুখিনী । শং প্রজাভাঃ শমোহস্ত দ্বিপদে শকতুন্দে ॥ ও স্বস্তি ন  
ইক্সো বুদ্ধপ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষ্য বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাকো অবিষ্ট-  
নৈমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ।”

যজুর্বেদি-শাস্তি ।

“ও ঋচং বাচং প্রপত্তে মনো যজুঃ প্রপত্তে সামগাণং প্রপত্তে  
চকুঃ শ্রোত্রং ওপত্তে রাগো যঃ সত্বজো ময়ি, প্রোণাপানয়োর্গায়ে  
ছিত্রং চক্ষুসোহৃদয়স্ত রাত্তিতীং বৃহস্পতির্মে দধাতু শমো ভবতু  
ভুবনস্ত যম্পতিঃ । ও স্বস্তি ন ইক্সো বুদ্ধপ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষ্য  
বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাকো অবিষ্টনৈমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥  
ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ।”

“ও সুরাস্ত্রামতিবিক্রত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ । রাহুদেবা জগন্নাথ-  
স্তথা সঙ্ঘর্ষণো বিহুঃ । প্রহ্মায়শ্চানিরুদ্ধস্ত ভবন্ত বিজয়ন্ত তে ।  
আগ্নীলোহিত্যিগবান্ যমো বৈ নৈকতত্ত্বা ॥ বরুঃ পর্জনীশ্চ  
ধন্যাক্ষস্তথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেবো দিক্‌পালাঃ পাত্ত তে

সদা ॥ ওঁ কীর্তির্লক্ষীর্ষতিশ্রেয়াঃ শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্রমা মতিঃ । বুদ্ধি-  
লজ্জা বণুঃ শান্তিস্বষ্টিঃ কান্তিস্চ মাতরঃ । এতান্বামতিষিক্ত  
দেবপত্নাঃ সমাগতাঃ । আদিত্যশ্চক্রমা ভোমো বৃশসীবসিতার্কজাঃ ।  
গ্রহান্বামতিষিক্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিণাঃ । ঋষয়ো মুনয়ো গাবো  
দেবমাতর এব চ । দেবপত্নো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চান্দ্রসং গণাঃ ।  
অশ্বাশি সর্পশাস্ত্রাশি স্নাতোনো বাহনানি চ । ঔষধানি চ রত্নানি  
কালস্তাবরবাশ্চ যে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ।  
দেবাদানাগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ । এতে স্বামতিষিক্ত ধর্মকামা-  
র্থসিদ্ধয়ে ॥”

### পার্বিব-শিবলিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি ।

পূজক, শুকাসনে উত্তরাস্ত্র হইয়া উপবেশন করতঃ আচমন  
করিয়া সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিবে । পরে তাম্রাদি পাত্রে বিষ্ণুপত্রোপবি  
শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা-প্রকরণোক্ত বিশানে আসন শুদ্ধি,  
সানাতার্য্য স্থাপন, নিদ্রাপসরণ করতঃ গণেশাদির পূজা করিবে ।

“এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে ও শিবাди  
পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে । পরে শুকপংক্তি  
মমন্ত্রার করিয়া করতুজি করিবে । যথা—

চন্দনযুক্ত একটা পুষ্প লইয়া “ঐং রং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দুই হস্ত  
দ্বারা সেই পুষ্পটী ঘর্ষণ করতঃ বামদিকে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর  
সম্মুখে ক্রমে তিনটি তালি দিয়া দক্ষিণাবর্তে পূর্বাদি দিক্ ক্রমে  
তুড়ি দিয়া দশদিক্ বর্ধন করিবে । পরে সমর্থ হইলে ভূতশুদ্ধি  
করিয়া মাতৃকাতাসাদি করিবে ( ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকাতাসাদি শক্তি-  
পূজার জটীবা ) ।

অতঃপর শিবের মূলমন্ত্র অথবা প্রণব “ওঁ হ্রী ও শ্রী”



ধারা প্রণয়াম করিবে। অনন্তর “ও হরায় নমঃ” বলিয়া শিবের মন্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া বজ্র নামাইয়া গীঠের উপরি রাখিবে, পরে “ও মহেশ্বরায় নমঃ” বলিয়া শিবলিঙ্গ মার্জন করিবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—

গেলিহামুত্র র দূর্গা, তত্শূণ অথবা পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ ধারণ-পূর্বক “ও শূলপাণে ইহ স্প্রতিষ্ঠিতো ভব” বলিবে। পরে ঋষ্যাদি-স্তাস করিবে। যথা—

“ও নমঃ শিবায় অস্ত্র মন্ত্রস্ত বামদেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছকঃ ঈশানো দেবতা চতুর্দর্শিনঃ। বিনিহোগঃ। শিরসি—বামদেবঋষয়ে নমঃ, মুখে—পঙ্ক্তিচ্ছকঃ নমঃ; হৃদি—ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। অনন্তর মূর্তিস্তাস করিবে।

মূর্তিস্তাস যথা;—অঙ্কুষ্ঠযোগে তর্জনীদ্বয়ে—“নঃ তংপুরুষায় নমঃ।” অঙ্কুষ্ঠযোগে মধ্যমাধ্বয়ে—“মঃ অঘোরায় নমঃ।” অঙ্কুষ্ঠযোগে কনিষ্ঠাধ্বয়ে—“শিং সন্তোজাতায় নমঃ।” অঙ্কুষ্ঠযোগে অনামিকাধ্বয়ে—“বাং বাহাদরায় নমঃ।” তর্জনীযোগে অঙ্কুষ্ঠ-ধ্বয়ে—“রং ঈশানায় নমঃ।” অতঃপর অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে। যথা—

“ও হরায় নমঃ; নঃ শিরসে স্বাহা, মঃ শিখায়ৈ বহুট; শিং কবচায় হুং; বাং নেত্রত্রয়ায় বৌহট; রং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট।” এইরূপে অঙ্গস্তাস করিয়া করস্তাস করিবে।

“ও অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা; মঃ মধ্যমাভ্যাং বহুট; শিং অনামিকাভ্যাং হুং; বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌহট; রং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট” বলিয়া করস্তাস করতঃ ব্যাপকস্তাস করিবে। যথা—

“ও নমোহস্ত স্বাপ্নুভ্যায় জ্যোতির্লিঙ্গাত্মনে নমঃ ।

চতুর্মুত্তিবপুশ্চায়া-ভাসিতাক্ষায় শৃঙ্গবে ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মন্তক হইতে পাদ পর্যন্ত ও পাদ হইতে নন্তক পর্যন্ত সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার হস্ত দ্বারা মার্জন করিবে ।

অতঃপর কুর্মুদ্রায় সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—

ও দ্যায়ৈশ্চিত্তাং মর্দৈশং রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসং,  
রক্তাকল্লোজ্জনাঙ্গং পরশু-মৃগবরাহীতি-হস্তং প্রসন্নং । পদ্মাগীনং  
সমস্তাং স্তম্ভ-মমরগণৈর্বাঘ্রকৃতিং বসানং, বিষ্ণুজ্যং বিশ্ববীজং  
নিপিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রং ॥ ১ ॥

মহেশ্বরকে সর্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে, যথা—ইহার বর্ণ  
রজতগিরির জ্বর শুভ্র, স্নানক চন্দ্রাণ্ড ইহার শিরোভূষণ ; রক্তমগ  
বেশে ইহার দেহ উজ্জল ; বাম হস্তদ্বয়ে পরশু ও মৃগমুদ্রা ( অশুভ,  
মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তর্জনী ও কনিষ্ঠাকে উচ্চ  
করিয়া রাখার নাম মৃগমুদ্রা ) এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা,  
ইমি প্রসন্নমুষ্টি ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট ; ইহার চতুর্দিকে দেবগণ স্তব  
করিতেছেন ; ইহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ইনি জগতের আদি ও  
জগতের কারণ, সকল ভয়হারী এবং পঞ্চবদন ও ত্রিনয়ন ॥ ১ ॥

এই ধ্যান করিয়া, হস্তস্থিত ঐ পুষ্প নিজ মন্তকে রাখিয়া,  
বক্ষঃস্থলে উত্তান ( চিত্র ) ভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন  
করতঃ ম্যানাক্রমণ শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মানসপূজা  
করিবে ।

অনন্তর পুনর্বার পূর্ববৎ অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া পুনর্বার

কৃষ্ণমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দান পাঠ করিয়া, “ভদ্রমহা দেবতা পুষ্পমণ্ডো  
আবিভূত হইয়া মুগ্ধমুখি অৰুণিত হইলেন”—এইরূপ চিন্তা  
করিয়া শিবের মন্তকে ঐ পুষ্প দিবে। পরে জ্ঞাবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা  
প্রদর্শনপূর্বক আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ পিনাকধ্বক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ  
সম্মিধেহি, ইহ সম্মিধেহি, ইহ সন্নিকৃষ্য, ইহ সন্নিকৃষ্য, অত্রাণিষ্ঠানং  
কুরু; মম পূজাং গৃহাণ।”

অতঃপর “ওঁ নমঃ শিবায়া”, “পশুপতয়ে নমঃ” বলিয়া শিব-  
লিঙ্গকে স্নান করাওয়া দশোপচাবে পূজা করিবে। যথা, -

‘কনীতে করিয়া জল লইয়া “এতৎ পাত্ৰং ওঁ নমঃ শিবায়া নমঃ”  
(স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে—“এতৎ পাত্ৰং নমঃ শিবায়া নমঃ” এইরূপ  
সংস্কৃত) বলিয়া শিবলিঙ্গের মন্তকে দিবে। এইক্রমে—“এষোৎসর্ঘ্যঃ”  
সানবেদীয় পক্ষে—ইদমর্ঘ্যং), “ইদমাচমনীয়ঃ”, “ইদং সানীয়ঃ”,  
“এষ গন্ধঃ”, “এতৎ পুষ্পং”, “এতৎ সচন্দনম্ বিশ্বপত্রং”, “এষ দীপঃ”  
“এতৎ সোপকরণং নৈলেত্বং”, “ইদং পানার্থজলং”, “ইদং পুনরা-  
চমনীয় জলং”, ইদং তাম্বুলং” বলিয়া পাত্ৰপ্রদানের জায়, অর্ঘ্যাदि  
দ্রব্য প্রদান করিবে।

অনন্তর পুষ্প (পুষ্পাভাবে অক্ষত বা জল দ্বারা) বেদীতে অষ্ট-  
মূর্তির পূজা করিবে।

### অষ্টমূর্তি-পূজা ।

• “এতে গন্ধপুষ্প ও সর্বাঙ্গ ক্ষতিমূর্তয়ে নমঃ (পূর্বদিকে) ওঁ  
ভগায় জলমূর্তয়ে নমঃ (ঈশানকোণে), ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ  
(উত্তরে) (সমগ্র জলনিঃসরণ স্থান লঙ্ঘন না করিয়া) ওঁ উগ্রায়  
বায়ুমূর্তয়ে নমঃ (বায়ুকোণে), ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ

( পশ্চিমে ), ও পশুপত্রে বহমানমূর্ত্তরে নমঃ ( নৈঋতে ), ও মহা-  
দেবার সোমমূর্ত্তরে নমঃ ( দক্ষিণে ), ও জৈশানার সূর্য্যমূর্ত্তরে নমঃ  
( অগ্নিকোণে ), বলিয়া পূজা করিবে ।

তৎপরে মূলমন্ত্র ( অর্থাৎ ত্রিজ্যোতির্দিগের পক্ষে—“ও নমঃ  
শিবায়” ; এবং জ্যৈ ও শূদ্র “নমঃ শিবায়” ) ১০৮ বার জপ করিরা—

“ও গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা স্বঃ সূহাগাস্বকৃতং জপং ।

সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, স্বঃপ্রসাদান্মাহেশ্বর ॥”

এই মন্ত্রে কোশাহিত সাধাকার্য্য বা জগৎগুৰু গণ-ধোনি  
মুদ্রায় শিবের অধঃস্থিত দক্ষিণহস্তের উদ্দেশে অৰ্পণ করিয়া জল  
সম্পূর্ণ করিবে ।

পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা “বম্ বম্” শব্দে দক্ষিণ গালে বাজ  
করিবে, ( সমর্থ হইলে এই সময় স্ববাদি, স্তবকবচাগ্যাদি আছে পাঠ  
করিবে ) । প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে ।

প্রণাম মন্ত্র ।—

“ও নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং স্বঃ গতিঃ পরমেশ্বর ॥

পরে “ও মহাদেব কমল” বলিয়া স’হার মুদ্রায় নিমজ্জন করতঃ  
জৈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, “ও চণ্ডেশ্বরের তৈরবায়  
নমঃ” বলিয়া তদুপায় কিছু নিখালা দিয়া অর্চনা করিবে । .

### বাণলিঙ্গ-শিবী পূজাবিধি ।\*

পুজক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি কবতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গকে স্নান করাইবে । মন্ত্র যথা,—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং ।

উর্বারুকমিব বন্ধনান্‌ যতোমুর্ক্ষীয় মামুতাং ॥”

অনন্তর কূর্ম্মদ্রাঘোগে সচন্দনপুষ্প লইয়া, বাণলিঙ্গের ধ্যান করিবে! যথা,—“ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখাঞ্চ মহাপ্রভম্ । কামবাণাস্থিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্ ॥ শৃঙ্গারাদিরসোজ্জাসং বাণাশুং পরমগম্বরম্ ॥ এবং দাত্ত্বা বাণলিঙ্গং যজ্ঞেত্ত্বং পরমং শিবম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি যুগলমুষ্টি ভাবনা করিয়া ( উভয় হস্ত কনিষ্ঠাঘোগে ) “লং পৃথুয়ায়কং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে মানসপূজা করিবে ; অথবা মনে মনে গন্ধপুষ্পাদি উপচার দ্বারা অর্চনা করিবে ।

অতঃপর পুনর্বার পূর্ব্ববৎ কূর্ম্মদ্রাঘোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া প্রাণ্ডুক্ত ধ্যান পাঠ করতঃ, মনে মনে কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্র রে লইয়া যাটীয়া সেই স্থান তেজোময় চিন্তা করতঃ, সেই তেজঃ হইতে শিব-শক্তি-রূপ মুষ্টি কল্পনা করিয়া বামনাসিকা নিঃসৃত নিঃশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিত-মুষ্টি কূর্ম্মদ্রাঘুস্থিত পুষ্প সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই পুষ্প বাণলিঙ্গের মস্তকে প্রদান করতঃ, “এতৎ পাত্ত্বং ওঁ বামেশ্বর-শিবায় নমঃ” এই ক্রমে পাত্ত্ব, অর্থাৎ, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিবশত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানার্থোদক, পুনরাচমনীয় ও

\* বাণলিঙ্গের আগর্হন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন নাই ।

তদ্ব্যুৎ প্রদান করিবে । সকল উপাচারে জ্যোতিঃ বাণলিঙ্গের মস্তকে প্রদান করিতে হয় ।

অনন্তর ‘ঐ’ বীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া স্বীয় ইন্দ্রদেবতার সহিত বাণেশ্বরের অভিন্নতা ভাবনা করতঃ ‘ঐ’ এই বীজ যোগশক্তি জপ করিয়া “ওঁ ওঁহাতিওঁহগোপ্তা ত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক জপ সমৰ্পণ করতঃ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে ।

নমস্কার মন্ত্র যথা,—

“ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়,

জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় ।

কপূরকুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়

দারিদ্র্যাহঃখদহনায় নমঃ শিবায়ে ॥

ওঁ নমঃ শিবায়ে শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিহবদয়ামি চাত্তানং হং গতিঃ পরমেশ্বর ॥”

বাণলিঙ্গের উপরি অল্প শিবসূজা করিতে হইলে, অথবা উক্ত বিধানে বাণেশ্বরের অর্চনা করিয়া, পরে অল্প শিবের পূজা করিতে হয় ।

অনন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অন্তর্ভাগে দক্ষিণহস্তে আঘাত করিতে করিতে “বম্ বম্” শব্দে পাঁচবার মুখবাদ্য করিয়া যোগশক্তি স্তব-কবচাদি পাঠ করিবে । স্তবকবচাখ্যায় দেখুন ।

## নারায়ণপূজা ।

তদ্বাসনোপবিষ্ট সাধক, প্রথমতঃ আচমন করিয়া স্বর্ঘ্যার্থ প্রোক্ষণ-  
পূর্বক স্বর্ণাখোক্ত বস্ত্রবাচনাদি আসনজ্ঞাত্যন্ত কর্ম করিয়া নারায়ণ-  
চক্রকে দ্বান করাইবে ।

দ্বানমন্ত্র বর্ণা,—“ওঁ সহস্রলীলা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স  
কৃষ্ণিং সর্বভঃ স্পৃষ্ট । \* অভ্যন্তিকর্ণশাল্লং ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নিমীলে  
পূর্বাভিতং যজ্ঞস্ত দেবমুত্তিষ্ঠং হোতারং তত্ত্বগাতমম্ ॥ ২ ॥ ওঁ ইমে  
ছোজ্জৈ ত্বা বায়বঃ স দেবো বঃ সবিতা প্রাপ্য রতু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে  
॥ ৩ ॥ ওঁ অগ্ন অয়াতি বীতরে গৃণানো হবাদাতরে নিহোতা সংসি  
বর্হিষি ॥ ৪ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ঙ্গ ভবন্ত পীতরে  
শংঘোরভিস্রবন্ত নঃ ॥ ৫ ॥

এই পাঁচটা মন্ত্র পাঠ করতঃ দ্বান করাইয়া গায়ত্রী দ্বারা গাত্র-  
মার্জনপূর্বক তাত্রাদি পায়ে সচন্দন-তুলসীপত্রের উপর বসাইয়া,  
চন্দনযুক্ত আর একটি তুলসীপত্র নারায়ণের উপরে দিবে ।

অনন্তর সন্দেন পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিদ্যামাশায় নমঃ ;  
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ  
আদিত্যদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিকৃপা-  
লৈভ্যো নমঃ ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মন্ত্রাদিশাবতারেভ্যো নমঃ ;  
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করতঃ  
করঘোড়ে নিরলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে । মন্ত্র বর্ণা —  
“ওঁ ত্রৈলোক্যপুঞ্জিত শ্রীমন্ সদা বিজয়ধর্কন ।

শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্তু তে ॥”

\* ঋগ্বেদীয়ের পক্ষে “কৃষ্ণিং সর্বভঃ স্পৃষ্ট” এইরূপ পাঠ ।

ঙ সামবেদীয়ের পক্ষে “শন্নো ভবন্ত” এইরূপ পাঠ ।

অন্তঃসৰ গণেশক পূজা কৰিবে। যথা,—

“গাং হৃদয়াং নমঃ” ইত্যাদি ক্ৰমে অঙ্গভাগাদি কৰিয়া, কৃষ্ণ  
মুদ্ৰায় পূজা এইৰূপ কৰতঃ ধ্যান কৰিবে। ধ্যান যথা,—

“ওঁ স্বৰ্বেণ হৃদতমুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,

প্রসাদমদগন্ধলুকমধুপ-ব্যালোল-গণ্ডমূলম্।

দস্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরঃ সিন্দুরশোভাকরং,  
বন্ধে শৈলমুতাসুতং মণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কৰ্ম্মসু (কামদম্) ॥”

এই ধ্যান পাঠ কৰতঃ পুষ্পটী স্বীয় মন্তকে প্রদানপূৰ্ব্বক পুনৰ্ভাৱ  
অঙ্গভাগ ও কৰভাগ কৰিয়া, পুনৰপি কৃষ্ণমুদ্ৰায় পূজা “লইয়া  
ধ্যান কৰতঃ পুষ্পটী নারায়ণচক্ৰেৰ উপৰ দিবে। পৰে “এতৎ  
পাভং গং গণেশাং নমঃ।” ইত্যাদিক্ৰমে দশোপচাৰে বা পকোণ-  
চাৰে পূজা কৰিবে। অনন্তৰ নারায়ণেৰ ঋত্ভাদিভাগ কৰিবে।  
• যথা;—

“ওঁ নমো নারায়ণায়” ইত্যটীকৰমন্ত্ৰ সাধানারায়ণ-ঋদ্ধিদেবী-  
গায়ত্ৰীমন্ত্ৰঃ পৰমাত্মা দেবতা চতুৰ্ভুগসিদ্ধয়ে বিনিৰোগঃ। শিৱসি-  
সাধানারায়ণায় ঋবয়ে নমঃ। মুখে—দেবী-গায়ত্ৰীমন্ত্ৰসে, নমঃ।  
হৃদি—পৰমাত্মনে দেবতাই নমঃ।” অতঃপৰ অঙ্গভাগ ও কৰ-  
ভাগ কৰিবে। যথা;—

“ওঁ নাং হৃদয়াং নমঃ; ওঁ নীং শিৱসে স্বাহা; ওঁ নৃং  
শিখাইৰ বহট্; ওঁ নৈং কৰ্ণায় হং; ওঁ নৌং নৈলয়য়াং বৌমট্;  
ওঁ নঃ কৰতলপৃষ্ঠাত্যাং অত্ৰাং কট্।” অতঃপৰ কৰভাগ  
কৰিবে। যথা;—

“ওঁ নীং অমৃতভাগ্যং নমঃ; ওঁ নীং তৰ্জনীভাগ্যং স্বাহা; ওঁ নৃং



মধ্যমাত্ম্যং বধুং, ওঁ নৈঃ অনামিকাভ্যঃ হং ; ওঁ নোঃ কনিষ্ঠাভ্যঃ বোধুং ; ওঁ নঃ করভলপৃষ্ঠাভ্যঃ অস্ত্রায় কট্ ।”

অতঃপর নারায়ণের পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানকোণ-পর্যন্ত অষ্টদিকে পূজা করিবে। যথা ;—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কত্রো নমঃ”—এই ক্রমে, “হ্রোত্র, ধাত্র, সামবেদ্যায়, যজুর্বেদ্যায়, ঋগ্বেদ্যায়, অথর্ববেদ্যায়” গন্ধপুষ্পদ্বারা ইহাদের অর্চনা করিয়া কুর্ম্মুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া নারায়ণের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

“ওঁ ধ্যায়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজা-  
সনসন্নিবিষ্টঃ ।

কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্যবপুর্ধৃত-  
শঙ্খচক্রঃ ॥”

এই ধ্যান পাঠপূর্বক পুষ্পটি নিজমস্তকে প্রদান করতঃ মানসো-পচায়ে পূজা করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ অঙ্গভাস ও বরভাস করিয়া, পুনঃ কুর্ম্মুদ্রাযোগে চন্দনযুক্ত পুষ্প লইয়া পুনর্বার ধ্যান করতঃ ঐ পুষ্পটি নারায়ণ-চক্রের উপরে দিয়া “এতৎ পাণ্ডং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ”—এই ক্রমে যথাসক্তি উপচারে পূজা করিবে। পূজার মত সকল-উপচারেই এইরূপ, কেবল তুলসীদানের মত স্বতন্ত্র। যথা—

এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রঃ—“ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পর-  
মাত্মনে স্বাহা । ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ।”

অতঃপর পুনরায় অঙ্গভাস ও বরভাস করতঃ স্বরূপাঙ্কিত মস্তকায় পূর্বক “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই অষ্টোক্তির সহিত ধ্যান করিবে

করিয়া “ওম্মাতিওম্মোগোম্মাৎ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক গোবোনি  
মুদ্রায় জপ সমর্পণ করিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—

ও নমো ব্রহ্মণাদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

অনন্তর জৈনানকোণে উদ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিত করিয়া  
“ও বিশ্বকুসেনায় নমঃ” বলিয়া নির্মাণা দ্বারা অর্চনা করিবে।  
পরে নারায়ণোপরি ত্রীত্ৰীগম্বী দেবার অর্চনা করিতে হয়।

লক্ষ্মী-পূজা।

“প্রাং অমৃতাভাং নমঃ”—ইত্যাদি ক্রমে করানভাস করিয়া  
কুর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবে।  
যথা,—

“ও পাশাকমালিকান্তোজ-স্বগিভির্ধামাসৌম্যয়োঃ।

পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোকা-মাতরম্ ॥

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বকালকার-ভূষিতাম্।

রৌপ্যপদ্মবাগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্পটি নিজের মন্তক দিয়া, হানসো-  
পটরে অর্চনা করতঃ পুনর্বার করানভাস করিবে; পরে  
পুনর্বার কুর্ম্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান পাঠ করতঃ  
পুষ্পটি নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়া “এতৎ প্রদত্তং ত্রীং লক্ষ্ম্যৈ  
নমঃ”—এইক্রমে দশোপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার  
করিবে। নমস্কার মন্ত্র যথা,—

“ও বিশ্বরূপস্ত ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বভঃ সাহি ধ্যং দেবি-মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥”

কোন কোনে নারায়ণের উগ্রব-সীতলা, মললা, জ্বলা, প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে, ধ্যানপূর্বকরূপে ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে পূজা করিবে ।

### সাধারণ শক্তিপূজা-পদ্ধতি ।

সাধক সংবতচিত্ত হইয়া নিজ ইষ্টদেবতাকে ভাবনা করতঃ স্তোত্রপাঠ কিংবা মূলমন্ত্র জপপূর্বক পূজাগৃহে গমন করিবে । পরে গৃহদ্বারে আমনোপরি উপবিষ্ট হইয়া পাণ্যপানোদনার্থ কৃতপ্রতি পুরঃসর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—

“ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভ্রম ।

ভগ্নিসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ ॥

ওঁ সূর্য্যঃ সৌমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ ।

এতে শুভাশুভস্তেহ কৰ্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥”

অনন্তর “ওঁ হ্রীং আঙ্কিতঙ্কর স্বাহা, ওঁ হ্রীং বিজাতঙ্কর স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতঙ্কর স্বাহা” ইত্যাদি ক্রমে আচমন (সন্ধ্যাপদ্ধতি দেখুন) করিয়া, রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজা, সিংহাবহা, শঙ্খ-চক্র-ধরুর্বাণ-ধারিণী কাকিনীকে ধ্যান করিয়া জপপূজার অগ্রহাটন করিবে । “কং”—এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে । অন্তঃপর দক্ষিণহস্তে জঙ্গ লইয়া “ওঁ ফট্কে হুঁ ফট্ স্বাহা”—এই মন্ত্রে শোধন করতঃ সেই জল প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপনপূর্বক শেব-জল-ধারা আসন অভ্যাস করতঃ তদুপরি বস্তিকারি ক্রমে উপবিষ্ট হইয়া “ওঁ হ্রীং বিজ্ঞান বর্জ্জপাণি-সমুদ্রাণেব বিজ্ঞানবর হুঁ ফট্ স্বাহা”

এই অষ্টাষ্টপূর্বক জলপান-প্রকল্পই করিয়া মহাচমন করিবে। \*  
জলপান সমাপ্তার্থে হাপন করিবে। যথা;—

\* মহাচমন শেষ হইতে দেহ শুষ্ক। সাধারণের অবগতির জন্ত  
এখানে তাহা লিখিত হইতেছে। দক্ষিণকালিকার বিশেষ মহা-  
চমন যথা,—“ক্রীং”—এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া, “ও  
কাণ্যো নমঃ, ও কণালিষ্টে নমঃ”—এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্বক  
দুইবার ওষ্ঠ মার্জন করতঃ “ও কুণ্ডাটৈ নমঃ”—এই মন্ত্রে হস্ত  
প্রকালন করিবে। “ও কুণ্ডকুণ্ডাটৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদার  
মুখ-স্পর্শ করিয়া “ও বিরোণিষ্টে নমঃ, ও বিপ্রচিষ্টাটৈ নমঃ;—  
এই দুই মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামনানিকা, ও উগ্রাটৈ নমঃ,  
ও উগ্রপ্রতাটৈ নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামচক্ষুঃ, ও  
দন্তাটৈ নমঃ, ও নীলাটৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামকর্ণ,  
ও ঘনাটৈ নমঃ—এই মন্ত্রে নাভি, ও বলাকাটৈ নমঃ—এই  
মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, ও মাস্তাটৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে মস্তক, “ও মূদ্রাটৈ  
নমঃ, ও মিহাটৈ নমঃ—এই মন্ত্রে দক্ষিণ-কক্ষ ও বামকক্ষ স্পর্শ  
করিবে।

তারি-বিধরে মহাচমন যথা,—ও হ্রীং ফট্ শ্বাহা—এই মন্ত্রে  
তিনবার আচমন করিবে। বিশেষ মহাচমন যথা;—হ্রীং ক্রীং  
হুং ফট্,—এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করতঃ “ক্রীং”—এই মন্ত্রে  
হস্ত ধৌত করিয়া “হ্রীং, হুং—এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠ মার্জন-  
পূর্বক “ফট্”—এই মন্ত্রে পুনর্বার হস্ত প্রকালন করিবে। পবে  
ও বৈরোচনার নমঃ—এই বলিয়া তত্ত্বমুদার মুখ-স্পর্শ, ও ললাট  
নমঃ, ও পাণ্ডবার নমঃ—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামনানিকা,  
“ও পদমীতান নমঃ, “ও অনিতাভান নমঃ—এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ

ଓ ବାମ ଚକ୍ର, ଓ ନାମକାର ମିତ୍ର, ଓ ସାମକାର ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମକର୍ମ, 'ଓ ତାରକାର ନୟ:—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ନାଭି 'ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକାର ନୟ:—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ, 'ଓ ସମାନ୍ତକାର ନୟ:—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଶିରୋଦେଶ, ଓ ବିଦ୍ବାନ୍ତକାର ନୟ, ଓ ମରକାନ୍ତକାର ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ।

ଜଗନ୍ନାଥୀ ଉର୍ଗାର ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରାଫଳନ ଯଥା,—‘ଦୁଃ’—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ତିନିବାର ଜଳ ପାନ କରିବା ‘ଓ ପ୍ରଭାଟେ ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ବାରଦ୍ବୟ ଓଷ୍ଠ ସାର୍ଜନ କରତ: ‘ଦୁଃ’—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ହସ୍ତ ପ୍ରାଣାଳନ କରିବା ‘ଓ ଜରାଟେ ନୟ, ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧାଟେ ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ବାରଦ୍ବୟ ତତ୍ତ୍ବମୁଦ୍ରାର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ । ପରେ, ଓ ବିଷ୍ଣୁକାଟେ ନୟ, ଓ ନଳିନୀ ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମନାସିକା, ‘ଓ ଅଗ୍ରଭାଟେ ନୟ, ଓ ବିଜୟାଟେ ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମଚକ୍ର, ‘ଓ ସିନ୍ଧାଟେ ନୟ, ଓ ଉମାଟେ ନୟ:—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ କର୍ମ, ‘ଓ ଶୂଳଧାରିଣୀ ନୟ,—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ନାଭି ‘ଓ ସୁଗନ୍ଧାଟେ ନୟ:—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ, ଓ ସର୍ବସାଧିତେ ନୟ:—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଶିରୋଦେଶ, ‘ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟେ ନୟ, ଓ ମୋତଜ୍ଜିକାଟେ ନୟ,—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷି-ସ୍ପର୍ଶ ଓ ବାମସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ।

ଅଗ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ଭୃଗୁନେତ୍ରୀର ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରାଫଳନ ଯଥା,—ଓ ଆକାଶତକ୍ବାର ସ୍ବାହା, ଓ ହ୍ରୀଃ ବିଷ୍ଣୁତକ୍ବାର ସ୍ବାହା, ଓ ହ୍ରୀଃ ଶିବତକ୍ବାର ସ୍ବାହା—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ତିନିବାର ଜଳପାନ କରିବା ‘ଓ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଠୋ: ପରମଃ ପଦଃ ସର୍ବମ୍ । ଅସ୍ତର୍ଜୁନଃ ସୁରଗଃ ମିବିବ ଚକ୍ରାତତତ୍ତ୍ବ—ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ମୁଖନାସିକା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ।

ତ୍ରିପୁରାବିଧରେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରାଫଳନ ଯଥା,—‘ଐଃ କ୍ଳୀଃ, ମୌଃ,—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ତିନିବାର ଜଳପାନ କରିବା, ‘ଦୁଃ, ଦୁଃ’—ଏହି ଛଅ ମନ୍ତ୍ରେ ଛଅବାର

প্রথমতঃ নিম্নোক্তবাণী ভাগে মন্ত্রিকাতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত ও চতুর্ভুজ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, “এতে গন্ধ-পুষ্পে ও আধারশক্তয়ে নমঃ” বলিয়া মণ্ডল অচ্চনা করতঃ তদুপরি আধার স্থাপন করিবে। ‘কটু’—এই মন্ত্রে পাঁজ (কোশা) প্রকাশন করিবে। পরে, ‘নমঃ’—এই মন্ত্রে জল দ্বারা কোশা পরি-পূর্ণ করিবে, ‘ও’—এই মন্ত্রে দুর্বা, আতপতলুল, বিষপত্র ও সচন্দন পুষ্পাদি নির্ম্মিত অর্থাৎ কোশার অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। অনন্তর, “ও গন্ধে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিঙ্ক-কাবেরি জলোহ্মান্ সন্নিং কুরু ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অঙ্কুশ-মুদ্রাযোগে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তথ্যাবাহন করিয়া, হুঁ’ মন্ত্রে অবীণাচর্চন ও ‘বং’ মন্ত্রে মেঘমুদ্রায় অঙ্গীকরণ করিবে। পরে যেনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, মংগলমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ “ও’—এই মন্ত্র জলোপরি দশবার জপ করিয়া, সেই শোধিত জল-দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দ্বারদেবতার পূজা করিবে। যথা ;—“এতে গন্ধপুষ্পে ও দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ” ( ১ ) ॥

ওষ্ঠমার্জ্জন করতঃ ‘হ্রীং’ - এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে, ‘জ্রীং’—এই মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় মূণ স্পর্শ করিয়া, ‘হ্রীং’—এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, ‘ত্রীং’ -মন্ত্রে বামনাসিকা, ‘হ্রীং’—মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুঃ ‘ক্লীং’—মন্ত্রে বামচক্ষুঃ, ‘শ্রীং’—মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ‘দ্রীং’—মন্ত্রে বামকর্ণ, ‘ক্লীং’—মন্ত্রে নাভি, ‘এং’ মন্ত্রে হৃদয়, ‘ও’—মন্ত্রে শিরোদেশ ‘জং’—মন্ত্রে দক্ষিণবক্ষ, এবং ‘ক্রোং’ মন্ত্রে বামবক্ষ স্পর্শ করিবে।

( ১ ) কালী, তারা ও ত্রিপুরা দেবী-বিষয়ে দ্বারদেবতার পূজার বিশেষ। যথা :—দ্বারোক্ত—এতে গন্ধপুষ্পে ‘ও হ্রীং সপেশায় নমঃ’ ; সুগাবে—‘ও হ্রীং কাং কেশবর্জ্জলীয় নমঃ’ ; দক্ষিণে—‘ও হ্রীং

অনন্তর পূর্বক যীর বাঁশদ সঙ্কোচন পূর্বক বাঁশপাঁদ-  
পূরঃসর (২) পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া নৈঋতকোণে “এতৈ গরু-  
পুংশে ও ত্র্যম্বকঃ নমঃ, এতৈ গরুপুংশে ও বাস্তুপূর্বকঃ নমঃ” বলিয়া  
অর্চনা করতঃ নারাচমুদ্রা-যোগে স্বেতসর্বপ ও আতপতঙ্গুল লইয়া  
‘ফট্’ শব্দে সাতবার অভিমুখিত করতঃ “ও সর্ববিদ্রাহুৎসারয়  
হুং ফট্ স্বাহা। ও অশ্বদম্পত্য তে তুতা যে তুতা তুবি সংহিতাঃ।  
যে তুতা বিদ্রকর্তারন্তে নশন্ত শিবাজ্জয়া॥”—এই মন্ত্র পাঠপূর্বক  
বিরোৎসারণ করিবে।

অতঃপর “ও রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা” বলিয়া মুষ্টিনিঃসৃত-  
জলদ্বারা ভূমি শোণন করিয়া, “ও পবিত্রবজ্রভূমে হুং হুং ফট্ স্বাহা”—  
এই মন্ত্রাষ্টপূর্বক বোঁনমুদ্রা-দ্বারা ভূমি স্পর্শ করতঃ অভিমুখিত

বাং বটুকায় নমঃ’; অগঃ—‘ও হ্রীং বাং যোগিনীভ্যোঃ নমঃ।’  
দ্বারচতুর্থে পূর্বাঙ্গিক্রমে,—‘ও হ্রীং গঙ্গাটয় নমঃ’ ও হ্রীং বাং  
যমুনাটয় নমঃ, ও হ্রীং ললৈন্য নমঃ, ও হ্রীং সরস্বতী নমঃ’।  
দেহলীতে ও হ্রীং অস্ত্রেভ্যা নমঃ’। ও হ্রীং অষ্টমাতৃকাভ্যোঃ নমঃ,  
বলিয়া গরুপুংশ বা তদভাবে জলদ্বারা পূজা করিবে।

নিবন্ধানুসারে অষ্টাঙ্গ দেবীবিধরে দ্বারদেবতাপূজা যথা :—  
উর্দ্ধোদ্ধ্বঃ ও হ্রীং বিদ্রোণায় নমঃ; তদক্ষিণে—ও হ্রীং মহাললৈন্য  
নমঃ; তদ্বামে—ও হ্রীং সরস্বতী নমঃ; মধ্যো—ও হ্রীং দ্বারপ্রিয়ে  
নমঃ; দক্ষিণাধার—ও হ্রীং গণপায় নমঃ; বামশাধার—ও হ্রীং  
ক্ষেত্রপালায় নমঃ; তৎপার্শ্বদ্বয়ে ও হ্রীং শম্ভু নমঃ নমঃ।

(২) অক্ষি-উপাসকগণ বামপাদপূরঃসর এবং পূর্নদেবতার  
উপাসকগণ দক্ষিণপাদপূরঃসর পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে।

করিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, “ও হ্রীং এতে  
আধারশতকমিতো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উক্ত মণ্ডলের  
অৰ্চনা করতঃ তদুপরি বথাবিহিত আসন স্থাপনপূৰ্বক বতিবাতি  
ক্রমে উপবিষ্ট হইয়া, আসনগুহি করিবে।

বথা;—আসন স্পর্শ করতঃ “ও অস্ত আসনোপবেশন-মন্ত্র  
বেদগৃহে নমঃ স্তবঃ” হ্রদঃ কুৰ্যো দেবজ্ঞ আসনোপবেশনে  
বিনিয়োগঃ।”—

পরে কৃতান্তলি হইয়া “ও পৃথ্বী ত্বা যুতা লোকা দেবি ধ্বং  
বিকুনা যুতা। ত্বক ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুৰ চাসনম্॥”—  
এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর, “মাঃ স্নেহে বজ্রস্নেহে  
ই কটু স্বাদা”—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্বক আসনোপরি ত্রিকোণ-  
মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে “ও হ্রীং আধারশতকমি  
কমলাসনার নমঃ”—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা মণ্ডলের অৰ্চনা  
করিবে। (১) অনন্তর গুরুপাতি নমস্কার করিবে; যথা,—বামে  
—“ও গুরুভ্যো নমঃ, ও পরমগুরুভ্যো নমঃ, ও পরাণরগুরুভ্যো  
নমঃ, ও পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ”; দক্ষিণে—“ও গণেশায় নমঃ,”  
লংগাটদেশে—মূলমন্ত্র উচ্চারণপূৰ্বক “শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া  
নমস্কার করিবে।

(২) অঙ্গপূর্ণা পূজার বিশেষ এই যে,—প্রথমতঃ চতুর্ভুজ  
মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ তদ্ব্যতীত ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্ব্যতীত ‘নমঃ’  
এই মন্ত্র লিখিবে। পরে, “ও কামতপায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প  
দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিয়া তদুপরি আসন স্থাপন করতঃ আসনো-  
পরি ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ “আধারশতকমি কমলাসনার নমঃ” বলিয়া  
পূজা করিতে হইবে।



অতঃপর “মণিদ্রবজ্রিণি মহাপ্রতিমায়ৈ নমঃ নমঃ হুং” কট্ ব্রাহ্ম  
এই মন্ত্রপাঠ পূর্বক বরাহকলে ঐশ্ব-বন্ধন করিবে । পরে “আং  
হুং কট্ ব্রাহ্ম” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তবন্ধ মার্জিত করতঃ উক্ত  
পুষ্প বামহস্তে লইয়া “স্বীঃ” এই মন্ত্রে বারম্বার নির্মল্য করতঃ ব্রহ্ম—  
এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আত্মাণ লইয়া নারায়ণমূর্তী-যোগে “কট্” এই  
মন্ত্রে ঈশানকোণে ফেলিয়া দিবে । অনন্তর “ও শতাব্ধিবৎ  
হুং কট্ ব্রাহ্ম” এই মন্ত্রে পুষ্প অভ্যঙ্গণ করতঃ “ও” পুষ্পকে তু রাজা-  
হস্তে শতাব্ধি সমাক্ সম্বন্ধায় হুং” এই বলিয়া পুষ্প স্পর্শ করিবে ।  
পরে “ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে । পুষ্পচর্যাবকীর্ণে  
হুং কট্ ব্রাহ্ম” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পুষ্প শোধান করিবে ।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দিবা দৃষ্টি-দ্বারা দিব্য-বিশ্ব সকল  
উৎসারিত করিয়া তর্জনী ও মধ্যমাজুলীদ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধক্ৰমে তালত্রয়  
প্রদান করতঃ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ছোটিকাধ্বনি ( তুড়ি )  
করিয়া পূর্বাদি হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত এবং অধঃ ও উর্দ্ধ এই দশ  
দিক্ বন্ধন করিবে ।

অতঃপর “কট্”—মন্ত্র-উচ্চারণপূর্বক ত্রিমিতে বামপার্শ্ব ( বাম  
পাদেয় গোড়ালি ) দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া “অত্রায়  
কট্” বলিয়া জল দ্বারা অন্তরীক্ষ-গত বিশ্ব সকল দূরীকৃত করতঃ

ত্রিপুরা-দেবীর পূজার সময়—আগমনের নীচে ত্রিকোণ মণ্ডল  
নির্মিত করিয়া তন্ত্রপরি—“স্বীঃ এওঁ গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনার  
নমঃ, মূলপ্রকট্টায় নমঃ, কুর্য়ায় নমঃ, অমৃতায় নমঃ, পৃথিব্যায় নমঃ”  
বলিয়া পূজা করতঃ মন্ত্র আগমনোপদেশমন্ত্রত্রয়ৈকপুষ্ঠক  
“হুং ইত্যাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরিণি মত কাব্য করিবে ।

মূলমন্ত্রের অন্তে 'কটু' এই মন্ত্র সান্বোধিত করিয়া দেবতা ও পূজার্ত্ত অবলম্ব্য প্রোক্ষণদ্বারা সঙ্কশোধন করতঃ দেহমূত্রা প্রদর্শন করিয়া মাতৃবর্ষ-পুষ্টিত মন্ত্র জপ দ্বারা মন্ত্র শোধন করিবে।

'অনন্তর কং'—এই মন্ত্রে জলদ্বারা প্রদান করিয়া ওদ্বারা চতুর্দিকে বক্রপ্রকার 'চক্ৰ' করতঃ মূলমন্ত্রে স্বীয় দেহ সার্জন করিয়া অঙ্গদ্বয়ে হস্ত প্রদান পূর্বক "ও তর্গে তর্গে রক্ষণ স্বাহা, ও আং হং কটু স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আন্তরঙ্গ্য করতঃ প্রাণায়াম করিয়া ভূতভক্তি করিবে। প্রাণায়াম করিবার প্রণালী। বথা,—দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মুষ্টি বন্ধের দ্বারা করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রোধ করতঃ মূল মন্ত্র ( মূল মন্ত্রের আভ্যঙ্গর ), হ্রীং কিংবা প্রণব (ওঁ) বোড়শবার জপ করিতে করিতে বায়ু নাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্বক স্বীয় দেহ পূর্ণ করিবে। এই জপকালে বায়ুহস্তে সংখ্যা রাখিতে হইবে। ইহাকে পূরক কহে। অনন্তর দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ রাখিয়াই অণামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট রোধ করতঃ 'কুঙ্ক' (সান্বোধ) করিয়া উক্ত বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। উহাকে বৃদ্ধক কহে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া দ্বিত্বিংশং-বার উক্ত বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। এইরূপে অত্রিংশদে পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসিকা হইতে আদ্যন্ত করিয়া জমশঃ পূরক, বৃদ্ধক ও রেচক করিবে। উৎপরে পুনর্ব্বার প্রথমবারের দ্বারা-বায়ুনাশ হইতে আদ্যন্ত করিয়া, পূরক, বৃদ্ধক ও রেচক করিবে। এই প্রকারে একবার প্রাণায়ামে বামনাসিকায় পূরক, উক্ত নাসিকা রোধে বৃদ্ধক, দক্ষিণ-নাসিকায় রেচক এবং সর্ব্বাঙ্গ

নাসিনার পুরক, উত্তরনাসিকা-রোধে কুন্তক রাসনাসিকার রেচক ;  
এবং পুনরীর রাসনাসিকার, পুরক, উত্তরনাসিকা-রোধে, কুন্তক  
মলিননাসিকার রেচক শেহ হইবে। এই প্রকারে অধিচ্ছেদে কিনি-  
বার পুরক, তিনবার কুন্তক ও তিনবার রেচকে একটী প্রাণায়াম  
সিদ্ধ হয়।

উক্তরূপ প্রাণায়াম করিতে ( অর্থাৎ পুরকে ১৬ বার, কুন্তকে  
৩২ বার ও রেচকে ৩২ বার জপ করিতে ) অশক্ত হইলে, ইহার  
চতুর্থাংশ জপ ( অর্থাৎ পুরকে ৪ বার, কুন্তকে ১৬ বার ও রেচকে  
৮ বার জপ ) করিয়া প্রাণায়াম করিবে। অতঃপর কৃতক্লি  
করিত্তে। যথা,—স্বাক্ষে উত্তানৌ করৌ কৃষা “হংসঃ” ইতি মন্ত্রেণ  
জীবাঙ্গানং হৃদয়ং দীপকলিকাকারং মূলধারস্থিতকুলকুল্লিত্তা  
সহ স্তম্ভাবস্থানা মূলধারস্থস্থিষ্ঠানমগ্নিপূরকানাহিতবিভক্তাতাধ্য-  
ষট্চক্রাণি ভিত্তা, শিরোধবস্থিতাধোমুখসহস্রদলকমলকর্ণিকাস্তম্ভত  
পরমাস্ত্রনি শিবে. সংযোজ্য, তত্শৈব পৃথিব্যপ্তভোবাব্যাকালগন্ধ-  
রসরূপস্পর্শশব্দ-নাসিকাজিহ্বাচক্ৰকুশোভবাক্যপাণিপাদপাদুপদ—  
প্রকৃতিসনোদুহ্যকরণচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য, যমিতি  
বাহুবীজং ধ্রুবং বারনাসাপুটে বিচিন্ত্য, ততঃ ষোড়শবারজপেন  
বাহুনা দেহনাপূর্ণ্য নাসাপুটৌ যুজ্য, ততঃ চতুঃষষ্টিবারজপেন  
কুন্তকং কৃষ্য বায়ুকুলক-কুন্তকপাপপূরবেণ সহ দেহং সংশোভ্য, ততঃ  
স্বাস্থিংশব্দজপেন মলিননাসিকা বায়ুং রেচয়েৎ। ততো মলিন-  
নাসাপুটে ত্রিবিধি বহিবীজং পূরকং ধ্যান্য, ততঃ ষোড়শবার-  
জপেন বাহুনা দেহনাপূর্ণ্য, নাসাপুটৌ যুজ্য, ততঃ চতুঃষষ্টিবার-  
জপেন কুন্তকং কৃষ্য, পাপপূরবেণ সহ দেহং মূলধারস্থিতবহিনী কৃষ্য। ততঃ  
স্বাস্থিংশব্দজপেন রাসনাসিকা ওত্তানী সঙ্ক-বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ

চিহ্নিত চক্রবীজঃ শুক্লবর্ণঃ বামনানির্ভায়াঃ খ্যাতা, ততঃ বোড়শবার-  
 জপেন ললাটে চক্রং নীচা, বসিতি বক্রগবীর্ত্ত চক্ৰঃ বটীব্যবস্থাপেন  
 তন্নাললাটবটীব্যবস্থাপিতস্তথরা মাড়কাবর্ণাঙ্কিকরা সমস্তদেহঃ বিস্ফা,  
 গমিতি পৃথ্বীবীজতঃ ত্রিঃশবারজপেন দেহঃ স্ফুটং বিচিত্র্য, দক্ষিণেন  
 বাহুঃ রেচরেং । ততঃ “অনাহতঃ” ইতি মন্ত্রেণ জীবঃ বহুদর শাশীর  
 কুলকুণ্ডলিনীঃ পৃথিব্যাধীনীচ বণাহানমানরেং । ততঃ শরীরঃ শুক্লং  
 নির্ভার পঞ্চভূতানি বধাহানং- “হংসঃ” ইতি মন্ত্রেণ কুলকুণ্ডলিনী  
 সহ জীবাশ্রানাং বহুদরে স্থাপয়িত্বা স্ফটিকমেন পঞ্চভূতানি বধাহানে  
 স্থাপয়িত্বা দেবতারূপমায়ানাং বিচিত্র্য হৃদি হস্তং দধা পঠেং । ও  
 আং হ্রীং ক্রোং বং রং লং বং শং বং সং হোং হং সঃ সমগ্রাণা  
 ইহপ্রাণাঃ । ও আমিত্যাদি মম জীব ইহ স্থিতঃ । ও আনিত্যাদি  
 মম সর্বেজিয়াণি । ও আমিত্যাদি মম বাহ্যনামকচক্ষুঃ শ্রোত্রজ্ঞাণ প্রাণা  
 ইহাগত্য স্তবঃ চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা । ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা ।

অর্থাৎ সাধক স্বীয় ক্রোড়দেশে হস্তদ্বয় উত্তান ( চিৎ ) ভাবে  
 বামদক্ষিণক্রমে উপরূপরি স্থাপন পূর্বক ‘হংস’ চিন্তা করত চক্রবাহিত  
 দীপকুলিকাকার জীবাশ্রাকে মূলাধারবাহিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত  
 ‘স্বরূপাধে মূলাধার, বাসিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিত্তল ও আজ্ঞা  
 নামক ষট্চক্রভেদ \* ( ষট্চক্র ভেদ-প্রণালী শুক্লমুখে, শ্রোত্রব্য )  
 করতঃ শিরোবাহিত অধোমুখ সহস্রদলকমলকর্ণিকাদ্বর্গত পরমাত্মার  
 সম্মিলিত করিয়া, তাহাতে শারীরিক পৃথিব্যাদি ‘চতুর্বিংশতিতত্ত্ব  
 বিলীন চিন্তা করত ‘বং’ এই ‘স্বরূপ’ বাসবীজ বামনাঙ্গপুট  
 চিন্তাপূর্বক ( প্রাণারামপ্রণালীমতে ), উক্ত বীজ বোড়শবার জপ  
 করত বাহুবাহ্য দেহপূরণ করিয়া, উত্তরনালনাগুট দ্বারপূর্বক উক্ত

\* বং প্রণীত “ষট্চক্র নিরূপণ” নামক গ্রন্থে ব্রটব্য ।

বীজ চতুঃষষ্টিবার ( ৬৪ ) জপ দ্বারী কুন্তক করত, বামহৃদয় কক্ষণ  
পাপপুৰুষের সহিত দেহের গোষণ চিত্তা করিয়া, উক্ত বীজ  
বহিঃবার জপ করত দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে।  
অতঃপর দক্ষিণনাসাপুটে 'রং' এই ব্রহ্মবীজ চিত্তা করিয়া,  
উক্ত বীজ ১৬ বার জপ করত বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ করিয়া উত্তর-  
নাসাপুটে ধারণ পূর্বক ৬৪ বার জপ দ্বারা কুন্তক করতঃ পাপপুৰুষের  
সহিত দেহকে মূলধারস্থিত বহিঃ দ্বারা-দক্ষ-চিত্তা করিয়া, উক্ত বীজ  
৩২ বার জপ করত বামনাসিকায় ভণ্ড সহ বায়ু রেচন করিবে।  
পরে, 'ঠং' এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ বামনাসিকায় চিত্তা করিয়া, উক্তবীজ  
১৬ বার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজাকার চন্দ্রে  
ললাটেদেশে চিত্তা করত উত্তর নাসিকা ধারণ করিয়া, 'বং' এই  
বরুণবীজ ৬৪ বার জপ করিয়া কুন্তক দ্বারা লেই ললাটস্থ চন্দ্র ইহাতে  
বিগলিত পঞ্চাশৎ মাহুকাবর্ণাঙ্কিকা সুধাধারা দ্বারা সমস্ত দেহকে  
নুতন গঠিত ভাবন করিয়া, 'লং' এই পৃথ্বীবীজ ৩২ বার জপ করত  
শ্বাস দেহকে সুদৃঢ় চিত্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন  
করিবে। অতঃপর জীবাশ্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 'স্মৃৎসং'  
চিত্তা করিবে পরে 'হংসং' এই মক্ষদ্বারা পৃথিব্যাঙ্গি যথাক্রমে স্থাপন  
পূর্বক আশ্মাকে দেবতাস্বরূপ চিত্তা করিয়া নিজ হৃদয়ে হস্ত দিয়া  
“ওঁ আঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিবে। ইহাকেই  
'ভূতগুহি' কহে। ইহা সাধন করা অতীব দুর্লভ কার্য। সুতরাং  
ভূতগুহি লিখিতভাবে চিত্তা করিতে না পারিলেও কেবলমাত্র  
উক্ত বীজ কয়েকটী দ্বারা তিনবার প্রাণারাম কবিবে। যদি ১৬  
বার, ৬৪ বার ও ৩২ বার জপ করিতে সামর্থ্য না হয়, তবে ৪-বার,  
১৬ বার ও ৮ বার জপ করিয়া প্রাণারাম করিবে।



নাতিহিত যগিপূৰচক্রে—“উঃ নমঃ, চঃ নমঃ, ঞঃ নমঃ, তঃ নমঃ, থঃ নমঃ, দঃ নমঃ, ধঃ নমঃ, নঃ নমঃ, পঃ নমঃ, ফঃ নমঃ ।”

লিঙ্গমুদ্রাহিত ষাণ্ঠানচক্রে—“বঃ নমঃ, ভঃ নমঃ, মঃ নমঃ, যঃ নমঃ, রঃ নমঃ, লঃ নমঃ ।”

মূলধারচক্রে—“বঃ নমঃ, ঞঃ নমঃ, যঃ নমঃ, সঃ নমঃ ।”

ঋ মধ্যাহ্নিত-আজ্ঞাচক্রে—“হঃ নমঃ, ঋঃ নমঃ ।”

### বাহ্যমাতৃকান্তাস ।

ধ্যান যথা,—ওঁ পঞ্চাশ্লিপিভির্কৃতস্তমুখদোঃ পদ্মধারকঃস্থলাং  
ভাষনমৌলিনিবদ্ধচক্ষুশকলামাঙ্গীনভুজন্তনীম্ । মূত্রামক্ গুণং সুধাতা-  
কলসং বিজ্ঞাঞ্চ হস্তাভুজৈর্কিত্রাণাং বিষদপ্রভাঃ জিনয়নাং বাগ্-  
দেবতামাশ্রয়ে ॥” এইরূপ ধ্যান করিয়া স্তাস করিবেন । যথা,—  
মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ললাটে—অঃ নমঃ । তর্জনী,  
মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা মূপবৃন্তের চতুঃপার্শ্বে—আঃ নমঃ । অঙ্গুষ্ঠ  
অনামিকায়োগে দক্ষিণ চক্ষুতে—ইঃ নমঃ, বাম চক্ষুতে—ঈঃ নমঃ ।  
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পৃষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে—উঃ নমঃ ; বাম কর্ণে উঃ নমঃ ।  
কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাযোগে দক্ষিণনাসিকার—ঋঃ নমঃ ; বামনাসিকার—  
ঋঃ নমঃ । তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকায়োগে দক্ষিণগণ্ডে ১ঃ  
নমঃ ; বামগণ্ডে ২ঃ নমঃ । মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে—এঃ নমঃ ;  
অন্তরোষ্ঠে—ঐঃ নমঃ । অনামিকা দ্বারা উর্দ্ধদন্তপংক্তিতে—ওঃ  
নমঃ ; অধোদন্তপংক্তিতে—ঔঃ নমঃ । মধ্যমা দ্বারা উত্তমার্ধে—  
অঃ নমঃ । অনামিকা দ্বারা মুখবিবরে—অঃ নমঃ । কনিষ্ঠা,  
মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিযোগে দক্ষিণবাহুর মূল হৃটে সন্ধিত্রে  
যথাক্রমে—কঃ নমঃ, খঃ নমঃ, গঃ নমঃ ; অঙ্গুলিমূলে—ঘঃ নমঃ ;

অঙ্গুলির অগ্রভাগে—ঙং নমঃ । ঐকপে বামবাহুর মূল হইতে দক্ষিণের অঙ্গুলির মূল ও অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যথাক্রমে—চং নমঃ ; ছং নমঃ ; জং নমঃ ; ঙং নমঃ ; ঞং নমঃ । ঐকপে দক্ষিণ পাদে পঞ্চস্থানে যথাক্রমে—টং নমঃ ; ঠং নমঃ ; ডং নমঃ ; ঢং নমঃ ; ণং নমঃ । ঐকপে বামপাদে পঞ্চস্থানে যথাক্রমে—তং নমঃ ; থং নমঃ ; দং নমঃ ; ধং নমঃ ; নং নমঃ । কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকাযোগে দক্ষিণ পার্শ্বে—পং নমঃ ; বামপার্শ্বে—ফং নমঃ । পৃষ্ঠদেশে—বং নমঃ । অঙ্গুলি, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে নাভিতে—ভং নমঃ । সমস্ত-অঙ্গুলিযোগে জঠরে—মং নমঃ । করতলদ্বারা হৃদয়ে—যং যোগাঙ্গনে নমঃ ; এবং দক্ষিণহস্তে—সং অঙ্গুলিঙ্গনে নমঃ ; ককুদ্ভি—লং মাঙ্গাঙ্গনে নমঃ ; বামহস্তে—বং মেদাঙ্গনে নমঃ । ঐকপে হৃদয়াদি দক্ষিণবাহুপৰ্য্যন্ত শং অঙ্গাঙ্গনে নমঃ ; হৃদয়াদি বামবাহুপৰ্য্যন্ত—ং মজ্জাঙ্গনে নমঃ ; হৃদয়াদি দক্ষপাদ-পৰ্য্যন্ত সং ওজাঙ্গনে নমঃ ; হৃদয়াদি বামপাদপৰ্য্যন্ত—হং প্রোণাঙ্গনে নমঃ ; হৃদয়াদি উদরপৰ্য্যন্ত—লং জীবাঙ্গনে নমঃ ; হৃদয়াদি মুখ-পৰ্য্যন্ত—কং পরমাঙ্গনে নমঃ । অতঃপর তত্তমদ্বাযোগে বর্ণস্তোত্র করিবে ।

### বর্ণস্তোত্র ।

যথা,—হৃদয়ে—সং আং ইং ঙং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং নমঃ । দক্ষিণহস্তে—এং ঐং ওং ঔং অং ঞং কং খং গং ঘং নমঃ । বাম-হস্তে—ঙং চং ছং জং ঙং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ । দক্ষিণপাদে—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ । বামপাদে—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঙং নমঃ । অতঃপর পীঠস্তোত্র করিবে ।



।।

যথা,—হৃদয়ে “ওঁ আধারশক্ত্রে নমঃ । এবং কুম্ভার, অনন্তার, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, স্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকাটায়, রত্নসংহাসনায় ।” দক্ষিণস্কন্ধে—ধর্ম্মায় । বামস্কন্ধে—জ্ঞানায় । বামউরুতে—বৈরাগ্যায় । দক্ষিণউরুতে—ঐশ্বর্য্যায় । মুখে—অধর্ম্মায় । বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় । নাভিতে—অবৈরাগ্যায় । দক্ষিণপার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায় । হৃদয়ে—অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যায়, মণ্ডলায় ছাদশকলায়নে উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়নে, বং বাক্রমণ্ডলায় দশকলায়নে । লং সজ্জায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরায়নে পং পরমায়ায়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে । এই লীঠছাস কাণ্ডে সর্বত্র আদিতে “ওঁ” এবং অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে । যেমন—ওঁ আধারশক্ত্রে নমঃ ; ওঁ কুম্ভায় নমঃ” ইত্যাদি । এক্ষেপে ছাসাদি করিয়া প্রাণায়ামাদি পূর্ব্বক ধ্যান করতঃ যথা বিহিত পূজা করিবে ।

# পূজা পদ্ধতি ।

## কালীপূজা ।

প্রথমতঃ হস্তপদ ধোত করতঃ মন্ত্রাচমনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রাচমন করিবে । ( মন্ত্রাচমন সাধারণশক্তিপূজা-পদ্ধতিতে জ্ঞেয়া । )

অতঃপর “ও ক্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় এষোহর্ষঃ ( ইদমর্থাৎ ) শ্রীসূর্যায় স্বাহা” এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “ও উত্তদাদিত্যমগ্নমধ্যবর্ত্তিস্তৈ নিত্য-চৈতন্যাদিত্যৈ এষোহর্ষঃ ( ইদমর্থাৎ ) শ্রীমদক্ষিণকায়ৈ দেবৈব্য স্বাহা” বলিয়া দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ তিল, কুশ ও জল তাত্রপাত্রে গ্রহণ করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অমুক্তিথৌ ( দীপান্বিতা পূজাস্থলে “দীপান্বিতামাবস্তায়ং তিথৌ” ) অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জীবদেতৎসুগুণরীয়াবিরোধেন সর্বাংগাঙ্কিত-পূর্ব্বক শ্রীমদক্ষিণকালিকাশ্রীতিকামঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকাপূজনকর্ম্মাংস করিষ্যে ।” ( পরার্থে “করিষ্যামি” )

এইরূপে সঙ্কল করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ঘটস্থাপন করিবেন ।  
যথা,—‘ক্রীং’ মন্ত্রে ঘট প্রোক্ষণ করিয়া “ঐ” মন্ত্রে শোধন করতঃ “হ্রীং” বীজে ঘটস্থাপন করিবে । পরে “হ্রীং” বলিয়া বিগুহ

জল দ্বারা ষট পূর্ণ করতঃ “ও গঙ্গাঈঃ সরিতঃ সর্বসি সয়াঃসি জলদা  
নদাঃ । হ্রদাঃ প্রভবণাঃ পুণ্ড্রাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ । সর্বতীর্থানি  
পুণ্যানি ষটে কুর্কৃত সন্নিধং ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে  
“স্রীং” বীজ উচ্চারণ পূর্বক পল্লব, “হ্রং” বীজে ফল, “স্রীং হ্রাং  
স্রীং হ্রিরা ভব” বলিয়া হ্রীকরণ, “সং” মন্ত্রে সিদ্ধুর, “ধং” বলিয়া  
পুষ্প ও মূলমন্ত্রে দুর্বা প্রদান করতঃ “ও” বলিয়া অভ্যঙ্গপূর্বক  
“হং ফটু স্বাহা” বলিয়া কুশ ছাড়া তাড়ন করিবে ।

অতঃপর সামান্তার্থ্য স্থাপন ( সাধারণ শক্তিপূজা ১২৭পৃঃ দেখুন )  
করিয়া উজ্জলধারা “ফটু” এই মন্ত্রে পূজাদ্রব্যসম্ভার প্রোক্ষণ করত  
ধারদেবতাগণের পূজা করিবেন । যথা,—পূর্বে,—“এতে গন্ধপুষ্পে  
গাং গণেশায় নমঃ ।” দক্ষিণে,—“ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়”, পশ্চিমে,—  
“বাং বটুকায়”, উত্তরে,—“ধাং ধোগিনীভাঃ” কোণচতুষ্টয়ে,—গাং  
গঙ্গায়ৈ, ধাং যমুনায়ৈ, স্রীং লটায়ৈ, ঐ সরস্বতায়ৈ, নৈঋতে, “ব্রহ্মণে,  
বাস্তবপুত্রায় ॥” প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে “ও” ও অন্তে “নমঃ”  
শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে । পরে “ও পবিত্রবজ্রহৃমে হ্রং  
ফটু স্বাহা” বলিয়া কুমি শোধন করত আসনতত্ত্ব করিবে ।

অনন্তর “ও বজ্রোদকে হ্রং ফটু স্বাহা” বলিয়া স্বীয় বামদিকে  
জল আনয়ন করত মূলমন্ত্রে বজ্রাঙ্কলে গ্রহি বন্ধন করিবেন । অতঃপর  
“ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসত্তবে পুষ্পচর্যাবকীর্ণে হ্রং  
ফটু স্বাহা” এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে । পরে মূলমন্ত্রে দ্বিবা দৃষ্টি  
দ্বারা অবলোকন করত “ফটু” মন্ত্র জলধারা দ্বিরা অন্তরীক্ষগত বিদ্য  
ও বাহ্যলোকঘাতজনক ধারা কুমিহ বিদ্য দূর করিয়া “ফটু” মন্ত্র সাতবার  
অঙ্গ করত সাতাচমুদ্রাযোগে দুর্ভাক্ত গ্রহণ পূর্বক “ও অপসর্পস্ত”  
ইত্যাদি মন্ত্রে বিদ্য-উৎসারণ করিয়া “ও স্রীং ফটু” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা

করণোদনপূর্বক লং মন্ত্রে আত্মাণ্ড ও 'কটু' মন্ত্রে উপান্যাসে পূজা  
নিক্ষেপ করিবে। পরে 'অস্ত্রাণ্ড কটু' বলিয়া উর্দ্ধোদ-ক্রমে তালত্রয়  
দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশদিগদ্বন্দ্ব করত গুরুপাণ্ডে নমস্কার করিয়া  
ভূতভক্তি করিবে (১৩২ পৃ: ২পং দেখুন)। তৎপরে স্বহৃদয়ে হস্ত  
দিয়া "আং হ্রীং ক্রোং" ইত্যাদি "মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" ইত্যাদি  
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র (৩৩ পৃ: দেখুন) পাঠ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত  
ভূতভক্তি মাতৃকাস্তোত্রাদি করিয়া (১৩৩ পৃ: দেখুন) পীঠস্থাপন  
করত \* ঋগ্‌যজুর্ভাগ করিবে। যথা,—"অস্ত্র মন্ত্রত তৈরবক্‌ষসি-  
ক্কিক্‌ছন্দঃ শ্রীমদক্কিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হং শক্তিঃ ক্রীং  
কীলকং চতুর্বিগমিকার্থে বিনিয়োগঃ।" শিরসি "ও তৈরবক্‌ষসে  
নমঃ।" মুখে—"ও উক্কিক্‌ছন্দসে নমঃ।" হৃদয়ে "শ্রীমদক্কিণ-  
কালিকাট্রে দেবতাট্রে নমঃ।" গুহে "হ্রীং বীজা নমঃ।" পাদে

\* কালী-কল্পে পীঠস্থাপন যথা :—"ও আদ্যারশক্তয়ে নমঃ" এবং  
"প্রকৃতয়ে, কমঠায়, শেবার, পূর্ণিণ্যে, সুধাধুযে, মণিধীপায়,  
চিত্তামণিগুহায়, অশানায়, পারিজাতায়, রত্নবেদিকাট্রে, মণিপীঠায়,  
চতুর্দিকে—মুনিভ্যাঃ দেবেভ্যাঃ শিবাত্মা, শবমুণ্ডেভ্যাঃ," দক্ষিণাংশে  
"ধর্ম্মায়, বামাংশে "জ্ঞানায়," বামোন্মূলে "বৈরাগ্যায়," দক্ষিণোন্মূ-  
লে "ঐশ্বর্য্যায়," মুখে "অধর্ম্মায়," বামপার্শ্বে "অজ্ঞানায়," নাভিতে  
"অবৈরাগ্যায়," দক্ষিণ-পার্শ্বে "অনৈশ্বর্য্যায়," পুনর্হৃদয়ে, "ও শেবার,  
পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহু মণ্ডলায়, সং সন্ধ্যায়  
সং হৃদয়ে, তং তরয়ে, আং আত্মানে, অং অস্ত্রাত্মানে, পং পরমাত্মানে,  
হ্রীঃ জ্ঞানাত্মানে, পূর্ণাদিকেশয়ে 'ইচ্ছাট্রে, জ্ঞানট্রে, ক্রিয়াট্রে,  
কামট্রে, কামদ্বাষট্রে, রট্টে, রতিপ্রিয়াট্রে-নন্দাট্রে," মধ্যে  
'মনোমট্রে' তদুপরি হ্রস্বোঃ সর্বাশিবমহাপ্রোতপদ্মসনার নমঃ ॥"

‘হুং শক্তয়ে নমঃ ।’ সৰ্ব্বাঙ্গে—“জীং কীলকার নমঃ ।” অতঃপৰ  
বোচাভাস করিবে ।

বোচাভাস বর্ণা,—‘মন্তকে—“ও নমঃ ।” মূলপায়ে “জীং  
নমঃ ।” শিঙ্গে “এং নমঃ ।” নাভিতে “জীং নমঃ ।” হৃদি “ঐং  
নমঃ ।” কণ্ঠে “ক্লীং নমঃ ।” জ-মধ্যে “সৌং নমঃ ।” দক্ষিণ-  
বাহুতে “ও নমঃ ।” বামবাহুতে “জীং নমঃ ।” দক্ষপায়ে ‘হ্রীং  
নমঃ ।’ বামপায়ে “ক্লীং নমঃ ।” পৃষ্ঠ “ক্রোং নমঃ ।”—সৰ্ব্বজ  
তত্ত্বসুন্দার ভাস করিবে । পরে তত্ত্বভাস করিবে ।

তত্ত্বভাস যথা,—“ও ক্রাং আশ্রিতব্যায় স্বাহা” বলিয়া পাশাদি  
নাভিপৰ্য্যন্ত,—“ও ক্রীং বিস্তৃতব্যায় স্বাহা” বলিয়া নাভি হইতে  
জদযান্ত,—“ও ক্রুং শিখিতব্যায় স্বাহা” বলিয়া জদযাদি-মন্তকপৰ্য্যন্ত—  
স্থানে ভাস করিবে । অনন্তর বীজভাস করিবে । বর্ণা,—

“ও ক্লীং নমঃ” বলিয়া ব্রহ্মরক্ষ, ক্রমধা ও ললাট ; “ও হুং  
নমঃ” বলিয়া নাভি এবং গুহ ; “ও হ্রীং নমঃ” বলিয়া মূখ ও সৰ্ব্বাঙ্গে  
ভাস করিয়া মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকভাস করত “ক্রাং অদ্বীভাভাং  
নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করানভাস করত কূৰ্ম্মবৃত্তাযোগে পুণ্য গ্রহণ  
করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে ।

ধ্যান—“ও করালবদনাং ঘোরাং মৃত্যুকেলীং চতুর্ভুজাং ।  
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং সুগালাবিকৃষিতাম্ । সন্তপ্তশিরঃ-  
খড়্গবামাধোৰ্দ্ধিকরাযুগাং । অতয়ং বরদকৈব দক্ষিণোৰ্দ্ধাপানিকাম্ ।  
মহামেঘপ্রভাং শ্রামাং তথা চৈব দিগম্বরীং । কৰ্ণাবসক্তমুণ্ডালী-  
গলক্রথিরচৰ্চিতাং । কর্ণবভংসতানোত্তমবসুন্তরাসকাং । ঘোরদঃপ্রাং  
করাণাস্তাং পীনোরতপরোপরং । শবানাং করলজ্বাটৈঃ কৃতকাঙ্কীং  
হসম্বরীং । অকরমগলত্র্যম্বাণাৰিফুরিতাননাং । ঘোররাগাং মহারৌদ্রীং

শ্রীশালগ্রামসিঙ্গীং । বালিকমণ্ডলাকিরিণোচনজিতপ্রাণিতাং । দত্তমাং  
দক্ষিণব্যাণিমুক্তালঙ্ঘিকচোচ্চমাং । শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংহিতাং  
শিবাভির্ধোররাবাভিষ্ঠতুর্দিক্ সমুদিতাং । মহাকালেন চ সমং  
বিপরীতভরতাতুমাং । পুথপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননগরোরহাং । এবং  
সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামার্থসিদ্ধিদাম্ ॥ \*

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প মন্তকে প্রদানপূর্বক নৈবেদ্য  
ভিন্নউপচার দ্বারা মানস্প্রণচারে পূজা করত বিশেষাৰ্থ্য স্থাপন  
( সাধারণ শক্তিপূজা পদ্ধতি দেখুন ) করিয়া, অৰ্ঘ্যপাত্রস্থ জল কিঞ্চিৎ  
ছোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই জল দ্বারা  
স্বীয়দেহ ও পূজোপকরণ অভ্যক্ষণ করিয়া পীঠস্থাসক্ৰমে গন্ধপুষ্প দ্বারা  
পীঠপূজা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করত + মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক  
ত্রীদিক ক্ষণকালিকামূর্তিঃ পরিকল্পয়ামি বলিমা মূর্ত্তি কল্পনা করত  
পুনরায় পূর্ববৎ কয়াকস্থাস করিয়া কুর্শ্বমুদ্রাযোগে সচন্দনপুষ্প গইয়া  
পুনরপি দেবীর ধ্যান করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক স্বকীয় হৃদয়স্থ

\* একাক্ষরমন্ত্রে-পূজাপক্ষে-ধ্যান যথা—“ও শবাভিষ্টাং মহাভীমাং  
ঘোরদ্রঃস্থীং বরপ্রদাং । হান্তমুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্জ্জ্বকাকরাং ।  
মুক্কেলীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুদ্রিণং মুহঃ ॥ চতুর্ভাছযুভাং দেবীং  
বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥”

+ যন্ত্র অঙ্কিবার প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ বিষ্ণু, তৎপরে  
নিম্ন বীজ ( জুঁ ), পরে ভূগনেশ্বরী বীজ ( হ্রীং ) লিখিয়া তৎপরে  
ত্রিকোণ অঙ্কিত করত তদ্বহির্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টিয় অঙ্কিত করিয়া  
বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম ও পুনরায় বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে । তৎপরে  
চতুর্দিক অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে । প্রতিমাংশে যন্ত্রের  
প্রয়োজন নাই ।

ভেজোন্নয় দেবতাকে নানারক্ দিয়া হস্তস্থিত পুষ্পাদি দ্বারা  
করত প্রতিমার স্থাপনপূর্বক কৃতাজলিপুটে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত  
আগাহন করিবেন। যথা,—

“ও দেবেশি ভক্তিফুলভে পরিবারসমুদ্বিতে । যাবদ্যং পুংসিদ্ধানি  
তাবৎ সুস্থিরা ভব ॥” মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রীমদক্ষিণকালিকে  
দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি” রূপে আবাহন করিয়া “হং” মন্ত্রে  
অবগুষ্ঠন ও “ক্রোং হ্রদরায় নমঃ” এইক্রমে দেবতাগে সকলীকরণ,  
ধেমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া  
ভূতিনী, যোনি ও আকর্ষণী মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক মূলমন্ত্রে চন্দ্রদান ও  
“ও আং হ্রোং ক্রোং” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১০২ পৃঃ) করিয়া  
ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

উপচারদানের নিয়ম যথা,—রজতাসন সম্মুখে স্থাপন করতঃ  
“বং” মন্ত্রে সামান্তাৰ্ঘ্য জল দ্বারা প্রোক্ষণ করত ধেমুদ্রা ও  
সালিনীমুদ্রা দেখাইয়া “এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ” বলিয়া সামান্তাৰ্ঘ্য  
জল দ্বারা তিনবার অত্ৰাক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যয়ে  
ত্রীবিম্ববে নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-  
সম্প্রদানায় ত্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া অর্চনা  
করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “ইদং রজতাসনং ত্রীমদক্ষিণ-  
কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ” নিবেদনান্তে সেই দ্রব্য মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক  
বামহস্তে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীবেগে দেবতার  
বামভাগে স্থাপন করিবে। নিবেদনকালে চিৎকৃত্তে কার্য  
করিবে, যেন অর্পণকালে নথ প্রদর্শন না হয়। এই ক্রমে  
মন্ত্র উপচার প্রদান করিবেন। এইরূপে “ক্রোং ত্রীমদক্ষিণ-  
কালিকায়ৈ নমঃ ও সুস্বাগতং”—এইরূপে পাঠ্য—নমঃ, স্বঃ—

স্বাহা, আচমনীয়—স্বা, মৃগপূজা—স্বা, স্নানীয়ঃ নিবেদয়ামি—  
বজ্রং নমঃ, আভরণং নমঃ, গন্ধঃ নমঃ, পুষ্পং বোঘট—বিষপত্রং—  
নমঃ, ধূপঃ—নমঃ, মৌপঃ নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি” অস্তান্ত্র সমস্ত  
ত্রয় “নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত “ক্রীং ত্রিমদক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি  
স্বাহা” মন্ত্রে তিনবার দেবীর তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাজলি  
প্রদান করত “ও ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে বড়গুপ্তা করিয়া  
আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা, “ত্রিমদক্ষিণকালিকে দেবি  
আজ্ঞাপন্ন ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি” বলিয়া অঙ্কুরা গ্রহণ করতঃ  
“এতে গন্ধপুষ্পে ও গুরুভ্যো নমঃ” এইক্রমে—পরমগুরু, পরাপরগুরু  
ও পরমেষ্টীগুরু পূজা করিয়া, কেশর ও অগ্নিমানি কোণে নিম্নলিখিত  
দেবতাগণের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—

“ও সর্বাঃ ভ্রামা অসিকরা মুক্তমালাবিস্তৃষিতাঃ। তর্জনীঃ  
বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যাঃ স্তূর্তসিতাঃ। দিগম্বরী হসন্তুধ্যঃ স্বস্ববাহন-  
ভূষিতাঃ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প ঘাসা বা পাতাদি দ্বারা  
পূজা করিবে। যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ও কাটো নমঃ।” এবং “কপালিটৈ, কুলাটৈ,  
কুকুলাটৈ, বিরোধিটৈ, বিশ্চিত্তাটৈ, উগ্রাটৈ, উগ্রগ্রতাটৈ, দীপাটৈ  
নীলাটৈ, ঘনটৈ, বলাকাটৈ, বাহাটৈ, মূজাটৈ মিতাটৈ” প্রণবাদি

\* ধূপদানে—“ও বিনম্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ।  
আত্রেয়ঃ সর্বকেশবানঃ ধূপোয়ঃ প্রতিগৃহতাঃ” মন্ত্রে দৃষ্টি পূর্বক তর্পণ  
করাইবে। এবং “দীপদানে ও স্রোতালো মহাদীপঃ সর্বভ-  
ত্তিমিষাপহঃ। সবাছাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহরং প্রতিগৃহতাঃ।”  
মন্ত্রে দৃষ্টিপূর্বক ত্রয় পূর্বক দীপদান করিবে। দণ্ডাবানন মন্ত্র  
“ও গন্ধান্নিষ্রমাতঃ স্বাহা।”



নমোহং করিয়া পূজা করিবে। "অনন্তর ব্রাহ্মী আদি অষ্টমন্ত্রের পূজা করিবে।

ব্রাহ্মীর ধ্যান,—“ও ব্রাহ্মীঃ হংসমাকৃতাঃ সর্গবর্গাঃ চতুর্ভুজাঃ। চতুর্ভুজাঃ ত্রিনেত্রাঃ ত্র্যকুর্চক পঙ্কজঃ। দণ্ডঃ পদ্মাক-মুদ্রক দণ্ডীঃ চাক্রহাসিনীঃ। তটাজুটমরাঃ দেবীঃ ভাবয়েৎ সামকোত্তমঃ ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া “ও আং ব্রাহ্ম্য নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

নারায়ণীর ধ্যান,—“ও নারায়ণীঃ মহাদীপ্তাঃ জ্বালাঃ গজক-বাহিনীঃ। নানালঙ্কারসমুজ্জ্বালা চাক্রকেশীঃ চতুর্ভুজাঃ। যন্তাঃ শঙ্খঃ কপালক চক্রঃ সন্দপতীঃ পরাঃ। যমুখতাঃ মনোহরাসজ্জিতা সর্বাঙ্গসুন্দরীম্” ॥—এই ধ্যান করিয়া “ও নারায়ণ্যো নমঃ” বলিয়া নারায়ণীর পূজা করিয়া মাহেশ্বরীর পূজা করিবে।

মাহেশ্বরীর ধ্যান,—“ও মাহেশ্বরীঃ বৃষাকৃতাঃ শুক্লাঃ ত্রিনয়না-ম্বিতাঃ। কপালং ডমরুকেব বরদাভরমুকং। টঙ্ক দণ্ডীঃ দেবীঃ নানালঙ্কারভূষিতাম্। এই ধ্যান করিয়া “ও মাহেশ্বর্যো নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে।

চামুণ্ডাদেবীর ধ্যান—“ও চামুণ্ডাঋতহাসাঃ প্রকটিতদলনাঃ ভীমবক্তাঃ ত্রিনেত্রাঃ, নীলাস্তোত্রপ্রভাভাঃ প্রমুদিতবপুর্বাঃ নার-মুণ্ডানিমাণাঃ। খড়্গঃ শূলং কপালং নরমুখমুদিতং খেটকং ধারয়তীঃ, প্রোতাকৃতাঃ প্রমতাঃ রমুখমুদিতাঃ ভাবয়েচ্চতুঃপাদম্” ॥—এই ধ্যান করিয়া “ও চামুণ্ডা নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

কৌমারীর ধ্যান।—“ও কৌমারীঃ কুমুদান্তাঃ ত্রিনেত্রাঃ শিখিন্দ্রিতাঃ। চতুর্ভুজাঃ লক্ষিপাশাঙ্কুশাভরণবিহারিণীঃ। নানালঙ্কারসমুজ্জ্বালাঃ প্রমত্তাঃ পরিচিস্তয়েৎ ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া “ও

এং কোমার্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে কোমারীর অর্চনা করিয়া অপরা-  
জিতার পূজা করিবে ।

অপরাজিতার ধ্যান—“ও অপরাজিতাঃ পীতাম্বুজ-  
বরপ্রদাঃ । কমলং মাতুল্যকং দধতীঃ পরিচিস্তয়েৎ ॥” এই ধ্যান  
করিয়া “ঐঃ অপরাজিতায়ৈ নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত বারাহীর  
পূজা করিবে ।

বারাহীর ধ্যান,—“ও বারাহীঃ ধূমবর্ণাঃ বরাহবাহনাঃ শুভাঃ ।  
কলকং খড়্গবৃষাং হলাং বেনতুজৈশ্চৈতাম্ ॥” এই ধ্যান করত “ঐঃ  
বারাহ্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে বারাহীর অর্চনা করিয়া নারসিংহীর ধ্যান  
করিবে ।

নারসিংহীর ধ্যান,—“ও নারসিংহীঃ নৃসিংহস্ত বিদ্রুতী সদৃশঃ  
বপুঃ । চতুর্ভুজাঃ বিশালাক্ষীঃ মহারৌদ্রীঃ বরপ্রদাম্ ॥” \* এই  
ধ্যান করিয়া ‘ও অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে নারসিংহীর অর্চনা  
করিয়া তৈরবগণের অর্চনা করিবে ।

ভৈরবপূজা —‘ঐঃ হ্রীং অং অসিতাকার ভৈরবায় নমঃ ॥ ১ ॥  
ঐঃ হ্রীং হ্রীং করবে ভৈরবায় নমঃ ॥ ২ ॥ ঐঃ হ্রীং উং চণ্ডায়  
ভৈরবায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ঐঃ হ্রীং ঞ্জং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ ॥ ৪ ॥  
ঐঃ হ্রীং ঞ্জং উন্নতায় ভৈরবায় নমঃ ॥ ৫ ॥ ঐঃ হ্রীং ঞ্জং কম্পলিনে  
ভৈরবায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ঐঃ হ্রীং ঞ্জং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ ॥ ৭ ॥  
ঐঃ হ্রীং অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ ॥ ৮ ॥ যথোক্ত উপচারদ্বারা

\* অশক্তপক্ষে কেবল গুরুপুত্র দ্বারা “এতে গুরুপুত্রঃ ও ত্রুট্যৈ  
নমঃ” এই ক্রমে নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্যৈ, চানুগ্যৈ, কোমার্যৈ,  
অপরাজিতায়ৈ, “বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ”, আদিতে ‘ও’ অঙ্কে ‘নমঃ’  
বোধক করিয়া পূজা করিবে ।

ইহাদেবের প্রত্যেককে স্বতন্ত্ররূপে পূর্বাদি-বাগবর্ত্তক্রমে পূজা করিবে । অনন্তর ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের পূজা করিবে ।

“ও লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ, এবং “অগ্নয়ে তেজোহবিপত্যে, যমায় প্রেতাধিপত্যে, নৈঋতায় রকোহবিপত্যে, বরুণায় জলাধিপত্যে, বায়বে প্রাণাধিপত্যে, কুবেরায় ঋক্ষাধিপত্যে, ঈশানায় গণাধিপত্যে, ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে, অনন্তায় নাগাধিপত্যে ।” প্রত্যেকের পরে “সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ” যোগ করিয়া বলিবে ।

অতঃপর দেবীর অস্ত্রপূজা করিবে । বধা,—“এতে গন্ধপুষ্পে ও বজ্রায় নমঃ ।” এই ক্রমে শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদাটায়, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায় ।” ইহাদেবের পূর্বে “ও” ও অস্ত্রে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে । অতঃপর দেবীকে পুষ্পাজলিত্র প্রদান করিবে ।

অতঃপর দেবীর দক্ষিণে মহাকালেশ্বর পূজা করিবে । মহাকালেশ্বর ধ্যান,—“ও মহাকালং যজ্ঞদেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং । ত্রিহং দণ্ডখট্টাঙ্কং বংষ্ট্রাভীরমুখং শিশুং । ব্যাস্রচক্ষাঘৃৎকটিঃ তুন্দিলং রক্তবাসসং । তিনেত্রমূর্ধ্বকেশক মুণ্ডমালাবিকৃষিতাং । জটাতার-লসচ্ছত্র-খণ্ডমুগ্ধং জলগতিঃ ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া “হং ক্রৌঃ বাং রাং লাং বাং (আং) ক্রৌঃ মহাকালতৈরব সর্ববিদ্যাদানয়ং দানয়ং ত্রীং ত্রীং কটু বাহা ।”—এই মন্ত্রে বখাশক্তি-উপাচারে মহাকালেশ্বর পূজা করত “হং ক্রৌঃ বাং রাং লাং বাং (আং) ক্রৌঃ মহাকাল-তৈরবং তর্পয়ামি নমঃ ।”—এই মন্ত্রে মহাকালেশ্বর তিনবার তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাশেপাশে ও সর্বদিকে পঞ্চপুষ্পাজলি প্রদান করত বখাশক্তি-মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ

সমর্পণ করিবে। পূরে কর্ণমু-কুব ও কবচাদি (সুবকবচ দেখুন) পাঠ করিয়া বলিদান করিবে। অতঃপর তাত্ত্বিক হোম (হোম-প্রকরণ দেখুন) করিয়া—শান্তি, তিসক ও দক্ষিণা করতঃ বৈশ্বনা-সমাপান পূর্বক আত্মসমর্পণ করিবে, যথা—

“ও ইত্যপূর্বং প্রাপদুদ্ভিদেহদর্শাদিকারতো জাগ্রৎ-অপ্নমুহুশা-বহাস্থ মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিখা যংকৃতং যংস্বতং যংকৃতং তৎসকলং ব্রহ্মার্পণং ভাতু স্বাহা ও মাং মদীয়ং সকল-শ্রীমদ কলকা লকাচরণে সমর্পণাম নমঃ” বলিয়া সামান্ত্রাঘা দেবী-চণে সমর্পণ করিবে। আবরণ দেবতা সকল দেবীর অঙ্গে বলিদান চিত্তা করিয়া যথা‘ব’মি বিসর্জনাশি করিবে। ইতি কালীপূজা।

### জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি ।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান স্বর’ ( বা তৎপ্রতিমিদি বৃত্তজাগণ ) প্রতি মাসমীণে উত্তরমুখে শুক্লাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করতঃ পুণাহ-বচনাদি করিয়া স্বশাখোক্ত যন্তিবাচন করত ‘স্বর্ঘ্যঃ শ্রেষ্ঠা’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশভিগজলযুক্ত তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করত সংকল্প করিবে। যথা,—

“বিক্রোশন্ তৎসদন্ত কার্ত্তিকে মাসি তুলসারাসিহ্নে ভাস্করে ভক্রে পক্ষে নবম্যাব্ধিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীম্মুকদেবশম্ভু জীবদেতৎ-দুগশরীরাবিরোধেন সর্বাপচ্ছাত্তপূর্বকাতুলধনধাত্তবিত্ত্বিতলাভকাম্য শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাপ্রতিকামো বা শ্রীজগদ্ধাত্রীদুর্গাপূজনমহং করিষ্যে ব’ ( পরার্থ “করিয়ানি” )

সকল করিয়া ঘটস্থাপন হইতে পীঠস্থাপনব্যস্ত কার্য করিয়া ( কালীপূজা দেখুন ) পীঠশক্তির ভাস করিবে। যথা,—সামান্ত্রাঘ

শীতান্তর করিয়া হুংপদেয়, পূর্বাধিকেশরসমূহে—“ও হ্রীং আং  
প্রাণটায় নমঃ, ও হ্রীং বাং বায়টায় নমঃ, ও হ্রীং উং অগ্নিটায়  
নমঃ, “ও হ্রীং এং সূক্ষ্মটায় নমঃ, ও হ্রীং ঐং বিত্তটায় নমঃ,  
ও হ্রীং ওং নন্দিত্যে নমঃ, ও হ্রীং ঔং সুপ্রাণটায় নমঃ, ও হ্রীং  
অং বিজ্ঞানটায় নমঃ ।” মধ্যে—“ও হ্রীং অং সর্গসিদ্ধিটায় নমঃ ।”  
তত্পর—“ও বজ্রনখদংষ্ট্রাযুধায় মহাসিংহায় নমঃ ।” অতঃপর  
অন্যান্যাদিত্যাস করিবে যথা,—

“অস্ত্র মস্ত্রস্ত নারদকর্ণিগায়ত্রীচ্ছল্যঃ স্ত্রীঃগন্ধাদ্রীর্হর্গা দেবতা  
হ্রীং বীজং দুং শক্তি স্বাহা কীলকং চতুর্কর্ণগনিকরে বি নয়োপঃ ।”  
শিরষি “নারদকর্ণয়ে নমঃ,” মূখে “গায়ত্রীচ্ছল্যে নমঃ”;—হৃদে  
“স্ত্রীঃগন্ধাদ্রীর্হর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ;” মূলাধারে—“হ্রীং বীজায়  
নমঃ;” পাদে—“দুং শক্তয়ে নমঃ;” সর্গক্ষে “স্বাহা কীলকায় নমঃ ।”

অনন্তর করায়ত্তাস করিবে । করায়ত্তাস যথা,—“ও দাং  
অমৃতাভ্যাং নমঃ, ও দীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও দুং মধ্যমাভ্যাং  
বযট্, ও দৈং অনাসিকাভ্যাং হং; ও দৌং কণ্ঠীভ্যাং বৌষট্,  
ও দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অন্তর্য্য কটু ।”—এইরূপ করায়ত্তাস করিয়া  
“ও দাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অস্ত্রায়ত্তাস করিবে ।

অতঃপর কানীপূজাপদ্ধতিক্রমে বোঢ়াত্যাস, বীজত্যাগ, তবৃত্যাস  
ও ব্যাপকত্যাগ করিয়া, শঙ্খমূত্রা, চক্রমূত্রা, চাপমূত্রা, বাণমূত্রা  
ও দৌগীমূত্রা প্রদর্শন করাইয়া কুর্ম্মমূত্রাযোগে সচন্দন পুস্ত  
লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে ।

ধ্যান যথা,—

“ও সিংহকক্সমাক্রাং নামালঙ্কারকুণ্ডিতাং । চতুর্ভুজাং  
অঙ্গদেবীং লাগথ্যজোপবীতিনীং । শঙ্খচাপসামুদ্রবামপাণিধরা দ্বিতাং

চক্ৰক পঞ্চাশত দ্ব্যতীত দক্ষিণে করে (খারদীক দক্ষিণে) ।  
(অষ্টচক্রমুখ্যপাণ্ডিতনিজিতরাবিতার) রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্ক-  
সম্বীভুতং । নারদাষ্টমুনিগণৈঃ সেবিতাঃ তবমুকরীং । ত্রিবলী-  
বলয়োপেতনাভিনালমুণালিনীং । রত্নধীপে মহাবীপে সিংহাসন-  
সম্বিতে । প্রকল্পকমলাকৃতাং ধ্যায়তাং ভবগেহিনীম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে দিয়া  
মানসোপচারে পুষ্পপুঙ্খ বিশেষার্থ স্থাপন করিবে । অনন্তর  
“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যা” নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যা নমঃ,  
ওঁ পরাণরগুরুভ্যা নমঃ ওঁ পরমেষ্ট্র-গুরুভ্যা নমঃ বলিয়া অর্জনা  
করিয়া পীঠ পূজা করিবে । যথা,—

“এঃ গন্ধপুষ্পে - ‘ওঁ আধারগুরুভ্যে নমঃ ।’ এই ক্রমে—  
“প্রকৃতয়ে, কুংসার, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতধীপায়,  
মণিবিশুপায়, কমলকায়, মণিবেদিকাতৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্মায়,  
জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্যায়, অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়,  
অনৈশ্বর্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্যামণ্ডলায় ষাটশকলাস্থনে,  
উঃ সোমামণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থনে, মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থনে,  
সং সঙ্কর, রং রক্তসে, তং তমসে, আং আস্থনে অং অস্তরাস্থনে,  
পং পরমাস্থনে, হ্রীং জ্ঞানাস্থনে, আং এতাতৈ, জৈং মারাতৈ,  
উঃ জরাতৈ, এং মৃত্যুতৈ, ঐং বিত্তকাতৈ, ওঁ নন্দিতৈ, ওঁ  
হুপ্রভাতৈ, অং বিমলাতৈ, অং সর্বসিদ্ধিপ্রদাতৈ, ওঁ ব্রহ্মনন্দপ্রদাতায়  
মহাসিংহাসনায় হুং কটু নমঃ ।” প্রত্যেক পুষ্পার আদিত্যে “ওঁ”  
ওঁ অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিতে হইবে ।

অতঃপর পুনরায় পূর্ববৎ করমস্তাস করিয়া ধ্যান করত নিজ  
দ্বন্দ্ব হইতে ভেদোন্ময়ী দেবীকে হস্তস্থাপনে করস্থিতপুষ্পে আশ্রয়ন

চিত্তা করিয়া ঐ পুষ্প ঘটে, আরোপণ করত আঁকীর্জন করিবে। যথা,—

“ও দেবেশি তত্ত্বিহুগতে পরিবারসম্বন্ধিতে। যাবদ্যং পূজয়িষ্যামি  
তাবৎ সুস্থিরা ভব।” মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, “জগদ্ধাত্রি  
তুর্গে দেবি স্বকীরণগনহিতে ইহাগচ্ছ টহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ  
ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিহিতা ভব সন্নিধ্যাস্ব অজ্ঞাপিষ্ঠানঃ কুরু  
মম পূজাং গৃহাণ।”

অতঃপর “দাং জনয়াম নমঃ” ইত্যাদি বলিয়া দেবতাকে  
ষড়ঙ্গস্থাপন করিয়া গুরুপংক্তি নমস্কার করতঃ অবগুষ্ঠন, ধোয়,  
যোন, ভূতিনী, আকর্ষণী ও পরমীকরণমুদ্রা দেবতাকে প্রদর্শন  
করাইয়া মূলমন্ত্রে চক্ষুদান করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১০২ পৃঃ)  
করিয়া “দুং জগদ্ধাত্রীতুর্গাং দেবতাং নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপ-  
চারে দেবীর পূজা করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক, “দুং  
জগদ্ধাত্রীতুর্গাং তর্পয়ামি স্বাহা” বলিয়া তিনবার তর্পণ করবে।

পরে “ও দেব অজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি” বলিয়া  
অমুক্তা গ্রহণ করত সর্বত্র প্রণবাদি নমোহস্ত উচ্চারণপূর্বক গন্ধপুষ্প  
দ্বারা আবরণদেবতামণ্ডলের পূজা করিবে। যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে—ও হ্রীং প্রভাতৈ নমঃ”; এইরূপে—“হ্রীং  
মারুতৈ, হ্রীং জয়াতৈ হ্রীং সূক্ষ্মতৈ, হ্রীং বিজ্ঞাতৈ, হ্রীং নন্দিতৈ, হ্রীং  
সুপ্রভাতৈ, হ্রীং বিজয়াতৈ, হ্রীং সর্বসিদ্ধিদাতৈ, হ্রীং শম্বনিনয়ে, হ্রীং  
পদ্মনিয়ে, হ্রীং জয়াতৈ, বিজয়াতৈ, কীটৈঃ, প্রীটৈঃ, প্রভাতৈ,  
জ্ঞাতৈ, জ্ঞেতা, মেঘাটৈ, শম্বায়, চক্রায়, গদাটৈ, ষড়ঙ্গায়, পাশায়,  
জঙ্ঘনায়, চাপায়, শরায়। দাং জনয়াম নমঃ, দীং শিরসে স্বাহা,  
দুং শিখায় বমট, দৈং কবচার, হং, দৌং নেত্রত্রয়ায় বোমট, দঃ স্তন্যায়

কই ।” এবং “ব্রাহ্মণ্য নমঃ, নারায়ণো, মাহেশ্বরো, কোমারো,  
বৈকুণ্ঠো, বাসুদেব, অশ্বমজ্জিতায়ৈ, ইন্দ্রাণ্যো, চামুণ্ডায়ৈ, যমোদিত্যো,  
নারসিংহে । অসিতান্নায়ৈ তৈরবার, কয়বে তৈরবার, চত্বার  
তৈরবার ক্রোমায়ৈ তৈরবার, উন্নভায়ৈ তৈরবার, কপালিনে তৈরবার,  
ভীষণায়ৈ তৈরবার, সংহারিণে তৈরবার । ঘটুকাদিভ্যঃ একত্র-  
পালৈভ্যঃ, লাং ইন্দ্রায়ৈ দেবাপিতরে সায়ুধসবাহসসপদিকান্নায়ৈ, এই  
ক্রমে—রাং অথরে ভোজোহপিপতয়ে, বাং যমায় প্রোভাপিতয়ে, কাং  
মৈত্র্যায় রক্ষোহপিপতয়ে, বাং বরুণায় জলাপিপতয়ে, বাং বায়বে  
লোহাপিতয়ে, কাং কুবেরায় কৈত্রাপিতয়ে, হাং ইন্দ্রান্নায়ৈ কৃত্যপি-  
পতয়ে, আং ব্রহ্মণে প্রজাপিতয়ে, হ্রীং অন্নমায় নান্দাপিতয়ে,  
বজ্রাঙ্কুরৈভ্যঃ গুরুপংক্তিভ্যঃ ।” তৎপরে সিংহ ও জয়া, বিদ্যোদিত  
যশোপাধি পূজা করিবে ।

অতঃপরে দেবীর দক্ষিণে . নীলকণ্ঠ তৈরবের পূজা করিবে ।  
“নীলকণ্ঠ তৈরবের ধ্যান যথা,—

“ও বালার্কামুতভজসং বৃতজটাজুটেম্বুগোজ্জলং, নাথোজ্জৈঃ  
কৃতশেবরং জপবটিং শূলং কপালং কটরং । ঘটুকাং দধতঃ  
ত্রিনেত্রবিসমংপর্কাননং স্তনয়ং, ব্যাঘ্রদ্বকপরিদানমঙ্গিনিলয়ং  
শ্রীনাগকণ্ঠং ভজে ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া “এতৎ পাঠ্যং ও নীলকণ্ঠায়ৈ শিবায় নমঃ”  
বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা অর্চনা করিবে । পরে “ও নারায়ণায়ৈ  
নমঃ” বলিয়া পূজা করত পঞ্চোপচরে পূর্বদিক দেবীর অর্চনা  
করিয়া—পঞ্চপুস্পাজলি সঞ্চার করিবে । পরে “সাক্ষ্যং সাবরণ্যং  
সায়ুধাং সপরিহারং শ্রীমদ্ব্যজ্ঞীর্হাদেবীং তর্পয়ামি দ্বাহা” বলিয়া  
তদ্ব্যজ্ঞীর্হাদেবীর তর্পণ করিবে ।



অনন্তর প্রাণঃপ্রায়স্ক্রমণ করিয়া "নৃ" এই মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'স্বাস্থ্যতিথ্য' ইত্যাদি মন্ত্র জপ সমর্পণ করত তব-কবচাদি পাঠ-পূর্বক প্রণাম করিবে ।

অন্তঃপন্ন বলিধান করিয়া । পরে আরাট্রিক করতঃ চতুর্থাংশ, তুর্গানাম জপ ও কবচ পাঠ করিবে । কুমারীপূজা করিতে হইলে, এই সময় অথবা দ্বিতীয়বার পূজার পর কুমারীপূজা করিবে (কুমারীপূজা-পদ্ধতি দেখুন) ।

অন্তঃপন্ন উপরোক্তনিয়মে মধ্যাহ্নে একবার পূজা করিয়া অপরাহ্ন পুনর্বার পূজা করিতে হয় । অপরাহ্ন-পূজার পরে হৌম, শান্তি, তিলক ও দক্ষিণাত্য করিবে । ইতি জগদ্ধাত্রী পূজা ।

### বাস্তু-পূজা ।

উত্তরায়ণসংক্রান্তির দিন কর্তব্য নিত্যকর্তব্য সমাপন করিয়া প্রতিবাসন পূর্বক সঙ্কল্প করিবে । ক্ষুরেণো অস্ত্র পৌষে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ ধর্ম্মানিতৌ মকররাশৌ রবেকস্তারণ-সংক্রান্ত্যাং অমুকপোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা জীবদেতঃসুগমশ্রীরা-বিরোধেন সর্বসংক্রান্তিপূর্বক-ভূমাদিলাভকামঃ শ্রীবাস্তবাজপুজ্যমহং করিষ্যে । ( পরার্থে "করিস্যামি" ) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হুত্র পাঠ করত ঘটচাপন করিয়া পূজাদি যেরূপ পূজা করতঃ "কং হ্রদস্যায় সমঃ" ইত্যাদিরূপে অঙ্গস্তাস করণাস করিয়া ধ্যান করিবে । "ঐ শশধরসমবাণি ব্রহ্মহারোজ্জগৎ কণকমুহূটচূড়ং স্বর্ণবজ্রোপবীতঃ । অস্ত্রধরনহস্তং সর্বলোকৈককনাথং ভদ্রকুসুমরূপং বাস্তবাজং ভজামি ॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া মার্ম্মনোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্য্য স্থাপন করিয়া পূনর্ধ্যান করিয়া ঘট পুষ্প দিবে । পরে আরাট্রিক

করিবে “ও বাস্তরাজ-ইহাগচ্ছাধক্” এইরূপে আবাহন করিয়া  
 যথাসক্তি উপচারে পূজা করিয়া বৃক্ষকূলে পাঠ করিবে। “ও  
 বাস্তরাজ মহাতাগ লোকাত্মগ্রহকারক। পূজাং গৃহাণ বিধিবদ্যজ্ঞদেব  
 নমোহস্ত তে।” পরে কোকিলাক্ষ্যে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।  
 ধ্যান যথা,—“কোকিলাক্ষ্য মহাতাগং যাজ্ঞজোগরি সংস্থিতং।  
 শতভীতিহরং দেবং কোকিলাক্ষ্যমহং ভজে।” এইরূপে ধ্যান  
 করিয়া—“ও কোকিলাক্ষ্য নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া শম্মপাল,  
 রক্ষপাল, ক্ষেত্রপাল, নার্মপালের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।  
 “ও বাস্তরাজ মনস্তাত্ম্য পরমহানদায়ক। সৰ্ব্বকৃতজিতক্ক বাস্তরাজ  
 নমোহস্ত তে।” পরে “ও গ্রাম্যদেবতায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া  
 প্রণাম করিবে, মন্ত্র—“ও গ্রাম্যদেবং গ্রাম্যপালং গ্রাম্যোপ-  
 ত্রয়নাশকং। গ্রামরক্ষাকরং দেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহং॥” স্তুতি—  
 “ও ক্ষেত্রে আধতিতে ধাত্তে পূৰ্ব্ববাত্তা পুরা তব। রাজ্যবৃদ্ধি-  
 ষশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুৰুষায়য়োঃ। রাজ্যসম্মানবৃদ্ধিচ্চ গবাং  
 বৃদ্ধিষ্ঠৈব চ। মন্ত্রসাধনবৃদ্ধিচ্চ ধনবৃদ্ধিরহনিশং। অম্বাঙ্কমস্ত  
 সততং দাবৎ পূর্ণো ন যৎসরঃ॥” পরে দক্ষিণাচ্ছিত্রাবধারণ  
 করিবে।

### সরস্বতী-পূজা ।

প্রথমতঃ নিতা-ক্রিষ্টাদি লমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
 বন্যখোক্ত স্ততিবাচন করতঃ “স্বৰ্ঘ্য সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 লম্পন করিবে। যথা,—

“বিক্রোম্য তৎসহস্র মাষে মাসি তুর্য্যপক্ষে পক্ষম্যাং তির্থো  
 অমুকগোত্রঃ ত্রীমুকদেবশরী প্রকৃতবিভাগাতকায়ঃ ত্রীসরস্বতী-  
 ত্রীতিকামো বা গগপত্যাদিনানাদেতা পূজাপূৰ্ব্বকং মন্ত্রাধার-

লেখনীসহিত শ্রীসরস্বতীপূজনকর্মঃ করিত্তে” এইরূপ সঙ্কল্প  
করিয়া কৃতাজলিপূরঃসর সূক্ত পাঠ করত (প্রতিরাগকে মূলমন্ত্রে  
চন্দ্রদান পূর্বক) ঘটস্থাপন করিবে। পরে সামান্তার্য স্থাপন,  
আসনভূম্যাদিকর্ম নির্বাহ করত গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা,  
আদিষ্ঠাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকপাল, মন্ত্রাদিষণ্ডাবতার, ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব, দুর্গা, বনমাদেবী, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি  
দেবতাদিগের অর্চনা করিবে।

অতঃপর প্রতিমাহলে—গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতভূচ্চি, নাকুল-  
কান্তাস, বাহুবাহুকান্তাস, ও প্রাণারামাদি করিয়া “শাং অমৃতভাষা  
নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাক্তাস করত কুর্মমুদ্রাবোগে সচন্দন পুষ্প  
লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

“ও তরুণশকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকাস্তিঃ,

কুণ্ডলরনমিতাজী সন্নিধয়া সিতাজে ।

নিজকরকমলোত্তম্প্রোধনীপুষ্পকল্লীঃ,

সকলবিত্তবসিষ্টো পাভু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥”

অনন্তর হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মনসোপচারে অর্চনা  
করত বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক পুনঃ ধ্যান করিয়া আশ্বাহন ও  
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে “ঐঃ সরস্বতৈ নমঃ”—এই মন্ত্রে  
যশস্কুপচারে দেবীর অর্চনা করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং সত্যধার ও লেখনীর পূজা  
করিবে। পরে দেবীকে তিনবার পুষ্পাজলি দিবে। মন্ত্র যথা,—

“ও শুভ্রকালৈ নমো নিত্যং সরস্বতৈ নমো নমঃ ।

বেদবেদান্তবেদান্তবিশ্বাহ্বানেভ্য এব চ ॥

এব সচন্দনপুষ্পবিদ্যুপজ্জালিঃ ঐ সরস্বতৈ নমঃ ॥

অতঃপর কৃতাজ্জলিপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে । যথা,—“ও যথা ন দেবো তথবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । স্বাং পরিত্যজ্য সংভিষ্টে তথা ভব বরপ্রদা ॥ ও বেদাঃ শাস্ত্রাণি সৰ্ব্বাণি নৃত্যগীতাধিককং বৎ । ন বিহীনং যস্মৈ দেবি তথা মে সত্ব সিকরঃ ॥ ও লক্ষ্মীর্দেবী ধরী তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রজা ধৃতিঃ । এতাভিঃ পাহি তদুত্তিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥” অনন্তর দেবীকে প্রণাম করিবে । যথা —

“ও সরস্বতি মহাত্ম্যে বিদ্ধে কমললোচনি ।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্ভাং দেহি নমোহস্ত তে ॥”

অতঃপর হোমাস্তে দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বিসর্জন করিবে ।

### সূর্য-পূজা ।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে প্রাতঃকালে কৰ্ত্তা মনের ইতিকর্তব্যতা সম্পাদন করতঃ সপ্ত বদরীপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র ( অকম্পপত্র ) মন্তকে লইয়া—“ও বদ্যদজ্ঞকৃতং পাপং যস্মৈ সপ্তসু জন্মতু । তস্মৈ যোকক শোকক মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান করিবে । পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, কস, ঘুর্কা, তণুল, গুপ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সন্মল করিবে “বিকুরেঁ। অতঃ মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাতিথৌ জমুক-গোত্রঃ ঐ জমুকদেবশর্মা ঐ অর্ঘ্য ঐ তিষ্ঠামঃ স্বর্ঘ্যার্যামহঃ দর্দৈ” এইরূপ সন্মল করিয়া “ও অর্কপত্রসমাবৃত্তং বদরীকলসমস্বিতং । অঙ্গণোদয়বেলায়াং গৃহাণার্যং দিবাকর ॥ ও নমো বিবস্বতে” ইত্যাদি পাঠ করতঃ “ও জমুনী সর্গহৃতায়াঃ সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে ।

সপ্তবাহুভক্তিকে দেবী নমস্তে স্বর্ধ্বমঙলে ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
স্বর্গার্থ্য দান করিয়া প্রণাম করিবে । "ও সপ্তসন্ধিবহু শ্রীত সপ্ত-  
লোক শদীপন । সপ্তমাং হি নমস্তভ্যং নমোহনন্ত্যং বেধসে ।"

অনন্তর স্বস্তিবাচন পূর্বক সন্মত করিবে । "বিকুঞ্জাং অম্র  
মাবে দ্যাসি তুলে পক্ষে সপ্তবাহুভিক্তৌ অমুকংগৌঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী  
আরোগ্যাকামঃ ( শ্রীস্বর্গ্যপ্রীতিকামো বা ) গণপত্যাদিদেবতাপূজা-  
পূর্বক শ্রীস্বর্গ্যপূজাকর্ম্যং করিয়ে" ( পরার্থে "করিষ্যামি" ) ।

পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পূজা করতঃ ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গণা, যমুনা, ছর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী  
পূজা করিয়া—"ও" মন্ত্রে প্রণাম করতঃ গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম করিয়া  
যশাশক্তি জ্ঞানাদি করিবে "সং হৃদয়ং নমঃ" ইত্যাদি করতঃ ও  
অঙ্গপ্রস্থান করিয়া কৃষ্ণমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্বক ধ্যান করিবে । "ও  
সকলপূজাসমন্বেষণভগৈকসিদ্ধুং, তানুং সমস্তজগতামপিং ভজামি ।  
পদাঙ্গবা ভাববং দধতং করাটৈর্জগৎকামো নিমকগতকচিং ত্রিনেত্রং ॥"  
এলিয়া ধ্যান করিয়া নিম্নমন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসোপচারে  
পূজা করতঃ বিশেষার্থ্য জাপন পূর্বক পুনরপি ধ্যান করতঃ ঘুটে পুষ্প  
প্রদান করিবে ।

পরে "ও হ্রীঃ স্বর্গ্য উভাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি রূপে আবাহন  
করিয়া—"ও হ্রীঃ শ্রীস্বর্গ্যায় নমঃ" মন্ত্রে যশাশক্তি পূজা পূর্বক মূল  
মন্ত্র রূপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া "ও জবাকুন্ডল" ইত্যাদি মন্ত্রে  
প্রণাম করতঃ দক্ষিণ ও অক্ষিপ্রাধিকার করিবে ।

### অম্রপূর্ণাপূজা-পদ্ধতি

নিভাক্রিয়া সমাপনান্তে দেবীসমূহে ওচ্ছাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
আচমনপূর্বক ( নাথারূপ শক্তিপূজা পদ্ধতি দেখুন ) পুষ্পাঙ্ক-বাচনাদি

কলসিয়া প্রতিবাতনপূর্বক \* "স্বর্গ্যইমোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া  
উত্তরাত্মাইরা কৃপ. তিল ও কলস্কৃত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া  
সংকল্প করিবে। যথা—

“বিকুঃসম্ তৎসমস্ত অমুকে নাসি অমুকস্মাশিহে তাকরে অমুকে  
পদে অমুকজিহো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা + শর্ম্মার্থকান-  
শ্যকস্তু সর্বকলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীমদমরপূর্ণাপ্রীতিকামো ( বা ) গণ-  
পত্যানিনানাদেবতাপূজাপূর্বকঃ শ্রীমদমরপূর্ণাপূজাকর্ম্মাহং করিয়ে ।”  
( পরমার্থে করিষ্যামি ) ॥

এইরূপ সংকল্প করিয়া জগাদি জ্ঞানকোণে ত্যাগ করতঃ  
বনোত্তরাত্ম সংকল্পহৃত পাঠ-করিবে।

অনন্তর পূর্বক আসনে উপবেশন করতঃ “ও আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,  
ও বিজাতব্যায় স্বাহা, ও শিবতত্ত্বায় স্বাহা” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিলবার  
জলপানপূর্বক আচমন করিয়া . স্তূর্ণার্ঘ্য দান ও তন্ত্রোক্ত-বিধানে  
ঘটস্থাপন করিবে। পরে সামাচার্য্যস্থাপন করিয়া পঞ্চপুষ্প দ্বারা  
দ্বারদেবতাপ্রণের পূজা করিবে। যথা,—

পূর্বমুখিক,—“এত পঞ্চপুষ্পে ও গাং গণেশায় নমঃ ।” বক্ষিণে,—  
“ও কাং কেশবায় নমঃ ।” পশ্চিমে,—“ও বাং বটুকার নমঃ ।”  
উত্তরে,—“ও ষাং যোগিনীভ্যো নমঃ ।” অগ্ন্যধিকোণে,—“ও

\* তাত্ত্বিক প্রতিবাতন যথা,—“হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী  
অপর্যাপ্তা স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌঃ শেখা অমৃতমুরী হুং স্বস্তি নঃ  
প্রতাপিত্রা দেবতা মনাতু হ্রীং শ্রীং হুং ফটু স্বাহা ।”—তন্ত্রোক্তকর্ম্মো  
তন্ত্রোক্ত প্রতিবাতন করাই উচিত । তবে অনেকে বেলোক্ত স্বস্তি-  
বাটনও করিয়া থাকেন।

† পরমার্থে দেবশর্ম্মাহং দেবশর্ম্মাহং বলিবে।

গজাট্টের নমঃ । ও বসুনাট্টের নমঃ । ও হ্রীং নট্টা নমঃ । ও হ্রীং  
সরস্বট্টা নমঃ ।” নৈমিত্ত্যকোণে,—“ও ব্রহ্মণে নমঃ । ও বাহু-  
পুরুষায় নমঃ ।”

অন্তঃপর বিদ্যাপসারণ, মাঘভক্তবলিদান, আগনতুষ্টি, পুষ্পতুষ্টি,  
ওরুপংক্তিময়কার ও ভূততুষ্টি করিয়া মাতৃকাক্তাস, অন্তরীতৃকাক্তাস  
ও বাহ্যমাতৃকাক্তাস এবং প্রাণায়াম ও পীঠক্তাস \* করতঃ প্রভৃতি  
কর্তব্য করিবে । যথা,—বীজ,—“অস্ত্র ময়ত্র ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্কজিচ্ছন্দঃ  
শ্রী অন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ নমঃ কীলকং সর্বাঙ্গীঠে-  
সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ।” নিরসি—“ও ব্রহ্মণে প্রবরে নমঃ” মুখে—  
“পঙ্কজিচ্ছন্দসে নমঃ” হৃদি—“শ্রী অন্নপূর্ণাট্টের দেবতাট্টের নমঃ” ওহে  
“হ্রীং বীজায় নমঃ” পাদয়োঃ “স্বাহা শক্তয়ে নমঃ” সর্বাদে কীলকায়  
নমঃ ।”

পরে “হ্রীং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রীং  
মধ্যমাভ্যাং ববট্ ।” হ্রীং অনারিকাভ্যাং হং । হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং  
বৌবট্, হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার ফট্ ।” এবং “হ্রীং হৃদয়ার  
নমঃ । হ্রীং নিরসে স্বাহা । হ্রীং লিখাট্টের ববট্ । হ্রীং কক্কার হং ।  
হ্রীং নেত্রজয়ার বৌবট্ । হ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যামঙ্গার ফট্ ।”

অনন্তর কালীপূজাপদ্ধতিক্রমে ঘোড়াভাস, বীজভাস, তত্ত্বভাস ও

\* সাধারণ পীঠভাস শেষ করিয়া অন্নদাকল্পিত বিশেষ পীঠভাস  
করিলে, যথা—হংপদের পূর্বাধি অষ্টকেশরে প্রেক্ষণক্রমে “ও জয়াট্টের  
নমঃ” এইক্রমে—“বিজয়াট্টের, অজিতাট্টের অপরাজিতাট্টের, নিভ্যাট্টের,  
বিলাসিত্তে, দোঁট্টা, অঘোরাট্টের, মহলাট্টের, হ্রীং সর্বশক্তি  
ও কমলাসনার নমঃ ।” আন্তে ও অন্তে নমঃ বোলে ভাস করিবে ।

“ঐঃ” মন্ত্রে প্রার্থনামাত্র আশুকৃত্যন করিয়া কৃষ্ণমুদ্রাযোগে গচ্ছন রক্তপুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে যথা,—

“ওঁ-রক্তাং বিচিত্রবসনাং সবচস্রচূড়ামরশ্যদাননিরতাং তনুভাব-  
মভ্যাং । নৃত্যভূমিস্থং কলাভরণং বিলোক্য কঠোঃ ভজে ভগবতীং  
ভবতঃ শ্রবণীন্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজমস্তকে দিয়া মানসো-  
পচারে পূজা করিয়া বিশেষাৰ্থ্য স্থাপন করিবে । অতঃপর পীঠ-  
পঙ্কজ পূজাপূর্বক পুনর্বার করজাসাদি করিয়া কৃষ্ণমুদ্রায় পুষ্প  
লইয়া পুনশ্চ দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পা-  
ঞ্জলি প্রদান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন  
করিবে । যথা,—“ওঁ দেবেশি ভক্তিসুগতে পরিবার সমধিতে ।  
যাবদ্ব্যং পূজয়িষ্যামি তাবদ্ব্যং সুস্থিরা ভব ॥ ওঁ হ্রীং ভগবতি অন্নপূর্ণে  
দেবি পরিবারাদিভঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ ঐষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ  
সম্বিহিতা তব ইহ সমিগ্ধাশ্ব অম্মাদিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং শৃণু ॥”

অনন্তর মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (১০৮পৃঃ) ।  
পরে দেবীর গায়ত্রী মন্ত্র পুষ্প করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপপূর্বক দেবীর  
হৃদয়ে হ্রীঃ কল্পয়ন্তি নমঃ” ইত্যাদি রূপে বড়কৃত্যন করিবে ।

অতঃপর “হ্রীঃ এতদ্রজতাসনং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যাঃ নমঃ” এই  
মন্ত্রে যোক্তশোপচারে দেবীর পূজা করিয়া “ওঁ হ্রীঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাং  
দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা” বলিয়া তর্পণ করতঃ মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি  
প্রদানপূর্বক কৃত্যঞ্জলি লইয়া বলিবে,—“শ্রীঅন্নপূর্ণে দেবি আব্-

শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ গায়ত্রী যথা—ওঁ ভগবত্যা বিদ্যাহ সাহেবদেবী  
ধীমহি ত্রিমোহমূর্খমশ্রোতবান্ ॥”



রণাতে পূজয়ামি।” এই বলিয়া অঙ্কুরা গ্রহণ করতঃ আবরণদেবতার পূজা করিবে। যথা,—

“হ্রীং জয়রাম নমঃ। হ্রীং শিরশে স্বাহা। হ্রীং শিখায়ে ববট্ট। হ্রীং কবচারে হং। হ্রীং নেত্রদ্বয়ারে বোমট্ট। হ্রীং করতলপৃষ্ঠাত্যাং অঙ্গায় কট্ট।” অতঃপর ভৈরবগণের পূজা করিবে। যথা,—“ও অসিতাকটৈরবার নমঃ। ও রুদ্রকটৈরবার নমঃ। ও চণ্ডকটৈরবার নমঃ। ও ক্রোশকটৈরবার নমঃ। ও উদ্রকটৈরবার নমঃ। ও কপালি-ভৈরবার নমঃ। ও ভীষণভৈরবার নমঃ। ও সংহার-ভৈরবার নমঃ।”

অতঃপর অষ্টলক্ষের পূজা করিবে। যথা,—“ও ব্রাহ্মা নমঃ”, এবং “নারায়ণ্যে, চামুণ্ডায়, কোমার্যে, ইন্দ্রাণ্যে, নাহেশ্বর্যে, বারাহ্মে, নারসিংহে, অপরাজিতায়, মহালক্ষ্ম্যে।” এবং “ক্ষেত্র-পালয়, ষোড়শৈ, গণেশায়, শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ, আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যঃ।” ইহাদিগের যথাক্রমে উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর “বজ্রায় নমঃ” এবং “শক্তয়ে, দত্তায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়, ত্রিশূলায়, পদ্মায়, চক্রায়, ঐরাবতায়, অজায়, নরকায়, মকরায়, মৃগায়, অশ্বায়, বৃষভায়, হংসায়, রথায়, বটুকায়, ক্ষেত্রপালয়, ষোড়শৈ, গণনারকায়—গন্ধপুষ্প দ্বারা ইহাদিগের পূজা করিবে। অনন্তর দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। যথা,—“ও ইন্দ্রায় দেবাধিপত্যে সায়ুধায় সর্বাঙ্গনায় সপরিবারায় নমঃ। ও অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে সায়ুধায় সর্বাঙ্গনায় সপরিবারায় নমঃ। ও যমায় প্রেতাধিপত্যে সায়ুধায় সর্বাঙ্গনায় সপরিবারায় নমঃ। ও নৈরুত্তায় রক্ষোহধিপত্যে সায়ুধায় সর্বাঙ্গনায় সপরিবারায় নমঃ। ও বরুণায় জলাধিপত্যে সায়ুধায় সর্বাঙ্গনায় সপরিবারায় নমঃ। ও বায়বে

প্রাণাধিপত্যে সাধুধার সবাহমার সপরিবারায় নমঃ । ও কুবেরায়  
যক্ষাধিপত্যে সাধুধার সবাহমার সপরিবারায় নমঃ । ও কেশবায়  
গণাধিপত্যে সাধুধার সবাহমার সপরিবারায় নমঃ । ও ব্রহ্মণে  
প্রজাধিপত্যে সাধুধার সবাহমার সপরিবারায় নমঃ । ও অনন্তায়  
নাগাধিপত্যে সাধুধার সবাহমার সপরিবারায় নমঃ । চতুর্থীয়ে,—  
“ও বটুকায় নমঃ” । “অতঃপর “ও দাঃ দশচক্রশিবায় নমঃ”—  
এই মন্ত্রে দশচক্রশিবের অর্চনা করিবে ।

অনন্তর বীজ উচ্চারণ করতঃ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ও সাধু-  
ধারৈ সবাহনাটৈ সপরিবারাটৈ ও হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণাটৈ দেবৈঃ নমঃ ।”  
মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে । অতঃপর ও সাধুধাঃ সবাহন-  
পরিবারাঃ হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণাঃ দেবীঃ তর্পয়ামি স্বাহা” বলিয়া তিনবার  
তর্পণ করিবে ।

অনন্তর প্রাণায়ামপূর্বক যথাশক্তি যুগময় জপ করিয়া “ওহাতি-  
ওহ” ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমৰ্পণানন্তর পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া প্রণাম  
করিবে । মন্ত্র যথা—

“ও অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে অগদম্বিকে ।

স্বচ্ছাক্র-চরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি ॥

ও সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে সৌমি নারায়ণি নমোহস্তু তে ।”

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও  
অঙ্কিরাবধারণ করিবে ।

### সংকল্প-পূজা ।

বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বাণিজ্যহুজি-কাৰ্য্যনার্থ এই পূজা করিতে হয়। কৰ্ত্তা স্বতিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। “বিষ্ণুর্য্য তন্নমস্তু বৈশাখ্যে মাসি শুক্ল পক্ষে পৌৰ্ণমাসান্তান্ত্রিণে অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকঃ বাণিজ্যহুজিকার্য্যঃ ত্রীহুগাপূজা ‘কৰ্ম্মহং করিষ্যে’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করতঃ ঘটস্থাপন করিয়া গণেশ শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি মন্বন্তর, ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল, মৎস্যাদি নগাবতার প্রভৃতি দৈবতার পূজা করিয়া যথাশক্তি দ্বাদশাদি শ্বেদ করতঃ “হা অমুঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদিরূপে কর্ত্তাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে—“ও সিন্ধুতাপশি শ্বেতরা মরকতশ্রেফা চতুর্ভুজৈঃ ; লব্ধ চক্র-বহুঃশরাংস্ত দমতী নেত্রৈঃপ্রতিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদ-হার-ককণরগণ-কাকীকণমূরুরা, হুগা হুগতিহারিণী তবতু মে মন্ত্ৰঃসমং-কৃণুতাৎ” এইরূপে ধ্যান করিয়া “ও হুং হুং হুগাং নমঃ” মন্ত্ৰে যথাশক্তি পূজা করতঃ জপ ও প্রণাম করিয়া চতুর্থী পাঠ ইত্যাদি করতঃ দক্ষিণান্ত করিবে।

### শীতলা-পূজা ।

মিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কৰ্ত্তা স্বতিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। “বিষ্ণুর্য্য অমুক মাসি অমুকরাশিষে ভাক্ষরে অমুকে পক্ষে অমুকতিণে অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা বিষ্ণুটিকাদিরোগোপ-শমনপূর্ব্বক ত্রীশীতলাপ্রীতিকামো গণপত্যাাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক ত্রীশীতলাপূজনমহং করিষ্যে” (পরার্থে “করিষ্যামি”) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সূক্ত পাঠ করতঃ ঘটস্থাপন করিয়া চতুর্দশান করিবে। মন্ত্ৰ “ও ইদং নেত্রভয়ং দ্রুতঃ বহিভাহুশম শ্রুতঃ। তারাকারমঃ

দেবি পদ্ম হং তুংবদ্রায়ঃ ॥” পরে পূজেন, শিখাদি পঞ্চদেবতা, জামিতাদি মৎস্যরূপ, ইত্যাদি দশদিক্শাল, মংতাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, বসুদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া “আং হদয়ান নমঃ” ইত্যাদিরূপে করতাল অঙ্গতাল করিয়া কুর্কমুদ্রাবোধে পুষ্প প্রদান করতঃ ধ্যান করিবে যথা—“ও হেতাজীং রাসভদ্রাং করবুংবিলসম্যাজ্জী-পূর্ণকৃত্যং, মার্কজা পূর্ণকৃত্যাদমৃতময়জলং তাপশাট্যে কিপজীং । দিগ্ভ্রাং বুদ্ধি-সূৰ্য্যং কনকমণিপণৈকুংবিতাজীং ত্রিসেনজাং, বিকোটাক্রান্তাপ—প্রথমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া যানসোপচারে পূজা করতঃ বিশেষার্থা স্থাপন করিয়া পুনঃ ধ্যান করতঃ ঘটে পুষ্প প্রদান করিবে, পরে “ও হ্রীং শ্রীশীতলে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদিরূপে অভিহন করিয়া প্রতিমাপক্ষে “আং হ্রীং” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত “শ্রীং এতদ্ব্যক্তাসনং ও হ্রীং শীতলাই দেবো নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে শীতলার পূজা করিয়া—“এতৎপাশ্চ ও বটাকর্ণার নমঃ” ইত্যাদিরূপে বটাকর্ণের পূজা করতঃ প্রণাম করিবে । ‘ও বটাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাদিবিনাশন । বিকোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥’ পরে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করতঃ বলদান হোম শেষ করিয়া (স্তব পাঠ করতঃ) প্রণাম করিবে—“ও শীতলে হং জগন্মাতা শীতলে হং জগৎপিতা । শীতলে হং জগদ্ধাত্রী শীতলাই নমো নমঃ ॥” পরে দক্ষিণা অঙ্কিতাবধাংগাদি করিকে ।

রাসোৎসব ।

অধিবাস ।—রাসযাত্রা-পূর্ণমাসে দারুণকালে কর্তা প্রতিষ্ঠানাদি করিয়া অধিবাস-সকল করিবে, যথা—“ওমন্তেতাদি কাষ্টিকে দাসি ওঁর পক্ষে অনুকতিখৌ অনুকগোদঃ শ্রীঅনুকঃ শ্রীকক-

শ্রীতিকায়াঃ স্বকর্তৃণা-শ্রীকৃষ্ণারৌপ্যবাসীকৃত্য গন্ধাদিনা শুভাধিবাস-  
কর্তৃহং করিতে। এইরূপ সঙ্গ করতঃ বধ্যমানরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা  
পূর্বক অধিবাসোক্তপ্রণালী-অনুসারে অধিবাস করিয়া অজিহাব-  
ধারণ করিবে।

পরদিন সারাকালে নিত্যকর্তব্য সারসিক্যা নির্বাহ করতঃ—  
অস্তিগাচন পূর্বক সঙ্গ করিবে। বিকুরোঁ অস্ত্যাকাটিকে মাসি  
ওলে পাৎ পৌর্ণমাসান্তিথৌ অমুকগোতঃ সনাতানপত্যঃ শ্রীঅমুক-  
দেবপত্নী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামো গণপত্যানিরেবতাপূজাপূর্বকশ্রীকৃষ্ণ-  
পূজাধং করিতে। এইরূপ সঙ্গ করিয়া স্ব স্ব মূল পাঠ করতঃ  
আগনতুচ্ছি, কৃততুচ্ছি মাতৃকাক্তাসাদি নির্বাহ করিয়া পীঠভাস  
করিবে। পরে বধ্যমানপ্রণালী-অনুসারে মণারাম (অভিবেক)  
সম্পন্ন করতঃ গণেশাদি দেবতাপূজাপূর্বক, অষ্টাদিশাস করিবে।  
বধা—“অস্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্ত নারদঋষিরাড্-গাণ্ডীচ্ছকঃ, শ্রীকৃষ্ণ  
দেবতা, ক্লীং বীজং, স্বহা শক্তিঃ, সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিরোপঃ।”  
শিরসি—“ও নারদঋষয়ে নমঃ” মুখে—“বিরামগাণ্ডীচ্ছকসে নমঃ”  
হৃদি—“শ্রীকৃষ্ণ দেবতায়ৈ নমঃ” ওহে—“ক্লীং বীজায় নমঃ” পাদদ্বয়ে  
—“ও বাহাগতয়ে নমঃ” সমুখে “ও মধ্যাধিষ্ঠাতৈয় হৃগটৈব নমঃ” ।

পরে “ক্লীং” মন্ত্রে প্রাণারাম করিয়া—

করুণাস করিবে, বধা—“ও ক্লীং অর্জুণাত্যাং নমঃ, ও ক্লীং  
তর্জনীত্যাং স্বাহা, ও ক্লীং মণাত্যাং ববট্, ও ক্লীং অনামিকাত্যাং  
হঁ, ও ক্লীং কনিষ্ঠাত্যাং বৌবট্, ও ক্লীং করতলপৃষ্ঠাত্যাং অত্রায় ফট্।”

অঙ্গভাস বধা,—“ও ক্লীং হৃদরায় নমঃ, ও ক্লীং শিরসে স্বাহা,  
ও ক্লীং শিখায় ববট্, ও ক্লীং কবচায় হুৎ, ও ক্লীং নেত্রাত্যাং  
বৌবট্, ও ক্লীং করতলপৃষ্ঠাত্যাং অত্রায় ফট্।”

অনন্তর “ক্লীং” এই বীজমন্ত্র দ্বারা বসুন্ধার্য কামপকন্যাস্তু করিয়া  
কুর্কুদ্রোণে পুষ্প লইয়া ত্রিকোণে ধ্যান করিবে, যথা—

“ও অং বৃক্ষাবনে রম্যো মোহনতমনারুতাঃ । গোবিন্দঃ পুত্ৰী-  
কাকং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ । আত্মনো বদনাভোজ্যে প্রেরিতাকি-  
মমুদ্রিতাঃ ॥ পীড়িতঃ কামবাণেন চিরমাল্লবণোঃ সুরকাঃ ॥ সুকৃত্যাব-  
লমবলীক তুহন্তনভরানতাঃ । প্রত্যঙ্গলবসনঃ মলমলিতকাবণাঃ ॥  
দন্তপংক্তি প্রত্যোস্তাসি-পুষ্পমালাগলাপিতাঃ । বিলোকয়তীর্থাবধৈর্ভার-  
গতীরিটৈঃ ॥”

এই ধ্যান করিয়া পুষ্পটী নিজমস্তকে প্রদান করিয়া মানসো-  
পচারে পূজা করিবে ।

তৎপরে বিশেষাৰ্থা স্থাপন করিবে, যথা—বসনে ত্রিকোণ  
মণ্ডল করিয়া তদগর্ভে “ক্লীং” বীজ লিখিরা—“ও আদারশক্তয়ে নমঃ,  
ও কুর্দার নমঃ, ও পৃথ্বীভ্য নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া “ও কটু”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকা-  
সহ ত্রিকোণমণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে ।

পরে “ও মং বহুমণ্ডলার দলকলায়মে নমঃ, ও অং পৃথ্বীমণ্ডলার  
বাঁদলকলায়মে নমঃ, “ও উং সোমমণ্ডলার বোড়লকলায়মে নমঃ ।”

এই বলিয়া অর্ঘ্যপাত্র পূজা করিয়া, “ক্লীং” এই মূল মন্ত্রদ্বারা  
ভাগ্যতে জলপূর্ণ করতঃ “ও গন্ধে চ বসুনে চৈব গোদ্যুরি সরযতি ।  
মন্দং সিদ্ধকাবেরি অলেহং সন্ সন্নিসি কুৰ ॥”

এই মন্ত্রে অমৃতমূত্রা দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডল হইতে তজ্জলে ত্রীর্ধ  
আবাহন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, পূর্বী ও আতপ ততুলান্নিকরণ অর্ঘ্য,  
লব্ধে প্রদান করতঃ মন্ত্রমূত্রা দ্বারা আচ্ছাদন করণান্তর—“ও ক্লীং  
জদয়ার নমঃ, ও ক্লীং শিরসে স্বাহা, ও ক্লীং শিখায়ে কটু, ও ক্লীং

কৰচায় হুং, “ও ক্লোং নেৰাতাৰু জ্যোবট্, ও ক্লঃ স্মৃত্যয় কট্” এই মন্ত্ৰে অৰ্ঘ্য বহুত-পূজা পূৰ্বক ছোটিকা (তুড়ি) দ্বাৰা দৰ্শনিক বন্ধন কৰিয়া “ক্লীং” এই বীজ তত্পৰি দশবার জপ কৰতঃ “বং” এই বীজ পাঠপূৰ্বক গেমুম্বাৰ অঙ্গীকৰণ কৰিয়া তৃত্বিনী ও বোমি মূদ্রা প্রদৰ্শনপূৰ্বক অৰ্ঘ্যপাত্ৰেৰ দক্ষিণে অৰ্ঘ্যবৎ শ্ৰোক্ষণীপাত্ৰ-স্থাপন কৰিয়া অৰ্ঘ্য-জলে পূজোপকৰণ এবং আত্মাকে অভ্যঙ্গন কৰিবে, অতঃপৰ পীঠদেবতা পূজা কৰিবে।

পরে পুনৰায় পূৰ্ববৎ ধ্যান কৰিয়া আবাহন কৰিবে, যথা—

“ও আগচ্ছ পরমানন্দ সৰ্বব্যাপিন্ জগদ্ভয় ।

সামিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপীতিঃ সহ মণ্ডলে ॥

ক্লীং শ্ৰীভগবান্ শ্ৰীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ” \* ইত্যাদি পাঠ পূৰ্বক আবাহনাদি মূদ্রা প্রদৰ্শন পূৰ্বক বোড়শো-পচাৰে শ্ৰীকৃষ্ণদেবের পূজা কৰিবে, যথা—

“ও ব্ৰজতাসুনায় নমঃ” এইরূপে তিনবার অৰ্চনা কৰতঃ “এতদধিপত্যে শ্ৰীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ” মন্ত্ৰে গুরুপূজা দিয়া—“ও সৰ্বস্বাৰ্ঘ্যামিণে দেব সৰ্ববীজময়ং ততঃ । আত্মহাৰ পরঃ শুদ্ধনাসনং কল্পয়াম্যহং ॥ ইদং ব্ৰজতাসনং ও ক্লীং” কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ১ ॥

ও বহু দৰ্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্ৰহ্মহৰাদয়ঃ । কৃপয়া দেবদেবেণ মদগ্ৰহে সন্নিবীভব । উদ্ভতে পরমেশান স্বাগতং ভবেৎ । কৃতার্থো-হম্মৃগৃহীভোহস্মি সকলং জীবিতক্ৰ মে । যদাগভোহসি দেবেশ চিদানন্দময়ব্যয়ঃ ॥ অজানাতা এনাদাতা বৈকল্যাৎ সাধনক্ৰ মে । যদপূৰ্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপি হুমুখো ভব । শ্ৰীভগবন্ কৃষ্ণদেব,

\* এতিহিত মূৰ্তিতে আবাহন কৰিতে হয় না ।

ভাগতঃ ৩ সুখাশ্রমঃ ২ ॥ ৩ বহুভিক্ষণেন সম্পর্কঃ পরমানন্দমুখঃ ।  
 ততঃ তে চরণাঙ্কায় পাদঃ শুদ্ধায় ক্রময়ে । এতৎ পাত্ৰম্ ॥ ৩ ॥  
 ৩ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাস্থানে । আচম্যং কল্পরাসীশ  
 স্তবাসংক্রজিতবে ॥ ইদম্ আচমনীয়ম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ত্রাপত্রয়হরং দিব্যং  
 পরমানন্দলক্ষণং । ত্রাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্য্যং কল্পরাসাহং ।  
 ইদমর্থম্ ॥ ৫ ॥ ৩ সর্বকল্পবহীনার পরিপূর্ণং সুখাস্রকং । মধুপকর্ম্মিভ্যঃ  
 দেব কল্পরাসি প্রসীদ মে ॥ এব মধুপকঃ ॥ ৬ ॥ ৩ উচ্ছ্রিতৌ-  
 ২ প্যাত্তিকীপি যন্ত স্রগমাত্ততঃ । শুদ্ধিমাপ্নোতি ততঃ তে  
 পুনরাচমনীয়কং । ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ॥ ৭ ॥ ৩ মেহং গৃহাণ মেহেন  
 লোকনাথ মহাশয় । সর্বলোকেষু শুদ্ধাশ্রম দদামি মেহমুত্তমম্ ॥  
 ইদং গন্ধটোলম্ ॥ ৮ ॥ ৩ পরমানন্দ-বোধাজি-নিময়-নিজমুত্তমো  
 সঙ্কোপাভিহিতং স্নানং কল্পরাসাহমীশ তে ॥ ইদং স্নানীয়জলম্ ॥ ৯ ॥  
 ৩ সার্বাতিত্ৰপটাজ্জলনিজশুভোক্তভেজসে । নিরাবরণবিজ্ঞান বাসন্তে  
 কল্পরাসাহম্ ॥ ইদং বস্ত্রম্ ॥ ১০ ॥ ৩ যানান্ত্রিত মহামায়া জগৎ-  
 সন্মোহিনী সখা । ততঃ তে পরবেশায় কল্পরাস্যুত্তরীয়কম্ ॥  
 ইদমুত্তরীয়কম্ ॥ ১১ ॥ ৩ যন্ত শক্তিভয়েণেদং সন্মোহিতমখিলং জগৎ ।  
 যজ্ঞশূদ্রায় ততঃ তে যজ্ঞশূদ্রং প্রকল্পয়ে । ইদং যজ্ঞোপবীতম্ ॥ ১২ ॥  
 ৩ বভাবস্থন্দরাজায় নানাপ্রত্যঙ্গায় তে । তুংগানি বিচিহ্নানি  
 কল্পরাসমরাজিত ॥ ইদমাত্তরপম্ ॥ ১৩ ॥ ৩ সসত্ত্বমেবমেবেশ  
 সর্বভুক্তিকরং পরম্ । অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ ইদং  
 জলম্ ॥ ১৪ ॥ ৩ পরমানন্দমৌর্য্যপরিপূর্ণবিগতম্ । গৃহাণ পরমং  
 গন্ধং কপরা পরমেস্বর ॥ এব গন্ধঃ ॥ ১৫ ॥ ৩ কৃতীয়শুভসম্পন্নং  
 স্নানীকরণনোহরম্ । স্নানলসৌহৃদং, পুষ্পং গৃহতামিহমুত্তমম্ ॥  
 ইদং পুষ্পম্ ॥ ১৬ ॥ এই সময়ে স্নানবিধি পুণ্য ও স্নানাদি দান



করিয়া—“ও নমস্তে বহুধার্য বিধিবে পরমাজুনে স্বাহা, এতৎ-  
সন্দনতুলসীপত্রম্ স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” যন্ত্রে তুলসী দিবে ।

পরে “ও বনস্পতিরসোৎপন্নো গম্বাটো গন্ধ উত্তমঃ । আশ্রয়ঃ  
সর্বদেবানাং ধূপোহং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ ধূপঃ ॥ ১৭ ॥ ও সুগন্ধাশো  
মহাসীপঃ সর্বভক্তিবিরাপহঃ । সবাছাত্যস্তরং জ্যোতির্দীপোহং-  
প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ ॥ ১৮ ॥ ও সংপাত্ত-শুদ্ধসুহবিকিঞ্চিধানেক-  
ভগ্নম্ । শিবেদগামি দেবেণ সর্বভূত্বিকরং পুরম্ ॥ এতন্নৈবেদ্যম্ ॥ ১৯ ॥  
ও সমভদ্রেবদেবেশ সর্বভূত্বিকরং পরম্ । অবগুনন্দ-সম্পূর্ণ গৃহাণ  
জলমুদ্রম্ ॥ ইদং পানার্থজলম্ ॥” ২০ ॥

পরে পুনরায় আচমনীয়দানের মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমনীয় জল  
দিবে—“ঐদমাচমনীয়জলম্ ॥ ২১ ॥ ও তাপত্রয়হরং দিবাং কপূরাদি-  
সুবাসিতম্ । ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুগমিদমুত্তমম্ ॥ ইদং  
তাম্বুলম্ ॥” ২২ ॥ পরে নিম্নপ্রকারে আবরণ পূজা করিবে,  
বধা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও কল্পিত্যে নমঃ —” এবং “লট্টায়া, গোপেভাঃ  
গোপীভাঃ কালিন্দ্যা, চাক্রহাসিষ্ঠে, দায়ে, সুদায়ে, বলভদ্রায়,  
সুভদ্রায়ে, উদ্ধবায়, অক্রুরায়, সর্কর্ষণায়, জনার্দিনায়, প্রহ্লাদায়,  
শাট্বেয়া, প্রিটে, সরস্বত্যা, শঙ্খায়, চক্রায়, গদাট্যে, পদ্মায়,  
কৌন্তভায়, সুবলায়, হল্লায়, খড়্গায়, বনমালাট্যে” । পরে রাসমণ্ডল-  
বদ্যস্থ কৃষ্ণ ও অষ্টলখীর পুনঃ পকোপচারে পূজা করিয়া প্রাণায়াম  
করিয়া ইবাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র বধা,—

“ও অমৃত মে সকলং জগৎ জীবিতক সুজীবিতং ।

যন্তবাত্তাশুভবশ্চৈব মুক্তা মে জন্মরাজতে ॥”

অন্তঃপন্নাদিকার পূজা করিবে । “স্বাহা” এই মন্ত্রে প্রাণায়াম  
এবং করতাস অঙ্গভাস করিয়া ধ্যান করিবে বধা,—

“ও তন্তুস্বৰ্ণপ্ৰভাঃ রাধাঃ সৰ্বকালকারুণিকতাঃ ।

নীলবস্ত্র-পরিধানাঃ তজ্জৈ কৃন্দাবনেশ্বরীম ॥”

ধানপাঠানন্তর ধানসোপচারে পূজাপূৰ্ণক বিশেষার্থে স্থাপনাদি করিয়া বোড়শোপচারে রানিকার পূজা করিবে, যন্ত্র “ও ত্রীঃ শ্রীঃ রাধিকায়ৈ নমঃ” ।

পরে প্রণাম করিবে ।

“ও তন্তুকাঞ্চনশ্যেৱাস্ত্রীঃ রাধাঃ কৃন্দাবনেশ্বরীঃ ।

বৃষভাস্তৃশ্রুতাঃ দেবীঃ তাং নমামি হরিশ্রিয়াম্ ॥”

অনন্তর চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্রামলা, শশিকলা, চিত্রা, অম্বুধী, ললিতা, বিশাখা, মদনসুন্দরী, অঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, কুঙ্কবিষ্ঠা, শশিরেখা, হরিশ্রিয়া, পদ্মা, সৰ্বা, ভদ্রা, ইন্দ্ৰাদিগের যথাক্রমে উপচারে পূজাপূৰ্ণক “কোটিবোঃগনীভো! নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে । \* অনন্তর আরাটিক করিবে ।

আরাটিক কর্ত্তব্যের বিধান—আগে পাদপদ্মে চারিবার, নাভিদেলে দুইবার মুখমণ্ডলে তিনবার, সৰ্ব্বগাত্রে সপ্তবার—এইরূপে দীপাদি শ্রাদ্ধর্চন করাইবে ।

\* “কামনাবিশেষে—“এতদৈ নানাপূঙ্গাদি রচিত-কল্পিতকল্প-বৃক্ষায় নমঃ”—এই ক্রমে অর্চনা করিয়া—এতদমিশ্রিতরে শ্রীবিকাবে নমঃ । ও এতৎ-সম্প্রদানান্তাং রাধাকৃষ্ণাত্যাং নমঃ—বিক্রোম্য তৎসদন্ত অমুক নাসি অমুক পক্ষে অমুকভিগৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবপুত্রাঃ শ্রীরাগাকৃষ্ণশ্রীতিকামঃ ইমং সবল্লকল্পিত-নানা-পূঙ্গাদিরচিত-কল্পিতকল্পবৃক্ষমর্চিৎ শ্রীবিক্রদৈবতং শ্রীরাগাকৃষ্ণাত্যাং পুণ্যত্যাগং দদে” যন্ত্রে কল্পবৃক্ষ দান করিবে ।

পূজা সমাপ্ত করিয়া অগ্নিহোত্রেবিশ্রামে সুপ্তিক্রম করতঃ হোম করিবে ।

সকল যথা,—“ও তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুক-  
তিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী শ্রীকৃষ্ণ রাঙ্গোৎসবকল্পনি  
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ ও ক্লী আহেতি—মহাকরণৈককণোহরাবিশ্রুতি-  
সংখ্যাকলাপ্যকরবীরপুণ্ড্রোহোমমহঃ করিষ্যে ।” এইরূপে সকল  
করিয়া—“ও ক্লী আহা” মন্ত্রে হোম করিবে ।

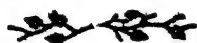
অতঃপর দক্ষিণান্ত করণানন্তর অজিহাবধারণ ও বৈষ্ণব্যসমাধান  
করিবে ।

অনন্তর গীতবাস্তাদি-উৎসবের সহিত বিগ্রহকে চারিবার মণ্ডপ  
প্রদক্ষিণ করাইয়া মণ্ডপমধ্যে বসাইবে ।

ইতি রাঙ্গোৎসববিধি ।



## অথ দোল-যাত্রা ।



পূর্ণিমা হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত ছয়টি তিথিতেই দোলযাত্রা করণীয়,  
তন্মধ্যে পূর্ণিমার দোলই প্রশস্ত । সকল দোনেই পূর্বদিনের  
অধিবাসাদি অবিকল পূর্ণিমার দোলের স্থায় করিতে হয় ।

অধিবাস ।—পূর্বদিনে সারংসঙ্খাদি সমাপনান্তে স্রোতপ এক  
ধ্বজ-চামরাদিদ্বারা সুসজ্জিত চতুর্ভার-সমবিত্ত দোলমণ্ডপ-মধ্যে উপবিষ্ট  
হইয়া আচমনপূর্বক বস্ত্রিগাচন করিয়া সকল করিবে । যথা,—

“বিষ্ণু-রাম তৎসদন্ত কান্তনে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ স্বঃকর্তব্য শ্রীভগবদ্-

গোবিন্দস্ত দোলাবোহণপূর্বক পরস্পর সাক্ষাৎকৃতং শুভগন্ধাদিভিঃ  
বাসনকর্তব্যং করিষ্যে ॥”

সকলান্তে হস্ত পাঠ করতঃ—সামান্তার্থা, আসনগুচ্ছ, ভূতগুচ্ছ,  
প্রাণারাম ও করালভাঙ্গাদি করিবে, অনন্তর গণেশাদিদেবতা, বিষ্ণু,  
লক্ষ্মী, রুদ্র, ও ভূর্গার পূজা করিবে গোবিন্দের পূজা করিবে ।

গোবিন্দ-ধ্যান ;—ও সৰং প্রসান্তং স্তম্ভং দীর্ঘচাক্চতুর্ভুজং ।  
অনাসং স্তম্ভরগ্রীবং হৃৎপোলং গুচিস্থিতম্ ॥ সমানকর্ণবিশ্বস্তম্ভবদ্র-  
করকুণ্ডলং । হেমহারং কনকহারং শ্রীবৎসং শ্রীনিকেতনং ॥ শঙ্খ-চক্র-  
গদা-পদ্ম কমলালাভিভূষিতং । নৃপূরৈর্কিলসৎপাদং কোমলপ্রভম  
যুতং ॥ দ্বায়ংকিরাট কটক-কটিনুজোজ্জ্বলিতং । সর্বাঙ্গসুন্দরং  
কৃত্যং প্রসাদসুখেক্ষণম্ । সূক্ষ্মরম্যতথ্যায়ৈদ্ গোবিন্দং গোপ-  
পুত্রিতম্ ॥”

ধ্যামান্তে মানসপূজার পর আদারণভাঙ্গাদি পীঠদেবতাপূজা  
( রাসপদ্ধতি দেখুন ) করিয়া বিশেষার্থা স্থাপন পূর্বক পুনরায়  
ধ্যানান্তর সোড়শোপচরে পূজা করিবে ।

অনন্তর “ও গরুড়ারং ছুরাধ্বাং”—ইত্যাদি মন্ত্রে অশন  
ক্বেবগর্ভীঃ পার্শ্বী-লাঠি করিয়া গরু ও মহাদি দ্বারা অধিবাস করিবে ।  
তাহার বিধান এই গ্রন্থে অধিবাস-পদ্ধতিতে দেখুন ।

পরে স্বপ্নভাক্ত বিধানক্রমে বহিঃস্থাপনাদি করিয়া—“অন্তেষ্টা  
শ্রীবিষ্ণুপীতিকামঃ অগ্নিন্ শ্রীভগবদ্-গোবিন্দস্ত দোলাবোহণপূর্বক  
ফলগুণসবকর্ষণি “ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুতি সুরয়ঃ দিবী  
চকুরাততঃ স্বাহেতিমন্ত্রকরণকটোত্তরশতসংখ্যক-সাল্যকরবীরপুটৈ  
হোমমহং করিষ্যে ॥” সকলান্তে হোম করিয়া স্বত দ্বারা নিম্নলিখিত  
প্রণালীতে হোম করিবে, মন্ত্র দ্বারা,—

“ও কুম্ভাঙ্কিত্রিতরে রেতে মাং সমুদরে । অর্ধিত্রাঙ্গেনসো  
বিধান্ মুকুতংহসঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ও যে দেবা দেবহেলং দেবা-  
সচ্চক্রিমা বরং । বায়ুমা তন্মাদেনসো বিধান্ মুকুতংহসঃ স্বাহা ॥ ২ ॥  
ও যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চক্রিমা বরং । সূর্যো মা তন্মাদেনসো  
বিধান্ মুকুতংহসঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ও যে দেবা দেব ইহতে তন্মাদ-  
ং দেব এনসঃ । বৃহস্পতিত্বাং তন্মাদেনসো বিধান্ মুকুতংহসঃ  
স্বাহা ॥ ৪ ॥”

অনন্তর হোমসমাপনান্তে দোলমণ্ডপের পূর্বদিকে শুদ্ধত্বির  
উপর বেড়ার ধরের নিকট গমন করিয়া, নারায়ণকে (রাধা  
গোবিন্দকে) স্থাপন করিবে, এবং যথালক্ষ্যপুটারে তাঁহার পূজা  
করতঃ ঐ ধরের মধ্যে জীবন্ত কিম্বা পিষ্টকমর অথবা ক্ষীরমর একটি  
মেঘ সংস্থাপনপূর্বক, জলধারা সেই ঘর প্রোক্ষণ করিয়া এই মন্ত্র  
পাঠপূর্বক অগ্নি দিবে ।

“ও বিষ্ণুরূপসমুদ্ভূত মহাশন হতাপন । মেঘ-মন্দির দাহেহত  
সমুদ্ভূতশিখো ভব ॥ প্রদক্ষিণেন ধাবন্তঃ কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা ।  
প্রদক্ষিণং দক্ষিণাথে কুরু কুরু বিশেষতঃ ॥”

অতঃপর ভগবান্কে নৃত্যগীতাদি সহকারে সিংহাসনারোহণ  
করাইয়া—কঁড়ে লইয়া—সেই গৃহকে সন্তবার প্রদক্ষিণ করাইবে ।  
পরে ভগবান্ গোবিন্দকে দোলমণ্ডে আনিয়া দোলাইবার উপযুক্ত  
পুষ্প-মালাদি দ্বারা শয্যা রচনা করতঃ, তত্ক্ষণি শয়ন করাইয়া  
গীতবাদ্য দ্বারা নিশা স্থাপন করিবে ।

দেব-দোল ।

পরদিন অকণোদয়ের পূর্বে শৌচাদি, ফিরা ও স্নানাদি সমাপন-  
পূর্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিবে, অনন্তর দেবতাকে দ্বিত ও সুগন্ধ

শীতলজলে স্নান করাইয়া বেশ ভূষা করিয়া মণ্ডপের চতুঃপার্শ্বে একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করিয়া—দোলিকার উপর স্থাপন করিবে।

অনন্তর স্থতিবাচন করিয়া সকল করিবে,—“বিকুরোম্ অন্ডে-  
ত্যাঙ্গি—ঐবিকুলীতিকামঃ যথোক্তবিধিনা ঐতগবনোগোবিন্দস্ত  
দোলারোহণপূর্বককলগুণ্ডসবকর্মাহং করিষ্যে।” এইরূপে সকল  
করিয়া সান্দোংসববিধানে সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া অঙ্গভাস্য,  
করভাস্যাদি সম্পাদন করতঃ গোবিন্দের ধ্যান করিবে।

গোবিন্দ—ধ্যান—“ওঁ রত্ন-মুক্তাহারভার-সদাশোভিতবক্ষসঃ।  
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতং কুণ্ডলোক্তাসিতশ্রুতিং ॥ যথাহানং যথাপোভং  
দিব্যালঙ্কাররঞ্জিতং। বিকচাশুভমধ্যাহং বিশ্বধাত্র্যা ত্রিমা বুভং ॥  
শম্ভুচক্রগদাপন্ন-ধারিণং বনমালিনং। সুপ্রসন্নং সুনাসক পীন-  
বন্ধঃস্থলোজ্জ্বলং ॥ পুরোবোমহিষ্টৈর্দেবৈব্রহ্মাণ্ডৈশ্চৈব কিমরৈঃ।  
কৃতাজলিপুটেত্কৃত্য জয়শৈবরভিরুতং। গন্ধকৈরঙ্গপারোভিষ্ট কিমরৈঃ  
সিদ্ধচারণৈঃ। হাহাহুহ প্রকৃতিঃ সত্বরং দিব্যগারনৈঃ ॥ অহং-  
পূর্বিকরা নৃত্যঙ্গিভবাদিরকাদিভিঃ। নেত্রাভূজসহস্রৈস্ত পূজ্যমানঃ  
মুদাম্বিষ্টৈঃ ॥ বিকিরতিঃ সর্গদিক্ গচ্চন্মনজং রত্নঃ। উপযিতাঃ  
গোবিন্দ পুণ্ডরেকরূপারনৈঃ ॥ ওঁ বলবীৰ্য্যমধ্যাহং কদম্বতরুশূলকৈঃ।  
হাবহান্তবিল্যৈশ্চ ক্রীড়মানং কনাকরে। গোপীতিষ্ঠৈশ্চ গোপাটৈশ্চ  
গৌগন্দেশলিভবানগম্ ॥”

এই ধ্যান করিয়া সান্দোপচারে পূজাপূর্বক বিশেষার্থ্য স্থাপনা-  
নন্তর আধারশক্ত্যানির পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করতঃ নিম্নলিখিত  
মন্ত্রে আবেহন করিবে।

“ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জয়স্বয়।

মদমুগ্রহার দেবেশ মণ্ডপে কুরু সমিধিন্ ॥

ঐতয়গোবিন্দেব ইহাশ্রুতগচ্ছ" ইত্যাদিক্রমে জ্ঞানার্জন  
করিয়া—যোড়শোপচারে পূজা করিবে, যথা আসন প্রোক্ষণ ও  
অর্চনা করিয়া "এতৎসম্প্রদানমি ও ক্রী গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া  
এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ও চরাচরমিদং সর্বং যত্র পূর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

উদন্তস্থম্বেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥

ইদং রজতাসনং ও গোবিন্দায় নমঃ ।" এইরূপে অস্ত্রান্ত সমস্ত  
ক্রিয় প্রদান করিবে, পরে "গোবিন্দ ইহ স্বাগতম্" ? বলিয়া পাঠ  
করিবে ।

"ও যত্র দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । তস্মৈ তে পরমেশ্বর  
স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥—ও কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সকলং জীবিতং  
মম । আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥—ও সুস্বাগতম্ ।  
ও যত্র পাদাঙ্কুরে দিব্যে মিশ্রলে ত্রক্ষরুপিণী । পূনাতি তন্তবা গদা  
জগৎ পাত্তং দদাম্যহম্ ॥—এতৎ পাদ্যম্ । ও ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং  
চিস্তয়ন্তি দিনে দিনে । অনর্থ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্থ্যমেতদ্ দদাম্যহম্ ॥—  
ইদমর্থ্যম্ । ও আচান্ততীর্থরাজো বৈ যেনাগত্যত্রুপিণা । দেবারা-  
জরূনাশায় দদাম্য্যচমনীরকম্ ॥—ইদম্যচমনীরম্ । ও সর্বকল্মষহীনার  
পরিপূর্ণস্বচ্ছনে । মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥—এব  
মধুপর্কঃ । ও উজ্জিষ্টোহপ্যন্তর্কীপি যত্র স্রবণমাত্রতঃ । শুদ্ধিমাপ্নোতি  
তস্মৈ তে পূনর্যচমনীরকম্ ॥—ইদং পুনর্যচমনীরম্ । ও যঃ  
কেলুরূপমাহার প্রলয়গর্গবিপ্লুতাম্ । উজ্জহার যন্নামেতাং আপয়ামি  
তমন্তরা ॥—ইদং স্নানীরকম্ । ও ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্ত বিশ্বরূপস্য  
সংকৃতিঃ । আচ্ছাদনঃ সর্বেষাং প্রদদে বাসদী ততে ॥—ইদং  
যত্রম্ । ও স্বদাবন্দরাজসে নানাপ্রকৃয়াশ্রয় তে । সুখ্যানি

। বিচিহ্নাণি করায়ানুসংগিতঃ ॥—ইদং ভূমণম্ । ও বনম্পত্তিক্রমঃ  
সকামগরুক্রমঃ । স্মৃতিসম্পাদা ততৈ গচ্ছাহলপনম্ ॥—এব  
সকঃ । ও তুরীয়াবসমুদ্রং নানাভূগমনোহরম্ । আনকসৌহর্য  
পূনঃ গৃহভানিমুত্তমম্ ॥—ইদং পূনম্ ।”

পরে “ও নমস্তে বহুঈশ্বর বিক্রেবে পরমায়ানে স্বাহা” এই মন্ত্রে  
তুলনো প্রদান করিয়া ধূপ দান করিবে, যন্ত্র যথা,—“ও বনম্পত্তিক্রমো  
দিব্যো গচ্ছাতঃ স্মৃনোহরঃ । আত্রেয়ঃ সর্গদেবানাং ধূপোহর্য  
প্রতিগৃহ্যতাং ॥—এব ধূপঃ । ও সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্গত-  
তিমিরাপহঃ । সবাহ্যভাস্তরং জ্যোতির্দীপোহর্য প্রতিগৃহ্যতাং ॥  
এব দীপঃ ।—ও সংপাত শুদ্ধসুহৃদিবিরিধানেকতর্কণম্ । নিবেদনামি  
দেবেশ সর্গহৃদিকরং পরম্ ॥ এতৈবেদাম্ ।”

ধূলময়ে পানার্থরূপ জিবদন করিয়া আচমনীয়দানের মতে  
আচমনীয় তল প্রদান করতঃ, তাহুল নিবেদন করিবে, যন্ত্র যথা—  
“ও দোহররুক্রমঃ দিব্যঃ কপূর্ণাদিসুখাসিতম্ । ময়া নিবেদিতং দেব  
তাহুলমিবমুত্তমম্ ॥ ইদং তাহুলম্ ।”

পরে অঙ্গভাস, করমাস এবং প্রাণারামগুরুক যশাশক্তি জপ  
করিয়া “ওহাতি” মন্ত্রে জপ সমর্পণানন্তর “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” মন্ত্রে  
প্রণাম করিবে ।

তৎপরে ধ্যানগুরুক বোড়শোপচারে লক্ষীর পূজা করিয়া গুরুপূজা  
দ্বারা আবরণ দেবতার পূজা করিবে, যথা—

এতে গুরুপূজে “ও ক্রীং কৃষ্ণায় নমঃ”, এই ক্রমে,—“গোবিন্দায়  
গোপীজননয়তায়, ভগবতে বাসুদেবায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদাটায়,  
পদ্মায়, শ্রীবৎসায়, কালিন্দ্যে, নাথজিহ্বে, চাকরা সঠে, বোহিষ্টে,  
কাইবঠে, কুঁহিষ্টে, সত্যজামাই, বাধিকার, আইসনীভাঃ,



বাহুদেবতার, সৰ্বদেবতার, অনিৰ্ভাৱ, শক্তি, ত্ৰিভুৱা, সৰ্বদেবতা, কেশবদেৱাদেশবৰ্জিতৱে সৰ্বদেবতাইনগণবিহাৰীৰ নমঃ, সৰ্বদেৱতা দেৱদেৱতা নমঃ, সৰ্বদেৱতা দেৱদেৱতা নমঃ। এইৰূপে পূজাতো আৱাহিক কৰিয়া, "কন্তুচূৰীৰ নমঃ" বলিয়া অৰ্চনা পূৰ্বক মন্ত্ৰ পাঠ কৰিয়া দেৱতাৰ অঙ্গে কন্তু পদান কৰিবে। মন্ত্ৰ,—

"ও কন্তো ত্বং সৰ্বদেৱানাং শিরোলাৰ্য্যোহসি সৰ্বদা। ইমৌ শ্ৰীভিষ্মা কাৰ্ণা নমস্তেহকপতেজসে ॥ ও দামোদৰ হৃদীকেশ লক্ষীকান্ত জগৎপতে। গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং শ্ৰীভো তব কেশব ॥ ও নারায়ণ জগন্নাথং বৈকুণ্ঠং পূৰ্ববোক্তম্। লীলয়া খেলয়া দেৱং গোপীভিঃ পৰিৱাৰিতম্ ॥ গোপীভিৰ্ভেত্তিতং নাথং খেলয়ৎ-পৰমেখরং। লোকযাত্ৰাহিতাৰ্থায় দোলয়ামি জমৰ্দ্দিনং ॥ কন্তুং গৃহাণ দেৱেশ ক্ৰীড়াকৌতুকমলৈঃ। নোতাৰ্থং তে শরীরতঃ স্বেচ্ছয়া চাত্ৰ দোলয়ে ॥ পুৰা দেৱানুৱে বুদ্ধে ব্ৰহ্মণা নিৰ্ম্মিতং স্বরম্। অশুৰাণাং বিনাশায় গৃহ কন্তুং শূরোত্তম ॥ কলাণং কুৰ মে দেৱ গৃহাণ কন্তুমুত্তম ॥ ত্বং প্রসাদাক্ষগৰ্ভাং তব পূজাং কৰোমাহম্ ॥ জগন্নাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবৰ্দ্ধক। কন্তুক্ৰীড়াভিৱেতাভিহুহি মাং তবসাগৰাৎ ॥ জয় কুৰ জগন্নাথ জয় চাগ্ৰহদন। কন্তুক্ৰীড়াভি-  
ৱেতাভিহুহি মাং ভবসাগৰাৎ ॥ গোপীমুখাভোজ মধু-পানমত্তমধু-  
ব্রত। কন্তুক্ৰীড়াভিৱেতাভিহুহি মাং তবসাগৰাৎ ॥ জয় দেৱ  
দিনেশান রজনীশবিলোচন। নিরাকার-নিরাতাস নিৰ্ভণ জাহি মাং  
ক্ৰীড়া ॥"

তৎপরে তিনিবায় প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া,—সপ্তবায় জয় জয় দোলন কৰিবে।

তৎপরে হৃদ্যোদয়ের দিন সুহৃৎ পৰে সৰ্বদেৱতালৈ সানাতাৰ্য্য ॥

জানামি যথাশক্তি সমাপন করিয়া, “হুয়েলী” ইত্যাদি ধ্যানবারা  
মন্ত্রোপচায়ে বা বোধেশোপচায়ে গোবিন্দের এবং লক্ষীর পূজাপূর্বক  
সংস্কার বোলন করিলে ।

অনন্তর মধ্যাহ্নকালে বিগ্রহকে দোলা হইতে অবতরণ করাইয়া,  
অগ্রে পঞ্চোপচায়ে পূজাপূর্বক অভিষেক করিয়া পরে বিশেষ পূজা  
করিবে । ( অভিষেক পদ্ধতি দেখুন )

জানেন পর ধোত-শুকবস্ত্র দ্বারা বিগ্রহের গাত্রজল মোচনপূর্বক  
শোভন বেশভূষা করাইয়া, গোবিন্দ ও লক্ষীর ধ্যানানন্তর বোধেশো-  
পচায়ে পূজা করবে, পরে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দিয়া আরাট্রিক  
করিবে ।

তৎপরে দক্ষিণাঙ্গব্য গঙ্গাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চনা করিয়া—  
“অন্তেষ্যাদি ত্রীভগবৎগোবিন্দ-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-ত্রীভগ-  
বৎগোবিন্দ দোলারোহণপূর্বককঙ্কৎসবকর্ষণঃ সাক্ততার্থঃ দক্ষিণা-  
ংসেতৎ কাকনমূল্যভজতথঃ যথানামগোমায় ভ্রাক্ষণারাহং মদে  
( মদানি ) ।” এই ক্রমে দক্ষিণাঙ্গ ও অচ্ছিন্নাবধারণ করিয়া বৈগুণ্য  
সমাধান করিবে ।

### কোজাগর-কৃত্য ।

সারংকালে কর্তা সারংলক্ষ্য সমাপন করিয়া প্রতিবাচন পূর্বক  
সকর করিবে যথা—“ও তৎসদয় আধিনে মাসি তুরে পক্ষে  
পৌর্ণমাসান্তিধৌ অমুকগোজঃ ত্রীঅমুকদেবলক্ষ্য্য • ত্রীলক্ষীদেব্যা  
দারোর্জিতিত্যাদিদেবতা-প্রীতিকামো দারোর্জিতিত্যাদিপূজনমহঃ  
করিত্যেৎ” পরার্থে “করিত্যামি” ।

অনন্তর শালগ্রামে বা ঘটে পাদ্যাদি দ্বারা “ও দারোর্জিতিত্যাদ্যো  
লক্ষ্য্য-লক্ষীয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে ।

সকলকে “এতে গন্ধপুষ্পে ও হব্যবাহনকে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও পূর্ণকাবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও সভারাক্ষার নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও কন্দার নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও রক্ষীকরনন্দে নমঃ।” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গোপনবান্ ব্যক্তি সুরভির পূজা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও সুরভরে নমঃ।” ছাগবান্ ব্যক্তি হতাননের পূজা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও হতাননার নমঃ।” মেঘবান্ ব্যক্তি বরুণের পূজা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও বরুণার নমঃ।” হস্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিনায়কের পূজা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও বিনায়কায় নমঃ।” অশ্ববান্ ব্যক্তি রেবতের পূজা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও রেবতায় নমঃ।” সকলেই নিকুন্তদেবের অর্চনা করিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও নিকুন্তায় নমঃ।” এইরূপে প্রত্যেকের পূজা করিবে, অশক্ত পক্ষে প্রত্যেককে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। কোন স্থানে হব্যবাহনকে সমুদ্র আতপতগুল এবং ববতগুলযুক্ত নৈবেদ্য দান করেন, আর পূর্ণকাকে তৃণযুক্ত পাকসের নৈবেদ্যদ্বারা ও অস্ত্রান্ত দেবতাগণকে তিলতুল এবং মাংসলাই দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

পরে পুনরায় সকল করিবে যথা,—

“বিকুর্যাম তৎসদভ্যধিনে মাসি শুক্রে পক্ষে পৌর্নমাস্যান্তিধৌ  
অমুকগোত্রঃ স্ত্রীঅমুকদেবশর্মা পরমবিকৃতিলাভকামো (পক্ষীস্রীতি-  
কামো বা) মরণভ্যাধিদেবতাপূজাপূর্বক-পক্ষী-পূজামহং করিষ্যে।”

অনন্তর সকলস্বত্ব পাঠ করিয়া আননভুক্তি সমান্তাৰ্য্যাহাণমাদি  
করিয়া গণেশ, শিবাদিশিবদেবতা, আদিত্যকিনরগর, ইন্দ্রাদিন-  
দিকপাল, মংগলাদিদেবতার প্রকৃতি দেবতাসকলকে বৎসলভিঃ পূজা

করিতা হুতগুহি এবং ‘ঐঃ’ বীজমন্ত্র প্রাণায়াম ও ব্যাপকভাস করিতা ‘গুং অকুষ্ঠাত্যং নমঃ, নীঃ তর্জনীভ্যাং বাহা’ ইত্যাদি-ক্রমে অকভাস করিতা মন্ত্রীয় ধ্যান করিবে ।

“ও পাশাক্ষমালিকাতোজশূনিতিধাম্যসোমারোঃ । পদ্মানহাং ধারয়েত ত্রিংশং ত্রৈলোক্য-মাতরম্ ॥ গৌরবর্ণাং জ্বরপাকং সর্কী-লকারত্বিতাম্ । রৌদ্রপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং মক্ষিণেন তু ॥”

এইরূপে ধ্যান করিতা মানসোপচারে পূজাপূর্বক বিশেষার্থ্য-স্থাপনান্তর পীঠপূজা \* করতঃ পুনর্বার ধ্যান করিতা আবাহন করিবে যথা—

“ও লম্বি মেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অজ্রাদি-ষ্ঠানং কুরু নম পূজাং গৃহাণ ।”

এইরূপে আবাহন করিতা বোড়শোপচারে পূজা করিবে যথা— আসন প্রোক্ষণ ও অর্চনা করিতা—ইদং রজতাসনং ও ঐঃ লম্বৈ নমঃ এই ক্রমে সর্ব ত্রযা দিবে ।

অতঃপর, পাণ্ডাদিধারা “ও ইজ্রা নমঃ” এইক্রমে ইজ্রের পূজা করিতা—

“ও বিচিট্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে ।

পৌলোম্যানিজিতাকার সহস্রাকার ভে নমঃ ॥

\* ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে ১০৮ পৃষ্ঠাঙ্ক সাধারণ পীঠভাস করিতা নিয়মযে মন্ত্রীকলোক্ত পীঠভাস অনুসারে স্বহস্তাধিতে বিশেষ পীঠভাস করিতে যথা—ও বিকুটৈ নমঃ, এবং উরুটৈ, কাটৈ, স্রুটৈ, কীটৈ মরুটৈ, বৃটৈ, উৎস্রুটৈ, নমো—ওটৈ, তদুপরি—ঐঃ কমলাটৈ ।

পীঠপূজাতেও উক্তরূপ জানিবে ।

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলির প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে ।

প্রণাম মন্ত্র যথা —

“ও ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্ ।

বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তনৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥”

পরে—“ও কুবেরায় নমঃ” এই ক্রমে পূর্ববৎ কুবেরের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে । প্রণাম মন্ত্র যথা —

“ও ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদাধিপায় চ ।

ভবন্তু ত্বং প্রসাদান্নে ধনধান্যাদিসম্পদঃ ॥”

পরে ‘ত্রীং’ এই বীজ মন্ত্রে প্রাণারাম করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া “গুহ্যতি” মন্ত্রে জপ সমাপনানন্তর লক্ষ্মীদেবীকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা —

“ও নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে ।

যা গতিস্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে কুয়াবদর্শনাং ॥”

পরে প্রণাম করিবে । প্রণামের মন্ত্র যথা,—

“ও বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে ।

সর্বত্রঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহিস্ত তে ॥” \*

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া পরে লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠ করিবে ।

লক্ষ্মীস্তোত্রম্ ।

“ঈশ্বর উবাচ । ত্রৈলোক্যপুজিতে দেবি কথমে বিষ্ণু বরভে ।  
যথা ত্বং হুহিরা কঁকে তথা তব মরি দিরা । কথসী কনলা লক্ষ্মীললা  
ভূতিহিবিপ্ররা । পদ্মা পদ্মালরা ললাৎ স্রুতিঃ স্রীঃ স্রুগাং রণী ।

\* তুলসী ঐশ্বরীক ও কাকন পুষ্পে লক্ষ্মীর পূজা করিবে না  
এবং ঘণ্টা বাজাবে না ।

সামন্তৈতানি স্যামানি লক্ষ্মীং-সংখ্যকং যঃ পাঠেৎ । স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবে-  
ত্তত পুত্রস্বয়াদিভিঃ সহ ॥ ইতি লক্ষ্মী-পুস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

পরে অষ্টোত্তারশ্লোকে ও বৈষ্ণবসম্বাদান করিয়া নক্ষিণাঙ্ক করিবে ।

কেহ কেহ দীপাঙ্কিত-দিনে না করিয়া এই দিনেই দীপদান ও  
সুধরাজির প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । দীপদান যন্ত্র যথা—

ও অগ্নিকোষী-রবিকোষাতিশতশ্রুজোতিস্তথৈব চ ।

জ্যোতিষাধুগুণো দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্য চাম্ ॥

পরদিন প্রত্যবে গোরচনাদিঘারা তিনক করিয়া, প্রদীপ বন্দনা  
করতঃ লক্ষ্মীসমিধান প্রার্থনা করিবে । যথা,—

“ও বিশ্বরূপস্ত তামাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে । মহামিহি  
লম্বভাং সুধরাজিঃ কুরুষ মে ॥ বর্ষাকালে মহাঘোষে যম্মরা  
ব্রহ্মতং ব্রহ্মত্ । সুধরাজিঃ প্রভাতেঃ [ সুধরাজিঃ প্রভাতেঃ ] তন্মে  
লক্ষ্মীর্বাণোহতু । ও হা লক্ষ্মীঃ-সর্বভূতানাং হা চ দেববৎসিহা ।  
‘সর্বসরসিহা হা চ সা ( সমাস ) সদাস্ত্র যম্মরনা ॥ যাতা অং সর্ব-  
ভূতানাং দেবানাং হৃদিসম্বলী । আগ্রাতী তুহলে দেবি সুধরাজি  
নুমোহতু তে ॥”

মুষ্টিমতী প্রতিমা হইলে হোম করিবার প্রণয় আছে । হোম  
করিতে হইলে কুশডিকা-বিদানে হোম করিবে । আগ্র প্রতিমার  
চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ।

( আগ্র প্রতিষ্ঠার যন্ত্রাদি এই পুস্তক ১০০ পৃষ্ঠা দেখুন । )

ইতি কোমলগয়লক্ষ্মীপূজা ।

অথ বিকোণ্ঠহাতিবেক-লক্ষ্মীপূজা ।

কোমলদো কুবাংসবনং যথা । অঙ্গিটহরিয়া, টেলার, বিকুটেল,  
সারস-টেলম্ । অঙ্গুরনার্থঃ, পঞ্চমিশতিপলপরিমিতঃ শুভম্ ।

উৎকর্ষনক্রয়ানি যথা ।—হরিদ্রাঃ পদ্মপুঞ্জী (ভুইনকুনি), লাক্ষা-  
গম্ভারী, কুশাগ্রাঃ, এতানি শিষ্টা কপূরাদিসুগন্ধ-মিশ্রিতানি ।

বাদন মুক্তিকা যথা ।—হস্তিধাতুম্, বরাহদন্তম্, অৰ্ঘ্যধূলয়-  
ম্, গোষ্ঠম্, গোশৃঙ্গম্, চতুশ্লথম্, গজাভীরম্, নদীকুলধরম্,  
রাজকাকরম্, ষড়্ভাগম্, কুশমূলম্, পদ্মমূলম্ । সর্কৌষধিঃ,  
মহৌষধিঃ, গন্ধোদকং, পঞ্চাভূতং, পঞ্চগবান্, পুষ্পজলনঃ, বারি-  
পূরিতকুষ্ঠাঠৌ । ষট্যন্তরে বাদনক্রীড়িতজলম্ । উচ্ছোদকং,  
রক্তোদকং, নারিকেলোদকং, তালফলোদকং, পুষ্পোদক, ইক্ষুরসঃ,  
ইক্ষুগুড়ঃ, নদীনদোদকং, গন্ধোদকং, সরস্বত্যুদকং, সাগরোদকং,  
নির্করোদকং, পদ্মরজোমিশ্রিতোদকম্ । ইতি ব্রহ্মাসানম্ ।

ততঃ সঙ্কল্পং কুৰ্য্যাৎ যথা । “ও তৎসৎ অস্তিত্বাদি অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুর্কর্মফলপ্রাপ্তিপূর্বক শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকাশঃ শাল-  
গ্রামাদিকরণক-শ্রীবিকোর্মহাদানমধ্যপূজনকর্মাদঃ করিষ্যে ।” পরা-  
র্থশ্চেৎ “করিষ্যামিতি” বিশেষঃ । ততঃ সঙ্কল্পকৃতং পঠিত্বা  
ছত্রচন্দ্রশঙ্করপতাকাবিভিঃ সুসজ্জীকৃতং, পদ্মবটভেদাদিবহবাঙ্ক-  
পুরঃসরং দেবং অর্ঘ্যাদিরচিত উদ্ভাসনে সংস্থাপ্য মহাভিষেকসারভেৎ ।  
তদ্বৎ । তৈলহরিদ্রয়া । “ও কোহসি কতমোহসি কঠৈঃ কা  
কার কা স্নোহোকঃ স্রবলঃ সত্যরাজন্ ।” নারায়ণতৈলেন । “ও  
নারায়ণার ত্রিগুহে বাসুদেবার ধীমহি তমো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।”  
বিষ্ণুতৈলেন তথা তিলতৈলেন—“ও তৈলং যদ্রোক্ষদেবরঃ স্রিভঃ  
রমাং স্তুতীতম্ । তেন কাং আপ্যায়ীহ বরদো ভব কেশব ।”  
পঞ্চবৎশতিলপরিমিততৈলেন । “ও স্তবতী কুবেরানমতিশ্রিরোক্ষী  
পৃথ্বী মধুহবে স্রপেবলা ভাব্যাপৃথিবী বরুণত ধর্মণা বিকসিতে  
অমরে ভূমি রেতস্ ।” ততঃ পূর্বোক্তোৎকর্ষনক্রয়োগ মূলমন্ত্রেণো-

বর্ত্তয়েৎ । ততো হুত্বিন্দ্রমুদা । "ও ইরাবতী ধেনুমতী হি-কৃতং  
 শুববসিনী মনসে কশীতাঃ ব্যকতাঃ যোবসী বিক এতে দাধর্থ পৃথবী  
 মতিতো মনুভৈঃ ।" বরাহস্মৃদা । "ও নীল-গ্রীবাঃ নিতিকঠা  
 দিৎ কজা অধিপ্রিতাঃ । ভেবাঃ সহস্রযোজনেব ধমানি তদ্যমসী ।"  
 অম্বুরগম মৃতিম্মা ।" । নারায়ণগায়ত্র্যা । গোষ্ঠমুদা । "ও  
 আপো দেবী মধুমতী অগৃহং নৃবততি রাজমুচ্চিতানঃ জ্যোতি-  
 যিত্রাবরণ অভাবিকম্ভাতি রক্ত মনরত্যায়াতী ।" গোশৃঙ্গমুদা ।  
 "ও মূর্ধানং দিবোহরতিঃ পৃথিব্যা বৈদ্যানর মৃতরা জাতমগ্নিঃ  
 কবিঃ সত্বাকমতিথিং । জনানামাসম্মাপাত্তঃ জনরক্ত দেবাঃ ।"  
 চতুশ্চন্দ্রমুদা । "ও চতুশ্চন্দ্রাবে মৃঃ মে সঙ্গশক্করকরি । ত্রিকু-  
 ঞ্জানেন দেবেশি কণ্যাং কুৎ মে সদা । গম্বাতীরমুদা । "ও  
 ত হৃকোঃ পরমঃ পদং সদা পশ্চাতি হরমঃ । দিবৌ চকুরাততম্ ।"  
 নদীকুণ্ডমুদা । "ও পঞ্চমধ্যঃ সন্বতীমপিবতী সপ্রোতসঃ ।  
 সন্বতী তু পঞ্চাশ্তে য়েযেহুতবৎ সরিং ।" রাজবারমুদা । "ও  
 শ্রীশ্চতে লক্ষীশ্চ পত্ন্যা বহোরায়ে পাষে নকজ্ঞাপ সঙ্গমন্ধিনৌ ।  
 ব্যাত্তং ইক্সিগাণামুগ্ন ইবাণ সঙ্গলোকম্ব ইবাণ ।" খড়্গাগরমুদা ।  
 খড়্গী পশুশিবেবক্তত খড়্গাগরমুদতি । "ও নমতে কৃত্তমস্তব  
 উতোত ইবৎ নমঃ । বাহত্যামুতোত নমঃ ।" কুশমূলমুদা । "ও  
 কার বাহা কঠে বাহা কঠমৈ বাহা, বাহা ধীমহি যঃ বাহা  
 মনঃ প্রজাপতয়ে বাহা চিত্তং বিজাতার ।" পদ্মমূলমুদা ।  
 "ও কুবিন্দ যবকতো যবঃ চিদ্ভগা দাত্যাপূর্বে এবিষু ইংসেইয়ুঃ  
 কুপুহি ভোজনানি বে বহিষো নমো কৃষ্ণিঃ ন জম্ ।" বক্রোদ-  
 কুম । "ও নারায়ণার নমঃ ।" অর্পোদধেন । "ও হিরণ্যগর্ভঃ  
 সর্গর্ভতঃ কুটুভ জাতঃ পুত্ৰিরক মুনীঃ । স বাধার পুণ্ডরীক



ভামুতেমাং কটয় বেবার হবিবা বিধেম ।” কহুকাগরিণী । “ও  
 নর আপ” ইত্যাদি মন্ত্ৰেণ । “ও কলেন ।” “ও আজেরী ভারতী  
 গঙ্গা ঘনুনা চ সন্নতি ।” “সন্নতিগী পুণ্য বেতগঙ্গা চ কোণিকী ।  
 ভোগনতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা ।” সর্গাঃ সুননসো  
 কুবা ভুগারৈঃ আপরাস্বম্ ।” ততঃ শুদ্ধকণ্ঠৈঃ—কামগারজ্যাপুত্র-  
 হৃষ্টৈঃ শ্রীহৃষ্টৈঃ স্নাপয়েৎ । তদ্যথা । “ও কামদেবার বিদ্যহে  
 পুস্তবাণার দীমহি তম্ভেহনক প্রোদয়ান ।” “ও মহেশ্বরী পুত্র  
 মহেশ্বকঃ সন্থগাং মভুমি সর্গতঃ স্পৃষ্ট ।” “ও ভিত্তিকলাসুগম্ ॥ ১ ॥ ও  
 পুত্রব এবেষঃ সর্গঃ বহুত বচ ভগ্যঃ উভ্যুতভুতেশানো বদ-  
 য়েনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ ও এভাবানশ্র মনিসাতো জ্যায়াম্শ্র পুত্রবঃ  
 পানোহস্ত বিদ্যা ভূতানি জিপাদশ্রামুতং দিবি ॥ ৩ ॥ “ও জিপাদুর্গ  
 উদৈৎপুত্রবঃ পানোহিস্যোহা ভবৎ পুনঃ । ততো বিধত্ত ব্যাক্রামং  
 শাশনামশনে অতি ॥ ৪ ॥ ও ততো বিরাডুজারত বিরাজো অপি  
 পুত্রবঃ । স জাতো অহারিচাত পশ্চাভুমিশণো পুরঃ ॥ ৫ ॥ ও  
 শুভ্রাদ্ যজ্ঞাং সর্গহতঃ সন্তুতঃ পুত্রদাতাঃ । পশুংস্তাংশ্র  
 বায়বা নাগায়ণা গ্রামাশ্র য়ে ॥ ৬ ॥ ও তন্মাদ্ যজ্ঞাং সর্গহতঃ  
 অয়ঃ স্যামানি যজিরে । হন্যাসি যজিরে তন্মাদ্ বহুতন্মাদ-  
 জারত ॥ ৭ ॥ ও তন্মাদখা অজারত য়ে কেচোত্তমারতঃ । পাবে  
 হ যজিরে তন্মাদশ্রামাশ্রাতো অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥

ও তং যজ্ঞং বহিবি প্রৌকন্ পুত্রবঃ জাতমগ্রতঃ । তেন  
 দেবা অমগ্রত সাখ্যা অবরশ্র য়ে ॥ ৯ ॥ ও বঃপুত্রবঃ বাদধুঃ কতিদা  
 ব্যকরয়ন্ । মুখং কিমজ্ঞানীং কিংবাহু কিমুত্র পাদ্যকুচ্যতে ॥ ১০ ॥  
 ও ত্রাকণোহস্তমুখমানীদ্ বাহু রাজতঃ কৃতঃ । উরু ভদন্ত যদৈত্তঃ  
 পশ্যাং শূত্রো অজারত ॥ ১১ ॥ ও চক্ৰবা মনসোব্যাক্রমকোঃ

দেবী। অজায়ত । শ্ৰোতাব্যবস্থা প্রাপ্ত সুখদয়িতব্যত । ১২ ॥  
 ও নাজ্যঃ আসীদন্তরিকঃ নীকে। দৌঃ সমবত্ত । পত্ন্যাঃ  
 তুনির্দিষ্টঃ শ্ৰোতান্তং লোকান্ অকরয়ন্ ॥ ১৩ ॥ ও বৎসপুত্রবেণ  
 হবিষ্য দেবা যজ্ঞযন্তবত । বসন্তোহস্তসৌম্যাত্যঃ গ্রীষ্ম ইথাঃ শব-  
 দ্বকিঃ ॥ ১৪ ॥ ও সপ্তাশ্বাগন্ পরিধর ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃত্যঃ ।  
 দেবা বদ্যজ্ঞঃ তদান্ অবগন্ পুত্রবঃ পশু ॥ ও যজ্ঞেন যজ্ঞম-  
 যজন্ত দেবাত্তানি ধর্ম্মাণি প্রথকতাম ॥ তে হ নাকং মহিমানং  
 সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৫ ॥ ও অস্ত্যঃ সন্তুতঃ  
 পৃথিবৌ রসাত্ত বিষ্কর্ষণঃ । সমবর্ত্ততঃ্ৰে তত্র বৃষ্টা বিবধজ্জপ-  
 মেতি তদ্বর্ত্ত্যন্ত দেবকমাজাতমগ্রে ॥ ১৬ ॥ ও বেদাহমেতং পুত্রবঃ  
 মহাত্মমাদিত্যবর্নং তমসঃ পরমাত্ম ॥ তমেব বিদিত্বা অতিমুক্তাভেতি  
 নাজ্যঃ পত্ন্যা বিভ্রতে অয়নার ॥ ১৭ ॥ ও প্রজাপতিশ্চরতি স্তর্কে  
 অন্তরা জয়রানো বহুধা বিজায়ত । তত্র যোনিঃ পরিপত্ততি  
 ধীরাহমিন্ তস্তুর্কনানি বিখ্য ॥ ১৮ ॥ ও যো দেবেভ্যো জাতপতি  
 যো দেবানাং পুরোহিতঃ । পূর্ক্য যো দেবেভ্যো জাতৌ নমো  
 কচরে ব্রাহ্মরে ॥ ১৯ ॥ ও কচঃ ব্রাহ্মঃ জনবন্ত দেবা অগ্রে তমজ্ঞবন্ ।  
 যদেবঃ ব্রাহ্মণো বিভ্রান্ত দেবা অসন্ বপে । ও ত্রীশতে লক্ষীশ  
 পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্বে নক্ষত্রাণি রূপমাবিনৌ ব্যাতং ইক্ষরিসাণামুখ  
 ইবাণ সর্বলোকং ন ইবাণ ও ॥ ইতি পুত্রবন্তকম্ ।

### অথ ত্রীসূক্তম্ ।

ও হিরণ্যবর্ণাঃ হরীণীঃ স্বকশরজ্ঞানকম্ । চক্সাঃ হিরণ্যগীঃ  
 লক্ষীঃ জাতবেদো সমাবহ ॥ ১ ॥ ও তস্মৈ আক্ৰ জাতবেদো  
 লক্ষীমলপামিনীন্ বস্তাঃ হিরণ্যঃ বিদেয়ঃ গাবয়ঃ পুত্রবানহম্ ॥ ২ ॥  
 ও অধর্গুণাঃ বধমণ্যঃ হতিলাগ্ন্যগ্নোহিনীন্ । ত্রিঃ দেবীমুশাস্বাসে

শ্রীম দেবী যুগতাম্ ॥ ৩ ॥ ও কাংতোক্ষিতাঃ হিরণ্যপ্রকারামিতাঃ  
 জলকীঃ কুণ্ডাঃ তপস্বিনীম্ । পদ্মে স্থিতাঃ পদ্মবর্গাঃ তামিহোপ  
 শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥ ও চন্দ্রপ্রভাঙ্গাঃ বর্ষসা জলকীঃ শ্রিয়ঃ লোকে দেবকৃত্যুদা-  
 রাম্ । তাঃ পদ্মেনমিঃ শরৎ উপদো অলক্ষ্মীর্মে নন্ততাং বাঃ বৃণে ॥ ৫ ॥  
 ও আদিত্যবর্ণে তপসোহজিতো বনস্পতিস্তত্র বৃকোহথবিধঃ ।  
 তস্ত কলানি উপসা যুদতি যাব্য অস্ত্যাস্যচ বহা অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥  
 ও উটপত্নী বাঃ দেবসখাঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ । ক্রোড়কুতোহসি  
 ক্রোড়োহসিন্ কীর্তিঃ বুদ্ধিঃ (কীর্তিবুদ্ধিঃ) দধাতু মে ॥ ৭ ॥ ও সূ-  
 পিণাসামলাঃ জ্যোতির্মগ্নাঃ নান্যামাহম্ । অকৃত্যিমমুৎসব সর্বাপি  
 যুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥ ও গজবাহাঃ ছরামবাঃ নিত্যপুষ্টিং করীষিণীম্ ।  
 ইন্দ্রবীঃ সর্ষকৃতানাং তামিহোপহরে শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ ও মনসঃ কাম-  
 বাহতীঃ বাঃ সঃসমীসহি । শশুনাঃ রূপমহুত ম্রি শ্রীঃ শ্রমতাং  
 যশঃ ॥ ১০ ॥ ও কর্দমেন প্রজা ভুতী মরি সন্তবকর্দমঃ । শ্রিয়ঃ  
 বাসময়ে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীম্ ॥ ১১ ॥ ও আপঃ স্মৃজন্ত নিধান  
 চিত্রীকৃৎস মে গৃহে । নীচদেবীং মাতরং শ্রিয়ঃ বাসময়ে কুলে ॥ ১২ ॥  
 ও অত্রীং পুষ্কলীং পুষ্টিং পিকলাং হেমমালিনীম্ ॥ চন্দ্রাং চিত্রগণীং  
 লক্ষ্মীং জাতকেন্দো মবাবহ ॥ ১৩ ॥ ও অত্রীং সুকলীং পুষ্টিং  
 পিকলাং হেমমালিনীম্ । চন্দ্রাং চিত্রগণীং লক্ষ্মীং জাতবেদো  
 মহাবহ ॥ ১৪ ॥ ও তস্মৈ অবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ । যত্নাং  
 হিরণ্যং প্রভুতং মদো বাতো অস্থান্ নিকেশঃ পুরুষানহম্ ॥ ১৫ ॥  
 ও আত্মবৎসলঃ শ্রিয়ঃ পদ্মে পক ৪ঃ কমটেকরপি । বর্জীক্কেবরদাং  
 দেবীং শ্রিয়ঃ নিবৃত্ত কুতোক্তাম্ ॥ ১৬ ॥ ও পদ্মাননে পদ্মকং লক্ষ্মীং  
 পদ্মসম্বদো তস্মৈ তস্মৈ পদ্মকং বেন দোখ্যং লক্ষ্মীমাহম্ ॥ ১৭ ॥  
 ও যঃ শুচিঃ প্রবৃত্তো ভূক্য কুহ্মারোজ্যমবহম্ । শ্রিয়ঃ

ঐক্যঃ সততং ৬৮ ॥ ১৮ ॥ ৩ অবদারী সোদারী ধনদারী  
মহাধনে । ধনং মে জুবতাং দেবি ২২২কানার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥ ৩  
ধনং ধাত্তং ধনং পুত্রং হস্তাধরধনংকুলম্ । প্রজানাং মাতা ভবসি  
আয়ুস্কৃতং কৰোতু মাম্ ॥ ২০ ॥ ৩ চক্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যভাং  
প্রিয়মীশরীম্ । চক্রসূর্য্যগ্নিকর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাস্থয়ে । ৩ ধনমগ্নি-  
ধনং বাকুর্ধনং সূর্য্যো ধনং বসু । ধনমিত্রো বৃহস্পতির্কর্ণকণো ধন-  
মমৃতো ॥ ২২ ॥ ৩ বর্ষত তে বিভাবরি দিবো ভ্রতত বিভাত্তঃ ।  
মোহত সর্গবীজানি উপস্কম দিবো জহি ॥ ২৩ ॥ ৩ বৈশ্বতেঃ সোম-  
শিব সোমঃ শিবতু বৃজহা । সোমঃ ধনত মোমিনো বৃষ্টিং দদাতু  
সোমিনঃ ॥ ২৪ ॥ ৩ ন কোণো ন চ মাংসর্ঘ্যং ন গোভো নীততা  
মতিঃ । ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ঐহিকং সততং জপেৎ ॥ ২৫ ॥ ৩  
পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহতে, পদ্মালয়ে পদ্মগতারতাকি । বিশ্বপ্রিয়ে  
বিশ্বমনোহুকুলে স্বয়ং-পাদপদ্মং ময়ি সন্নিপৎস্ব ॥ ২৬ ॥ ৩ ঐর্ষকৃত-  
মায়ুস্করোগমাবিধাং পবমানং মণীরতে । ধনং ধাত্তং পুত্রং বহুপুত্র-  
লাভং শতসংসংসং দীর্ঘায়ুঃ ॥ ২৭ ॥ ৩ শ্রিয়ঃঐবনং তং প্রিইমাদ-  
ধাতু সন্তত যুচা । বহুঐকৃত্য সন্ততৈ সফলীরেত প্রজয়া পত্নীর্বি-  
বীরদ ॥ ২৮ ॥ ৩ বঃ ঐহিকং জপেদ্রিচ্য তচ্চিরতংপরায়ণঃ । তং  
ন ত্যজতি পদ্মাকী সদা বিকুম্ভিব ক্রবন্ ॥ ২৯ ॥ ইতি ঐহিকম্ ।

ভক্তঃ পর্জাবৃত্তেন আগয়েৎ । যথা । ৩ অপ্যায়ব সসেহুতে  
বিশ্বঃ সোমবৃক্যং তবা বাজত সলথে ।" ইতি হুহেন ১.১ ॥ "৩ নমো  
ভগবতে বাহুসেবার "এই মন্ত্রে শর্করা ।" ৩ যতবতী ভুবনানামুতি  
জিরোকী পৃথী মধুরবে স্পেয়সা ভাবাপৃথিবী বরপত ধর্ম্মা ।  
বিকল্পিতে অংরে তুরি রেতসা ।" ইতি হুতেন ১.৩ ॥ "৩  
নমিকাবে অকারিবং জিকোবদত বাজিনঃ । হুত্বি নো যুগা-

করং প্রাপ্য জাহ্নবীং তান্নিঃ ৷ ১ ৷ ইতি দয়া ৷ ৩ ৷ "ও নমুবাতেতি" নমুনা ৷ ৫ ৷

ততঃ পক্ষগবোন । গরিষ্ঠা গোমুত্রেণ ৫ ১ ৷ "ও পক্ষগবোঃ  
স্বর্য্যধ্বাং বিভাপুঃ করীষিণীম । ঐশ্বরীঃ সর্গকৃতানাং বামিহো-  
পহ্বরে প্রিহস্ম ।" ইতি গোমকেন ৫ ২ ৷ "ও আপ্যারব" ইতি  
হুতেন ৫ ৩ ৷ "ও দধিক্রাবো" ইতি দয়া ৫ ৪ ৷ "ও স্তবতীতি"  
হুতেন ৫ ৫ ৷ ও অশ্বিনৌ ঐশ্বর্য্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্ত্তনারাতিবি-  
কানি । সরস্বতৌ ঐশ্বর্য্যেন বীণারার্য্যোনাতিবিপ্রানি । ইন্দ্ৰো-  
জিহ্নেণ বলায়জিতৈঃ বশসেহতিবিপ্রানি । ও দেবতাঃ স্যামিহুঃ  
এসমে অশ্বিনোর্বাহভ্যাং পুষ্পেহত্যাত্ম্যাকসে ।" ইতি কুশো-  
দকেন ৫

১- ততঃ কুম্ভাটককর্ণপূর্ণকুম্ভমলনগারিভিঃ আপরেং । যথা ৫  
"ও হ্রাস্তামতিবিকৃত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞমহেশ্বাঃ । বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা  
সর্গপঃ প্রভুঃ । প্রহরাস্তানিকৃত্ত ভবন্ত বিজয়ার তে ৫ ১ ৷  
ও দেবীষামতিবিকৃত্ত কবরো ব্রাহ্মণাত্মা । বিভাধরাত্মা বকট  
কূর্কক উগ্র সেনান্য ৫ ২ ৷ ও অশ্বিনৌ ব্রহ্মগবান জমো বৈ  
নৈবতত্পা । বজ্রণঃ পুবনশ্চৈব ন্যায়কৃত্তা শিবঃ । ব্রাহ্মণা  
সহিতঃ শেথো 'দকপাসাঃ' আপরত তে ৫ ৩ ৷ ও কৌর্কিন্দ্রী  
ব্রহ্মবর্ত্তা পুষ্টিঃ প্রহরিক্রা নতিঃ । বৃদ্ধিগজা বপুঃ শান্তিহৃদিঃ  
কান্তিস্ত সাতরঃ । এতাত্মতিবিকৃত্ত ব্রহ্মপাসাঃ স্রবত্যাঃ ৫ ৪ ৷  
ও অশ্বিনৌ ব্রহ্মা ভোমো বৃহজীকসিতার্কজাঃ প্রহরাস্তামতিবিকৃত্ত  
রাজঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ৫ ৫ ৷ ও স্বরো মুনরো গাও হেব-  
মাতর এবচ । দেবপত্ন্যাঃ ক্রবা নাগাঃ দৈত্যাস্তাপরসাদনাঃ ।  
অস্ত্রানি সর্গশস্ত্রানি রাজানো অহনানি চ । ঐশ্বগানি চ বস্ত্রানি

কামতাবসরান্তে বে। ২ আয়ুধানি ক্রিষ্ণিভানি তথাবসনস্থানকাঃ ৪ ৩  
 ৩ সন্নিতঃ সান্নাতাঃ শৈলাস্তীর্থানি অল্লা নদ্যাঃ । দেবদানবগন্ধৰ্ব  
 যক্ষকলগণরাগাঃ । এতে কামভিবিষ্ণুঃ ধৰ্মকামাধিনিভয়ে ৪ ২ ॥  
 ৩ সিদ্ধতৈত্তরযোণাতা যে ব্রহ্মা কুবিনয়হিতাঃ । সৰ্বৌ স্তমনসো  
 কৃষা ভূকটৈঃ শাপয়ন্তিভব ৪ ১ ॥

ততঃ শব্দজলেন । “ও সৰ্বৌবায়মিণো দেব ঈশানো নার  
 নারভঃ । শূলপাদিহাদেবঃ সৰা স্বাঃ পরিষিকতু ।” গন্ধা-  
 জলেন । “ও মক্ষাকিষ্ঠাভ বহ্নি সৰ্বপাপহরঃ শুভঃ । শর্গ-  
 যোতন্ত বৈকবাং স্বাঃ সৰা পরিষিকতু ।” উকোদকেন । “ও  
 পশুযঃ পবিত্রমুখঃ বহ্নিভ্যোতিঃসমবিতম্ । জীবনঃ সৰ্বপাপিহ  
 সৰা স্বাঃ পরিষিকতু ।” গন্ধোদকেন । “ও পক্ষাঢ্যঃ শোভন-  
 কৈব শীতলঃ স্তমনোহরম্ । সৰ্বপাপহরঃ বহ্নি সৰা স্বাঃ উপর-  
 ত্রবঃ ।” শুকজলেন । “ও আপো হি ঠা, শরো দেবীতাম্ ।”  
 পুষ্পোদকেন । “ও অগ্নিনো তৈষজোন তেজসে ব্রহ্মবর্কসারা-  
 জিবিকানি । সন্নবৈতৈ তৈষজোন বীৰ্য্যগ্নানাতেনাভিবিধানি ।  
 ইজ্রতঃস্রুগেণ বলায় জিহৈ বশগেহভিবিধানি ।” কুশোদকেন ।  
 “ও দেবশ্ব স্বা সবিভুঃ প্রসবে অগ্নিনোকীহত্যাং পুংকো ইতা-  
 ভামানদে ।” নারিকেলোদকেন । “ও বাঃ ফলিনীর্বা অল্লা  
 অল্লা বাশ্চ পুষ্পিণীঃ ব্রহ্মপতি-স্নাতাতানো মুকবঃসঃ ।”  
 তালফলোদকেন । “ও অন্নমাহি বীতরে পৃশানো হকনাতরো  
 মি হোতা সংসি বহ্নিবি ।” ইন্দুরঙ্গাগরোদকাত্যাম্ । “ও  
 নারীকশার বিদ্রবে, বাসুদেবার ধীরহি । তরো বিভুঃ প্রচোদ-  
 রাং । “সৰ্বৌবায়-মহৌবদিত্যাম্ । “ও বা ওবধীঃ সোমরাজী-  
 রীক্সীঃ শতবিচক্ষণাঃ । তানামসি বসুভ্যাহরং কানার সংহদে ।”

সহস্রাব্দাঙ্গলেন । “ও সাগরো ভরিতঃ সর্বাঃ পৰ্ব্বতোতো নদা-  
 তথা । সৰ্বৌষধীভিঃ প্ৰাণিহাঃ সহস্রৈঃ জ্ঞানবিশ্বম্ । ও  
 লবণেশ্বরানর্পিচ্ছিক্তং কলৈস্তথা । সহস্রাব্দাঙ্গলেন দেবঃ জ্ঞানমি  
 জনাৰ্দ্দম্ ।” ষাটশতীবিবৃদ্ধাঙ্গলেন । “ও শরো দেবীরভিষ্টে  
 শরো ( আপো ) ভবতু পীতয়ে শংখোরতিঃ শবতঃ নঃ ।”  
 ততোহষ্টকলৈঃ সাগরেণ যথা—গঙ্গাজলপূরিতঘটেন । “ও  
 সুরাধামভিবিষ্ণুত্রয়মুৎসবঃ । বোমগঙ্গাধুপূৰ্ণেন আদ্যেন  
 কলশেন তু ॥” ১ ॥ মেঘতোরাধুপূরিত-ঘটেন । “ও বরুণভাভিবিষ্ণু  
 ত্তমিতঃ সুরেশ্বরম্ । মেঘতোরাধুপূৰ্ণেন দ্বিতীয়কলশেন তু ॥” ২ ॥  
 সরস্বতীজলপূরিতংঘটেন । “ও সারস্বতেন তোরেন সংপূৰ্ণেন-  
 সুরোত্তম । বিদ্যাগঙ্গাভিবিষ্ণু তৃতীয়কলশেন তু ॥” ৩ ॥ সাগরো-  
 দক পূরিত-ঘটেন । ও শক্রাদ্যাভিবিষ্ণু লোকপালাঃ সমাগ্নতাঃ ।  
 সাগরোদকপূৰ্ণেন চতুর্থকলশেন তু ॥” ৪ ॥ পদ্মরজোমিশ্রিতাধু-  
 পূরিতঘটেন । “ও বারিণা পরিপূৰ্ণেন পদ্মরেশু-সুগন্ধিনা ।  
 পদ্মরোদকভিবিষ্ণু নাগাশ্চ কলশেন তু ॥” ৫ ॥ নিররোদকপূরিত  
 ঘটেন । “ও হিমবন্তেশ্বকূটাদ্যা অভিবিষ্ণু পৰ্ব্বতাঃ । নিররো-  
 দকপূৰ্ণেন ষষ্ঠেন কলশেন তু ॥” ৬ ॥ সৰ্ব্বতীৰ্থাধুপূরিত ঘটেন ।  
 “ও সৰ্ব্বতীৰ্থাধুপূৰ্ণেন কলশেন সুরেশ্বর । সপ্তমেনাভিবিষ্ণু ঋষাঃ  
 সপ্ত ধেচর্য্যঃ ॥ ৭ ॥ জলপূরিতঘটেন । “ও বসবশ্চাভিবিষ্ণু কলশে-  
 নাষ্টমেন তু । অষ্টমজলসংযুক্ত নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥” ৮ ॥ ইত্যতি-  
 যিচ্য ধোতবাসনা জলমগনীয কীরীটস্বৰ্ণমেঘলাতুলসীচননাদিভি-  
 ক্তং বরিষা গঙ্গাধীদি-সৰ্ব্বতোভাসনে শতশ্চেৎ স্বৰ্ণভাসনে  
 কাপরেৎ । ইত্যভিষেকঃ ।

## ধ্যান-প্রকরণ

### গণেশের ধ্যান ।

‘ও’ স্বরঃ পূৰ্ণতনুঃ পৰেশ্বৰময়ঃ লম্বোদরঃ স্থম্বরম্ ।  
 প্রসাদম্ মদনকলুসমধূপব্যালোলগণ্ডমমম্ । স্তম্ভাঘাত-  
 বিদারিতারিকটৈঃ সিন্ধু স্রোতাকরম্ । বস্মৈ শৈলহত্যাত্তমঃ  
 গণপতিঃ সিদ্ধিপ্রদঃ কর্ণম্ ॥ ১’

মন্ত্র—ওঁ নং গণেশায় নমঃ ।

### প্রকারান্তর গণেশের ধ্যান ।

সিন্ধু স্রোতঃ সিন্ধু স্রোতঃ পৃথুতরজঠরঃ হস্তশরৈর্দগ্ধমমম্ ।  
 স্তম্ভঃ পাশাঙ্কুশৈকৌমুদ্যকরবিলসদীজপূরাভিরামম্ । বাসেন্দু-

গণপতিদেব ধর্মাকৃতি, ইহার শরীর স্থল, বদন গজেশ্বরের  
 উদরটা লম্বাকার, এবং ইহার আকৃতি সুন্দর; এই দেবতার  
 গণ্ডস্থল হইতে নিরত মদমগ্না বিপলিত হইতেছে, ওহুগণি মধু-  
 বহিকী সকল পরিমলগোতে আসিয়া পতিত হইতেছে । স্তম্ভাঘাত-  
 দ্বারা বিদারিত শরীকুলের কবিরম্যা সিন্ধুরের তার ইহার কলেবর  
 শোভিত হইয়াছে । এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ ও কর্ণদাতা পরম-  
 সন্নিহীত মনন গণপতিকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥



ভোক্তামৌলিং করিপতিবদনং ননিপুর্নাদ্রগতম্, ভোজনীভ্রাতাম্  
ভূষণং তজ্জাত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ২ ॥

মহাকালেশের ধ্যান ।

নবরত্নময়ং বীণং স্মরেদিকুরসানুধো ।

তবীচিধৌভগধ্যস্তং মন্দমাকৃতসেবিতম্ ॥

মন্দারপারিজাতাদি-কল্পবৃক্ষ-লতাকুলম্ ।

উদ্ভূতরত্নচ্ছায়াভিরঙ্গীকৃতভূতলম্ ॥

উচ্ছাদিনকরেন্দুভ্রামুদ্ভাসিতদিগন্তরম্ ।

তস্য মধ্যোপারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ ॥

ঋতুভিঃ সেবিতং বড়ভিন্ননিশং শ্রীতিবর্জিনৈঃ । তস্যাদি-

গঙ্গাদেব দিম্বরের তার রক্তবর্ণ এবং ত্রিনয়ন ও বুলোদয়  
ইনি ইচ্ছাক্রমে—দহ, পাশ, অহুস এবং বর ধারণ করিয়া  
আছেন। ইনি বহুং করাবলসিত ও দাড়িমবৎ মনোরম বর্ণযুক্ত  
এবং বালচন্দ্রাবারা ইহার কপোলদেহ উজ্জল, হস্তীয় তার বদন,  
মদবারিধারা গওগুল আর্দ্র রহিয়াছে এবং ইহার সর্বাঙ্গে সলভূষণ  
ও রক্তবস্ত্র পরিধান; ইদং গণপতিকে ভজনা কর ॥ ২ ॥

উদ্ভূতরত্নময় সাগরে নবরত্নলবীপ, ঐ সাগরের বৈলোকিতিক বন  
রক্ত সর্পিণে পরিবেশিত এবং মন্দার পারিজাত ও কল্পবৃক্ষাদি-  
কারা পরিপূর্ণ, উদ্ভূত রত্নচ্ছায়াভারা ভূতল অঙ্গীকৃত এবং উদ্ভিত  
চন্দ্র ও স্বর্ষ্যাবারা দিগন্তর আলোকিত হইয়াছে, এইরূপ স্থানে  
নবরত্নময় পারিজাত বৃক্ষ আছে; সেই স্থান মন্দের

তৎকালীন সীমিত মণিকায়ক। বটকোণাত্ত্রি-  
কোণস্থ মহানগরিতঃ স্মরেৎ ॥ অস্ত্রোদ্ভাসিতমিনুচুড়মরু-  
চ্ছায়ঃ স্রিনেত্রঃ রসাদাগ্নিকৈঃ প্রিভূষা সপদ্যকরয়া স্বাক-  
শ্চয়া সন্ততম্। বীজপূরগদাধনুত্রিশিখবৃক্ষক্রাজপাশোৎ-  
পলম্ ॥ কৌতুকবিবাহপদকলসান্ বটকুণ্ডলহস্তঃ ভুজঃ ॥  
গণ্ডপালীগলদানপূরুসালসমানসান্। বিরেকান্ তর্পভালাভ্যাং-  
ধারয়ন্তঃ মুহূর্ঘ্যঃ ॥ করাগ্রধুত্মাণিকানুভবন্তঃ সিনিঃশ্রেষ্ঠঃ ॥  
রক্তবর্ধেঃ গ্রীণয়ন্তঃ স্তম্ভকান্ মদবিহ্বলম্ ॥ মণিকায়কুটো-  
পেতং রক্তাতরগভূষিতম্ ॥ ৩ ॥

ইহা সন্তত সৈবা করিতেছে, এই পারিষাতকর নীচে  
বটকোণ-মধ্যস্থিত ত্রিকোণায়ক পক্ষাশৎ-মাতৃকাবর্ণসিদ্ধি মহা-  
শ্রীতে উপবিষ্ট গণপতিকে চিত্তা করিবে। ইনি গুণ্ডোদ্ভাসন,  
ইহার কপালে অর্ধচন্দ্র আছে, ইহার দেহকান্তি অরুণবর্ণ, ইনি  
স্রিনেত্র, স্বাক্ষরিত পদ্যকর। নিজশ্রিয়া কর্তৃক সন্তত আলিঙ্গিত,  
ইনি হস্তে দাড়ি, পদ, ধ্বজ, ত্রিশূলহস্ত, চক্র, পদ্ম, পাণ্ডু, উৎপল,  
ত্রিহস্ত, বীরদত্ত ও রক্তকণবধারণ করিয়া আছেন। গণ্ডপূর্ণ  
হইতে যে ময়রারি ক্ষরিত হইতেছে, তাহা পামের জালসার ভ্রমর  
সকল অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। ইনি কর্ণকালস ধার্য এই অমর-  
বিশ্বকে প্রসিদ্ধ করিতেছেন। ইনি সর্বদা করধৃত মণিকায়ক-  
বিনিঃকর রক্তবর্ণায়া। সাধুক্রিয়াকে পরিহৃত করিতেছেন। ইনি  
অরুণ ময়রিকণ, ইহার স্তম্ভকো-মণিকায়-নির্মিত মুহূর্ত্ত এবং সর্বদা  
রক্ত-কুণ্ডলে বিভূষিত ॥ ৩ ॥



গুরুর ধ্যান ।

শিরসি সহস্রনল-কমলাবহিতং ধ্যেতবণং দ্বিভুজং  
বরাভয়ং ধ্যেতমালামুলেশনং স্বপ্রকাশরশ্মিঃ স্ববীম  
হিতরক্তশক্তিঃ স্বপ্রকাশরূপয়া মহিতং গুরুম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিগুরুর ধ্যান ।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিল্লক্ষগগ্নোতিতে । প্রফুল্ল-  
পদ্মপত্রাকোঃ বনপীনগয়োধরাম্ । প্রসন্নবদনাং ক্রীণমধ্যাং  
ধায়েচ্ছিবাং গুরুম্ । পদ্মরাগসমাতাং রক্তবস্ত্র-  
মুশোভনাম্ । রক্তকঙ্কণপাণিক রত্ননুপুরশোভিতাম্ ।  
মূলপদ্মপ্রতীকাশপাদপদ্মশোভিতাম্ । শরদিন্দুপ্রতীকাশং  
বর্জিতাসিতকুণ্ডলম্ । স্নানধবায়তাগস্থাং বরাভয়-  
করাধুজাম্ ॥ ৭ ॥

মন্ত্র—ঐং গুরবে নমঃ ।

মন্ত্রকল্প সহস্রনল পদ্মোপরি বিরাজিত ধ্যেতবর্ণ, দ্বিভুজ,  
বরাভয়ং, ধ্যেতমালা ও ধ্যেতমুলেশনধারী, স্বপ্রকাশরশ্মি, স্ববীম  
বাহুভাগে অবস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান গুরুদেবকে  
চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

সহস্রারে কেশরসমূহদ্বারা শোভিত, মহাপদ্মে প্রফুল্ল পদ্ম-  
পত্রের দ্বারা চকুবিশিষ্টা, বনপীন কনকবর্ণ, প্রসন্নবদনা, ক্রীণ  
মধ্যা, রক্তপদ্মের দ্বারা আভাবিশিষ্টা, রক্তবস্ত্রবাসী, মুশোভিতা,  
রক্তকঙ্কণ ও রক্ত নুপুরধারিণী, শরদজলের দ্বারা আভাবিশিষ্টা, ৬

নারায়ণের ধ্যান ।

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সৰ্বভূমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সৰ্বমজা-  
সনসন্নিবিষ্টঃ । কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী  
হিরণ্যবপুর্ষ তলচ্চক্রে ॥ ৮ ॥

মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায় ॥

তুলসীদানমন্ত্র—এতৎ সচ্চকন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে  
বহুৰূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ নমো নারায়ণায়  
নমঃ ॥

বিষ্ণুর ধ্যান ।

ওঁ উক্তংকোটিদিবাকরাস্তমনিশং শঙ্খং গদাং পদ্মজম্,  
চক্রেং বিদ্রতমিন্দ্রিবাহুমতীসংশোভিপার্শ্বায়ম্ । কোটি-  
রাজদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং, কৌন্তভোদগুং বিশ্বধরং  
স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥ ৯ ॥

মন্ত্র—ওঁ নমো বিষ্ণবে ॥

কুণ্ডলহারী বদনমণ্ডল উজ্জ্বলিতা, স্তন্যধের কমলভঙ্গে অবস্থিতা  
এবং করপদ্মে বস ও অভয়ধারিণী স্ত্রী-গুরুকে চিন্তা করিবে ॥ ৭ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, পদ্মগনোপবিষ্ট, কেয়ুর, কনক-কুণ্ডল, মুকুট  
ও চাক্র শোভিত, হিরণ্যর শরীর এবং শঙ্খচক্রহারী নারায়ণ সর্বদা  
আমাদের ধ্যেয় ॥ ৮ ॥

উদ্ভিত কোটি দিবাকরের ভায় দেহকান্তি, শঙ্খ, চক্রে, গদা ও  
পদ্মহারী, পার্শ্বদ্বয় বহুমতী ও বক্ষী বিরাজমানা । ইন্দ্র-নীলমণি,  
অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলহারী, পীতবস্ত্র পরিধান, কৌন্তভ মণিহারী

বাহুদেবের ধ্যান।

ও বিষ্ণু শীরদচক্রকোটিমণ্ডিতঃ শব্দঃ রথাজং গদাম-  
স্তোত্রং দধতঃ সিভাজনিলয়ঃ কান্তাঃ অগ্নোহিনম্ ।

মুতঃ।।মৌলিঃ শব্দঃ কঙ্কণম্, শ্রীবৎসজ-  
মুনীরকোন্ততথঃ-বন্দে। মুনীশৈঃ স্তুতম্ ॥ ১০ ॥

মন্ত্র—ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় ।

লক্ষ্মীনারায়ণের ধ্যান।

ও বিদ্যাচন্দ্রনিভঃ বপুঃ কমলজানৈকুণ্ঠয়োরেকতামি,  
প্রাপ্তঃ স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ভূতাদালকৃতম্ । বিদ্যা-  
পঙ্কজদর্পণানু মণিময়ঃ কুন্তঃ সরোজং গদাম্, শব্দঃ চক্রম্  
মুনিবিত্তদমিতাঃ দিশ্যাচ্ছ্রয়ঃ বঃ সদা ॥ ১১ ॥

মন্ত্র—ও হ্রী হ্রী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীবাহুদেবায় নমঃ ।

উদীপ্ত এবং বন্ধঃরসে শ্রীবৎসচিহ্ননিষ্ট; এইরূপ বিষ্ণুকে ভজনা  
করিবে।

বাহুদেবের দেহ শরৎকালের কোটি চঞ্জের ন্যায় সমুজ্জল, ইনি  
শব্দ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী এবং যেতপক্ষে উপরিষ্ট, ইনি  
স্বীয় দেহকাক্ষিতে অগ্নং বিবোধিত করিতেছেন এবং অদম হার,  
কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া বন্ধঃস্থলে শ্রীবৎস-  
চিহ্ন ও কণ্ঠে কোন্তত ধনি ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ বাহুদেবকে  
মুনীজগণ স্তব করিতেছেন ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুজিহ্বা লক্ষ্মী ও চক্রপ্রভ বাহুদেব উভয়ে দেহরসে যেন  
একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; বাহুদেব নানাবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত।

দধিবামনদেবের ধ্যান ।

ও মুক্তাগৌরঃ নবমণিসদভূষণঃ চন্দ্রসংহম, ভূম্বা-  
কটৈরমলকনিবধৈঃ শোভিতবস্ত্রাবিকন্দম্ । হস্তাজাত্যাং  
কনক-কলসঃ শুভতোয়াতিগর্ভম্ দধ্যামাত্যাং কনকচবকং  
ধারয়ন্তঃ ভজামঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্র—ও নমো বিকবে স্বরূপভয়ে মহাবলায় স্বাহা ।

হরগ্রীবের ধ্যান ।

ও পরচ্ছশাকপ্রভববস্ত্রঃ মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ  
প্রদীপ্তম্ । রথাজনধার্কি ভবাহুযুগ্মম্, আশুদয়শস্তকরং  
ভজামঃ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মীর হস্তে বিড়া, পঞ্চক, দর্পণ ও মণির কুন্ত এবং বাহুদেবের  
করে গদা, পদ্ম, লম্ব ও চক্র আছে; এই লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রোতা-  
দিগকে (সাধকদিগকে) অমিত শ্রী প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

দধিবামনদেবের দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, অন্ন মবমণিময়  
ভূষণে বিভূষিত ইনি চন্দ্রমণ্ডলের মণ্যবর্তী; ভ্রমরাকার অলকাগুহ  
ধারী ইহার মুখপদ্ম অতিশয় শোভিত হইয়াছে, ইহার একহস্তে  
গুরু অলপূর্ণ স্তবর্ণকলসী, অন্যহস্তে স্তবর্ণনির্মিত পানপাত্রে দধি-  
মিশ্রিত অন্ন। এই প্রকার দধিবামনদেবকে ভজনা করি ॥ ১২ ॥

হরগ্রীবদেবের দেহকান্তি পরংকালের চক্রে ন্যায় এবং বদন  
অধরে মত, ইহার সমস্ত শরীর মুক্তার আভরণে অলঙ্কৃত । ইহার  
একহস্তে চক্র ও অস্ত্র হস্তে লম্ব আছে, অপর হস্তের বাহুধরেন  
উপরি বিভূষিত হইয়াছে। এইরূপ হরগ্রীবদেবকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

মন্ত্র—ওঁ ত্রিমুরং প্রসবোদয়ীং সর্ববাসীশ্বরেশ্বর ।  
সর্ববেদময়াচিহ্না সর্বং বোধয় বোধয় ।

হয়গ্রীবের একাকর মন্ত্রের ধ্যান ।

ওঁ শরঙ্গশাস্ত্রপ্রভমশরভূম মুক্তামরৈরাভরণৈ-  
রুপেতম্ । রথারূপাখ্যাকরক বিদ্যাব্যাখ্যানমুদ্রাশুকরম্,  
ভজামি ॥ ১৪ ॥

মন্ত্র—হসুং ।

নরসিংহের ধ্যান ।

ওঁ মাণিক্যাদিসমপ্রভঃ নিজরূপা সংরস্তুরকোপগম্,  
জামুন্যন্তকরাশুভঃ ত্রিময়নং রত্নোল্লসদভূষণম্ । বাহুভ্যাম্  
ধৃতশখচক্রমনিপং দংষ্ট্রোগ্রবক্তৃলিঙ্গাঙ্গাঙ্গিহুমদারকে-  
শরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ॥ ১৫ ॥

ইহার দেহপ্রভা শরংকালের চক্রেয় ভায়, বদন অশ্বের ভায়,  
অঙ্গসমুদয় মুক্তামর আভরণে বিকৃষিত এবং উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শখ ও  
চক্র এবং অপর হস্তদ্বয়ে বিজ্ঞা ও ব্যাখ্যানমুদ্রা রহিয়াছে। ইহাকে  
ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

মাণিক্যময় পর্কতের ভায় নৃসিংহদেবের দেহকাকি, ইহার  
নিজশরীরপ্রভার “রাকসগণ ভীত হইতেছে; হস্তদ্বয় আহুযয়ের  
উপরি বিন্যস্ত, ইনি ত্রি নয়ন এবং রত্ননির্মিত ভূষণে বিকৃষিত ।  
ইহার হস্তদ্বয়ে শখ ও চক্র আছে । ইহার বিকটবদন  
হইতে অগ্নিনিপাত ভায় জিহবা বহির্গত হইয়াছে, দীর্ঘ কেশসমূহ  
বিস্তারিত আছে এবং ইনি নৃসিংহাকাকি অর্থাৎ অর্কসদৃশ সিংহাকৃতি



—४०— श्री १०८ श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः ।  
नमिः १०८ श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः ।

अकाराखित नुमिःहेर धान ।

ও কোপাদানোলজিহং বিবর্তনিকরুং সৌন্দর্য্য-  
নেত্রম্, পাদাদানাত্তিরক্তপ্রভমুগারিসিতং তির্য্যকভোদ্র-  
পাত্রম্ । শব্দং চক্রং নপাশাঙ্কপকুলিগদাদাদানামুদ্রকম্,  
ভীমং ভীক্সোপ্রদং ক্রুং মণিময়বিবিধাকরমীড়ে মুসিংহম্ ॥ ১৬ ॥

মহা—আং হুং কোঁ কোঁ হুঁ বাই—

इति शब्देन भान ।

ও শূলং চক্রং পাকজস্রমভীতিং দধতঃ কঠৈঃ ।  
 স্বস্বভূবান্ধলীনার্কবহঃ হরিবহঃ তজ্জৈ । ১৭ ।

ও অর্ঘ্যদেহ মন্ত্রোত্তর জ্ঞান) এই প্রকার নৃসিংহদেব বিতুকে বর্ণনা করি ॥ ১৫ ॥

কোথেকে নৃসিংহদেবের জিহ্বা সর্জন। চক্ৰ, বদন, বিষ্ণুত,  
চক্র, সূর্য্য ও অগ্নির দ্বার নেত্র। পানবৃগল হইতে মাতিদেশ পর্য্যন্ত  
রক্তবর্ণ এবং উপরিভাগ খেচবর্ণ, ইনি দৈত্যোক্ত হিরণ্যকশিপুৰ দেহ  
বিদারণ করিয়াছিলেন এবং শম্ব, চক্ৰ, শাল, অম্বুশ, বজ্র, গদা ও  
দায়ণ (অস্ত্রবিশেষ) ধারণ করিয়াছেন। ইনি ভয়ঙ্কর বৃষ্টি ও  
উজ্জ্বল এবং মণির বিবিধ আভরণে বিভূষিত। এইরূপ নৃসিংহ-  
দেবকে জ্ঞতি করি ॥ ১৩ ॥

३. क. यहै सब कलकाले जाहि ३ मास हीन भव होयगं करिगं ।  
जग करिगं मासकर सकल कामना पूर्ण हव ।

৩০ মন-৩০ হুঁ-৩০ শব্দ-৩০ মন-৩০ হুঁ-৩০ ।

বরাহের খান ।

ও আপাদঃ কানুদেশাধরকনকনিভঃ নাভিদেশাদ-  
ধস্তাশ্চুস্তাভঃ কণ্ঠদেশান্তরুণবিনিভঃ মন্তুকানীলভাসম্ ।  
সৈভে হৃদৈস্তদধানঃ রথচরণমরৌ বভূগুণ্ডেষ্ঠৌ গদাধাম, শক্তিঃ  
দানৌভয়ে চ ক্রিতিখরণলসদংষ্ট্রমাভঃ বরাহম্ ॥ ১৮ ॥

মন্তু—ও নমো ভগবতে বরাহরূপায় তুর্ভূবঃ স্বঃ পতয়ে  
ভূপতিস্বঃ মে দেহি দদাপয় স্বাহা ॥

ক্রীড়কের খান ।

ও স্মরেৎস্বাবনে রম্যে যৌহরম্মননারতম্ । গোবিন্দম্,  
পুণ্ডরীকাকং গোপকন্তাঃ সহস্রশঃ । আক্সনো বদনা-

হরি-হরসেব শূল, চক্র, পাকবজ্র নখ ও অভয়হস্তাধারী এবং  
স্বয়ং কুম্ভগাদিধারী, অর্জুনে হরি ও অর্জুনে হররূপে বিরাজমান,  
এতাদৃশ হরি-হরদেবকে ভজনা করি ॥ ১৭ ॥

বরাহদেবের কাঙ্ক্ষণে হইতে পাদপর্বাঙ্ক স্তবর্পণ, নাভি-  
দেশে হইতে কাঙ্ক্ষণে পর্বাঙ্ক, কণ্ঠদেশে হইতে নাভিদেশ পর্বাঙ্ক  
ভরণ স্তবানিভ এবং মন্তুক হইতে কণ্ঠদেশ-পর্বাঙ্ক নীলবর্ণ। ইনি  
হস্তধারী চক্র, নখ, বক্র, রেটক, গদা, শক্তি, বহুমূর্ত্তা ও  
অকরমূর্ত্তা ধারণ করিয়া আছেন । ইনি দত্তদারী পৃথিবী ধারণ  
করার উদ্দেশ্যে মোক্সলম্মার হইয়াছেন । এতাদৃশ আভ বরাহদেবকে  
খ্যান করি ॥ ১৮ ॥

ভোকে প্রেরিতা কিম্বদন্তীনাং পীড়িতাঃ কানবাণেন  
 চিরমাল্লোষণেৎসুকাঃ । মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গভ্রমতরা-  
 নতাঃ । অস্তখন্দিয়সনা মদখন্ডিতভাবণাঃ । দন্তপঙ্ক্তি-  
 প্রভোক্তাসিন্ধুমানাধরাঙ্কিতাঃ । বিলোভয়ন্তীর্নিসিদ্ধি-  
 বিভ্রামৈর্ভাবগর্বিভঃ ॥ কুলেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং  
 বর্হাবতংসপ্রিয়ম্ । শ্রীবৎসাকমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং  
 সুন্দরম্ । গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্চিত্তমুং গো-গোপ-  
 সংস্কারভূতম্ । গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাক্ষভূষ-  
 ভজে ॥ ১২ ॥

মন্ত—স্বী গোপীজনবল্লভায় স্বাহা শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

রমণীয় কৃষ্ণাবনেতে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ মহতঃ মহতঃ গোপ-  
 কন্তাকে মোহিত করিতেছেন । ঐ সকল গোপ-বালিকাগণ  
 শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে স্বীয় নয়নরূপ ভ্রমরগণকে প্রেরণ করি-  
 তেছেন এবং তাঁহারা কানবাণে পীড়িতা ও শ্রীকৃষ্ণের আশীর্কনের  
 নিমিত্ত অতিশয় উৎসুকা, তাঁহাদের হুল ও উচ্চতর তনৌপরি  
 মুক্তাহার লম্বিত আছে এবং তনুভারে গোপীগণ কিকিং মন্তভাবে  
 দণ্ডারমানা এবং তাঁহাদের পরিধের বসন ও কবরীবন্ধন বিগলিত  
 হইতেছে, যন্তভ্রমরভূত বাঁকা অগ্নিত হইতেছে, দন্তপঙ্ক্তি  
 প্রভা সময়ে ললিত হইয়া সময়ের শোভা লব্ধ করিতেছে ।  
 একপে গোপীনাং কিসলয়পূর্ণ বিবিধ ভলিধারা শ্রীকৃষ্ণকে  
 প্রলোভন দেবাইতেছেন । প্রকৃত ইন্দীবরের তার শ্রীকৃষ্ণের  
 দেহকান্তি চক্রে তার শোভাপূর্ণ বদন, নিরোদেশে নয়নপুঙ্খ

গোবিন্দের ধ্যান ।

ও কুপ্তেন্দ্রীকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতঃসাগ্রিয়ম্ ।  
 ত্রিবৎসাকৃমদারকৌস্ততধরং পীতধরং সুন্দরম্ । গোপীনাং  
 নরনোৎপলার্চিততমুং গো-গোপসজ্জাবৃতম্ । গোবিন্দঃ  
 কলবেণু বাদনপন্নং দিব্যান্ধ্রভূষং ভজে ॥ ২০ ॥

মন্ত্ৰঃ—ও ক্লীং গোবিন্দার গোপীজনবরভার স্বাহা ।

বালগোপালের ধ্যান ।

ও অব্যাব্যাকোঘনীলাশুজরুচিরুগাভোজনেত্রোদু-  
 জস্হো, বালোজজ্বাকটীরশূলকলিতরণংকিক্লীকো মুকুলঃ ।

ভূষণে ভূষিত, বকঃস্থলে ত্রিবৎসচিহ্ন, কর্ণে কোস্তত মণি, পরিধানে  
 পীতবস্ত্র, গোপীদিগের নরনোৎপলদ্বারা সর্বশরীর অর্চিত এবং  
 গো ও গোপগণে পরিবৃত, ইনি স্বকরে বেণু ধারণ করিয়া সেই  
 বেণুবাদনে তৎপর আছেন, ইহার সর্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে  
 বিভূষিত; ইহাকে ভজনা করি ॥ ১৯ ॥

একদ্বয় ইন্দ্রীকান্তের তার ত্রিক্ষের দেহকান্তি, চক্রে তার  
 শোভাগ্রণ মুখমণ্ডল, শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণে বিভূষিত, বকঃস্থলে  
 ত্রিবৎসচিহ্ন, কর্ণে কোস্ততমণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, গোপীদিগের  
 নরনোৎপলদ্বারা সর্বশরীর অর্চিত, এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত,  
 ইনি স্বকরে বেণুধারণ করিয়া সেই বেণু-বাদনে তৎপর আছেন,  
 ইহার সর্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত, ইদৃশ ত্রিক্ষকে ভজনা  
 করি ॥ ২০ ॥

বিভূষিত বীণাধার তার গোপালের দেহকান্তি, রক্তশরীর

দোৰ্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধতি বিমলং পায়সং বিশ্বমন্দ্ৰো,  
গো-গোপীগোপবীতোরুন্নখবিলসং কণ্ঠকুবাশ্চিরং বঃ ৷২১৥

মন্ত্ৰঃ—কৃঃ। কৃষঃ। ক্রীং কৃষঃ ক্রীং কৃষায়। কৃষায়  
নমঃ। ক্রীং কৃষায় নমঃ। ক্রীং কৃষায় ক্রীং। গোপালায়  
স্বাহা। ক্রীং কৃষায় স্বাহা। ক্রীং কৃষায় গোবিন্দায়।  
ক্রীং কৃষায় গোবিন্দায় ক্রীং। দধিভক্ষণায় স্বাহা।  
সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ। ক্রীং শ্রীং ক্রীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ।  
বালবপুবে ক্রীং কৃষায় স্বাহা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং কৃষায়  
ক্রীং। বালবপুবে ক্রীং কৃষায় স্বাহা।

শ্রীরামের ধ্যান।

ও কালান্তোধরকান্তিকান্তমনিশঃ বীরাসনাধ্যাসিনম,  
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জাম্বুনি।

জায় নয়নযুগল এবং ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্ট, ইহার চরণে ও  
কটদেশে শকারমানা, কিঙ্করী, ইহার একহস্তে মবনীত ও অপর  
হস্তে কীৰ্ত্তি আছে। অগরন্যা বালকরূপী গোপাল গো, গোপ ও  
গোপীগণে পরিবৃত্ত। ইহার কণ্ঠদেশে বাঁজের নখ-ভূষণে বিভূষিত,  
ইনি ভক্তগণকে রক্ষা করেন।

শ্রীরামের দেহকান্তি যেঘের জায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতি কোমলাঙ্গ  
ও বীরাসনে উপবিষ্ট; ইহার একহস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্ত  
জাম্বু, উপরি বিভূষিত, ইহার পার্শ্বদেশে পদ্মইন্দ্রা বিভূষিত জায়

সীতাং পার্শ্বগতাং • সুরোক্তংকরাং, বিহঙ্গিতাং রাঘবম,  
পশ্যন্তু মুকুটান্ধানিবিবিধাকল্পোজ্জনাঙ্গং ভজে ॥ ২২ ॥

মন্ত্ৰঃ—রাং রামায় নমঃ ।

শিবের ধ্যান ।

৬ ধ্যায়েম্‌সিতাং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্র-  
চক্রাবতংসম্ রত্নাকল্পোজ্জনাঙ্গং শরশৃঙ্গবরাভীতিহন্তং  
প্রসন্নম্ । পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তম্ভমমর্গগণৈর্বাঙ্গকৃষ্টিং  
ধর্মীনম্ । বিশ্বাত্তং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং  
ত্রিনেত্রম্ ॥ ২৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নমঃ শিবায় ।

বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান ।

৩ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাধাক মহাপ্রভম্ । কাম-

প্রভাবিনিষ্টা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন এবং রামচন্দ্র তাঁহার  
প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন । রামচন্দ্রের মস্তকে রত্নের মুকুট এবং  
অঙ্গনাড়ি • বিবিধ রত্নরূপে শরীর উজ্জ্বল, এবস্থত রাঘবকে  
ভজনা করি ॥ ২ ॥

মহেশের শরীরকাণ্ডি রজতপর্বতের স্থায় শুভ্র, এবং স্তন্যর,  
চক্রাঞ্চ ইহার শিরোভূষণ এবং রত্নরাশির স্থায় লম্বুজ্বল দেহ,  
হস্তে কুঠার যুগ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে, ইনি প্রসন্নবদন,  
পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এবং ব্যাজচর্ম পরিগত, ইহার চতুর্দিক  
দেবগণ জুড় করিতেছেন ; ইনি অগস্ত্যের আদি ও বীজস্বরূপ এবং  
সমস্ত ভয়হারী ; ইহার পাঁচটী বদন এবং প্রত্যেক বদনে তিনটী  
করিকা নথন ॥ ২৩ ॥

বাণাধিতং দেবং সংসারদহনকৰম্ । শূদ্রাদিরসোল্লাসং  
বাণাধ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥

মন্ত্ৰঃ—ঐ বাণেশ্বরায় নমঃ ।

নীলকণ্ঠের ধ্যান ।

ওঁ বালার্কীযুতভজসং ধৃতজটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জলম্,  
নাগৈস্ত্রৈঃ কৃতশেখরং জগবতীঃ শূলং কপালং কঠৈঃ ।  
খট্বাকং দধতং ত্রিনেত্রবিলসং পঞ্চাননং সুন্দরম্, ব্যাঘ্র-  
কপরিধানমজ্জনিয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ ২৫ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ।

চণ্ডেশ্বরের ধ্যান ।

ওঁ চণ্ডেশ্বরং রক্ততমুং ত্রিনেত্রং রক্তাংগুকাটাং হৃদি  
ভাবয়ামি । টঙ্কং ত্রিশূলং স্মটিকাকমালাং কমণ্ডলুং  
বিভ্রতমিন্দুচুড়ম্ ॥ ২৬ ॥

কিনি প্রমত্ত এবং শক্তির সহিত সংযুক্ত, অত্যন্ত প্রজাবিশিষ্ট,  
কামনাগেতে অভিভূত, সংসারদহনে সক্ষম এবং শূদ্রাদি রসেতে  
উল্লাসিত, সেই পরমেশ্বরই বাণনামে বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠদেবের প্রাতঃকালীন অমৃত স্নেহের জ্ঞান দেহকান্তি,  
ইনি যন্তকে জটাতার, কপালে অর্ধচন্দ্র, আর যন্তকে সর্পনির্মিত  
মুকুট এবং হস্তে জগমালা, শূল, নরকপাল, খট্বাক (চিত্তিকাঠ)  
ধারণ করিয়া আছেন, ইনি ত্রিনয়ন, পঞ্চবদন এবং অতি সুন্দর  
মূর্তি, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান এবং পদ্মোপরি উপবিষ্ট; এইরূপ  
নীলকণ্ঠদেবকে ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐচ্ছ কট্টে স্বাস্থ্য ।

ক্ষেত্রপালের ধ্যান ।

ওঁ আজল্লভুজটাকরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাভিপ্রভম,  
দেহি শ্রীভগদাকপালমরুণশ্রগংগকুবদ্রোচ্ছলম্ । বট্টা-  
মেখলাঘর্ষরথনিমিলজ্বলংকারভোমং বিভূম্ । বন্দে সংহিতস-  
পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কোং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ।

সাত্ত্বিক বটুকট্টের বের ধ্যান ।

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোত্তাসিবল্লভম্ ।  
দিব্যাক্ষৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কণীনুপুরাভৈঃ । দীপ্তা-

চণ্ডেশ্বরের দেহ রক্তবর্ণ, ইনি ত্রিনয়ন এবং ইহার রক্তবস্ত্র পরিধান, ইহার হস্তে টঙ্ক (পাষণবিদারণ-অস্ত্র), ত্রিশূল, স্ফটিকনির্মিত জপমালা ও কমণ্ডলু আছে এবং কপালে অঙ্কিত হইয়াছে এই প্রকার চণ্ডেশ্বরের ধ্যান করিবে ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রপালের মস্তকে দিধ্যমান প্রচণ্ড ভট্টাকার, ত্রিনয়ন এবং নীলাঞ্জরি মায় দেহপ্রভা, হস্তে গদা ও নরকপাল আছে এবং মস্তকমণ্ডা, রক্তগন্ধজ্বা ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে দেহ সমুচ্ছল হইয়াছে, ইনি মেখলাবিত্ত বট্টাদির ঘর্ষরথনির সহিত মিলিত বাক্যে অভিভূত ভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ইহার কর্ণে যেতসর্পনির্মিত কুণ্ডল আছে ॥ ২৭ ॥

বটুকট্টের বের বালককণী স্ফটিকসদৃশ দেহকান্তি, কুণ্ডলধারা প্রদীপ্তবদন, নবমণিময় কিঙ্কণী নুপুরাদিধারা পরিশোভিত, নিখল-



কারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনয়নং । হস্তাঙ্গাভ্যাং  
বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দৃষ্টাননং ॥ ২৮ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বটুকায় আগত্বেকারণায় কুরু কুরু  
বটুকায় ওঁ ।

রাজস বটুকভৈরবের ধ্যান ।

ওঁ উদ্ভটানরসমিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগত্বেজম্ ।  
স্মেরাস্তং বরদং কপালমস্তয়ং শূলং দধনিং কঠৈঃ ।  
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শ্রীতাং শুচুড়োজ্জ্বলম্, বন্ধুকাক্ষণবাসসং  
ভয়হরং দেবং সনা ভাবয়ে ॥ ২৯ ॥

মন্ত্ৰঃ—পূর্ববৎ ।

তামস বটুকভৈরবের ধ্যান ।

ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালাং

বসন, প্রফুল্লচিত্ত এবং ত্রিনয়ন; ইনি হস্তে শূল ও দণ্ড ধারণ  
করিয়া আছেন ॥ ২৮ ॥

ভৈরবদেবের উদরনীল সূর্যের ভায় দেহপ্রভা; ইনি ত্রিনয়ন,  
রক্তাঙ্গরাগ ও রক্তমালাধারী এবং হস্তবদন; ইহার হস্তে  
বরমুদ্রা, নরকপাল, অভয়মুদ্রা ও শূল আছে; ইনি সাধকের  
ভীতিহারী, ইহার গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ, বিবিধভূষণে বিভূষিত ও  
চূড়নে চন্দ্র এবং পরিধানে বন্ধুককুহুমের ভায় অক্ষণবর্ণ বস্ত্র  
আছে ॥ ২৯ ॥

ভৈরবদেবের নীলপর্কভের ভায় দেহকান্তি এবং ইনি চন্দ্রকল  
ও মুণ্ডমালাধারী, ইনি দিগন্ধর এবং ইহার নয়ন পীতলবর্ণ; ইনি

মহেশম্, দিব্যম্, পিঙ্গলম্, ক্রমকমম্, নৃপিত্, খড়গ-  
শূলভয়ানি । নাসং, বণ্টাং, কপালং, কর-সরসিকটৈ-  
বিবিজতং, ভীষদং, সর্পাকমং, ত্রিনেত্রং, মণিময়বিলসৎ  
কিকিণীনুপুরাটাম্ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্ৰঃ—পূর্ববৎ ।

মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যান ।

ওঁ চন্দ্রাৰ্কাগ্নিবিলোচনং শ্রিতমুখং পদ্মবদন্তঃ হিরণ্যম্,  
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎ, পাণিঃ হিমাংগুপ্রভম্ ।  
কোটীরেন্দুগলৎস্থধাপ্লুতভমুং হারাদিকৃষোজ্জলম্, কাষ্ঠ্যা  
বিষ-বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ ॥ ৩১ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ জুঃ সঃ ।

বনভূর্গার খ্যান ।

ওঁ দেবোঃ দানবমাতরং নিজমদামুর্গম্ হালোচনাম্ ।

হস্তধারা ডমক, অঙ্কুশ, খড়্গা, শূল, অস্ত্রমুদ্রা, সর্প, বণ্টা ও নরকপাল  
ধারণ করিয়া আছেন । ইহার দন্ত-সমূহ ভরাবহ, ইনি ত্রিনয়ন,  
এবং মণিময় কিকিণী-নুপুরাদি ক্রমে বিভূষিত ॥ ৩০ ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের চক্ষু চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির জ্ঞান তেজোবিশিষ্ট,  
ইনি হস্তবদন ও পদ্মোপরি উপবিষ্ট; ইহার হস্তে মুদ্রা, পাশ,  
কৃগ ও জগমালা আছে এবং চক্ষের জ্ঞান দেহপ্রভা । ইহার  
সর্বাঙ্গ চন্দ্রগলিতস্থধাধারা আশ্রিত ও হারাদি বিবিধ ক্রমে সমুজ্জল  
এবং ইহার কাতিধারা বিষ বিমোহিত; এইরূপ পশুপতি মৃত্যুঞ্জকে  
ভাবনা করিবে ॥ ৩১ ॥

ନଂ ଶ୍ରୀଭୀଷମୁଦୀଃ ଜଟାମିଶ୍ରାୟାଃ କପାଳପ୍ରଭାଃ । ବର୍ଣ୍ଣ  
ଲୋକତରୁକୀଃ ସନତ୍କୁଟିଃ ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରୋଽଞ୍ଜନାଃ । ନୃପାବଳ-  
ମିତସ୍ତବିଷ୍ଟବିପୁଳାଃ ବାମାଃ ସମୁର୍ବିତ୍ରତୀଃ ॥ ୭୧ ॥

ମନ୍ତ୍ର:—ଓଁ ହ୍ରୀଃ ବନଭୃଗୂଟ୍ପୟେ ନମଃ ।

କୃଷ୍ଣକୁମାରେ ନାମ ।

ଓଁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣଂ ମହାକାୟଂ ଧୃତଗନ୍ଧର୍ବଜାଧାରିଣଂ । ସ୍ୱେତାଂ-  
ବାହନଂ ଦୈତ୍ୟଂ ରକ୍ତମାଳ୍ୟାଘ୍ନେନନଂ । ସ୍ୱେତାଂଶ୍ଚ ହିମ୍ବର-  
କଞ୍ଚଂ ପିଞ୍ଜାକଂ ପିଞ୍ଜକେଶକମ୍ । ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣକୁମାରକଂ ତସ୍ୟ  
ଶ୍ରୀତ୍ତ୍ୱାସନମ୍ ॥ ୧ ॥

ମନ୍ତ୍ର:—ଓଁ କାଃ କୀଃ କୁଃ କେଃ କୋଃ କୋଃ କଃ  
କୃଷ୍ଣକୁମାରାୟ ନମଃ ।

ପୁଷ୍ପକୁମାରେ ନାମ ।

ଓଁ ପୁଷ୍ପହସ୍ତଂ ମହାକାୟଂ ପୁଷ୍ପଚାପକଂ ନମଃ । ପୁଷ୍ପ-

ସମଭୂର୍ଗାଦେବୀ ନାନବେର ମାତା, ନିଜମନ୍ଦେ ବିସ୍ତୃତିତ ମହାଲୋଚନା,  
ନନ୍ଦବାସୀ ଭୀଷମୁଦୀ, 'ହିଂସାର ମୋଳିନେଶ ଜଟାମଳେ ଶୋଭିତ', 'ହିନି  
ତରୁକୀ', ସନତ୍କୁଟି, ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରେ ଉଞ୍ଜନା, 'ନୃପେ' ବଳ ବିଶୁଳମିତସ୍ତା  
ଏବଂ ସହ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟଧାରିଣୀ, ଏହିରୂପ ଦେବୀକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ॥ ୭୧ ॥

• କୃଷ୍ଣକୁମାରଦେବୀ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ, 'ମହାକାୟ ଧୃତଗା ଓ ଧୃତଜାଧାରୀ, ସ୍ୱେତବର୍ଣ  
ସ୍ୱେତବାହୀ, ରକ୍ତମାଳ୍ୟ ଓ ରକ୍ତାଘ୍ନେନନଧାରୀ, ହାତ୍ରସ୍ତ୍ର, ହିମ୍ବର ବଳ,  
ମିଞ୍ଜଳ ଚକ୍ର ଓ ମିଞ୍ଜଳବର୍ଣ୍ଣକେଶ, ଶ୍ରୀତ୍ତ୍ୱାସନାସୀ, ଏହିରୂପ ତସ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ  
କୃଷ୍ଣକୁମାରକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ॥ ୧ ॥

মালাধরং কান্তং দিবাগন্ধাশুলেপনম্ । রক্তাশ্ববাহনং ক্রুরং  
রক্তাঙ্গং রক্তবাসসম্ । তপ্তকাকনবর্ণাভং বন্দে পুষ্প-  
কুমারকম্ ॥ ২ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা পুষ্পকুমারায়  
নমঃ ।

রূপকুমারের ধ্যান ।

ওঁ বন্দে কাকনবর্ণাভং বিভূজং শূলহস্তকম্ । স্তম্বরাজং  
স্তম্বরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণম্ । রক্তনেত্রং রক্ত-  
বস্ত্রং রক্তমালাশুলেপনম্ । ধাতৈহবং পূজয়েজ্জীমান্ নৈত্যং  
রূপকুমারকম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রীং রূপকুমারায় নমঃ ।

হরিপাগলের ধ্যান ।

ওঁ উন্নতবেশং করপকজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং  
সপাশম্ । আয়ুর্নিতং নিজমদখালিতং স্ন্যকান্তিসম্ তজ্জ-  
ঘাহান্তং হরিপাগলাখ্যম্ ॥ ৪ ॥

পুষ্পহস্ত, মহাকার, পুষ্পধুধারী, স্তম্বর পুষ্পমালাযুক্ত, দিবা  
গন্ধাভূষিত, রক্তবর্ণ অশ্ববাহী, ক্রুর, রক্তমুগ, রক্তবস্ত্রপরিধান  
এবং তপ্তকাকন বর্ণের ভ্রায় আভাবিশিষ্ট পুষ্পকুমারকে চিত্তা  
করিবে ॥ ২ ॥

কাকনবর্ণের ভ্রায় আভাবিশিষ্ট, বিভূজ এবং হস্তে শূলধারী,  
স্তম্বর রহিতেও স্তম্বরকান্তি এবং স্তম্বা পুষ্পে বিচরণশীল নৈত্য  
রূপকুমারকে ধীমান্ ব্যক্তি চিত্তা করিবে ৩ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং হরিপাগলাক নমঃ ।

মধুভাগ্নের ধ্যান ।

ওঁ রক্তাসানেত্রং শিশুনস্বভাবং সড়া জয়ন্তং পরি-  
পূর্ণবস্ত্রম্ । আযুর্নিতং নিজমদখলিতপ্রপাদম্, ধ্যায়েৎ  
অদৈত্যং মধুভাগ্নরায়াম্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মাং মীং মুং মোং মৌং মঃ মধুভাগ্নরায়  
নমঃ ।

রূপমালিনের ধ্যান ।

ওঁ রৌপ্যমালাধরং শ্বেতং রক্তবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ।  
শূলবজ্রশরাংশাপং ধারিণং স্তমনোহরম্ । কুম্ভাশ্ববাহনং  
কান্তং কুমাররূপধারিণম্ । দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশং  
খট্ভাগ্নধারিণম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ রাং ছং রূপমালিনে নমঃ ।

উন্নতবেশ এবং করপদ্মধরদ্বারা লগড় ও পাশের সহিত কুঠার  
ধারণ করিয়াছেন এবং আযুর্নিতনয়ন, স্বীয় মদখলিত উন্নতকান্তি,  
এবস্ত্রত মহায়া হরিপাগল নামধের দেবতাকে অর্চনা করিতে ॥ ৫ ॥

রক্তবর্ণমুখ ও রক্তবর্ণনয়ন, জুনস্বভাব, সর্বদা জয় অভিলাষে  
পরিপূর্ণমুখ, স্তম্যমাণ, স্বীয় মধুখলিত দেহ, প্রকটপাদ, এবংস্ত্রত  
মধুভাগ্নরায়াক গ্রন্থান দৈত্যকে ধ্যান করিতে ॥ ৬ ॥

ইনি স্তবর্ণের মালাগারী, শ্বেতবর্ণ, স্তবর্ণোপম : স্তবর্ণ : স্তবর্ণ  
পরিপূর্ণ, চতুর্ভুজ, শূল, বজ্র, খড়্গ ও বাণধারী, স্তমনোহর কান্তিমুক্ত,  
কুম্ভাশ্ব অশ্ববাহন, কুমাররূপধারী, দীর্ঘহস্ত, দীর্ঘকায়, পাশ ও  
খট্ভাগ্নধারী ॥ ৬ ॥

গাতুরডুলনায় ধ্যান ।

ওঁ দীর্ঘহস্তঃ দীর্ঘকাঃ পাশখটাজ্জখারিণম্ । কৃষ্ণবর্ণং  
রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্ । রক্তবস্ত্রধরং ক্রুরং রক্ত-  
গন্ধামুলেপনং গাতুরডুলনং যস্মৈ সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ গাতুরডুলনায় নমঃ ।

মোচরাসিংহের ধ্যান ।

ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং, শূলং সপাশং  
করপঙ্কজেন রক্তাশ্বহস্তঃ পিশুনম্ভাবঃ সদাঙ্করো ভীম-  
মুখে বিভাতি ॥ ৮ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ মাং মোচরাসিংহায় নমঃ ।

নিশাচৌর্যের ধ্যান ।

ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকম্ । শক্তি-  
হস্তং দীর্ঘজড্বং বিকটাস্তং দিগম্বরম্ । করালবদনং ভীমং

ইন্নি দীর্ঘহস্তঃ ও দীর্ঘদেহ, পাশ ও খটাজখারী, কৃষ্ণবর্ণ,  
রক্তনেত্র, দীর্ঘকর্ণ, কৃশ-উদর, এবং রক্তগন্ধামুলেপিত দেহ, এবং  
অস্তি ক্রুর, এবংভূত সর্বলোকের ভয়ঙ্কর মূর্তি, গাতুরডুলনকে  
বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

তিনি মনুষ্যগণের ভয়ঙ্কর, রক্তবর্ণ অঙ্গ ও নয়নবিশিষ্ট, ইহাঁর  
করপঙ্কে শূল ও পাশ, রক্তবর্ণ, ভয়ানক মুখ, ক্রুর ম্ভাব এবং  
সর্বদা অরাক্ষত ॥ ৮ ॥

এই নিশাচৌর কৃষ্ণবর্ণ, রক্তময়, ও ভয়ানক; ইহাঁর হস্তে  
শক্তি এবং ইহাঁর জড্বা দীর্ঘ, ইনি বিকটমুখ ও উল্লস; ইহাঁর

শুকদেহঃ কৃশোদরম্ । ধীয়েহ সদা ক্রোধযুক্তং ঘণ্টা-  
বর্ষরবানিনম্, রাজ্যোচরমসীচর্ম্মধরং বিশতমস্তকম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নং নীং নিশাচৌরায় নমঃ ।

সূচিমুখের ধ্যান ।

ওঁ দীর্ঘাশ্বনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা কৃশাক্রো ভয়দো  
জনানাম্ । সুরক্তবক্ত্রে । বিরসঃ প্রমাদী, খট্টাজহস্তো  
বিমুখো বভাবে ॥ ১০ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ শাং হং সূচিমুখায় নমঃ ।

মহামল্লিকের ধ্যান ।

ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্ত্রে । রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো  
জনানাম্ । করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কদম্বমালাকুটিলঃ  
কৃশাঙ্গঃ । শ্রীমদ্রহামল্লিক এষ ভাতি, গোমায়ুর্দ্রাবী

করালবদন, প্রকাণ্ড শুকদেহ এবং কৃশ ; ইনি সর্বদা ক্রোধযুক্ত  
এবং ঘণ্টা ও বর্ষরবাদনে রত, রাজ্যবোধে গমনশীল, অসি ও  
চর্ম্মধারী এবং ইহার বিশত মস্তক ; এতাদৃশ নিশাচৌরকে সর্বদা  
ধ্যান করিবে ॥ ৯ ॥

ইনি দীর্ঘমুখ ও দীর্ঘনেত্র, ক্রুরস্বভাব ও সর্বদা মদুস্তগণের  
ভয়দায়ক এবং কৃশাঙ্গ, সুরক্ত ও বিরসমুখ, প্রমাদকারী, হস্তে  
খট্টাজ, বিমুখভাবী ॥ ১০ ॥

ইহার বৃহৎ নয়ন, পরিপূর্ণ মুখ, রক্তমাংসধারা মদুস্তগণের  
ভয়দায়ক, ইহার করালমস্ত, ইনি পদ্মাসনে অসীন, কদম্বমালা-

বিভূজো যদৌরঃ । খট্টাঙ্গধারী, নৃকপালমালী, শার্দূল-  
চর্ম্মাবৃত্তমূর্ব্বগাত্রঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ মাংসমহাময়িকায় নমঃ ।

বালিতদ্রায় ধ্যান ।

ওঁ কৃষ্ণাঙ্গবন্তঃ স্ফটিকাজবষ্টিঃ সক্রোধনেত্রঃ  
কপিলাককেশঃ । খট্টাঙ্গবন্তঃ খরগুধরাবী, স বালি-  
ভদ্রঃ পশুসিংহকায়ঃ ॥ ১২ ॥

মন্ত্ৰ ।—ওঁ বাং বীং বালিতদ্রায় নমঃ ।

রণবক্ষিণীর ধ্যান ।

ওঁ দীর্ঘাজী দীর্ঘনেত্রা গুরুকূচমুগলা ঘোরদংষ্ট্রা  
করালা, রক্তাকী কৃষ্ণবর্ণী রুধিরচষকহস্তা মুণ্ডমালাবৃত্তাজী,  
ঘণ্টা-খট্টাঙ্গপাশঃ করমুগবিধ্বতা বীণিচর্ম্মাশিনজা । নিত্যং  
মাংসান্বিতক্যা চলতুরঙ্গগতা বক্ষিণী দীর্ঘবন্তু । ॥ ৩৪ ॥

ধারী, কুটিল ও কশাস, স্থাণরবকারী, বিবাহ, লটালমুহে  
শোভিত, খট্টাঙ্গধারী, নৃ-কপালমালী এবং ব্যাজ্জচর্ম্মবারা ইহার  
সমুদ্র দেহ আচ্ছাদিত ॥ ১১ ॥

ইহার কৃষ্ণবর্ণ মুখ ও স্ফটিকের স্থায় ভদ্র ও উজ্জল অঙ্গ,  
ক্রোধমূক্তনয়ন, কপিলবর্ণকেশ, হস্তে খট্টাঙ্গ, ইনি গর্দভ ও  
গুরুতর স্বায় রবকারী; এই বালিতদ্রাসেব পশুশ্রেষ্ঠ সিংহের সমান  
দেহবিশিষ্ট ॥ ১২ ॥

১১-কৃষ্ণাঙ্গ-বহুভাষ্য-দীর্ঘ-নয়ন-গুরু-কূচ-মুগল-পীন, দন্তসমূহ-ভরা-  
করালা-বস্ত্র-ককেশ-ইনি-কৃষ্ণবর্ণী-রুধির-চষক-হস্ত-ও-পাশ-পাশ-  
১২



মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং হ্রীং ব্রহ্মসংহিতায় নমঃ ।

‘‘ মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ।’’

ওঁ বৈবা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা, বরদা-  
ভয়হন্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা, রক্তপদ্মাসনস্থা চ স্বর্ণ-  
কুণ্ডলমণ্ডিতা রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ স্নিগ্ধবস্ত্রা শুভাননা,  
নবযৌবনসম্পন্ন চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।

‘‘ দশভুজা দুর্গার ধ্যান ।’’

ওঁ জটাজুটসমায়ুক্তামর্কেন্দুকৃতশেখরাম্ ।

লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ।

ধাবিনী, ইহার অঙ্গ সুশোভনাবারী আরও, তিনি দুই হস্তে বণ্টা,  
খট্কা ও পাশ ধারণ করিয়া আছেন, ইনি ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা,  
নিরস্তুর মাংস ও অস্থিভঞ্জে রতী, এবং তুঙ্গগামিনী, এই  
রণযক্ষিনীর মুখরক্তস্বর্জীর্ষ ॥ ৩৪ ॥

মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী মনোজ্ঞ কমলীয়া; দ্বিভুজা, এবং বর চ  
অভয়হন্তা, তিনি গৌরবর্ণী, স্বর্ণকুণ্ডলধারী ভূষিতা, রক্তপদ্ম-  
সনে উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রবস্ত্রপরিধানা, স্নিগ্ধবস্ত্রবস্ত্রা ও  
সুন্দরবর্ণনা, এবং নূতন যৌবনসম্পন্ন, ইহার অঙ্গাবরণ সুন্দর,  
ইনি ললিতপ্রভাবর্ত্তা ॥ ৩৫ ॥

‘‘ ইহার মস্তক জটাসমূহধারী সুপ্রতিষ্ঠিত ও ললাট অর্ধচন্দ্রা-  
ভূষিত, ইনি নগ্নমণ্ডলধারী, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, তপ্তকাঞ্চন-  
বর্ণাভাং ॥ ৩৬ ॥

নববোবনসম্পন্নঃ সর্বকরকৃষিকায় ।  
 মুচাকরননাং তদ্বৎ পীনোরতপয়োধরাম্ ।  
 ত্রিভঙ্গনামংস্থানাং মহিষাঙ্গুরমর্দিননোম্ ।  
 মৃণালারতসংলগ্ন-কলবাহুসমগ্নিতাম্ ।  
 ত্রিশূলং দক্ষিণে-হস্তে খড়গঃ চক্রঃ ক্রমদ্বিধঃ ।  
 ভীকবানং তথাশক্তিং দক্ষিণেবু বিচিস্তয়েৎ ।  
 খেটকং পূর্ণচাপকং বজ্রমঙ্গুণমেব চ ।  
 ঘণ্টাং বা পরশুং যাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ।  
 অধস্তান্মহিষং তদ্বহ্নিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ।  
 শিরশ্ছেদোদ্ভবং বীকেদ্ধানবং খড়গপাণিনম্ ।  
 হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্ধাদন্ত বিভূষিতম্ ।  
 রক্তারক্তীকৃতানকং রক্তবিন্দুরিত্তেকগম্ ।  
 বেষ্টিতং নাগপাশেন ক্রকুটীকায়গাননম্ ।

ঈগাবর্ণী, যমোহর নরন, নুতন যৌবন, সমস্ত আভরণে বিভূষিতা,  
 মনোজ্ঞ দশনসমূহবৃত্তা, হুল ও উন্নত পদোদধরবৃগল, কটীদেশে  
 ত্রিভঙ্গ, মহিষাঙ্গুরবিনাশকারিণী, মৃণালকুলা বিভূষিত আভা-  
 লবিত দশবাহুবৃত্তা, দক্ষিণ হস্তসমূহে অধঃক্রমে-ত্রিশূল, খড়গ,  
 চক্র, ভীকবাণ, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র এবং বামহস্তসমূহে ক্রমদ্বয়ে  
 খেটক, পূর্ণচাপ, বজ্র, মঙ্গুণ, ঘণ্টা প্রভৃতি অস্ত্র । অধোদেশে  
 হিঙ্গশির মহিষ এবং তাহা হইতে উদ্ধৃত খড়গহস্ত অস্ত্র, শূলের  
 দ্বারা তাহার হৃদি-হিঙ্গ-কিরীট-অনঙ্গ-অনিবারিত অস্ত্রে ভূষিত,  
 রক্তারক্তীকৃত মেঘ, রক্তবিন্দুরিত্তেকগম, নাগপাশের দ্বারা বেষ্টিত

সপাশবামহন্তেন হৃৎকেশবঃ দুর্গয়া ।

বমদ্রুমিরবন্তঃ দেব্যাঃ সিংহঃ প্রদর্শয়েৎ ।

দেব্যান্ত দক্ষিণং পাদিং সমং সিংহোপরিস্থিতম্ ।

কিঞ্চিদুর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা ।

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ।

আভিঃ শক্তিভিরকীভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।

প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামকলপ্রদাম্ ।

শত্রুকন্য়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ দুর্গে দুর্গে স্নানি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেবৈব্য  
নমঃ ।

অগস্ত্যীর ধ্যান ।

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।

ত্র-কুটিবৃত্ত ভয়ানক মুখ, দুর্গা বাহবত্বদ্বারা নাগপাশের সহিত  
কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছেন ও দেবী কধিরবমনমুখবৃত্ত  
সিংহকে প্রদর্শন করিতেছেন এবং দেবীর দক্ষিণপাদ সমভাবে  
সিংহপৃষ্ঠে স্থিত, তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ  
মহিষাসুরের উপরি অবস্থিত; দেবী উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা,  
চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডা  
এই অষ্টশক্তি কর্তৃক সর্বদা পরিবেষ্টিতা, ইহার সূৰ্বকল  
প্রসন্ন, ইনি কলপ্রদায়িনী, শত্রুবিনাশকারিণী এবং দৈত্য ও  
দানবগণের দর্পবিনাশকারিণী ॥ ৩৬ ॥

চতুর্ভুজাঃ মহাদেবীঃ সারথীভ্যাংগোত্তরীণীম্ ।

শূন্যশাখা সমাবৃত্তাঃ সারথীভ্যাংগোত্তরীণীম্ ।

চক্রক পদবর্ণনং হস্তঃ সারথীভ্যাংগোত্তরীণীম্ ।

ব্রহ্মবীজপরিধানাং খালাকমলমূলীণীম্ ।

সারদাটঙ্কশূ নিগূঢ়াঃ সৌম্যভাঃ ভবগেহিনীম্ ।

ত্রিবল্লীকমলমূলপেভ্যাং নাভিলালমূলপেভ্যাং ।

ব্রহ্মবীজে মহাবীজে সিংহাসনসমাহিতে ।

প্রকৃষ্ণকমলারূঢ়াঃ খায়েতং ভবশূন্যরাম্ ॥ ৩৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুঃ দুর্গাট্যৈ নমঃ ।

কার্ত্তিকেশ্বর ধ্যাম ।

কার্ত্তিকেশ্বর মহাভাগং ময়ুরোপরি সংস্থিতম্ ।

তপ্তকাকনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্ ।

অগ্ৰদ্বারী দুর্গাদেবী সিংহগৃষ্ঠে উপবিষ্টা, নানা অলঙ্কারে  
অভিভা ও চতুর্ভুজা, ইমি মহাদেবী ও মাগবজোপবীতে শোভিতা  
এবং শূন্য ও শাখা দ্বারা বাসহস্তবন্ধ শোভিতা, ইমি দক্ষিণ হস্তবন্ধে  
চক্র ও পদবর্ণন পারণ করিয়াছেন । ইহার পরিধান ব্রহ্মবীজ  
বালাহ্মবীজ দেবের কণ্ঠস্থি, সারদাটঙ্ক শূন্যভা, কণ্ঠস্থি, সৌম্যভা ও  
শব্দমূলীণী, ত্রিবল্লীকমল মূলপেভ্যাং নাভিলালমূলপেভ্যাং এবং সিংহা  
সনসমাহিত মহাবীজীণী ও প্রকৃষ্ণকমল উপবিষ্টা আছেন  
এই ভবশূন্য দুর্গাদেবীকে ধ্যান করিলে ॥ ৩৭ ॥

৩. মহাভাগং কার্ত্তিকেশ্বর ময়ুরোপরি সংস্থিতম্, ইহার দেহের  
তপ্তকাকনবর্ণের জন্য, ইমি হস্তে শক্তি ধারণ করিয়া কার্ত্তিকেশ্বর

শ্রমসম্বন্ধনং দেবং বড়ামন-সুতশ্রমম্ ।

মন্ত্রঃ—ওঁ কাং কান্তিকেশ্বরায় নমঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্নদুর্গার ধ্যান ।

কালোদ্ভতাং কটাক্ষরিকুলভরদাং • মৌলিবন্ধেন্দু-  
রেখাম্ । শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিবিধমপি কঠোরবহন্যুঃ  
ত্রিনেত্রাম্ । সিংহকন্ধাধিকৃতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা  
পূরয়ন্তীম্ । ধ্যারেৎ দুর্গাং অন্নাদ্যাং ত্রিদশপরিভূতাং  
সৈবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ।

দক্ষিণকালিকার ধ্যান ।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।

ইনি সাধকদিগকে বর প্রদান করেন । ইনি দ্বির্বাছ, শত্রুবিনাশ-  
কাত্তী ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, শ্রমসম্বন্ধিণী, ইহার ছয়টি  
মুখ এবং ইনি পুত্রপ্রদাতা ॥ ৩৮ ॥

এই দেবীর দেহপ্রভা নীলবর্ণ রেখের দ্বারা, ইনি কটাক্ষবাহা  
অরিকুলের ভদ্র উপাদান করেন, ইহার কপালে অর্ধচন্দ্র নিবদ্ধ  
আছে, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ এবং ত্রিশূলধারণ করিয়া আছেন,  
ইমি ত্রিনেত্রা এবং সিংহের কন্ধোপরি উপবিষ্টা, ইহার দেহে  
ত্রিভুবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং ইনি দেবগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত  
ও সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণদ্বারা পরিসেবিতা ॥ ৩৯ ॥

দক্ষিণকালিকাদেবী করাল বদনা, ভীষণাকৃতি, অলঙ্কারিত

কালিকাঃ দক্ষিণাঃ সিব্যাঃ স্তম্ভশিখর-  
শিরঃখড়গবামাধোঈককামুজাম্ । অতঃ বরমটৈকব দক্ষিণা-  
ধোঈকপাণিকাম্ । মহামেঘপ্রভাঃ শ্রামাঃ ভবাটৈব দিগ-  
দ্বরীম্, কর্ণাবশস্তমুণ্ডালীপলক্ষধিরচিচ্চিতাম্ । কর্ণাবতঃ-  
সতানীতশবমুগ্ধভরানকাম্ । ঘোরমঃস্ত্রৈঃ কুরালাস্তাঃ  
পীনোন্নতপন্নোদরাম্ । শবানাঃ করসংঘাটৈঃ কৃতকাঞ্চীঃ  
হসম্মুখীঃ । শৃকদ্বয়গলদ্বস্তধারাবিক্ষুরিতাননাম্ । ঘোর-  
রাবাঃ মহারৌদ্রীঃ শ্মশানালয়বাসিনীম্ । বালার্কমণ্ডলা-  
কারলোচনত্রিতয়াস্থিতাম্ । দন্তুরাঃ দক্ষিণব্যাপিমুস্ত-  
লম্বিকটোচ্চরাম্ । শবরুপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ।

মুস্তলা এবং চতুর্ভুজা ; দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের  
অধঃকরে স্তম্ভশিখর মুণ্ড ও উর্দ্ধকরে খড়্গা এবং দক্ষিণ ভাগের  
অধোহস্তে অভয় ও উর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা বিद्यমান আছে, দেবী গাঢ়  
মেঘের ভায় শ্রামবর্ণা ও দিগদ্বরী অর্থাৎ মেঘটা । দেবীর, গল-  
দেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে বিগলিত শোণিত ধূলা  
সর্বত্র লিপ্ত করিতেছে, ইহার কর্ণে দুটি শবশিখ  
অস্বাক্ষররূপে বিরাজমান, ইহাতে দেবীর আকৃতি অতিভীষণ  
হইরাছে, দশনপংক্তি অতিভীষণা, স্তনবৃগল দুই ও উন্নত এবং  
শবহস্তনির্মিত কাকী কটিদেশে শোভমানা আছে । কালিকাদেবী  
হাক্তবদনা, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত খেণিক্ষায়াধ  
মুখমণ্ডল সমুচ্ছল হইরাছে । দেবীর শব অতি গভীর, ইনি  
নিরন্তর শ্মশানে অবস্থিতি করেন । ইহার চক্ষুদ্বয় সর্বোচ্চ হৃদয়  
মণ্ডলের ভায় সমুচ্ছল, দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত এবং কেন্দ্র

শিবভির্ধোররাবাতিচতুর্ভিঃ স্মরণিতাম্ । \* মহাকালেন চ  
সমং বিপরীতরতাতুয়াম্ । স্মরণসমবননং স্মেরাকনসরো-  
রুয়াম্ । এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমুদ্ভিদাম্ ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রঃ—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকৈ  
ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ।

ধ্যানান্তর ।

শবাক্ষতাং মহাতীমং বোরদংষ্ট্রা বরপ্রদাম্ । হস্ত-  
যুক্তাং ত্রিনেত্রীং কপাল-কর্তৃশাকরাম্ । মুক্তকেশীং  
ললতিহ্লাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ । চতুর্বাহুযুতং দেবীঃ  
বরাভয়করার স্মরেৎ ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রঃ—ক্রীং ।

পূজা দক্ষিণবাণী ও আলুসারিত; ইনি শবরসী\* শিবোপরি  
সংস্থিত, ইহার চতুর্ভিঃক শিবগণ ভরানক রব করিতেছে । উল্লি  
মহাকালেন সহিত বিপরীত ভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা বহিরা-  
ছেন । \*দেবীর মুখকল স্মরণ ও হস্ত-বিকসিতা এইরূপে  
সর্বকামপ্রদা\* ও \*সর্বসমুদ্ভিদায়ী দেবী কালিকার ধ্যান  
করিতে ॥ ৪০ ॥

\* দেবী শবোপস্থিতি, মহাভয়করাকৃতি, ভীষণবশনা, বরপ্রদানে  
বিরতা, হস্ত-বদনা ও পিবরণা, ইহার কেশদ্বারা আলুসারিত  
এবং

গুহ্যকালিকা-খ্যান ।

মহামেষপ্রভাঃ দেবীঃ কৃষ্ণবস্ত্রাণিধারিণীম্ । গল-  
জিহ্বাঃ ঘোরদংষ্ট্রাঃ কোটীরাশীঃ হসন্তু যম । নাগ-  
হোরনতোপেতাঃ চন্দ্রাঙ্কিতশেখরাঃ । জ্ঞাঃ শিখস্তীঃ  
জটামেকাঃ লেলিহানাঃ শবঃ শব্দম্, নাগযজ্ঞোপবীতাস্তীঃ  
নাগশয্যানিবেদুযীম্ । পঞ্চাশদ্যুগ্মসংযুক্তবনমালাঃ মহো-  
দরীম্, সহস্রকণসংযুক্তমনস্তঃ নিরসোপরি । চতুর্দিকু-  
নাগকণাবেষ্টিতাঃ গুহ্যকালিকাম্, তক্ষকসর্পরাঞ্জন বাম-  
কঙ্কণভূষিতাম্, অমন্তনাগরাঞ্জন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্, নাগেন-  
রসনাহারকঙ্কিতাঃ রত্ননুপুরাম্ । বামে শিবশঙ্কপস্তুঃ

‘চতুর্ভুজা, ইহার হস্ত-চতুর্দিকে নয়মুণ্ড খড়্গ, বর ও অন্তরমুদ্রা  
আছে । দেবীর উক্তরূপ খ্যান করিবে ॥ ৪১ ॥

দেবী গাঢ়মেঘের দ্বারা কৃষ্ণকর্ণ, ইহার পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র,  
জিহ্বা লোল, অতি ভয়ঙ্কর দন্ত, চন্দ্রবর্ণ কৌটীল্যধাগত, বনমালা-  
পূর্ণ, গগদেশে নাগহার, কপালে অর্ধচন্দ্র ও মস্তকে আকাশ-  
গামিনী জটা, ইনি শবাস্বাদনে আসক্তা এবং নাগসহ যজ্ঞোপবীত  
ধারণ করিয়া নাগনির্মিত শবদ্বতে উপবিষ্টা আছেন, ইহার গল-  
দেশে পঞ্চাশটি মুণ্ডসংযুক্ত বনমালা, উদর অতি বৃহৎ এবং মস্তকো-  
পরি সহস্রকণাবিশিষ্ট অনন্ত-নাগ আছে, গুহ্যকালিকাদেবী চতু-  
র্দিকে, নাগ-কণাবেষ্টিতা, তক্ষক নাগরাঞ্জনদ্বারা বামহস্তের কঙ্কণ,  
অমন্ত-নাগ-দ্বারা দক্ষিণহস্তের কঙ্কণ, নাগনির্মিত কাকী ও রত্ন-



কল্লিতং বৎসরূপকম্ । বিষ্ণুজ্যৈঃ চিত্তয়েদেবীঃ নাগযজ্ঞো-  
পবীতিনীম্ । মল্লম্বেষসমাবদ্ধকুণ্ডলপ্রতিমাপ্তিতাম্ । প্রসন্ন-  
বদনং সৌম্যাং নবরত্ন-বিভূষিতাম্, 'নারদাষ্টমু'নিগণৈঃ  
সেবিতাং শিবমোহিনীম্ । অট্টহাসাং মহাতীমাং সাধকা-  
জীকটদায়িনীম্ ॥ ৪২ ॥

মন্ত্রঃ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঙ্কার কালিকে  
ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্বাহা ।

এই প্রধান মন্ত্র, অষ্টপ্রকার মন্ত্রও আছে ।

ভক্তকালীর অষ্টপ্রকার ধ্যান ।

কুৎসাক্ষা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদহী,  
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি ।

‘নূপুর ধারণ করিয়াছেন । বামভাগে শিবস্বরূপ কল্লিত বৎস বহি-  
রাছে । দেবীর হুই হস্ত, কর্ণবৃগল নরদেহ সংযুক্ত-কুণ্ডলদ্বয়ে ভূষিত,  
বদন প্রসন্ন, আকৃতি সৌম্য, নবরত্নে বিভূষিতা শিবমল্লোমোহিনী  
দেবীকে নারদাদি মুনিগণ সেবা করিতেছেন, অট্টহাসা ও মহা-  
ভয়ঙ্করী দেবী সাধকের অতীষ্ট কল প্রদান করেন ॥ ৩২ ॥

এই ধার্মনের ‘ওঙ্কার’ পদটি উপলক্ষ্যস্বত্ব, ভক্তকালী প্রভৃতিরও  
পূজা এই ধ্যানের করিতে পারিলে, অষ্ট প্রকার মন্ত্র আছে ।

ভক্তকালী দেবী কুণ্ডলে কীলাকী, তাঁহার ‘নবরত্নগল কোটর-  
-মধ্যগত, বদনমণ্ডল-সরীর দ্বার মলিন, কেশওঙ্কার আলুঙ্গারিত । ইন্দি  
-সর্বদা রোদন করিতে করিতে বলিয়া থাকেন, কোনরূপে অশিার  
হুতি হইতেছে না, ইচ্ছা হয়, এই সমস্ত অগৎ একপ্রাসেতক

হস্তাভ্যাং ধারয়তী মূলদনমালিঞ্চসমিতং পাশমুগ্ধম্, দ্বৈত-  
জ'মুকুন্ডাভেঃ পরিব্রজতু ভয়ং প্রাতঃ সঃ ভদ্রকালী ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—দেী কালি মহাকালি কিলি কিলি কট্ হ্রাহ ।

রক্ষাকালীর খানি ।

২. জা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা, খড়গক দক্ষিণে  
পাণৌ বিব্রতীন্দীবরধরম্ । কর্ত্তীক ধর্ম্মরক্ষৈব ক্রমাধামেন  
বিব্রতী । ভ্যাং লিখন্তেঃ জটামেকং বিব্রতীঃ শিরসা ধরীং,  
মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে ত্রীবায়ামধচাপদম্ । বক্ষসা নাগহারক  
বিব্রতী রক্তলোচনা, কৃষ্ণবস্ত্রধরাকট্যাং ব্যাজ্রাজিনসং-  
স্থিতা । বামপাশং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ।  
বিলাপঃ সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বরম্ । সাটুহাসা  
মহাঘোররাবমুক্তা স্তম্ভীষণা ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্ৰ—ক্রীং হ্রীং হ্রীং ।

করি । দেবী উভয়হস্তে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখার ভায় প্রদীপ্ত পাশ-  
মুগ্ধ ধারণ করিয়াছেন, দেবীর দক্ষিণে জামকলেরভায় কৃষ্ণবর্ণ,  
ইনি সাধকের ভয় ভরণ করেন, এই রূপ আকৃতিবিশিষ্ট।  
ভদ্রকালীদেবী আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৩ ॥

দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালাধারা বিভূষিতা, ইনি  
দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ে ধনুঃ ও নীলোৎপলধর এবং বামহস্তদ্বয়ে কর্ত্তীক ও  
ধর্ম্মর ধারণ করিয়াছেন; দেবীর মস্তকে দুইটি জটা আছে,  
জাহার একটি গগনম্পর্শিনী; ইহার মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা  
ভূষিত। ইনি নাগহার এবং চতুঃ রক্তবর্ণ, ইনি কক্ষিদেশে কৃষ্ণবর্ণ

## শ্মশানকালীর ধ্যান ।

অঞ্জনাদ্রিবিভাঃ দেবীঃ শ্মশানালয়বাসিনীঃ রক্তনেত্রাঃ  
মুক্তকেশীঃ শুকমাংসভিভৈরবাম্ । পিঙ্গাকীঃ বাম-  
হস্তেন মন্তপূর্ণং সমাংসকম্ । সন্তঃকৃতশিরোদম্বহস্তেন  
দধতীঃ শিবাম্ । স্মিতবস্ত্রাঃ সদা চামমাংসচর্কণতৎপরান্ ।  
নানালকারভূষাঙ্গী নগ্নাঃ মন্তাঃ সদাসতৈঃ ॥ ৪৫ ॥

মন্ত—এঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ এঁ  
এই একাদশাকর মন্ত্রে শ্মশানকালীর পূজাদি করিলে,  
দেবী সাধকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ।

## ভারা দেবীর ধ্যান ।

প্রত্যালীড়পদাঃ ঘোরাঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ । খর্ব্বাঃ  
লম্বোদরীঃ ভীমাঃ ব্যাভ্রচর্ম্মাকৃতাঃ কটৌ । নবযৌবন-

ও ব্যাভ্রাজিন ধারণ করিয়া শবরূপী শিবের হৃদয়ে বামপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক লিঃহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ রাখিয়াছেন, এবং মদ্যপানে আসক্তা, অট্টহাস্তযুক্তা, ভয়ঙ্করলক্ষা ও ভীষণাকৃতি ॥ ৪৬ ॥

শ্মশানকালী দেবী গাঢ় অঙ্গনের স্বায় রক্তবর্ণা, ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন, ইহার নেত্র রক্ত-পিঙ্গলবর্ণ, বেশসমূহ আলু-  
লাষিত, দেহ শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর, বামহস্তে মদ্যযুক্ত মাংস এবং দক্ষিণ-  
হস্তে সর্পাচ্ছিন্ন নূরমুণ্ড, দেবী সর্ব্বদা হাতবদনে কাঁচা-মাংস চর্কণ  
করিতেছেন, দেবী বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না ও সর্ব্বদা  
মদ্যপানে প্রোক্তা ॥ ৪৭ ॥

ভাষিণী দেবী প্রত্যালীড়পদা, ভয়ঙ্করাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী,

সম্প্রদায়ঃ পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ । চতুর্ভুজাঃ লোলজিহ্বাঃ  
মহাভীষাঃ বরপ্রদাম্ । খড়্গকর্ডমদাকুস্তম্ভোত্তরভুজবয়াম্,  
কপালোৎপলসংযুক্ত সবাণাশিবুদ্যাদিভাম্ । শিক্খোত্রৈ-  
কজটাঃ ধ্যায়েন্দ্রোলাবকোভ্যভূষিতাম্, বালার্কমণ্ডলাকার-  
লোচনত্রিতয়াশ্বিতাম্ । জ্বলন্তিতামধ্যগতাঃ ঘোরদংষ্ট্রাঃ  
করালিনীম্ । সাবেশশ্বেদবদনাঃ দ্ব্যালকারবিভূষিতাম্ ।  
বিশ্বব্যাপকভোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ । অকোভ্যো  
দেবীমূর্ত্ত্যুত্রিমূর্ত্তিনীগরূপম্বক ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হুঁ কট্ ।

ঈহার গগদেশে নরমুণ্ডরচিত মালা ও কটিদেশে বায়ুসম্মত দ্বারা  
আবৃত, ইনি নবযুবতীরূপা ও পঞ্চমুদ্রাধারা অলঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা  
এবং লোলজিহ্বাধারিণী, মহাভয়ঙ্কররূপা ও বরপ্রদানশীলা ।  
ইহার দুক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গা ও কর্ডরিকা এবং বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড  
ও উৎপল আছে । ইনি শিরোদেশে একটি পিঙ্গলবর্ণ জটা ধারণ  
করিয়াছেন এবং ইহার মৌলিদেশ অকোভ্যভূষিত ; নবোদিত  
সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় ইহার তিনটি নয়ন যেন ভূষণস্বরূপ বিद्यমান  
আছে । দেবী প্রজ্জ্বলিত চিত্তার মধ্যে বিরাজমানা, ইহার দন্ত-  
পংক্তি অতি ভয়ঙ্করী, দেবী স্বীয় আবেশে হস্তবদনা এবং ক্রী-  
জনাচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা ও বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেত-  
পদ্মোপরি অবস্থিতা আছেন । এই দেবীর শিরোদেশে অকোভ্য-  
সম্বন্ধে শিব-ত্রিমূর্ত্তিতে নগরূপে বিদ্যমান আছে ॥ ৪৬ ॥

উগ্রতারি ধ্যান ।

প্রত্যালীচদর্শিতাজি শবহনবোরাটোহাঙ্গা পরা, 'ধেপেপে'  
শ্রীবরকর্ষধর্মরত্না হুকারবীজোন্তবা । স্বর্গা নীলবর্ণান-  
পিঙ্গলজটাজুটেকনাগৈর্বুতা, জাড্যং নশ্ত কপালকে ত্রিজগতঃ  
হস্তাগ্রতারা স্বয়ং ॥ ৪৭ ॥

মন্ত্রঃ—শ্রীং হ্রীং শ্রীং হ্রীং ফট্ ।

বগলামুখীর ধ্যান ।

মধ্যে সুধাক্রিমণিমণ্ডপবত্বেদী-সিংহাসনোপরি-  
গতাং পরিশীতবর্ণাম্ । পীতাস্বরাভরণমালাবিভূষিতীং, দেবীং  
স্বয়াম্নি ধৃতমুগদঃবৈরজিহ্বাম্ । তিহ্বাগ্রমাদাস্ব করণে দেবীং,  
বামেন শক্রান্ পরিশীড়য়ন্তীং । গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন,  
পীতাস্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥ ৪৮ ॥

উগ্র তাবাদেবী প্রত্যালীচ অবস্থানে শবহনী শিবেব হৃদয়ো-  
পরি পদদ্বয় সমর্পণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন, এবং অতি ভয়ঙ্কর  
এ উচ্চৈঃস্বরে হস্ত কবিত্তেছেন । চারি হস্তে খজা, নীলোৎপল,  
হর্ষকা ও বর্ষর ধারণ করিয়া আছেন । ইনি হুকার বীজে উদ্ভূতা  
দম্বাকৃতি ইহার মস্তকে নীলবর্ণ অতি বৃহৎ একটি সর্প আছে,  
ও পিঙ্গলবর্ণ একটি জটা আছে, উগ্রতারাদেবী স্বয়ং ত্রিজগতঃ  
জড়তা বিনাশ করুন ।

সুধাসাগরমধ্যে মণিময় মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্ননির্মিত বৈদীর্ঘ উপর  
সিংহাসন আছে, বগলামুখী দেবী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা  
আছেন, ইনি পীতবর্ণা এবং পীতবর্ণস্ত্র, পীতবর্ণ আভরণ ও পীত-

মন্তঃ—ওঁ ০ কলো ০ বগলামুখী সর্বদুষ্ঠানাং বাচঃ  
মুখং তুভ্যম জিহ্বাঃ কীলয় কীলয় বুদ্ধিঃ মানসঃ কলো  
ওঁ স্বাহা । ( অন্য প্রকার মন্ত্রও আছে । )

মাতঙ্গীর ধান ।

শ্রীমাতঙ্গীঃ শশিগেখরাঃ ত্রিময়নাঃ রত্নসিংহাসন-  
স্থিতাঃ, বৈদৈর্ঘ্যহস্তৈরসিঞ্চৈকপাশাকুলধরাম্ ॥ ৪৯ ॥

মন্তঃ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ মাতঙ্গৌ কটঃ স্বাহা ।

ধুমাবতীর ধান ।

বিবর্ণা চকলা কুম্ভা দীর্ঘা চ মলিনাধরা । বিবর্ণ-  
কুণ্ডলা কুম্ভা বিধবা বিহলবিজা । কাকধ্বজবথাক্রতা  
বিলম্বিতপয়োধরা, সূৰ্যহস্তাতিকুম্ভাক্ষী ধৃতহস্তা বরাধিতা ।

বর্ণমালাদ্বারা বিভূষিতা । ইহার একহস্তে মূল্যস্বর্ণ ও অপর হস্তে  
বৈরিচিহ্না ; ইনি বানহস্তে শত্রুর জিহ্বা পাষণ করিয়া দক্ষিণ-  
হস্তে গুল্মবাতে শত্রুকে পীড়ন করিতেছেন । বগলামুখী দেবী  
পীতবস্ত্রে আবৃত্তা ও বিভূষা ইহাকে প্রণাম করি ॥ ৪৮ ॥

মাতঙ্গীদেবী শ্রীমবর্ণা, অঙ্কচক্রপারিণী ও স্নিগ্ধমলিনবিগ্ধা ।  
তিনি রাহুচতুর্দ্বারঃ খল্লা, পেটক, পাশ ও অকুল—এই অস্ত্রচতু-  
র্দ্বার ধারণ করিয়া রত্ননির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন ॥ ৪৯ ॥

ধুমাবতী দেবী বিবর্ণা, চকলা, কুম্ভা ও দীর্ঘাক্ষী ; ইহার  
পরিহৃত বস্ত্র মলিন, কেশ গুল্ম বিবর্ণ ও কুম্ভা ; ইনি বিধবা,  
বিহলবস্ত্রা, কাকধ্বজবথে উপবিষ্টা ; ইহার পরোপগ্রহগুণ দীর্ঘ,  
সূর্যগুণ কক্ষ, নক্ষত্র দেবীর একহস্তে সূর্য, অপরহস্তে বহুব্রতা ,

প্রকৃষোণা তু ভূশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা । কুংপিপাসা-  
দ্ভিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥ ৫০ ॥

মন্ত্রঃ—ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা । এইমন্ত্রে পূজা  
করিবে ।

কমলার ধ্যান ।

আসীনা সরসীরূপে স্মিতমুখী হস্তাযুজৈর্বিভ্রতী,  
দানং পদ্মযুগান্তরে চ বশুধা সৌদামিনীসম্নিজা । মুক্তাহার-  
বিরাজমানপৃথুলোত্ত্বঙ্গস্তনোস্তাম্বিনী, পায়াবঃ কমলা কটাক্ষ-  
বিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥ ৫১ ॥

মন্ত্র :—নমঃ কমলাবাসিন্যৈ স্বাহা ।

এই মন্ত্রে পূজা করিবে । ইহার ধ্যানান্তর ও মন্ত্রান্তর  
আছে, নিম্নে লিখিত হইল ।

ধ্যানান্তর ।

কাস্ত্যা কাকনসম্নিতাঃ হিমগিরিপ্রাচ্যেচ্ছূর্ত্তির্গজৈ-

ইহার নাসিকা দীর্ঘ এবং দেহ ও নয়ন কুটিল; ইনি সর্বদা  
কুং-পিপাসায় প্রপীড়িতা, ভয়দা ও কলহপ্রিয়া ॥ ৫০ ॥

কমলাদেবী পদ্মোপরি উপবিষ্টা ও হাস্তমুখী; ইহার হস্তে  
বরমুদ্রা, হুইটো পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে; ইহার সৌদামিনীর  
স্তন দেহকান্তি এবং গলদেশে মুক্তাহার বিরাজমান । দেবীর  
স্তনবয় অতি উচ্চ ও স্থূল; ইনি কটাক্ষভঙ্গিধারা বিকূকে  
আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

দেবীর কাকনের স্তন দেহকান্তি ইহাকে হিমালয়পর্বত

ইন্দ্ৰাংকিপ্তহিরন্ময়ানুতৰৈরানিসামান্যঃ শ্রিয়ম্ । বিভ্রাণাং  
বরমজ্জগৎভয়ং হঠৈঃ কিরীটোজ্জ্বলান্মৌমাবকনিতম্ববিশ্ব-  
ললিতাং বস্মৈহরবিন্দুহিতাম্ ॥ ৫২ ॥

মন্ত্ৰঃ—ঐ ।

মহালক্ষ্মীর ধ্যান ।

বালাক্ৰীড়িমিস্মুগবিলসংকোটারহারোজ্জ্বলান্ম  
রক্তাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালৈঃ কটৈরঙ্গজরোম্ ।  
পদ্মং কোমলভরতুমপ্যাবিরতং সংবিভ্রতীং সান্মতীম্ ।  
ফুলান্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাম্ ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—ঐ হ্রীং ক্লীং হেমৌঃ জগৎপ্রসূতৈ নমঃ ।  
( উক্ত ধ্যান এবং এই মন্ত্ৰদ্বারা দীপান্বিতা কালী-  
পূজার দিবসে মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে । )

সদৃশ চারিটা হস্তিওও দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া অমৃতপূর্ণ হিরণ্ময়  
কলসদ্বারা অভিষেক করিতেছে, ইহার চারিহস্তে বর, অভয়মুদ্রা  
এবং দুইটা পদ্ম আছে। ইহার মস্তকে রক্তমুকুট, পরিধানে  
শট্ঠবস্ত্র এবং ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা ॥ ৫২ ॥

এই দেবীর দেহকান্তি ঐতঃকালীন স্বর্গের ভায়, কপালে  
অরুণচন্দ্রবিগলিত মুকুট এবং গলদেশে উজ্জলহার আছে ।  
ইনি রক্তনির্মিত ভূষণে বিভূষিতা এবং স্তনভারে নভা । ইনি  
হস্তে ধ্যানমন্ত্ররী, পদ্ম, কেশভ ও রক্ত ধারণ করিয়াছেন



## ষোড়শী ধ্যান ।

ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলান্ ।  
 জবাংকুম্ভসঙ্কাশাং দাড়িমীকুম্ভমোপমাম্ । পদ্মরাগ-  
 প্রতীকাণাং কুকুবাংকুশসন্নিভাং । ক্ষুদ্রমুকুটমাণিক্য-  
 কিকিণীজ্বালমণ্ডিতাং । কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল-  
 হাং । প্রভাগ্রাংকুশসঙ্কাশবদনাস্তোজমণ্ডলাং । কিঞ্চি-  
 দক্কেনুকুলি ফলামুদ্রপট্টিকাং । পিণকিধনুকারভ্র-  
 লতাং পরমেস্বরং । আনন্দমুদিতোন্মাসলীলান্দোলিত-  
 লোচনাং । ক্ষুদ্রময়ূখসঙ্কাশবিলসক্কেমকুণ্ডলাং । সুগণ্ডমণ্ড-  
 লাভোগজিতেন্দ্রমুত্তমণ্ডলাং ॥ বিশ্বকর্মাভিনির্দ্ভাণসূত্রসুস্পষ্ট-

ইনি হান্তবদনা, এই দেবীর নয়নদ্বয় প্রকল্পপদ্মের তায় । ইঁহার  
 এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ৫৩ ॥ \*

ষোড়শীদেবী পদ্মনিভা, প্রভাতকালীন স্বর্ষ্যকিরণের তায়  
 সমুজ্জ্বলকাস্তিবিশিষ্টা এবং জবাফুল, দাড়িম-কুম্ভ, পদ্মরাগমণি  
 ও কুম্ভের তায় অরূপবর্ণা । উজ্জ্বল মুকুটবিত্ত মানিক্যময়  
 কিকিণীজ্বালে বিভূষিতা ; ইঁহার মস্তকে ভ্রমরপংক্তির তায় কুটিল  
 অলকা শোভা পাইতেছে । ইঁহার নবোদিত স্বর্ষ্যমণ্ডলতুল্য  
 বদনমণ্ডল, জটিল ললাটকলকে অর্ধচন্দ্র, হরধনুর তায় কুটিল  
 ভ্রাজা, এবং ইঁহার নেত্রদ্বয় আনন্দভরে নিবীলিত ও উদ্দীলিত  
 হইয়া আন্দোলিত হইতেছে । ইঁহার ক্ষুদ্রকিরণজালের ন্যায়  
 উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণকুণ্ডল । সম্পূর্ণ সুগণ্ডমণ্ডল চন্দের অমৃত-  
 মণ্ডল জয় করিয়াছে, সুস্পষ্ট শাসিকা যেন বিশ্বকর্মা-কঙ্ক

নাসিকাম্ । • • • তাত্র-বিক্রম-বিজিত-মহা-রক্তোজীম-মুতোপমাং ।  
 শ্রিত-মাধুর্য্য-বিজিত-মাধুর্য্য-রস-সাগরাম্ । • • • অত্মোপমা-গুণো-  
 পেত-চিবুকো-দেহ-শৌভিতাম্ । কল্প-গ্রীবাং মহা-দেবীং  
 যুগল-ললিতৈ-ভু-তৈঃ । রক্তোৎপল-দলা-কার-কুসুম-রক-  
 রা-সু-ক্লাম্ । রক্তা-বুজ-নখ-জ্যোতি-বিব্রত-নিভ-ন-ত-স্ত-সাম্ । মুক্ত-  
 হার-লতো-পেত-স-মুগ্ধ-ত-প-য়ো-ধ-রাম্ । • • • ত্রি-বলি-বল-য়া-যুক্ত-মধ্য-  
 দেহ-হু-শৌভিতাম্ । লাবণ্য-সরিদা-বর্তী-কার-নাতি-বিভূষিতাম্ ।  
 অনর্থ-বদ্ব-ব-টি-ত-কা-কী-যু-ত-নি-ত-স্ব-নো-ম্ । নি-ত-স্ব-বি-স-দ্বি-র-দ-রো-  
 ম-রা-জি-ব-রা-কু-শাম্ । কদলী-ললিত-স্ত-স্ত-সু-কু-মা-রো-রু-মী-শ-রী-ম্ ।  
 লাবণ্য-কুসুম-কার-জা-নু-ম-গুল-ব-জু-রাম্ । লাবণ্য-কদলী-তু-ল্য-  
 জ-জ্বা-যু-গ-ল-ম-গু-তাম্ । গুঢ়-গু-ল্ফ-প-দ-দ-ব-দ্ব-প্র-প-দা-জি-ত-ক-চ্ছ-পাম্ ।

• বিনির্মিত । তাত্র-বিক্রম অর্থাৎ তাত্র-বর্ণ প্রবাল ও বিবকলের  
 দ্বায় রক্ত-বর্ণ ওষ্ঠ, হস্তের মাধুর্য্য রস-সাগরের মাধুর্য্যকে জয়  
 করিয়াছেন । অমুপম-গুণ-বিশিষ্ট শোভমান চিবুক-দেশ, এই মহা-দেবী  
 কল্প-গ্রীবা এবং ইহার সুকুমার হস্ত কোমল যুগল-সদৃশ ভূজে  
 রক্তোৎপলের দ্বায় শোভা পাইতেছে, রক্তা-বুজ-তুল্য হস্তের নখ-প্রভায়  
 আকাশ-মণ্ডল যেন বিতান-বিশিষ্ট হইয়াছে এবং স-মুগ্ধ-ত-প-রো-  
 ধ-রো-পরি মুক্তা-হার রহিয়াছে, ত্রি-বলী-বল-য়া-যুক্ত মধ্য-দেশ অতি  
 সুশোভিত, নাভি-মণ্ডল লাবণ্য-সরিতের আবর্তের দ্বায় শ্বেভা  
 পাইতেছে, মহামূল্য রত্ন-গহ্বিত কাকী-হার নিতম্ব-পরি বিভ্রাম  
 আছে, ললিত কদলী-তুল্যের দ্বায় সুকুমার উরু-দ্বয়, লাবণ্য-পূর্ণ  
 জু-কুমার-জ-জ্বা-যু-গ-ল-ম-গু-তাম্, • • • গু-ল্ফ-দ্বয় অতি শুভ্র এবং

তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিদ্যাজিতাং । ব্রহ্মবিষ্ণুশিরো-  
 রক্তনিষ্পটচরণানুভাং । জীতাংশতসক্কাশকান্তিসক্তামহাসি-  
 নীম্ । লোহিতাজিতসিন্দূজবান্ধাডিমরুপিনীম্ । রক্তবস্ত্র-  
 পরিধানাং পাশাঙ্কুশকরোত্ততাম্ । রক্তপদ্মনিবিকীর্ণ্ত রক্তা-  
 তরণভূষিতাম্ চতুর্ভুজাম্ ত্রিনেত্রাস্ত পঞ্চবাণধনুধরাং ।  
 কপূরশকলোন্মিশ্রতাম্বুলপূরিতাননাম্ । মহানুগমদোদা-  
 মকুকুনাক্রমবিপ্রহাং সর্বশৃঙ্গারবেশোঢ্যাং সর্বভরণ-  
 ভূষিতাং । জগদাহলাদজননীং জগদ্রজনকারিণীং । জগ-  
 দাধীর্ধনকরীং জগৎকারণরূপিনীং, সর্বমঙ্গলময়ীং দেবীং  
 সর্বসৌভাগ্যানুন্দরীং । সর্বলক্ষ্মীময়ীং মিত্যাং সর্বশ-  
 ক্তিময়ীং শিবাং । ৫৪ ।

মন্ত্ৰ :—স, ক, ল, হ্রী ত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ।

পাশাঙ্গ বিস্তৃত, দীর্ঘ অঙ্গুলীতে স্বচ্ছ নখশ্রেণী সুশোভিত  
 হইয়াছে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিরোরয়ে চরণকমল শোভমানে, শত  
 শত চক্রকিরণে সমুজ্জ্বল দেহকান্তি । স্বীয় লোহিত প্রভার  
 জবানুপ্প ও দাড়িমকুসুম পরাজিত হইয়াছে, ইনি রক্তবস্ত্রপরি-  
 ধানা এবং ইহার হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ আছে, ইনি রক্তপদ্মোপরি  
 উপবিষ্টা এবং রক্তবর্ণ আভরণে বিভূষিতা; এই দেবতা চতুর্ভুজা  
 ও ত্রিনেত্রা; ইনি অস্ত্র ছই হস্ত পঞ্চবাণ ও পঞ্চ দারণ  
 করিয়াছেন; ইহার বদন কপূরকলামিশ্রিত তাম্বুলরসে পরিপূর্ণ  
 এবং সর্বদা গোবোরোচনা ও কুকুমে অল্পলিপ্ত; ইনি সর্বপ্রকার  
 শৃঙ্গারোপযুক্ত বেশ ও সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা;

ভুবনেশ্বরীঃ ধ্যান ।

উত্তমিনকরহ্যতিমিন্দুকিরাটাং ॥ ভূগকুটাং ॥ নবমেত্রঃ সং-  
যুক্তাং । স্নেহমুখীং ॥ বরদাকুশপাশাভিতিকরাং প্রভঞ্জে-  
ভুবনেশ্বরীং ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্র :—হ্রীং ।

খ্যানান্তর ।

শ্যামাক্ষীঃ শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং ।  
রক্তাটং চবকং পরং ভয়হরং সংবিস্রভীং শাস্ত্রভীং । মুক্তা-  
হারলসংপার্যোধরনভাং নেত্রত্রয়োদ্রাসিনীং । বন্দেহং  
স্বরপূজিতাং হরবধুং রক্তারবিন্দস্থিতাং ॥ ৫৬ ॥

মন্ত্র :—ঐ হ্রীং ঐ । ( ভুবনেশ্বরী দেবীর অপর  
খ্যান ও মন্ত্র আছে ।

জগতের আফ্লাদজননী, জগজ্জননরঞ্জনী ও জগদাকর্ষণকারিণী, এবং  
জগতের কুপরণস্বরূপা, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বমৌক্তাগাদায়িনী এবং সর্বলক্ষ্মী  
ও সর্বশক্তিস্বরূপিণী ও মঙ্গলদায়িনী ॥ ৫৪ ॥

এই দেবীর বালোদিত সূর্য্যাকরণের স্তায় দেহকান্তি, ললাটে  
অঙ্কিত শোভিত মুকুট, স্তনযুগল উজ্জ্বল এবং ইনি নমুনকরযুক্তা ও  
ঐবং হস্তমুখী ; ইহার হস্তচক্রে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অস্ত্র-  
মুদ্রা আছে ; এইপ্রকার আকৃতিবিশিষ্টা ভুবনেশ্বরীদেবীকে খ্যান  
করিবে ॥ ৫৫ ॥

দেবীর শরীর স্নানকর্ষ, কপাটক অঙ্কিত এবং ইনি চতুর্ভুজা ;  
ইহার চারিহস্তে বরমুদ্রা, রক্তোৎপল, পানপাত্র ও অস্ত্রমুদ্রা

## ভৈরবীর ধ্যান ।

উচ্ছ্বাসসহস্র হৃদয়মগ্নমহাকোমাং । শিরোমালিকাং,  
রক্তাঙ্গিপুপয়োধরাং কপ্পরটীং বিজ্ঞামভীতিং বহুং । হস্তা-  
জৈর্দ্ধমভীতিং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং, দেবীং রক্ত-  
মাং শরত্মুকুতাং বন্দে সমন্দস্যতাং ॥ ৫৭ ॥

মন্ত্র :—হসতৈঃ হসকলরীং হসরৌং ।

সম্প্রদায়ঃ ভৈরবীর ধ্যান ।

জাতশ্রীর্কমলমুখাভাং ক্ষুরচন্দ্রকলাজটাং । কিরীট-  
রক্তবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমোক্তিকাং । অশ্বকধিরপদ্মাত্মা-  
মালাবিরাজিতাং । ময়নত্রয়শোভাতাং পূর্ণেন্দুবদনাম্বিতাং

আছে ; ইহার গলদেশে মুক্তাহার এবং দেহ স্তনভরে নম্র। ইনি  
নেত্রদ্বয়ে পরিশোভিতা এবং রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা, সুরগণ  
পূজিতা হরবধু, ইহাকে বন্দনা করি ॥ ৫৬ ॥

ত্রিপুর ভৈরবীর স্নেহকান্তি উনয়শীল সহস্র সূর্য্যের তায়,  
রক্তবর্ণ ক্ষৌরবসন পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং স্তনদ্বয়  
রক্তলিপ্ত, করচতুর্ভুজে ভূপমালা, পুষ্পক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা  
আছে কণ্ঠালে শশিকলা বিস্তারিত, ইহার রক্তপদ্মের তায়  
শ্রীবিংশতি তিনটি চক্ষু, মস্তকে রক্তকিরীট এবং বদনমণ্ডল স্নিগ্ধ  
হৃদয়যুক্ত ॥ ৫৭ ॥

সম্প্রদায়ঃ ভৈরবী দেবী সহস্র সূর্য্যের তায় উচ্ছল তাম্রবর্ণী,  
ইহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে জটাবার, মুকুটে নানাকল্পসংযুক্ত  
বিচিত্র-চিত্রাবিত মুক্তা, এবং গণ্ডে গলিতকধিরপদযুক্ত মুণ্ডমালা

মুক্তাহারলভান্নাজং পীনোরহটন্তনীরং । রক্তাঘ্রপরি-  
ধানীং ঘোষনোন্নতরূপিনীং । পুস্তককাতরং বামে দক্ষিণে  
চাকমালিকং । ইন্দ্রদান প্রদাং নিভ্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং  
স্মরেন ॥ ৫৮ ॥

মন্ত্র :—হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ ।

বিজ্ঞান, ইনি জিনয়নে অতীব শোভিতা এবং পূর্ণচন্দ্রের দ্বায়  
বদনমণ্ডলবিশিষ্টা, ইহার পীনোরহটন্তনোপরি মুক্তাহার  
বিলম্বিত রহিয়াছে। ইনি রক্তাঘ্রপরিধানা, এবং ঘোষনে  
উন্নতরূপিনী, ইহার বামকরে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণকরে  
ববমুদ্রা ও জপমালা, ইনি নিরন্তর সাধকের সম্পৎ প্রদান  
করেন ॥ ৫৮ ॥

\* কোলেশভৈরবীমন্ত্র ।—এই ভৈরবীর ধ্যান পূজা সম্পৎপ্রদা  
ভৈরবীর দ্বায়, কেবল মাত্র মন্ত্রে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

বর্ণা,—“সহরৈং সহকলরীং সহরৌঃ” । এই মন্ত্রে, কোলেশ-  
ভৈরবীর পূজা করিবে।

সকল সঙ্গিদা ভৈরবীর মন্ত্র ।—এই ভৈরবীর ধ্যান পূজা  
পূর্বোক্তরূপ, কেবল “সহরৈং সহকলরীং সহরৌঃ” এই মন্ত্রে পূজা  
করিবে।

ভগবৎসনী ভৈরবীর ধ্যান পূজাও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর  
পূজাভিত্তি প্রসঙ্গেরে করিতে হইবে ; কেবল নাম ও মন্ত্র প্রভেদ ।

মন্ত্র বর্ণা,—“হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে-

চৈতন্ত-ভৈরবীর ধ্যান ।

উত্তমভাসুসম্রাভাঃ বানালকারভূষিতাঃ মুকুটোগ্রোম-  
কল্পরেখাঃ রক্তাঘরাহিতাঃ । পাশাকুশধরাঃ নিত্যং বাস-  
হন্তে কপালিনীঃ । বরদাতয়শোভাঢ্যাঃ পীনোন্নতধন-  
ন্তনীং ॥ ৫৯ ॥ \*

মন্ত্র :—সত্বেং সকল হ্রীং সহরৌং ।

ষট্‌কুটা ভৈরবীর ধ্যান ।

বালসূর্য্যপ্রভাঃ দেবীঃ জবাকুম্মসম্রিভাঃ । মুণ্ডমালা-  
বলীরমাং বালসূর্য্যসমাংশুকাং । স্তবর্ণকলসাকারপীনো-  
ন্নতপয়োধরাং । পাশাকুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালি-  
কাং ॥ ৬০ ॥

চৈতন্ত-ভৈরবী দেবীর উদয়শীল সহস্র সূর্য্যের ভায় দেহকান্তি,  
অঙ্গসকল নানারূপ ভূষণে বিভূষিত, মস্তকে মুকুট, ললাটে  
অর্ধচন্দ্র, ইনি রক্তবস্ত্রপরিধানা ও চতুর্ভুজা, ইহার বামকরদ্বয়ে  
পাশ ও অকুশ, এবং দক্ষিণকরদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা আছে, ইনি  
অতিশয় শোভাযুক্তা এবং অতিশয় ধন, স্থূল ও উন্নত স্তনদ্বয়-  
বিশিষ্টা ॥ ৫৯ ॥

দেবীর দেহকান্তি বালসূর্য্যের ভায়, এবং বালসূর্য্যের ভায়

\* কামেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র ।—“সত্বেং সকল হ্রীং নিত্যস্নিগ্ধে  
মন্ত্রদ্বয়ে সহরৌং” । এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে । এই দেবতার  
ধ্যান পূজাদি সকলই চৈতন্তভৈরবীর পূজা-পদ্ধতিক্রমে করিতে  
হইবে ।

মন্ত্রঃ—উন্নতকসহোঃ উন্নতকসহোঃ, উন্নতকসহোঃ

কুম্ভভৈরবীর ধ্যান ।

উন্নতকসহোয়াতঃ চন্দ্রচূড়ঃ ত্রিলোচনাম্ । নানা-  
লঙ্কারকৃতগাং সর্ববৈরিনিকৃন্তনীম্ । বমস্ত্রধিরমুণ্ডালী-  
কলিতাং বক্তবাসনীম্ । ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গং তথা খেট-  
কমেব চ । পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাকুণ্ডলুগং ক্রমাৎ ।  
পুষ্পকমালাকা শিবসিংহাসনস্থিতাম্ ॥ ৬১ ॥

মন্ত্রঃ—হসখক্ষেঃ হসকলত্রীং হসোঃ ।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর ধ্যান ।

জবাকুম্ভমসঙ্কশাং দাড়িমীকুম্ভমোপমাম্, চন্দ্ররেখাং

দেবীর দেহকান্তি বাল সূর্যের জায়, এবং তন্ত্রণ অকর্ণবর্ণ  
রঙ্গন-পরিধানা, স্বর্গকুম্ভের ন্যায় হুগ উন্নত স্তনবয়। ইনি চাক্রিহস্তে  
পাশ, অকুশ, পুষ্পক ও জপমালা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

কুম্ভভৈরবীর উন্নতশীল সূর্যের জায় দেহকান্তি, ললাটে  
শক্তিলা এবং ত্রিনেত্র, নানাবিধ ভূষণে ভূষিতা, সর্ব শস্ত্র-  
বিনাশিনী, ক্রুধিরবমনীলা মুণ্ডধারিণী, বক্তবস্ত্রপরিধানা, ইনি  
হস্তে ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, গদা, বহু, বাণ, পাশ, অকুশ, পুষ্পক,  
জপমালা ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশূলাদি অকুশপর্কিত অস্ত্র-  
সকল এক এক হস্তে দুইটি করিয়া আছে এবং অপর দুই হস্তে  
পুষ্পক ও জপমালা। এই দেবী বশভূজা। ইনি শিবসিংহাসনে  
উপবিষ্টা আছেন ॥ ৬১ ॥

ভুবনেশ্বরীভৈরবী জবাপুষ্প ও দাড়িম পুষ্পের জায় বক্তবস্ত্র,



জটাজুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবস্ত্রধারীম্ । নানানঙ্গকারবস্ত্রধারীম্ ।  
 পীনোরতষট্শ্রীম্, পাশাকুশবরাভীতিধারিত্বাৎ । শিবায়  
 নমঃ ॥ ৬২ ॥

মন্ত্ৰঃ—হসৈং হসকলত্রী ।

অন্নপূর্ণাঐত্তরবীর ধ্যাম ।

তপ্তকাকনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্ । নবরত্ন-  
 প্রভাদীপ্তমুকুটাং কুকুমারুণাম্ । চিত্রবস্ত্রপরিধানাং  
 সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্ । স্তবর্ণকলসাকারপীনোরত-  
 পয়োধরাম্ । গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।  
 প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্ । কপদ্দিনং  
 ক্ষুরংসর্পভূষণং কুন্দসম্নিতম্ । নৃত্যান্তমনীশং হৃষ্টং

ইহার লগ্নটে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে ঋটাতাব আদে, ইনি ত্রিনেত্রা,  
 রক্তবস্ত্রপরিধানা ও নানানঙ্গকারে অলঙ্কৃত । ইহার স্তনদ্বয় স্থূল,  
 উন্নত ও ঘন এবং হস্তে পাশ, অকুশ, ববমুদ্রা ও অন্তরমুদ্রা  
 আছে ॥ ৬২ ॥

অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈববীব দেহকান্তি প্রতপ্ত স্তবর্ণের স্বাক্ষ,  
 মস্তকে বালচন্দ্র শোভিত, নবরত্নপ্রভার মুকুট প্রাদীপ্ত হইয়াছে,  
 দেহ কুকুমের তুল্য অরুণ বর্ণ, বিচিত্র বসন পরিধান এবং সফরের  
 ক্ষীয়া (পুঁটীমণ্ডলের) ত্রিনয়ন, ইহার স্তবর্ণকলসের ভাষা স্থূল ও উন্নত  
 স্তনদ্বয়, দেবী হৃষ্টকেশার স্বাক্ষ যেতবর্ণ, পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র সম্পন্ন ও সর  
 বদন, নীলকণ্ঠশোভিত সর্প-ভূষিতাঙ্গ, কুন্দপুষ্পসম্বলিত দেহকান্তি,  
 শম্ভুনাথকে নৃত্যপরাঙ্গন দেখিরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন ।

পৃষ্ঠাভাগময়ীঃ 'শরীম্ । 'মানসীমুখলোলাকীঃ 'মেখলাঢাঃ  
মিত্তিকীম্ । অন্নান্নমরতাঃ মিড্যাঃ কুমিত্তিকীভ্যামলঙ্কৃতাম্ ॥৬৩॥  
মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ ত্রীঁ ক্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরী  
অন্নপূর্ণে নমো ।

### হিঙ্গমস্তার ধান ।

অনাভৌ নীরবঃ ধ্যায়ৈর্দ্ব্যং বিকসিতং সিতম্ ।  
তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চতুরোচিবঃ । জবাকুসুম-  
লঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসম্মিতম্ । রক্তঃসম্ভবমোরোথ্যাবোনি-  
মণ্ডলমপ্তিতম্ । মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যাকোটিলম-  
প্রভাম্ । হিঙ্গমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীঃ স্বমস্তকম্ ।  
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাপ্রজিহ্বিকাম্ । শিবন্তীঃ  
'রৌধিরীঃ ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্ । বিকীর্ণকেশপাশকং  
নানাপুষ্পসমরিতাম্ । দক্ষিণে চ করে বক্রীং মুণ্ডমালা-  
বিত্ত্বিতাম্ । দিগম্বরীঃ মহাঘোরাং প্রত্যালীচপদে স্থিতাম্ ।

ইহার আনন্দপূর্ণ মুখে চকলনেত্র শোভা পাইতেছে, ইহার কটিদেশে  
মেঘলা বিরাজিত আছে, দেবীর নিত্য অতি রুহৎ । দেবী অন্ন-  
দানে নিরুত্থা আছেন এবং লক্ষ্মী ও পৃথিবী কর্তৃক বিত্ত্বিতা ॥ ৬৩ ॥

ঈশ্বর ভাজিতে অর্দ্ধবিকসিত বেষ্টপদ্ম ধান করিবে । সেই  
পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, এই মণ্ডল জবাপুষ্পের রক্তবর্ণ  
রক্তঃসম্ভবঃসংজ্ঞক রেখাভারে সজ্জিত । সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি  
সুন্দরী ঈশ্বর প্রত্যালীচপদে স্থিতা দেবী বিরাজিতা । তিনি ঈশ্বর

অহিমাল্যধরাং দেবীং নাগবজ্রোপবীতমীম্ । রক্তিকাক্ষা-  
পকিষ্ঠাক সন্না ব্যায়ান্তি মদ্বিগ্নঃ । বক্সা বোড়শবর্ষীয়াং  
পীনোরতপরোধরাম্ । বিপরীতরজাসক্তে ধ্যায়ন্তমিত্রিনো-  
ত্তবো । ডাকিনীবর্ণিনীমুক্তাম্ বামদক্ষিণযোগতঃ । দেবী-  
গলোচ্ছলজন্তুধারাপানং প্রকুর্ষভীম্ । বর্ণিনীং লোহিতাং  
সৌম্যাস্তুত্বকেশীং দ্বিগন্ধরীম্ । কপালকর্জুকাহন্তাং বাম-  
দক্ষিণযোগতঃ । নাগবজ্রোপবীত'টাং কুলস্বেজোময়ী-  
মিব । প্রত্যালীচপদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ । সন্না  
বোড়শবর্ষীয়ামহিমাল্যবিভূষিতাম্ । ডাকিনীং বামপার্শ্বহাং  
কল্পসূর্য্যানলোপমাম্ । বিদ্যাজ্ঞতাং ত্রিনয়নাং দন্তপণ্ড-  
ক্কাঙ্কিনীম্ । মংষ্ট্রীকরালবদনাং পীনোরতপরোধরাম্ ।

বামহস্তধারা বীর হ্রিস্মতক ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার বদন  
বিভূত ও রসনা লোলা । দেবী নিজ কর্তৃ হইতে বিনির্গত শোণিত-  
ধারা পান করিতেছেন, তাঁহার কেন আলুলাহিত ও নীনারূপ  
গুণে বিমণ্ডিত, দেবীর দক্ষিণকরে কর্জুকা ও গলে মুক্তমালা,  
দেবী দ্বিগন্ধরীও মহাভয়করাকৃতি । তাঁহার দক্ষিণ চরণ অগ্রভাগে  
ও বাম চরণ কিং পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত । দেবী অহিনির্গিত  
নালা ও সর্পবর যজোপবীত ধারণ করিয়া, বিপরীতরজাসক্ত  
রক্তিকাক্ষাগরি উপবীত আছেন । ইনি বোড়শবর্ষীয়া, ইহার  
কুলস্বয় কুল ও উন্নত । দেবীর বামে ও দক্ষিণে ডাকিনী ও  
বর্ণিনী নামে দুই নারিকা আছেন । ডাকিনীও দেবীর গলদেশ  
হইতে শলিত রুদ্রিধারা শাস করিতেছেন । ঐ বর্ণিনী সৌম্য-

## ধ্যান-প্রকরণ ।

মহাদেবীং মহাধোয়াং মূর্ত্যকেশীং দিগম্বরীম্ । নেলি-  
হনিমহীকিঙ্করাং মূর্ত্তমালাবিভূষিতাম্ । "কলাগকর্জ্জ্বলাহতাং  
বাসিনীকিপদৌগভাং দেবীগণোচ্ছলহৃৎকথারাগানং প্রকুর্ষতিম্ ।  
করহিভকপালেন ভীষণেনাভিভাষণাম্ । অস্ত্রাং দিবেধ্যমাণাং  
তাং ধ্যয়েন্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—ঐ ক্রাং হ্রৌ ঐ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং কটু  
স্বাহা ।

কৃতি রক্তবর্ণা, মূর্ত্যকেশী ও নগ্না । তাঁহার বামকরে নরমুণ্ড ও  
দক্ষিণ করে কর্জ্জ্বলা এবং গলদেশে সর্পনির্মিত যজ্ঞোপবীত  
বিস্তারমান । ইনি আভ্যাসমান তেজঃস্বরূপা । ইহার দক্ষিণ চরণ  
পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত । এই নারিকা নানারূপ আভরণে বিভূষিতা,  
বাদনবর্ধীরাকৃতি এবং অস্থিনির্মিত মালাদ্বারা বিভূষিতা । দেবীর  
বামদিকে যে ডাকিনী আছে, তাঁহার শরীরকাষ্ঠ কলাতকালীন  
মূৰ্ছা ও অগ্নির জ্বালা সমুজ্জ্বল এবং জটাছুট বিহ্যভের জ্বালা কৌশল  
এই ডাকিনী ত্রিনেত্রা এবং অতি শুভদস্তবিশিষ্টা । ইহার করাল-  
দন্তে মূৰ্ছান্তিভাষণ, স্তনবয়নুল ও উন্নত । ডাকিনী অতি ভয়ঙ্করা-  
কৃতি, আলুলারিতকেশা ও দিগম্বরী । দেবীর গোলগলনা অতি  
কুইং । ইনি মূৰ্ছনির্মিত মালায় ভূষিতা । ইহার বামকরে নরমুণ্ড,  
দক্ষিণ করে কর্জ্জ্বলা । ইনি দেবীর গলদেশেইতে নির্গত কথিরধারী  
পীন করিতেছেন । হতে ভীষণাকার নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন,  
কর্ত্তব্য তাহার আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর হইরাছে । উক্ত ডাকিনী  
ও বর্ণিনী ছিন্নবস্তাদেবীর সেবা করিতেছেন । সাধক উক্ত প্রকারে  
দেবীর রূপ চিত্তা করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ৬৪ ॥



বিনাপি মাতরং ত্বাং হি কৃত্বাঃ কৃত্ত্বা চিত্তয়েৎ ।  
 ত্রিভুজাং স্বর্ণগৌরাজীং পদচাঁদ্রধারিনীম্ ।  
 বাঁজচন্দ্রাশ্রিতে পদ্মে পদ্মাসনগতাং সতীম্ ॥ ৬৬ ॥  
 মন্ত্রঃ—স্রী উমাতৈ নমঃ ।

• ত্রাক্ষর ধ্যান ।

ত্রাক্ষা কমণ্ডলুধারী চতুর্ভুজা চতুর্ভুজাঃ । কদাচিত্ত্রাক্ষ-  
 কমলে হংসারূঢ়াঃ কদাচন । বর্ণেন রক্তগৌরাজঃ  
 প্রাংগুস্ত্রাজ উন্নতঃ । কমণ্ডলুধারীমকরে শ্রবো হস্তে চ  
 দক্ষিণে । দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধস্ত তথা শ্রবঃ ।  
 আজ্যাহারী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বত্রাতঃ স্থিতাঃ । সাবিত্রী  
 বামপার্শ্বে দক্ষিণস্থা সরস্বতী । সর্বৈ চ অবরো হস্তে  
 কুৰ্যাদিত্তি বিচিস্তনম্ ॥ ৬৭ ॥

মন্ত্রঃ—বৌ ত্রাক্ষণে নমঃ । অথবা ও ত্রাক্ষণে নমঃ ।

দক্ষিণ হস্তে বিস্তৃত করিয়াছেন, এইরূপে তাঁহাকে চিত্তা করিবে ।  
 ত্রাক্ষণ্য তাঁহাকে মাতৃরূপে চিত্তা না করিয়া কৃত্ত্বারূপে চিত্তা  
 করিয়া থাকে । তিনি ত্রিভুজা, স্বর্ণের জার গৌরবর্ণা, এবং পদ্ম-  
 চাঁদ্রধারিনী ॥ ৬৬ ॥

ত্রাক্ষা কমণ্ডলুধারী, চতুর্ভুজ ও চারিহস্ত, ইনি কখনও রক্তপদ্মে  
 এবং কখনও বা হংসে উপবিষ্ট থাকেন, ইঁহার দেহকান্তি খেতররক্ত  
 নিষ্প্রভ, দেহ উন্নত ও স্থূল, বাহু করে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ করে শ্রবী,  
 দক্ষিণের অধোহস্তে মালা, বাম অধোহস্তে শ্রব এবং বামভাগে  
 আজ্যাহারী ও অগ্রভাগে বেদ অবস্থিত । ইঁহার বামভাগে সাবিত্রী

সত্যনারায়ণের ধ্যান ।

ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমবৃত্তম্ । লোক-  
নাথং ত্রিলোকেশং শীতাম্বরধরং হরিম্ । ইন্দ্রীবরদাম্র্যামং  
শঙ্খচক্রগদাধরম্ । নারায়ণং চতুর্ভূজং শ্রীবৎসপদভূষিতম্  
গোবিন্দং গোবুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্ ॥ ৬৮ ॥

মন্ত্ৰঃ—ও সত্যনারায়ণায় নমঃ ।

বলদেবের ধ্যান ।

বলক শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্ ।  
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্ ॥  
নীলাম্বরধরকোণাং বলং বলমদোকৃতম্ ।

দেবী, দক্ষিণভাগে সরস্বতী দেবী এবং অগ্রভাগে ঋষিগণ অবস্থিত  
আছেন, ত্র্যম্বকে এইরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৬৭ ॥

সত্যদেব সমস্ত গুণের অতীত, অর্থাৎ তিনি কোন গুণেরই  
বিষয়ীভূত নহেন, অগত্ সত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়যুক্ত ও জগতের  
পিতা এবং ত্রিলোকের ঈশ্বর, ইঁহাব পবিত্রানে শীতবস্ত্র এক ইনি  
স্বরং হরি । ইঁহার দেহকান্তি নীল উৎপলের জায় । ইনি  
শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করিয়াছেন, চতুর্ভূজ ও শ্রীবৎসপদচিহ্নে  
বিভূষিত, গোবিন্দ গোবুলের আনন্দবর্দ্ধক, জগতের পিতা এবং  
গুরু ॥ ৬৮ ॥

ইঁহার দেহ কৈলাসপর্বতের জায় শুভ্র ও শারদীয় চন্দ্রের জায়  
উজ্জ্বল ; মুখ বিকট এবং বৃহৎ, পরিধানে নীলবস্ত্র, মহা  
উগ্রস্বভাব ও অত্যন্ত বলযুক্ত, মনেতে উৎকটপ্রকৃতি, বিদ্বৎ, ইনি

কুণ্ডলৈকধরং সিবং মহামুখলিঙ্গাধিগম্য ।

মহাবলং হৃদয়ং চৌহিনেয়ং বসং প্রভুং ॥ ৬৯ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বলদেবায় নমঃ ।

জগন্নাথের খান ।

পীনাকং ত্রিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রারভেদকম্ । মহোরসং  
মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ । শঙ্খচক্রেগদাপাণিঃ  
মুকুটোদ্ভদ্রভূষিতম্ । সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিন্ধ্যভূষিতম্ ।  
দেবদানবগন্ধর্ববিষকবিত্তাধরোরগৈঃ । সেবামানং সঁদা  
চারুকোটীসূর্যাসমপ্রভম্ । খ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতু-  
র্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৭০ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ জগন্নাথদেবায় নমঃ ।

দ্বিবা কৃত্তল ও মূল ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ চৌহিনের বল-  
দেবকে চিত্রা করিবে ॥ ৬৯ ॥

জগন্নাথদেব মূলকার ও দ্বিহা, ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পদ্মপত্রের  
ভার নয়ন, বিশাল বক্ষঃ, আজাতুলস্বিত বাহু, পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র,  
উত্তম মুখ এবং হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দাঠন করিয়াছেন ।  
মুকুট, অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত ; ইনি সমস্ত হুলক্ষণযুক্ত, বনমালা-  
বিভূষিত ; দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, বক্ষ, বিত্তাধর ও মাগগণকর্তৃক  
সর্বদা সেবিত এবং কোটী হর্ষের জুলা স্তম্ভের প্রভাশালী ও দক্ষ,  
অর্থ, কার মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের বলপ্রদায়ক ॥ ৭০ ॥



যুগলকিশোরের ধ্যান ।

কেমেন্দীবরকাস্তিমধুলতরং প্রিয়ভক্তগোহিনম্ ।  
নিভ্যাভিললিতাদিভিঃ পরিবৃত্তং সন্নীলপীতাম্বরম্ । নানা-  
তুষণতুষণাজমধুরং কৈশোররূপং যুগম্ । পান্ডুব্যাজন-  
মব্যয়ং স্থলমিতং নিভ্যং শরণ্যং ভজে ॥ ৭১ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ যুগলকিশোরায় নমঃ ।

বুদ্ধের ধ্যান ।

শাস্ত্রং সদাপ্রানিবধাভিভীতম্, বৃহজ্জটাজ্জটধরো-  
ত্তমাম্রম্ । তনুপ্লসঙ্গৌরিকগৌরবস্ত্রম্, বোগীশ্বরং বুদ্ধমহং  
ভজেয়ম্ ॥ ৭২ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ।

কঙ্কির ধ্যান ।

সজ্জলজলদেহেহা বাতবেগৈকদেহঃ । করধূতকরবালঃ

অর্গপয়েন জারি স্থন্দর দেহকাস্তি এবং জগৎ-মোহনকারী,  
মূর্ত্তাপরায়ণা ললিতাদি সখীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, স্বয়ং নীল ও  
পীতবর্ণবস্ত্র পরিধান, নানাবিধ তুষণে বিভূষিত ও যুগলকিশোররূপী  
কমলীর দেহ এবং জগতের নিভ্যা শরণীয় দেবকে ভজন্য করি ॥ ৭১ ॥

সর্বজ্ঞা শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং প্রানিবধে অতিশয় ভীত, ইনি বৃহৎ  
জটাসমূহ ধারণ করিয়াছেন এবং উত্তমাল, উন্নত তলু ও গৈরিক-  
মাংস কন্ডারিত গৌরবর্ণ বস্ত্র পরিবৃত্ত, ঐবৃশ যোগিস্থেষ্ঠ বুদ্ধদেবকে  
অঙ্গীকার করি ॥ ৭২ ॥

সজ্জল মেঘের জারি দেহকাস্তি ও প্রবল শবনের কুণ্ডা অত্যন্ত  
মলমুক্ত দেহে। ইহঁতে করবাণ এবং ইনি জগজ্জন্মের একমাত্র পালক

সর্বলোকৈকপালঃ । কলিকুললহরী । সভাধর্মপ্রণেতা  
কলারত্ন কলারত্ন কলিকুলঃ সত্বঃ ॥ ৭৩ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কলিকুলে নমঃ ।

মৎস্যাবতারের ধ্যান ।

নাভাধো রোহিতসম আকর্ষণ নরাকৃতিঃ । বনশ্যাম-  
শচুর্বাছঃ শম্ভুচক্রগদাধরঃ । শূদ্রীমৎস্যানিভো মুক্ধা লক্ষ্মী-  
বক্ষোবিরাজিতাঃ । পদ্মচিহ্নিতসর্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্যাম-  
লোচনঃ ॥ ৭৪ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ মৎস্যায় নমঃ ।

বামনাবতারের ধ্যান ।

শ্রীবৎসকৌস্তভোরঙ্গ পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিম্ । সুন্দরং  
পুণ্ডরীকাক্ষমতিখর্বতরং হরিম্ । বটুবেশধরং দেবং  
সর্ববেদান্তগোচরম্ । মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নেনাক্রিত-  
মীশ্বরম্ ॥ ৭৫ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ বামনায় নমঃ ।

ও সভা ধর্মপ্রণয়ন-কর্তা, এই কলিকুলী রাজা তোমাদের কলিকুল  
কুলে বর্জন করুন ॥ ৭৩ ॥

নাভিদেশের অধোভাগ রোহিতমৎস্তের ভার ও উর্দ্ধভাগ  
নরের ভার আকৃতিবিশিষ্ট, গাঢ় শ্যামবর্ণ-দেহ, চকুচকু, শম্ভু,  
চক্র, গদা ও পদ্মহারী, শূদ্রী মৎস্তের ভার মুক্ধার অঙ্গ, লক্ষ্মী-  
বেশে লক্ষ্মী বিরাজিত, সর্বত্র পদচিহ্নিত, সুন্দর নয়নযুগল ॥ ৭৪ ॥

শ্রীবৎসলাহন ও কৌস্তভারা শোভিতবক্ষঃ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ  
মুখের প্রান্ত, সুন্দর খেতপত্রের ভার নয়নযুগল, ইনি অত্যন্ত ধর্ম,  
ইনি অত্যন্ত হরি এবং ব্রাহ্মণের বেশধারী, ও সমস্ত বেদবেদান্তবেত্তা

অর্ধশতাব্দী পিবেৎ ধ্যানং ।

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসন্তিনত্রং । দাম্বারুতপত্রপল-  
কর্ণালকশূলহন্তম্ । অর্ধশতাব্দীমনিশং অর্ধশতাব্দীমনিশং  
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥ ৭৬ ॥

মন্ত্রঃ—রং কং মং যং ঙং ওঁ উং ।

ত্ৰ্যম্বকশিবের ধ্যান ।

হস্তাভ্যাং কলসবয়ামৃতরসৈরাশ্রাবয়ন্তঃ শিরো, দ্বাভ্যাং  
ভৌঁ দধতঃ যুগাকবলয়ে দ্বাভ্যাং বহুং পরম্ । অঙ্গশূন্ত-  
করবয়ামৃতঘটং কৈলাসকাস্তং শিবম্, স্বচ্ছাত্তোজগতঃ  
নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥ ৭৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ত্ৰ্যম্বকং বজ্রমহে হুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম্  
উর্বারুকমিববদ্ধনাম্ তোমু'কীরমামৃতাতং ।

এবং যেখানো অজিনদণ্ডাদি চিত্রের দ্বারা অঙ্কিত, সেইরূপ, সেইরূপ,  
বাবন দেবকে চিত্রা করিবে ॥ ৭৫ ॥

ইহার নীলবর্ণ প্রবালের দ্বারা দেহকাস্তি, জিনরস; ইনি কর-  
চকুটের পাশ, রক্তোৎপল, কপাল ও ত্রিশূল দ্বারা পরিমার্জিত,  
ইহার অর্ধদেহ অধিকা ও অর্ধদেহ সেইরূপ এবং ইনি বিভিন্ন  
ভূমির ভূমিত, ইহার মস্তকে বাগচক্রবৃত্ত মুকুট, সেইরূপ রূপবৃত্ত  
দেহতাকে প্রণাম করি ॥ ৭৬ ॥

ত্ৰ্যম্বক শিব হুইটী অমৃতরসপরিপূর্ণ কলসী উভয় হস্তে দ্বারা  
স্বয়ং তদ্বারা শিরোদেশে আব্রাবিত করিতেছেন এবং অপর হুই

চন্দ্রশেখর শিষ্টের ধ্যান ।

ঈশিতর্কপরীধানং তদ্বরেণুবিভূষিতম্ । শূলভ্রমরহস্তক  
কমণ্ডলুধরং বিভূম্ । জটাধরং চোদ্রতেজঃ বালার্কমিব  
বচ্চসা । নিরীকেশদ্বায়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্ ।  
বিশ্বরূপং স্বরূপক শব্দরূপং মহেশ্বরম্ । শূন্যং শূন্যতরং  
দেবং লয়ালয়তরং বিভূম্ । এবমেব নরো ধ্যায়েৎ তং দেবং  
পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৮ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ শিবায় ।

হরগোরী শিবের ধ্যান ।

চন্দ্রকোটিপ্রভীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণম্ । আদিলিঙ্গং  
জটাজুটরত্নমৌলিবিরাজিতম্ । নীলগ্রীবাস্বরাবাশং নাগ-

হস্তে মৃগ ও অক্ষবলর ধারণ করিয়া আছেন ; ইনি দুই হস্ত  
বীর অঙ্গে ক্রান্ত করিয়া, অপর দুই হস্তে অমৃতপূর্ণ কলসী ধারণ  
করিয়া আছেন, কৈলাশেশ্বর শিব অষ্টহস্তবিশিষ্ট এবং নবচন্দ্রের  
দ্বারা শোভিত, মুকুট ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, এই দেবকে ভজনা  
করি ॥ ৭৭ ॥

ইহার পরিধানে বাহুচর্চ ও অঙ্গ ভঙ্গরেণুদ্বারা বিভূষিত;  
ইনি হস্তদ্বারা ত্রিশূল, ডমক্ কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন, ইহার  
মস্তকে জটাতার, ইনি অতি উগ্রতেজা, ইহার বাল্যবর্ষের স্মার  
দেহের প্রভা, ইনি অগ্নয়, নিরাকার, নিরঞ্জন, বিশ্বরূপস্বরূপ এবং  
শব্দরূপ মহেশ্বর, শূন্য হইতে অতিশয় শূন্য ও লয় হইতেও লয়তর  
ঈশ্বর পরমেশ্বরকে মানব ধ্যান করিবে ॥ ৭৮ ॥

ইহার কেচীচন্দ্রের স্মার দেহপ্রভা, ইনি ত্রিনেত্র এবং

হার্যতিশোভিতম্ । বরদাক্ষরহস্তক হরিণক পরম্পরম্ ।  
দধানং নাগবলয়ং কেয়ুরাজমুদ্রিকাম্ । ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপৰীধানং  
রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হরগৌৰো নমঃ ।

কালকুস্তুর ধ্যান ।

কৈলাসাচলসন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাশ্রমদ্বায়ুতম্ । নীল-  
গ্রীবমহীশভূষণধরং ব্যাঘ্রচৰ্মা প্রাবৃতম্ । অক্ষয়গুবরকুণ্ডি-  
কাত্মধরং চান্দ্রীং কলাং বিদ্রুতম্ । গজাশ্বেকিলসজ্জটং  
দশভুজং বন্দে মহেশং পরম্ ॥ ৮০ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ নমো ভগবতে কুস্তুর কালকুস্তায় শিবায়  
নমঃ ।

চন্দ্রাবারী অলঙ্কৃত । ইনি আদি লিঙ্গ, জটাসমূহাবারী মস্তক শোভিত  
ইনি নীলগ্রীব, ইহার পরিধানে নীলাঘর এবং নাগহারদ্বারা কর্ণ,  
দেশ শোভিত, ইনি বথাক্রমে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ও যুগমুদ্রাধারী,  
ইহার হস্তে নাগবলয় এবং ইনি কেয়ুর ও অজদ প্রভৃতি ভূষণে  
ভূষিত, পরিধানে ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম এবং রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ॥ ৭৯ ॥

কৈলাসপৰ্ব্বতেরস্তায় শুভ্র দেহ, ত্রিলোচন, পঞ্চমুখ ও নীলগ্রীব,  
ইনি সৰ্পরাজ অনন্তকে ধারণ করিয়া আছেন; ইহার কটদেশে  
ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম আবৃত, ইনি অক্ষমালা, কুণ্ডিকা ও অক্ষয়মুদ্রা ধারণ  
করিয়াছেন এবং ইহার ললাটে চন্দ্র বিরাজিত, জটাকলাপ গজা-  
শলিলদ্বারা শোভিত এবং ইনি দশবাহ, ঐদৃশ পরমেশ্বরকে বন্দনা  
করি ॥ ৮০ ॥

ধ্যানান্তর ।

উক্তমার্গে একোটি প্রতিষেধমুক্তিঃ। সোমসূর্য্যাক্ষিমেষম্,  
বিদ্যাক্ষালকলাপোজ্জলবিপুলজটাজুটবন্ধেন্দুধণ্ডম্। ঘণ্টা-  
টকাভয়েকৌতুপি নিজভূতৈবিত্রতঃ তীৰ্ণাজম্, ত্রিমংকলা-  
খারুজং প্রণত ভয়হরং সার্টহাসং ভজামঃ ॥ ৮১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কালিকায় নমঃ ।

মহাকালের ধ্যান ।

ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটোভারাবিতং যজ্ঞেৎ। ত্রিনেত্রং  
শিররূপঞ্চ শক্তিমুক্তং নিরাময়ম্। দিগম্বরং ঘোররূপং  
নীলাঙ্গনচরপ্রভম্। নিগুণঞ্চ গুণাধরং কালীস্থানং  
পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ মহাকালায় নমঃ ।

অন্তপ্রকার ধ্যান ও মন্ত্র কালীপূজাপ্রকরণে জ্যেষ্ঠা ।

উদয়শীল কোটিহৃদয়ের জ্ঞান দেহকাক্তি, চক্ষু, সূর্য্য ও অগ্নির  
জ্ঞান ইহুস নৈজজ্ঞ, বিদ্যংশিখাসমুচ্চরূপ উজ্জল বিপুল জটোভার  
এবং ইহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাবারা শোভিত । ঘণ্টা, টক, অভয়-  
মুদ্রা ও বরমুদ্রা স্বীয় করে ধারণ করিয়াছেন ; ইনি ভয়করাকৃতি,  
অতিশয় হস্তযুক্ত ও প্রণতজনগণের ভয়হারক, ত্রৈলোক্য কালোধ্য-  
কৃত্তদেবকে ভজনা করি ॥ ৮১ ॥

মহাকালের ধূম্রবর্ণ দেহ, মস্তকে জট, ত্রিনেত্র, ইনি শিবরূপী,  
শক্তিমুক্ত ও নিরাময়, ইনি দিগম্বর, ঘোররূপী, নীল অঙ্গনভাষির  
জ্ঞান প্রভাবুক্ত ; ইনি নিগুণ, অথচ সমস্ত গুণের আধার, নিরন্তর  
কালীস্থানাবিভিক্ত ॥ ৮২ ॥

আনন্দ ভৈরবের ধ্যান ।

সূৰ্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটীশ্চীতলম্ । অষ্টাদশ-  
ভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ । অমৃতার্ণবমধ্যাহ্নং  
ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্ । বৃষাকৃৎ নীলকণ্ঠং সৰ্ব্বাতরুণ-  
ভূষিতম্ । কপালখট্টাঙ্গধরং বণ্টাডমূরুবাদিনম্ । পাশা-  
কুশধরং দেবং গদামুঘলধারিণম্ । খড়গখেটকপট্টিশ-  
মুদগরং শূলদণ্ডধৃক্ । বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়-  
পাণিনম্ । লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৮৩॥

কামেশ্বরের ধ্যান ।

দেবং কামেশ্বরং তত্র পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজম্, তন্ন্যস্তকৃতং  
মধ্যাহ্নদি রক্তারক্তকং কুরুমৈঃ ॥ ত্রিশূলকং পিণাককং বাম-

ইহার দেহজ্যোতি কোটিসূর্য্যের ত্যায় উজ্জ্বল, এবং কোটি  
চন্দ্রের ত্যায় স্ফীতল; ইহার অষ্টাদশ বাহু, পঞ্চমুখ ও ত্রিনয়ন;  
ইনি অমৃতসাগরমধ্যাহ্ন পদ্মোপরি উপবিষ্ট, বৃষবান, ইহার কণ্ঠ-  
দেশ নীলবর্ণ, ইনি সৰ্ব্বাতরণে ভূষিত; কপাল, খট্টাঙ্গ, পাশ,  
অকুশ, গদা, মুঘল, খড়গ, খেটক, পট্টিশ, মুদগর, ত্রিশূল, দণ্ড,  
বিচিত্র খেটক, মুণ্ড, বরমূড়া অভয়মূড়া প্রভৃতি অস্ত্র হস্তসমূহের  
দ্বারা ধারণ করিয়াছেন এবং অপর দুইহস্ত দ্বারা বণ্টা ও ডমরু-  
বাদনে তৎপর আছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ জৈনশ দেবদেব আনন্দ  
ভৈরবকে চিন্তা করিবে ॥ ৮৩ ॥

কামেশ্বর শিব পঞ্চমুখ, চতুর্ভুজ এবং তন্ন্যবিলেপিত দেহ,  
কুরুমাদিদ্বারা রক্তারক্তবক্, বামহস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিণাক,

ইন্তুদয়ে ধৃতম্ । উৎপলঃ বীজপূরক দক্ষিণদ্বিতীয়ে তথা  
যেতপদ্যোপরিহক ধ্যানা মখো ঐপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ কাং কামেশ্বরায় শিবায় নমঃ ।

মঞ্জুষোবের ধ্যান ।

শশধরমিব শুভ্রঃ খড়্গপুস্তাকপাণিম্ । শুরচিরমতি-  
শান্তঃ পঞ্চচূড়ঃ কুমারম্ । পৃথুতরুরমুখ্যঃ পদ্মপত্রায়-  
তাকম্ । কুমতিদলনদুকং মঞ্জুষোবং নমামি ॥ ৮৫ ॥

মন্ত্রঃ—১ । হ্রীং ॥ ২ ॥ ক্রৌ হ্রীং ক্রীং ।

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান ।

ষিভূজং জটিলং সৌম্যং শূব্রকং চিরজীবিনম্ । মার্কণ্ডেয়ং  
নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রয়তন্তথা ॥ ৮৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো মার্কণ্ডেয়ায় ।

দক্ষিণহস্তদ্বয়ে উৎপল ও দাড়িম্ব এবং যেতপদ্যোপরি, উপবিষ্ট ।  
ঐদৃশ দেবুতাকে ধ্যান করিবে ॥ ৮৪ ॥

ইনি চন্দ্ৰের স্তায় শুভ্র এবং খড়্গ ও পুস্তকধারী, ইহার অন্তর  
জ্যোতিষ্ময় শরীর, ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, মস্তকে পঞ্চচূড়া এবং  
কুমার, ইহার নেত্র বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ পদ্মপত্রের স্তায় বিস্তৃত,  
কুমতিবিনাশকারী, মঞ্জুষোবকে প্রণাম করি ॥ ৮৫ ॥

দুই বাহ, অতি জটিলদেহ, শান্তস্বভাব, অতিশয় বৃদ্ধ, এবং  
চিরজীবী, ঐদৃশ মার্কণ্ডেয়কে নমস্কার ভক্তিসহকারে সংযতচিত্তে  
ধ্যান করিবে ॥ ৮৬ ॥



## অগ্নির ধ্যান ।

পিতৃভ্রাতৃঃ শাশ্রুকেশবঃ সীনাঙ্গো জঠরৌহরুণঃ ।

ছাগশ্বঃ সান্নসূত্রোহগ্নিঃ সপ্তাচিঃ শক্তিধারকঃ ॥ ৮৭ ॥

মন্ত্ৰঃ—ও অগ্নয়ে নমঃ ।

## হনুমানের ধ্যান ।

মহাশৈলং সমুৎপাটা ধাবন্তং রাবণং প্রতি । তিষ্ঠ  
তিষ্ঠ রণে দুহ্যে ঘোররাকং সমুৎসৃজন ॥ লাক্ষারসারুণং  
রৌদ্রং কালান্তকধমোপমম্ । জ্বলদগ্নিসমনেত্রং সূর্য্যাকোটি-  
সমপ্রভম্ । অঙ্গদাষ্টৈশ্বহাবীরৈবেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্ ॥ ৮৮ ॥

মন্ত্ৰঃ—হং হনুমাতে রুদ্রাত্মকায় ৐ ফট্ ।

## বাস্তুদেবের ধ্যান ।

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণম্ । সুসিতসুভগসৌম্যং

অগ্নির জন্মর, শাশ্রু, কেশ ও নান প্রভৃতি পিতৃলবর্ণ, স্কুলদেহ,  
উদব রক্তবর্ণ, তিনি ছাগোপরি উপবিষ্ট, সপ্তাচিধাবিশিষ্ট, একহস্তে  
অকরহস্তে শক্তি ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৮৭ ॥

মহাপরুষত উৎপাটন করিয়া “রে দুষ্ট বণে অবতান কর—অব-  
স্থান কর” এই বাক্য উচ্চেষ্টের প্ররোগপূর্বক রাবণের প্রতি ধাব-  
মান এবং লাক্ষারসে অরুণবর্ণ দেহ ও কালান্তক ধর্মসদৃশ ও  
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দ্বারা নয়নদ্বয় কোটিযুগের দ্বারা প্রভা-  
বিশিষ্ট । অঙ্গদাদি মহাবীর কর্তৃক পরিবেষ্টিত, রুদ্ররূপ  
ইষ্টমানকে চিন্তা করিবে ॥ ৮৮ ॥

অরুণাভমণির দ্বারা বাস্তুদেবের দেহকাস্তি ও কুণ্ডলধারা

দণ্ডপাণিঃ কুবেরঃ । নিখিলজ্ঞাননিবাসঃ বিশ্ববীজস্বরূপম্ ।  
নতজনভয়নাশঃ বাস্তবদেবঃ ভজামি ॥ ৮৯ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ বাস্তবপুরুষায় নমঃ ।

ইন্দ্রের ধ্যান ।

পীতবর্ণঃ সহস্রাক্ষিঃ বজ্রপদ্মকরঃ বিভূম্ । সর্বাশঙ্কার-  
সংবুল্লং নোমীশ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥ ৯০ ॥

মন্ত্রঃ—ইং ইন্দ্রায় নমঃ ।

কুবেরের ধ্যান ।

কুবেরঃ ধনদং খর্বং দ্বিভূজঃ পীতবাসসম্ । প্রসন্নবদনঃ  
দেবঃ বক্ষগুহ্যকনৈবিতম্ ॥ ৯১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ কুবেরায় ।

শ্রবণদ্বয় পরিশোভিত এবং সৌভাগ্যশালী, অতি শান্ত ও সুন্দর  
বেশ, ইঁহার হস্তে দণ্ড শোভা পাইতেছে, তিনি অখিল সংসারে  
জনগণের নিবাসস্বরূপ এবং বিশ্বত্রঙ্কাণ্ডের কারণস্বরূপ, নতজন-  
গণের ভয়বিনাশক, ঐদৃশ বাস্তবদেবকে অর্চনা করি ॥ ৮৯ ॥

ইনি পীতবর্ণ, দ্বিভূজ এবং একহস্তে বজ্র, অপরহস্তে পদ্ম ধারণ  
করিয়াছেন, ইনি দিক্‌পতি ও দেবগণের রাজা এবং সর্বাভয়দায়ক  
কৃপাত ॥ ৮৯ ॥

কুবেরের দ্বিভূজ, খর্বাকৃতি দেহ এবং পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র,  
ইনি ধনদানকর্তা, সর্বদা প্রসন্নবদন ও বক্ষগুহ্যকগণকর্তৃক  
সেবিত ॥ ৯০ ॥

পঞ্চানন দেব দ্বিভূজ, জটাদারী, অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, কৃপার

পঞ্চাননের ধ্যান ।

বিভূজং জটিলং শাস্তং করুণালাগরং বিভূম্ । ব্যাঘ্র-  
চন্দ্রপরিধানং বজ্রসূত্রসমধিতম্ । লোচনত্রয়সংযুক্তং  
ভক্তাভীষ্টকলপ্রদম্ । ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং  
ভজে ॥ ২২ ॥

অন্নপূর্ণার ধ্যান ।

রক্তাং বিচিত্রবসমাং নবচন্দ্রচূড়ামুগ্ধপ্রদাননিরতাং স্তম-  
ভারনয়্যাম্ । নৃত্যাস্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোকা হৃদাং  
ভজে ভগবতীং ভবহুঃখহন্যাম্ ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রঃ—হ্রৌঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা ।

মহিষমর্দিনীর ধ্যান ।

গরুড়োৎপলসম্ভিতাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাম্ । নৌমি  
ভালবিলোচনাং মহিবোক্তমাজ্ঞনিষেদ্বয়াম্ । শঙ্খচক্রকূপাণ-

সাগর এবং ইহার পরিধানে ব্যাঘ্রাশ্রয়, কণ্ঠদেশ যজ্ঞসূত্রদ্বারা  
পারিশোভিত, ইনি নয়নদ্বয়বিশিষ্ট, ভক্তগণের অভীষ্টকলদায়ক ও  
ব্যাধির হিংস্র ॥ ২১ ॥

অন্নপূর্ণাদেবীর শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্র বস্ত্রপরিধান এবং কপালে  
অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে, দেবী সর্বদা অন্নদানে নিযুক্ত সর্ব-  
প্রকার আভরণে বিভূষিতা ইহার দেহবস্তু স্তনভায়ে বিনম্র, ইনি  
অর্দ্ধচন্দ্রাভরণ নর্তনশীল শিবকে দর্শন করিয়া সন্তোষ ইহা থাকেন,  
ঈদৃশী ভবহুঃখবিনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি ॥ ২৪ ॥

দেবীর উৎপলের দ্বার দেহকান্তি, মণিময়কুণ্ডলদ্বারা শোভ-

খেটকবাণকার্য কপালকান্ । তর্জনিমপি বিজ্ঞাতী নিজ-  
বাহুভিঃ শশিলেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ওঁ হ্রীঁ ওঁ নমো মহিষমর্দিনী স্বাহা ।

চামুণ্ডার ধ্যান ।

দংষ্ট্রাকোটবিষকট্য সুবদনা সাস্ত্রাককারে স্থিতা ।  
খট্ভাঙ্গাসিনিগুতদক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ । শ্যামা  
পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়ঙ্করী \* শাদ্ভীলচর্ম্মাবতা, চামুণ্ডাশববাহিনী  
জপবিধৌ ধোয়া সদা সাধকৈঃ ॥ ২৭ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ চামুণ্ডে  
জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় \* অমুকং স্বাহা ।

মনসার ধ্যান ।

দেবীমস্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকাস্তিঃ বদা-  
ত্য়াম্ । হংসারুচামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব ।

মানা, ত্রিনয়ন এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা, ইনি অষ্টভুজা,  
ইহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, খেটক, বাণ, শূল ও তর্জনিমুদ্রা এবং  
কপালে অর্ধচন্দ্রে আছে ॥ ২৫ ॥

চামুণ্ডাদেবী বিকট দন্তে ভয়ঙ্করাকৃতি ও সুবদনা, ইনি নিবিড়  
অন্ধকারে অবস্থিতি করেন ; এই দেবতা চতুর্ভুজা, ইহার দক্ষিণ  
হস্তদ্বয়ে খট্ভাঙ্গ ও অসি এবং বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও নরমুণ্ড আছে,  
ইহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কেশগুলি পিঙ্গলবর্ণ, ইনি ভয়ঙ্করবেশা,  
ব্যাজ্জচর্ম্মধারিণী এবং শবোপরি উপবিষ্টা ॥ ২৬ ॥

যিনি সর্পদিগের মাতা, যাহার বদন শশধরের তুল্য, যাহার  
দেহকাস্তি মনোজ, যিনি হংসের উপরে উপবিষ্টা ও উদারচরিত্রা,

\* কষ্টকর কার্য্যে এই ধ্যান ও মন্ত্রের প্রয়োগ হয় ।

শ্বেতাজীঃ যশিতাজীঃ কনকমণিগণৈর্দুস্তরা চ প্রবালৈ-  
র্বন্ধেহহং সাক্তিনাগায়ুকুচযুগলাঃ ভোগিনীঃ কাম-  
রূপাঃ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্ৰঃ—বাং শ্রীং বিবহরায়ৈ নমঃ ।

শীতলার ধ্যান ।

শ্বেতাজীঃ রাসভাস্বাঃ করযুগবিলসম্মাজ্জনীপূর্ণকুণ্ডাম্ ।  
মার্জ্জনা পূর্ণকুণ্ডাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যাক্ষিপন্তীঃ ।  
দিশ্ববদ্রাঃ মুক্তি সূৰ্পাঃ কনকমণিগণৈর্ভূষিতাজীঃ  
ত্রিনেত্রাঃ বিষ্ণোটাদ্যাগ্রতাপপ্রশমনকরীঃ শীতলাঃ তাং  
ভজামি ॥ ১৮ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ নমঃ ।

বাঁহার বজ্র রক্তবর্ণ, যিনি সদাকাল সর্ববিধ ফল প্রদান করিয়া  
থাকেন, বাঁহার বদনকমল অতি প্রকুল, বাঁহার অঙ্গ স্বর্ণমণিগণ  
ও মূক্তা এবং প্রবালদ্বারা ভূষিত, যিনি অনন্তাদি অষ্টনাগের সহিত  
বর্তমান, বাঁহার কুচযুগল সমুন্নত, সেই কামরূপা সর্পিণীকে আমি  
বন্দনা করিতেছি ॥ ১৭ ॥

বাঁহার অঙ্গ শ্বেত, যিনি গর্দভোপরি উপবিষ্ট এবং বাঁহার  
হস্তদ্বয়ে মার্জ্জনী ( কাঁটা ) ও জলপূর্ণ কুণ্ড আছে ; যিনি ত্রিলোকের  
তাপশান্তির নিমিত্ত মার্জ্জরী দ্বারা পূর্ণকুণ্ড হইতে অমৃতময়  
জল ক্বেপণ করিয়া থাকেন, যিনি দিশ্ববদ্রা অর্থাৎ উলজিনী, বাঁহার  
মস্তকোপরি দুর্প ( কুলা ) আছে, স্বর্ণ ও মণিসমূহদ্বারা বাঁহার অঙ্গ

সূতিকাষ্টীর খান ।

বিভূজাঃ হেমগোরাঙ্গীঃ নানালঙ্কারভূষিতাঃ ।  
বরদাভয়হস্তাঃ শরচ্ছন্দ্রনিতাননাম্ । পটুবস্ত্রপরিধানাম্  
পীনোন্নতপরোধরাম্ । অঙ্কাপিতসূতাম্ যষ্ঠীঘনুজম্বাঃ  
বিচিস্তয়েৎ ॥ ১১ ॥

মন্ত্ৰঃ—স্রী যষ্ঠীদেবী নমঃ ।

অরণ্যযষ্ঠীর খান ।

বিভূজাঃ যুবতীঃ যষ্ঠীঃ বরাভয়যুতাঃ স্মরেন্ ।  
গৌরবর্ণাঃ মহাদেবীঃ নানালঙ্কারভূষিতাম্ । দিব্যবস্ত্র-  
পরিধানাঃ বামক্ৰোড়ে সপুঞ্জিকাম্ । প্রসন্নবদনাঃ নিত্য্যঃ

বিভূষিত, যিনি ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকাদি রোগের উগ্রতাপের  
পালঙ্ককারিণী, সেই শীতলাদেবীকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

সূতিকাষ্টীদেবী, বিভূজা এবং স্বর্ণবর্ণের জ্বার গোরাঙ্গী ও  
বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা । ইনি একহস্তে বরমুদ্রা ও অপর হস্তে  
অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন এবং ইহার বদন শরচ্ছন্দ্রের  
জ্বার, ইনি পটুবস্ত্র পরিধানা এবং পীন ও উন্নত পরোধরযুক্তা,  
যষ্ঠীদেবী পুত্র ক্রোড়ে করিয়া পদ্মোপরি উপবিষ্টা আছেন ;  
এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১১ ॥

যষ্ঠীদেবী বিভূজা এবং যুবতী, ইনি একহস্তে বরমুদ্রা ও অপর  
হস্তদ্বারা অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন । এই মহাদেবী গৌরবর্ণা  
এবং নানা অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত, দিব্যবস্ত্র পরিধানা ও বাম-

অগস্ত্যীঃ স্তুতপ্রদাম্ । সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাম্ পীনোরতপায়ো-  
ধরাম্ ॥ ১০০ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বিদ্যাবাসিনৌ স্কন্দযৌষ্ঠ্য নমঃ ।

ছরের ধ্যান ।

ছরত্ৰিপাদত্ৰিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ।

তন্মুপ্রহরণো রোদ্রঃ কালান্তককমোপমঃ ॥ ১০১ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ ছরায় নমঃ ।

বিশ্বকৰ্ম্মার ধ্যান ।

বিশ্বকৰ্ম্মন্ মহাভাগ সৃচিত্তকৰ্ম্মকারক ।

বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ ত্বক্ বাসনামানদগুধৃক্ ॥ ১০২ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ বিশ্বকৰ্ম্মণে নমঃ ।

কোড়ে পুত্রধারণ করিয়া আছেন । ইনি সৰ্বদাই প্রসন্নবদনা ও  
অগন্তের জননীস্বরূপা এবং স্তুতপ্রদানকারিণী, ইনি সৰ্বসংসারমুক্তা  
ইহার পয়োধরযুগল কঠিন ও উন্নত ॥ ১০০ ॥

অরদেবের তিন পদ ও তিনটী মস্তক, ছয় হাত ও নয়টী চক্ষু,  
তন্ম ইহার অস্ত্র, ইনি রুদ্রতেজঃসম্বৃত কৃতান্তসদৃশ ॥ ১০১ ॥

হে বিশ্বকৰ্ম্মন্ ! তুমি মহাভাগ, তুমি সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য  
কৰ্ম্ম করিয়া থাক, তুমি বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছ, তুমি বিশ্ব-  
সংসারকে ধারণ করিয়াছ, এবং তুমি সকলের বাসনার মানদণ্ড  
ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ যাহার যে বাসনা তাহাই পূর্ণ করিয়া  
দাঁক ॥ ১০২ ॥

উচ্ছিষ্ঠচণ্ডালীর ধ্যান ।

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাঙ্গপরিচ্ছদাম্ ।  
 রক্তালঙ্কারসংযুক্তাং শুদ্ধাহারবিকৃষিতাম্ ।  
 ষোড়শাবধা যুবতীং পীনোরতপন্নোদরাম্ ।  
 কপাল-কর্ভুকাহস্তাং পরাং জ্যোতিঃস্বরূপিণীম্ ।  
 বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্নম্রবিদূষ্মহঃ ॥ ১০৩ ॥

মন্ত্র—উচ্ছিষ্ঠচণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ববশহরি নমঃ  
 স্বাহা ।

সরস্বতীর ধ্যান ।

তরুণশকলমিন্দোর্বিস্রভী স্তম্ভকান্তিঃ কুচতরনমিতালী,  
 লগ্নিষণ্মা সিভাজে । নিজকরকমলোন্মত্তলেখনীপুস্তককলীঃ  
 সকলবিভবসিঙ্কে পাত্ৰ বাগদেবতা নঃ ॥ ১০৪ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ সরস্বতৌ নমঃ ।

দেবী শবোপরি উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, রক্তবর্ণ আভ-  
 রণে বিভূষিতা, গলদেশ শুদ্ধাহারে পরিশোভিত, এবং দেবী  
 ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী; ইনি পীনোরতপন্নোদরা, ইহার বামহস্তে  
 নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে কর্ভুকা, ইনি সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপিণী, মন্ত্রবিৎ  
 পণ্ডিতগণ দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ১০৩ ॥

তরুণ অর্দ্ধচন্দ্রে দেবীর শিরোদেশ পরিশোভিত, দেহকান্তি  
 শুভবর্ণ, স্তনভূমির স্তম্ভকামিতালী, স্তম্ভবর্ণ পদ্মোপরি উপবিষ্টা, স্ত্রীর  
 করকমলযুগলে লেখনী ও পুস্তক, এই বাগদেবতা সকল বিভব-  
 নিক্তির নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১০৪ ॥



## পারিজাতসম্বন্ধীর ধ্যান ।

হংসাকৃতা বরহসিতভারেন্দুকুম্ভাবদাতা, বাণী মন্দান্বিত-  
তরমুখী মৌলিবন্ধেন্দুলেখা, বিজ্ঞা-বীণামৃতময়ঘটাক্ষত্রজা, দীপ্ত-  
হস্তা, শ্বেতাজহ্না ভবদভিমতপ্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ ॥ ১০৫ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং হৈসরং হ্রীং ওঁ সরস্বতৌ নমঃ ।

## লক্ষ্মীর ধ্যান ।

পাশাকমালিকান্তোজস্বগিভির্ধাম্যসৌম্যরোঃ, পদ্মা-  
সনস্থং ধ্যায়ৈচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্-।\* গৌরবর্ণাং  
সুরূপাক সর্বালঙ্কারভূষিতাং রৌদ্রপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং  
দক্ষিণেন তু ॥ ১০৬ ॥\*

মন্ত্রঃ—ওঁ লক্ষ্মীদেবৌ নমঃ ।

দেবী হংসোপরি উপবিষ্টা, শ্বেতবর্ণা ও হাস্যবদন্য, ইহার  
শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্রেখাধারা পরিশোভিত, হস্তে পুস্তক, বীণা,  
অমৃতপূর্ণকুণ্ড, অকমালা আছে; ইনি শ্বেতপদ্মস্থা, এই ভারতী  
দেবী প্রাণিবর্গের অভীষ্টসিদ্ধিকরী হউন ॥ ১০৫ ॥

লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে পাশ, অকমালা, পদ্ম, অকুশ  
প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত, এবং গৌরবর্ণ দেহকান্তি, সূচাক

\* পুরাণান্তরে লক্ষ্মীদেবী চতুর্ভুজা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া  
যায়। এই ধ্যানই চতুর্ভুজাবিষয়ে, কিন্তু আমরা এই ধ্যানে  
দ্বিভুজা লক্ষ্মীদেবীর অর্চনা করিয়া থাকি

অলঙ্কার ধ্যান ।

অলঙ্কারঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ কৃষ্ণবস্ত্র-  
পরিধানাঃ লোহান্তরণভূষিতাঃ । ভগ্নাসনস্থাঃ বিভূজাঃ  
শর্করাশুকেচ্ছনাম, সম্মাজ্জনী-সবাহস্তাঃ দক্ষিণহস্তসূর্য্যকাম্ ।  
ভৈলাভ্যদ্বিতগাত্রাঃ পর্দভারোহণাঃ তথৈ ॥ ১০৭ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ অলঙ্কার্য নমঃ ।

সীতার ধ্যান ।

নীলাস্তোভদলাভিরামনয়নাঃ নীলাশ্রয়ালঙ্কৃতাম্, গৌরাজ্জীং  
শরদিস্পৃহস্বন্দরমুখীং বিদ্যেয়বিস্বাধরাম্ । কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং  
হরিহরব্রহ্মাদিত্তির্বিম্বিতাং, ধ্যয়েৎ সর্বজনেপিতার্থকলনাং  
রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥ ১০৮ ॥

মন্ত্ৰঃ—শ্রীসীতায়ৈ নমঃ ।

লাবণ্য-ময়ী, নানাবিধ আভরণে ভূষিতা এবং ত্রৈলোক্য-জননী,  
ইহার কমনকরে সুবর্ণ-পদ্ম, এবং ইনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা বরদানে  
নিযুক্তা ॥ ১০৮ ॥

অলঙ্কারদেবীর দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতিশয় ক্রোধবৃত্তা ও  
কলহপ্রিয়া, ইহার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, ইনি লোহনির্মিত  
আভরণে ভূষিতা ও ভগ্নাসনোপরি উপবিষ্টা, ইনি বিভূজা, ইহার  
বামহস্তে মার্জ্জনী ( কাটা ) ও দক্ষিণ হস্তে সূর্য ( কুলা ) এবং ভৈলাভ  
কলেবরা, ইনি পর্দভোগরি আবৃত্তা ॥ ১০৭ ॥

সীতাদেবীর নীলপদ্ম-বিনির্মিত অতি সুন্দর নয়নবৃন্দা,  
পরিধানে নীলবস্ত্র, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এবং গৌরবর্ণ,

## শুভচরিত্র ধ্যান ।

রক্তপদ্মচতুর্ভূষী ত্রিনয়না চন্দ্রাঙ্ককারাঙ্কিতা, পীনো-  
ত্তমকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরাজা শরা, ত্র্যম্বকানন্দময়ী  
কমণ্ডলুধরা কাভীতিহস্তা শিবা, ধোয়া সা শুভচরিত্রী  
ত্রিজগতাং সর্বাপদুচ্ছারিণী ॥ ১০৯ ॥

মন্ত্রঃ—ও শুভচরিত্রীদেবী নমঃ ।

## সাবিত্রীর ধ্যান ॥

তপ্তকাক্ষনবর্ণাভাং বলন্তীং ত্র্যম্বতেজসাম্ । গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন  
মার্ত্তণ্ডসহস্রসমসন্নিভাম্, ঐষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণ-

শরৎকালীন চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখ এবং ঐষংহাস্তযুক্ত বিদ্বাধর,  
ইনি সাধককে করুণারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন, ইনি ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণকর্তৃক বন্দিতা এবং সমস্ত মানবের  
ঐন্দ্রিত ফলপ্রদা, রামের পরম প্রেমস্বিনী জানকী দেবীকে ধ্যান  
করিবে ॥ ১০৮ ॥

রক্তপদ্মের জ্ঞান দেবীর দেহকান্তি, ইনি চতুর্ভূষী, এবং ত্রিনয়না,  
ইহার শিরোদেশে অর্কচন্দ্রদ্বারা পরিশোভিত, অতি উচ্চ কুল স্তনদ্বয়,  
পরিধানে অতি হৃদয় পট্টবস্ত্র ইনি হংসোপরি উপবিষ্টা, ব্রহ্মার আনন্দ-  
বহিনী, ইহার হস্তদ্বয়ে কমণ্ডলু ও অভয়মুদ্রা, ইনি মঙ্গলপ্রদা  
ত্রিজগতের সমস্ত বিপদুচ্ছারিণী । এতাদৃশরূপিনী শুভচরিত্রী দেবীকে  
ধ্যান করিবে ॥ ১০৯ ॥

তপ্তকাক্ষের সদৃশ দেবীর দেহকান্তি, ত্র্যম্বতেজোদ্বারা উজ্জ্বল  
দেহ, গ্রীষ্মকালীন সহস্র মধ্যাহ্নকালের জ্ঞান দেহের আভা, ঐষ-

ଭୂବିତାମ୍ । ବହିଷ୍କୃତାଂ ଶୁକଧାନାଂ ଉକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାତରାମ୍ ।  
ହୃଦୟଂ ମୁକ୍ତିଦାଂ ଶାନ୍ତାଂ କାନ୍ତାଂ ଜଗତାଂ ବିଧେଃ । ସର୍ବ-  
ସମ୍ପାଂସ୍ବରୂପାଂ ପ୍ରଦାତ୍ରୀଂ ସର୍ବସମ୍ପଦାମ୍ । ବେଦାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ-  
ଦେବୀଂ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରସ୍ବରୂପିଣୀମ୍, ବେଦବୀଜସ୍ବରୂପାଂ ଉକ୍ତତାଂ  
ବେଦମାତରମ୍ ॥ ୧୧୦ ॥

ମନ୍ତ୍ରଃ—ଶ୍ରୀଃ ହ୍ରୀଃ କ୍ଳୀଃ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ବାହା ।

କୁମାରୀର ଧ୍ୟାନ ।

ବାଳରୂପାଂ ତ୍ରୈଲୋକାୟୁନ୍ଦରୀଂ ବରବର୍ଗିନୀମ୍ । ନାନାଲଙ୍କାର-  
ମୟାନ୍ତ୍ରୀଂ ଉଦ୍ରବିଦ୍ଧାପ୍ରକାଶିନୀମ୍ । ଚାରୁହାସ୍ୟାଂ ମହାନନ୍ଦ-  
ହୃଦୟଂ ଶୁଭଦାଂ ଶୁଭଦାଂ ॥ ୧୧୧ ॥

ମନ୍ତ୍ରଃ—ଏଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ହଂ ହେସୋଃ ( ଅମୁକ )  
କୁମାର୍ଯ୍ୟେ ନମଃ ।

ହାସ୍ୟହାରା ପ୍ରସନ୍ନମୁଖୀ, ରତ୍ନଭୂଷଣେ ଭୂଷିତା, ପରିଧାନେ ଅଗ୍ନିସଦୃଶ ରତ୍ନ-  
ବର୍ଣ ବସନ, ଅତି ଶାନ୍ତସ୍ବଭାବା, ଜଗତେର ବିଧିସ୍ବରୂପା, ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଂ-  
ସ୍ବରୂପିଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି-ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ, ସମସ୍ତ ଦେବେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ  
ଦେବୀ ଓ ସାକ୍ଷୀଂ ବେଦସ୍ବରୂପିଣୀ, ବେଦେର ବୀଜସ୍ବରୂପା ଏବଂ ଚତୁର୍ବେଦେର  
ମାତା, ଇହାକେ ଉକ୍ତନା କର ॥ ୧୧୦ ॥

କୁମାରୀ ଦେବୀ ବାଳରୂପା, ତ୍ରୈଲୋକମଧ୍ୟେ ପ୍ରଦାନା ଓ ପରମା ଯୁନ୍ଦରୀ  
ଏବଂ ନାନାବିଧ ଲଙ୍କାରଭାରେ ମୟାନ୍ତ୍ରୀ, ଉଦ୍ରବିଦ୍ଧାପ୍ରକାଶିନୀ, ଯୁନ୍ଦରୀ  
ହାସ୍ୟୁତୀ, ଅତିଶୟ ପ୍ରାୟୁରହନୟା ଓ ମଞ୍ଜୁଲୀମ୍ବିନୀ ॥ ୧୧୧ ॥

গঙ্গারঃখান ।

স্বরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রামৃতসমপ্রভাম্ । চামরৈ-  
বাজমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্ । সুপ্রসন্নং সুবদনাং  
করণার্জনিকান্তরাম্ । সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামাত্রগন্ধামু-  
লেপনাম্, ত্রৈলোক্যানমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভি-  
ষ্টিতাম্ ॥ ১১২ ॥

মন্ত্ৰঃ—গাং গঙ্গায়ৈ বিৰ্শমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ  
শান্তি প্রদায়ৈশ্চ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ ।

ঐরাধিকার খান ।

তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সৰ্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ । নীল-  
বস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেরশ্বরীম্ ॥ ১১৩ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রাং ঐ রাধিকায়ৈ নমঃ ।

গঙ্গাদেবী পরমা সুন্দরী ও সুন্দর নয়নেপরিশোভিতা, অমৃত  
চন্দ্র-প্রভার ত্রায় প্রভাবিশিষ্টা, চামরদ্বারা সেবিতা ও শ্বেতচ্ছত্রাদি-  
দ্বারা পরিশোভিতা, দেবী নিরন্তর প্রসন্নতামুজ্জ্বল ইহার সুন্দর  
মুখপদ্ম ও স্বীয় হৃদয় করণরসে দ্রবীভূত, দেবী অমৃতদ্বারা ভূপৃষ্ঠ  
প্লাবিত করিয়াছেন, তিনি ত্রিলোকে নমস্তা এবং দেবগণ কঙ্ক  
স্ততা ॥ ১১২ ॥

তপ্তকাঞ্চনের উল্লস রাধিকাদেবীর দেহের আভা, ইনি সমস্ত  
ঈশ্বরকে ভূষিতা, ইহার পরিধানে নীল বস্ত্র এবং ইনি বৃন্দাবনের  
ঈশ্বরী, ইহাকে ভজনা করি ॥ ১১৩ ॥

### তুলসীর ধ্যান +

ধ্যায়ৈদ্দেবীং নবশশিমুখীং পৰুবিন্ধ্যাধরোষ্ঠীং বিভো-  
তস্তীং কুচযুগভরানন্তকল্লাজযন্তীম্ । ঈষদ্ধাস্তাং ললিতবদনাং  
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং শ্বেতাক্ষীং তাম্রভয়বরদাং শ্বেতগন্ধাসিন-  
হাম্ ॥ ১১৪ ॥ মন্ত্ৰঃ—শ্রী হ্রী ক্লী ঐ স্বন্দায়ৈ স্বাহা ।

### নবগ্রহের ধ্যান ।

রবি ।

কত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিজং দ্বাদশাঙ্গুলং, পদ্ম-  
হস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাঙ্গবাহনম্ । শিবাধিদেবতং সূর্য্যং  
বহি প্রত্যাধিদেবতম্ ॥ ১১৫ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ হ্রী হ্রী সূর্য্যায় নমঃ ।

নবোদিত চন্দ্রের জ্ঞান তুলসীদেবীর মুখচন্দ্র এবং সুপকবিন্ধ্য-  
কলের তুল্য রক্তবর্ণ অধর ও ওষ্ঠ, স্তনদ্বয়গলের ভারে অঙ্গযন্তী ঈষৎ  
নম্র, দেবীর বদনকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত, চন্দ্র ও অগ্নির জ্ঞানপ্রভা-  
বিশিষ্ট তিনটী নয়ন, শ্বেতবর্ণ দেহকান্তি, দ্বিভুজা, ইহার  
হস্তদ্বয়ে অভয়মূদ্রা ও বরমূদ্রা আছে, ইনি শুক্রবর্ণ পদ্মোপরি  
উপবিষ্টা ॥ ১১৪ ॥

সূর্য্যদেব কশ্যপ মুনির পুত্র, এবং কালিজদেবোদ্ভূত, কত্রিয়বংশ,  
ইহার দ্বাদশ অঙ্গুলীপরিমিত, রক্তবর্ণ দেহ এবং পূৰ্ব্বদিকক  
সংস্থাপিত মুখকমল, ইনি দ্বিভুজ, ইহার করদ্বয়ে পদ্ম, ইনি  
সপ্তাঙ্গসংযোজিত রথোপরি উপবিষ্ট, ইহার অধিদেবতা শিব এবং  
প্রত্যাধিদেবতা বহি ॥ ১১৫ ॥

সোম ।

সামুদ্রং বৈশ্বানরোহিতং হস্তমাত্রং সিতাশ্বরম্ । যেতং  
 দ্বিবাং বরদং দক্ষিণং নগদেত্তরম্ । দশাং শ্বেতপদম্  
 বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্ । জলপ্রাত্যাধিদৈবক সূর্য্যাস্ত-  
 মাহ্নয়েত্তথা ॥ ১১৬ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐ ক্রী সোমায় ।

মঙ্গল ।

আবস্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেঘম্ চতুরঙ্গুলম্ ।

আরক্তমালাবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্ ॥

দক্ষিণোক্তক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্ ।

আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্নয়েৎ ॥

স্কন্দাধিদৈবতং ভোমং ক্ষিতিপ্রতাধি-

দৈবতম্ ॥ ১১৭ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রী শ্রী মঙ্গলায় নমঃ ।

চন্দ্রদেবের সমুদ্রে উৎপত্তি, বৈশ্বানরী মাতা, হস্তমাত্র পরিমিত দেহ, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, এবং দেহের কাঙ্ক্ষিত শ্বেতবর্ণ, ইনি দ্বিভুজ ইহার দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা এবং বামহস্তে গদা এবং ইনি দশাঙ্গ-সংযোজিত রথারূঢ়, শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্ট, এই দেবতার উমা অধিদেবতা, জল প্রাত্যাধিদেবতা, সূর্যাস্তমুখ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল অবন্তী-দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, ইহার চতুর্ভুজপরিমিত দেহ, ইনি মেঘোপরি উপবিষ্ট, ভারদ্বাজগোত্রোদ্ভব, ইনি চতুর্ভুজ, রক্তবর্ণ মালা ও বসনে পরিশোভিত, দক্ষিণ উদ্ধবাহ

বুধ ।

মাগধং বাঙ্গুলায়েয়ং বৈশ্বং পীতং চতুর্ভুজম্ ।

বামোর্দ্ধক্রমতঃ সর্গদাবরুণখণ্ডিগনম্ ।

সূর্যাস্তং সিংহমং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ ॥

নারায়ণাধিদৈবকং বিষ্ণুপ্রত্যাধিদৈবতম্ ॥ ১১৮ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐ ত্রী ত্রী বুধায় নমঃ ।

বৃহস্পতি ।

বিজমাজিরসং শ্রীতং সৈন্ধবকং বড়ঙ্গুলম্ । ধায়েৎ

পীতাবস্ত্রং জীবং সরোজম্ চতুর্ভুজম্ ॥ দক্ষোর্দ্ধাদক্ষবরদ-

করকাদশুমাহ্বয়েৎ । ত্র্যম্বাধিদৈবম্ সূর্যাস্তমিন্দ্রপ্রত্যাধি-

দৈবতম্ ॥ ১৯ ॥ মন্ত্রঃ—ওঁ ঐ ক্রী বৃহস্পত্যে নমঃ ।

ক্রমেতে শক্তি, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, গদা প্রভৃতিদ্বারা শোভিত,  
আদিত্য অভিমুখে মুখচন্দ্র, মঙ্গলের স্বন্দ অধিদেবতা, ক্ষিতি  
প্রত্যাধিদেবতা ॥ ১১৭ ॥

বৃহস্পতি, মগধদেশোক্তং বৈশ্ববর্ণ, অত্রি মূর্ধনি পুত্র, ইহী অঙ্গুলি-  
পরিমিত দেহ, পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ, ইহার পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র,  
বাম ভাগের উর্দ্ধহস্ত ক্রমেতে হস্তচতুইরে চর্ম, গদা, বরমুদ্রা, খণ্ড  
প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন, ইনি অতি শান্ত, সিংহোপরি অবস্থিত,  
সূর্য্য সম্মুখ মুখ, ইহার নারায়ণ অধিদেবতা, বিষ্ণু প্রত্যাধি-  
দেবতা ॥ ১১৮ ॥

বৃহস্পতি আঞ্জিরসগোত্রসম্বৃত, বিজমাজি, সিন্ধুতে উক্ত,  
পীতবর্ণ, বড়ঙ্গুলপরিমিত দেহ, পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র,



শুক ।

শুকঃ ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাজুলম্ । পদ্মাস্থ-  
মাঙ্ঘর্যেৎ সূর্যামুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্ ॥ সনাকবরকরকা-  
দণ্ডহস্তং সিতান্বরম্ । শক্রাধিদেবতং ধ্যয়েচ্ছশিপ্রভ্যাধি-  
দেবতম্ ॥ ১২০ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শুক্রায় নমঃ ।

শনি ।

সৌরাস্ত্রঃ কাশ্যপঃ শূদ্রঃ সূর্যাস্ত্রং চতুরঙ্গুলম্ কৃষ্ণং  
কৃষ্ণান্বরং গুণ্ণগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্ । তব্রহ্মণবরং  
শূলং ধনুর্হস্তং সমাঙ্ঘর্যেৎ । ব্রহ্মাধিদেবতং প্রজাপতি-  
প্রভ্যাধিদেবতম্ ॥ ১২১ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শনৈশ্চরায় নমঃ ।

চতুর্ভুজ, পদ্মোপরি উপবিষ্ট; দক্ষিণভাগে উর্দ্ধ হস্ত ক্রমেতে  
বরমুদ্রা, শিলা, দণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন, সূর্যাসমুখ আশ্রিত,  
ইহার ব্রহ্মা অধিদেবতা, ইন্দ্র প্রভ্যাধিদেবতা ॥ ১২০ ॥

শুক ভোজকটদেশোত্তর, বিপ্রবর্ণ, ভার্গবগোত্র, নবাজুল-  
পরিমিত, শ্বেতবর্ণ দেহ, চতুর্ভুজ, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, সূর্য  
সম্মুখীন মুখ, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র, ইনি হস্তচতুর্ভুজে অক্ষমাল্য,  
বরমুদ্রা, শিলা ও দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, ইহার ইন্দ্র অধিদেবতা,  
শনি প্রভ্যাধিদেবতা ॥ ১২১ ॥

শনি সৌরাস্ত্রদেশোত্তর, শূদ্রবর্ণ, কাশ্যপগোত্র, চতুরঙ্গুলি-  
পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, শকুনীবাহিন,

ব্রাহ্ম ।

ব্রাহ্ম মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনং বাদশাজুলং, কৃষ্ণং  
কৃষ্ণাঙ্গরং সিংহাসনং ধ্যান্য তথাহবয়েৎ, চতুর্বাহুং খড়্গবর-  
শূলচর্ম্মকরস্তথা, কালাধিদেবং সূর্য্যাস্তং সর্পপ্রত্যাধি-  
দেবতম্ ॥ ১২২ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐ ত্রীং ব্রাহ্মে নমঃ ।

কেতুর ধ্যান ।

কৌশলীপং কেতুগলং জৈমিনীয়ং বড়মূলম্ ।

ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহবয়েৎ বিকৃতাননম্ ।

সূর্য্যাস্তং ধূম্রবসনং বরদং গমিনং তথা ।

চিত্রগুপ্তাধিদেবকং ব্রহ্মাপ্রত্যাধিদেবতম্ ॥ ১২৩ ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ত্রীং কেতবে নমঃ ।

চতুর্ভূজ, চারি হস্তে বাণ, বরমুদ্রা, শূল, খড়্গ ধারণ করিয়াছেন,  
ইহার বস্মাধিদেবতা, ব্রহ্মাপতি প্রত্যাদিদেবতা ॥ ১২১ ॥

ব্রাহ্ম-মলয়মাকুতসম্ভব, শূদ্রবর্ণ, পৈঠীনসী গোত্র, বাদশাজুল  
পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র, সিংহবাহন, চতুর্ভূজ,  
খড়্গ, বরমুদ্রা, চর্ম্ম প্রভৃতি চরিত্রবাহারা ধারণ করিয়াছেন,  
ইহার কাল অধিদেবতা, সর্প প্রত্যাদিদেবতা ॥ ১২২ ॥

কেতু-কুশবীথসম্ভূত শূদ্রবর্ণ, জৈমিনীর গুত্র, বড়মূল পরিমিত  
ধূম্রবর্ণ দেহ, শকুনীবাহন, ভয়ানক মুখমণ্ডল, সূর্য্য সমুখীন মুখ,  
পরিধানে ধূম্রবর্ণ বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা-ও বামহস্তে গদা, ইহার  
চিত্রগুপ্তাধিদেবতা, ব্রহ্মা প্রত্যাদিদেবতা ॥ ১২৩ ॥

যমের ধ্যান ।

ওঁ বৈবস্বতঃ মহাকালঃ দণ্ডপাশকরব্রহ্ম । শিখোৰ্দ্ধি-  
কেশঃ ধ্যায়ন্ত মন্দিষোপরি সংস্থিতম্ ॥ ১২৪ ॥

মন্ত্ৰঃ—ওঁ যমায় নমঃ ।

প্রণাম ।—ওঁ যমন্তঃ পিতৃলোকানাং শাস্তা বৈ  
কন্নিপাং নৃণাম্ । কলদঃ , সৰ্বভূতানাং যমোহসি বরদো  
ভব । ওঁ ধর্মরাজং নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ । আহি  
মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্যপুত্র নমোহস্ত তে ॥

শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান ।

শ্রীগোবিন্দমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণরূপকম্ ।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বিভূজং করুণাময়ম্ ।

তপ্তকাঞ্চনপূজ্যভং রক্তবস্ত্রং স্নানাসিকম্ ॥ ১২৫ ॥

মন্ত্ৰঃ—ক্লীঁ চৈতন্যমহাপ্রভবে নমঃ ।

মহাকাল বৈবস্বত যমরাজের একহস্তে দণ্ড এবং অপর হস্তে  
পাশ । মন্ত্ৰকের কেশসমূহ পিঙ্গল বর্ণ এবং উর্দ্ধ দিকে উখিত,  
মন্দিরের উপর অবস্থিত, ইহাকে ধ্যান করিবে ॥ ১২৪ ॥

রাধাকৃষ্ণের স্বরূপক শ্রীগোবিন্দকে আমি বন্দনা করি । ইহার  
অন্তরে কৃষ্ণরূপ এবং বহির্দেশে গৌররূপ, ইনি দ্বিভূজ এবং  
করুণাময়; ইনি তপ্তকাঞ্চনের বর্ণের ভ্রাতা 'আভাবিশিষ্ট', ইহার  
পরিধানে রক্ত বস্ত্র এবং ইনি স্নানর নাসিকাযুক্ত ॥ ১২৫ ॥

ধ্যান-প্রকরণ সমাপ্ত ।

# ‘স্তব-কবচাধ্যায় ।

স্তব-প্রকরণ ।

—...—

শ্রীগণেশ-স্তোত্রম্ ।

শ্রীবিষ্ণুর্বাচ ।

ঈশ স্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।  
নিরূপিতমশাক্তোহহং মমূরূপম্নুহকম্ ॥  
প্রবরং সর্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্ ।  
সর্বস্বরূপং সর্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্ ॥  
অব্যক্তরূপং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্ ।  
বায়ুভূল্যাতিনির্গুণং চাক্রতং সর্বসাক্ষিণম্ ॥  
সংসারার্ণবপারে চ মারাপোতে সুহৃৎভম্ ।  
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ তক্তাহুগ্রহকারকম্ ॥  
বরং বরেন্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্ ।  
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্ ॥  
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধ্যান্টিকম্ ।  
ধর্মস্বরূপং ধর্মভ্যং ধর্ম্যাধর্মকলপ্রদম্ ॥  
বীজং সংসারবৃক্ষাণামমৃতকং তদাশ্রয়ম্ ।  
দ্রুপুং নপুংসকানাঞ্চ রূপবেতনতীজ্রিয়ম্ ॥  
সর্বাত্মগ্রপূজ্যঞ্চ সর্বপূজ্যং গুণার্ণবম্ ।  
স্বচ্ছর্য্যং সগুণং ব্রহ্ম নিঃকণকাসি স্বেচ্ছয়া ॥

সৰ্বং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ।

ত্ৰাং স্তোতুমক্ষমোহনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ॥

ন ক্ষমঃ পঞ্চবক্তৃশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ ।

সদস্বভী ন শক্তা চ ন শক্তোহহং তব স্তোত্রে ॥

ন শক্তাশ্চ চতুর্বেদাঃ কে বা তে বেদব্যদিনঃ ।

ইত্যেবং স্তবনং কৃদ্বী সুরেশং সুরসংসদি ॥

সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্ব্বিকং বিরমায় রমাপতিঃ ।

ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্ত চ যঃ পঠেৎ ॥

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিবৃক্সঃ সমাহিতঃ ।

তদ্বিষ্মং নিষ্মং কুৰ্বতে বিশ্লেষঃ সততং যুনে ॥

বর্ধতে সর্বকল্যাণং কল্যাণ জনকঃ সদা ।

মাত্রাকালে পঠিষ্য। তু'যো যাতি ভক্তিপূর্বকম্ ॥

তস্ত সৰ্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিৰ্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।

ভেন দৃষ্টঞ্চ দ্রুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥

কদাপি ন ভবেত্তস্ত গ্রহপীড়া চ দারুণা ।

ভবেদ্বিনাশঃ শত্রুণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবর্ধনম্ ॥

লব্ধবিস্মবিনাশশ্চ লব্ধং সম্পাদিবর্ধনম্ ।

স্থিরা ভবেদগৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্ধিনী ॥

মর্কটস্বৰ্ঘ্যবিহ প্রাপ্য অস্ত্রে বিষ্ণুপদং ভবেৎ ।

কলকপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্রবেদ প্রবম্ ॥

ররতাং সৰ্বদানানাং ত্রীগণেশপ্রসাদতঃ ।

ইতি ত্রীমুখৈববর্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং

গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শ্রী গুরুস্তোত্রম্ ।

ও নমস্ত্যং মহামহাদায়িনে শিবরূপিণে ।  
 ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারপ্ৰপঞ্চতারিণে ॥  
 অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীররাজ্ঞানহারিণে ।  
 নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্দদায়িনে ॥  
 শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে ।  
 নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাত্মদায়িনে ॥  
 অনাচারাত্ম্যভাব-বোধায় ভাবহেতবে ।  
 ভাবাত্মাববিনিমুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥  
 নমোহস্ত শক্তবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।  
 জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥  
 শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ।  
 কামরূপায় কামায় কামকৈলিকলায়নে ॥  
 কুলপুঞ্জোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ।  
 অগুরত্বনিজতুচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে ।  
 নমস্তেহস্ত মহেশ্বায় নমস্তেহস্ত নমো নমঃ ॥  
 ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিস্মৃতঃ ।  
 শ্রীতরুণায় দেবেশি ততো বিজ্ঞা প্রসীদতি ॥  
 ইতি কুলিকাতরোক্ত শ্রী গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শ্রী গুরু-স্তোত্রম্ ।

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে ।  
 ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপায়ৈ তন্ত্ৰৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥  
 অজ্ঞানভিমিরাকৃত জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।  
 ধার চক্ষুর্যোগিতং তন্ত্ৰৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥

ভববন্ধনপারস্য তাকিণী জননী পরা ।  
 জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্য্য তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ।  
 শ্রীনাথবামভাগস্থ্য সদা স্তব পূজিতা ।  
 সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ।  
 সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী ।  
 মহা মোক্ষপ্রদা দেবী তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহাব্রহ্মস্বরূপিণী ।  
 ত্রিগুণাস্বরূপা চ তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ।  
 চন্দ্রসূর্য্যায়িক্রূপা চ মদাঘূর্ণিত-লোচনা ।  
 স্বনাথক সমালিন্য তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ৰাদি-জীবশুক্তিপ্রদাত্রিনী ।  
 জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তটৈস্য নিত্যং নমো নমঃ ॥  
 ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ ॥  
 স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥  
 প্রাতঃকালে পঠেদ্যন্ত গুরুপূজা-পূৰ্বঃসম্বৎ ।  
 স এব ধত্তো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্রিতৌ ॥  
 ইতি মাতৃকাত্তেদন্ত্রে জীপ্তরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্  
 \* বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাঋক-স্তোত্রম্ ।  
 ত্রীগঙ্গারৈ নমঃ ।  
 মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি-বসুধাশুকারহারাণি,  
 স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।  
 ভতীয়ে বসন্তস্তুদঘূর্ণিবতস্তদ্বীচিমুৎপ্রেমাত-  
 ত্তনামস্মরতস্তর্পিতদংশঃ তান্মৈ শরীরকরঃ ॥ ১ ॥

ত্রীয়ে তরুণকোটরস্বরগতো ধ্রুবে বিহঙ্গো বরং,  
 ত্রীয়ে নরকাস্তকারিণি বরং মৎস্তোহিধর্য কচ্ছপঃ ।  
 নৈবাণ্ড্র মদান্ধ-সিদ্ধুর-ঘটা-সংঘট্টঘটারগৎ-  
 কারত্ৰস্তমস্তবৈরবনিভালকস্ততিভূপতিঃ ॥ ২ ॥  
 উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোহপি বা বারণো বা-  
 হবারীণঃ স্যাৎ জননমরণক্লেশদ্ব্যখাসহিষ্ণুঃ ।  
 ন তত্ত্বত্র প্রবিরলরগৎকঙ্কণক্কাণবিশ্রং  
 বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ ॥ ৩ ॥  
 কাকৈনিক্ষুধিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং,  
 স্রোতোভিশ্চলিতং তটাস্ত-মিলিতং গোমায়ুভিনুষ্ঠিতং ।  
 দিব্য-স্ত্রী-কর-চারুচামর-মরৎ সংবীজ্যমানঃ কদা,  
 ত্রক্ষেহং পরমেশ্বরি ত্রিপথুগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৪ ॥  
 অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্ত বিশ্লেণ-  
 ম্ৰদনমথনমৌলেশ্বালতীপুষ্পমালা ।  
 জয়তি জয়পতাকা কাপ্যদৌ মোক্ষলক্ষ্মা,  
 ক্ষপিত্ত-কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥ ৫ ॥  
 এতন্তালতমাংশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-  
 চ্ছরং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকলৌচ্ছলং ।  
 গন্ধকীমরসিদ্ধ-কিন্নরবধু-ভুজস্তনাম্ফালিতং,  
 স্বানাম্ প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং ॥ ৬ ॥  
 গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্ছ্যতম্ ।  
 ত্রিপুরারিশরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৭ ॥  
 পাপাণহারি ছারিতারি তরঙ্গধারি,  
 দূর-প্রচারি গিরিরাজগুহ্যবিদারি ।



অক্ষরকারি হরিপাদ-রজোবিক্কারি,  
 গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৮ ॥  
 বররিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ  
 কৃশঃ শুনীতনয়ো, ন হি দূরতরস্থঃ ।  
 অমৃতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ  
 করিবরকোটিধরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥ ৯ ॥  
 গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে  
 বান্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ ।  
 একাণ্য সোহত্রকলিকাম্রবপক্ষমাতু,  
 মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাকৌ ॥ ১০ ॥  
 ইতি শ্রীবান্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টক-স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

### শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-গঙ্গা-স্তোত্রম্ ।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ ।

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।  
 শঙ্করমৌলি নিবাসিনি বিনলে, মম মতিরাশ্তাং তব পদকমলে ।  
 ভাগীরথি স্নানদায়িনী মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।  
 নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মারজ্ঞানম্ ॥  
 হরিপাদশ্যতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।  
 দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবদাগরপারম্ ॥  
 তব জলমলং যেন নিপীতং, পরমশদং ধনু তেন গৃহীতম্ ।  
 মাতর্গঙ্গে হৃদি যো ভক্তঃ, কিং তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥  
 পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।  
 ভীষ্মজননি মুনিবরকণ্ঠে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধ্বজে ॥

কল্পলতামিব ফলদাঃ লোকে, প্রণমতি যশ্চাং ন পততি শোকে ।  
 পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবিনিতাকৃত তরলাপাঙ্গে ॥  
 তব কৃপয়া চেৎ শ্রোতঃস্রোতঃ, পুনরপি জঠরে মোহপি ন জাতঃ ।  
 নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥  
 পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।  
 ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥  
 রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্ ।  
 ত্রিভুবনসারে বসুধাধীপরে, দ্বমসি গতিশ্রম খলু সংসারে ॥  
 অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে ।  
 স্তব তটনিকটে যন্ত নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তন্ত নিবাসঃ ॥  
 ষন্নমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।  
 অথবা গব্যাতিল্পপচো দীন স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥  
 ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধ্যেত্বৈ, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্ত্রে ।  
 গঙ্গাস্তবসিদ্ধমঙ্গলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥  
 যেবাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিহস্তেবাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।  
 মধুরকাস্তাপজ্জাটিকাভিঃ পরমাসন্দকলিতললিতাভিঃ ॥  
 গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং; বাহিতফলদং বিহিতামলসারম্ ।  
 শরৎকরসেবকশরৎরচিতং পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তম্ ॥  
 ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূৰ্য্য-স্তোত্ৰম্ ।

ত্ৰিসূৰ্য্যায় নমঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।—

সুৰ্য্যোত্তম ততঃ শাস্ত্ৰঃ কুশো ধৰ্মনিসম্বৃতঃ

ৰাজৱাসহস্ৰেণ সহস্ৰাংগুঃ দিবাকরম্ ॥

থিতমানস্ত তং দৃষ্টা সূৰ্য্যঃ কৃষ্ণাভ্রজং তদা ।

স্বপ্নে তু দৰ্শনং দত্ত্বা পুনৰ্কচনমব্রবীৎ ॥

ত্ৰিসূৰ্য্য উবাচ ।—

শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীমুত ।

অলং নামসহস্ৰেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্ ॥

যানি নামানি শুভানি পবিত্ৰাণি শুভানি চ ।

তানি তে কীৰ্ত্তয়িষ্যামি শ্ৰদ্ধা বৎসাবধাৱয় ॥

ওঁ বিকৰ্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ভতো ভাৱরো ৱবিঃ ।

লোকপ্ৰাশকঃ ত্ৰিৰান্ লোকচক্ষুঃপ্রদৈশ্বৰঃ ॥

লোকসাক্ষী ত্ৰিলোকেশঃ কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা তমিস্ৰহা ।

তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥

গভস্তিহস্তো ব্ৰজা চ সৰ্বদেব-নমস্কৃতঃ ।

একবিংশতিৰিত্যেব স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥

ত্ৰিৰায়োগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধিশস্যয়ঃ ।

স্তবৱাক্ত ইতি খ্যাতস্তিষু লোকেষু বিশ্ৰুতঃ ॥

য এভেন মহাবাহো দে সন্ধেস্তমনোদয়ে ।

স্তোতি মাং প্রণতো ভূত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

কামিকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চৈব হৃদ্যতম্ ।

একজপেন তৎ সৰ্বং প্রণশ্চতি মমাগ্ৰতঃ ॥

এব জপ্যন্ত হোম্যন্ত সঙ্কোচাশ্রয়নেষু চ ।  
 বলিরন্তোহুর্ধ্যানন্ত চ ধূপমন্তস্তথৈব চ ॥  
 অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রলিপাতে প্রদক্ষিণে ।  
 পূজিতোহরঃ মহামন্তঃ সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥  
 ঐষমুক্ত্যা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ ।  
 আমন্ত্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবাস্তবহীষত ॥  
 শাষোহপি স্তবরাজেন স্তব্ধা সপ্তাশ্ববাহনম্ ।  
 পূতাত্মা নীরুদ্রঃ শ্রীমান্ স্তম্ভোদ্রোগাধিমুক্তবান্ ॥  
 ইতি শ্রীশাশ্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্তৃ-বিনির্গত-  
 স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

### শ্রীসূর্য্যবাদশনাম-স্তোত্রম্ ।

আদিভ্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্ত বিভাকরঃ ।  
 তৃতীয়ঃ ভাস্করঃ প্রৌক্ত্যচতুর্থক প্রভাকরঃ ॥  
 পঞ্চমক্ সঙ্কশ্রাংস্তঃ ষষ্ঠকৈব ত্রিলোচনঃ ।  
 সপ্তমং হরিনন্দন্ত অষ্টমক্ বিভাবন্তুঃ ॥  
 নবমঃ দিনকৃত প্রোক্তা দশমং দ্বাদশাস্তকং ।  
 একাদশং ত্রয়োমূর্ত্তির্দ্বাদশং সূর্য্য এব চ ॥  
 দ্বাদশোতানি নামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ ।  
 দ্রুঃস্বপ্ননাশনং সত্যঃ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজারভে ॥  
 আকুপারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনম্ ।  
 ঐহিকামুখ্যকাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 ইতি শ্রীসূর্য্যবাদশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্

## শিবাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

প্রভুশীশ-বনীশ-বশেশ-শুগং শুগহীন-বহীশ গয়লাভরগং ।  
 রণ-নির্জিত-ভূজ-দৈতাপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ১ ॥  
 গিরিরাজ-সুতাস্থিত-বামতলুং, তনুনির্মিত-রাজিত-কোটিবিধুং ।  
 বিধি-বিষ্ণু শিবস্তব পাদবৃগং, প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ২ ॥  
 শশলাঙ্কিত-রঞ্জিত-সম্মুকুটং, কট-লম্বিতস্বন্দর-কুন্তিপটং ।  
 ধ্বজ-শৈবলিনী-কৃতজাটীকুটং, প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ৩ ॥  
 নিজ-নেত্রভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিত-কোটি-বিধুং ।  
 বিশ্বখণ্ড-বিস্তীর্ণিত-ভাল-তটং প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ৪ ॥  
 ব্রহ্মরাজনিকৈতন-মাদি-শুরুং, গয়লাশনমাজিবিষাণধরং ।  
 প্রমথধিপসেবক-রঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল-তরুং ॥ ৫ ॥  
 মকরধ্বজ স্বত-মাতঙ্গ হরং, করিচন্দ্রগনাশবিরোধকরং ।  
 বরদাভর-শূল-বিশাল ধরং, প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ৬ ॥  
 জগত্ত্বং-পালননাশকরং, করুণৈব পুনঃস্বরূপধরং ।  
 প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিব-কলতরুং ॥ ৭ ॥  
 ম দত্তং পুণ্যং সদা পাতচিত্তং, পুনর্জন্মহঃখাৎ পরিত্রাহি শঙ্কো ।  
 ভক্ততোহখিলহঃখসমৃদ্ধিহরং, প্রণমামি শিবং শিবকলতরুং ॥ ৮ ॥  
 ইতি শিবাষ্টক-স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ।

## শ্রীশিবমানস-পূজন-স্তোত্রম্ ।

রত্নৈঃ কলিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যার্চনং,  
 মানারব্র-বেভূষিতং মৃগমদ্যমোদাঙ্কিতং চন্দনম্ ।  
 জাতীচন্দ্রকবিষপত্ররঞ্জিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা ।  
 দীপং দেব ! দয়ানিধে ! পশুপতে ! হৃৎকলিতং গৃহ্যতাম্ ॥ ১ ॥

সৌবর্ণে র্ণিধত্ত্ব-রত্নরচিত্তে পট্টে যুতঃ পারসং  
 ভক্ষ্যঃ পঞ্চবিধং পরোদধিবুতং রত্নাফলঃ পারসম্ ।  
 লাকানানবুতঃ জলঃ কুচিকরং কপূরধত্ত্বজ্জলং,  
 তাবুলং বনসা বরা বিরচিত্ত ভক্ষ্যা প্রভো ! স্বীকৃৎ ॥ ২ ॥  
 ছত্রং চারয়ৌবুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্মলং,  
 বীণাভেরিমৃদঙ্গকাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যং তথা ।  
 সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতিবহুবিধা হেতুং সরস্বতং বরা,  
 সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো ! পূজাং গৃহাণ প্রভো ॥ ৩ ॥  
 জ্যোত্বা ভং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরঃ গৃহং,  
 পূজা তে বিষয়োপভোগ-রচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ।  
 সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো,  
 যদ্যং কৰ্ম করৈসি তত্ত্বদধিলং শস্তো ! তবারাধনম্ ॥ ৪ ॥  
 ইত্যেবং হরপূজনং প্রতিদিনং যো বা ত্রিসন্ধ্যাং পঠেৎ,  
 সেবালোকচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং পূজা হরেমানসী ।  
 সোহং সৌখ্যমবাগ্নুয়াদ্যুতিধরং সাক্ষাৎকরেদর্শনং,  
 \* বাগ্নন্তেন মহাবদ্যানসময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥ ৫ ॥  
 কল্পচরণকৃতং বা কায়জং কৰ্মজ বা,  
 শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাগ্নাধনম্ ।  
 রিহিতববিহিতখা সর্কেষেতৎ কবচ,  
 জয় জয় করুণাক্রে শ্রীমহাদেব ! শস্তো ॥ ৬ ॥

ইতি শিবদানস-পূজন-স্তোত্রম্, সমাপ্তম্ ।

বটুকভৈরব-স্তোত্রম্ ।

ও নমো বটুকভৈরবায় ।

কৈলাসশিখরাসীনঃ দেবদেবঃ জগদ্গুরুঃ ।

শক্তয়ঃ পৰিপশ্ৰু পাকৰ্ত্তী পরমেশ্বরম্ ॥

শ্রীপার্বত্যাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রাগমাদিযু ।

আপত্ত্ৱাক্ষারণঃ সত্ত্বং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥

সৰ্বৈষাঐক্যেব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া ।

বিশেষতস্ত্ব রাক্ষাঃ বৈ শাস্তিপুষ্টিপ্রসাদনম্ ॥

অজন্তাসকলজ্ঞাস-বীজজ্ঞাসসম্বিতম্ ।

বক্তুং হৃদিসি দেবেশ মম হৰ্ষবিবৰ্দ্ধনম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দেবি মহামত্ত্ৱাপত্ত্ৱাক্ষারহেতুকম্ ।

সৰ্বদ্বৈতপ্রশমনং সৰ্বশত্রুনিবৰ্হণম্ ॥

অপস্মাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ ।

নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ সত্ত্বরাজমিষং শ্রিয়ে ॥

গ্ৰহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবৰ্দ্ধনম্ ।

মেহাদক্ষ্যামি তে সত্ত্বং সৰ্বসারমিষং শ্রিয়ে ॥

সৰ্বকামার্থকঃ সত্ত্বং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্ ।

আপত্ত্ৱাক্ষারণঃ সত্ত্বং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥

শ্রণবং পূৰ্বমুচ্চাৰ্য্য দেবীশ্রণবমুক্ৰমেণ ।

বটুকায়ৈতি বৈ পৰ্শ্চাদপত্ত্ৱাক্ষারণায় চ ॥

কুরুধ্বং ততঃ পশ্চাৎকৌরু পুনঃ ক্রিপেৎ ।  
 • দেবীপ্রণবমুক্ত্য মন্ত্রোক্ত্যনিমং প্রিয়ে ॥  
 মন্ত্রোক্ত্যনিমং দেবি ত্রৈলোক্যতাপি হ্রলভম্ ।  
 অপ্রকান্তনিমং মন্ত্রং সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥  
 স্মরণাদেব মন্ত্রস্তত্ত্বপ্রতিশিষ্টাচকাঃ ।  
 বিদ্রবন্তি ভরার্জা বৈ কালকৃত্তাদিব প্রজাঃ ॥  
 পঠেৎ পাঠয়েৎবাণি পূজয়েৎবাণি পুস্তকম্ ।  
 নাগ্নিচৌরভয়ং তস্ত গ্রহরাজভয়স্তথা ॥  
 ন চ মারীভয়ং তস্য সর্বত্র স্তম্ববান্ ভবেৎ ।  
 আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ॥  
 ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাং ॥

।বাচ ।—

হ এষ তৈরবো নাম আপহ্নকারকো মতঃ ।  
 হরা চ কথিতো দেবঃ তৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥  
 তস্য নামসহজাণি অমৃতান্তর্কুদামি চ  
 সার্মমুক্ত্য তেবাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥

ত্রিভগবানুবাচ ।—

মন্ত্রং সংকীৰ্ত্তয়েদেতৎ সর্বদৃষ্টনিবহঁগম্ ।  
 সর্বান্ কামানবাগ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥  
 শৃণু দেবি এবম্ভাষি তৈরবস্য মহাম্বনঃ ।  
 আপহ্নকারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥  
 সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বপাষিঁনিবারকম্ ।  
 সর্বকামার্থনং দেবি সাধকানাং স্তম্ববহঁম্ ॥



দেহাদিভাষ্যকটকৈব শূৰ্য্যং কুৰ্জাং সমাহিতঃ ।  
 ভৈরবঃ সূৰ্জি বিজ্ঞাতৃ গলাটে তীক্ষ্ণদৰ্শনম্ ॥  
 অক্কাৰ্ভ তাত্ৰায়ং ভক্ত বদনে তীক্ষ্ণদৰ্শনম্ ।  
 ক্ষেত্রপং কৰ্ণরোম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ভূমেৎ ॥  
 ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেখে তু কট্যাং সৰ্ব্বাধিনাশনম্ ।  
 ত্রিনেত্রমূৰ্খো বিজ্ঞাতৃ অক্ষয়ো রক্তপাণিকম্ ॥  
 পাদরোদে বদেবদেবেশং সৰ্ব্বাক্ষে বটকং ভূমেৎ ।  
 এবং জ্ঞাসবিধিং কৃষ্ণা তদনন্তরমুত্তরম্ ॥  
 নারায়ণতকস্যাপি ছন্দোহমুদু বৃন্দাতম্ ।  
 বৃহদায়ণ্যকো নাথ ঋষিচ্চ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥  
 দেবতা কথিতা চেহ সঙ্কীৰ্ত্তকটৈরবঃ ।  
 ভৈববো ভূতনাথচ্চ ভূতাত্মা ভূতজীবনঃ ॥  
 ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালচ্চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ।  
 জ্ঞানবানী মাংসানী বর্ষরানী বধাস্তকৃৎ ॥  
 রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ।  
 করালঃ কালগমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ ॥  
 ত্রিনেত্রো বহুনেত্রচ্চ তথা পিজ্জললোচনঃ ।  
 মূলপাণিঃ ধূলাপাণিঃ কঙ্কালী ধূজলোচনঃ ॥  
 অতীক্ষ্ণৈর্ভয়বো তীক্ষ্ণতূতপো যোগিনীপতিঃ ।  
 ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্ ॥  
 নাগহারো নাগকেষো ব্যোমকেশঃ কপালভূৎ ।  
 কালঃ কপালবানী চ কবীরঃ কলানিধিঃ ॥  
 ত্রিলোচনোজ্জলনেত্রদ্বিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ।  
 ত্রিব্রহ্মনরনো ত্রিভুঃ শাস্ত্রঃ শাস্ত্রজনপ্রিয়ঃ ॥

ঘট্টকো বটুকেশচ খট্টাকবদ্বন্দ্বকঃ ।  
 ভূতাদ্যক্ষঃ পণ্ডপতিভিক্ষুকঃ পরিচায়কঃ ।  
 যুক্তো দিগবরঃ শৌরিহরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥  
 প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শতরত্নবাহবঃ ।  
 অষ্টমূর্তিনিধীশচ জ্ঞানচক্ৰসমোদয়ঃ ॥  
 অষ্টধারঃ কলাধারঃ সৰ্পযুক্তঃ শশিশিখঃ ।  
 ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাশ্রয়কঃ ॥  
 ককালধারী মূর্তী চ নাগবজ্রোপবীতবান্ ।  
 জ্ঞানো যোহরঃ স্তম্ভী মারণঃ কোভণস্তথা ॥  
 শুদ্ধনীলাঙ্গনপ্রাচ্য-দেহো যুক্তবিভূষিতঃ ।  
 বলিভূষলিভূতান্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥  
 সৰ্বাপত্তারকো দুর্গো দৃষ্টভূতনিষেবিতঃ ।  
 কালঃ কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকরশী ॥  
 সৰ্বসিদ্ধিপ্রদো বৈশ্বঃ প্রভবিক্তুঃ প্রভাববান্ ।  
 অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাশ্বনঃ ।  
 স্মরা তে কথিতং দেবি বহুতং সৰ্বকামদম্ ॥  
 স ইদং পঠতি স্তোত্রং নান্যাস্তমুত্তমম্ ।  
 স তস্ত হরিতং কিঙ্করং যোগেন্ত্যো ভয়ং তথা ॥  
 স শত্রুভ্যো ভয়ং কিঙ্কিং প্রাপ্নোতি মানবঃ কঠিন্ ।  
 পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্তরীঃ ॥  
 সারীভরে রাজভরে তথা চৌরান্নিকৈ ভয়ে ।  
 শুংপাতিকে মহাবোরে তথা দ্বন্দ্বপ্রদর্শনে ॥  
 যুদ্ধেন চ মহাবোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ।  
 সৰ্ব্বং প্রশমনং বাস্তি তদ্রাতৈরব্যকীৰ্ত্তন্যং ॥

একাদশসহস্ৰং পুৰুষচৰণস্তুচ্যুতে ।  
 ত্ৰিসংখ্যং যঃ পঠেদেবি সৰ্বসংস্কৃতস্ত্রিতঃ ॥  
 স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াচ্চিহ্নং চক্ৰভাষপি বাহুবধঃ ।  
 যশ্চাসান্ ত্ৰিকাবলং স অশ্ৰী লভতে মহীম্ ॥  
 রাজা শত্রুবিনাশায় অপেন্মাসাষ্টকং পুণ্যং ।  
 রাজৌ বারজয়কৈব নাশয়তোয শত্ৰুবান্ ॥  
 অপেন্মাসজয়ং রাজৌ রাজানং বশমানয়েৎ ।  
 ধনার্থী চ সূতার্থী চ দারার্থী বস্ত্ৰ মানবঃ ॥  
 পঠেদ্বারজয়ং যদ্বা বারয়েকং তথা নিশি ।  
 ধনং পুত্ৰাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥  
 রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যোত বদ্ধো মুচ্যোত বন্ধনাৎ ।  
 ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যোত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥  
 যান্ধান্ সৰীহতে কামান্ তাম্ভানাপ্রোতি নিশ্চিতম্  
 অপ্রকাশমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥  
 স্কুলীনায় শাস্ত্রায় ঋজবে দত্তবৰ্জিতে ।  
 দত্তাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সৰ্বকামফল প্রদম্ ॥  
 ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধাত্তা পঠেদগ্নয়ঃ ।  
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্য বর্জসম্ ॥  
 অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্সাহুং দ্বিবাহুকম্ ।  
 ভূজসংখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোব্রহ্ম ॥  
 দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ।  
 ষষ্ঠীজরসিপাশক শূলকৈব তথা পুনঃ ॥  
 ভবরক্ষ কপালক বরদঃ ভূজগন্তথা ।  
 নীলজীমুতসঙ্কাশং নীলাকনচয়প্রভম্ ॥

দংষ্ট্রাকরালবদনং নৃপূরাদনসংকুলম্

আত্মবর্ণদমোপেত-সারথেরসর বিঠম্ ॥ •

যাক্ষা অপেৎ স্তম্ভকষ্টঃ সর্বান্ কামানবাগু ৷ ৫ ॥

এতৎ শ্রদ্ধা ততো দেবী নাশাষ্টশতমুত্তমম্ ॥

ভৈরবায় প্রহৃষ্টাতুং স্বয়ংধৈব মহেশ্বরী ।

ও করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিতরুণতিমিরনীরব্যাংলযজ্ঞোপবীতী ॥

ক্রমসমরপৰ্য্যাবিস্রবিচ্ছেদহেতুর্জুগতি বটুকনাথঃ সিজিদং সাধকানাম্ ।

ইতি বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে আপহৃদ্ধারকল্পে বটুকঠৈরব-

স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

### শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্ ।

গর্গ উবাচ ।—হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ তত্ত্বানাং ভয়ভঞ্জন ।

প্রসন্নো ভব রাবীশ দেহি দাত্তং-পদাশুভে ॥

ত্বংপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্

• দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং তত্ত্বানামভয়প্রদাম্ ॥

অগ্নিমানিবু সিক্তেযু যোগেষু মুক্তিমু প্রভো ।

জ্ঞানভক্তেহং ত্বং বা কিঙ্কিরাস্তি স্পৃহা মম ॥

ইত্থং বা মনুয্যে স্বর্গভোগং ফলং চিরং ।

মাস্তি মে মনসো বাজা ত্বংপাদসেবনং বিনা ॥

সালোক্য-সাষ্টি-সারীপ্য-সাক্ষৈপ্যকল্পমীপিতং ।

মাহং গৃহ্মি তে ব্রহ্মত্বংপাদসেবনং বিনা ॥

গোলোকে বাপি পাতালে বাসে ত্বচ্ছ্যং মনোরথং ।

কিঁ তে চরণান্তোভে সন্ততং স্তুতিরন্তরে ॥

বেদাঙ্গং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতিজন্মকলৌদমার্ব ।

সর্বজ্ঞোহহং সর্বদর্শী সর্বত্র গতিরস্তি মে ॥

কৃপাং কুৰু কৃপাসিকো দীনবন্ধো পদাম্বজে ।  
 রক্ষ মাযতয়ং দত্তা যুত্মশ্চে কিং করিষ্যতি ॥  
 সৰ্বেষাবীশ্বরঃ সৰ্ব্বত্বংপাদান্তোজসেবয়া ।  
 মৃত্যুঞ্জয়োহন্তকারন্ত বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥  
 ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বংপাদান্তোজসেবয়া ।  
 যন্তৈকদিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীত্ৰাশচতুর্দশঃ ॥  
 ত্বংপাদসেবয়া ধর্মঃ সাক্ষী চ সৰ্বকর্মণাম্ ।  
 পাতা চ ফলদাত্ত্ব চ জিহ্বা কালঃ স্তুত্বজয়ম্ ॥  
 সহস্রবদনঃ শেষো যংপাদপদ্মসেবয়া ।  
 ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিধং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥  
 সৰ্বসম্পদ্বিধাত্ৰী চ যা দেবী ত্বং-পরায়ণরা ।  
 করোতি সততং লক্ষ্মীঃ কেশৈস্ত্বংপাদমার্জ্জনম্ ॥  
 প্রকৃতিবীজরূপা সা সৰ্বেষাং শক্তিরূপিণী ।  
 স্মারং স্মারং ত্বংপদাঙ্কং বভূব ত্বংপরায়ণরা ॥  
 পার্শ্বতী সৰ্বদেবী সা সৰ্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী ।  
 ত্বংপাদসেবয়া কাস্ত্বং সলাভ শিবমীশ্বরম্ ॥  
 বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী ।  
 পূজ্য্য বভূব সৰ্বেষাং ত্বংপাদান্তোজ সেবয়া ॥  
 সাবিত্ৰী বেদমাতা চ পুনাহি ভুবনত্রয়ং ।  
 ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতিস্ত্বংপাদসেবয়া ॥  
 কৰ্ম্মা গজদ্বিধৰ্ত্তৃক রত্নগৰ্ভা বস্তুকরা ।  
 ব্রাহ্মতা সৰ্বকস্যানাং ত্বংপাদপদ্মসেবয়া ॥  
 রাধা বামাংশসম্বৃতা তব ভূজ্যা চ ভেজসা ।  
 হিতা বক্ষসি তে পাদং সেবতেহনন্তঃ কা কথ্য ॥

যথা শূর্যাদয়ো দেবা দেবাঃ পদ্মাদয়ো যথা ।  
 তৎসবং নাথ কুরু মামীরস্য সবা কৃপা ॥  
 ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহানি ধনং তব ।  
 কৃতা মাং রক্ষ পাদ্যজ্ঞে সেবাসু সেবকং রতম্ ॥  
 ইতু্যক্ত্যা চ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ ।  
 রুরোদ চ ভূলাং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥  
 গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস তক্তবৎসলঃ ।  
 উবাচ তং স্বরং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তিরসিতি ॥  
 ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।  
 দূতাং ভক্তিং হরের্দাম্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ঐশ্বম্ ॥  
 জন্মমৃত্যুজরা-রোগ-শোকমোহাতিসঙ্কটাৎ ।  
 তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥  
 কৃষ্ণস্য ভবনং কালৈ কৃষ্ণসার্কং প্রমোদতে ।  
 কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥  
 ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে গর্গকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### ভবান্বেষ্টকম্ ।

ন ভাস্তো ন মাতা ন বহুন দাতা,  
 ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ।  
 ন জায়া ন বিজ্ঞা ন বৃত্তিমমৈব,  
 গতিঞ্চ গতিঞ্চ কসেবা ভবানি ॥ ১ ॥  
 ভবাক্রিপারে মহাত্তঃখভীরো,  
 পপাত প্রকারী প্রমোদী প্রবতঃ ।  
 সঙ্গারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং,  
 গতিঞ্চ গতিঞ্চ কসেবা ভবানি ॥ ২ ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং,

ন জানামি ভক্তং ন চ ত্যোজস্বত্বং ।

ন জানামি পুণ্যং ন চ জ্ঞানযোগং,

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,

ন জানামি মুক্তিং লগ্নং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি ভক্তিং ত্রিতং বাপি মাত-

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৪ ॥

কুসঙ্গী কুসঙ্গী কুবুজিঃ কুদাসঃ,

কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবক্তাঃ সদাহং,

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,

দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি চান্দ্রং সদাহং শরণ্যো,

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিবাদে প্রমাদে প্রবাসে,

জলে চানলে পর্কতে শত্রুসংঘে ।

অরণ্যে শরণ্যে সদা বাঃ প্রণাহি,

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো অরোরোগবৃক্কো,

মহাক্ষীপদীনঃ সদা স্ফাড্যবক্তুঃ ।

বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রগল্ভঃ সদাহং,

গতিত্বং গতিত্বং ভবেকা ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য-বিরচিতং ভবান্তর্ভবং সমাপ্তম্ ॥

## চুর্গাষ্টকম্ ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সাধুকল্পে, নমস্তে অগদ্যাপদারবিন্দে ।  
 নমস্তে অগদ্যাপিতক বিবরণে নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ ॥  
 নমস্তে অগচ্ছিত্যবানবরণে, নমস্তে বহাযোগিনি জ্ঞানরণে,  
 নমস্তে সদানন্দানন্দবরণে, নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২ ॥  
 অনাথস্ত নীনস্ত তৃষ্ণাভূরস্ত, ভরাস্তস্য ভীতস্য বক্ষ্য অস্তোঃ ।  
 ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ ॥  
 অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুযোধনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।  
 ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪ ॥  
 অপারে মহাহস্তরেহত্যস্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাষ্মি ॥  
 ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫ ॥  
 নমস্চতিকে চণ্ডদোদধি-লীলা-লসৎখণ্ডিতাখণ্ডনাশেষভীতে ।  
 ত্বমেকা গতির্বিষ্মসন্দোহহস্ত্রী নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ ॥  
 নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যাকৃত্যমোদবরণে ।  
 বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী হং, নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭ ॥  
 ত্বমেকা জিতা রাধিকা সত্যবাদিত্বমেকা জিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠ ।  
 ইড়া পিঙ্গলা হং সূর্যা চ নাড়ী, নমস্তে অগস্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮ ॥  
 শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিভ্রাধরাণাং,  
 মুনিদমুজ্ঞনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং ।  
 নৃপতি গৃহগতানাং দম্ভাভিহ্বাসিতানাং,  
 ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥  
 ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তবানুকারহেতুকং ।  
 ত্রিসহস্রমেকসহস্রং বা শঠনাদেব সঙ্কটাতং ।  
 মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি ত্রৈলোক্যে সত্যতলে ॥



সমস্তলোকমেক্ষ্য বঃপঠেৎ ভক্তিতং সদা ।

স সর্বজ্ঞতং তীৰ্থা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং

পঠনাদস্ত দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।

ঋত্বরাজবিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং হরি ॥

ইতি বিশ্বসারে আপভুত্বাকরো

দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

### কপূরস্তোত্রম্ ।

কপূরং নথ্যাস্ত্যস্বপরিবহিতং সেন্দুবানাক্ষিভূক্তং,

বীজস্তে নাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি ।

ভেবাং গন্তানি পন্তানি চ মুখকুহরাজসন্তোষ বাচঃ,

স্বচ্ছন্দঃ খ্যাস্ত্যধারধরকুচি-কুচিরে সর্কসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১ ॥

ঈশানঃ সেন্দুবান শ্রবণপরিগতো বীজমন্ত্রায়হেপি,

দ্বন্দ্বস্তে বন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিত্ ।

জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহমগ্নজাকী-

বন্দং চক্রাৰ্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাবোরবাণাবজংসে ॥ ২ ॥

ঈশো বৈদ্যানরহঃ শশধরবিগ্নস্বাননেত্রৈঃ যুক্তো,

বীজস্তে দ্বন্দ্ববস্ত্রবিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি ।

যেষ্টারং যন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্তাবং নরন্তি,

স্বকবর্ষাশ্রয়ারাধরধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩ ॥

উর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে হিরন্মুগং তথাহং,

সব্যে চাতীর্ষ্যক ত্রিজগদবহরে দক্ষিণে কালিকেতি ।

জপৈতন্নান যে বা ভব নহুবিভবং তবরস্তোতদম,

ভেবাবষ্ঠৌ করহাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধমন্ত্রায়কত ॥ ৪ ॥

বর্গাভ্যং বর্হিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তজ্জয়ং কুর্চ্চমুগ্ধং,  
 লজ্জাভবৎ পশ্চাৎ স্নিতমুখি তদধর্ম-বরং যোজয়িত্বা ।  
 মাতর্ষে যে অপত্তি স্বয়ংহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বয়ংপং,  
 তে লক্ষ্মীলাস্তনীলাকমলদলদৃশঃ কারুণ্যে ভবন্তি ॥ ৫ ॥  
 প্রত্যেকং বা স্বয়ং বা ত্রয়বপি চ পরং বীজমত্যন্ত গুহ্যং,  
 ব্রহ্মা যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো অপত্তি ।  
 তেবাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা ব্রহ্ম গুহ্যং ত্রিবিধে,  
 বাগ্ দেবী দেবি মুগ্ধপ্রগতিশয়লমৎকল্লীপীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬ ॥  
 গতাস্থনাং বাহুপ্রকরকৃতকাকীপরিমলস্নিতম্বাং  
 দিশস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্ ।  
 স্পর্শানন্তে তন্মৈ শবছদি মহাকালসুপ্রভ  
 প্রসক্তাং ত্রাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭ ॥  
 শিবাভির্ঘোরাতিঃ শবনিবহমুণ্ডাহিনিকটৈঃ,  
 পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিত্তায়াং হরবধুন্ ।  
 প্রবিষ্টাং সমুদ্রামুপরিপ্লবতেমাতিব্রুবতীং,  
 সন্দা ত্রাং ধ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেবাং পরিতবঃ ॥ ৮ ॥  
 বদামন্তে কিংবা জননি বরমুচৈর্জড়যিরো,  
 ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমন্ ।  
 তথাপি কৃত্তজিমুখরয়তি চান্মাকরসিঙে,  
 তদেতৎ ক্ষুদ্রব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতং ॥ ৯ ॥  
 সমস্তাদাপীনস্তন-স্বয়ংমুগ্ধং বৌদ্ধবতী-  
 রতাসক্তো নকরং যদি অপত্তি তত্ক্ষণেব মনুন্ ।  
 বিবাসাত্রাং ধ্যায়ন্ গলিতচিত্তকুরুত্ব বশগাং,  
 সমস্তাঃ সিদ্ধোবা ভূবি ত্রিভুবনং স্রীরতি কবিঃ ॥ ১০ ॥

সৰাঃ সূহীতৃতো অপতি বিপন্নীভো যদি সদা,  
 বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্তি শ্রমহাকাল শ্রুতাম্ ।  
 তদা তন্ত ক্ষৌণীতলবিহরমাগন্ত বিহবঃ,  
 ক্রান্তোজো বস্ত্রা হরবধূরহাসিদ্ধিনিবাহাঃ ॥ ১১ ॥  
 প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ,  
 পরন্তুং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ ।  
 অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,  
 মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং শ্তোমি ভবতীম্ ॥ ১২ ॥  
 অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ষণ-নিবহান্,  
 বিমূঢ়ান্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্ ।  
 সমারথ্যামাস্তং হরি-হরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,  
 প্রপন্নোহস্তি শৈবঃ রতিরসমহানন্দনিরতাম্ ॥ ১৩ ॥  
 ধ্বজী কীলালং শুচিরপি সমীরোহপি গগনং,  
 স্নমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্ ।  
 জ্ঞতিঃ কা তে মাতর্নিজকরণয়া মামগতিকম্,  
 প্রসন্নো হুং তুরা ভবনমু ন তুরান্মন জহুঃ ॥ ১৪ ॥  
 শ্রশানন্তঃ সূহো গলিতচিকুরো দিকৃপটধরঃ,  
 সহস্রবকাগাং নিজগলিতবীৰ্য্যেণ কুশুমম্ ।  
 জপংস্বং প্রত্যেকং বহুমপি তব ধ্যাননিরতো,  
 মহাকালি শৈবঃ ন ভবতি ধ্বজীশ্মনিবৃৎ ॥ ১৫ ॥  
 গৃহে সম্যজ্ঞান্য পরিগলিতবীৰ্য্যং হি চিকুরং,  
 সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিত্রায়ঃ কুশুদিনে ।  
 সমুচ্চার্য প্রোম্বা বহুমপি সক্রুৎ কালি সন্ততং,  
 গজানন্দো বাতি ক্ষিতিপরিবৃৎ সংকবিরমঃ ॥

নপুল্পৈরাবীর্ণকি কুসুমপদকোঃ কুলিঙ্গবদো,  
 পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জগতি ততস্তব বহুন্ ।  
 স গন্ধর্ব্রশ্রেণীপতিরপি কবিত্বায়ুতননী,  
 নবীনঃ পৰ্য্যন্তে পরমপদবীণঃ প্রভবতি ॥ ১৭ ॥  
 ত্রিংশকায়ে পীঠে শবণিবহনি শ্বেতবদনাং,  
 বহাকালেনোচ্চৈশ্বর্যনরসঙ্গাক্ষানিরতাং ।  
 সনাসক্তো নক্তং বরবশি স্বতানকনিরজো,  
 জনো যো ধ্যায়েরহামপি জমদগ্নিতাং শরহরঃ ॥ ১৮ ॥  
 সলোমাহি শৈবং পললমপি সার্কায়বসিত্তে,  
 পরকোট্রং সৈবং নরমহিমরোহাগমপি সা ।  
 বলিত্তে পুজ্যামপি বিতরতাঃ স্ত্যাকসতাং,  
 সতাং সিদ্ধিঃ সৰ্ব্বাঃ প্রক্তিগম্যবপুর্নাঃ প্রভবতি ॥ ১৯ ॥  
 বনী নক্তং বহুং প্রজগতি হিম্বায়নরজো,  
 নিবা মাতবু শ্রুতবগবুগলধ্যাননিপুণঃ ।  
 পরং নক্তং নগ্রে নিধুবনবিনোদেন চ বহুং,  
 জপেন্নকং স ত্রাং শরহরসমানঃ কিত্তিতলে ॥ ২০ ॥  
 ইদং স্তোত্রং মাতস্তব বহুসমুচ্চারণমহুং,  
 স্বরূপাধ্যং পদাশুজগল-পূজাবিধিবৃত্তন্ ।  
 নিশার্জং বা পূজাসমরমধি বা যত পঠতি,  
 প্রলাপন্ত্যপি প্রসরতি কবিত্বায়ুতরসঃ ॥ ২১ ॥  
 কুসুমাকীবলং তবহুসরতি শ্বেতবদনাং,  
 বনস্তত্ কৌলীপতিরপি কুবেল প্রতিনিধিঃ ।  
 ত্রিপুঃ কারাগারঃ কলয়তি চ তং কেলিকলরা,  
 চিরং জীবন্তুঃ স ভবতি চ ততঃ প্রতিলহুঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাহকাল বিরচিতং শ্রীমদমিল-কালিকারাঃ স্বরূপাধ্যং স্তোত্রম্ ।

আত্মা-শোভা

ওঁ নমঃ আত্মায় ।

শৃণু রংস প্রবক্ষ্যামি আত্মা-শোভাং মহামলং ।  
 যঃ পঠেৎ সততং তত্কা স এব বিহুঃস্বভঃ ।  
 যত্নাব্যাহিত্যং তত্ত্ব নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে ।  
 অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিগুণ-প্রবণং যদি ।  
 যৌ বাসৌ বরুণাশুভিকিঞ্চিৎপ্রবক্তাং ত্রুতং যদি ।  
 যতবৎসা জীববৎসা যশাসং প্রবণং যদি ।  
 নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠিনাঙ্করমাশু যৌৎ ।  
 লিখিত্ব স্থাপনাং গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং কচিৎ ।  
 রাজস্থানে করী নিত্যং প্রসঙ্গাঃ সর্বদেবতাঃ ।  
 ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা  
 ইন্দ্রাণী অমরাবত্যাশ্বিকা বরুণালয়ে ।  
 বহাগয়ে কালরূপা কুরেরভবনে শুভা ।  
 মহানন্দাশ্বিকোণে চ বায়ব্যাং যুগবাহিনী ।  
 নৈঋত্যাং বজ্রদন্তা চ ঐশাভ্যাং শূলধারিণী ।  
 পাতালে বৈষ্ণবীকৃপা সিংহলে দেবমোহিনী ।  
 জ্বরসা চ শনিবীপে লঙ্কারাং ভদ্রকালিকা ।  
 রায়েশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তম ।  
 কিড়কা ঔড়মেশে চ কামাখ্যা নীলগর্ভতে ।  
 কালিকা বজ্রদেয়ে চ অদোখ্যায়াম্ মহেশ্বরী ।  
 সারাগন্ধারপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে পরীশ্বরী ।  
 কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যাবনী পরা ।

ଦୀନକାରୀ ସହାୟା ସୁଧୀନୀ ସହେଦୀ ।  
 କୁଧା ସଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବେଳା ସଂ ଶାଗରତ ଚ ।  
 ଯବନୀ କୁଞ୍ଜପଞ୍ଜର ଗୁରୁତ୍ବେକାଦିନୀ ପରା ।  
 ନକ୍ଷତ୍ର ହାସିତା ଦେବୀ ଗନ୍ଧସଜ୍ଜବିନାଶିନୀ ।  
 ରାବତ ଜାନକୀ ସଂହି ରାବଣଧ୍ବଂସକାରିଣୀ ।  
 ଚଣ୍ଡବୃଦ୍ଧେ ଦେବୀ ଗନ୍ଧସଜ୍ଜବିନାଶିନୀ ।  
 ମିତ୍ରଶତ୍ରୁଭୟିନୀ ସୁଧୂକୈଟଭାତ୍ରିନୀ ।  
 ବିଷୁଭକ୍ତିପ୍ରଦା ଉର୍ଗା ସୁଧନା ଗୋକ୍ତା ସଦା ।  
 ଶିବଂ ଆତ୍ମାନ୍ତରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଯଃ ପଠେଽ ସତତଂ ନରଃ  
 ସର୍ବଭୟଭୟଂ ନ ଶ୍ଚାଂ ସର୍ବବ୍ୟାଧିବିନାଶନଂ ।  
 କୋଟିତୀର୍ଥକଳ୍ୟାଣୋ ଗନ୍ତତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।  
 ଜୟା ଯେ ଚାଗ୍ରତଃ ପାତୁ ବିଜୟା ପାତୁ ପୃଥକଃ  
 ନାରାୟଣୀ ଶିର୍ଷଦେଶେ ସର୍ବାଂଶେ ସିଂହବାହିନୀ ।  
 ନିବନ୍ଧୁତି ଉଗ୍ରଚଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।  
 ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ସହାୟା କୋମାରୀ ଧାନ୍ବିନୀ ଶିବା ।  
 ଚକ୍ରିଣୀ ଜୟନ୍ତୀ ଚ ଗଣସତା ଗଣପ୍ତିରା ।  
 ଉର୍ଗା ଜୟନ୍ତୀ କାଳୀ ଚ ଉଦ୍ଧବକାଳୀ ସହୋଦରୀ ।  
 ନାରସିଂହୀ ଚ ବାରାହୀ ଶିବିନୀ ସୁଧପ୍ରଦା ।  
 ଉଦ୍ଧବରୀ ସହାରୋଦ୍ରୀ ସହାୟବିନାଶିନୀ ।

ବ୍ରହ୍ମସମ୍ପଦେ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣସଂବାଦେ ଆତ୍ମାତ୍ମୋଦ୍ଧଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

ମହତା-ବୈଶାକ ।

ନାରାଜ ଉବାଚ ।

ଜୈମିନ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚେଷ୍ଠ ମର୍ଦ୍ଦକ ଶୁକ୍ଳାୟକ ।  
 ଆଧ୍ୟାନାମି ଅପୁନ୍ୟାନି ଅଜ୍ଞାନି ଶ୍ଵଂସ୍ୟାମତଃ ॥ ୧  
 ନ ହସ୍ତିବଧିଗଢାମି ତବ ବାଗହୃଦେନ ଚ ।  
 ବଦତ୍ୟେକଂ ବହା ଶ୍ରାବ୍ୟ ମହତାଧ୍ୟାନବୃତ୍ତବନ୍ ॥ ୨  
 ଇତି ଉକ୍ତ ବଚଃ ଶ୍ରୀମା ଜୈମିନ୍ୟୋଽବ୍ରବୀଚତଃ ।  
 ମହତନାମନଃ କୌଞ୍ଜିଃ ଶୁଣୁ ନେବର୍ଦ୍ଧିମହତ ॥ ୩  
 ସାମରେ ତୁ ପୁରା ବୃତ୍ତେ ଶ୍ରୀରାଜ୍ୟୋ ବୁଧିଞ୍ଜିତଃ ।  
 ଭ୍ରାତୃଭିଃ ମହିତେହିରଣ୍ୟୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଂ ପରମଃ ସର୍ବୋ ॥ ୪  
 ଉମାନୀତ ଉତଃ କାଶୀଃ ପୁରୀଃ କାତୋ ବହାବୁନିଃ ।  
 ମାର୍କଢେଽସ୍ୟ ଇତି ଧ୍ୟାତଃ ମହିମିତ୍ୟେ ମହାବଳାଃ ॥ ୫  
 ତଂ ନୃପା ମ ମମୁଖ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀମିତ୍ୟା ଅପୁଞ୍ଜିତଃ ।  
 କିମର୍ଥଃ ଜ୍ଞାନବଦନବେତ୍ତବ୍ୟଂ ସାଂ ନିବେଦୟ ॥ ୬

ବୁଧିଞ୍ଜିତ ଉବାଚ ।

ମହତଃ ସେ ବହଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେତ୍ୟୁଗ୍ମ ବଦନଂ ଉତତଃ ।  
 ଏତଦିବାରମୋମୟଂ କିମିଦଂ ବ୍ରାହ୍ମି ବ୍ରାହ୍ମିତେ ॥ ୭

ମାର୍କଢେଽସ୍ୟ ଉବାଚ ।

ଆନନ୍ଦକାନନେ ଦେବୀ ମହତା ନାମ ବିଶ୍ରାନ୍ତା ।  
 ବୀରେନ୍ଦ୍ରହୋତରେ ତାମେ ଚକ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଚ ପୂର୍ବତଃ ॥ ୮  
 ଶୁଣୁ ନାମାଟକଂ ଉକ୍ତାଃ ମର୍ଦ୍ଦକାଦିଶ୍ରୀମଂ ନୃପାୟ ।  
 ମହତା ଶ୍ରୀମତଃ ନାମ ଦିତୀରଂ କିମ୍ବଦା ତଥା ॥ ୯  
 ହୃଦୀରଂ ହାମଦା ଶ୍ରୋତୁଂ ଚତୁର୍ଥଂ ହୁଏହାମିନି ।  
 ମର୍ଦ୍ଦକାଦିଶ୍ରୀମଂ ନାମ ବର୍ତ୍ତଂ କାତ୍ୟାୟନୀ ତଥା ॥ ୧୦

সপ্তমঃ তীৰবদনা সৰ্ববোগহৰাষ্টকম্ ।  
 মারাতক্ৰমিনঃ পুৰাণঃ ত্ৰিসংখ্যঃ শ্ৰুত্যাধিত্য ।  
 যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্‌বাপি নরো মুচ্যেত্ত সঙ্কটাত্ ॥ ১১।  
 ইত্যুক্তা তু বিষ্ণুশ্ৰেষ্ঠঃ স তু বারানসীং যযৌ ॥ ১২  
 ততঃ সংপূজ্য তাং দেবীং বিধেৰ্ব্বরসমৰিতাম্ ।  
 তুজৈশ্চ দশভিৰ্বৃক্কাং লোচনত্ৰয়ভূষিতাম্ ॥ ১৬  
 মালাকমণ্ডলুপেতাং পদ্মশৰঙ্গদায়ুতাম্ ।  
 ত্ৰিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চন্দ্রবিভূষিতাম্ ॥ ১৪  
 বরদাত্তয়হস্তং তাং শ্ৰেণ্য বিধিনন্দনঃ ।  
 বরত্ৰয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুৰং যযৌ ॥ ১৫  
 এতৎ স্তোত্ৰস্ত পঠনং পূজ্যপোজাদিবৰ্দ্ধনম্ ।  
 সঙ্কটনাশনকৈব ত্ৰিষু লোকেষু বিস্তৃতম্ ।  
 গোপনীয়ং শ্ৰবণেন মহাবক্ষ্যাপ্ৰসূতিকৃতং ॥ ১৬  
 ইতি পদ্মপুরাণে ত্ৰীমুকটো-স্তোত্ৰং সমাপ্তম্ ।

### অপরাজিতাস্তোত্ৰম্ ।

ও অপরাজিতায়ৈ নমঃ । ও অপরাজিতায়ব্রতং কেবচ্যাসক্ৰিয়ঃ  
 বৃষ্টপূচ্ছনাঃ অপরাজিতা দেবতা ঐঃ বীজং হ্রীং শক্তিঃ সৰ্বকামার্থ-  
 সিদ্ধার্থঃ জপে বিনিবোগঃ ।

ও নীলোৎপলদলস্তায়াং ভূভগাত্মরপোজ্যতাম্ ।  
 বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নরনজিতরাষিতাম্ ।  
 শম্ভুচক্ৰধরাং দেবীং বরদাং ভরুণালিনীম্ ।  
 শ্রীনোভু সন্তনাং স্তায়াং বরপদ্মহৃদালিনীম্ ॥

ইতি দ্বাদশ পঠেৎ ।



মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃংখলঃ সুনয়ঃ সৰ্বে সৰ্বকৃত্যুমাৰ্গসিদ্ধিদাম্ ।

অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ।

ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোহনন্তায় সহস্রশীৰ্ষায় কীরোরাক-  
র্ঘবশায়িনে শেষভোগপর্যাক্তায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায়  
অপরাজিতায় পীতবাসসে বাসুদেবসংস্পর্শে প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধহয়শিরোমহা-  
বরাহাচ্যুতনৃসিংহবানত্রিবিক্রম রামরামমংস্তকূৰ্মবরপ্রদ নমোহস্ত তে  
স্বাহা ।

ও অমর দৈতাদানব-গন্ধৰ্বকরাক্ষস-ভূতপ্রতাপিশাচকুম্ভাণ্ডসিদ্ধ-  
যোগিনীভ্রাকিনীকম্পপুরোগান্ গ্রহনক্ষত্রদোষাং স্তানন্ত্যাশ্চ হন হন  
দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধবংসয় বিধবংসয় বিজ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শয্মেন  
চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেণ গদয়া মুঘলেন হলেন দাবোদয় ভাস্করীকু-  
কুম্ স্বাহা ।

ও সহস্রবাহো সহস্র প্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত  
অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বল জ্বল  
প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুহৃদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ  
মহাপুরুষ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ নারায়ণ বৈকুণ্ঠ বামনগোবিন্দদামোদর-  
কুবীকেশ কেশব বামন সৰ্বাত্মনোচ্ছেদন সৰ্বনাশ-প্রমর্দিন সৰ্বাযুধবি-  
মোক্ষণ মহেশ্বর সৰ্বভূতবশঙ্কর সৰ্বলক্ষ্যপ্রমর্দিন সৰ্বমন্ত্রপ্রভঞ্জন সৰ্ব-  
দ্রিষ্টপ্রমর্দিন সৰ্বজ্ঞরবিনাশন সৰ্ববদ্ধবিরোক্ষণ সৰ্বপাপপ্রণাশন সৰ্ব-  
দ্রঃস্বপ্ননাশন সৰ্বদেবমহেশ্বর সৰ্বগ্রহনিবারণ ডাকিনীবিধবংসন জ্ঞানার্জন  
নমোহস্ত তে স্বাহা ।

য ইমানপরাজিতাঃ পন্নমবৈষ্ণবীঃ পঠতি বিদ্যাং শ্রবতি সিদ্ধাঃ  
মহাবিভাঃ জপতি শ্রবতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্তয়তি বা গুণীভু পঠতি

গচ্ছতি ভক্তা লিখিত্য গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্তাঘ্নিবায়ুবজ্রোপলাশনে-  
 ত্বয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সপ্তভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন বর্ষভয়ং ন  
 স্বাপদভয়ং বা ভবেৎ ।

ন তন্তু রাজ্যক্ষকরুদ্রীরাজ কুলবিশেষবিষয়গল্পদহনশলীকরণ-বিদে-  
 যণোচ্চাটনবধবন্ধনং বা ভবেৎ ।

এতৈশ্বর্যৈরুদাহৃতৈঃ সিন্ধৈঃ সংসিদ্ধপুঞ্জিতৈঃ । ঔ নমস্তে স্বনবে  
 অভয়ে অজিতে অমতে অপরে অপরাজিতে পঠতি বিদ্যে অরতি  
 সিদ্ধে মহাবিদ্যে-একানংশে উষে ধ্রুবে অরুদ্রতি সাবিত্রি সায়ত্রি জাত-  
 বেদসে মানস্তোকে সরস্বতী রমণি রামণি ধারিণি তপনি তাপিনি  
 সৌদামিনি অদিত দিত বিমতে শোরি গান্ধারি শবরি কিরতি  
 মাতঙ্গি কুষে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কামি কপালিনি কন্নাল-  
 নেত্রে ভীমাদিনী বিকরালনেত্রে সচ্ছোপঘাতনকরি ভূভুজ্জলগতং স্থল-  
 গ্তমস্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ সর্বভূতসর্বোপদ্রবেভ্যো মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা ।

ঔ যস্তাঃ প্রাণশ্রুতে পুষ্পং গূর্ভো বা পততে যদি ।

ত্রিস্তে বালকা যস্তাঃ কাকবক্ষ্যা চ বা ভবেৎ ।

ভূর্জপত্রে ত্রিমাং বিদ্যাং লিখিত্য ধারয়েদ্ যদি ।

এতৈর্দোষৈর্ন লিপ্যেত স্তভগা পুত্রিণী ভবেৎ । .

রণে রাজকুলে দূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে ।

অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিতঃ তন্তু জরো ভবেৎ ।

শস্ত্রক ধারয়তোবা সমরে কাণ্ডধারিণী ।

শূলশূলান্ধিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্ ।

শিরোরোগজরাদীনাং নাশিনীঃ সর্বদেহিনাম্ ।

তদ্বধা, ঐক্যাহিক-ব্যাহিক-জ্যাহিক-চাতুর্ধিক-মাসিক-বৈমাসিক-  
 ত্রৈমাসিক-চাতুর্মাসিক-ষষ্ঠাসিক-মৌহুর্তিক-বাতিক-পৈস্তিক-সান্নিপাতিক

মৈত্রিকর-সন্ততর-বিষয়র-গ্রহনকর-দৌধান গ্রহাংগাষ্ঠান্ হর হর  
কালি শর শর গৌরি ধর ধর সুবিক্রে আলো হালো তালো গন্ধে পচ  
পচ বিক্রে বধ বধ বিক্রে মাশর পাপং হর তঃস্বপ্নং বিক্রেসর বিক্রে-  
বিনাশিনি রজনী সন্ধ্যো হুন্মুভিনাদে বর্ধর বর্ধক নামসবেগে শঙ্খিনি  
চক্রিনি বজ্রিনি চাপিনি অপমৃত্যুবিমাশিনি বিশ্বেশ্বরী জাবিড়ি জাবিড়ি  
কেশবরিতে পতপতিসহিতে হুন্মুভিনাদে তঃস্বপ্নস্তে ভীমহর্দিনী  
দমনি দারসি শবরি কিরাত্তি বাতদি ও হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রঃ ক্রোঃ গ্রুঃ  
তুর তুর স্বাহা ।

যে মাং দ্বিস্তি প্রত্যকং পরোকং বা তান্ সর্কান্ হন হন দম দম  
পচ পচ বর্ধর বর্ধর তাপর তাপর শোবর শোবর উৎসাদর উৎসাদর  
ব্রহ্মাণি বাহেশ্বরী বারাহি কোমারি বৈনারকি বৈকবী ত্রৈলি আয়েসি  
চণ্ডি চানুণ্ডে বাক্রণি বারবো ব্রহ্ম ব্রহ্ম এচওবিক্রে ইক্রেপেন্দ্রভর্গনী  
জরে বিজরে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-ভূষ্টি কীষ্টি ধু ত বিবর্দ্ধনি কামাক্ষ্যে কাম-  
কুবে সর্ককামবরপ্রদে সর্কভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা ।

ও আকর্ষিনি আবেশিনি জালাংগালিনি রমণি রামণি ধরণি  
ধারিণি তাপনি বদেয়াদিনি সংশোবিনি সংমোহিনী মহানীলে নীল-  
পতাকি মহাগৌরি মহাশ্রীয়ে মহাচাক্রি মহাময়ুরি আদিত্যরশ্মিজাহ্নুবি  
হরষণ্টে কিলি কিলি চিত্তামণি সুরতি সুরোৎপরে সর্ককামহুদে  
বপাভিলষিতং কার্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা ।

ও তুঃ স্বাহা ও ভুবঃ স্বাহা ও বঃ স্বাহা ও কর্তৃবঃ স্বাহা ও  
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা । ও বলে বলে মহাবলে  
অসিদ্ধয়াধিনি স্বাহা ।

ইতি ত্রিবিধমুদ্দেশ্যে তৃতীরকাণ্ডে ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাপনোক্ত-  
তোত্রং সমাপ্তম্ ।

# অন্নপূর্ণাষ্টোত্রম্ ।

নিত্যানন্দকরী বরীতরুণকরী সৌন্দর্য্য-রসরসকরী,  
 নির্মুতাখিলবোরণাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।  
 আলোরাচলবংশপাবনকরী কান্দিপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্রাং দেহি কৃপাবলবনকরী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী ॥  
 নানারসবিচিত্রভূষণকরী হেমাধরাভূষণকরী,  
 সুভাষারবিলম্বমানকিনসমক্ষোজকুন্ডাকরী ।  
 কাশ্মীরীশঙ্করবাসিতা রুচিকরী কান্দিপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্রাং দেহি কৃপাবলবনকরী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী ।  
 বোগানন্দকরী রিপুকরুণকরীধর্ম্মাধনিষ্ঠাকরী,  
 চন্দ্রাকানলভাগবানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।  
 সর্বেশ্বর্য্যাসমস্তবাহিতকরী কান্দিপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্রাং দেহি কৃপাবলবনকরী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী ॥  
 কৈলাসাতলকন্দরালরুণকরী গৌরী উন্মাদকরী,  
 কোমারী নিগমার্ণবগোচরকরী ওজারবীজাকরী ।  
 বোম্বহারকণাটপাটনকরী কান্দিপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্রাং দেহি কৃপাবলবনকরী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী ॥  
 হৃদ্যাক্তপ্রভুতনাইনকরী ত্র্যম্বকভাগ্যদায়করী,  
 লীলাসটিকহৃদভেদনকরী বিভাসনীপাকুরী ।  
 ত্রিবিম্বেন মনঃপ্রসাদনকরী কান্দিপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্রাং দেহি কৃপাবলবনকরী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী ॥  
 ভবনী সর্ব্বকলেশ্বরী ভগবতী সাত্তারপূর্ণেশ্বরী,  
 দেবীদীপসম্মানসুভাষকরী নিত্যানন্দনেশ্বরী ।

ମର୍ବନିଳକରୀ ନୂନା ଉତ୍ତରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ଆନିକାଶ୍ମସମ୍ଭବନକରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାତାବରୀ,  
 କାଶୀରା ତ୍ରିମୁଖେବରୀ ଜିନହରୀ ନିତ୍ୟାବୁରୀ ମର୍ବରୀ ।  
 କାମାକାଞ୍ଚକରୀ ସହୋଦୟବରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ଦେବୀ ମର୍ବବିଚିତ୍ରରତ୍ନଧିତା ନାମାୟତୀ ଅମ୍ବରୀ,  
 ସାମନ୍ତାଦ୍ରପରୋଧରାସ୍ତ୍ରମକରୀ ସୋତାଗ୍ୟାହେବରୀ ।  
 ଉତ୍ତାତୀଠକରୀ ନୀଳାତ୍ମକରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ଚନ୍ଦ୍ରାକାଶ୍ମକୋଟୀପୂର୍ଣ୍ଣବରୀ ବାଲାର୍କବର୍ଣ୍ଣବରୀ,  
 ଚନ୍ଦ୍ରାକାଶ୍ମମାନକୁଣ୍ଡଳଧରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କବିଧାଧରୀ ।  
 ବାଳାପୁଷ୍ପକମାଳକାନ୍ତଧରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ହରୀପାକସ୍ତବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନଧିତା ନକ୍ଷେ କରେ ସଂହିତା,  
 ବାସେ ଚାନ୍ଦ୍ରମୋଦରୀ ସମତରୀ ସୋତାଗ୍ୟାହେବରୀ ।  
 ଉତ୍ତାତୀଠକରୀ ସମପ୍ରାନ୍ତକରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ମର୍ବଦ୍ରାଘକରୀ ସହାତରକରୀ ସାତା କୃପାମାଗରୀ,  
 ନାକାନନ୍ଦକରୀ ମିରାମୟକରୀ ବିଷେବରୀ ଶ୍ରୀବରୀ ।  
 ମାକାନ୍ଦୋଳକରୀ ମଳା ନିବକରୀ କାଶୀପୁରାଧୀବରୀ,  
 ତିଳାଂ ଦେହି କୃପାବଳୟନକରୀ ସାତାରମ୍ଭର୍ଣ୍ଣବରୀ ॥  
 ଅଗ୍ରଭୂର୍ଣ୍ଣେ ମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣେ ମହନ ଶ୍ରୀବରୀ ॥  
 ଜ୍ଞାନବୈବାସ୍ୟାସିଦ୍ଧିଃ ତିଳା ଦେହି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥

মাতা চ শাকবতী দেবী পিতা দেহীয়া মহেশ্বরঃ ।

বাক্যবাঃ শিবতত্ত্বাচ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

ইতি পদ্মসংস্পর্শবিজ্ঞানকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তরাচার্য্যবিরচিতম্

অন্নপূর্ণাতোত্রং সমাপ্তম্ ।

কমলা-স্তোত্রম্ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রৈলোক্যপুঞ্জিণে দেবি কমলে বিকুবলভে ।

যথা স্বকুস্থিহিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥

ঈশ্বরী কমলা লক্ষীশচলাভূতির্হরিপ্রিয়া ।

পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্বৈষ্ণেঃ শ্রীঃ পদ্মহারিণী ॥

ছাদশৈতানি নারানি লক্ষীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ ।

স্থিরা লক্ষীর্ভবেত্তস্য পুত্রাদ্যাদিভিঃ সহ ॥

ইতি শ্রীকমলাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সরস্বতী-স্তোত্রম্ ।

ঐ নরঃ সরস্বত্যা । ঐ শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুংস্প্রাণপোত্তিষ্ঠা ।

শ্বেতাশ্বরধরা নিত্য্য শ্বেতগন্ধারূপেশ্বরা ।

শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা ।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালকারভূষিতা ।

বরদা সিদ্ধগন্ধর্বৈর্কর্ম্মিনী স্বরদানকৈঃ ।

অর্চিতা মুনিভিঃ সর্কৈর্য্যদ্বিভিঃ স্তব্ধৈঃ সহ ।

স্তোত্রোক্তমানেন তাং দেবীং জ্ঞানদ্বায়ীং সরস্বতীং ।

স্মৈ স্মরন্তি ত্রিসংখ্যক সর্ব্বাঃ বিত্তাঃ লভন্তি তে ।

ইতি শ্রীমদগুরুপুস্তকে সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

## জগদ্ধাত্ৰিস্তোত্ৰম্ ।

শ্ৰীশিব উবাচ ।

আধারভূতে চায়েষে শক্তিরূপে ধূসরকরে ।  
 এবেষে ক্ৰমপদে ধীরে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে ।  
 শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 জরদে জগদানন্দে জগদেকপ্রপুজিতে ।  
 জর সৰ্বগতে তুৰ্গে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 পরমায়ুঃস্বরূপে চ ব্যগুকাদি-বরুণিণি ।  
 তুলাতিস্থস্বরূপে চ জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 হুস্তাতিস্থস্বরূপে চ প্রাণাপানাদিকুপিণি ।  
 ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিত্তেদিনি ।  
 সৰ্বস্বরূপে সৰ্বজ্ঞে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 মহাবিশ্বে মহোৎসাহে মহাবীৰ্য্যে বরপ্রদে ।  
 প্রপঞ্চসারে সাক্ষীশে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 অগ্ন্যে জগতাবাভে কাহেশ্বরী বরানন্দে ।  
 অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 দ্বিসত্ত্বকোটিমজ্জাগাং শক্তিরূপে সনাতনি ।  
 সৰ্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 তীৰ্থস্বতপোজ্ঞান-বোগসারে জগদ্ব্যপ্তি ।  
 ব্রহ্মেব সৰ্বং সৰ্বস্বে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥  
 দশাক্ষরে দশদৃষ্টে দশাৰ্কে হৃৎকোটিনি ।  
 সৰ্বাংগজাম্বিকৈঃ সৰ্গে জগদ্ধাত্ৰি নমোহস্ত তে ॥

অগ্নীবাধাবধাইহে মহাবোধিনী-স্বপ্নপুত্র ।

অমেরতাবকুটহে অগ্নিকাঞ্চি নমোহস্ত তে ॥

ইতি শ্রীজগদ্ধালীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### শীতলা-স্তোত্রম্ ।

ও নমামি শীতলাং দেবীং স্নানভঙ্গ্যং দিগম্বরীম্ ।

মার্জ্জনীকলগোপেতাং সুপালকৃতমস্তকাম্ ॥

স্বন্দ উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ।

বক্তু মর্হন্তশেষেণ বিক্ষেপটকভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

বন্দেহং শীতলাং দেবী বিক্ষেপটকভয়াপহাম্ ।

স্নানাস্ত্র নিবর্তেত বিক্ষেপটকভয়ং মহৎ ॥

শীতলে শীতলে ত্রাহি যো ক্রয়াদাহনীড়িতঃ ।

বিক্ষেপটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রে তস্ত প্রণশ্চতি ॥

শীতলে অরদন্তস্ত পুতিগন্ধগুতস্ত চ ।

প্রণষ্টচক্ষুঃ পুংসস্বানাহর্জীবনৌষধম্ ॥

শীতলে তমুজান রোগান্ নৃণাং হরসি দৃষ্ট্যজান্ ।

বিক্ষেপটকবিশীর্ণানাং স্নেহকামৃতবর্ষিণী ॥

গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্তে দারুণা নৃণাম্ ।

সদমুখ্যানবাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥

ন মদ্রো নৌষধং তস্ত পাপরোগস্ত বিস্ততে ।

স্নেহকা শীতলে ত্রাহী নাক্ষাং পত্নীমি দেবতাম্



মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃদায়াংস্থিতাম্ ।  
 বহাং সন্ধিস্তয়েদেবি তন্তু মৃত্যুনা জায়তে ॥  
 মস্তাম্বুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ ।  
 বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তন্তু ন জায়তে ॥  
 অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যন্ত কশ্চচিৎ ।  
 দাতব্যং হি নদা তস্মৈ ভক্তিপ্রজ্ঞাবিতো হি যঃ ॥  
 ইতি হৃন্দপুরাণে শীতলাভোজ্যং সন্ন্যাস্তম্ ।

### মনসাদেবী-স্তোত্রম্ ।

জয়ংকার্জুগদগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।  
 বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥  
 জয়ংকার্জুপ্রিয়াক্ষীক-মাতা বিষহরেতি চ ।  
 মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥  
 দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ।  
 তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোত্তমস্ত চ ॥ ১ ॥  
 নাগভীতে চ শমনে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ।  
 নাগকৃতে মহাহর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ॥  
 ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাক্স সংশয়ঃ ।  
 নিত্যং পঠেদ্যন্ত্যং দৃষ্ট্বা নাগবর্গং পলায়তে ॥  
 দশুলজ্জপেঠেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদৃণাম্ ।  
 স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স বিবং ভোক্তৃমীশ্বরঃ ॥  
 নাগোষং ভুষণং কৃৎস্না স ভবেন্নাগবাহনঃ ।  
 নাগাসনো ন্যূনতমো মহাসিকো ভবেন্নরঃ ॥  
 ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মনসাদেবী স্তোত্রং সন্ন্যাস্তম্ ।

।

• স্তোত্রঃ শৃণু সুমিশ্রেষ্ঠ সৰ্বকামকৃত্যবহন ।

আজ্ঞাপ্রদক সৰ্বেষাং গুহ্যং বেদেষু নারদ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ ।

নমো দেবেয মহাদেবেয সিদ্ধেয শাষ্টেয নমো নমঃ ।

ততাই দেবসেনাই বজ্র দেবেয নমো নমঃ ॥

বরদাই পুত্রদাই ধনদাই নমো নমঃ ।

সুখদাই মোক্ষদাই বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

শক্তিস্রষ্টাংশরূপাই সিদ্ধাই চ নমো নমঃ ।

দায়্যাই সিদ্ধযোগিষ্টে বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

সায়্যাই সায়দাই চ পায়্যাই সৰ্বকারিণ্যে ।

বালাধিষ্ঠাত্তদেবেয চ বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

কল্যাণদাই কল্যাণৈক্যকলদাই চ কর্ণণাম্ ।

প্রত্যক্ষাই চ ভক্তানাং বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

পূজ্যাই কন্দকান্তাই সৰ্বেষাং সৰ্বকর্ম্মত্ব ।

দেবরক্ষণকারিণ্যে বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

সুদক্ষস্বরূপাই বন্দিতাই নৃণাং সদা ।

হিংসাক্রোধবর্জিতাই বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

ধনং দেহি প্রিয়ং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ।

ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

দেহি তুমিঃ প্রজাং দেহি বিভাং দেহি সুপুজিতে ।

কল্যাণক জয়ং দেহি বজ্রদেবেয নমো নমঃ ॥

ইতি দেবীক সংস্কৃষ লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ ।

ধনদ্বিনক রাজেন্দ্রং বজ্রদেবী-প্রসাদতঃ ॥

যষ্টীস্তোত্র মিদং ব্রহ্মণ্যং যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্ ।  
 অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সূচিরজীবিনম্ ॥  
 বর্ষমেকঞ্চ বা ভক্ত্যা সংস্কৃত্যোদং শৃণোতি চ ।  
 নরকপাপ বিনিমুক্তা মহাবক্ত্যা অশ্রুতে ॥  
 বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবজ্ঞং কশ্মিনম্ ।  
 সূচিরায়ুস্বস্ত্যেব যষ্টীদেবী-প্রদাদতঃ ॥  
 কাকবক্ত্যা চ বা নারী যুতাপত্য। চৈব। ভবেৎ ।  
 বর্ষং শ্রদ্ধা লভেৎ পুত্রং যষ্টীদেবী-প্রদাদতঃ ॥  
 রোগবুদ্ধে চ বালে চ শিশু। মাতা শৃণোতি চেৎ ।  
 নাসক যুচ্যতে বালা যষ্টীদেবী-প্রদাদতঃ ।  
 ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে যষ্টী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### লক্ষ্মী-স্তোত্রম্ ।

লক্ষ্মীঃ শ্রী কমলা বিজয়া মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী ।  
 পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাকী পদ্মসুন্দরী ॥  
 ভূতানারীশ্বরী মিত্যা মতা সত্যাপত্যভক্তী ।  
 বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী কীর্ত্তিদাতনয়া কৰ্মা ॥  
 অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ-সুখপ্রদা ।  
 কল্পিণী চ ভবা মীতা মা বৈ বেদবতী ভূতা ॥  
 সতী সত্যবতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা যুতিঃ ।  
 নারায়ণী বরদারোহে বিষ্ণোবিত্তাবিধায়িনী ॥  
 এতানি পুণ্যানামানি প্রার্থকৃৎস্নাং যঃ পঠেৎ ।  
 মহাপ্রিয়-মহাপ্রোচিৎ ধনধাত্তমকল্মষং ॥

ইতি পদ্মপুরাণে উদারহেম্বরসংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### নারায়ণ-স্তোত্রম্ ।

ও ধ্যেয়ং সদা পরিভ্রময়তীষ্টদোহং, তীর্থাপ্পদং  
 শিববিরিক্খিতুতং শরণ্যম্ ।  
 ভূত্যাৰ্জিহং প্রণতপাল ভবাক্শিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ  
 তে চরণাবিন্দম্ ॥  
 ত্যক্ত্যা মুহুত্যাভস্মরেণিতরাজ্যলক্ষীং, ধর্ম্মিষ্ঠ  
 আৰ্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।  
 নারায়ণং দয়িতব্রহ্মণিতমবধাবদং, বন্দে মহাপুরুষ  
 তে চরণাবিন্দম্ ॥

ইতি নারায়ণ-স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ।

### শ্রীরাধিকা-স্তোত্রম্ ।

বন্দে রাধাপদোজ্জ্বলং ব্রহ্মানিস্থরবন্দিতং ।  
 যৎকীর্তিকীর্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥  
 নমো গোলোকবাসিনে রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ।  
 শতশূকনিবাসিনে রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 রাসমণ্ডলবাসিনে রাসেশ্বর্যৈ নমো নমঃ ।  
 বিরজাতীরবাসিনে বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 বৃন্দাবনবিলাসিনে কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ ॥  
 কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎ প্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ ।  
 সর্ষপমুখ্যায়ৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 মহাবিকোচ বাজে চ পরমাত্ম্যায়ৈ নমো নমঃ ॥

তেজঃস্ব সর্বদেবানাং পুংসা কৃতবুগে যুদা ।  
 অধিষ্ঠানং কৃতা ধা চ প্রকৃত্যো নমো নমঃ ॥  
 নমো দুর্গবিনাশিতৈ হুগাদেভ্যো নমো নমঃ ।  
 নমস্ত্রিপুরহারিত্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 সূন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সূন্দর্যো চ নমো নমঃ ।  
 শুদ্ধসংস্করণায়ৈ সন্তোষায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নিষ্ঠুরায়ৈ নমো নমঃ ।  
 নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ সন্তোষায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 নমো দক্ষহুতায়ৈ চ নমঃ সত্যে নমো নমঃ ।  
 নমঃ শৈলহুতায়ৈ চ পার্শ্বত্যে চ নমো নমঃ ॥  
 নমো নমস্তপস্বিতৈ উষায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 নমো নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 গৌরীলোকনিবাসিতৈ নমো পৌর্যো নমো নমঃ ।  
 নমঃ কৈলাসবাসিতৈ বাহেবর্যো নমো নমঃ ॥  
 নিদ্রায়ৈ চ দম্ভায়ৈ চ শঙ্কায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 নমো ধূত্যে ক্ষমায়ৈ চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ ॥  
 তৃণায়ৈ সূতপিশিতায়ৈ ভ্রাতৃত্বায়ৈ নমো নমঃ ।  
 নমঃ শান্ত্যে চ বিতায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥  
 নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যে নমো নমঃ ।  
 নমঃ সংহাররূপিত্যৈ ধ্বংসায়ৈ চ নমো নমঃ ॥  
 ভজায়ৈ চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ ।  
 নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যে কাণ্ড্যে নমো নমঃ ॥  
 নমস্ত্র্যো চ পুণ্ড্র্যে চ দম্ভায়ৈ চ নমো নমঃ ।  
 সর্বশক্তিধরায়ৈ সর্বমাত্রে নমো নমঃ ॥

বহৌ দাহস্বরূপাঠৈ ভদ্রাঠৈ ভাঙ্গরেহপি চ ।  
 শোভাঠৈ পূর্ণচন্দ্রে সর্বদ্রব্যোবু টৈ মমঃ ॥  
 নাস্তি ভেদো যথা দেবি হৃদযাগনরোঃ সদা ।  
 যথৈব গন্ধো ভুখ্যাশ্চ যথৈবং জনশৈত্যরোঃ ।  
 যথৈব শব্দ-নভসোজ্যোতিঃ সূর্য্যমগ্নো যথা ।  
 লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবদ্বৈতত্বা ॥  
 চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তমাং গতিং ।  
 ইত্যুক্ত্যা চোদ্ধবন্তত্র প্রণম্য পুনঃ পুনঃ ॥  
 ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ ভক্তিপূর্ব্বকং ।  
 ইহলোকে সুখং ভুক্ত্য যাত্যন্তে হরিমন্দিরং ।  
 ন ভবেদ্বিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ স্নানক্লেশঃ ।  
 প্রোষিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভাৰ্য্যাস্তেদী লভেৎ শ্রিয়াং ॥  
 অপুত্রো লভতে পুত্রান্নিকনো লভতে ধনং ।  
 নিভূমিলভতে ভূমিঃ প্রজ্ঞাহীনো লভেদ্ধিরং ॥  
 রোগাঘ্রিয়ুচ্যতে রোগী বন্ধো যুচ্যতে বন্ধনাং ।  
 ভরানুচ্যতে ভীতস্ত যুচ্যতে পন্ন আপদঃ ।  
 অস্পষ্টকীর্তিঃ সুবশো মূৰ্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥  
 ইতি ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজয়মন্ত্রঃ  
 শ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥  
 স্বর্ণমৌচক-মঞ্জলস্তোত্রম্ ।  
 স্বর্ণলো ভূমি-পুত্রশ্চ স্বর্ণহস্তা স্বর্ণপ্রদঃ ।  
 স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সৰ্ব্বকাম বিরোধকঃ ॥ ১  
 লোহিতো লোহিতাক্ষশ্চ সামগানাং কৃপাকরঃ ।  
 বরাহরূপঃ কুজো ভোমো ভূতিদো ভূমিনন্দনঃ ॥ ২

অঙ্গারকো বমশ্চৈব সর্বরোগাপহারকঃ ।  
 বুঠেঃ কর্তাৎপহর্তা চ সর্বকামকল প্রদঃ ॥ ৩  
 এতানি কুজনামানি নিত্যং যঃ শ্রদ্ধয়া পঠেৎ ।  
 ঋণং ন জায়তে তস্তা ধনং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪  
 ধরনী-গর্ভসমুতং বিদ্বাংকান্তি সমপ্রভম্ ।  
 কুমারং শক্তিহস্তক মঙ্গলং প্রণমান্যহম্ ॥ ৫  
 স্তোত্রমঙ্গারকশ্রুতং পঠনীয়ং সদা নৃভিঃ ॥  
 ন তেষাং ভৌমজা লীড়া সন্নাপি ভবতি কচিৎ ॥ ৬  
 অঙ্গারক মহাভাগ ভগবন্ তত্রবৎসল ।  
 স্বাং নমামি সমাশেষমৃণমাত্ত বিনাশম্ ॥ ৭  
 ঋণরোগাদিদারিত্র্যাং যে চাত্রে চাপমৃত্যবঃ ।  
 ভরক্ৰেশমনস্তাপা নশ্রুস্ত মম সর্বদা ॥ ৮  
 অতিবক্র দুয়ারাধ্য ভোগযুক্ত জিতাশ্বনঃ ।  
 তুষ্টৌ দদাসি সাম্রাজ্যং কুষ্টৌ হরসি তৎকলাং ॥ ৯  
 বিবিধিশক্র বিষ্ণুনাং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ।  
 তেন জং সর্বসঙ্ঘেন গ্রহরাজো মহাবলঃ ॥ ১০  
 পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি স্বামস্মি শরণং গতঃ ।  
 ঋণদারিত্র্যহুঃখেন শক্ণাঞ্চ ভয়াং ততঃ ॥ ১১  
 এতির্দাদশভিঃ শ্লোকৈর্যঃ স্তোত্রি চ ধরাসুতম্ ।  
 বৃহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি ঋণরো ধনদো যুবা ॥

ইতি শ্রীকদ্মপুরাণে সীর্গবিশ্রোক্তঃ ঋণমোচক মঙ্গল স্তোত্রঃ  
 সমাপ্তম্ ।

শনি-স্তোত্রম্ ।

ওঁ খোড়ঃ শনৈশ্চরো বক্রহারা-বদর নমঃ ।  
 বার্ত্তজ্ঞাং বা সৌমিঃ পাতঙ্গিগ্রহনারকঃ ॥  
 ব্রহ্মণ্যঃ ক্রুরকর্ম্মা চ নীলবস্ত্রোহঙ্গনভ্রাতীঃ ।  
 ষাদনৈতানি নামানি প্রাতঃকথ্যায় যঃ পঠেৎ ॥  
 বিষমহোহনি ভগবান্ ব্রহ্মীতত্তত্ জায়তে ।  
 গার্গ্যশ্চ কৌষিকশ্চৈব পিঙ্গলালো মহাবলিং ॥  
 শনৈশ্চরকৃতান্ দোষানশয়ন্তি ত্রয়ঃ সূতাঃ ।  
 ইতি শ্রীশনৈশ্চর স্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

নবগ্রহস্তোত্রম্ ।

জবাকুম্ব-সঙ্কাশং কাশ্রপেয়ং মহাভ্রাতীম্ ।  
 ধ্বাস্তারিং সর্কপাপম্বং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ ১ ॥  
 দিবা-শম্ব-ভুবারাতং কীরোদাণব-সম্ভবম্ ।  
 নমামি শশিনং তক্ত্যা শঙ্কোম্বু-কুটভূষণম্ ॥ ২ ॥  
 ধরণীগর্ভ-সঙ্কুতং বিছাৎ-পুঞ্জ-সমগ্রভম্ ।  
 কুমারং শক্তিহন্তক্ লোহিতাজং নমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥  
 প্রিয়ঙ্বুলিকা-শ্রাবং রূপেণাপ্রতিধ্বং বৃধম্ ।  
 সৌম্যং সর্কপোপেতং নমামি শশিনঃ স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥  
 দেবতানামুদীপকং শুক্রং কনকসরিতম্ ।  
 বল্যোভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫ ॥  
 হিম-কুম্ভ-মৃণালভং দৈত্যানাং প্লবং শুক্রম্ ।  
 সর্কশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥



নীলাঞ্জনচরপ্রথাং রবিসূতং মহাগ্রহম্ ।  
 ছায়ায়া গর্ভসমুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ ॥  
 অরুণারং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দকম্ ।  
 সিংহিকার্যঃ সূতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমান্যহম্ ॥ ৮ ॥  
 পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্ ।  
 রৌদ্রং ক্রত্নাশ্বকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমান্যহম্ ॥ ৯ ॥  
 ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রথিতঃ শুচিঃ ।  
 দিবা বা যদ্বি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥  
 ঐশ্বর্যমতুল্যকপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।  
 মনন্যরীপ্রিয়তমং নিত্যং তস্তোপজায়তে ॥ ১১ ॥  
 ভক্ষকোহগ্নির্ঘমো বায়ুর্ঘে চাত্তে গ্রহসীড়কাঃ ।  
 তে সর্বে প্রশমং বাস্তি ব্যাসো জ্ঞানান সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥  
 ইতি শ্রীব্যাস-বিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### ঐবিষ্ণোনামাষ্টকস্তোত্রম্ ।

অচূড়ং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জদাৰ্দ্দিনম্ ।  
 হংসং নারায়ণকৈব এতন্নামাষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥  
 ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ।  
 শত্রুসৈন্তং ক্ষয়ং বাতি হঃস্রগং সূর্যম্পো ভবেৎ ॥ ২ ॥  
 গজায়ং মরণকৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে ।  
 ত্র্যম্বজ্ঞাপ্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩ ॥  
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে ঐবিষ্ণোনামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।  
 ইতি স্তবপ্রকরণং সমাপ্তম্ ।

# কবচ প্রকরণ ।



## অন্নাকবচম্ ।

ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চরত্ন মহেশিতুঃ ।  
কবচং শৃণু চার্কজি অগম্মঙ্গলনামকম্ ॥  
পঠনাক্ষারগাদ্যস্ত ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ঐশ্বম্ ॥ ১ ॥  
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ ।  
কণ্ঠঃ পাতু জগৎ-পাতা বদনং সর্বদৃগ্-বিভুঃ ॥ ২ ॥  
করৌ মে পাতু ক্রিয়াত্মা পাদৌ ব্রহ্মতু চিন্ময়ঃ ।  
সর্বাত্মং সর্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩ ॥  
শ্রীজগম্মঙ্গলতাত্ত কবচস্ত মদাশিবঃ ।  
ঋষিছন্দোহমুষ্ট্ৰবিত্তি পরমব্রহ্ম দেবতা ॥ ৪ ॥  
চতুর্কর্গকলাব্যষ্টৈষ্য বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫ ॥  
যঃ পঠেদ্ব্রহ্মকবচং ঋষিত্বাস পুরঃসরম্ ।  
ন ব্রহ্মজ্ঞানমাসাশু সাক্ষাদব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥  
ভূর্ভুজ বিলিখ্য ঞ্জটিকাং স্বর্ণহাং ধারয়েদ্ যদি ।  
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥  
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্মকবচং তে প্রকাশিতম্ ।  
দক্ষ্যৎ প্রিয়ং শিষ্যায় ব্রহ্মভক্তায় ধীমতে ॥ ৮ ॥  
ইতি শ্রীব্রহ্মকবচং সমাপ্তম্ ।

## মৃত্যুঞ্জয়-কবচম্ ।

শ্রীপার্কৃত্যবাচ ।

ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দেণ তপোময় জগৎপতে ।

যদ্বৃদ্ধা পুত্রবান্ মর্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ ।

কপয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি ॥ ১ ॥

শ্রীশিব উবাচ ।

মৃত্যুঞ্জয়স্ত কবচং দেবানামপি হৃদ্রভম্ ।

কথয়ামি ত্বরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধায়ম্ ॥ ২ ॥

কবচং দেবদেবস্ত ত্রৈলোক্যাহিতকারকম্ ।

পঠনাদ্ভারণায়ারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ ।

নাশ্মৃত্যুমবাশ্নোতি স্মৃতার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচম্      করালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ      শ্রীমহারুদ্রো  
দেবতা চিরজীবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং অপধায়ণে বিনির্বোগঃ ।

ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামান্নাশনঃ ।

কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ ॥ ৪ ॥

নেত্রে নারায়ণসং কণ্ঠো মে কালিকাশক্তিঃ ।

নাসিকে ভীষণঃ পাতু বদনং রক্ষস্যাং শ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

দন্তান্ কপালবাগোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ ।

সৌম্যধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৬ ॥

কপর্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষো বুদ্ধিবিন্ধকঃ ।

হস্তৌ শূলী সদা পাতু নৃথান্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবুদরদেশকম্ ।

ঘোনিং দ্বিগধরঃ পাণ্ডুত্বং জজ্ঞেব শশিশিখঃ ॥ ৮ ॥

কটং দশাননত্রীদো গুল্মঃ পান্ধবমালাধকৃ ।  
 পাদাঙ্গুলীঃ পাতু ত্রীশঃ সর্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ ॥ ৯ ॥  
 ইদং কবচমষ্টাঙ্গা ন ধ্বজা বামলোচনা ।  
 পুত্রশোকবতী নির্ভাং নষ্টপুন্না চ সা ভবেৎ ॥ ১০ ॥  
 তন্মাং রহস্তং দেবেশি ভক্ত্যা তব মনোদিতম্ ।  
 ধারণীরং সদা ধ্যেবি পঠনীরং পরাং পদম্ ॥ ১১ ॥  
 গোপনীরং প্রবত্নেব স্বযোনিরিব পার্কতি ।  
 ভূর্জ বিলিখ্য কবচং শাতকৌন্তেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১২ ॥  
 পুঞ্জরিষা যথাক্তারং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে ।  
 অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ॥ ১৩ ॥  
 বিহ্বাৎ কবচং দিব্যং হুরকল্পক্ষমাশ্রমম্ ।  
 যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা মোহিণি পুণ্যবতাং বরঃ ॥ ১৪ ॥  
 মার্কণ্ডেয় ইবাম্বং পুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।  
 বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মননোপমম্ ।  
 কুবের ইব বিভাজ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥  
 বক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা বা নষ্টপুন্না চ যা ভবেৎ ।  
 চিরজীবিবহুপত্যা স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ভূতপ্রোতপিশাচাত্মা বক্ষ্যাক্ষমপন্নগাঃ ॥ ১৬ ॥  
 হুরাদেব পলায়ন্তে দীপাদ্বীপান্তরং প্রবম্ ॥ ১৭ ॥  
 যস্মিন্ দেশে চ কবচং গৃহে বা যদি তিষ্ঠতি ।  
 তদেতন্ত শরিত্যজ্য প্রয়াতি চাতিদূরতঃ ॥ ১৮ ॥  
 ইতি সংকোহনত্রে ত্রিশার্কতীশিবদেবদে ত্রিমূর্ত্যঙ্গকবচং ।  
 সমাপ্তম্ ।

অক্ষয়কবচম্ ।

নারদ উবাচ ।

ইন্দ্রাঙ্করবর্গেষু ব্রহ্মণ্যং পরমাত্মতম্ ।

অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়ন্ত্যস্মি প্রভো ।

যদ্ব্যং কণবীরস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাত্মতম্ ।

ইন্দ্রাদিদেববর্গৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ তম্ ॥ ২

ত্রৈলোক্যবিজয়স্তাশ্চ কবচস্ত প্রজাপতিঃ ।

ঋষিছন্দো দেবতা চ সদা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩

পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জ্যেষ্ঠ্য পাতু অগণপ্রভুঃ ।

উরু চ কেশবঃ পাতু কটিঃ দ্বারোদরস্তথা ॥ ৪

বদনং শ্রীহরিঃ পাতু নাভীদেশঞ্চ মেচ্ছাতঃ ।

বামপার্শ্বং তথা বিমুক্তক্লিগঞ্চ হৃদদর্শনঃ ॥ ৫

বাহুমূলং বাহুদেবো হৃদয়ঞ্চ জনার্দনঃ ।

কণ্ঠং পাতু বরাহশ্চ ক্ৰুরশ্চ মূৰ্ধমণ্ডলম্ ॥ ৬

কর্ণৌ মে বাধবঃ পাতু জঘীকেশশ্চ নাসিকৈ ।

নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গুরুভুজজঃ ॥ ৭

কপোলং কেশবঃ পাতু চক্ৰপাণিঃ শিরস্তথা ।

প্রজ্ঞাতে বাধবঃ পাতু মধ্যাহ্নে মধুহৃদনঃ ॥ ৮

দ্বিরাস্ত্রে দৈত্যনাশশ্চ রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ ।

পূর্বভাগং পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাঞ্চ জনার্দনঃ ।

ঈশ্বাক্ষে শ্রাদ্ধজঃ পাতু পাতালে চ হৃদদর্শনঃ ॥ ৯

ইতি তে কবিতং বৎস সৰ্বস্বসৌখ্যবিগ্রহম্ ।  
 • তব মেহান্নাখ্যাতে প্রবক্তব্যং ন কৃতচিৎ ॥ ১০  
 কবচং ধারয়েদ্বস্ত্র সাধকো দক্ষিণে ভূজে ।  
 দেবা বহুব্যা গন্ধৰ্বা বশ্রান্তস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১১  
 বোধিবান্ভূজে চৈব পুঙ্খো দক্ষিণে ভূজে ।  
 বিভ্রাৎ কবচং পুণ্যং সৰ্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ১২  
 কৰ্ণে বা ধারয়েদ্ভেদং কবচং মৎ স্বরূপিনম্ ।  
 যুদ্ধে জয়মাপ্নোতি হাতে বাদে চ সাধকঃ ।  
 সৰ্বথা জয়মাপ্নোতি নিশ্চিতং জন্মজন্মনি ॥ ১৩ ॥  
 অগুজো লভতে পুত্রং যোগনাশকথা ভবেৎ ।  
 সৰ্বপাপপ্রমুক্তশ্চ বিমূলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪ ॥  
 ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায় দেবহুতং  
 নামাক্ষরকবচং সমাপ্তম্ ।

## নৃসিংহকবচ ।

নারদ উবাচ ।

ইজাদিদেববৃন্দেণ তাতেষ্বর জগৎপতে ।  
 মহাবিক্রোন্সিংহস্য কবচ ক্রুহি মে প্রভো ।  
 যন্ত প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ১  
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন ।  
 কবচং নরসিংহস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥ ২  
 যন্ত প্রপঠনাদ্ বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।  
 অষ্টোহং জগতাং বৎস পঠনাক্ষরপাদ্যতঃ ॥ ৩

লক্ষীর্জগদ্রম্যং পাতি সংহর্তা চ মহেশ্বরঃ ।

পঠনাক্ষরগাদ্যেবা বহুবুচ্চ দিগীধরাঃ ॥ ৪

ব্রহ্মব্রহ্মসং যক্ষ্যে ভূতাদিবিমলবাক্যম্ ।

যন্ত প্রসাদাদ্, সীমাত্ৰৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ ।

পঠনাক্ষরগাদ্যন্ত শাস্তা চ ক্রোধান্তেরবঃ । ৫

ত্রৈলোক্যবিজ্ঞস্তান্ত কবচন্ত প্রজ্ঞাপতিঃ ।

ঋষিহুগুপ্ত গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভূঃ ॥ ৬

ক্ৰৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চতুর্বর্ণো মহামহুঃ ।

উগ্রং বীরং মহাশিখুং জলন্তং সর্বভোমুখম্ ॥ ৭

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমান্যহম্ ।

ষাতিংশদক্ষরো মহো মহরাজঃ সুরক্ষকঃ ॥ ৮

কণ্ঠং পাতু ঐবং ক্ৰৌং হৃদগবদ চক্ষুযী যম ।

নরসিংহার চ জ্ঞানামালিনে পাতু বক্তকম্ ॥ ৯

দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগিনেত্রায় চ নাসিকাম্ ।

সর্বরক্ষোদায় সর্বভূতবিনাশনায় চ ॥ ১০

সর্বজরবিনাশায় দহ দহ পচয়স্ব ।

রক্ষ রক্ষ সর্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং যম ॥ ১১

ভারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পারাদগুপ্তং যম ।

ক্লীং পারাং পার্শ্বগুগ্গক ভারং নমঃ পদং ততঃ ।

নারায়ণায় পার্শ্বক্ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ৰৌং চ হং কট্ ॥ ১২

যড়ক্ষরঃ কটিং পাতু শুং মহো ভগবতে পদম্ ।

বাহুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় উরুধরম্ ॥ ১৩

ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জাহ্নবী চ অন্তঃস্ববঃ ।

ক্লীং ক্লীং ক্লীং জাহ্নবীয়ায় নমঃ পারাং পদধরম্ ॥ ১৪

কৌ নরসিংহার কৌক সর্কাদং মে সনাবতু ॥ ১৫

ইতি তে কবিতং বৎস সর্বমদ্রৌণবিগ্রহম্ ।

তব দেহান্নসাপাতং প্রবক্তব্যং ন কশ্চচিৎ ॥ ১৬

গুরুপূজাং বিধারাম গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ ।

সর্বপুণ্যযুতো ত্বা সর্কসিক্রিয়ুতো ভবেৎ ॥ ১৭

শতমদ্রৌণরকৈব পুরন্দর্য্যাবিধিঃ শ্লুতঃ ।

হবনাদীন্ নশাংশেন কৃদ্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ১৮

ততস্ত সিক্ককবচঃ পুণ্যাত্মা মননোপমঃ ।

স্পর্কানুর্কুর ভবনে লক্ষ্মীকালী বসন্ততঃ ॥ ১৯

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সত্বৎ ।

অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

ভূর্জৈঃ বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণহাং ধারয়েদ্বদী ।

কর্থে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২১

ঘোষিদ্বারভূজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে ।

বিভ্রুয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্কসিক্রিয়ুতো ভবেৎ ॥ ২২

কাকবক্ষ্যা চ বা নারী মৃতবৎসা চ বা ভবেৎ ।

অন্নরক্যা নটপূজা বহুপূজ্যবতী ভবেৎ ॥ ২৩

কবচতঃ প্রসাদেন জীবন্তুস্তে ভবেন্নরঃ ।

ত্রৈলোক্যং ক্ষেত্ৰভ্যতোব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪

ভূতভৈতপশাচান্চ রাক্ষসা নানবাচ্চ য়ে ।

তং দৃষ্টী প্রপলায়ন্তে দেশাদেশান্তরং প্রবম্ ॥ ২৫

বসিন্ গেহে চ কবচং গ্রাসে বা যদি তিষ্ঠতি ।

তং দেশস্ত পরিত্যজ্য প্রয়াস্তি চাতিদূরতঃ ॥ ২৬

ইতি ত্রিংশদংশিতায়াম্ ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নুসিংহকবচং সমাপ্তম্ ।



## সূৰ্য্য-কৃষ্ণচন্দ্ৰ ।

শ্রীসূৰ্য্য উবাচ ।

শাশ্ব শাশ্ব মহাবাহো নৃণু মে কবচং শুভং ।  
 ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাত্মতং ॥  
 বজ্রভাষা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ কলমাপ্নোতি নিশ্চিতং ।  
 বজ্রভা তু মহাদেবো গণানামধিপোহস্তবৎ ।  
 পঠনাক্ষরপাণ্ডিত্যঃ সৰ্ব্বেষাং পালকঃ সদা ।  
 এবমস্ত্রাদয়ঃ সৰ্ব্বৈ সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য্যমবাপ্নুযুঃ ॥  
 কবচন্ত ঐষিত্র্যস্তা হন্বোহনুষ্টবৃন্দান্তং ।  
 শ্রীসূৰ্য্যো দেবতা চাত্ৰ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ॥  
 কশ আয়োগ্যমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 প্রণবো মে শিরঃ পাতু সুনির্মলৈ পাতু তালকং ॥  
 সূৰ্য্যোহিষ্যমঙ্গনকল্পমাদিত্যঃ কৰ্ণবৃণকং ।  
 অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥  
 হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী ।  
 চন্দ্রবীজং বিনর্গচ্যং পাতু মে শুভদেয়কং ॥  
 ত্র্যক্ষরোহসৌ মহামন্ত্রঃ সৰ্ব্বভয়েষু গোপিতঃ ৷  
 শিরো বহিসমায়ুক্তো কামাক্ষিৰিন্দুভূষিতঃ ॥  
 একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূৰ্য্যন্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 শুভাদশুভভয়ো ময়ো বাহ্যচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ ॥  
 গীৰ্ণাদিপাৰ্ণপর্য্যন্তং সদা পাতু মনুজমঃ ।  
 ইতি ত্বে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু স্মৃতং ॥  
 শ্রীশ্রবঃ কাশ্বিদং নিত্যং ধনায়োগ্যবিবৰ্দ্ধনং ।  
 কুৰ্ভাবিরোগশমনং মহাভ্যাধিক্ৰমশিনং ॥

ত্রিসঙ্খ্যং যঃ পঠেন্নিত্যন্তু যোগী বলবান্ ভবেৎ ।  
 বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্বন্দ্বনসি বর্জতে ॥  
 তত্ত্বং সর্বং ভবত্যেব কবচন্ত চ ধারণাৎ ।  
 কুত-শ্বেত-পিণ্ডাশ্চ যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসা ॥  
 ব্রহ্মদৈত্যশ্চ বৈতালানৈব ঐষ্ট্যুপি ক্ষমাঃ ।  
 হুতাদেবঃ পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ণদাদপি ॥  
 তুর্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাশ্চকুর্ভুজৈঃ ।  
 রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাক বিশেষতঃ ॥  
 ধারয়েৎ সাধকঃ শ্রেষ্ঠৈল্লোক্যবিজয়ী, ভবেৎ ।  
 ত্রিলোহরধ্যগং ক্রুদ্য ধারয়েদক্ষিপে কুজে ॥  
 শিবায়ামথবা কণ্ঠে সোহপি সূর্যো ন সংশয় ।  
 ইতি তে কথিতং শাস্ত্রৈল্লোক্যমজলাভিধং ॥  
 কবচং ছল্লভং লোকে তব হেহাং প্রকাশিতং ।  
 অজ্ঞাত্য কবচং দিব্যং অপেৎ সূর্য্যমন্তরং ॥  
 সিদ্ধিন্ জায়তে তস্য কল্পকোটশতৈরপি ।  
 ইতি ব্রহ্মবাক্যেন ত্রৈলোক্যমজলং নান-ঐসূর্য্যকবচং সমাপ্তম্ ॥  
 ব্রহ্মস্পতেঃ কবচম্ ।

পার্বত্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক ।  
 বস্ত্র প্রদাদান্দেবেশি সর্ববিঘ্নানিধির্ভবেৎ ॥ ২  
 কবীনাং জ্ঞানজননং সাধুনাং সুখদায়কম্ ।  
 অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাঘ্রীভীতিনরাপহম্ ॥ ৩  
 অস্য ব্রহ্মস্পতিবরস্য আদিত্যসকৃৎগীরদ্রীহনঃ ।  
 দেবতা সর্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং অপেৎ যিনিয়োগ ।

অং কং ঙং গং ঘং ঙং আং শিরঃ পাতু গুরুঃ সঙ্গা-  
 ইং চং ছং জং ঙং ঞং কঠং পাতু বৃহস্পতিঃ ॥ ৪ ॥  
 উং টং ঠং ডং ঢং ঙং উং নান্তিঃ পাতু সন্ন গুরুঃ ।  
 এং তং ঙং নং ধং নং ঐং গুরুঃ পাতুদয়ং যম ॥ ৫ ॥  
 ও পং ফং বং ভং মং ওং পাতু বৃহস্পতির্মম ।  
 অঁ ঙং ঙং লং বং লং ঙং সং হং অঃ পাতু সর্বাঙ্গং দেবপূজিতঃ  
 নাসাদি-চক্ষুর্দমনং হস্তপাদৌ দ্বচং কটিম্ ।  
 পাদাঘঃ কেশপর্যন্তং পাতু জীবঃ সর্দৈব হি ॥ ৭ ॥  
 ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীপতে: শুভম্ ।  
 অস্মা প্রপঠনাক্ষেবি কবিজ্ঞানী চ সাধকঃ ॥ ৮ ॥  
 ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বীজমন্ত্রং জপেদু যঃ ।  
 শতলক্ষজপেনাপি তস্য কার্যং ন সিদ্ধিদম্ ॥ ৯ ॥  
 যজ্ঞিসক্যং মহেশানি বিত্তার্থী কবচং পঠেৎ ।  
 পঠনাদু বর্ষমধ্যে হি বিত্তা চ বিপুল্য ভবেৎ ॥ ১০ ॥  
 তুর্জপত্রৈ রোচনয়া লিখিত্বা যন্ত ধারয়েৎ ।  
 ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ ॥ ১১ ॥  
 ইতি ত্রিসাধুসঙ্কলিনীতম্ বৃহস্পতিকবচং সমাপ্তম্ ।

নবগ্রহ কবচম্ ।

অক্ষোবাচ ।

ও শিরো মে পাতু শরীরঃ তপালং রোহিণীপতি ।  
 সুধর্মকারকঃ পাতু কঠঙ্ক শশিনন্দনঃ ॥ ১ ॥  
 বুদ্ধিঃ জীব-সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ ।  
 অষ্টমক শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিভিনন্দনঃ ॥ ২ ॥

পানৌ কেতুঃ সঙ্গা পাতু বার্যঃ সর্কস্বমেব চ ।  
 তিবরোহস্তৌ দিশঃ পাতু নক্ষত্রাণি বশুঃ সঙ্গা ॥ ৩  
 অংকৌ দ্বাদশিঃ সঙ্গা পাতু যোগাশ্চ হৈব্যমেব চ ।  
 এতাং দক্ষাং পঠেদ্বস্ত অক্ষং পুষ্ঠ্যাণি বা পঠেৎ ।  
 স্থচিরায়ুঃ স্থধী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৪  
 যোগাৎ প্রযুচ্যতে যোগী বক্ষো যুগ্ম্যত বক্ষনাৎ ।  
 অক্ষিক গভতে নিত্যং রিষ্টিন্তত ন জায়তে ॥ ৫  
 যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্ত রিষ্টিন্ ধারতে ।  
 পঠনাৎ কবচস্যাত্ত সর্কশাপাৎ প্রযুচ্যতে ॥ ৬  
 যুতবৎসা চ বা নারী কাকবক্ষ্যা চ বা ভবেৎ ।  
 জীববৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ম সংশয়ঃ ॥ ৭  
 ইতি গ্রহবাক্যে নবগ্রহকবচং সমাপ্তম্ ।

### শনেঃ কবচম্ ।

দেবুবাচ ।

কবচং ব্রহ্মা গীতং গ্রহাণাং দেব তৈষব ।  
 ইদানৌ শ্রোতুমিচ্ছামি শনেঃ কবচমুত্তমম্ ॥ ১

দেব উবাচ ।

সর্কতন্ত্রেবু দেবেশি সোপিতং পরমাত্মনম্ ।  
 কবচং দ্বর্জভং লোকে তব দেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥ ২

অন্ত শ্রীশনেঃকবচস্ত গৌতমকবিবিরাটু ছন্দঃ শনৈশ্চরো দেবতা  
 অপেক্ষাকরণে বিনিয়োগঃ ।

ওঁকারং যে শিরঃ পাতু ওঁকারং কণ্ঠদেশকে ।  
 ক্রীং যে হৃদি সঙ্গা পাতু শ্রীং যে পাতু সঙ্গা যুগ্ম্যৎ ।

ও ঐং হ্রীং ত্রীং শনৈশ্চর্যঃ পাতু মে সর্বভঃ হিতম্ ॥ ৩  
 ইতি যঃ কবচং পুণ্যং ধারণেদক্ষিণে ভুজে ।  
 কঠে বা পরমেশানি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৪  
 চিরজীবী ভবেন্নিত্যমরোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫  
 তস্ত তুষ্টিঃ সদা সৌরিঃ পঠেদ্ যঃ স্নানসাহিত্যঃ ।  
 শনৈশ্চরকৃত্য পীড়া নাস্তি তস্ত কদাচন ॥ ৬  
 ইতি ত্রিভঙ্গবামনে দেবীশ্বরসংবাদে শনৈঃ কবচং সমাপ্তম্ ।

রাহোঃ কবচম্ ।

শৃণু দেবি চার্কজি হং মে সর্বস্বরূপিনী ।  
 স্বর্ভানুকবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং ভবেৎ ॥ ১  
 সর্বগ্রহাণাং তেজস্বী নবিতা বীরবন্ধিতে ।  
 শক্তস্তম্রাজ্ছাদয়িতুং যঃ স রাহ্মহাবলঃ ॥ ২  
 স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ ।  
 দহ্যন্তরহরোরাহতেজস্বিত্ব প্রদায়কঃ ॥ ৩  
 সৈংহিকেশস্য কবচধারণাদবরকামিনি ।  
 মহাবীরোহতিবলবান্ মলবিষ্টাবিশারদঃ ।  
 করিকুন্তদারণায়শক্তির্ভবতি পরম্ভি ॥ ৪

অন্য ত্রিমাত্রাকবচস্য বিরূপাক্ষস্বিঃ পঙক্তিক্ষন্দো রাং বীজং উং  
 শক্তঃ স্বর্ভানুকবচতা রাহনহাগ্রহত্রীত্যর্থঃ কবচপাঠে বিনিরোগঃ ।

ও ও আং আং শিরঃ পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্ ।  
 কাং কীং কুং চরণং পাতু আং জৈং উং বাহুবুগ্মকম্ ॥ ৫  
 মাং মীং মাং উদরং পাতু হ্রীং স্বাহা ক্লী কটিং মম ।  
 মহাগ্রহঃ পাতু মে বক্ষঃ যাং বীং যুং লিঙ্গমূলকম্ ॥ ৬

ও ক্লীং ক্লীং মে শুদং পাতু ক্লীং যাহা জাহ্নসংজকম্ ।

অপাদমস্তকং দেবি স্বর্ভানুকবচং প্রিয়ে ।

কবচেনাবৃত্তো যো হি রণমধ্যে বিশেষুদা ।

বায়ুবহ্নিসমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ ॥ ৮

মন্দাহে ব্রাহ্মবেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদৃষদি ।

সমর্চ্যং যঃ প্রকুর্বাতি তস্য স্মিষ্টং বিনুশ্রুতি ॥ ৯

অনাবস্যান্তে মন্দাহে বা বেলা ব্রাহ্মরূপিনী ।

তস্যাং পঠিত্বা নবদ্বা বর্ষং শত্রুবিনাশকং ॥ ১০

অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি ব্রাহ্মমর্চয়তে যদা ।

বিফলং জায়তে সর্বং সাধেকো মৃত্যুমাশ্রয়তি ।

পূজা-জপাদিকং যত্নু সর্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীসামুদ্রকলিনীতন্ত্রে ব্রাহ্মকবচং সমাপ্তম্ ।

## ছুর্গাকবচম্ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শূনু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্ ।

স্মৃতিয়া ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাত্ ॥ ১.

অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি ছুর্গামন্ত্রক যো জপেৎ ।

ন মাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥

ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে ।

গোপনীয়ং প্রবত্নেন সাবধানাবধারণ ॥ ৩

উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী ।

চক্ৰবী খেচরী পাতু কণৌচ স্বারবাসিনী ॥ ৪

ହୁଗୁଳା ନାସିକା ପାଞ୍ଚୁ ବାହୁଂ ସର୍ବସାଧିନୀ ।  
 ଜିହ୍ୱାଂ ଚକ୍ତିକା ପାଞ୍ଚୁ ଶ୍ରୀବାଂ ମୋତାଦିକା ତଥା ॥ ୫  
 ଅଶୋକବାସିନୀ ଚେତୋ ଘୋ ବାହ ବଜ୍ରଧାରିଣୀ ।  
 କର୍ଣ୍ଣଂ ପାଞ୍ଚୁ ମହାବାଣୀ ଜଗନ୍ନାତା ଶୁଭଦ୍ରାୟା ॥ ୬  
 ହୃଦୟଂ ଲଳିତା ଦେବୀ ଉଦୟଂ ସିଂହବାହିନୀ ।  
 କଟିଂ ଜଗବତୀ ଦେବୀ ସାବୁର ବିଦ୍ୟାବାସିନୀ ॥ ୭  
 ମହାବଳା ଚ ଜଞ୍ଜେ ଶ୍ଵେ ପାଦୋ ଭୂତଳବାସିନୀ ।  
 ଏବଂ ସ୍ଥିତାସି ଶ୍ଵେତାଂ ଶ୍ଵେତାଲୋକ୍ୟରକ୍ଷାଦିକା ।  
 ଶରୀରଂ ସର୍ବଗାତ୍ରେଷୁ ଶୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୮  
 ଇତ୍ୟେତଦଂ କବଚଂ ଦେବୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ-କଳାପ୍ରଦମ୍ ।  
 ଯଃ ପଠେଽଽପ୍ୟାତ୍ମନାଂ ସର୍ବତୀର୍ଥକଳଂ ଲଭେଽଽ ॥ ୯  
 ଯୋ ଗ୍ରହେଽଽ କବଚଂ ଦେହେ ତସ୍ୟ ବିଘ୍ନଂ ନ କୁଞ୍ଚିତଂ ।  
 ଭୂତ-ପ୍ରେତ-ପିଶାଚଭ୍ୟୋ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ଧତେ ॥ ୧୦  
 ଯେନେ ରାଜକୂଳେ ବାପି ସର୍ବତ୍ର ବିଜୟୀ ଭବେଽଽ ।  
 ସର୍ବତ୍ର ପୂଜାମାପ୍ନୋତି ଦେବୀପୁତ୍ର ଇବ କ୍ରିତୋ ॥ ୧୧  
 ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବତାରେ ଶ୍ରୀହରିକବଚଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

ଇତି କବଚ-ପ୍ରକରଣ ସମାପ୍ତମ୍ ।

## ব্রত-প্রকরণ ।

### অক্ষয়তৃতীয়াব্রত ।

ব্রতবিধি।—শুক্লাকালে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত আরম্ভ করত প্রতিবর্ষীয় বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত করিয়া পূর্ণাষ্ট বর্ষে উদ্‌যাপন করিতে হয় ।

পূজা।—ব্রতদিবসে পুরোহিত নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক “স্বাঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিত ব্রতকারিণী শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করিবে । যথা.—“বিষ্ণুর্নমোহস্ত বৈশাখে মাসি শুক্রে পক্ষে অক্ষয়াতৃতীয়া-মাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মনোহীর্ষকলপ্রাপ্তিকামা অত্মারভ্য অষ্টবর্ষপর্য্যন্তঃ প্রতিবৈশাখীশুক্লাতৃতীয়ায়াং গণপত্যাदि-নানাদেবতাপূজাপূর্বকসলস্বীকবানুদেবপূজা—-যবযুক্তবজ্রাচ্ছাদিতবারি-পূর্ণকুম্ভদান-ভোজ্যোৎসর্গ—-কথাশ্রবণরূপভবিষ্যপুরাণোক্তাক্ষয়তৃতীয়া-ব্রতমহং করিষ্যে।”

অতঃপর পুরোহিত, হস্ত পাঠ করিলে, ব্রতী কৃতাজলি পুরঃসর—“ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতন্তব । নির্ঝিয়াং সিদ্ধিমাশ্নোতু তৎপ্রসাদাজ্জনর্দন ॥ ও গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যন্তপূর্ণে ব্রহ্ম ময়ে । সাক্ষং ভবতু তৎ সর্বং প্রসাদান্তব কেশব ॥” ইহা পাঠ করিবে ।

অনন্তর পুরোহিত, আসনত্যাগি ও ভূতাপসারণ করত ঘট-



স্থাপন করিয়া—সাধান্যার্থ্যস্থাপনপূর্বক মাষডঙ্ক বলি প্রদান করি  
বেন। পরে ভূতগুহি, মাতৃকান্যাস, বাহুমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম,  
পীঠস্তোত্র ও ব্যাপকস্তোত্র আদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পাত্ৰাদি  
দ্বারা পূজা করিবেন। পরে,—“বাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে  
অঙ্গস্তোত্র ও করস্তোত্র করিয়া কুর্শ্মমুদ্রাব্যাগে সচন্দন পুষ্প লইয়া  
বিষ্ণুর ধ্যান (১৯৮ পৃষ্ঠা ধ্যান প্রকরণ দেখুন,) করত স্বীয় মস্তকে  
হস্তস্থপ্প প্রদান পূর্বক মনসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্যস্থাপন  
করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ অঙ্গস্তোত্রাদি করত ধ্যান করিয়া—“ও  
নমো ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে  
বিষ্ণুর পূজা করিবেন। অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে ও বলভদ্রায়  
নমঃ” এই ক্রমে “ও রুক্মিণ্যে, সত্যভামারৈ, বাহুদেবায়, দেবক্যৈ,  
প্রহ্লাদায়, অনিরুদ্ধায়, বাস্তুপুরুষায়, গন্ধার্যৈ, যমুনায়ৈ, অনন্তায়, ধর্ম্মায়,  
সর্বোভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্বোভ্যো দেবীভ্যঃ।” এইরূপে আবরণ  
দেবতাগণের পূজা করিয়া, ব্রতকারিণী দ্বারা ভোজ্য-উৎসর্গ করাইবেন।

ভোজ্যোৎসর্গ।—প্রথমতঃ “এতে গন্ধপুষ্পে সন্মতোপকরণান্ন-  
ভোজ্যায় নমঃ” এইরূপে সচন্দন পুষ্প দ্বারা তিনবার ভোজ্যের  
অর্চনা করত “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ”  
বলিয়া অর্চনা করত তুরিতে চতুষ্কোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদ-  
পর “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা  
করত কুশল দ্বারা ভোজ্য অভ্যঙ্গন করিয়া দক্ষিণহস্তের অনুরূপ  
স্পর্শ করাইয়া কুশলিঙ্গলিঙ্গিত তাম্রাদি পাত্রে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া  
বাহুহস্ত দ্বারা ভোজ্য ধারণ করত বাক্য করিবে। যথা—

“বিষ্ণুর্নমোহস্ত বৈশাখে মাসি শুক্রে পক্ষে তৃতীয়ান্নাং তিথৌ  
জম্বুকগোত্রা ত্রীমুকী দেবী ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সন্মতোপকরণা-

স্বাস্থ্যোজ্যে ত্রিবিম্বদেবতঃ যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাঙ্গণায়াহং দদে ।  
অতঃপর ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণাও করিয়া ঘটোৎসর্গ করিবে।

ঘটোৎসর্গ।—“এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সাক্ষাদমোপকরণকল্পোপ-  
বীতাদিত্যবহারিণীপূর্ণকৃত্তার নমঃ” ( অস্তান্ত্র মাল্যাদি দ্রব্য থাকিলে  
তাহারও উল্লেখ করিবে ) । “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যয়ে  
ত্রিবিম্বয়ে নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এইৎ-সম্প্রদানায় ত্রাঙ্গণায়  
নমঃ” বলিয়া পূর্ববৎ সচন্দনপুষ্প দ্বারা অর্চনা করত উৎসর্গ  
করিবে । যথা,—

“অত্বেতাদি—অমুকগোত্রা ত্রিযুকী দেবী ত্রিবিম্বপ্রীতিকারী  
ঈদং সাক্ষাদনম্রতোপকরণ যজ্ঞোপবীতাদিত্য-যববৃক্ষবারিণীপূর্ণকৃত্তার্কিঃ  
ত্রিবিম্বদেবতঃ যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাঙ্গণায়াহং দদে ।

অনন্তর ত্রী কৃত্তাঞ্জলি পুরঃসর পাঠ করিবে । যথা,—

“এষ ধর্মঘটো দন্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।

অস্ত্র প্রদানাৎ সফলা মম সন্ত বনোরথাঃ ॥”

ঘটে চন্দন লেপন করিয়া পাঠ করিবে,—

“ঘটঃস্বঃ ধর্ম-রূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পূরা ।

ত্বয়ি লিপ্তে সন্ত লিপ্তাস্তন্দনৈঃ সর্বদেবতাঃ ॥”

অতঃপর কৃত্তাঞ্জলি পূর্বক পাঠ করিবে । যথা,—

“পানীয়ং প্রাণিনাং জাণাঃ পানীয়ং পাবনং বহৎ ।

পানীয়ন্ত প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু দেহিনাং ॥”

পুনরপি বজ্রাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে ।—

“যথা ত্বং শীতলো নিত্যং সম্পূর্ণ-গন্ধবারিণা ।

তথা মামপি সন্তপ্তং শীতলং কুরু ধর্মরাট্ ॥”

অনন্তর ঘটদানের দক্ষিণা করিবে । যথা,—

প্রথমতঃ দক্ষিণা-স্রবাক্ষে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া “মন্ত্ৰেতাং—  
শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকাশনয়া কৃতৈতৎ-সাক্ষাদনোপকরণবজ্রোপবীতাবিত্তববুজ-  
বারিপূর্ণকুন্তদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-  
দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণ্যবাহং দদে।” অনন্তর কথা—

ব্রতকথা ।

যম উবাচ । জলদানস্ত সাহায্যং যস্যস্মৈ কথিতং পুরা । তদহং  
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বস্তো ব্রহ্মবিদাশ্বর । শতানীক উবাচ । আদীদ্বিজাধনঃ  
কশিচ্ ধর্ম্যকর্ম্যবিবর্জিতঃ । আগতস্তদগৃহে রাজন্ ব্রাহ্মণত্বকরাস্বিতঃ ।  
জলং মে দেহি বিপ্রেন্দ্র ইতিপ্রার্থনয়া যুতঃ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ ।  
অয়ং নাস্তি জলং নাস্তি মদগৃহে নাস্তি চাসনম্ । অন্তত্র গচ্ছ  
ত্বর্কুক্ষে জলং পিব্ যথেষ্পিতম্ ॥ তন্ত্ৰ পত্নী সূশীলা চ সুব্রতা  
চ পতিব্রতা । উবাচ স্বামিনং রাজন্ জলং দেহি বিজাতরে ॥  
কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থঞ্চ গৃহাদিকম্ । স্বকীর্যোদরপূর্তিচ্চ কুকুরস্তাপি  
বিজ্ঞতে ॥ এবমুক্তা তন্ত্ৰ পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তিথেরস্তাঃ  
প্রভাবেন তদ্দিনে চাক্ষরাভবৎ ॥ বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে তৃতীয়া  
যাক্ষরাঃ স্তুতা । কদাচিদাযুষঃ শেষে যমদূতঃ সমাগতঃ । যুতা পানং  
গলে নদ্ধা নীত্বা যমপুংসং ততঃ । বিপ্র উবাচ জলং মে দেহি  
ধর্ম্যস্ত ত্বকস্মৈ পরিপীড়িতঃ । জলং দেহীতি ব্রহ্মা বৈ যমদূত  
উবাচ হ । ন দত্তং বারি বিপ্রভাঃ কথং বা প্রাপ্যতে জলম্ ।  
ইতাক্ষয়া যমদূতচ্চ যথাগ্রে চ জ্ঞেবদয়ৎ ॥ যম উবাচ । ত্যাজেনং  
দূত ধর্ম্যস্ত অস্যা পুণ্যফলং শৃণু । বৈশাখে শুক্লপক্ষস্ত তৃতীয়ারাম  
বিধানতঃ । অস্ত পত্নী সূধর্ম্যস্তা ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তদানন্ত্য  
পুণ্যেন নরকঞ্চ নিবর্ততে ॥ দূত উবাচ । অক্ষরায় তিথির্নাস্ত

‘ কিং কৰ্ত্তব্যং বদ প্রভো ॥ যম উবাচ । হানং দানং তপো হোমঃ  
 স্বাধ্যায়-পিঠ-তর্পণম্ ॥ বিষ্ণুপূজা চ বিধিবদ্ভক্ত্যবশ্যমুদাহৃতম্ ॥  
 ত্বক জন্মান্তরং প্রাপ্য বিষ্ণুং সম্পূজ্য যত্নতঃ । তুচ্ছা মনোরথান্  
 ভোগান্ বিষ্ণুলোকমবাসাদি ॥ দূত উবাচ । যা চাক্ষর্য্য তিথিঃ  
 প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুপূরং শুভম্ । তদ্বিধানং মহারাজ বন্ধু ময়ি শ্রুতম্ ॥  
 যম উবাচ । বৈশাখশ্রু সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম । বিষ্ণুমভার্গ্য  
 বিধিবদ্-বৎসরাষ্টৌ সমাচরেৎ ॥ সম্পূর্ণে চ ত্রতে তত্র প্রতিষ্ঠাষাচ-  
 রেত্ততঃ । এবমুক্তা ধর্ম্মরাজস্তদ্রৈবাস্তরধীয়ত । ততো জন্মান্তরং  
 প্রাপ্য স বিপ্রো বৈষ্ণবোহভবৎ । ধর্ম্মশ্রুত কৃতশ্রুত বিবেকী  
 দানতৎপরঃ ॥ জাতিশ্রয়া দয়ালীলা তশ্চ ভাৰ্য্যা চ সাতবৎ । অক্ষয়ায়াং  
 ব্রতং কৃৎস্না সম্পন্নীকো দিবং যযৌ ॥ ব্রহ্মশাস্ত্রপ্রভাবেণ বিষ্ণুবল্লভতামিষাৎ ।  
 এবং করোতি যা নারী নরো যাপি সুসংযতঃ ॥ ইন্দ্র-লোকং সমাসাশ্র  
 বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তাক্ষরতৃতীয়াব্রতকথা  
 সমাপ্তা ॥

অতঃপর ব্রতের দক্ষিণা করিবেন । যথা,—“অন্ত্যেত্যাদি  
 কৃতৈতদক্ষয়-তৃতীয়াব্রতাদী-ভূতসলক্ষীকবাহুদেবপূজাকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠাধঃ  
 দক্ষিণামেতৎকাঞ্চন-মূল্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
 ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।” অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন ।

### ষট্-পঞ্চমীব্রতম্ ।

প্রথমঃ সন্তি বাচস্বিতা “ঐ স্বর্ঘ্যঃ সোমো” ইত্যাদি পঠিত্বা সঙ্কল্পঃ  
 কুর্যাৎ যথা—বিষ্ণুয়েঃ তৎসদন্ত মাষৈ নাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথ্য-  
 বারভ্যা ষড়্-বর্ষং যাবৎ প্রতিমানীয়তুরূপঞ্চম্যাং তিথৌ অম্বুকগোত্রা  
 শ্রীমম্বুকী দেবী ধনধান্য-পুত্রসৌভাগ্যারোগ্যশান্তি-পূর্ব্বক—বিষ্ণুলোক-

গমনকামা গণেশাদিনানাদেবতাগূজাপূর্বক-লক্ষ্মীক-নারায়ণপূজাতৎ-  
কথাশ্রবণরূপযটপঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে । ইতি সৰুয়া, সূক্তং পঠেৎ ।  
ততঃ কৃতাজলিঃ পঠেৎ । ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং  
পুন্নতন্তব । নিৰ্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমা.প্রাপ্তু স্বপ্রসাদাজ্জনাদিন । ওঁ  
গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যতপুর্নে বহঃ স্মিয়ে । সিদ্ধিৰ্ভবতু তৎসৰ্বং  
স্বপ্রসাদাৎ কৃপাময় । ততো ভূতানপসার্যাসনতুচ্ছাদিকং কুর্য্যাৎ ।  
ততঃ পাণাক্ষরালিকৈত্যাদিনা লক্ষ্মীং ধ্যায়া মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য  
স্বামেহংধ্যাপনং কুর্য্যাৎ । ততঃ পুনর্ধ্যায়া যথালক্ষি পাদ্যাদিভিঃ  
পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপ্ত্যা জপং সমৰ্প্য প্রণমেৎ । ততঃ ওঁ ধ্যায়ঃ  
সদা ইত্যাদিনা নারায়ণং ধ্যায়া সম্পূজ্য মূলমন্ত্রং জপ্ত্যা জপং  
সমৰ্প্য প্রণমেৎ । ওঁ মমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণহিতায় চ ।  
অগচ্ছিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ততো ভোজ্যমুৎসৃজ্য  
কথাং শ্রুত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।

অথ কথা ।—সুত উবাচ । নারদস্তীর্থযাত্রাসু নদীপুলিনসংস্থিতঃ ।  
অপশ্রুৎ স্ত্রীসংসূহঞ্চ ক্রন্দিতুং দুঃখিতং ততঃ ॥ তাসাং হুঃস্ববিনাশার্থঃ  
যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ । বিনয়া-দ্রুপসংগম্য কিঞ্চিদধুয়স্মা গিরা । লক্ষ্ম্যা  
সহ সমাসীনং বিষ্ণুং পপ্রচ্ছ সাদরং ॥ নারদ উবাচ । কেনোপারেন  
ভগবন্নারী হুঃখং ন বিন্ধতি । সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্য মারোগ্যা-  
ক্ষাধিগচ্ছতি । ইহ লোকে সুখং ভুঙক্তে ভৰ্জ্বকঃস্থলস্থিতা । তদহং  
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্রিহি মে গরুড়ধ্বজ ॥ ইত্যুক্তো বাধবশ্চক্রে লক্ষ্মীমুখ-  
নিরীকগম্ । ইঙ্গিতজ্ঞা ততঃ পদ্মা পদ্মপত্রায়তেকণা । বলভাজাং  
পুংস্কৃত্য স্ত্রীতা ব্রতমুবাচ হ । লক্ষ্মীকবাচ । যটপঞ্চমীব্রতং সব্যাক  
শ্রুত্বাং পাপনাশনং । সৌভাগ্যারোগ্যসৌন্দর্য্য পুত্রপৌত্রধনপ্রদং ।  
যটপঞ্চমীব্রতং নাম যা কৰোতি পতিব্রতা । সপ্তদীপেধরপত্নী সা ভবেন্নাজ

সংশয়ঃ ॥ অহং তস্তা গৃহে নিত্যং বধা নারায়ণে হিরা । ব্রতেনানেন  
 দেবেণ চক্ৰা নিশ্চলা স্বয়ং রূপবোদনসম্পন্ন সৰ্ব্বভয়হরকৃতি । শতীব  
 পুরুষতস্ত বতীব মদনস্ত চ । হরস্ত চ বধা গোবী অহং নারায়ণে  
 বধা । তথা সা পতিনা সাক্ষং সুখিনী নিবসেদ্ধনে । মাষে বাসি  
 সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভা ভবেৎ । তস্তানারতা কৰ্ত্তব্যং বৎসরান্  
 ষড়্ ব্রতোত্তমং । বিধানাং তস্ত বক্ষ্যামি শৃণুহুঃ স্মরামহিতঃ । প্রতি-  
 মাসস্ত পঞ্চাং স লক্ষ্যকং ধনান্নিনং । পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পান্তৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ  
 পুণ্ড্রিধৈঃ । আশ্বিনমলবণং হবিষ্যেণ দ্বয়তথা । পঞ্চমে কলমদ্রীয়াং যষ্ঠে  
 কুৰ্ঘ্যাহুপোষণং ॥ সৰ্বদেবার্চনং ছোমং লক্ষ্মীনারায়ণার্চনং । গন্ধপুষ্পাদি-  
 ভির্ভোজ্যং বাসি বাসি প্রদাপয়েৎ ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দস্তাং তাবুলৈঃ  
 সুপরিষ্কৃতৈঃ ॥ এবং কুৰ্ঘ্যাহু যা নারী শৃণুহুঃ স্মরামহিতঃ ॥ সা শতকুল-  
 মুক্তা বিকুলোকমবাপ্নুয়াৎ । যষ্ঠে প্রতিষ্ঠা কৰ্ত্তব্য তোজয়েদ্ দ্বাদশ  
 দ্বিজান্ । কুৰ্ব্বা শৃঙ্গীং সবৎসাং গাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ । ষট্ পঞ্চমীব্রতং  
 সম্যক্ যা কৰোতি পতিব্রতা । স্বাস্থ্যসংশয়ং তস্তা গৃহে চাপি  
 সুনিশ্চলা । যথেক্সাণী মহেন্দ্রস্ত লক্ষ্মী-লক্ষ্মীপতেৰ্ঘা । গিরিশস্ত  
 বধা গোবী সাপি উৰ্দ্ধুৰ্ভবেতথা । পূজ্যপৌত্রধনৈশ্চৰ্য্যাদং ষট্ পঞ্চমী-  
 ব্রতং । যথোক্তবিধিনানেন তস্মাৎ কুৰ্ঘ্যাং প্রব্রুতঃ ॥ নারদস্ত কথাং  
 শ্রদ্ধা শুবমেতদুদৈরহঃ । নবমস্ত্যং সদা দেবি পূজ্য হং হি নমো  
 নমঃ ॥ এবং বিধি-বিধানেন যা কৰোতি ব্রতোত্তমং । লভতে  
 স্বামিসৌভাগ্যং লক্ষ্মীসুতা গৃহে হিরা । তন্তঃ স্ত্রীণাং হিতার্থায়  
 মুনির্না কথিতং ক্রিতৌ । তন্তো ভূপতিস্তি সাক্ষং রাজ্ঞী চৈব  
 ব্রতং চরেৎ । ষট্ পঞ্চমীব্রতং নাম সৰ্ব্বপাপপ্রাণনং । কৰ্ত্তব্যঞ্চ  
 সদা তন্তয়া ষড়্ বর্ষং ব্রতযুক্তমং । নাপি দুঃখং নৈব শোকং ন চ  
 রোগমবাপ্নুয়াৎ । সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তা বিকুলোকে মহীরতে ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা ষট্ পঞ্চমীব্রতকথা সমাপ্তাঃ ॥

## । ଯତ୍ନ-ବ୍ରତ ।

ବ୍ରତର ପୂର୍ବଦିବସ ସଂସର କରିବା, ତତ୍ପର ଦିବସ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକ୍ରିୟା ସମାପନାନ୍ତେ କର୍ତ୍ତା ଶୁଦ୍ଧାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୁଏ, କୃତ-ନିତ୍ୟକ୍ରିୟା ସ୍ମରଣାଦି ଆଚରଣପୂର୍ବକ ସ୍ବାଦିବାଚନ କରତ “ସୂର୍ଯ୍ୟାଃ ସୋରୋ” ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦି କରାଇବା ସଂକଳ୍ପ କରାହୁଏ ।

ସ୍ବା, “ବିଷ୍ଣୁନିର୍ମୋହଃ ତାନ୍ତେ ସାମି କୃଷ୍ଣେ ପଞ୍ଚେ ଅର୍ଥସାମ୍ବିତ୍ତୋ ଅମୁକପୋତ୍ରଃ ଶ୍ରୀଅମୁକ ଦେବଶର୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପ୍ରିୟକାମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତବ୍ରହ୍ମ କରିଷ୍ୟେ ।”

ଅତଃପର ସଂକଳ୍ପ-ସ୍ମୃତି ପାଠ କରିବା କୃତାଞ୍ଜଳିପୂର୍ବକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ପାଦି କରିବେ । ସ୍ବା —

“ଧର୍ମାୟ ଧର୍ମେଷ୍ଠାୟ ଧର୍ମପତ୍ରେ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ । ବାହୁଦେବଂ ସମୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ ସର୍ବପାପଂଶ୍ରାନ୍ତୟେ । ଉପବାସଂ କରିଷ୍ୟାମି କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀଂ ନଭଞ୍ଚହମ୍ । ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀଂ ଦେବୀଂ ନଭଞ୍ଚଜ୍ଞାନରୋହିଣୀମ୍ । ଅର୍ଚ୍ଚନାସ୍ତୋପବାସେନ ଶୋକୋହଞ୍ଜୟତ୍ତେନି ॥ ଏନମୋ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ । ଯଦ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀବୋନିଜମ୍ । ତନ୍ମେ ସୁଖହୁଃ ସଂ ଶ୍ରୀହି ପତିତଂ ଶୋକମାଗରେ ॥ ଆଜୟାବରଣଂ ଯାବଦ୍ ଯନ୍ମୟା ହୁତଂ କୃତଂ । ତଂ ଶ୍ରୀନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନାମ ପରମେଷ୍ଠର ॥”

ଅତଃପର ଅର୍ଚ୍ଚନାଦି ସମୟେ ଶୁଦ୍ଧାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଚରଣ କରିବା ସ୍ବାଦିବାଚନାଦି କରତ ସାମାନ୍ତାର୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଆସନଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତଶୁଦ୍ଧି ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକାଦି କରିବା ଗଣେଶ, ଶିବାଦିନକ୍ଷତ୍ରଦେବତା, ଆଦିତ୍ୟା-ଦିନବଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଦିକ୍ପାଳ ଓ ଋଷାଦି ଦଶାବତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଦି ଦେବତାଗଣେ ପୂଜାପୂର୍ବକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ କରଣାଦି କରିବା କୁର୍ଷ୍ଣ ସୁଦ୍ଧା-ସାଗେ ସନ୍ତନନ ପୁଷ୍ପ ଲୁହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ । ସ୍ବା,—

“ও মাঞ্চানি বালকং হুন্তং পৰ্বাতকং তনুপান্নিনম্ ।

শ্রীবৎসবন্ধঃ পূৰ্ণাজং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া পুষ্পগৌরী-মন্তকে দ্বারা মনসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থাঙ্গানপূর্বক আহারশক্যাদি পীঠপূজা করিবেন (বাস দেখুন) । অনন্তর পুনরায় অঙ্গভাস ও কর্ণভাস পূর্বক ধ্যান করত আবাহন করিয়া ঘোড়শোণচারে পূজা করিবেন । পূজার অন্তান্ত সমস্ত দ্রব্যই “ও ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া দিতে হয়, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ মন্ত্র দ্বারা তত্তৎ দ্রব্য-প্রদান করিতে হইবে । যথা,—

অর্ঘ্যমন্ত্র ।—“ও যজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবার গোবিন্দায় নমো নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ও ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।”

স্রাবীয় মন্ত্র ।—“ও যোগার যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবার গোবিন্দায় নমো নমঃ । ইদং স্রাবীয়ং ॥”

নৈবেদ্য মন্ত্র ।—“ও বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবার গোবিন্দায় নমো নমঃ । ইদং নৈবেদ্যং ।”

অন্তঃপর “ও নমো দেবৈশ্চ শ্রিতৈ নমঃ” এই মন্ত্রে যথান্তি উপচারে শ্রী পূজা করিবেন । অনন্তর যথান্তি জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া, বহুধারা প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নাকীচ্ছেদ ভাবনা করত “ও যঠৈ নমঃ” বলিয়া যষ্টিদেবীর পূজা করিবে । পরে শ্রীকৃষ্ণের ভাতকর্ম, নিজ্জামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া-করণ, উপনয়ন, এবং বিবাহ কার্যাদি মনে মনে চিন্তা করিবে । পরে—“ও দেবৈশ্চ নমঃ” এইক্রমে—“বহুদেবার, যশোদাটৈ, যোহিতৈশ্চ, নন্দায়, চণ্ডিকাটৈ, দক্ষায়, পর্গায়, চতুর্ধুধায়, “এই সমস্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবেন ।



অনন্তর অশাখোক বিধানে বহিঃস্থাপন করিয়া, একত কৰ্ম্মা-  
য়ন্তে দ্রুতবৃত্ত বক্তব্যবীর পুপ বা সরিধ, দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে  
বধাশক্তি হোম করিবেন । যথা,—

“ও মৰ্ম্মার ধৰ্ম্মেশ্বরায় ধৰ্ম্মপতয়ে ধৰ্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো  
নমঃ বাহা ।”

অনন্তর পুপ, চন্দন, জল দুৰ্কা ও আতপতগুল দ্বারা  
মন্ত্ৰে অৰ্ঘ্যস্থাপন করত উপবিষ্ট হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চন্দ্রোদয়ে  
অৰ্ঘ্যপ্রদান করিবেন । যথা,—

“ও কীরোদার্পবসন্ত অজিনেত্রসমুদ্ভব । গৃহাপাৰ্থ্যে শশাঙ্কদং  
মোহিনীয়া সহিতো নমঃ ॥ ও সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে  
সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

অতঃপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চন্দ্রকে নমস্কার করিবেন । যত্র যথা,—

“ও জ্যোত্স্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ । নমস্তে  
মোহিনী কান্ত সুধাবাস নমোহস্ত তে ॥ ও নভোমণ্ডলদীপায়  
শিরোরত্নায় ধূৰ্জটেঃ । কলাভিৰ্দ্ধবানায় নমঃচন্দ্রায় চান্দ্রে ॥”

অনন্তর বক্ষ্যমাণ স্তোত্র পাঠপূৰ্ব্বক ত্রিকৃত্যক প্রণাম করিবেন ।  
যথা,—“ও অনঘং বামনং শৌর্যং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং । বাসুদেবং  
জয়ীকেশং বাধবং বধুহৃদনম্ ॥ বরাহং পুণ্ডরীকাকং নৃসিংহং দৈত্য-  
হৃদনম্ । দ্বাবোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ ॥ গোবিন্দচূড়ং  
কৃষ্ণকনকপরাভিতম্ । অধোকজং জগদ্রাণং সৰ্গকৃত্যন্তকারিণম্ ॥  
অনাদিনিগদ্যং বিকুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্ । নারায়ণং চতুৰ্ভূজ  
শাখচক্রসূদধরম্ ॥ শীতান্বরগরং নিত্যং বনমালাবিকূবিতম্ । শ্রীবৎ-  
সাহং জগৎসংকটং ত্রিকুণ্ডং শ্রীধরং হরিম্ ॥ প্রপদ্যেহং সদা  
দেবং সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে । প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং অগণপতিম্ ॥

আহি বাং সূর্যদেবেণ হুয়ে সংসার সাগরাং । আহি বাং সূর্যপাশ  
 হুংখশোকার্ণবাং প্রভো ॥ সূর্যলোকেশ্বর আহি পতিতং বাং ভবার্ণবে ।  
 দেবকীনন্দন শ্রীশ হুয়ে সংসার সাগরাং । আহি বাং সূর্যহুংখ  
 রোগশোকার্ণবাঙ্করে ॥ দুর্গতাং আরসে বিষ্ণো যে শ্রবন্তি স্কৃত-  
 স্কৃতং । সোহিং দেবাত্তিহুর্কৃত্তাহি বাং শোক সাগরাং ॥ পুঙ্করাক  
 নিম্নোহং হং মারাবিজ্ঞান সাগরে । আহি বাং দেবদেবেণ ভুজো নাভেহন্তি  
 বক্ষকঃ । যথাল্যে যচ্চ কোমারে বাক্কো যচ্চ বোবনে । তৎ  
 পুণ্যং বুদ্ধিমান্নোতু পাপং হই হলায়ুধ ॥”

অনন্তর গীতবাখাদি উৎসব দ্বারা রাত্রি যাপন করিবেন ।

পুরোহিত পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম সমাপনান্তে আসনো-  
 পবিষ্ট হইয়া আচমনাদিপূর্বক যথাবিধানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত  
 দুর্গার পূজা করিয়া কথাস্রবণ করাইবেন । পরে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি  
 করাইবেন । তৎপরে “ও সুবর্ণাদি চ যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণো যে  
 শ্রীরতাং হরে” বলিয়া ব্রাহ্মণাদিগকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া “ও যং  
 দেবং দেবকি দেবী বসুদেবাদজীজনং । ভৌমস্য ব্রহ্মণো ভূম্যৈ  
 তস্মৈ ব্রহ্মাশ্বনে নমঃ ॥ সুব্রহ্মবসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।  
 শান্তিরস্ত শিবকান্ত উক্তা বিত্তান্ বিসর্জয়েৎ ॥” এই বলিয়া  
 ব্রাহ্মণসকলকে বিদায় করিবেন । সমাপনমন্ত্র যথা,—“ও কৃত্যায়  
 ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসমুদায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।”

### অতকথা ।

একদা শ্রীকৃষ্ণাচার্য্যঃ বশিষ্ঠং বৃনিসত্তমং । রাজ্যং দিলীপঃ  
 পপ্রচ্ছ বিনয়বনতঃ সুখীঃ । দিলীপ উবাচ । তাজে বাস্যসিভে  
 পক্ষং বয়্যং জাতো জনাৰ্দ্ধন্যঃ । তদহং প্রোক্তমিচ্ছামি কথয়স্ব  
 মহায়ুসে । কথং বা ভগবান্ কাতঃ শঙ্কচক্ৰ-সদাধরঃ । দেবকী

জঠরে জন্ম কিং কৰ্ত্ত্বং কেন হেতুনা ॥ বশিষ্ঠ উবাচ । শৃণু  
 রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনাৰ্দ্ধনঃ । পৃথিৱ্যাং ত্ৰিদিবং ত্যক্তা  
 ভবতে কৰ্ম্মমাশ্ৰমঃ । পুৰা বহুধৰা হ্যসীৎ কংসারামমতংপরা ।  
 স্বাধিকার-প্রমত্তেন কংসদুতেন তাড়িতা । ক্ৰন্দিতা লজ্জিতা সাপি  
 যযৌ ঘৃণিতলোচনা । যত্র তিষ্ঠতি দেবশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ ।  
 কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ভবেদময়ং । বাস্পধারাং প্রবৰ্জ্যতীং  
 বিবৰ্ণাং চাবমানিতাং । ক্ৰন্দিতাং তাং সম্যালোক্য কোপেন ক্ষুরিতাধরঃ ।  
 উময়া সহিতঃ সৰ্বৈর্দেববৃন্দৈরমুদ্রিতঃ ॥ আজগাম মহাদেবো  
 বিধাতুৰ্ভবনং কৃষা । গতা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংস-নিমিত্তকম্ ॥  
 উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ । ত্রৈলোক্যং তদ্বচং  
 শ্রুত্বা গম্ভঃ প্রাক্রমতাস্বতঃ ॥ ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ স্থপ্তঃ স  
 ভূজগোপরি । হংসপৃষ্ঠে সমাক্রম্য হরৈরন্তিকমায়যৌ ॥ তত্র গতা  
 হৰিঃ ধ্যাৱা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ । সংযুক্তঃ স্তোতি তং বাগ্ভিৰ্বৰ্ণ্য-  
 ভিক্ষীগৃহিণাং বরঃ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে ।  
 জগৎপালনকর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্ত তে ॥ ইতি তেবাং স্তুতিং  
 শ্রুত্বা প্রত্যাৱাচ জনাৰ্দ্ধনঃ । সৰ্বান ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্টা ভবতামাগমঃ  
 কথম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ । শৃণু দেব জবদ্রাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ । কথয়ামি  
 সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকপালক ॥ শূলপাণিবরোদ্যতঃ কংসদ্বাজো  
 দ্ব্যহসদঃ । বহুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা ॥ বরং দত্তা  
 পূৰ্বাপুত্রো মায়য়া স প্রবকিতঃ । ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা  
 ন ভবতি তব ॥ তস্মাদ্ গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হস্তং দ্ব্যহসদম্ ।  
 দেবকীজঠরে জন্ম লভ্য গতা চ গোকুলম্ ॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো  
 দেবঃ প্রত্যাৱাচ পশোঃ পতিম্ । পার্শ্বতীং দেহি দেৱেশ জম্ব  
 স্থিরাগমিষ্যতি ॥ উময়া বহুৱা সাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরঃ । উদ্বিষ্টা বহুৱাক্ষে

প্রয়াণঃ কংসনাশনং । পুনরবকীৰ্ত্তনং । জন্ম মেতে তত্র গদাপরঃ ।  
 যশোধা কুক্ৰিমধ্যস্থা শৰ্ম্মাণী যুগলোচনা । নববাসান্ত বিজ্ঞান্য কুন্সে  
 নবদ্বিমাধিকান্ । জ্ঞান্নে যান্ত্রসিতে পক্ষে অষ্টবীসংজ্ঞিতে তিথৌ ॥  
 রোহিণীতারকাযুক্তা বজ্রনী ঘনঘোরিতা । ধুম্বোনৌ তরিদ্বয়ুজ্ঞে  
 বাতে বৰ্ধতি শোভনে ॥ বৈষ্ণবীসারয়া নিদ্রাং গতঃ সৰ্ব্বৈ চ  
 রক্ষকাঃ । তত্রান্তরে নিশাচ্ছে তু রোহিণীসংযুক্তে তিথৌ ॥ তত্ৰাঃ  
 জাতো জগন্নাথঃ কংসারিবৃদ্ধদেবজঃ । বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদা-  
 জীজনং সূতাম্ ॥ পুত্রঃ চতুর্ভুজঃ শ্রামঃ শম্বাভাযুধসংযুতম্ ।  
 পদ্মজাতং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলেক্ষণম্ ॥ রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং  
 শম্ভচক্রগদাধরং । তদা ক্রন্দিত্বায়েতে দৃষ্টা চানকজুদুভিঃ । কংসরাজ-  
 ভয়াৎ জাহি উবাচ দেবকী তদা ! অভ্যাদাকাশবাণী চ তত্রৈব  
 সময়েহপি চ ॥ বৈরাটঃ গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র যথা নন্দনিষেকতনম্ ।  
 সূতং দদ্য যশোদায়ে সূতাং তত্ৰাঃ সমাময় ॥ তাং দৃষ্টা কংসরাজোহপি  
 সভায়াং ন হনিষ্যতি । তস্য বাক্যং সমাকৰ্য্য বিজপ্রেষ্ঠোহতিষ্ঠঃশ্রিতঃ ।  
 অক্কে কুমারবান্দায় বৈরাটাতিসুখং যযৌ ॥ যমুনা জলসংপূর্ণা তৎ-  
 পথে মধ্যবর্ধিনী ॥ অতিশ্রোতা মহাবীৰ্যা সূতীক্ষা তরকারিণী ।  
 তাং দৃষ্টা তত্ৰাটে হিহা কুমারমবলোকয়ন্ ॥ বসুমেবোহতিতুঃখার্থৌ  
 বিলোল-চেতনোহভবৎ । কিং করোমি ক গচ্ছামি বিধিনাজাপি  
 বঞ্চিতঃ ॥ কণ্ঠমস্ত গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্ ॥ হরিণা তত্র  
 সানন্দং সারঙ্গা বঞ্চিতঃ পিতা ॥ কণ্ঠমাজঃ তটে হিহা যমুনামবলোকয়ন্ ।  
 তেন দৃষ্টা ততঃ সাপি ক্লীণা জাহুবহাভবৎ ॥ শিবান্ধর্পণ গচ্ছন্তী  
 দেবী তু যমুনাজলে । তাং দৃষ্টা স্পষ্টচিত্তঃ সন্নবলম্ব্য সন্নিবলে ।  
 সার্যং কৃৎ জগন্নাথঃ পিতুরঙ্গাঙ্কলোপতৎ ॥ তং সূতং পতितং  
 দৃষ্টা সূর্য্যজাজীবনে বিজঃ । তদা ক্রন্দিত্বায়েতে জালে স বজ্রেন

করম্ ॥ বিবিনা বৈব্রিণা হ্রদ ঋষিতোহহং প্রবর্তিতঃ । ত্রাহি-  
 বাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম ॥ জনকং ক্রম্ভিত্বং দৃষ্টা  
 কংসারিঃ কুপরাধিতঃ । জনকীড়াং সমাচার্য্য পিতুরুহেবসং পুনঃ ॥  
 তথা তেন বিজপ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দহৃদয়ম্ । সূতং দত্তা যশোদাতৈ সূতাং  
 তস্তাঃ সমানয়ং ॥ সূতামহে কথমপি গৃহীত্বানকল্পদুভিঃ । নিজাগারং স্বয়ং  
 প্রাপ্য পুনঃ প্রতাপিতা সূতা ॥ দেবকী চ প্রাহতেতি বার্তা প্রাপ্তা  
 সুরারিণা । আনেতুং প্রোষিতো দূতঃ সূতং হৃহিতরং তু বা । আগত্য  
 কংসদুতোহসৌ সূতাং নেতুং প্রচক্রেব । বলাদঙ্কাং সমাকৃষ্য দেবকী-  
 বনুদেবরোঃ । কংসদুতো গৃহীত্বা তাং কংসারাদর্শয়ং পুনঃ ॥ তাং  
 দৃষ্টা কংসরাজোহপি সত্তরোহভূদব্রাসদঃ । তন্তুকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দু-  
 লদৃশাননাং ॥ দৃষ্টা কংসং বিহসন্তীং বিদ্যাৎফুরতলোচনাং । আদি-  
 দেশাসুরপ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শিলোগরি । আচ্ছাং লঙ্কাসুরাস্তস্ত  
 নিশ্চেষ্টুং তাং প্রবর্তিতাঃ ॥ বিদ্যাঋপথরা গৌরী জগাম শকরাস্তিকম্ ।  
 অন্তরীক্ষে জগং স্থিত্বা সুরারিঃ প্রোহ পার্বতী ॥ হস্তং দ্বাং  
 গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ ॥ তত্রাতিষ্ঠজগন্নাথঃ কংসারিঃ  
 সুরকৃত্যকৃৎ । ক্রৌড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসনো হি সঃ ॥ প্রাপ্ত-  
 মাত্রেণ তং কংসং জবান জগদীশ্বরঃ । এতন্তে কথিতং রাজন্  
 বিষ্ণোজন্মদিনব্রতং ॥ য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা বা চ নারী হরে-  
 ব্রতং ॥ প্রাপ্নোত্যৌষধ্যা মতুলমিহলোকে যথোচিতং । অন্তকালে  
 হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদ্বীপ-  
 সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবতথ্য সাধারণ ॥

অন্তঃপন্ন দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নবধারণ কল্পিয়া পারণ করিবেন ।

পারণ মন্ত্র ।—“ও সর্বায় সর্বৈশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায়  
 গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

## দুর্কীর্ষী-ত্রুত ।

বিধি।—যে পতিত্রুতা নারী তাত্রাসের শুক্লাষ্টমী ত্রিধিতে দুর্কীর্ষীত্রুত আচরণ করে, তাহার বংশপরম্পরা সপ্তপুরুষ পর্যন্ত কম পার না এবং দুর্কীর জ্ঞান নিত্যই তাহার কুল গ্রন্থত ও বিবর্জিত হইতে থাকে ।

তাত্রাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ত্রুত আরম্ভ করিয়া ঐতিবর্ষীয় তাত্রশুক্লাষ্টমীতে ত্রুতাহুষ্ঠান করত অষ্টমবর্ষে উদ্যাপন করিতে হয় । এই ত্রুতে ভোর ধারণ করিতে হয় এবং অষ্ট প্রকার ফল দিতে হয় ।

পূজা-ক্রম।—কৃতনিত্যক্রিয় পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া, আচমন পূর্বক স্ততিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ত্রুতকারিণী দ্বারা সঙ্কল্প করা হইবে যথা,—

“বিকুনবোহস্ত ত্রায়ে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাণ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিপ্রাপ্তিকামা ( শ্রীবিষ্ণু-শ্রীভিক্কা বা ) অজ্ঞারজ্য অষ্টবর্ষং যাবৎ ঐতিবর্ষীয়তাত্রশুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজা-পূর্বকদুর্কীর্ষীসহিত-বিষ্ণুপূজা-ভোজ্যোৎসর্গ-কথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্তদুর্কীর্ষী-ত্রুতমহং করিষ্যে ॥”

অনন্তর পুরোহিত স্তুত পাঠ করিবেন । ত্রুতারম্ভবর্ষে ত্রুত-কারিণী কৃতাজলি হইয়া—“ইদং ত্রুতং মমা দেবী গৃহীতং পুরতত্ত্বত । নির্কিঙ্করাং সিদ্ধিমাশ্নোতু স্বংপ্রসাদাজ্জনাৰ্ছন ॥ গৃহীতেহস্মিন্ ত্রুতে দেব যতপূর্ণে যহং ত্রিষে । তন্মে সম্পূর্ণতাং বাহু প্রসাদাতিব কেশব ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।

অতঃপর পুরোহিত সমাজার্থ্য ও আসনভুজ্যাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি, পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইত্যাদি দশদিকপাল ও

ସଂସ୍ଥାଦି ନିର୍ବାସନାର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାଗଣେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଅସମ୍ଭାସ  
ଓ କରନ୍ତାସ କରତ ଯଥାସକ୍ତି ଉପଚାରେ ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା କରିବେନ ।  
ଧ୍ୟାନ ଯଥା,—

“ନୀଳୋତ୍ପଳ-ଦଳଦ୍ବୀପଃ ଚତୁର୍ଭୁଜଃ କିରୀଟିନଃ । ମହାଚକ୍ରଗଦାମୟ-  
ଧାରିଣଃ ସନ୍ତୁଳିନଃ ॥ ଶ୍ରୀସଂସନକ୍ଷଣେତଃ ପ୍ରିୟା ବାସ୍ୟା  
ସମସ୍ତିତଃ ।”

ଏହିରୂପେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂଜା କରତ ଆବରଣ ଦେବତାମଣେ  
ପୂଜା ପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା କରିବା ଦୁର୍ବାର ପୂଜା କରିବେନ ।

ଦୁର୍ବାର ଧ୍ୟାନ ।—“ନୀଳୋତ୍ପଳ-ଦଳଦ୍ବୀପଃ ସର୍ବଦେବସିରୋଧୃତଃ ।  
ବିଷ୍ଣୁଦେହୋତ୍ତ୍ବଂ ପୁଣ୍ୟାବତୃତରତିଷ୍ଠିତଃ । ସର୍ବଦେବାଦିତ୍ୟଃ ଦୁର୍ବାରାମୟଃ  
ବିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଃ ॥ ଦିବ୍ୟସନ୍ତାନସନ୍ଦାତ୍ରୀଃ ସର୍ବାର୍ଥକାମୋଦୟଃ ॥”

ଏହି ଧ୍ୟାନ କରିବା କୃତାଞ୍ଜଳି ଖୁରୁମୟ—“ଐ ଦୁର୍ବେନ୍ଦୁତନାସି  
ବନ୍ଧିତାସି ସୁରାହ୍ନିତଃ । ମୋହାଗା ମନ୍ତ୍ରତଃ ଦତ୍ତା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଉବ ॥  
ଯଥା ଶାଖାମ୍ରାଣାତିବିଭୂତାସି ସହୀତଳେ । ତଥା ସର୍ବାପି ସନ୍ତାନଃ  
ଦେହି ଦୁର୍ବରାବୟବଃ ॥”

ଏହି ସତ୍ତ୍ବ ପାଠ କରିବା—“ଐ ଦୁର୍ବାରୈ ନମଃ” ଏହି ସତ୍ତ୍ବେ ହୃଦ୍ଦ୍ବ୍ୟା  
ଦୁର୍ବାରୈ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉକ୍ତ ସତ୍ତ୍ବେ ଯଥାସକ୍ତି ଉପାଚାରେ ଦୁର୍ବାର  
ପୂଜା କରିବେନ । ପରେ ବ୍ରତକାରିଣୀ ଅଣ୍ଡପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ରାକ୍ଷ  
ଦୋରକ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସାବହସ୍ତେ ବନ୍ଧନପୂର୍ବକ ଭୋଜ୍ୟାଂସନ କରିବା କଥା  
ଅବଶ୍ୟକ କରିବେ ।

ଉତ୍ତରାଂ—ଏକଦା ତୁ ମହାମାନଃ କୃତଃ କରମୋଚନଃ । ମହାହୁ  
ପରା ତତ୍ତ୍ବା ସର୍ବପୁତ୍ରୋ ବୁଦ୍ଧିଃ ॥ କେମୋପାୟେନ ଉପବାନ୍ ମନ୍ତ୍ରାଣୋ  
ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତ୍ରିଧୀଃ । କଥଂ ବା ମତେ ବୋଧଃ ତସ୍ୟେ ଶ୍ରୀହି ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ॥  
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଉପାଦେ । ମହେ ତତ୍ତ୍ବମିଦମ୍ବିଦ୍ୟାଂ ବୁଦ୍ଧିଃ । ଦୁର୍ବାରୈ-

ব্রীতং পুণ্যং বা কল্যাণি পতিব্রতা ॥ ন ভুজ্যঃ কল্যাণোতি  
 সন্ধানঃ সাষ্টপৌরুষঃ । সন্দত্তে বর্জ্যে নিত্যং যথা দূরী তথা  
 কুলং ॥ বৃষ্টিঃ উবাচ । কুত এবা সমুৎপদ্যা কল্যাণ দূরী চিরাযুধী ॥  
 কল্যাণক্যা পবিদ্যা চ লোকে ক্কা মহীতলে । কেন বা ভবত্বং  
 দেব চরিত্বং কেন হেতুনা ॥ ব্রীহস্পতি উবাচ । কীরোদসাগরে  
 পূর্যঃ মধ্যমানেহমুতাবিনা । বিকুনা বাহুজ্যাত্যাং বিধতো বন্দরো  
 গিরিঃ । ব্রহ্মতা তেনবেগেন লোহানি ধ্বিতানি বৈ তান্তেতানিঅলোপিত-  
 তিকংকিণ্তানি তটেহর্বাৎ ॥ অত্রারত শুভা দূরী বহ্যা হস্তিতশাঙ্ক্যা ॥  
 এবমেবা সমুৎপদ্যা দূরী বিকুতনুকা । তন্ত্যাকোপয়ি বিস্তৃত্য মথিতাকুত-  
 ন্ততম ॥ দেব-বানব-পক্ষক-সিদ্ধ-বিজ্ঞাধরোরগৈঃ ॥ ততো যেমুতকুন্ত  
 নিপেতুর্ক্যাবিবিস্ববঃ । তৈঃ সম্পৃষ্টা তদা দূরী জাতা চৈবাজরাবরা ॥  
 বন্দ্যা পবিদ্যা দেবৈস্ত বন্দিতাত্যর্জিতা তথা ॥ পুজয়েন্ত্যঃ প্রযত্নেন  
 জ্রৈব্যানানাবিধৈরপি । অষ্টক্যাং কলপুশ্চৈতৎ ঋকুয়েনানিকেলকৈঃ ।  
 জ্ঞানামলকপিথৈশ্চ কপুৈরকুন্তৈতথা ॥ বাগবতৈশ্চ অধীয়েক্বীজ-  
 পুৈশ্চ দাড়িভৈঃ ॥ মধ্যাকৈস্ত পলোভৈশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ ॥  
 মন্ত্রোপানেন রাজেন্দ্র পুণ্ড্র কাথতঃ ময়া । কং দুর্কোহমুতনামাসি  
 বন্দিতাসি হুয়াহুৈঃ ॥ সৌভাগ্যসকুতীদেক্ষ সর্বকাৰ্য্যকরী তব ।  
 যথা শাখাশাখাভির্বিকৃতাসি মহীতলে ॥ তথা ময়্যপি সন্তাবং দেহি  
 কলজরাময় ॥ এবমেবা পুরা পার্শ্ব পূজিতা ত্রিদশৈস্তমৈঃ । ভেবাং  
 পত্নীবহুভিষ্ঠ তগিনীভিষ্ঠথৈব চ ॥ পূজিতা চ তথা শচ্যা গৌর্যা  
 দত্য্য শিখ্যা তথা । সঙ্কত্যা গজয়া চ দিত্যা দিত্যা চ মেনয়া ॥  
 বিন্দুসত্য্য বেশবত্যা বন্দোদবায়া স্তবজয়া । ইন্দুসত্য্য  
 ব্রহ্ময়া চ মায়য়া দীক্ষয়া তথা । মর্ত্যালোকে বোধবত্যা মন্দরত্যা  
 স্কীলয়া । স্কেশয়া স্তবত্যা চ বস্ত্রয়া মিশ্রকেশয়া । মর্জনত্যা



মেনকরা তথৈব মুনিকাদিভিঃ ॥ ত্রীভিৰত্যৰ্চিতা দুৰ্গা সৌভাগ্য-  
দায়িনী । স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভিৰ্ভক্তিৰ্ভা বহুভিৰ্জনেঃ ॥ নত্যা পিষ্টানি  
বিগ্ৰেভ্যঃ ফলং হি বিবিধং তথা । অষ্টগ্রন্থিসমাবৃত্তং কঠৈ বজা  
মুভোরকম্ ॥ তিলপিষ্টানি গোমুখাভ্যপিষ্টানি পাণ্ডব । ভোজয়িত্বা  
মুহুন্নিত্যং সমকিস্তমতথা ॥ তথা ভূজীত তচ্ছবং স্বয়ং প্রজ্ঞাসম্বিতা ।  
এবং কৰোস্তি যা নারী অষ্টমীব্রতমুত্তমম্ ॥ সা সৰ্বস্ব-সৌভাগ্য-  
পূৰ্ণোজাদিভিস্ততা । বৰ্জলোকে চিরং স্থিতা ততঃ স্বৰ্গনবাগ্নুয়াং ॥  
বসতি রময়া সৰ্দ্ধং স্বাবদাহুতসংগ্ৰবঃ । মেঘাবৃত্তেতম্ববতলে বিশদে চ  
পক্ষে, বাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নভসীহ কুৰ্যুঃ । দুৰ্দ্ধাঃ তদক্ষততিলৈঃ  
প্রতিপূজয়েৎ,—তাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ সকলসত্ততিবুদ্ধিমুচ্ছম্ ॥ ইতি ভবিষ্য-  
পুরাণে দুৰ্দ্ধাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন ।

### তালনবমী-ব্রত ।

বিধি :—এই ব্রত ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমীতে আরম্ভ করত নর-  
বৎসর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া উদ্যাপন করিতে হয় ।

পূজাপ্রণালী :—পুরোহিত 'নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুক্লাসনে  
উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাदि করত ব্রতচারিণীকে সঙ্গ করাইবেন ।  
যথা,—

“বিম্বম্‌মোহন ভাদ্র মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যস্তিথৌ অত্মারভ্য  
সববর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা ত্রীমুকী দেবী ধনধান্যস্ব-সৌভাগ্য-  
রোগপ্রাণীভ্ৰুকাবা সলম্বীকবিকুপ্রীতিকাবা বা লম্বী-নারায়ণপূজাকথা-  
শ্রবণরূপ-তালনবমী ব্রতমহঃ করিয়ে ॥”

অতঃপর পুরোহিত সকলহক পাঠ করিয়া (তৃতীয়তর্ঘ্যে) ত্রতকারিণীকে—“ও ইদং ত্রতং যস্য দেব” ইত্যাদি ব্রতব্রহ্ম পাঠ করাইয়া পরে অন্নং সামান্যাকাংক্ষাপন, আসনভাঙ্গি ও ভূতভয়াদি করিয়া গণেশাদিদেবতার অর্চনা করিবেন। অতঃপর বখাশক্তি উপচারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। বখ,—

“ও বাসুদেবার নমঃ ।” এইরূপে—“কৃষ্ণায়, জীবীকেশায় গো-বিন্দায়, দামোদরায়, ত্রিবিক্রমায়, গদাধরায়, পরশুরামায়, গণপত্যয়ে, অনন্তায়, ব্রহ্মণে, গঙ্গাত্রে, যমুনাত্রে, সরস্বতৌ, গুণাত্রে, সর্কাতৌ দেবেভ্যঃ, সর্কাতৌ দেবীভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ ।” আদিত্যে ও অস্ত্রে নমঃ যোগ করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। তৎপরে ত্রতার্চিনী ভোজ্যোৎসর্গাদি করিয়া কথা কথা শ্রবণ করিবে ।

### ত্রি-কথা ।

যেকপৃষ্ঠে স্তম্বগীর্নং কেশবং কন্যালগ্না । উবাচ মধুরং বাক্যং বাসুদেবং জগৎপতিং ॥ শৃণু মে বচনং দেব জীপাং সৌভাগ্য-কারণং । . কিমেতদ্বহ্নিভং জীপাং কিমেতৎ শুভং ভবেৎ ॥ কিং কৃতেন বিমুচ্যাত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ । তস্মৈ ব্রহ্মি স্তম্বশ্রেষ্ঠ নারীপাং কারণং ব্রবৎ ॥ কেশব উবাচ । পূর্কং হি মে বিভার্যাসীৎ সত্যভাগা চ কল্পিনী । কল্পিনী স্তম্বগা সাক্ষী সত্যভাগা চ হর্ভগা ॥ ত্রি-কথা । কেন কল্পপ্রভাবেন হর্ভগা-বধনং ভবেৎ । এতৎ সমস্তং বিস্তার্য তৎ মে ব্রহ্মি কেশব ॥ ত্রি-কথা উবাচ । কেনচিচ্চাক্য-দোষণ সত্যভাগা চ হর্ভগা-হঃখার্ভা শোকসন্তপ্তা কদম্বী বহ্নৌহপি বা ॥ কিয়ংকাল-বিলম্বে তু ব্রজস্বী সা তপোবনং । অরণ্যে বিজনে রম্যে গয়া মুনিবরাশ্রমে ॥ আগন্তবো মুনিশ্রেষ্ঠ তদগ্রেহে প্রত্যাগম্যতাঃ ।

কুদিত্তা না তু মুনয়ে সর্গং হংসং জ্ঞানময়ং । এতচ্ছ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
 শ্রোতব্যং ক্রমতঃ ততঃ । মুনিক্রবাচ । যারোহীঃ শৃণু চার্কবি  
 সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি ॥ সত্যভারোহাচ । কথং মে বহুশ্রুতাত  
 শরীরে দুর্ভগাক্ষয়ং । ঠানিঃ সৌভাগ্যমতশ্চিরুচ্যতাং ভবতা পিতঃ ॥  
 মুনিক্রবাচ । শৃণু সত্যং শ্রবণ্যমি ব্রতান্যং ব্রতযুক্তমং ॥ যৎ কৃষ্ণ-  
 তুল্যসৌভাগ্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ভবেৎ । তাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে  
 নবমী নাম কীর্তিতা ॥ তস্তাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ ॥  
 সত্যভারোহাচ । বিধানং কীর্তনকাত্ত কিং দামং কিঞ্চ ভোজনং ।  
 কিকাত্ত পূজনকৈব ভবতা চ তদুচ্যতাং ॥ মুনিক্রবাচ । হুত্তিলে  
 মণ্ডং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ । তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং পদ্ম-  
 পুষ্পাদিনার্চয়েৎ ॥ নৈবেদ্যেন সদা তজ্জ্যা পূজয়েদ্ভক্ত-বৎসলো ॥  
 দেবায় পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ততঃ পরং ॥ আদৌ সংপূজ্য দেবেশং  
 পতিং সংপূজয়েত্ততঃ ॥ গঠৈঃ পুষ্পৈশ্চ বাগৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সবস্ত্রকৈঃ ॥  
 পিষ্টকঞ্চ ততো মণ্ডাৎ স্বামিনে ব্রাহ্মণায় চ । স্বামিনং ভোজয়িত্বা  
 তু স্বয়ং ভুক্ত্বা পিষ্টকং ॥ এবম্ভ্যকারৈঃ কৰ্ত্তব্যানবমী নববার্ষিকী ।  
 পুত্রপৌত্রসমাদ্যুক্তং সৌভাগ্য-মতুলং লভেৎ । ধনধান্যসমৃদ্ধিকং অবৈধব্যঞ্চ  
 নিত্যশঃ ॥ অতীষ্টকলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ ॥ সংপূর্ণে তু ব্রতে  
 স্কৃতে বিধানেন প্রাপ্তিষ্ঠয়েৎ ॥ ব্রতকাক্রে চ সা সাধবী মুনের্কচন-  
 গৌরমাং । ব্রতসংপূর্ণকালে তু কেশবঃ সমুপাগতঃ । তামুবাচ হসন্  
 দেবো বচনং মধুরং তথা ॥ অসৌভাগ্যেন হংসং তে দুর্ভগাক্ষয়ং বিনশতি ।  
 সৌভাগ্যমতুলং শ্রোণ্য যথা গৌরী হবন্ত চ ॥ শচীব পুরুহুতস্ত  
 সত্যীব মদনস্ত চ । যথা নারায়ণ লক্ষ্মীকৃত্বা ভব বরাননে ॥ এবং  
 দত্ত্বা বরং তস্মৈ গৃহীত্বা তাং পুত্রং যযৌ ॥ এতৎ কথোতি বা  
 নারী সা নারী কৃত্বগা ভবেৎ ॥ ব্রতেনৈকেন দেবেশি চকলা নিশ্চল-

ভবেৎ । জন্মজন্মান্তরৈকেব অবৈধব্যাকু নিত্যশঃ । পত্নৌ চ হুতপা  
সৌখ্য্য পূত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা । অন্নে বাতি পরং হানং বৎ হানং  
শান্তং হরেঃ ॥ ইতি কুৰ্মপুরাণোক্তা তানববীতকথা সমাপ্তা ॥

অতঃপর পুরোহিত দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন ।

### শিবরাত্রি-ব্রত ।

ব্রতবিধি—পূৰ্বদিনে একবার হবিষ্যন্ন ভোজনপূৰ্বক সংবত  
ইইয়া থাকিবেন । পরদিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে চারিপ্রহরে  
চারিটা শিবপূজা করতঃ । পরদিন পাত্ৰণ করিবেন ।

পূজাপ্রণালী—সাপক প্রথমতঃ আচমন করত স্তম্ভিগার্চনাদি  
করিয়া সংকল্প করিবেন । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত ফাকুনে বাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দশাঙ্গিথৌ  
(প্রোতত্ত্বয়োদগ্ধা সত্যং—ত্বয়োদগ্ধাং তিথাবারভ্য) অরুকগোত্রঃ  
অমুকদেবশর্মা নানানুধ-সৌভাগ্যারোগ্য-প্রাপ্তিপূৰ্বক-শিবসানুভ্যকামঃ  
(শ্রীশিবপ্রীতিকামোবা) শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে ।”

অনন্তর স্তব্ধ-পাঠ করিয়া কৃতাজলি পুরঃসর বক্ষ্যমাণ ব্রতপাঠ  
করিবেন,—

“ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হেতুং করিষ্যোহং মহাকলঃ । নিবির্য়মন্ত  
মে দেব তৎ-প্রসাদাঙ্কুগংপতে ॥ চতুর্দশাং নিরাহারো ত্বয়া চৈবা-  
পরেহহনি । ভোকে্যোহং ভুক্তিযুক্তার্থঃ শরণঃ মে ভবেৎকর ॥”

অতঃপর পার্শ্ব শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবেন । বিশেষ  
এই যে চারি প্রহরে চারিবার পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্ন  
বস্ত্র দ্বারা দান করাইয়া অর্চনা করিবেন । পূজার দ্বায়মন্ত্র ও  
অর্থ্যবস্ত্র পুথকু, তাহা এইস্থলে নির্দিষ্ট হইল । যথা—

প্রথম প্রহরে,—“ও হোং ইশানার নমঃ” এই মন্ত্রে ব্রহ্ম দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পুনর্জন্মদ্বারা জ্ঞান করাইবেন । অর্থ্যমন্ত্র ।—“ও শিব-  
রাত্রিভ্যং দেব পূজাঅপ-পরায়ণঃ । কবোষি বিধিবক্তং  
গৃহপাৰ্থ্যং মহেশ্বর ॥ ইদমৰ্থ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ ॥”

দ্বিতীয় প্রহরে,—“ও হোং অঘোরায় নমঃ”—এই মন্ত্রে কথি  
দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পুনর্জন্মদ্বারা জ্ঞান করাইবেন । অর্থ্যমন্ত্র ।—  
“ও নমঃ শিবায় শান্তায় সৰ্বপাপহরায় চ । শিবরাত্রৌ দদামার্থ্যং  
প্রসীদ উন্নয় সহ ॥ ইদমৰ্থ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ ॥”—

তৃতীয় প্রহরে,—“ও হোং বাবদেবায় নমঃ”—এই বলিয়া বৃহত  
দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পুনর্জন্মদ্বারা জ্ঞান করাইবেন । অর্থ্যমন্ত্র ।—  
“ও কুংখদারিত্র্যাপোকেন দম্বোহং পাক্সতীশ্বর । শিবরাত্রৌ দদামার্থ্য-  
মুদাকান্ত প্রসীদ মে ॥ ইদমৰ্থ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ ॥”

চতুর্থ প্রহরে,—“ও হোং সন্তোজাতায় নমঃ”—এই মন্ত্রে  
মধু দ্বারা জ্ঞান করাইবেন । অর্থ্যমন্ত্র ।—“ও ময়া কৃতান্তনেকানি  
পাপানি হর শকর । শিবরাত্রৌ দদামার্থ্যমুদাকান্ত গৃহাণ মে ॥  
ইদমৰ্থ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ ॥”—এই বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন ।  
অত্র মনস্তই পার্শ্বিণি শিবলিঙ্গ পূজাবৎ ।

পূজাশেষ করিয়া কথা শ্রবণ করিবেন । পরদিন স্নানান্তে শিবপূজা  
ও তৎপাঠ করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে পরিণ  
করিবেন । পার্শ্ব মন্ত্র কথা,—

“ও সংসারক্লেশমুদন্ত ত্রতেনানেন শকর ।

প্রসীদ মুখো নাথ জ্ঞানকৃটিপ্রদো তব ॥”

ব্রতকথা ।—পুরা কৈলাসশিখরে সৰ্বমন্ত্রবিহৃষিতে । দেবদাসিক-  
গন্ধন সিদ্ধ-চারণসেবিতে । অম্বরোভিঃ পরিবৃতে মৃত্যুস্তীতিবিত্তভক্ত ।

সর্বভুতসুখাকাৰীণে সৰ্বভুতকল্যাণোদ্ভিতে । হিৰণ্যাক্ষাকাৰীণে সন্তান-  
কবনাবৃত্তে । পারিজাতপ্রহ্ননোৎপলকামোদিতদিশুথে । আকাশগঙ্গা-  
মলিনতরঙ্গগগনাদিতে । ত্রৈলোক্যমলিতৈশ্চাক্ষরকঙ্কিতপবীজিতে । ব্রহ্মাৰ্ষি-  
বদনোদ্ভূতবেদধ্বনি-নির্নাদিতে । উবাস স্তুচিরং শ্রীতো ভবো  
গিরিঅগ্নি সহ ॥ স্তবোযিতা কদাচিত্তু দেবী পশুচ্ছ শঙ্করঃ ।  
দেবুবাচ । কৰ্ম্মণা কেন ভগবান্ ব্রতেনঃতপসাপি বা । কৰ্ম্মাৰ্ঘ-  
কামনোকামাং হেতুত্বং পরিভূষ্যসি ॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা  
ভগবান্ শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ভগবান্ উবাচ । কাস্তনে কলকপকত  
বা তিথিঃ শ্রাচ্চতুর্দশী । তস্তাং বা তাবদী ব্রাহ্মিঃ সোচ্যাতে  
শিবব্রাহ্মিকা ॥ তত্রোপবাসঃ কুর্ক্সাণঃ প্রসাদয়তি বাং প্রভৃৎ ॥ ন  
ব্রাহ্মেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চয়্য । ভূষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্কথা  
তত্রোপবাসতঃ ॥ ত্রয়োদশ্যাং ক্লুতব্রাহ্মণো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । নিরামিষং  
হবিষ্যং বা সন্ধুতুজীত নাস্তথা । বস্ত্রান সংশ্লিষ্টান্ ব্রাহ্মণো শয়িতঃ  
হৃতিশ্চ কুশে ॥ ব্রাহ্মণেষু সমুখায় কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ ।  
সন্ধ্যাসুপাত্ত বিধিনা বিষ্ণুপদ্মাণ্যুপার্জয়েৎ ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃৎবা  
সন্ধ্যাকোপাত্ত পশ্চিমাং । নভাদৌ হৃতিশ্চ বাপি শিঙ্গে বা স্থাব-  
য়েচ্ছপি । চ । বিষ্ণুপটৈর্বিষ্মজ্যাদি । শিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ । একস্তঃ  
সৰ্বপুষ্পং স্ত্রাং বিষ্ণুপত্রং তথৈকতঃ । বসিস্মৃক্তাপ্রবালৈশ্চ পূর্ণ-  
পুষ্পাদিতিস্তথা । ন তথা আগ্নতে শ্রীতিবিষ্ণুপটৈর্বেদী বন । প্রহরে  
প্রহরে স্নানং পূজাকৈব বিশেষতঃ ॥ কুর্ক্সীত বন গুগ্গুলাষ্টৈঃ পুষ্প-  
নানাদিৈকতথা । ত্রুতেন প্রথমং স্নানং দদ্য চৈব বিতীরকম্ ।  
তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুৰ্থে অধুনা তথা । পঞ্চমাত্রবিধানেন  
স্বলমন্ত্ৰেণ চৈব হি । পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিতিলক্ষণ ॥  
অপরেহ্যন্ততো বিগ্রহান্ বন ভক্তান্ তু চিত্তবান্ । ভোক্তবান্

তথাভার্য্য পায়ণঃ স্বরূপাচরং ॥ 'এবমেতদ্ব্রীতং ধেবি স্বম শ্রীতি-  
করং পরম্ । বজ্রদানতপাংস্তত্র কলাং নাইন্তি ঘোড়নীয় ॥ ঐতদ্ভূত-  
প্রত্যবেণ গ্রাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ । সপ্তদ্বীপেশ্বরং পৃথ্যাং জায়তে কার-  
চারণান্ ॥ তিথেরস্তান্ত বাহায়াং কথ্যমানং যয়া শৃণু ॥ অস্তি  
বাহাগণী নাম পুরী সর্বশুভৈশ্চ্যুতা । ব্যাঘস্তত্রাবসেদ্ যোরঃ সর্বদা  
প্রাণিহিংসকঃ ॥ খর্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রুরঃ পিঙ্গাকঃ পিঙ্গকেশরঃ ।  
ঐশ্বর্য্যাপাশশৈল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ ॥ স একদা বনং গতা হতা চ  
বিধিবান্ পশুন । মাংসভাঃ বহন গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুত্তমঃ ॥  
সোহসমর্থস্ত তং ভাঃ বোঢ়ং প্রাপ্তো বনান্তরে । বিশ্রামহেতৌ  
ক্ষুধাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ অথাস্তগমং সূর্য্যো নিশাভূৎ  
ক্ষতয়শ্রদা । তত উথায় সোহপশুন্ন কিঞ্চিতিমিরা যতম্ ॥ হস্তমর্ষ-  
যশান্তত্র বৃক্ষে ত্রীকলসংজ্ঞকে ॥ লতাপাশৈর্কহবিধৈর্মাংসভাঃ ববন্ত  
নঃ ॥ তমেব বৃক্ষকোভস্থৌ মূলে স্বাপদভীষিতঃ । শীতার্ভস্ত ক্ষুধার্ভস্ত  
কম্পাবিতকলেবরঃ ॥ জজাগায় তদা ব্রাতৌ প্লুতো নীহারবারিণী ।  
দৈব যোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মারকং ॥ শিবব্রাহ্মিতিথিঃ  
স চ নীরাহারঃ স পুরুষকঃ । অথ তদেহসংসর্গী হিমপাতো  
মরোশরি ॥ জজ্ঞে তদা বরাগ্রোহে ভয়পত্রচ্যুতিঃ কণাৎ । তস্ত  
ভেনৈব ভাবেন স্বম তোষো মহানভূৎ ॥ তিথিমাহাত্ম্যাতো ধেবি  
বিষপত্রস্য চেবরি । ন হানং ন তথা পূজা না নৈবেদ্যাদিসম্ভব ॥  
তথাপি তিথিশৃঙ্খলাস্তত্র মেহর্কা মহাফলা । অথ প্রভাতে বিবলে  
গতোহসৌ নিজরন্দিরম্ ॥ কদাচিদায়ুষঃ শেষে স্বমদুতত্তমভাগাৎ ।  
কক্ষুববন্ত তং দুত্তং পাশেন বিবিধেন চ ॥ পুরুষো বাহবায়াস  
মদীরো মদ্রিরোগতঃ । অথোত্তরোক্ষাঘহেতোঃ কলহঃ স্তমহানভূৎ ।  
অগ্রোহেতৌ মদীরেন দুতেন স্বমবিকরঃ । স্বমং সমানয়াদি মহ-

পূরবারসমুজ্জলম্ । দ্বীপাচ্চ নন্দিনঃ তত্র সৰ্বাসকথরং কথাম্ ॥  
 ব্যাধস্ত চ কুৰ্ম্মস্বং যাবজ্জীবং তমববীং ॥ তচ্ছ্রুত্বা তস্ত সৰ্বজ্ঞো  
 ঘটনং নন্দিকেশ্বরঃ । ব্যাধস্ত তদ্বিনে কৰ্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমুন ।  
 এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং হুয়াম্মাবান্ । পাপমেবাকরোহ  
 ব্যাধো ধৰ্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ । শিবরাত্রিপ্রভাবেন নীতঃ সৰ্বেশ-  
 সন্নিধম্ । ততোহসৌ বিশ্বরাবিষ্টো বন্দিত্বা নট্টিনং যমঃ ॥ দ্বতাবিতো  
 যবৌ গেহং স্বকীরং শিবভাবতঃ । এবমস্ত প্রভাবং তে ব্রতস্ত  
 বরবর্ণিনি । অবোচং তব ভাবেন কিমস্তং কথয়ামি তে ॥ তচ্ছ্রুত্বা  
 ভগবৎকাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা । প্রশংসং সদৈবৈতং শিবরাত্রি-  
 ব্রতং মুদা । বাক্বেতোহপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতং পতিব্রতা । তৈশ্চাপি  
 কথিতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশয়ুপাদিতং ॥ ভূতেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন  
 পূজনীয়ো, নৈবাস্থমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে । গদ্যাসং জিহুবনে  
 ন চ তীৰ্থমস্তি, নাত্তদ্ব্রতং শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥ ইতি শিবরহস্য-  
 শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্তা ॥ অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারপাদি  
 করিবেন ।

### কার্ত্তিকের ব্রত ।

পূৰ্ণদিনে অধিবাসং কৃত্বা পরদিনে ষাভাঙ্কুরাধিতে শুভিকার্ত্তি-  
 র্কিচিৎক্রে দেশে কার্ত্তিকেরাকৃতিং প্রতিমাং সংস্থাপ্য সারং সময়ে  
 স্থতিবাচনপূৰ্ণক হৃদ্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিত্বা সত্বরং কুৰ্ব্বাৎ ।  
 যথা অস্তেত্যাদি মার্ঘশীর্ষে যানি বৃষ্টিকরাশিহে তাঁকরে বিকুপদী  
 সংক্রান্ত্য অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা ত্রিবতী অমুকী  
 দেবী বা দাসী বিশিষ্টাপত্যলাভকাম্য । গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূৰ্ণক  
 ত্রিকার্ত্তিকের পূজানবং করিতে । অতঃপরে করিত্তানি ইতি পৰ্ব্বক



স্বস্ত্যং পঠেৎ । ততো ঘটস্থাপনং কুর্বাৎ । ততঃ আসনত্যাগাদিকং  
বিধায় তৃত্ত্বাৎ কুর্বাৎ । ততো গণেশাদিপূজাং সংপূজ্য  
নবগ্রহাংশ্চ বাহুদেবং ব্রহ্মাণং মহাদেবং গৌরীং সূর্য্যং লক্ষ্মীক  
পূজয়েৎ । এবং সরস্বতীং ইন্দ্রাদি দশদিকপাল মহুরক পূজয়েৎ ।  
কার্ত্তিকেরস্ত্রাধ্যানং বধা । ঐ কার্ত্তিকের মহাভাগং মহুরোপরি  
সংস্থিতম্ । তপ্তকাক্ষমবর্ণাভং শক্তিহন্তং বরপ্রদং । দ্বিত্বং  
শঙ্কহস্তারং নানালকারভূষিতম্ । প্রসন্নবদনং দেবং কুর্বারং  
পূজদায়কং । ইতি ধ্যায়া বশিরসি পুষ্পং দধা মানসোপচারৈঃ  
পূজয়েৎ । অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্বা ঐ কার্ত্তিকেরায় নমঃ । ইত্যষ্টধা  
জপ্তা । তেনোদকেনাশ্বানং পূজোপকরণকাড়াক্ষা । প্রাণপ্রতিষ্ঠাং  
কুর্বাৎ কার্ত্তিকেরস্ত্র হৃদয়ং বৃষা পঠেৎ । ঐ আং ক্রীং ক্রোং ঙং ঙং  
লং বং শং বং সঃ কার্ত্তিকেরস্ত্র প্রাণা ইহ প্রাণাঃ পুনরামিত্যাদি  
কাত্তিকেরস্ত্র জীব ইহ স্থিতঃ পুনরামিত্যাদি কার্ত্তিকেরস্ত্র সর্বেজিয়াপি  
পুনরামিত্যাদি কার্ত্তিকেরস্ত্র বায়নশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রজ্ঞানপ্রাণা ইহাগত্য  
সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত বাহা । ঐ মনোজ্যোতির্বৃষতাবাজ্যন্ত বৃহস্পতি-  
বজ্রমিৎ তনোহরিষ্টং বজ্রং সন্নিমং দধাতু বিধেদেবাস ইহ মাদরতা  
মোঃ প্রতিষ্ঠা । ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মহুরতাপি । পুনর্বর্ষধা-  
বাহুয়েৎ । ঐ কার্ত্তিকের মহাভাগ সর্ললিঙ্গপ্রদায়ক । দেবসর্গপতি  
জীবানু সন্নিধ্যবিহ কল্পয় ॥ কার্ত্তিকের সমাগচ্ছ স্বকীর্ত্তানকাহিহ ।  
গৌরীভীমুদ্বন-তিষ্ঠ বাবং পূজাং করোমাহং । ঐ কার্ত্তিকের ইহাগচ্ছ  
ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অজ্যোতিমান কুদ মম পূজাং পূজাং  
ইত্যাক্ষ মহেশ্বরী পূজব ইত্যাদিনা কুশোদয়কন আপরিষা  
যোজ্যোপচারৈঃ সংপূজ্য জতি পঠেৎ । ঐ কার্ত্তিকের মহাভাগ  
গৌরী-হৃদয়-নন্দন । পূজাং বৃহাৎ মেবেশ বাহিত্যর্থক দেহি মে

ହିତି । ତତୋ ମଧ୍ୟାମିକାଂ ନୃପବନ୍ଧୁଃ କୁପୁଃ । ଅପଂ ସର୍ବାପ୍ୟା ତୋଽଧ୍ୟାମିକାଂ  
ତ୍ବେହ୍ୟା ଶ୍ରମେତ୍ । କାର୍ତ୍ତିକେଷଂ ନୟତାମି ମୌରୀପୁରାଂ ହୃତଶ୍ରମଃ ।  
ସଦାନନ୍ଦଂ ସହାଧ୍ୟାୟଂ ଶ୍ରେୟାନ୍ନିଦନଂ । ତତୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଂ ସଂପୁରା  
ହୋମାମିକାଂ କୁପ୍ୟାଂ । ତତୋ ନିତବାଦାଦିତିଃ ଶେଷକାଳଃ ନରେଂ ।

ତେ ପୁରାଣେଂ । ତତୋ ନିକ୍ଷିପାତଂ କୁପ୍ୟାଂ । ଅତଃକ୍ରାନ୍ତି  
ଅନୁକ୍ତେ ନାମି ଅନୁକ୍ତେ ମକ୍ତେ ଅନୁକ୍ତେ ତିନୋଃ ଅନୁକ୍ତେ ମୌରୀ ଶ୍ରୀମତୀ  
ଅନୁକ୍ତୀ ନେବୀ ବା ନାମୀ ପୁରାଣାତକାମନୟା ହୃତେତତଂ କାର୍ତ୍ତିକେଷୁ ମୁକ୍ତା-  
କର୍ମଣଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର୍ଥଂ ନିକ୍ଷିପାମିକାଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଂ କାଳମନ୍ୟୁଂ ବିହୃତବିହୃତଂ  
ସଂକ୍ଷିପ୍ତବିଶେଷଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗାହଂ ସଂଶ୍ରମେ ।

ଅଥ କଥା ।

ବାହୁଦେବଃ ସର୍ବାନ୍ତଂ ନାରଦଂ ସୁନିମଜ୍ଜୟଂ । ସଂପୁରା ବିଧିନା ତତ୍ୟା  
ଶ୍ରୀମହା ବିନିବାର୍ତ୍ତିତଃ ।

ବାହୁଦେବ ଟିବାଚ ।—ଦେବକ୍ୟାକ୍ତଂ ମୁକ୍ତାଜାତା ସେ ସେ କଥାମେନ ଜେ  
ହତାଃ । ଅଧୁନାତାଃ କୁମାରଂ କେନୋପାୟେନ ନୟମ । ତିରସ୍ତୀବୀ  
ସନ୍ତା ଓ ତାଂ ତଦନ୍ତାହି ସଦି ରୋଚତେ ।

ନାରଦ ଟିବାଚ ।—ପ୍ରମାଣୀଂ ମୁକ୍ତଗୋ ବିକ୍ରୋ ଧାର୍ମିକଂ ନୃପବନ୍ଧୁଃ ।  
କିମ୍ଭାଣୀକୃତିନା ମତ୍ତୀ ଧର୍ମଜା ମିତ୍ରବାଦିନୀ । ନମ୍ପତୀ ପୁରାଣଃସେନ  
ହଃସିତୋ ତୋ ବହୁବହୁଃ । ତତୋହମୋ ମୁକ୍ତଗୋ ବିକ୍ରୋ ହଃସିତଃ  
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋ ବନ୍ଧୁଃ । ମତୁଟେ ନିକ୍ଷିପା ମତ୍ୟାଂ ହଃସିତା ଓ ଅମାୟାମ୍ ।  
କମ୍ପୁରାକ୍ତ କୁପୁଃ । ତୋ ମହେତାଂ ହିସଜୟଂ । ତତୋ ବିକ୍ରୋ ମତ୍ୟାଂ  
ମୁକ୍ତବନ୍ଧୁ ନୟାବନ୍ଧୁ । ତତୋହେତେନଳଂ ମତ୍ୟାଂ ନିର୍ମାୟ ଶ୍ରୀତିନା ତତ୍ୟା ।

ତ ନେମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାହି ହିକ୍ରୋ ବ୍ରତଂ । ତାଂ ନିକ୍ଷିପା ନେବୀ  
ମୁକ୍ତା ବିନିବାର୍ତ୍ତିତା । ନାଦୟଃ ତ୍ରିଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାହି ତଂ ନରଂ ବିଧାତାଂ  
। କାର୍ତ୍ତିକେଷୁ ବଦାଦିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ଶ୍ରୀନାମାୟାଃ । ନିକ୍ଷିପା ତଦନ୍ତଃ

শ্রদ্ধা পুনঃ পঞ্চম্ভু সাদরং । কিং কলং কিং বিধানং সৰ্বং ব্রহ্মি  
 ময়্যগ্রতঃ ॥ দ্বিতীয় উচুঃ ॥ বৃশ্চিকশ্চ তু সংক্রান্ত্যাং পুত্রকাম্যাত্তং  
 চরেৎ । ষাষ্ঠ্যাহুয়ায়িতে দেশে শুণ্ডিকাভিকিচিজিতে । তন্মধ্যে-  
 হইদলং পদ্মং সৌবর্ণাং প্রতিমাং শুভাং । রাজতীং বা তাম্রবরীং  
 সুশ্রবীং বা প্রবরতঃ । কাৰ্ত্তিকেরাকৃতিং সাধ্বি সমারোপ্য বটং তথা ।  
 গণেশং বাহুদেবঞ্চ ত্র্যম্বকং মহেশ্বরং । গৌরীং লক্ষ্মীং তথা বানীং  
 লোকপালান্ নবগ্রহান্ । ময়ূরঞ্চ সমভাৰ্চ্য ধ্যয়েৎ স্বল্পং যথাবিধি ।  
 ধন্বাং সংপূজ্য নৈবেদ্যৈর্দত্তাদ্যৌক্যীং শুণ্ডাঘিতাং । লৌহখড়্গাং  
 প্রবত্বেন দস্তাকৈব বরাননে । প্রহরে প্রহরে পূজ্য কথাপ্রবণপূৰ্ণিকা ।  
 কাৰ্ত্তিকেরং মহাভাগং ময়ুরো পরিসংস্থিতম্ । তন্তুকাঞ্চনবর্ণাভং-  
 শক্তিহস্তং বরপ্রদং । বিভূজং শক্রচস্ত্রাং নানালঙ্কারভূষিতং । প্রসন্ন-  
 বদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কং । সামংকালে সমারভ্য প্রাতঃকালে  
 বিসর্জয়েৎ । বাস্তব্যং বিবিধং কৃত্বা কাৰ্ত্তিকেরং প্রপূজয়েৎ । সীতনৃত্যে-  
 নিশাং নীতা ন কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ । বর্ষচতুষ্টয়ং কৃত্বা ত্রয়োদশাপনমা-  
 চরেৎ । সৌবর্ণাং রাজতীকৈব তাম্রীকৈব বিশেষতঃ । লৌহশক্তিঞ্চ  
 ভোজ্যানি ব্রবিসংখ্যানি যত্নতঃ । দস্তাং বস্ত্রং প্রবত্বেন উল্লকানাং চতু-  
 ষ্টয়ং । এতদ্ব্যতঞ্চ বা নারী করোতি ধর্মতৎপর। । পুত্রপৌত্রার্থিতাভূত্বা  
 পরঃপ্রহ চ মোদতে । পুত্রদঃ কাৰ্ত্তিকেরো বৈ নাত্তো দেবঃ কথঞ্চন ।  
 কৈবল্যাদো যথা বিষ্ণুঃ জ্ঞানদশ্চ যথা শিবঃ । আরোগ্যাদো যথা  
 স্বর্গাস্থা স্বল্পঃ সুতপ্রদঃ । তন্তুস্তাং বচঃ প্রহা জগ্মুস্তো নিজং  
 গুণং । চন্দ্রাং বিধিনা তেন দক্ষিণাত্রতমুত্তমম্ । ততো ত্রতপ্রসাদেন  
 পুত্রপৌত্রার্থিতা ভবেৎ । তস্মাভি দেবকী পরী কোমারং ত্রতমুত্তমম্ ।  
 কত্রোমি প্রোক্ষ্যাদি স্তুতং জরিনং চিরজীবিনং ।

ইতি স্বল্পপুরাণে কাৰ্ত্তিকের ত্রতং সমাপ্তং ।

### সুবচনী-ঐতিহ্য ।

পূজাবিধিঃ । স্বস্তিবাচ্য "স্বঃ সোম" ইতি পঠিত্বা সংকল্পং, কুর্গাম । অস্তেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা ঐবতৌ অমুকৌ দেবী দানৌ বা সর্বাণচ্ছান্তিপূজক-মনোঃস্টীটেনিকিবাণা গগনত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক ( সুবচনী ) শুভচণ্ডী-হর্গাপূজাতংকবাশ্রবণমহং করিয়ে", ইতি সংকল্পা গণেশাদি-দেবতাঃ সম্পূজা ( সুবচনীঃ ) শুভচণ্ডীঃ, ধ্যায়ঃ—“ও রক্তাকী চ চতুর্ভূষী ত্রিনরনা রক্তবিরালকৃতা । পীঃনাত্ত্বকুতা হৃৎলবমনা হংসাধিক্রতা পরা । প্রজ্ঞানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা তীতিপ্রদামোঃপ্রকা, ধোয়া সা শুভকারিণী সুবচনা সর্বাণহকারিণী । “এবং ধ্যায়াম্যে বোদ্ধশোপচারৈঃ পূজয়েৎ ।” এবং হংসাদৌ সম্পূজা কথ্যং শৃণুয়াৎ ।

### ঐতিহ্য ।

বন্দনমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পূজাতনী । বলি আশ করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, তনু আপনার ঐতিহ্যবাহী ॥ প্রণমিয়া দেবতর বিপ্রেয় চরণে । সুবচনী মাতা বন্দন আনন্দিত মনে ॥ প্রজা গণে রাজ্য করে কলিঙ্গ জয়র । সেই দেশে অনাথা আশ্রয় করে ঘর ॥ সবে মাত্রে এক পুত্র পড়ে পাঠশালে । তিনকো বেগে বজ্রহুতে নিল বধাকালে ॥ পাঠশালে পড়ে সব নারী অগ্নি খায় ॥ বিজপুত্র হুংখী সখাকার পানে চায় ॥ মনে করে অগ্নি করা করে ঘরে বাধ । পরিপূর্ণ করে মন্ত্র মাংস অন্ন খায় ॥ ঘরে গিয়া পুত্র জন্মনার কাঁছে বসে । উভয় সুখাত খায় কলিক মকলে ॥ প্রাণীর পুত্র ইহা কম হেসে হেসে, পরম আনন্দে জননীক কোলে বসে ॥ অস্তর প্রাণক মাগো নান্য ঐতিহ্য

খার। যন্ত্র আদি পক্ষী মাংস খেতে সাধ যায়। ব্রাহ্মণী বলেন  
 বাহ্য আদি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব।  
 উত্তরি প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ভ্যাজিয়া  
 আলয়। হংসশালে নুপতিব আছে যত হাঁস। দিবা রাত্রি রক্ষক  
 আছে বারমাস। হংস সব চরে সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পাছু ছিল  
 খোঁড়া হাঁস দ্বিজ পুত্র ঘরে। আছাড়িয়া মেয়ে জননীর কাছে  
 দিল। রক্ষন করিয়ে মাংস গোপনে খাইল। প্রাতঃকালে দেখে  
 খোঁড়া হাঁস নাই। রাজার শাসনে দূত চলে ধাওয়াধাই। রাজা  
 বলে আজি খোঁড়া হাঁস খুঁজে আন। খোঁড়া হাঁস না পাইলে  
 বধিব পরাণ। ভরে ব্যগ্র হইয়ে খুঁজে যত হংসচর। ঘাট বাট  
 মহারণ্য সবাংকার ঘর। হংসের সন্ধান কোন মতে, নাহি পায়।  
 ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায়। সেই হংস পাখা দেখে বিপ্র  
 ভয়কুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ঘরে সবে বজ্র পাড়ে নুও। ব্রাহ্মণীকে  
 ঘণোচিত তিরস্কার করে। তার পুত্রে ঘরে দিল রাজার গোচরে।  
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের অধিকারী। ক্রোধে পরিপূর্ণ করে  
 আশ্বিনাদ করি। রাজা বলে বেটা এত বড় অহঙ্কার। হংস  
 মেয়ে খাইয়াছ পাবে ফল তার। আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজ-রাখ  
 বন্দিশালে। বন্ধেতে পাথর দেও ভূমিতলে ফেলে। বন্দিশালে  
 রাখে দূত নুপ আজ্ঞা পেয়ে। ব্রাহ্মণীকে সবে সমাচার দিল গিরে।  
 তনিয়ে আছাড় খায় কেশ নাহি বাঁধে। তাঁরিনী ব্রাহ্মণী বলে  
 দ্বিজ মাতা কান্দে। ভয়ে দ্বিজ মাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বাঁধে,  
 অচেতনে পড়ে কুরিতলে। করে হাহাকার সব, শুনি খেঁচে এল  
 সব। আহা! আহা! উঠ বলি তোলে। ব্রাহ্মণের নহে শত্রু,  
 করিছে কুসংস্কৃত কার্য, হেতু ব্রাহ্মণের ছেলে বটে। সাম্য হেতু

মুখ হোথ, সবে গিয়া উপবেশ, রাজ্যের করিব করপুটে ॥ কেহ  
 ঘের উপবেশ, 'কহি শুন' সবিশেষ, কাম্বল না হবে কিছু আর ।  
 কা হতে কিছু না হয়, শাশ্বতে এনত কর, ভাল মন্দ কর্ত্ত দেবতার ॥  
 আর কেহ নাহি যায়, সুবচনী মাভা তার, একভাবে পদ ভাব  
 তার ॥ ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড় দায়, তব পুজ  
 করিবেন উদ্ধার ॥ সেই প্রায়ে এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে,  
 তথা যায় এও নারীগণ ॥ শুনিয়া পুজার কথা, ব্রাহ্মণী গেলেন  
 তথা, এক ভাবে করয়ে মনন ॥ আমার পুত্র রাজ্যধারে, উদ্ধারিয়া  
 এলে ঘরে, সুবচনী মায়েয়ে পূজিব ॥ সবে বল সিদ্ধ হোক, মায়ে  
 মহিমা রোক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিব ॥ ব্রাহ্মণী কাতর দেখি,  
 সকলে সজল আঁখি, করপুটে করিছে মানন । উর মাভা নিজ  
 গুণে, মুক্ত করয়া ব্রাহ্মণে, নিজ পূজা করহ গ্রহণ ॥ দেবী  
 শুনিগেন কানে, রাজ্য গুরে, যেই স্থানে, মহানলি কাছে ছয়রাণী ।  
 উদ্ধারিতে ভিজবয়ে, দেবী গিয়া সেই ঘরে, রাজ্যের কাছে  
 অগ্নবাণী ॥ শুন রাজা তোরে কই, কার মলকারী নই, এলাস  
 হিত কথা কহিবারে । মেরেছে যে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস,  
 বংশশালে রেখেছ তাহারে ॥ হ'লে তার অপমান, ব্যথা বড় পায়  
 এমন দেখ তোমার সর্বনাশ হয় । হবে রক্ত অগ্নি বুটি, নষ্ট হবে সব  
 সৃষ্টি, পুণী সব হবে ভয়ময় ॥ যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ  
 করেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান । কালি প্রাতঃকাল  
 হ'লে, তুমি গিয়া হংশালে খোঁড়াকে দেখিবে বিস্তমান ॥ বিজ  
 পুত্র ক'রে মুক্ত, তবে তার উপমুক্ত, ঐ রাজ্য দিয়া কর দান ।  
 বোম্ব কথা সত্য জানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে, শতকলা কড়া  
 দিবে দান ॥ তবে রাজ্য দান হবে, দেশে দেশে কীৰ্ত্তি হবে,

এত বলি দেবী অর্চন। এ সব দেবীর মত, নৃপতির নিমিত্ত,  
 অন্ন পেয়ে রাণীকে আশান। উঠ উঠ উঠ রাণী, জনহৃদয়ের  
 বাণী, স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল। নিমিত্তে যে যেথিহু, বুঝি  
 সব হারায়েছ, রাজ্য ধন পুত্রাদি সকল ॥ কারাগারে ছিল হতে,  
 ক্রেশ মিহু বিধিতে, সে দেবীর বরপুত্র হয়। সেই অধঃশর  
 ফলে, রাজ্যপুত্রাদি সকলে, বুঝি হুৎতনী করে অন্ন ॥ জনিয়া  
 স্বপ্নের কথা, রাণী মনে পায় বাধা, অর্চনার চকলা হইল। অণে  
 উঠে অণে বৈসে, অণেক রাজার পাশে, উঠেঃশরে কান্নিতে  
 লাগল ॥ বৈলিতে কাঁহিতে নিশা, পোহাওয়া হইল উষা, উঠি  
 রাজা হংসপালে যান। নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়া হাঁস  
 নাড়ে, দেবাবরে পেয়ে প্রাণদান ॥ দেখে রাজার হৈল বোধ,  
 নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈসে এসে বাহির দাণানে। উৎসে  
 উঠিছে মনে, পাত্র মিত্র বন্ধুগণে, ভরা করে ডাকাইয়া আনে ॥  
 বান্দপালে আছে বিশ্ব, মুক্ত করে আন। অন্ন, তাহারে অর্পিব  
 মম রাজ্য। তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কত দিব, আজ  
 সমর্পিব শুভ কাব্য ॥ নৃপ-অজ্ঞা পাবা মাত্র, নৃপতির পাত্র মিত্র,  
 বিশ্বপুত্রে মুক্ত করে আনে। দিবাবসর পরাওয়া, নানা আর্জরণ দিয়া,  
 আপনারে ধন্য করি মানেন ॥ নৃপ বিজের নিকটে দ্বাতাইয়া  
 করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে। হরে মোরে অবতঃশ, রক্ষা  
 কর মোর বংশ, সবাকর পরণাগতয়ে ॥ চিনিতে নাহিলায় কোমা,  
 অপরাধ করি কমা, বও হুৎত তোমারো দলান। দিয়া কত রাজ্য  
 দান, রাণীর কোমার মান, আজি হুৎত অজ্ঞার নিলাম ॥ গরে  
 রক্ষা সিংহাসনে, বলাইয়া সে অর্চনেনে, নিজ হুৎত চরণ ধুয়ার।  
 মুক্ত গিয়া বরা করে, পুরোহিত ত্র্যম্বকপুত্র, সেইকণে সত্যর আনন্দ

জ্যোতিষশাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্ডিত, শুভ লগ্ন করিলেন স্থির ।  
 তঁবে কলিঙ্গ দৈবর নিজস্বাভ্যে করে ঘর, শৌভ্য করে সত্যর যাবিধ র  
 দৈব দিন শুভলগ্নে, ত্রীগণে ডাকিয়া আনে, তৈল হরিদ্রা দিতে  
 গায় । বসন ভূষণ পরি, নানাবর্ণে বেশ ধরি, সীমন্তিনী সারি সারি  
 বারি । শুনি বিবাহের রথ, বাস্তবক বত সব, রাজ্যের রাজ্যে  
 বাস ছিল । বর পুরিলন করি, সবে বেশ ভূষা করি, রাজ্যের পুরীতে  
 প্রবেশিল । এককালে বাস্তবক, সবে চমকিত তনি, কিত্তিতে  
 বৈসেছে লোক বত । বাজিতেছে অগবন্দ, শব্দে হয় ভূমিকম্প,  
 তনি রাণী লৈল আনন্ডিত । এয়ে সব হল অত, অন্তরে আহলাদ  
 বড়, বঁত নারী হরিদ্রা মাখায় । শব্দরব হলাহলি, সব সিমন্তিনী মিলি,  
 সরোবরে আন অস্ত বার ॥ ঘটেতে পুরিমা বারি, লইল মন্তকোণরি,  
 রাজরাণী অঞ্চলে লুটায় । প্রবেশি নিজ বন্ধিরে, ঘটেতে প্রণাম  
 করে, রত্নদীপ বাসরে আলিরে ॥ জিজ্ঞাসায় রাজরাণী, তন সব  
 সীমন্তিনী, হাই আমলা বাটবেক কে । স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি  
 পাবে কোন ব্যাধি, পতির প্রেরণী হবে যে ॥ কাছে ছিল বিগ্রহভা,  
 বড় রূপ শুণমুখা, পতির প্রেরণী সেই ধনী । তাহারে আদেশ  
 করি, সঙ্গে বহু সহচরী, হাই আমলা বাটাইল রাণী । রাজ্যের  
 পুত্র লয়ে, মঙ্গলাচার করি, করাইল আন অধিবাস । সজ্জা  
 লইয়া করে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নানাবতে করি পরিহাস । ছান-  
 নার দৌহে লবে, পুরোহিত ডাকাইরে, শুভকর্ম করে আরম্ভন । হুহা  
 একত্রে লয়ে, বাকে পুষ্পমালা দিবে, রাজরাণী আনন্দে মগন ॥ তঁবে  
 জলধারা দিবে, বর কড়া গৃহে লয়ে, বাসরঘরে করে আগরণ । স  
 সৌগন্ধ সঙ্গ, নানা মত খেলে রঙ্গে, প্রাতঃকালে উঠে হইজল ।  
 রাজ্যের পুত্র কর, বিলম্ব উচিত নয়, বিদায় করহ স্বামী করি



কবর আসনোপরে, বসাইল কড়া। ধরে, মরণ ঘরে যত মৃত্যু বাসি।  
 কাঁদুক বৈসে রাগে, রতি যেন শোকা। কাণে, নানাবর্ণে শোভে  
 শিখরতা। শরী যেন আশ্রয়ে, হৈবতী হই কোলে, কনিষ্ঠকে  
 স্নানকরী হুখ। মাতৃ কর্মা দিবে শিরে, সবে অশ্রুকার করে, হাতে  
 কড়া কড়া নংে রাণী। ধরি জামতার হাতে, শঙ্কুগাথ হস্ত  
 কানে, দিরা কহে শ্রবণবাণী। মনে না করিবে রোষ, কমা কর মৃত  
 ঘোষ, শঙ্কুগাথ ল'রে কর ধর। কড়ার বিদার কালে, রাণী আসে  
 অশ্রুজলে, আজি হৈতে বাঁকা হৈল পর। করে হাহাকার গজি,  
 স্নানকরে কান্দে রাণী, ধূলি ধূলি করে গার। তনিরা ক্রন্দন কানী,  
 স্নানকরে দুগমনি, সত্যমথো কান্দে উত্তরায়। নানাবর্ণে শঙ্কু  
 উঠে, আগে গিছে লোক ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া  
 আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র আইল, যনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ। ঘেয়ে  
 গিয়া কহে লোক, ঠাকুরাণী ভাঙ লোক, দেখ সে ভোমার মন  
 আগো। বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে, ব্রাহ্মণ ভনরা  
 ল'রে এলো। তবে এই শুভ বাণী, আনন্দিত ঠাকুরানী, যনে  
 করে এমন কি হবে। শ্রবচনী যাতা বুকি, হাতে তুলে দিল দিবি,  
 হাহাধন করে বলে পাব। এতেকু বলিয়া উঠে, বাত তবে সন্নিকটে,  
 জ্ঞানক সাগরে বেনু তালে। অস্তুর অমর তার, লবরা হইল তার,  
 জ্বলি খাইল এলোকেনে। পুত্র আসিয়া নিকটে, বাতাইরা কর-  
 পুট, জননীয়ে করিল প্রণাম। ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর  
 কোলে রঙ্গো, দেবী পুরাইল মনকাম। তবে জলধারা দিবে বর  
 কড়া গুহে লরে, আত্মনার পুণ্ড্র-শ্রবচনী। হারিকোনা করি যত,  
 কাটিল আত্মনাগর, আত্মনা দিলেন ব্রাহ্মণী। চিত্র বিচিত্র  
 করি, মোড়াইল সানি বাসি, দিবি কান্দে স্নানগিলা কানে। কান্দে

দ্বারী পূর্বদিক, দুইদিকে সন্ধ্যা পূর্ণিমা, দিবা পোতা পূর্ণিমা পালান্বে।  
 শ্রবণী, পূজা সন্ধ্যা, সানপূরে সন্ধ্যায়, তদনন্তর সন্ধ্যায় হইবে । এরোদ  
 কর্তব্য দান, নাক, সন্ধ্যা ওরা পান, ঠৈল সিন্দূর সবে দিবে ।  
 সীমন্তিনী সানি সানি, দাণ্ডাইল পোতা করি, ত্রাশনী চরণে দি  
 য়েন । অকল সোটারে তাত্ত, দিল পূজ বধু মাখে, মনোবাই  
 হইল সকল ॥ এসাদীর জবা বাহা, কিকিং কিকিং তাঁহা  
 ত্রাশনী আপনি বাটি দিল । একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি  
 অকলে, ভক্তিভাবে সকলে গইল । চাকিগাত সর্গিরা, বট বিলম্বি  
 দিয়া পুরোহিত করিল সমন । তবে পূজবধু লয়ে, হেন বট কণে  
 দিবে, গৃহমধ্যে এবেশে তখন । ইতি শ্রবণী ব্রতকথা সমাপ্ত ॥

### বীরাট্টনী-ব্রত ।

বিধি ।—আখিনমাসের তৃত্যট্টমীতে—অর্থাৎ মহাট্টমীর দিবা  
 এই ব্রতাহুতান করিয়া অষ্টমবারে ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়  
 ইহাতেও অষ্ট পুষ্প ও অষ্ট কল প্রদান করিয়া অষ্টপ্রহরসময়  
 কুম্ভাক বা হরিজাক ডোর ধারণ করিতে হইবে । প্রহরসময়  
 সত্যোজ্জ্বালমানবুজ্জ্বলসূর্য একটী কলসী ত্রাশনকে দিতে হয় ।

পরে বিধিত হুয়ার পূজা করিয়া—“হুগে দেবি অগ্নিহোত্র ব্রত  
 সূত্রমিদং তব । বহানি বাহুস্নেহং বহং দেহি যশোজ্ঞানং ॥” এই  
 মন্ত্র পাঠপূর্বক ডোর ধারণ করত সত্যোজ্জ্বল-বটোৎসর্গ  
 কথা অবগত করিবে ।

### ব্রত-কথা ।

নারদ উবাচ । তপস্বী দেবদেবেশ নন্দীকান্ত জ  
 কেনোপায়েন দেবশ জীয়াং উত্তমভিক্রমে ॥ ঐকান্ত উবাচ ।  
 শ্রুৎত্বান্ন বক্যানি ত্বং বীরাট্টনীব্রতম্ । বৎ কথ্য বানতাঃ পু  
 শ্রবণপুস্তকং নারদ উবাচ । কেন বীরাট্টনী পূজ্য জী

মে পরমেশ্বর । বিধানং চান্ত কিং দেব কৃতা কিং কুলমাপ্যতে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । গুটৈক্যে ব্রাহ্মণী রম্যা স্তন্যদ্বী তর্জুনমতা । সপুত্রা  
 সর্করত্যাগাঃ ধর্ম্মদেবতা ভাবিনী ॥ স চ তাং ব্রাহ্মণীং দৃষ্ট্বা প্রত্যাবাচ  
 অক্লেশিতঃ । ন ভবেত্তব পুত্রোহপি ন মে বংশো ভবিষ্যতি ॥  
 নিবাহং প্রকরোমীতি পুত্রার্থঃ যদি মহসে । ন ভবেত্তব দৌষদ্বয়  
 কথং তস্মাস্থ ভবিষ্যতি ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ । সেব্যতাং পার্কতী দেবী  
 দেবানামভয়প্রদা । সা তুষ্টা সর্কতুষ্টার্থঃ পুত্রপৌত্রং দদাতি বঃ ॥  
 বলিহোমপরো কৃতা সহ পত্নম ব্রতং চরেৎ । কলমুলাশনো কৃতা  
 নিবাহারো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ অগাম শরণং তক্ত্যা অজাপ মন্থমদ্বন্দ্ব  
 পরিভূষ্টা তদা দেবী বরো ভাক্ত্যাং দদৌ পুনঃ ॥ পার্কত্যাবাচ ।  
 শৃণু বীরাস্টমী নাম ব্রতং সর্ককলপ্রদম্ । অর্ধিনস্ত্র সিতে পক্ষে  
 মহাষ্টম্যাং পতিব্রতা ॥ প্রাতঃসেবাস্থীকৃতিঃ প্রাকাল্যাঙ্ঘিকরো  
 মূখম্ । অক্লাবরধরা নারী স্থাপয়েৎ সন্মুখে ঘটং ॥ সর্কান্  
 দেবান্চ সম্পূজ্য মহিষাশুরমর্দ্দিনীন্ । অষ্টপুষ্পাণি দেয়ানি কলাভট্টৌ  
 তৈধবচ্ ॥ অষ্টগ্রহিসমাস্কৃতং কুঙ্কমাকং স্ত্রডোরকম্ । মন্ত্রেণানেন  
 চো বিপ্র বিব্রসেদ্বাহমূলকে ॥ চুর্গে ধেবি অগচ্ছ্যতি ব্রতমুজসিনং  
 ভব । বগ্নামি বাহমুলেহং বসং দেহি বর্ধেঽশিতং ॥ কলসং  
 গচ্ছপুষ্পাত্মমর্চিতং অলপূরিতম্ । সাক্ষ্যসহিতং ভোক্তব্যং দত্তাং দিপ্রি  
 তাক্তিভঃ ॥ সম্পূর্ণে চাষ্টমে বর্ধে কুস্তানষ্টৌ প্রদাপয়েৎ । বস্ত্রভরক-  
 সম্বুকান্ কুস্তোতাপরিসংহতান্ । অনেনৈব বিধানেন কুর্ঘ্যাৎ পুত্র-  
 কলপ্রদম্ । ইচ্ছ্যক্ত্যা পার্কতী দেবী তৈজবাস্ত্রধীরত ॥ কৃতা তু মাধবী  
 নারী ব্রাহ্মণী স্ত্রপ্রকাতবৎ । যা চেৎ কুর্কতঃ নারী ব্রতমেতদমৃতমম্ ।  
 জন্মান্তরে স্ত্রপ্রজা তাং আমিচিতাম্মরঞ্জিনী ॥ ইতি নারীসুগুণে  
 দীর্ঘাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্ত ॥

## সত্যনারায়ণ-ব্রত ।

পূজাপদ্ধতি । কে কোন দিনে সন্ধ্যাসময়ে সাধারণতঃ সমাপনান্তে স্ত্রিবাচনপূর্বক—তাত্রপাত্রে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও ফল এবং ফল লইয়া উত্তরমুখ হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবেন যথা—

“বিষ্ণুর্হে! তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা সর্বাংগছাতিপূর্বকসোভাগ্যবচন-নোগতভৌষ্টমিচ্ছিশ্রীসত্যনারায়ণ-শ্রীতিকাশঃ স্বন্দপুরাণীয়-য়েবাং-গোক্ত -শ্রীসত্যনারায়ণপূজনতৎ-কথা-প্রবণমহং করিষ্যে ।”

পরে শ্বশাখোক্তসংকল্পপুস্তক পাঠ, সারাতার্থ্য, আসনগুচ্ছ, জল-গুচ্ছ, ভূতগুচ্ছ, সম্পাদন করতঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপূর্বক মন্ত্রস্তোত্র, করস্তোত্র করিয়া সত্যনারায়ণের ধ্যান করিবেন যথা—

“ও ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমবিতং ।

লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং বিভূং ॥

ইন্দীবরদলস্তামং শঙ্খচক্রগদাধরং ।

নন্দায়গং চতুর্ভূজং শ্রীবৎসপদভূষিতং ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং অগতঃ পিতরং গুরুং ।

এইরূপ ধ্যানান্তে বানশোপচারে পূজা করিয়া বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন পূর্বক—পুনর্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটি শালগ্রামে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচারে ( অশক্ত হইলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে ) “ও সত্যনারায়ণায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবেন । কাঁচাসিরণী প্রদানে বিশেষ মন্ত্র যথা—

“এতদ্ গোমুহূর্ণদ্রব্রতস্তাশর্করাত্তকৌকুতনৈবেদ্যং ও সত্য-নারায়ণায় নমঃ ।”

পরে বামকরে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক—দক্ষিণকরের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা “শাশায়া স্বাহা” তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে “অপানায় স্বাহা,” মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—“সমানায় স্বাহা,” তর্জনী মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—“উদানায় স্বাহা,” অঙ্গুলি-পঞ্চকযোগে—“ব্যানায় স্বাহা” বলিতে হয়। পরে পানার্থোদক পুনরাচমনীয়, তাবুল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে “ঐহাতি” ইত্যাদি মন্ত্রে জলনিক্ষেপ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপসমপূর্ণ করিবেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাজলি লইয়া স্তব পাঠ করিবেন। যথা—যগ্নয়া ভক্তিব্যোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদগৃহাণাহুকম্পয়া। তদীয়ং বস্ত্র গোবিন্দ ভূতামেব সমর্পয়ে। গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম। মজ্জ-তীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন। যৎ পূজিতং যয়া দেব পরিপূর্ণং তদন্ত মে। অমোঘং পুণ্ডরীকাকং নৃসিংহং দৈত্যহৃদন। হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্। সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়-ধ্বজম্। জনার্দনং জনানন্দং জানকীজীবনং হরিং। প্রণমামি সদা দেবং পরমং ভক্ত্যা জগৎপতিং। জুগ্মে বিষমে ঘোরে শক্রণা পরিশীড়িতে। নিস্তারয়তু সর্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ॥ নামান্তোস্তানি সংকীর্ত্য ইন্দ্রিত্যং ফলমাপ্নুয়াৎ। সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহং কামদং প্রভূম্। লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥” অনন্তর পুষ্পাদি হস্তে করিয়া কথা বা পাঁচালী জপ করিতে হয়।

# সত্যনারায়ণের পাঁচালী ।

পর্যায় ।

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাথে ।  
মহারঙ্গে বদ্ধ সঙ্গে পুরি হস্তিনাতে ॥  
নানামতে কোতুকেতে আছে গদাধর ।  
মনে প'ল কলি র'ল বলির নগর ॥  
ঔপরের অন্তে তার রাজ্য প্রাপ্তি হবে ।  
ভাবি মনে নারায়ণ কহিছে পাণ্ডবে ॥  
চল ভূপ অপরূপ জনিতে স্রষ্টাব ।  
বলি পাশ ইতিহাস ধর্মের প্রস্তাব ॥  
রাজা বলে কুতুহলে চল দক্ষাম্বর ।  
তুমি মার বন্ধু তার কোন কর্ম রয় ॥  
চলিলেন দুইজন হ'য়ে পদ গতি ।  
পদে পদে পাশ ছেদে পুণ্য বসুমতী ॥  
পুণ্য রায় পায় পায় অশ্বমেধ পাত ।  
মতি বলে কুতুহলে আজি স্রষ্টাভাত ॥  
চলিলেন দুইজন পরম সাহসাদ ।  
দেখিছেন সেইস্থানে ক্রোধের বিবাদ ॥  
এক চাবা অতি থামা খেত করে চাব ।  
অর্ধ ভাণ্ড খণ্ড খণ্ড ভাঙতে প্রকাশ ॥

পে'য়ে ধন সেইজন ব্রাহ্মণকে করি ।  
 তব ভূমে মোর শ্রমে ধন লভা হয় ॥  
 লও ধন নিকেতন ঠাকুর গৌসাই ।  
 বিপ্র বলে মূৰ্খ বলে আর ঠেকি নাই ॥  
 পেয়েছি সু তুই দিস মোরে কি কারণ ।  
 আমি নিরী হব ইহা পাপের ভাজন ॥  
 চাৰা বলে ব্রোতাকালে শুনেছি শ্রবণে ।  
 ভূমি বার বিস্ত তার লিখেছে পুরাণে ॥  
 সীতা পেয়ে চাৰা বে'য়ে দিলা জনকেতে ।  
 প্রভু বৃষ্টি মোরে আজি ঠেকালে পাপেতে ॥  
 শুনি কাণে হই জনে চলিল গুরিতে  
 দ্রুতগতি উপস্থিত বলীর পুরীতে ॥  
 ধর্ম দেখি কহে ডাকি কলি অবতার ।  
 মহারাজা মোর সাজা দেখ একবার ॥  
 বহুকাল বহুহাল মোর নাম কলি ।  
 বিনা দোষে বাঁধি পাশে রাখিয়াছে বলি ॥  
 ধর্ম হুত অদ ভূত এই ভিক্ষা চাই ।  
 মোর প্রাণ দাও দান ধর্মের দোহাই ॥  
 রাজা শুনি কৈলাপুণি করিব যোচন ।  
 সবিদিত উপনীত বলির সদন ॥  
 'অরে অরে পুণ্য পুণ্য হইল মিলন ।  
 কলি কাছে ভিক্ষা যাচে পাণ্ডুর নন্দন ॥  
 মহাশয় পুণ্যময় এত পুণ্যকার ।  
 আমি চাই ভিক্ষা নাই কলি অবতার ॥

চক্রপাণি চক্রমানি আজ্ঞা দিল বলি ।  
 অহুত্রে মুক্ত করে হ'য়ে কুতূহলী ।  
 মুক্ত হ'য়ে কলি বে'য়ে রাজা হ'ল হিত ।  
 কম্পমান নিরা গ্রাণ ষাপন অতীত ।  
 বলি সঙ্গে নানারঙ্গে বিদায় হইল ।  
 তুষ্ট মনে ছুইজনে গমন করিল ॥  
 সেই পথে সেই ক্ষেতে সেই চাষা সাথে ।  
 সেই ষিঙ্গ নিরানন্দ বিপরীত তাতে ॥  
 বিগ্র বল কোন কালে হ'য়েছে এমন ।  
 ক্ষেত মোর বিত্ত তোর একথা কেমন ॥  
 ওরে বেটা চাষা তেঁটা ধন মোরে যে ।  
 চাষা বলে বাস্কাঙ্কলে তুই বেটা কে ॥  
 খিচড়ারি করি তুমি ধন বুঝ পে'লে ।  
 ভাগ্য তোর হেথা মোর নাহি জ্যেষ্ঠ ছেলে ॥  
 কলিরাজ নিজ সাজ ধরিয়া স্বরায় ।  
 উচ্চ বুক দীর্ঘ মুখ হাসি হাসি যায় ॥  
 শিরে নারী করে ধরি জননীর বেশ ।  
 মাতা প্রতি কটু অতি অপেক্ষ বিশেষ ॥  
 ওলো বুদ্ধি আটহুড়ি নাহি তোরে'ষম ৮  
 কত আর লব'তার পাগিঠা অধম ॥  
 পক-কেশী স্বাসকালী পেচক লোচনী ।  
 দস্তহীনী কুরুশিনী পাগ্লিনী তাপিনী ॥  
 নারী প্রতি তক্তি অতি নিষ্টকথা কর ।  
 সাবধান ওলো গ্রাণ ষ্যামো পাছে হরি ॥



দীর্ঘ কেশ কটদেশ সিংহের আকার ।  
 পদ্ম আঁখি পদ্ম মুখী পদ্মিনী আমার ॥  
 সচকিত বিপরীত দেখি যুধিষ্ঠির ।  
 ধর ধর কলেবর হইলা আশ্চর্য ॥  
 বুড়ি কর নৃপবর হরির সাক্ষাৎ ।  
 জিজ্ঞাসল এক লীলা কহ জগন্নাথ ॥  
 হরি কর মহাশয় জিজ্ঞাস কি রীতি ।  
 মহিপাল কলিকাল হাপর অতীত ।  
 তন তুপ অপরূপ যুগ ধর্ম ফল ।  
 অতি বৃষ্টি অনারুণি হইবে সকল ॥  
 রাজা সনে প্রমাগণে করিবে ছলন ।  
 প্রাণিগণ অকুক্ষণ পরদারে মন ॥  
 নারী সবে কাশী হবে পাত প্রতি ঘেব ।  
 পর পতি প্রতি অতি সরস আবেশ ॥  
 ধনলোভে প্রাণী সবে মিথ্যা সাক্ষী দিবে ।  
 ছলনার সর্বদার পাপ উপাজ্জীবে ॥  
 ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মামর্ম্ম পাইবে বিনাশ ।  
 দিনে দিনে অগ্নে লগ্নে অধর্ম্ম প্রকাশ ॥  
 অসন্তব শুনি সব হরির বদনে ।  
 রাজা কর নয়ামর কহত একণে ॥  
 এই যত হবে যত জীবেষ হুর্দশা ।  
 বল তনি চক্রপাণি কহে উরসা ।  
 হরি কহে তন বাহে জীবেষ নিস্তার ।  
 অসন্তোষে মৃত্যুমুখে তরিবে সমার ॥

সত্য সৃষ্টি হ'রে কীর্তি করিব অচল ।  
 নাম বলে কুতুহলে ঐশ্বৰ্যে সকল ॥  
 এত বলি বনবাণী করিয়া গমন ।  
 গঙ্গা তীরে তীরে কিরে পতিতপাবন ॥  
 যিহ সৃষ্টি হ'রে কীর্তি অকাশ কারণ ।  
 অমিহেন তীরে যেন প্রভাত তপন ॥  
 সেই পথে প্রাণ দিতে এক দ্বিজ বান ।  
 গঙ্গারাম তার নাম দরিদ্র প্রধান ॥  
 বুদ্ধ বিপ্র গতি কিপ্র বজ্রসূত্র গলে ।  
 গঙ্গা বাটী পরিপাটী দীর্ঘ ফোটা ডা  
 বটি হাত দীন দাঁত বায়ুতে হেলায় ।  
 বন বাস ক্ষুদ্র কাশ টালু বালু চায় ॥

### লম্বু ত্রিপদী ।

কহে গদাধর,                      ওহে দ্বিজবর,  
 কোথা যাও মহাশয় ।  
 ক্ষীণ খেদি দেহ,                      সঙ্গে নাহি কেহ,  
 না কর জীবন ভর ॥  
 বিপ্র বলে বাপু,                      মোর এই রপু,  
 বাঘে মঠে নাহি খার ।  
 কোন দৈব বচন,                      ঘোর অপরাধে,  
 অজিয়াছে বিধাতার ॥  
 কি দ্বিজাস কুমি,                      জন্ম হুঃখী আমি,  
 তাই রক্ত রাহি একা । ॥



পড়িয়া পীচালী, • বিজে দিবে ডালি,  
 ভক্তিতে করিবে পান ॥  
 গঙ্গারাম'কর, • ওহে মহা শর,  
 তুমি কে বল তা ত'নি ।  
 ঐকু' কহে আমি, • জিভুবন, স্বাধ, •  
 মোর ভাবে হরমুনি ॥  
 ভব ভাগ্যফলে, • আসিয়াছি হটল,  
 মহিমা করিতে দান ।  
 দ্বিজ তবে ভনে, • তনেছি পুরাণে,  
 চতুভূজ ভগবান ॥  
 সেইরূপ যদি, • বর গুণনিধি,  
 তবে সে প্রত্যয় হয় ।  
 গোলক বিহারী, • চতুভূজধারী,  
 হইলেন সে সময় ॥  
 চারি কর মাঝে, • আভরণ সাজে,  
 • লক্ষ-চক্র-গদা-পাশে ।  
 বিনতা নন্দন, • গয়ে মারায়ণ,  
 পীতাম্বর কটা বন্ধে ॥  
 কমলা ভারতী, • দুই পার্শ্বে স্থিতি,  
 শ্বেত রক্ত বর্ণ কার ।  
 জলধরোপর, • হিম বনতর,  
 চপলা বেন বেলায় ॥  
 রেখি গঙ্গারাম, • করিছে প্রণাম,  
 প্রণতিতে অব জিতি ।

ততাদৃষ্ট কলে,                      যদি সঙ্গ দলে,  
সরস্বতী হৈল স্থিতি ।

তুমি হরিহর,                      তুমি শিবাকর,  
তুমি দিবস শরীরী ।

তুমি পদ্ম যোনি,                      তুমি হরমণি,  
তুমি বিনোদবিহারী ॥

আগম পুরাণ,                      নিগম বিধান,  
তুমি দিক দশধারী ।

তুমি মহামেধ,                      তুমি কলভঙ্গ,  
তুমি হৃদয় মোক্ষধারী ॥

তুমি দাও মুক্তি,                      তুমি সর্বশক্তি,  
তুমি শঙ্করের গৌরী ।

কৃষ্ণ বলরাম,                      শ্রীদাম সুদাম,  
তুমি সুরাসুর সৌরি ।

জঠর বাতন,                      ক্রমের ভাঙন,  
তোমার নামেতে তরি ।

তুমি সুধাকর,                      সর্ব ঘটে চর,  
হর যোগী নামধারী ॥

হীনজন প্রতি,                      অধিলের পতি,  
দয়া কৈলা যদি ভারী ।

শমন আগার,                      নিজ গুণে তার,  
তবে ঘের নাহি ঘুরি ॥

কহে ভগবান,                      অস্ত কালে হান,  
দ্বিগ লভে উজ্জ্বলি ।

দিন্না বরদান. . . হন অকর্কান,  
শিবচন্দ্র অনুসারী ॥

পয়ার ।

উপদেশ পেয়ে বিপ্র যাইয়া ভবনে ।  
পুজিলেন দীননাথে অনেক বসনে ॥  
হইলেক মহা সুখ হরির কারণ ।  
দাসদাসী হস্তা ঘোড়া রক্ত সিংহাসন ॥  
য়ে নারী কহিত কটু উদর জালায় ।  
মিষ্টকথা হান্তমুখ সঙ্গা সর্বদায় ॥  
নিত্য নিত্য করে পূজা বিবিধ বিধানে ।  
উপনীত এক কাঠুরিয়া সেই স্থানে ॥  
কাষ্ঠ আঁচি রাখি মাঠী করিয়া আসন ।  
তুনিছে মহিমা গুণ ভরিয়া শ্রবণ ॥  
নানস করিল ননে প্রসাদ খাইয়া ।  
পরদিন পুজিলেক গৃহেতে যাইয়া ॥  
ভক্তিতে দিলেন শোষ্য, বীৰ্য্য ভগবান  
নিত্য করে সত্য সেবা বিবিধ বিধান ॥  
নদীতীরে পূজা করে সব কাঠুরিয়া ।  
উপনীত এক সাধু তরলী বাহিয়া ॥  
কামাখ্যাতে বর ধনপতি নান্য তার ।  
মহাচীনে গিয়াছিল করিতে ব্যাপার ॥  
সমারোহ দেখি তটে উঠে সদাগর ।  
দিক্‌দানে পূজার কথা সবার গোচর ॥

কাঠুরিয়া বলে সত্যনারায়ণ হরি ।  
 পুজিলে মানস সিদ্ধি পরলোকে তরি ॥  
 সাধু বলে স্তোত্রস্তোত্র মোর যদি হয়,  
 লক্ষ তরু দিয়া পূজা করিব নিশ্চয় ॥  
 এবমন্ত এবমন্ত বলে কাঠুরিয়া ।  
 সাধু চলে নিজ দেশে মানস করিয়া ॥  
 কত দিনে উত্তরিলা সাধু নিজাগার ।  
 সে দিবস ঋতু স্নান সাধুর জায়ার ॥  
 প্রকাশ কমলে বিন্দু হইল পতন ।  
 মুদিত কমল দল গর্ভের লক্ষণ ॥  
 হইল পূর্ণিত দশমাস অবসান ।  
 প্রসবিল এককন্তা রোহিণী সমান ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে কন্তা যেন শশীকলা ।  
 শশিমুখী নাম রাখে দেখিয়া বিমলা ॥  
 দশম বৎসর হইল বয়স কন্তার ।  
 স্নিষ্টকথা হস্ত মুখ সদা রসভার ॥  
 দেবদত্ত কন্তা মত্ত কুঞ্জরগামিনী ।  
 অঙ্গ আভা যেন শোভা স্থির সৌদামিনী ॥  
 দীর্ঘ কেশ কটিদেশ সিংহের সমান ।  
 দেখি তারে পঞ্চশরে নিত্য মোহ বান ॥  
 সম্পূর্ণ ষোড়শী নেত্র যেন নীলোৎপল ।  
 সুধাকর নিন্দা তার বদন-মণ্ডল ॥  
 গলে দোলে সারি সারি মালা মুকুতার ।  
 লোকসবে অল্পভবে পদ্মিনী আকার ॥

• কেহ বলে ছলে বুঝি উর্বশী আইলা ।  
 কিবা ফিরে জনকের জানকী জন্মিলা ॥  
 ছাড়ি পতি বুঝি রতি গতি পুনর্ব্বার ।  
 কুজিগী জ্যোপদী কিম্বা মাজীর আকার ॥  
 ধনপতি কঁজা দৈধি অথী সর্ব্বদার ।  
 সম্বন্ধ করিল স্থির ঘটক দ্বারায় ॥  
 মহারাষ্ট্রে ঘুর বর হরিশ্চন্দ্র নাম ।  
 রূপে গুণে কুলে শীলে অতি অহুপাম ॥  
 হরিশ্চন্দ্র চন্দ্র সম বদন আকৃতি ।  
 তার স্থানে কত দান কৈলা ধনপতি ॥  
 কতদিন সুখে আছে জামাতা লইয়া ।  
 সত্য সেবা পাসরিল সুখেতে ভুলিয়া ॥  
 হরির হইল কোপ সাধুর চরিতে ।  
 মনোগত কৈল সাধু বাণিজ্যে যাউতে ॥  
 জামাতা যাইবে সঙ্গে দিন স্থির হৈল ।  
 উদ্যতে করিবে যাত্রা সকলে জানিল ॥  
 পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ দিক স্প্রকাশ ।  
 দিনরদি আগমনে নক্ষত্র বিনাশ ॥  
 বাঙ্গল-খাকির পাখী ডাকিছে তৎকাল ।  
 কোকিল করিছে কুহুরব সুরসাল ॥  
 উষা পেয়ে যুক্তা কণ্ঠে সাধু ধনপতি ।  
 ইষ্টদেব দ্রবিয়া হনোকায় কৈল গতি ॥  
 নারায়ণ পাসরিয়া সাধুর গমন ।  
 কি ঘটে কপালে দেব শিবচন্দ্র কনক ॥



## একাবলী-ছন্দ ।

ধনপতি যেহে উঠিল নার। খুলিল বহর দক্ষিণ বার।  
 সিংহলে ঘাইতে করিল মনে। বাহিছে তরলী রজনী দিনে।  
 কামাখ্যা হইতে ছাড়িল তরী। আশে পাশে রাখে কতক গিরি।  
 ব্রহ্মপুত্র তীর্থ রাজ সুগভীর। হুঠাই সুগতি উজ্জল নীর।  
 যার দরশনে মুক্তি পায়। তারোপ'রে তরি বাহিরা  
 যায়। যোগী ঘোফা আদি রাখিয়া পাছে। উপনীত কর-  
 তোয়ার কাছে। কর্ণধারে সাধু জিজ্ঞাসে কথা। ক'দিনের পথ  
 আসিছ হেথা। কর্ণধার বলে দিকর হ'তে। এসেছি শতক  
 যোজন পথে। পাঁচ দিনে এহু বাদামকলে। বিশেষ তোমার  
 ভাগ্যের ফলে। শুনি সদাগর হরিষ তার। ঘোড়া ফেলি  
 দিল কাঙারী গার। পরশুরামের বাড়ী দেখিয়া। খুলিল  
 বহর হরিষ হইয়া। ব্রহ্মপুত্র ছাড়ি লক্ষ্যেতে পড়ি। আটয়া  
 বাঁধিল বাদাম দড়ি। মেঘনাতে ডিঙা ধরিল বলে। বদর বদর  
 নেয়েরা বলে। কত নদ নদী নগর ছাড়ি। দাড়ী মাঝিগণ  
 গাহছে সারী। উত্তরিয়া যে'য়ে কপিলাশ্রমে। উঠে সদাগর  
 অতি সন্তোষে। গঙ্গা সাগরেত করিয়া স্নান। তথা হ'তে স্বর্য  
 করে প্রস্থান। সাধু কহে কর্ণধারের তরে। নিলাচল পাব  
 ক'দিন পরে। ঝর ঝর বারি আঁধিতে ঝরে। পুনঃ পুনঃ  
 সাধু জিজ্ঞাসা করে। কর্ণধার বলে ধনেশ ধীর। সমুদ্রের  
 বড় উৎসার নীর। সাগর সঙ্গম হইতে ছাড়ি। মাসেকের পথ  
 ঠাকুর বাড়ী। কেন বারি ঝরে কমলনেজে। সাত দিনে নিব  
 বিরল্যকজে। স্তরি কহে সাধু গভীর রবে। হেন শুভভাগ্য  
 যার কি হবে। জীর সম ভরী বাধায়ে চলে। নন্দন ঘাটক

মিশ্রিয়া হুঁলে ॥ নৌকাপরে ছান নৌকাতে পাঁক । সরোবরে  
 বেম হংসের স্বাক ॥ সপ্তম দিবস হইল পূর্ণিত । কর্ণধার হ'ল  
 মনেতে ভীত ॥ 'দুরবীণ ধরি পশ্চিমদিকে । এক আঁধি দিয়া  
 দেখিতে লাগে ॥ ধু ধু বনি কোঠা দেখিয়া চোখে । কর্ণধার  
 ছরা সাধুকে ডাকে ॥ ওঃ সদাগর দেখহ অসি । নীলাচলো-  
 পরি গোলকবাসী ॥ কথোপকথনে মন উন্নাসে । তরী লাগে  
 বেয়ে দক্ষিণ পাশে ॥ ধনপতি স্থরি জগতমাধ । উঠিগেন যেরে  
 জামাতা সাপ ॥ দাঁড়ি মাঝি সঙ্গে এক হাজার । দ্বিগুণ বড়  
 বাহুব তার । সাধু সঙ্গে চলে সদীয় যত । হরিশ্চন্দ্র স্বর্গ  
 গমন রত ॥ আঠার নালাতে কৈল পরান । পাণ্ডামিলে আঁচি  
 সাধুর স্থান ॥ গলে দিয়া মালা তিলক নাকে । করে বেত্রাঘাত  
 ঐতুকে ডাকে ॥ বেত্রাঘাত করে সাধুর পরে । ধনপতি ভাগ্য  
 প্রসংশা করে ॥ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা আনিয়া । আঠার নালায়  
 চৌকিতে দিয়া ॥ ধনপতি সুখী পথ গমনে । শিবচন্দ্র সেন সরস ভণে ॥

### লঘু ত্রিপদী ।

চলে ধনপতি,      অতি কৃতগতি,  
 জগন্নাথ দরশনে ।  
 কুবের তোড়নী,      প্রথমেতে কিনি,  
 পান করিছে যতনে ॥  
 কত দূর হুঁট,      দেখে পরিপাটি,  
 অন্নের হাট্ট বাজার ।  
 কিনি সাধুগণ,      কুরিছে ভোজন,  
 ব্যাধন কর্ত্ত প্রকার ॥

পিষ্টক পায়স, ' ' আদি ছয় রস,  
করষা বাউ খিচরী ।

কাকালী সকল, হ'য়ে কুঁতুহল,  
করিতেছে কাড়াকাড়ি ॥

চণালে আনিয়া, আঁটিয়া কিনিয়া,  
দিতেছে ব্রাহ্মণ সুখে ।

পেয়ে বিদ্রুগণ, হ্রস্বিত মন,  
ধাইতেছে মহা স্রুখে ॥

কুকুব বদন, হইতে তখন,  
অন্ন যদি হয় পাত ।

তাহা থাইবার, কাক অবতার,  
দেবগণ সাথে সাপ ॥

দেখি সদাগর, হরিষ অন্তর,  
বাজাব কিনিয়া লয় ।

বিবিধ প্রকার, করিয়া ভাণ্ডাব,  
অন্ন কল্পতরু হয় ॥

সিংহ দরজার, বাইয়া স্বরায়,  
অন্ন বট দেখিয়া ।

দীনবন্ধু প্রতি, করিলেক নতি,  
পুলকে পূর্ণিত হিয়া ॥

গোশক বিহারী, শ্রুততা কুমারী,  
বলরাম কৃষ্টি করি ।

জাধু ফুলেবর, সুখে গরগর,  
নরনে বহিছে কাঁচি ॥

লক্ষীর পুরীতে,                      বাইরা ছা...  
 সকল দেখিয়া যার ।  
 উদয় ভরিয়া,                      ভোজন করিয়া,  
 উঠিলেন ঘেমে নার ।  
 নীলাচলোপর,                      দেখে যেই নর,  
 দারু ব্রহ্ম অবতার ।  
 সে বার গোলকে,                      মিনিয়া ত্রিলোকে,  
 কাটাইয়া ভবভার ॥  
 প্রভুর মহিমা,                      দিতে নারি সীমা,  
 অরিতে কলুষ ক্ষয় ।  
 সর্বভীৰ্ণ আসি,                      হয় মিশামিশি,  
 যেখানে প্রসঙ্গ হয় ।  
 তথা হইতে গতি,                      কৈলা ধনপতি,  
 সেতুবন্ধে উপনীত ।  
 রামেশ্বর নাম,                      অতি অমুপাম,  
 শিবলিঙ্গ বিরাজিত ।  
 কাণ্ডারী গোচর,                      কহে সদাগর,  
 গুন কর্ণধার ভাই ।  
 মনের উল্লাস,                      এক রাজি বাস,  
 করিব এ পুণ্য ঠাই ॥  
 শুনেছি পুরাণে,                      সেতুবন্ধ স্থানে,  
 বৈকুণ্ঠে শিশিতে বাস ।  
 সমন দমন,                      প্রসঙ্গে ভজন,  
 অষ্টম কাণ্ডন্য নারি ॥

সে নিশি বন্ধিয়া, শিবকে অর্চিয়া,  
খুলিল সাধু বহর ।

বামে লক্ষা রাখি, কর্ণধারে ডাকি,  
কহিতেছে সদাগর ॥

সমুদ্রেতে নাও, খরতর বাও,  
সাবধান লাগে লক্ষা ।

সব নৈরাকার, অপার পাথার,  
দরশন মাত্র লক্ষা ॥

সেতুবন্ধ হ'তে, সিংহলে বাইতে,  
চারিমান্দে সবে যায় ।

হরির চক্রেতে, বায়ুর বেগেতে,  
চাবি গ্রহবে লাগায় ॥

দেখিয়া নগব, অতি মনোহর,  
উঠিলেন ধনপতি ।

অশেষ বিশেষ, এই কোন দেশ,  
জিজ্ঞাসে সবার প্রতি ॥

বলিছে সকলে, আসিছ সিংহলে,  
কোথা বাবে মহাশয় ।

শুনি সদাগর, হরির অন্তর,  
নিতান্ত বিস্মিত হয় ॥

কর্ণধার তরে, কহে সদাগরে,  
কি শুভ যাত্রা করিল ।

চারি মাস পূর্ণ, দিনেতে আগত,  
বাণিজ্যে হইল সফল ॥

ମହାନାରାୟଣଙ୍କ ମାଳା ।



বহা হুঃ বলে,                      আনাতা হুঃ বলে,  
বাণী কহিলেন হিত ।

জটিলিক। শত্র,                      বালাখানা শত্র,  
 মনোহর বিরাজিত ॥

সিংহল ভ্রমর,                      বর্ণিতে হুকার,  
 ধর্মবীণ সত্যবাদী।

महा नशीवान्, प्रतापे विभान्,  
निष्ठाप विहीन स्थापि ॥

রূপসী সুলক্ষ্মী,                      পদ্মিনী নাগরী,  
 যবে যবে প্রকাশিত ।

ছয় সাত বর,                      প্রতি দিনে স্নান,  
বসন্ত স্নান উদিত ।

কমলিনীশ্রম,                      কখন কখন,  
কটাক্ষ ভঙ্গিমা করে ।

ধনু ছারি কার,            অমনি কিশোর,  
হৃতিরে ননে বিশ্বারে ॥

হীরা মুকুতা ছনি,      হের নীলমণি,  
 রাখিছে ভরি তা'হার ।

জীৱা ধনিয়াতে,                      সমযোগ্য তাঁতে,  
তুলা ওজনে ব্যাপার ।

নেখি ধনপতি,                      হরষিত অতি,  
বলে বলে, আশা করে ।

এবার আবার, সাধের ব্যাপার,  
কিন্তু হৈল অনেকের।

শিবচক্র কর, আশা অতিশয়,

যথা তথা অমলল ।

স্বর্ণমৃগ দেখি, আশার জানকী,

পেরেছেন প্রতিফল ॥

একাবলী ছন্দ ।

যে দিবসে সাধু গেল সিংহলে । রাজপুরি চুরি হৈল বিয়লে ॥  
 রাণীর গলার মতির হার । চোরে বেচিবারে নিল বাজার ॥  
 মনোহর হার সাধু জানিয়া । জামাতার গলে দিল কিনিয়া ॥  
 সভাভে কোটালে আনিয়া ভূপে । ভর্জন করিছে অশেষ রূপে ॥  
 হেনকালে হরি সর্বজ্ঞ বেশে । উপনীত হ'ল রাজার বাসে ॥  
 শুভ্র যজ্ঞস্থত্র গলেতে দোলে । হর হর হর বদনে বলে ॥  
 সূর্য্য সমতেজ বিরাজে কার । জাহ্নবী মুক্তিকা ভূষিত গার ॥  
 দেখি মহারাজ করে প্রণাম । জিজ্ঞাসে প্রভুর কোথায় থাম ॥  
 হরি কহে ধাম হরির দ্বার । বাইব সাগর সঙ্গম পার ॥ যোগ বলে  
 আমি সকলই জানি । চোর সাধু সব দেখিলে চিনি ॥ রাজা বলে  
 প্রভু কহিতে ডরি । হার চোর দ্বারে দেহত ধরি ॥ ভূমে খুড়ি  
 পাতি কহিছে হরি । শুন চোর নাম নৃপ কেশরী ॥ নাম ধনপতি  
 কামাখ্যাবাসী । বাস করিয়াছে নগরে আসি ॥ হরিশ্চন্দ্র নামে  
 জামতা তার । তার চুরি করি নিরাছে হার ॥ কোটাল ছুটিল  
 নগর পাশে । ধরে বেড়ে সাধুর নাম উদ্দেশে ॥ অকিবে কুকারে  
 হরিব পার । চোর পরা গেছে সহিত হার ॥ রাজা বলে হার আন  
 সোচরে । চোর নিরা রূপ মশান ঘরে ॥ হরি নাম ভুলি হরির সঙ্গে ।  
 সাধু হ'ল বন্দী জামাতা নরক ॥ দেশে ছরদুই সাধুর বাড়ী । হ'ল গৃহ

দাহ অগ্নিতে পুড়ি । মহাজ্ঞঃখ হ'ল সাধু জারায় । দিবাসে না ঘটে  
 আহারভার ॥ বিরলে বসিছে সাধু রমণী । শ্রবণে শুনিল হরির  
 ধ্বনি ॥ স্বপ্নে পড়িল মানস কথা । যে দেব আরাধিয়া জন্মিল হুতা ॥  
 মানস করিল দেবের ঠাই । প্রভু আন দেশে সঙ্গে জামাই ॥  
 ভক্তি দেখি হরি দয়াল নাথ । সিংহলে চলিল রাজ সাক্ষাত ॥  
 স্বপ্নে রাজাকে কহেন কাণে । সাধু হুইজন কেন বশানে ॥  
 কোথাকার জানি ব্রাহ্মণ হুই । তার বাক্যে দাও এতেক কষ্ট ॥  
 মহাজ্ঞানবান সেবক মোর । হার কিনি হ'ল এ দেশে চোর ॥  
 শীঘ্র ছাড়ি দাও সিংহলনাথ । না হ'লে সবংশে হবে নিপুত্র ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া সিংহলপতি । কল্পিত স্বপন ভয়েতে অস্তি ॥  
 আনি হুই সাধু করি মোচন । নৌকা পূরি দিল হীরা কাঞ্চন ॥  
 দেশে চলে সাধু হরির পার । দিবানিশি নাহি জ্ঞেয় তাহার ॥  
 সত্যনারায়ণ করিল লীলা । নদীতীরে দিবা সন্ধ্যাসী হৈলা ॥ গৈরি-  
 কের বজ্র কটিতে আঁটা । প্রয়াগের কুলি কপালে কেঁটা ॥  
 শিরে জটাতার কুণ্ডল কাণে । চুলু চুলু আঁখি বিজরা পানে ॥  
 সাধুকে ভিজ্ঞাসে মধুর স্বরে । সঙ্গাগর বাবে কোন সহরে ॥  
 কিবী জব্য ভূমি উরেছ নার । সাধু তনি কহে কুপিয়া তার ॥  
 মাটিতে পুরেছি তরলী আমি । পুনঃ পুনঃ কেন জিজ্ঞাস ভূমি । প্রভু  
 কহে হাসি মাটির ভরা । মোর বাক্য বলে হউক স্বরা ॥ সাধু  
 দেখি মাটি সকল নার ॥ কালি পড়ে ঘেড়ে সন্ধ্যাসীর পার ॥  
 শুভ শুভি করে অস্তি ব্রহ্ম । ভগবান তৈল্য কবেতে বশ ॥  
 হাসি কহে হরি সাধুর পাশে । লভ্য সেবা তুলিমাছ কি দোবে ॥  
 হুইতা কামনে মামস ছিল । কল্য ঝিরা দিয়া পূজা না হ'ল ॥  
 সিংহলেতে দ্রুংখ তাহার সোবে । গুণ্য কর গিয়া আপন দেশে ॥



পূর্বরত ভরা হইবে নার। উঠ ঘেঁরে সাধু নিবস যার।  
 অন্তর্ভাস হ'ল প্রভু ভাষার। ধমপতি হ'ল জাসিত তার।  
 বাজা রাখে রত্ন সেবা কারণ। নৌকাপরে উঠি করে গমন।  
 বহুকালে তরী লাগিল ঘাটে। সাধুর পুরীতে সংবাদ রটে।  
 সাধু স্ত্রী সত্য সেবার পরে। লইছে প্রসাদ খাইতে করে।  
 সংবাদ শুনিয়া আহ্বাদ করে। ফেলিল প্রসাদ কতক দূরে।  
 নারায়ণ হৈলা তাহে কুপিত। ডুবিল জামাতা নৌকা সহিত।  
 সাধু যোহ হৈল দেখিয়া তার। পুরে অমঙ্গল শুনিতে পার।  
 সাধু নারী শুনি স্ত্রীতার সাথ। বিনা মেখে হৈল বজ্রাঘাত।  
 ক্রন্দনের রোল সাধুর দেশে। শিষ্যত্র ভণে লাচারি শেষে।

### ত্রিপদী লাচারী ছন্দ ।

শুনিয়া নিখাত বাকী, সাধু স্ত্রী স্ত্রীদনী,  
 পড়িল কান্দিয়া ধরাপ'র।  
 কমল বুগল করে, হানিছে মন্তকোপরে,  
 নয়নেতে ধারা ধরতর।  
 ওহে প্রভু প্রাণনাথ, বজ্রাঘাত অবশ্যে,  
 নিজ নারী পরেতে হানিলা।  
 হাইতে প্রবাস-পথে, কত বুঝাইছ তাতে,  
 ঘাটে আসি সব বিশ্বরিলা।  
 চিরকাল পরবাস, মনেতে ক'রেছি আশ,  
 দেখিব বদন শশধর।  
 আশা মূদী হৈল দূর, যৌবনের গর্ভ দূর,  
 হেলাতে করিলা প্রাণেশ্বর।

নারীর জীবন পতি,                      পতি রবণীর গতি,  
 নারীর বসন ভূষা পতি ।  
 কান্ধিছে সাধুর বালা,                      ধরনী করিয়া আলা,  
 মদন বিবরহে যেন রতি ॥  
 ক্ষণে পরে ধরাভলে,                      স্বাপ নিতে চাহে জলে,  
 ক্ষণে ক্ষণে বলিছে বদনে ।  
 কোথা গেলা প্রাণেশ্বর,                      আসিয়া দেখহ ঘর,  
 অবলার দুর্গতি নয়নে ॥  
 ভাবিতে পরাণ ফাটে,                      সমুদ্র তরিয়া ঘাটে,  
 বিনা যেষে নৌকা হ'ল তল ।  
 না দেখিয়া পায়বান,                      উপায় ক'রেছি সারি,  
 বুঝি হরি করিয়াছ ছল ॥  
 শুহে ঐভু গদাধর,                      বিরহ-অগ্নির শর,  
 বিদিত তোমার কলেশ্বর ।  
 ত্রৈলোক্যে অবতার,                      নাশিতে ক্ষিতির ভার,  
 জন্মেছিল অশেষা নগর ॥  
 পিতার প্রতিজ্ঞা ছিলে,                      বনবাস কুড়ুলে,  
 জানকী লক্ষণ সঙ্গে করি ।  
 উপজিল দুঃখজাল,                      পরিয়া গাছের ছাল,  
 শিরে জটা হাতে ধনু ধরি ॥  
 ছিল পঞ্চবাট বন,                      তথা হৈতে দশানন,  
 সীতা হরি নিল লক্ষাপুরী ।  
 বিরহে হইয়া ছন্ন,                      বিবর্ণ হইল বর্ণ,  
 ব্যাকুল হইয়া বনে ঘুরি ॥  
 পূর্ণ ব্রহ্ম অবতারি,                      সুগ্রীবেরে সখা করি,  
 বালি বধ বিনা অপরাধে ।  
 সমুদ্র তোমার সৃষ্টি,                      পাবান করিয়া বৃষ্টি,  
 অলঙ্কারা বাঁধিলা শোক বাদে ॥  
 জ্ঞতি শোকে কোণরাশি,                      লুপ্তশে রাবণে নাশি,  
 সীতা সঙ্গে হৈল দশনন ।

করিষ হইরা বদে, বানর ভল্লুক সঙ্গে,  
মুখে কৈলা অধোধ্য গমন ॥

আমি বালা বল শূন্য, শরীরে নাহিক পুণ্য  
পুণ্যহীনে দেবতা নির্দয় ।

অধম অজ্ঞান জানি, দয়া কর চক্রপাণি,  
তব নাম দীন দয়াময় ॥

লোচনে বহিছে ধারা, যেন বন্যাকিণী পারা,  
নারায়ণ স্নরে বারে বায় ।

বিপত্তিতে অভিরাম, শ্রীমধুসূদন নাম,  
শিবচক্র কহিছে পয়ার ॥

পয়ার ।

এইরূপে ক্রন্দন কত করে সাধুবালা । রাহতে প্রাসিছে যেন  
পূর্ণ শশিকলা ॥ নিতান্ত দুর্গতি দেখে সত্যনারায়ণ । করিলা  
আকাশ বাণী শুনে সর্বজন ॥ আহ্লাদে ত্যজিয়াছিলে প্রসাদ  
আমার । ভক্তিতরে থাও যেরে ছঃখ হবে পার ॥ আকাশ বাণীতে  
যেন গেয়ে হারাধম । পরম ভক্তিতে থায় প্রসাদ তখন ॥ উঠিল  
ভাসিয়া নৌকা হরিচন্দ্র সনে । জয় জয় শব্দ হয় সাধুরা ভবনে ॥  
ধনপতি জামাতাকে সঙ্গেতে লইয়া । পুরে প্রবেশিলা মুখ সাগরে  
ডুবিয়া ॥ ধনপতি মহামুখী কৈলা ভগবান । জন্মিলেক দুহিতার  
অপূর্ব সন্তান ॥ যুগে যুগে অবতার হৈয়া মনোহর । একরূপ মহিমা  
প্রকাশিলা গদাধর ॥ কনিতে জাগ্রত দেব সত্যনারায়ণ । অপু-  
ত্রকে পুত্র দেন দরিদ্রকে ধন ॥ রোগযুক্ত হয় যুক্ত শব্দে নিস্তার ।  
কারাগারে বন্দী পায় মানসে উদ্ধার ॥ বোবা জন কথা কয় মুখে  
বিভা পান । কিনা কারে দিতে নারে দেব ভগবান ॥ হরিবল  
হরিবল হরিবল ভাই । নারায়ণ বিনা অন্তকালে কেহ নাই ॥ ভাই  
বন্ধু নারী আদি সকলই অসার । ভবসিদ্ধি ত্রিবিধারে তারি নাহি আর ॥  
গেল দিন মিছে কাজে শিবচক্র কর । হরি হরি ধনিতো ধনের  
নাহি ভয় ॥

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পূজা প্রণালী

কোন শনিবারে সন্ধ্যাকালে বট বা নারায়ণ শিখার উপর নানাবিধ উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়। ষোড়শোপচারে পূজা করিলে, নীলবস্ত্র লৌহ আসনাত্মীর প্রয়োজন।

পূজাপদ্ধতি।—সন্ধ্যক যগাকালে শুদ্ধাঙ্গিরে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া প্রতিবাচন করতঃ সঙ্কর করিবেন। বলা,—

“বিকুরোম তৎসবস্ত্র অমুকে বাসি অমুকে পক্ষে অমুকে দ্রোণে অমুকগোবঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাশঙ্কান্তিপূর্ষকশট্টৈশ্চরকশীতা-নিবারণকারো গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ষকশট্টৈশ্চরপূজনকশাং করিত্তে।” এইরূপ সঙ্কর করিয়া সূক্ত পাঠপূর্বক আধিনন্দনাদি করিয়া গণেশাদি দেবতার “পূজাপূর্ষক—“কুজার নমঃ” বলিয়া পূজাবৃত্ত দ্বারা এবং “শট্টৈশ্চরার নমঃ” বলিয়া তত্বোক্ত দ্বারা স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে শট্টৈশ্চরের পূজা করিবেন। বলা,—

“শাং জবরাজ নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গস্ত্রাস ও করস্ত্রাস করিয়া—“ও সৌভাগ্যে কান্তাপঃ পুত্র সুর্য্যাক্তঃ চতুরঙ্গঃ। ক্রকঃ ক্রকাকরঃ ধ্রুপতঃ সৌরিঃ চতুর্ভুজঃ। তরুণাংগঃ পুংলবঃ হস্তঃ সখ্যাক্ষরঃ। বসাবীন্দবঃ দেবঃ প্রোপাশিতিক্রতাদিত্যবতঃ।” এই প্রকৃতিতে ঘ্যান করিয়া বিশেষাঙ্গী স্থাপনপূর্বক পুনর্বার “ঘ্যান করতঃ “ও হ্রীং হ্রীং শ্রীং শট্টৈশ্চরার নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। পূজার উপচারসময় বিশেষ হয় যথা—“ও নীলার নমঃ” বলিয়া আসন, “দেবকর্তার নমঃ” বলিয়া পাদ, “নীলবস্ত্রার নমঃ” বলিয়া অঙ্গ, “কৌশলেশ্বরার নমঃ” বলিয়া হস্ত, “দিশুমানকটাক্ষরার নমঃ” বলিয়া চক্ষু, “পদ্মপদ্মার নমঃ” বলিয়া অঙ্গাঙ্গী, “কুজার নমঃ” বলিয়া

ଅଳଙ୍କାର, “ନିତ୍ୟାୟ” ବଳିଆ ଗନ୍ଧ, “ନିତ୍ୟାଧୂତୀୟ” ବଳିଆ ଅଙ୍କୁର,  
 “ସଦାହୁତୀୟ” ବଳିଆ ଗୁଳ୍ମ, “ସନ୍ଦ୍ୟାୟ” ବଳିଆ ଧୂଳ, “ନିମ୍ବହାର”  
 ବଳିଆ ଦୀପ, “ତାମ୍ବାରାୟ” ବଳିଆ ନୈବେଦ୍ୟ, “ନୀଳୋଦ୍‌ଗମାର” ବଳିଆ  
 ପୁନ: ଆଚମନୀୟ, “କୁସୁମପୁଷ୍ପେ” ବଳିଆ କରୋଦର୍ଭନ, “ଦୀର୍ଘଦେହାୟ”  
 ବଳିଆ ତାହୁଲ “ସନ୍ଦଗତ୍ୟେ” ବଳିଆ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ, “ଜ୍ଞାନନେତ୍ରାୟ”  
 ବଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ “ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁତ୍ରାୟ” ବଳିଆ ନମସ୍କାର କରିବେନ ।  
 ପୂଜାନନ୍ତର କରଷୋଢ଼େ ନିମ୍ନମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେନ । ଯଥା—“କୋଣସ୍ତ:  
 ପିଙ୍ଗ୍ଲୋ ବଜ୍ର: କୃଷ୍ଣୋ ରୌଦ୍ରାସ୍ତକୋ ସୟ: । ମୌରି: ଅନୈଶ୍ଚରୋ ସନ୍ଦ:  
 ପିଙ୍ଗ୍ଲାଦେନ ସଂସ୍କୃତ: ॥ ଏତାନି ଅନିନାମାନି ଜ୍ଞାନେଦଂସ୍ତସ୍ୟିଦୌ ।  
 ଅନୈଶ୍ଚରକୃତା ଶ୍ରୀଢ଼ା ନ କ୍ବଚାଚିଦ୍ଭବିଷ୍ଠାତି ॥” ତତ୍ପରେ ଯଥାଶକ୍ତି  
 ଜ୍ଞପାଦି କରିଆ ଯାତବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ଷିପ୍ତ କରତ ନିମ୍ନ ଋତ୍ନେ ନମସ୍କାର କରିବେନ ।

ମନ୍ତ୍ର ଯଥା—ନୀଳାଞ୍ଜନଚୟନ୍ତ୍ରାଂ ରବିନ୍ଦ୍ରଃ ମହାଗ୍ରହଂ ।

ଛାୟାୟା ଗର୍ଭସ୍ତୁତଂ ବନ୍ଦେ ତତ୍ତ୍ବା ଅନୈଶ୍ଚରଂ ।

ଅତ:ପର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେନ ।



# শনির পাঁচালী ।

---

ওঁ নমো শনৈশ্চরায় নমঃ ।

---

বন্দনা ।

সর্বসিদ্ধি দাতা হই পার্শ্বতী নন্দন  
ধীর নামে স্বরণে হয় বিশ্ব-নিবারণ ॥  
বিষহারী গজাননে করি নমস্কার ।  
শনির পাঁচালী ভঁবে করিব প্রচার ॥  
গ্রহরাজ শনৈশ্চরে করিয়া বন্দন ।  
আর যত দেবগণে করিয়া স্মরণ ॥  
ঈশ্বরপুত্রের মত করিয়া গ্রহণ ।  
অচিল পাঁচালী হিঙ্গ্রী কালী মোহন ॥

---

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

পদ্মালয়া ব্যস্ত হইয়া চলে একদিন ।  
শনৈশ্চর সেই স্থানে এল দৈবাধীন ॥  
বলে শনি, শুন ধনী, চ'লেছ কোথায়  
এত ক্ষত যাও কোথা শূল না আমার ॥

লক্ষ্মী বলে শট্টেনশ্চেরে কন গ্রাহকর ।  
 ভক্তিভাবে যেই ডাকে ঘাই তার ঘর  
 আমার প্রসাদে নয় কত সুখ পায় ।  
 ভক্তিভাবে তবে তাই ডাকিছে আমার ॥  
 কত নরে কত রূপে পূজা করে মোরে ।  
 ক্রান্তগতি ঘাই আমি তাহাদের ঘরে ॥  
 এ কথা শুনিয়া শনি বলে উপহাসে ।  
 এত অহঙ্কার মনীর কর তুমি কিসে ॥  
 গোমায় দয়ার কথা সব আমি জানি ।  
 কভু করে রাজ্য কব কখন নির্মলী ॥  
 আমি দৃষ্টিপাত করি তাহার উপরে ।  
 সাধ্য কিবা আছে তব রক্ষিতে তাহারে ॥  
 শনি বাক্য শুনি লক্ষ্মী অগ্নি হেন জ্বলে ।  
 ক্রোশ করি কটুবাণী শট্টেনশ্চেরে বলে ॥  
 ওরে মুর্থ কিছু বোধ নাহি কি গোমায় ।  
 কেমনে বলিস্ কদা সম্মুখে আমার ॥  
 আমি যাবে তাগ করি চলি যাই ছেড়ে ।  
 তব দৃষ্টি হয় জানি তাহার উপরে ॥  
 যতক্ষণ আমি থাকি কি করিতে পার ।  
 আমি ছেড়ে গেলে তার হয় ছারখার ॥  
 এতকপে শনি লক্ষ্মীর মহা ঝগড়া হয় ।  
 পরস্পরে কেবা বড় নী হয় নির্ণয় ॥  
 হু'জনে কলহ করি ত'য়ে এক মতি ।  
 বিচারের ভার দিচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥

• হুঁকি শ্রীবৎস রাজার হুঁকি ছিল ।  
 কোণে লক্ষীকে রাজা শ্রেষ্ঠ যে বলিল ॥  
 শনির হুইল কোণ রাজার উপর ।  
 রাজা-প্রতি কোপ-দৃষ্টি করে শনৈশ্চর ॥  
 রাজ্যে অবল হই শনির দৃষ্টিতে ।  
 ছারখার হ'লো রাজ্যে দেখিতে দেখিতে ॥  
 রাজা রাণী রাজা ছাড়ি পলাইয়া গেল ।  
 সহায় থাকিতে লক্ষী, লক্ষীছাড়া হ'ল ॥  
 বনবাসে বহু ক্লেশ রাজা রাণী পায় ।  
 দিনান্তে না ঘটে অন্ন উপবাসে যায় ॥  
 অদৃশ্যে থাকিয়া শনি বলিছে রাজায় ।  
 চিনিতে কি রাজা তুমি পার না আমায় ॥  
 এত দুঃখ পাইতেছ কিসের কারণ ।  
 লক্ষী কেন নাহি করে দুঃখ নিবারণ ॥  
 শনি রাজা মনে মনে ভাবিছে তখন ।  
 শনি কোপে এত দুঃখ হ'লো সংঘটন ॥  
 উজরের দার রাজা কাঠুরিয়া সনে ।  
 কাঠ ভাঙ্গিবার জন্ত বার মহাবনে ॥  
 শনৈশ্চর লোলা করি রাণীকে হরিল ।  
 রাণীকে না দেখি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥  
 অনাহারে অনিদ্রায় কাটায়ে বহুকাল ॥  
 রাণীর সঙ্গীত ভবে করে মহীপাল ॥  
 দুঃখ পেয়ে মনে মনে শ্রীবৎস রাজন ।  
 দিবানিশি ভাবে মনে গ্রহ মারষণ ॥



ভুক্ত দেপি শট্টৈশ্চর সদয় হইয়া ।  
 রাজ-দুঃখ নিবারিতে চলল খাইয়া ॥  
 যখন রাজার প্রতি শুভদৃষ্টি কৈল ।  
 অমনি সকল দুঃখ দুঃখ চলি গেল ॥  
 রাণী সহ পুনঃ রাজার হইল মিলন ।  
 মহানন্দে স্তরাকোথে করিল গমন ॥  
 শট্টৈশ্চর মহা সুখী কৈল মহারাজে ।  
 নিরবধি মহারাজ শট্টৈশ্চর পূজি ॥  
 শনিগ্রহে ভক্তি কর ভাই বন্ধুজন ।  
 সর্ব দুঃখ বিনাশিবে গ্রহ নারায়ণ ॥

### সুমঙ্গল দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

সুমঙ্গল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।  
 নানারূপ শাস্ত তার ছিল অদায়ন ॥  
 দরিদ্র বিদায় বিজ্ঞ ভিক্ষা করি খায় ।  
 কড়ু বা মিলিছে ভিক্ষা কড়ু নাহি পায় ॥  
 শনি গ্রহের কোপদৃষ্টি তার প্রতি ছিল ।  
 সে কারণে নানা দুঃখ পাইতে লাগিল ॥  
 ভিক্ষার কারণে বিজ্ঞ গেল বাজপুৰী ।  
 জ্ঞানবান দেখে রাজা বলে বক্ত করি ॥

ভিক্ষা করি খাও দ্বিজ কিসেব কারণ ।  
 রহিবে পরম সুখে আমার ভবন ॥  
 আমার বালকগণে বিত্তা শিক্ষা দিবে ।  
 তত্বাদি সব দ্রব্য প্রতি দিন পাবে ॥  
 রাজার বাক্যেতে দ্বিজ আনন্দিত মনে ।  
 পড়ায় বালকগণে রাজ্যে শুনে ॥  
 তত্বাদি যত দ্রব্য রাজবাড়ী পায় ।  
 হুইমান প্রতিদিন গৃহে ল'য়ে যায় ॥  
 ছলেতে সকল তার শনি লয় হ'রে ।  
 গৃহে ঘে'মে শূন্য খুলি বিশ্বব হেবে ॥  
 শূন্য খুলি দেখি দ্বিজ ভাবে মন মনে ।  
 খুলির সকল দ্রব্য নিল কোন জনে ॥  
 এত দ্রব্য দিয়া'ছিল হ'তে রাজবাড়ী ।  
 পথের মাঝেতে সব বুঝি গেল পড়ি ॥  
 শূন্য খুলি দেখি সেই ব্রাহ্মণ রমণী ।  
 ক্রোধ করি ব্রাহ্মণকে বলে কটুবানী ॥  
 এমন অভাগার হাতে পড়িয়া'ছ আমি ।  
 ইহা হ'তে ছিল ভাল না থাকলে স্বামী ॥  
 পরিতে নাহিক বস্ত্র পেটে নাহি ভাতন  
 এমন অভাগা স্বামী হয় না নিপাত ॥  
 পত্নীর কণাক্য শুনি দ্বিজ স্তম্ভল ।  
 ভাবিতে লগিল মনে হইয়া চঞ্চল ॥  
 পতি অহুগতা স্ত্রীর এই কি বচন ।  
 বুঝেছি সকল হয় দৈবের ঘটন ॥

একরূপী নারায়ণ যার বাস হয় ।  
 একরূপ হৃদিশা তার ঘটিবে নিশ্চয় ॥  
 এইরূপে স্মরণ আছে কত দিন ।  
 পাইতে লাগিল হুঃখ আর প্রতিদিন ॥  
 প্রতিদিন রাজবাড়ী যাহা কিছু পায় ।  
 শমৈশ্চর জল করি হরি ল'য়ে যায় ॥  
 মোহন বলিছে বিজ হও সাবধান ।  
 শনি রুষ্ট হ'লে তার নাহি পরিজ্ঞান ॥

### ত্রি পদী ।

একদিন বিজ,                      ভাবি হুঃখ নিজ,  
 চলিছে রাজ ভবন ।  
 ছল করি শনি,                      আইল তখন,  
 হইয়ে এক ত্রাঙ্গণ ॥  
 কহে সেই বিজ,                      ওহে বিজরাজ,  
 কোথা যাও মহাশয় ।  
 বিরস বদন,                      করি নিরীক্ষণ,  
 কিবা হুঃখ তব হয় ॥  
 তান বিপ্র কর,                      শুন মহাশয়,  
 আমার হুঃখের কথা ।  
 শুনে সে কাহিনী,                      পরাণে এখনি,  
 পাইবে নিশ্চয় ব্যথা ॥

যম সম আর,

ধরনী মাঝার,

দুঃখী নাহি কোন জন ।

বাক্যব সকলো,

যান্ন দূরে চলে,

নাহি দেয় দরশন ॥

আত্ম পরিজন,

বিকণ এখম,

কেহ নাহি কণা করণ

ঘরের রমণী,

কহে কটু বানী,

দে দুঃখ না প্রাণে সয় ॥

শাস্ত্র দরশন,

কবি অপায়ন,

শিশিলাম বিজ্ঞা কত ।

কিন্তু ভাগ্য গুণে,

কেহ নাহি মানে,

সকল গর্ব হ'লো কত ॥

রাজার নন্দন,

করে অধ্যয়ন,

নিত্য রাজপুরী যাই ।

মহারাজ ঘোরে,

কত যত্ন করে,

কত দ্রব্য তথা পাঠ ॥

আমাব ভাগোকে,

না পারি বৃদ্ধিতে,

কেবা সব লয় হরি ।

আসিরা বাটীতে,

সুলির মারিতে,

শূন্যময় সব হেরি ॥

দুঃখের কাহিনী,

তনি সব শনি,

বনে বনে হারি কয় ।

শনি গ্রহ রুই,

তাহে পাও কই,

তন দ্বিজ মহাশয় ॥

বিজ্ঞান শিক্ষা যোগে, দেব ধর্ম কঠোর,  
প্রাণ দুই হবে তব ।

শিক্ষা-গুরু বলে, পৃথিবী-মণ্ডলে,  
সদা তব নাম লব ॥

অনিয়া তখন, দয়িত্ব প্রাপ্তি,  
বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় তায়ে ।

অতি অন্নদিনে, নানা বিজ্ঞা ধনে,  
অষ্টমের শিক্ষা করে ।

এইরূপে শনি, গুরু বলি শানি,  
প্রাণকে কৃপা করে ।

কিছুদিন পর, এহ শতৈশ্বর্য,  
বিদ্যার প্রার্থনা করে ।

গুরু বলি দিবে, তত্ত্বসহ পুণে,  
বিসয় করিয়া কল্প ।

কি গুরু দক্ষিণা, দিব তা বল না,  
তুমি গুরু মহাশয় ॥

চাহ বেই বর, দিব তা সত্ত্ব,  
বল যোগে চাহ কিবা ।

তনি বিজ কর, বলহ নিশ্চয়,  
ছদ্মবেশী তুমি কেবা ।

দিতে চাহ বর, দেব কি কল্পন,  
বুদ্ধিতে নাইক পারি ।

তুমি কোন অন্ন, বলহ এখন,  
বর প্রতি কৃপা করি ॥

বলি শনির পীড়ন,                      আমি এইরকম,  
 শুন বিজ সত্যসার ।  
 ভর ভাগ্যফলে,                      আসিরাছি হলে,  
 করিতে পূজা প্রচার ॥  
 বিজ তবে বনে,                      যহি দেখা দিলে,  
 দেহ ঘোরে এই বর ।  
 আমার উপর,                      কোপ-দৃষ্টি ছাড়,  
 শুভ নেবে দৃষ্টি কর ॥  
 শনি বলে আর,                      দৃষ্টি তবোপর,  
 একবর্ষ মাজ আছে ।  
 দিহু এই বর,                      একবর্ষ পর,  
 না রহিব তব কাছে ॥  
 কিছু এই দিনে,                      রবে সাবধানে,  
 নজুবা বিপদ হবে ।  
 বসি এক মনে,                      ভাব নাশরণে,  
 মিস্ত্র বিপদ যাবে ॥  
 এই বলে শনি,                      চলিল তখন,  
 বিপ্র হ'ল মনে ভীত ।  
 জাবিতে ভাবিতে,                      রাজার পুরীতে,  
 হ'ল বেয়ে উপনীত ।  
 বহু রক্ত ঘন,                      রাজা বিস্তরিত,  
 সে দিন আশ্রমে কৈল ।  
 রহা আনন্দেতে,                      আপন বাসকে,  
 বিজ উপনীত হ'ল ॥

বিজয় বনিতা,                      ছিন্ন গর্ভাবস্থা,  
বিপ্র পাশে আসি কয় ।

আজি বহু ধন,                      দিল কোনজন,  
বল দেখি মহাশয় ॥

বাজারেতে যাও,                      ভলি যাহা পাই,  
নিরে এস ক্রয় করে ।

করিব রন্ধন,                      সুস্বাদু বাজন,  
আজি বহুদিন পরে ॥

তুনি বিজবর,                      সত্তর অন্তর,  
মনে মনে চিন্তা করে ।

গ্রহদেব রুপ,                      তাহে পাই কষ্ট,  
জেনেছি মম অন্তরে ॥

করে বনিতারে,                      একদিন তরে,  
রহ শ্রিয়ে সাবধানে ।

একদিন পরে,                      যাহা বল মোরে,  
দিব তব সন্নিধানে ॥

তুনিয়া বনিতা,                      হ'লো ক্রোধাবিতা,  
বলে বিপ্রে ছুঃখ করে ।

কুঃখি মনেতে,                      আমার অন্তরে,  
কি দুঃখ তব অন্তরে ॥

আমি গর্ভবতী,                      মনেতে সংপ্রতি,  
কত স্নত সান হয় ।

কিছু ভাগ্যভাগে,                      মরি মনাভগে,  
মরো আশা মনে লয় ॥

তনি গরী কথা, মনে গেয়ে বাণী,  
 বিজ হীন হৃদয়ল ।  
 সারার মোহেতে, গেল বাজারেতে,  
 কুলির হিঃখ সকল ।  
 বলিছে মোহন, অবোধ জ্ঞান,ণ,  
 বনিতা বাক্যেতে চলে ।  
 এহণেব কষ্ট, পাবে বহু কষ্ট,  
 এহরাজ শনি ছলে ॥

.....

একাবলী ছন্দ ।

হর্ষাঙ্করে বিগ্ন যেরে বাজারে ।  
 মৎস্তবুজ ক্রয় করে সত্বরে ॥  
 শটনশ্চর হ'ল ক্ষুণ্ণিত ভায় ।  
 দিতে প্রতিফল সত্তর যায় ॥  
 মনো অধে রাজকুমারগণ ।  
 বনে বনে লবে করে ভ্রমণ ॥  
 হেনকালে ছলে আনিয়া শনি ।  
 রাজাকে কহিল অজুত বাণি ॥  
 জোয়ার কুমারস্বরে বহিরা ।  
 ব্রাহ্মণ চলিছে মঞ্চক নিরা ॥  
 ছুটি বিশেষ দিলে শিকার ভায় ।  
 বহিল গোপাল কুমার ॥  
 তনি রাণী সেই বাক্য বাণি ।  
 পুত্রসৌকে কাঁদি বলে শনি ॥



শুভ্রে কোটাল আবার বাণি “  
 পুত্রের সম্বাদ লও এখনি ॥  
 ধনি আন সেই ছুট ব্রাহ্মণে ।  
 দেখি সত্য কি বধিল নন্দনে ॥  
 কোটাল ছুটিল রাজ-আদেশে ।  
 ক্ষতগতি চলে দ্বিজ উদ্দেশে ॥  
 রাজারের পথে দ্বিজে দেখিয়া ।  
 ধরে যেয়ে তাকে ক্রোধ করিয়া ॥  
 রাজপুত্র মুণ্ড বুলিতে আছে ।  
 দেখিতে পাটল ব্রাহ্মণ কাছে ॥  
 বন্দি করিয়া তখন ব্রাহ্মণে ।  
 পাঠায় কোটাল রাজদরশনে ॥  
 পুত্র মুণ্ড দেখে রাজা ও রাণী ।  
 উচ্চৈশ্বরে করে রোদন ধনি ॥  
 সকাঁতরে দ্বিজে বলিছে বচন ।  
 কি দোষে বধিলে মম নন্দন ॥  
 ক্রোধ কবি দ্বিজে বধিতে চায় ।  
 দ্বিজ বলি ক্ষান্ত হইল তার ।  
 কারাগারে নিতে ব্রাহ্মণ কৈল ।  
 শনি জুলি বন্দী ব্রাহ্মণ হৈল ॥  
 বলে দীন-দ্বিজ কালীমোহন ।  
 কুনী কখন শনির চরণ ॥



বিজ্ঞ প্রতি বলে,      • • • ঘোর নির্শাকালে,  
করিয়া আকাশ-বাণী ।

তন হৃদয়ল,      ইচ্ছিলে মঙ্গল,  
শনির অর্চনা কর ।

হুঃখ, দূর হবে,      বর কোণ যাবে,  
রক্তনী হইলে ভোর ॥

কহিবে রাতকে,      পুস্কিতে আমাকে,  
পূজার বিধান বলি ।

শনির বাসরে,      সন্ধ্যা হ'লে পরে,  
ভক্তিতে দিবে অঞ্জলি ॥

আটা রস্তা আদি,      দুগ্ধ গুড় যদি,  
মিলে দিবে তাহা দিয়া ।

নতুবা বাতাসা,      নানা ফল থাসা,  
দিবে ভক্তিবৃত্ত চৈয়া ॥

গণেশাদি দেবে,      পূজি ভুক্তিভাবে,  
অর্চনা করিবে মোরে ।

পঞ্চ জাতি ফল,      পাঁচটা কেবল,  
লাগিবে অর্চনা-তরে ॥

নিমহুণ করে,      নাহি কভু করে,  
পূজার কথা জানাবে ॥

যে নাহি আসিবে,      কোপেতে পড়িবে,  
তব সম ফল পাবে ॥

প্রসাদ আমার,      বসি ব্যবহার,  
অভক্তিতে যেনা করে ॥

সুখ অমঙ্গল,                      পাবে প্রতিকল,  
 প্রসাদ নী মিবে খরে ॥  
 এই সব বলে,                      শনি গেল চলে,  
 বিশ্ব হ'লো মনে ভীত ।  
 ভাবিছে অস্তরে,                      দেব গ্রহেশ্বরে,  
 হইল নিশি প্রভাত ॥  
 বিজ কালী বলে,                      রবিস্বতে ভূলে,  
 দুঃখ পে'লে সুমঙ্গল ।  
 ভাব ছায়াসুতে,                      ভক্তিয়ুত চিতে,  
 যাবে সব অমঙ্গল ॥

### একাবলী ছন্দ ।

প্রাতে উঠি মনে ভাবে ভূপতি ।  
 পুলশোকে হ'য়ে কাতর অতি ॥  
 দরবারে রাজা বসিয়া আছে ।  
 হেনকালে দেখে কুমারে কাছে ॥  
 পুত্রে'দেখি রাজা বিস্ময় মনে ।  
 বলে তোরা কোথা'ছিলি হু-জনে ॥  
 সত্য করি বল সকল কথা ।  
 বিনা দোষে দিহু ব্রাহ্মণে ব্যথা ॥  
 রাজ-পুত্র বলে রাজ-সদনে ।  
 নিদ্রাজ্ঞানে মোরা ছিলাম বনে ॥  
 শুনি রাজা মনে চিন্তিত হ'ল ।  
 ব্রাহ্মণে আনিতে আদেশ ঠেকল ॥

রাজ-দূত রাজ আদেশ পেয়ে ।  
 সমুদ্র আনিগ ব্রাহ্মণে ঘেঙ্গে ॥  
 করযোড়ে রাজা বলে ব্রাহ্মণে ।  
 তব স্থানে মৃত এলো কেমনে ॥  
 শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজারে বলে ।  
 "হেন ভূখ পাই শনির ছলে ॥  
 মম প্রতি হন শ্রীশনি কষ্টে ।  
 তাহাতে পাইবু এতেক কষ্টে ॥  
 রাজা বলে শীঘ্র কহ ত মোরে ।  
 কিরূপে পূজিব শনি দেবেরে ॥  
 পূজিলে তাহাকে হয় কি ফল ।  
 কহ মোরে দ্বিজ সেই সকল ॥  
 শুনি দ্বিজ কহে রাজার কাছে ।  
 পূজার যতেক বিধান আছে ॥  
 বিধি লিখি দ্বিজে বিদায় কৈল ।  
 বহুতর অর্থ ব্রাহ্মণে দিল ॥  
 তুট হ'য়ে দ্বিজ গেল ভবনে ।  
 শনৈশ্চর চিন্তা করিয়া মনে ॥  
 পত্নী আসি কাছে জিজ্ঞাসে তার ।  
 কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথায়  
 সারারাত্রি আমি ভাবিয়া মরি ।  
 এই বুঝি এলে রাজার করি ॥  
 পত্নীকে বলিল সবল কথা ।  
 শনি-কোপে পে'ল যতেক ব্যথা

আসিত হটল দ্বিজ রমণী ।  
 শনিকে পূজিতে বলে তখনি ॥  
 শনিবারে পূজা শনির করে ।  
 ক্রমে ক্রমে তার ঐশ্বর্য বাড়ি  
 পূজা শনি সবে বলে মোহন ।  
 সব দুঃখ দূর হবে তখন ॥

.....

### সদাগরের উপাখ্যান ।

এইরূপে পূজা করে দ্বিজ স্নমকল ।  
 দিনে দিনে শুঃখ দূর হইল সকল ॥  
 শনিবার পে'য়ে দ্বিজ দৃঢ়ভক্তি ক'রে ।  
 নানাবিধ উপচারে পূজে শনৈশ্চরে ॥  
 বাণিজ্যে চলিয়াছিল এক সদাগর ।  
 দৈবামীন এলো সেই ব্রাহ্মণের ঘর ॥  
 পূজা দেখি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসে তখন ।  
 কোন দেবে পূজিতেছ বলহ ব্রাহ্মণ ॥  
 দ্বিজ বলে পূজিতেছি সূর্য্যের নন্দনে  
 পূজিলে মানসসিদ্ধি হইবে তখনে ॥  
 এমন প্রতাপ দেব নাহি ধরাতলে ।  
 প্রতাপ পাইবে ফল শনিকে পূজিলে ॥  
 সাধু বলে বাণিজ্যেতে লাভ হয় যদি ।  
 ভক্তিভাব শনৈশ্চরে পূজি নিরবদি ॥  
 দ্বিজ বলে পূর্ণ হবে হনে মনকাম ।  
 শনিপূজা প্রচার হইবে ধনধাম ॥

মানস করিয়া সাধু বাণিজ্যেতে গেল ৷  
 পাটনেতে বে'য়ে সাধু উপনীত হ'ল ॥  
 মহা শ্রুখে পাটনেতে বিকি-কিনি করে ॥  
 অল্পদিনে তার ধন চতুর্গুণ বাড়ে ॥  
 বাণিজ্যেতে লভা হয় ধন বহুতর !  
 ধনপেয়ে সাধুসুত তুলে শনৈশ্চর ॥  
 শমির হইল কোপ সাধুর গুণিতে ।  
 দৈবায়ীন হ'ল চুরি রাজার পুত্রেতে ॥  
 কোটালে ডাকিয়া রাজা বলিছে তখন ।  
 রাজ-বাড়ী হ'লো চুরি কেমন শাসন ॥  
 শীত্র করি চোর ধরি আনরে কোটাল ।  
 মতুবা তোমার জে'নো ভেঙ্গেছে কপাল ॥  
 রাজার আদেশ পেয়ে কোটাল ছুটিল ।  
 রাজ্যের সকল স্থানে খুঁজিতে লাগিল ॥  
 রত্নময় হার আদি চুরি করে চোরে ।  
 অল্পমূল্য লয়ে তাহা বেচেছে বাজারে ॥  
 অল্পমূল্যে পেয়ে সাধু বহুমূল্য ধন ।  
 চোর স্থানে জ্বর করে করিয়া বতন ॥  
 সন্ধান করিয়া তবে ধরে সদাগরে ।  
 চোরাই সকল দ্রব্য পায় তার ঘরে ॥  
 দ্রব্যাদি সহ কোটাল বাধি সদাগরে ।  
 তখনি লইয়া গেল রাজার গোচরে ।  
 রাজা হল রাথ চোরে আর্জি কারাগারে  
 দিব হেঁ উচিত শাস্তি যা হয় বিচারে ॥

‘সাদুসুঁকি’ খনি ফুলি যায় কারাগারে ।  
কালী বলে হেলা নাহি ক’র আশ্বসনে

●●●●●

त्रिपदी ।

যে'র বন্দীপত্র,                      ভাবে সদাগর,  
কি হেতু এমন হলো ।

कि पाप करिनु,                      बेन बनी हैनु,  
 धन प्राण सब गेल ॥

আসিতে পাটনে,                      বিখ্যেয় ভবনে,  
শুনিকে মানস করি।

মানস করিলা,                      আসিছে চলিলা,  
পূজা না হ'লো তাঁহারি ॥

বুঝেছি মনেতে,                      শনির কোপেতে,  
 এ দণ্ড আমার হ'লো ।

এবার আমার,                      বা হ'লো ব্যাপার,  
 • সব সহ প্রাণ গেল। •

প্রাণে বাঁচি যদি,                      তবে নিরবধি,  
পুজিব শনি চরণ।

ନିଆଁ କରୁ ନାହିଁ,                      ଅଥ ଦିନନାହିଁ,  
 ଚରଣେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ।

तुमि प्रहामर,                      गहेसू आश्रम,  
उक्ति भक्ति किछु नहि ।

কৃশা করি দীনে,                      রাধ. শ্রীচরণে,  
বির্ণয়ে উদ্ধার পাই ॥



বিজ কালী বলে,      \* \*      যে সন্দেহ পে'লে,  
 হয় আশ্ব বিস্ময়ণ ।  
 এমি দশা তার,      ঘটে বারবার,  
 অধে হয় দ্ব্যটন ॥

### পয়ার ।

সাধুর দেখিয়া ভক্তি ছায়াব নন্দন ।  
 নিশিতে পাটনেশ্বরে দেখায় স্বপন ॥  
 ধার্মিক স্বজন তুমি হইয়া রাজন ।  
 মম ভক্তে তুংহ কেন দাও অকারণ ॥  
 উপযুক্ত মূল্যে সাধু দ্রব্য ক্রয় করে ।  
 অবিচারে রাখ তুমি তাবে-বন্দী-ঘরে ॥  
 বিদেশী বণিক হয় সাধু মহাজন ।  
 ক্রুরপে জানিবে চোর আর চোরা মন  
 ইথে অপরাধী তার না পার করিতে ।  
 মম বাক্যে মুক্ত তার করিও স্বরিতে ॥  
 শনৈশ্চর গ্রহ আমি মম বাক্য ধর ।  
 নতুবা তোমার রাজ্য হবে ছারখার ॥  
 আর এক কথা বলি' শুন দিয়া মন ।  
 সাধু হ'তে বিধি-নিধি করিবে অর্চন ॥  
 মম পূজা তব রাজ্যে করিবে প্রচার ।  
 পূজিলে মানস সিদ্ধি হইবে সবার ॥  
 অম্ন হেবি নরনার চিত্তিত হইল ।  
 প্রভাতে উঠিয়া স্বরা সাধুয়ে আনিল ॥

০ বন্দীভাবু সাধু আসি নিকটে রাজার ।  
 মনে ভাবে বুঝি প্রাণ ঘাইবে এবার ॥  
 রাজার নিকটে আসি করষোড়ে রয় ।  
 রাজা বলে বন্দী তুমি নহ মতাশয় ॥  
 বন্দী করি অপরাধ করিয়াছি আমি ।  
 মম অপরাধ এবে ক্ষমা কর তুমি ॥  
 শনির পূজার বিধি লিখে দাও মোরে ।  
 মম রাজ্যে শনি পূজা করিব সত্রে ॥  
 রাজার আদেশ পেয়ে সাধুর নন্দন ।  
 পূজা বিধি লিখে সব দিলেক তখন ॥  
 বহু ধন দিয়া রাজা সাধুব নন্দনে ।  
 বিদায় কবিল তাকে অনেক ঘটনে ॥  
 অহ ধন পেয়ে সাধু নিজ দেশে যায় ।  
 শনির কৃপার সাধু বহু সুখ পায় ॥  
 প্রতি শনিবারে সাধু পুজে দেব শনি ।  
 শটনশুর প্রীতে সবে কর করিধনি ॥  
 শনির পাঁচালী গ্রন্থ থাকে যার ঘরে ।  
 শনি-ভ্রাতা যর তার কি করিতে পারে ॥  
 অতঙ্কের বন শনি ভঙ্কে দয়াময় ।  
 ভক্তজনে যেন তিনি সর্বদা অতয় ॥  
 মোহন রচিল এই পাঁচালীর শেষ ।  
 পূজা অস্ত্রে এ মহাশক্তনে সর্বদেশ ॥

সংবিদা বা বিজ্ঞান ( সিদ্ধি ) শোধন ( তত্ত্বমতে ) ।

ও সংবিদে ব্রহ্মসমুত্তে ব্রহ্মপুত্রি সন্ধানবে । ভৈরবানাক কৃত্যর্থ  
পবিত্রা ভব সর্বদা ॥ ও ব্রাহ্মা নম স্বাহা ॥১৮

ও সিদ্ধিমূলিক্রিয়ে দেবি হীনবোধ-প্রবোধিনি । রাজপ্রজাবশ-  
করি শত্রুকর্ষত্রিশূলিনি ॥ এই কজিয়াটৈ নমঃ স্বাহা ॥ ২ ॥

ও অজ্ঞানেক্কনদীপ্তাগি-জ্ঞানাত্মজলরূপিনি । আনন্দসাহিত্যে মদ্য  
সমাগ্ জ্ঞানং প্রবচ্ছ মে ॥ হ্রীং বৈশ্রাটৈ নমঃ স্বাহা ॥৩॥

ও নমস্তামি নমস্তামি ( মহাভাগে ) যোগমার্গ প্রবোধিনি ।  
ঐত্রেয়োক্যবিজ্ঞয়ে যাতঃ সমাধিকলদা ভব ॥ শ্রীং শূদ্রাটৈ নমঃ স্বাহা ॥৪॥

সিদ্ধি চারিত্র্যকার, মিশ্রিত থাকে বলিয়া জ্ঞান দ্বারা না ; এই  
অন্ত চারিটী মন্ত্র দ্বারা পোষণ করিতে হয় ।

পরে—ও হ্রীং অমৃতং অমৃতোক্তবে অমৃতবর্ষিনি অমৃতম্ আকর্ষয়  
আকর্ষয় সিদ্ধিঃ দেহি শ্রীং অমুকীং দেবতাং মে বশমানয় স্বাহা ।

পানমন্ত্র ( তত্ত্বমতে ) এই বদ বদ বাগ্মাদিনি মম জিহ্বাগ্রে  
স্থিরীভব । সর্বতত্ত্ববশকরি স্বাহা ।

মংস্ত্রশোধন মন্ত্র,—ও জাহকং যজামহে অগচ্ছিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ।  
উর্কারকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোগ্নিক্রীয়া মামৃতাতং । এই বলিয়া পঙ্ক-  
মংস্ত্রের উপরে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে ।

মাংসশোধন মন্ত্র,—ও ঐতরিক্যুঃ স্তবভে বীৰ্য্যেণ যুগেণ ভীমঃ  
ক্ষুরোগিরিষ্ঠাঃ । যশোরুশু ত্রিশু বিক্রমণেবহিক্রিয়ন্তি ভুবনানি  
বিধা । এই বলিয়া মাংসের উপরে জলাভ্যুক্ষণ দিবে ।

মূত্রাশোধন মন্ত্র,—ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি হরমঃ  
দিবীধ চক্ষুরাতীতম্ ॥ ও তদ্বিক্রাসোবিপশুত্বোজাগৃহাংসঃ সমিহতে ।  
বিকোর্বং পরমং পদং ॥ এই বলিয়া মূত্রার উপরে জলাভ্যুক্ষণ  
দিবে । লুচি, রুটি এবং ভট্ট ( ভাজা ) জব্যকে মূত্রা বলে । এইরূপে  
জব্য শোধন করিয়া পরে অন্নাদি সমস্ত নিবেদন করিবে ।

( ବ୍ରତ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାବିଧି ନାମବେଦୀୟ ) ।

ପୂର୍ବଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ପ୍ରତିମାତେ ଅଧିବାସ କରିয়া, ପରଦିନେ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟାକ୍ରିୟା ସମାପନ କରତ ଶୁକ୍ଳଚିତ୍ତେ ଆଚରଣ କରିয়া ପ୍ରତିବର୍ଷୀୟ କରଣୀୟ ବ୍ରତ ସମ୍ପାଦନ କରତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଭୋଜ୍ୟ ନ୍ୟାସ କରିବେ । ପରେ ପୁନରାୟ ଆଚରଣ କରିয়া ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଙ୍କେ ଗନ୍ଧାଦି ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିয়া, ବିଷ୍ଣୁସ୍ତବପୂର୍ବକ ପୁଣ୍ୟାହ, ଅସ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ବାଚନ କରାଇয়া ଅସ୍ତି ବାଚନ କରତ ‘ଓଁ ହ୍ୟା: ସୋମ:’ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରାଂଶୁ ପାଠ କରିବେ । ପରେ ବିଷ୍ଣୁ-ସ୍ତବ କରାଯିବ । ଯଥା,—

“ଅନ୍ତେତ୍ୟାଦି ଅମୃକଗୋତ୍ର: ଶ୍ରୀଅମୃକଦେବଶୟା ( ଶ୍ରୀଲୋକ ହୈଲେ, ଅମୃକଗୋତ୍ରା ଶ୍ରୀଅମୃକଦେବୀ, ଶୁଦ୍ରା ହୈଲେ ଅମୃକଗୋତ୍ରା ଶ୍ରୀଅମୃକୀ ନାମୀ, ଶୁଦ୍ର ହୈଲେ ଅମୃକଗୋତ୍ର: ଶ୍ରୀଅମୃକନାମ: ) ଏତଦ୍ଵର୍ଣ୍ଣନିଷ୍ପାଦିତ ଅମୃକ-ବ୍ରତସାକଳ୍ୟକାମ: ( ଶ୍ରୀଲୋକ ହୈଲେ କାମା ) ଅମୃକବ୍ରତପ୍ରତିଷ୍ଠାମହା କରିଷ୍ୟେ” ( ଉଦ୍ୟାପନ ହୈଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ହୈଲେ ଉଦ୍ୟାପନଂ କରିବେ ) ।

ଏହିରୂପ ସଂକଳ୍ପ କରିয়া ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଜ୍ଞାନକୋଣେ ନିକ୍ଷେପ କରିୟା ସଂକଳ୍ପ ହୃଦ୍ଵା ପାଠ କରିବେ । ଅତଃପର ବ୍ରତାଙ୍ଗ ଦାନ ( ବୋଧସଦାନ ) ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ । ଅନନ୍ତ ପକ୍ଷେ ସାମାନ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ଦାନ କରିବେ । ଯଦି ପୁରୁଷେବ ବ୍ରତପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତତ୍ତ୍ଵେ ମାତକାପତ୍ନୀ, ବୃଦ୍ଧପ୍ରାକ୍ଵ ଓ କରିବେ ।

ଅତଃପର ବେଳିତେ ନିର୍ବିକଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କରିବା ତତ୍ତ୍ଵପରି ଘଟ ଆରୋପଣ କରତ ବସ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ତତ୍ତ୍ଵପରି ତାତ୍ତ୍ଵପାତ୍ରେ ରଜତସୂତା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧସୂତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ହାପନ କରିବେ । ପରେ, ସଜ୍ଜାପୂର୍ବକ ହୈଲେ ଆଚରଣ କରତ ଉତ୍ତରମୁଖ ହୈଲେ ବ୍ରହ୍ମବରଣାଦି କରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଶୁକ୍ଳେ ନୟନ କରିବେ । ଯଥା,—

“ওঁ বাহুদেবস্বৰূপস্বং সংসারাং জাহি মাং প্রভো ।” ইত্যাদি  
শ্লোকে বৰ্জ্যং প্রাপ্নোমি যন্নয়োক্ততং । জাহি নাথ প্রপন্নং মাং ॥ ভীতং  
সংসার-সাগরাং । দেবতাস্থাপনেনাপ্ত মম শাস্তিঃ কুরু প্রভো ॥ ৩৭-  
প্রসাদাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকান্তগ্রহকারক । চিরং মে শাস্ত্রভী কীৰ্ত্তি-  
জ্জৈলোক্যংপি ভবিষ্যতি । তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাং মে শুরো শাস্ত্র-  
প্রচোদিতাং । যথাহং মুক্তিমাশ্রিত্ব ত্বং প্রসাদাং সুপুঙ্গবাং ॥”

অতঃপর গুরুরূপী আচার্য্য বলিবেন “উত্তীৰ্ণ বংস ভক্তজ্ঞে  
মংপ্রসাদাং ত্বয়ানঘ । প্রাপ্তব্যং ধর্মসর্বস্বং হুপ্রাপং যং সুবাহুরৈঃ ॥”

অতঃপর আচার্য্য পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা গায়ত্রী পাঠ  
পূর্বক মণ্ডল ও বজ্রতৃমি প্রোক্ষণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে পঞ্চঘট স্থাপন  
করিবেন । ( ১০০পৃঃ দেখ ) । পরে ভূতগুহি, মাতৃকান্যাসাদি  
প্রাণারাম ও অঙ্গভাসাদি করিয়া ঘটে বা শালগ্রামে গণেশাদি দেবতা,  
আদিত্যাদি নবগ্রহ ও দিকপালগণের পূজা করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্ম ও  
হুর্গার পূজা করিবে ।

অতঃপব প্রতিমাদ্বয়ের শিল্পদোষনিবারণার্থ গোময় ভক্তদ্বারা ঘর্ষণ  
করিয়া “ওঁ তেজোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুত ব্রক্ষণ করিয়া চন্দনাদি  
দ্বাৰা “ওঁ উদ্বর্তনামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ । উদ্বর্তনপ্রসাধন  
প্রাপ্নুয়ামৃক্ষিমুক্তমাং ।” এই মন্ত্র পড়িয়া উদ্বর্তন করিবে । অতঃপর  
জ্ঞান করাইবে । যথা,—বাক্যিক মুক্তিদ্বারা—“ওঁ ভূত্বঃ স্বঃ”  
বলিয়া জ্ঞান করাইবে । পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমুত্রদ্বাৰা,  
“গন্ধকারাং” ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, “দধিক্রাবৌ” ইত্যাদি মন্ত্রে দধি,  
“রতবতী ভুবনানাং” ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুত, “আপ্যারব” ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ  
“দেবস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক, “ইদং বিকোঃ” মন্ত্রে গজোদক,  
“বাঃ কলিনী” মন্ত্রে ফলোদক, “মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চামৃত বা

সকৌষিধি জলধারা "জান করাইয়া" "সংলগ্নীয়া" যন্ত্রে জান করাইলে ।

পরে বস্ত্রধারা প্রতিমাত্ম জল অগ্নয়ন করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ বাসুদেব ও লক্ষ্মীর আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করিবে ( ১০৯পৃঃ দেখ। ) পরে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে ।—“ও বিষ্ণুরূপকটিকান্তসিং হিমকুলেন্দুসন্নিভং । কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌটম্যঃ প্রীগরন্তং চরাচরং । লাবণ্যামৃততোয়েন সিক্তস্তসিহ সর্বতঃ । সুনাতং বারিভং পদ্মং ধারন্তং গদাং শুভাং । ভূষিতং মালয়া তদ্বৎ দীপিতং মুনিলাঞ্ছনৈঃ । ত্রিপুটিগুরুড়াটম্ভচ্চ সমস্তাতু পরিপ্লুতং ॥”

লক্ষ্মীর ধ্যান ।—“ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণভাং পদ্মবীণা-ধরাং শুভাং । পদ্মস্থিতাং শ্বেতমুখীং সর্বভরণভূষিতাং ॥”

শিবের ধ্যান ।—“ও কেশং সুধাকরনিভং বৃষভাসনস্থং সৌম্যং ত্রিনেত্রযুগ্মিন্দুকলার্কমৌলিঃ । ব্যাভ্রাজিনাশ্রকটিং বিভূজং যুবানং । শ্বেতাননাতরকরং বরদং ভজ্যমঃ ॥”

হর্গার ধ্যান ।—“ও উজ্জ্বলনকরহ্যতিমিন্দুকিরীটাং কুঙ্গকুণ্ডং নয়নত্রয়বুঁতাং শ্বেতমুখীং বরদামকুশপাশাভীতিফরাং প্রত্যক্ষে ভুবনেশীং ॥”

প্রণাম ।—“ময়া কৃতান্তনেকানি পাপানি হর পার্শ্বভী । ত্বং প্রসাদাদবিলেপে মমাস্ত সঙ্কলং ত্রতং । সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্ববিঘ্ন-ভয়াপহাং । ত্র্যম্বকবিষ্ণুনিমিত্তাং প্রণমামি সদাশিবাং । হর্গাং শিবাং শান্তিকরীং মঙ্গলাং মঙ্গলাশ্চিহ্নাং । সর্বলোকপ্রসূতিক প্রণমামি সত্যং উমাং ॥ সর্বমঙ্গলমঙ্গলো ইত্যাদি ॥”

অতঃপর বধাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে । ( বোড়শোপ-চর-পূজা, পূজা পদ্ধতি দেখ ) পরে ঐকপূজাঙ্গলি প্রদান করিয়া

বান্ধদেবাদের পূজা করিবে । পরে লক্ষীর শৌভাগ্যচাক্রে পূজা করিয়া সন্ন্যস্তী, শিব ও দুর্গার পূজা করত মণ্ডলমধ্যে অগ্ন্যাদিকোণে বড়জের পূজা করিবে । পরে তদ্বাহে,—“ওঁ বাহুদেবায় নমঃ । এই ক্রমে শাষ্ট্র, পুষ্ট্য, সঙ্কর্ষণায়, লষ্ট্র, প্রহ্মায়, বহুমঠ্য, অনিষ্টহার, রষ্ট্র্য,” ইহাদিগের আদিত্তে প্রণব ও অন্তে নমঃ বোগ করিয়া পূজা করিবে ।

অন্তঃপর ছাদশকেশরের পূজা করিবে । যথা,—“মোদকদ্বারা “ওঁ কেশবায় নমঃ ।” খাত্রীফলদ্বারা “নারায়ণায় ।” দ্রুতদ্বারা “মাধবায় ।” দধি ও শর্করা দ্বারা “গোবিন্দায় ।” তাম্বুলদ্বারা “বিষ্ণবে ।” বধুদ্বারা “মধুসূদনায় ।” চন্দ্রক পুষ্পদ্বারা—“ত্রিবিক্রমায় ।” বিবকল দ্বারা—“বামনায় ।” পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা “শ্রীধরায় ।” পদ্মপুষ্পদ্বারা “হৃদ্যকেশায় ।” সবনীত দ্বারা—“পদ্মনাভায় ।” রক্তদ্বারা “হামোদরায়” বলিয়া প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে পূজা করিবে ।

পরে “ওঁ চক্রায় নমঃ ।” এই ক্রমে,—“শঙ্খায়, গদাটায়, পদ্মায়, কোঙ্কজায়, বনমালাটায়, কুণ্ডলায়, কীরীটায়, গরুড়ায়” বলিয়া পূজা করিবে ।

অন্তঃপর স্বপাখোক্ত ক্রমে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশভিক্তি সমাপন করিয়া হোমের চক্র পাক করিবে ।

পথে ভূমিজপাদি ও বিক্রপাকজপাদি কুশভিক্তি সমাপন করিয়া “অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি বলিয়া নামকরণাদি করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটি দ্রুতাক্ষ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মেক্ষ দ্বারা চক্র গ্রহণ করিয়া “ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং” ইত্যাদি আহুতি মন্ত্রে আহুতি দিবে পরে মহাব্যাহুতি হোম, “ওঁ তদ্বিশ্রাসো” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম, দিক্‌পাল হোম, নবগ্রহ হোম ও গায়ত্রি-বলি প্রদান করিবে ।”

অন্তঃপর নিম্নলিখিত রূপে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টোত্তর শত বা অষ্টা-  
বিংশতি সংখ্যক পলাশ কিম্বা যজ্ঞডুমুরের সমিধ্ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে  
এক একটা করিয়া হোম করিবে । সংকল্পবাক্য যথা,—

অন্তেতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (হোতার গোত্র ও নাম  
উল্লেখ করিবে) অমুক-গোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিক্ষাম  
ইয়দ্বর্ষনিশাদিতঅমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি “ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং-সদা  
পশ্যন্তি নরয়ঃ । দিবীং চক্ষুরাত্তম স্বাহা” —ইতি মন্ত্রেণ ইয়ৎসংখ্যক-  
সাজ্যোড়শরসমিধির্হোমমহং করিষ্যামি ।

অন্তঃপর “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্  
দ্বারা হোম করিয়া চক্ৰ-হোমোক্ত “ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি  
মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সবগ্রহ হোম পর্য্যন্ত বে সমুদয় মন্ত্রে চক্ৰ-হোম  
করা হইয়াছে, সেই সমুদয় মন্ত্রে পুনরায় ঘৃত দ্বারা হোম করিবে ।  
তৎপরে নিম্নলিখিত তিনটা মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া পরে পুষ্ক-  
সূক্ত মন্ত্রে হোম করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে মে ত্রেধা নিদধে পদং । সমুচ-  
পাংস্তলে স্বাহা ॥ ১ ॥ ও প্রকৃত্ত বিক্ষো অরুণশ্রামু-মহঃ প্রণো বোচো  
বিতুখা জাতবেদসে বৈশ্বানরায় মতিম্ভব্যবসে শুচিঃ সোম ইব পবন্তে  
চাক্ররয়সে স্বাহা ॥ ২ ॥ ও প্রকাব্যমুশনো ক্রবাণো দেবো দেবানাং  
জনিমা বিবক্তিমহিত্রতঃ শুচিবদ্ধুঃ পাবকঃ পদাবরেহোহত্যোতি ব্রহ্মন্  
স্বাহা ॥ ৩ ॥”

অন্তঃপর তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে ।  
পরে পুষ্কসূক্ত মন্ত্রে হোম করিয়া তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে হোম করিবে ।  
যথা,—

ও ইরাবতী খেমুতী হি ভূতং পুত্রবসিনী মনবৈশলতাঃ । ব্যাক্ষা



রোদনীয়ম বিষ্ণুরেভো । বাধতু পৃথিবীমতিতো ময়ুধৈঃ স্বাহা । ও  
ব্রহ্মহুয়ারিত্যঃ স্বাহা । ও বিষ্ণুহুয়ারিত্যঃ স্বাহা । ও ঈশানাহু-  
য়ারিত্যঃ স্বাহা ।”

অনন্তর পূর্বেকৃত নবগ্রহ হোম মন্ত্রে ও দিক্‌শাল হোম মন্ত্রে তিল-  
মিশ্রিত ঘৃত দ্বাৰা একবার হোম করিবে । তৎপবে—“ও পর্কতেভ্যঃ  
স্বাহা । ও নদীভ্যঃ স্বাহা । ও সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা” এই বলিয়া তিল-  
মিশ্রিত ঘৃত দ্বাৰা হোম কবিত্তা সামাশ্র কুশণ্ডিকোকৃত উদীচ্য কৰ্ম্মাদি  
সমাপ্ত কবিবে এবং “ও তদ্বিকোঃ পবমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণ হোম  
প্রদান কবিত্তা ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকাস্ত কৰ্ম্ম করিবে ।

পবে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীব পূজা করিয়া “অন্তে ত্যাদি—অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা মংসকল্পিত-ইয়দ্বর্ষ-নিম্পাদিত-অনুকপূবাণোক্তায়ুক-  
ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইদং সোপকবণডল্লকমর্চ্চিতং  
শ্রীবিষ্ণুৰ তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।” এই বাক্যে বিষ্ণু উদ্দেশ্যে ডালা  
উৎসর্গ করিয়া লক্ষ্মী-সম্প্রদানক বাক্যে অপব ডালা উৎসর্গ কবিবে ।  
সদ্বা জীব এত হইলে উক্ত প্রকাৰে ডালা উৎসর্গ ক'য়া পরে স্বামীব  
হস্তে ডালা প্রদান করতঃ প্রার্থনা কবিবে । যথা,—“নাথিকারোহস্তি  
মে নাথ উপবাসএতাদিষু । ভবদাজ্জাবিহীনায়ান্তমাদাজ্জাপয় প্রভো ।  
অকালে যদ্রুতং চার্ণং যত্তুমন্ত্রবিবর্জিতং । ধূম্রাদিভিহীনং তৎ  
সৰ্ব্বং-পূর্ণতাং নম্ ।”

পরে অত্রাধার ও সিন্দুবাণিগুয়ুক্ত পেটিকা লক্ষ্মীকে প্রদান  
করিত্তা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে প্রণাম কবিবে । বিষ্ণু-প্রণাম মন্ত্র যথা,—  
“নমস্তে জলদাতায় নমস্তে জলশায়িনে ।” নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব  
নমোহস্ততে ॥ নমো নমস্তে স্রববাজরাজ নমোহস্ততে দেব জগন্নি-  
বাস । কুরস্ব সংপূর্ণকলং মমুত্ত নমোহস্ত তুভ্যং পুরুষোত্তমায় ॥

মমো ব্রাহ্মণ্যদেবার—ইত্যাদি ।” • এবং “ও লক্ষ্মীং সর্বভূতানাং যথ্য  
বসসি স্নিত্যনঃ । হিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি ।” এই বলিয়া  
লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে ।

অনন্তর দেবডালার উপরি প্রতিমাধর স্থাপন করিয়া মন্ত্ৰকে ধারণ  
করত “ও নারায়ণ চতুর্ভাঙ্কং শঙ্খচক্রগদাধরং । পীতাহরধরং নিত্যং  
বনমালাবিভূষিতং ॥ শ্রীবৎসাক্ষং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং ।  
নামাশ্ৰেতানি সংকীৰ্ত্ত্য গুত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরে । ত্রাহি মাং সর্বলোকেশ  
হরে সংসারবন্ধনাং । ত্রাহি মাং সৰ্ব্বভঃ পথ দুঃখশোকাৰ্ণবাং প্রভো ॥  
সৰ্ব্বজ্ঞেশ্বর ত্রাহি পতিতং মা ভগাবৎ । দুর্গতে দ্বাহি মাং বিষ্ণো ত্রাহি  
দ্বারামি পুনঃ পুনঃ । সোহহং দেবাতীহরং ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥”  
এই মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ নিম্ন মন্ত্ৰধাৰা পুনরায় প্রণাম  
করিবে । যথা,—“ও গম্ভা শ্বহা চ নামোক্তা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিবু । নুনং  
সম্পূৰ্ণতাং যতি সন্তো বন্দে তচ্চ্যুতন্ ॥”

অতঃপর দক্ষিণা করিবে । যথা,—“অথৈতাদি—কুঠৈতদ্বিন্ন  
বর্ধনিপ্পাদিত অমুকপুৰাণোক্তব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণা-  
মিদং কাঞ্চন-মূল্যঃ যুথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।” এই  
বলিয়া দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুধারণ করিবে । পরে  
“ক্ষমস্ব” মন্ত্ৰে প্রতিমা বিদর্জনা করত আচার্য্যকে প্রদান করিবে ।  
তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কক্ষকল সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে,—“ও  
শ্রীমতাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বজ্ঞেশ্বরো হরিঃ । তস্মিন্ স্তূটে জগত্ত্বং  
শ্রীণিতে শ্রীণিতে জগৎ ॥”

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজিন করাইয়া ব্রতান্ত উপবাস, • হবিষ্য বা যথা-  
সম্ভব ভোজন করিবে ।

উদ্ভূতপান কার্য্যে স্বস্তিবাচনাদি করত গুরু পূজা কৰ্ম্ম করিয়া

প্রতিষ্ঠা ভবোক্ত চক্ৰ-হোম না করিয়া-স্বগৃহোক্ত বিধিতে অগ্নিহোম  
করিয়া জনতিলা দ্বারা "ও তথিকোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম কবিত্তে ইহ  
এবং লক্ষ্মীদেবীর হোম করিয়া উদীচ্য কন্ম ও প্রারশ্চিত্ত-হোমাদি  
বামদেব্য-গানাস্ত কন্ম সমাপন করিয়া উল্লকাদি উৎসর্গ করাইবে ।  
উদ্ভাপনে ইহাই বিশেষ ।

### যজুর্বেদীয় ত্রতপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ ।

ঋতকারিণী রমণী পূর্বদিবস উপবাসী থাকিয়া পবদিবস নিত্যক্রিয়া  
সমাপনান্তে প্রতিবর্ষীয় কবণীয় ত্রত সমাপনপূর্বক দেবতাব প্রীতিহেতুক  
যথাশক্তি দানাদি করিয়া ত্রাক্ষণগণকে পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া  
ঋতিবাচনপূর্বক "ও হৃষ্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করাইয়া বিষ্ণু-  
অরণ কবতঃ সংকল্প কবিবে ।

এইরূপ সংকল্প করিয়া পুরোহিতের দ্বারা সঙ্কল্প পাঠ করাইয়া  
জ্ঞান্দিগকে বরণ করিবে ।

অতঃপর হোতা পঞ্চগব্য শোধন করত গায়ত্রী পাঠ পূর্বক সমস্ত  
একত্রিত করিয়া "ও বেড়া বেদিঃ সমাপ্যন্তে ষষ্ঠিষা বহিরিঙ্গিয়ং  
যুপেন যুপ আপ্যায়ন্তে প্রণীতোহগ্নিদগ্নিনা" এই মন্ত্র পড়িয়া অথবা  
গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদী অভ্যঙ্গন করত তদুপরি সর্বতোভদ্রমঙ্কল  
অঙ্কিত করিয়া তাহার পূর্বদিকে পঞ্চঘট ও শাস্তিকুন্তা স্থাপন করি-  
বেন । পরে "ও বিতান এষ দিষো মধ্যান্ত আপঃ প্রবরান্ রোদসী  
অন্তরীক্সং সবিধাচীরতিষ্ঠিত্যুতীচীরন্তরা, পূর্বমপরঞ্চ কেতুং ।" এই  
মন্ত্রে বেদীর উপর বিতান বন্ধন করিবে ।

অতঃপর ষটস্থাপন ( ১০২ পৃঃ দেখ ) করত সামান্যার্থাদি স্থাপন  
পূর্বক তৃত্ত্বাদি করিয়া প্রথমঘটে,—গণেশ ও হৃষ্য ; দ্বিতীয়ঘটে,

—নিব ও হুগী ; তৃতীয়ঘণ্টে,—বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ; চতুর্থঘণ্টে,—অগ্নি, বাস্তপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয় ও অগ্নিনীকুমারদ্বয় ; পঞ্চমঘণ্টে, নবগ্রহ ও দিকপালগণের পূজা করিবে ।

অনন্তর প্রতিমাধর আনয়ন করত পঞ্চগব্য দ্বারা সেই সেই মন্ত্রে স্নান করাইবেন । পরে গজাজলদ্বারা “ওঁ এতচ্ছিত্রং শুভাম শুক্লং” ইত্যাদি শুদ্ধপতিহৃত দ্বারা স্নান করাইয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষ্য” ইত্যাদি । “ওঁ আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি । “ওঁ বো বঃ শিবতমোঃ” ইত্যাদি । “ওঁ তস্মা অরজমাম বো” ইত্যাদি । “ওঁ সমুদ্রোহস্মি ভগ্ননার্জুন শত্ৰুময়ো ভুবভিমা বাহি স্বাহা” মন্ত্রে স্নান করাইবেন । পরে গন্ধোদক-দ্বারা—“ওঁ গন্ধদ্বারাং” ইত্যাদি । পুষ্পোদক দ্বারা “ওঁ শ্রীশ্চ তে” ইত্যাদি । ফলোদকদ্বারা—“ওঁ বাঃ ফলিনীর্ষ্য” ইত্যাদি । “ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং” ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা স্নান করা-ইয়া ত্রিহৃত (১৮৭ পৃ দেখ) পুষ্কর্যহৃত (১৮৬ পৃ দেখ) এবং পাবমানী-হৃত দ্বারা স্নান করাইবেন ।

অন্তঃপর “ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃঙ্গায় দেবা ভদ্রং পশ্চৈমাক্তিষ-জজ্ঞাঃ । স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃণৈঃ সস্তম্বভির্ক্যাসেম দেবহিতং বদায়ুঃ ।” এই মন্ত্র-পাঠ করিয়া ভদ্রাসনে প্রতিমাধর স্থাপন করিবেন । পরে ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা করিয়া “ওঁ নমস্তেহর্চ্যে স্বরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্মণা । প্রভাবিতাশেষজগত্তুভ্যাং নিত্যং নমো নমঃ । অগ্নি সুপূজ্যামীশ নারায়ণমনাময়ং । রহিতা শিল্পদোবৈষম্যক্লিষ্টকাম্য তব ।” ইহা পাঠ করিবেন । অনন্তর লক্ষ্মীর জীবন্তাসপূর্বক বিষ্ণুর ধ্যান করত বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করিয়া মণ্ডলমধ্যে পীঠন্যাসক্রমে পীঠশক্তির পূজা করিবেন । পরে পুনর্বার ধ্যান করত আবাহনপূর্বক ষোড়শোপচারে স্নেহপূজা করিবেন । অন্তঃপর মথ্যশক্তিলাভের ধ্যান করিয়া অগ্ন্যহোত-

বিধানে ব্রহ্মহোমসম্বন্ধে কুশটিকা করিয়া চক্ৰপাঠ করিবেন । অনন্তর  
 “আজ্যভাগান্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নির ধ্যান করত সাহস নামক  
 অগ্নির আবাহন করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ চুতান্ত সমিধ তৃণীভ্যাবে  
 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মেক্ষণা দ্বারা চক্ৰগ্রহণ করত “ও তদ্বিক্ষোঃ  
 পরমং পদং” ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিয়া “ইদং বিষ্ণবে” বলিয়া  
 প্রত্যাহুতি দিবে এবং “ও তুঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে । ও ভুবঃ স্বাহা ইদং  
 বায়বে । ও স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায়” বলিয়া আহুতি প্রত্যাহুতি দিবে ।  
 অন্তঃপর দেবতার স্বাহান্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া আহুতি দিয়া “ইদং  
 সূর্যায়ঃ” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে । অনন্তর “ও তদ্বিপ্রাসো বিপ-  
 ন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিধতে বিষ্ণোর্যং পরমং পদং স্বাহা—ইদং বিষ্ণবে,  
 ও বিশ্বতশ্চক্ষুৰ্ভূত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহকত বিশ্বতস্পাৎ ।  
 সংবাহভ্যাং ধমতি সংপততৈর্দ্যাভ্যাম্ভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা—ইদং  
 বিষ্ণবে । ও অগ্নীমীলে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং অগ্নয়ে । ও ইবে হোর্জেক্ষা  
 ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বায়বে । ও অয় আয়াহি ইত্যাদি স্বাহা—  
 ইদমগ্নয়ে ॥ ও শমো দেবী ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায় । ও ভূরগ্নয়ে  
 স্বাহা । ও সূর্যায় স্বাহা । ও অস্তরীপ্সায় স্বাহা । ও জ্যোঃ  
 স্বাহা । ও ব্রহ্মণে স্বাহা । ও শৃংখিষ্যে স্বাহা । ও মহারাজায় স্বাহা ।  
 ইহীদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যাহুতি দিবে ।

অন্তঃপর দিক্‌পাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম করিতে হইবে ।

দিক্‌পালহোম ।—“ও ত্রতরমিক্রনবিত্তারমিক্রং হবে স্বহব  
 শ্রুর্মিক্রং স্বয়ামি । শক্রং পুংহতমিক্রং স্বস্তি নো মমবাধাসিক্রঃ স্বাহা—  
 ইদমিক্রায় ॥ ১ ॥ ও বৈশ্বানরো ন উতরে আপ্রসাত পরাবত অগ্নি-  
 ককে ধনাবাহসা । উপয়াম গৃহিতোহগ্নি বৈশ্বানরায় তৈষতে বোমি-  
 তৈর্বৈশ্বানরায় বা স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥ ও অনিয়মোহস্তানিত্যো অর্জ-

হসি ত্রিভোঃ শুভেন ব্রুতেন অসি ভোজন সময়াবিপ্লব। আহুতে ত্রিভি  
দিবি বন্ধনানি স্বাহা—ইদং যমায় ॥ ৩ ॥ ও যন্তে দেবী নির্ধাতিরা-  
বধকুপাণং গ্রীবাসু বিবৃত্যং । তন্তরিম্বাম্যযুধো ন মর্যাদাধেনং পিতৃ-  
মন্ধি প্রমুতো নমো ভূত্যা এদঞ্চকার স্বাহা।—ইদং নির্ধাতয়ে ॥ ৪ ॥  
ও বরুণস্তোত্তমমবসি ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ ও বাতো  
বাবো মনো বা পঞ্চর্ষঃ সপ্তবিংশতি তে অগ্নেসময়ং শ্রেইন্তি ন ভর-  
মানধুঃ স্বাহা—ইদং বায়ুবে ॥ ৬ ॥ ও কুবিদমঙ্গবয়বস্তোববঞ্চি মুখা-  
দাস্ত্যাহুপূর্বং রিপুয় ইহৈমাং কুণ্ঠি ভোজনানি বে বর্হিবো নম উক্তিং  
ন জগুঃ স্বাহা—ইদং কুবেরায় ॥ ৭ ॥ ও তমীশানং জগতন্তুস্বম্পত্তিঃ  
বিরিক্ষিন্নমবসে ছমসে কয়ং পূষানো যশা বেদ সামসদৃশে রক্ষিতাসৌ  
পায়ুরদন্দঃ স্বস্তয়ে স্বাহা ।—ইদমীশানায় ॥ ৮ ॥ ও অত্রাক্সন্ ব্রহ্মণো  
ব্রহ্মবর্চসী জায়তামাবাষ্ট্রে রাজন্তঃ শুব ইষবো ইতি ব্যাধীমহারথে  
জায়তাং স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৯ ॥ ও নমোহস্ত সর্পেভ্যো য়ে কে  
চ পৃথিবীমহু । যে অন্তরীক্ষে যে দিবি শুভাঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ।  
—ইদমনস্তান্ন” ॥ ১০ ॥

নবগ্রহঁ হোম ।—“অক্লিষ্টেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং  
• আদিত্যায় ॥ ১ ॥ ও আপ্যায়ন সুমে তু তে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং  
সোমায় ॥ ২ ॥ ও অগ্নিমুধা দিবঃ ককুংপতিঃপৃথিব্যা অয়মপাং  
রেতাংসি জিবতি স্বাহা—ইদং মঙ্গলায় ॥ ৩ ॥ ও উদবুধ্যস্বাক্ষে  
প্রতিজাগৃহি হসিষ্টাপূর্তে সংস্রজেখাময়ক অগ্নিন্ সযহে অধ্যাক্ষগ্নিন্  
বিষেদেবা যজমানশ্চ সীদতি স্বাহা।—ইদং বুধায় ॥ ৪ ॥ ও বৃহ-  
স্পতে অস্তি অদৰ্ঘ্যো অর্হাদু্যমহিতাভিক্রতুমজ্ঞনেবু বাদীদয়জ্জবসা  
শতপ্রজাত তদস্মাসু ত্রিবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা।—ইদং বৃহস্পত্যয়ে  
॥ ৫ ॥ ও অন্নাং পরিক্রতোরসং ব্রহ্মণা ব্যশিবৎ ক্ষেত্রং পরঃ সোমং

ঐজ্ঞাপতিত্ব ভেদে মতামিচ্ছিয়ং । বিপানং শুক্রমক্ষং ইজ্ঞাপতিত্বমিচ্ছিয়ং  
পয়োহমৃতং মধু স্বাহা ।—ইদং শুক্রায় ॥ ৬ ॥ ও শরো নৃদবীর-  
ভীষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং শটনশ্চরায় ॥ ৭ ॥ ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং  
ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং রাহবে ॥ ৮ ॥ ও কেতুং কৃৎনকেতবে গেযো-  
মৰ্য্যা অপেশমে সমুদ্বিত্তিরজারথাঃ স্বাহা ।—ইদং কেতবে ॥ ৯ ॥

এই প্রকারে চক্রহোম শেষ করিয়া মেঘন অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করিবে । পরে চক্ৰশেষ দ্বাবা দশদিকে বলি প্রদান করিবে । যথা—

“এষ পায়সবলিঃ শু প্রাচ্যে দিশে নমঃ ।” এই কপে—“আগ্নেঐষ্য  
দিশে নমঃ । বাটম্য, নৈঋতৈত্য, প্রতীচ্যে, বায়ট্যে, উদিচ্যে,  
ঐশার্ভ্যে, উর্দ্ধদিশে, অধোদিশে ।”

অনন্তর পলাস-সমিধ্ তদভাবে উড়ুস্ব-সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশত  
হোম করিবে । যথা,—

“অষ্টোত্তাশি অনুকগোজ্ঞায়াঃ শ্রীলমুকীদেব্যাঃ শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকাঃ  
ইক্শ্বর্ষনিপাদিত সঙ্কলিতাংকপুবাণোক্তাংকপুত্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ষণি সাজ্য  
উড়ুস্বসমিধিঃ ও তদ্বিকোৱিত্যাশি মন্ত্ৰেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমহঃ  
করিস্থে ।”

এইরূপ সংকল্প করত “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্ৰে  
তুতাক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া প্রতিবারে “ইদং বিধবে” বলিয়া  
প্রত্যাহতি দিবে এবং লম্বীর হোম করিয়া পূর্বোক্ত চক্রহোম-মন্ত্ৰে  
সেই সেই সমস্ত দেবতার আজ্যহোম করিবে । অতঃপর পুরুষ-  
মন্ত্ৰোক্ত “সহস্রশীর্ষা” ইত্যাদি “সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ” পর্য্যন্ত  
বোলটী মন্ত্ৰদ্বারা (১৮০ পৃ ৬পং দেখ ।) আজ্যহোম করিয়া “ও  
ইরাবতী খেতুমতী” ইত্যাদি (৪২৫ পৃ ২৮ পং দেখ) আজ্যহোম  
করিবেন । পরে পূর্বোক্ত নবগ্রহ ও দিকপালমন্ত্ৰে একবার আহুতি

দিয়া তিলবৃত্তি দ্বত ধারা “ওঁ পর্জতেভ্যঃ স্বাহা । ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা ।  
ওঁ সমুদ্রভ্যঃ স্বাহা ।” বলিয়া আহুতি প্রদান কবত মহাব্যাহতি-  
হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবেন । তদৰ্থে সকল যথা,—“অন্তে-  
ভ্যমি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (হোতার গোত্র ও নাম) অগ্নিন্  
হোত্বৈকশ্রীমি যদ্বৈবগুণ্যং জাতং তদ্যোযপ্রশমনায় ” “ওঁ স্বনোহয়ে”  
ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহর্ষি কবিষ্যে ।”

এইরূপ সংকল্প কবিয়া “ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি” বলিয়া অগ্নিব  
নামকরণ, আবাহন ও পূজা কবত “ওঁ স্বনোহয়ে বরুণস্ত বিধ্বাম্  
দেবস্ত হেলো অবযাসিসৌষ্টাঃ । যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোভচানো বিশ্বান  
দেবান প্রমুখাসং স্বাহা ।—ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ১ ॥ ওঁ সহস্রোহ-  
স্রেহবমো ভবতী নেদিষ্ঠোহস্তা উবসো ব্যাঠো অববক্ষণো বরুণঞ্চ বরানো  
ত্রীহিমূলিকং সূহবো ন এধি স্বাহা ॥ ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ২ ॥ ওঁ  
অরাশ্চাগ্নেহস্তনভিস্বস্তিপাশ্চ সত্যমিখ ময়া অসি । অয়ানো যজ্ঞং  
বহান্তারানো ধেতি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥ ওঁ যে  
ভে শতং বরুণ য়ে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভিনোহু-  
সবিতোত বিষ্ণুর্জিহবে মুকুত মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা ॥—ইদং বরুণায়ঃ ॥ ৪ ॥  
ওঁ উহুতমং বরুণাশবশ্রদবোধনং দ্বিমধ্যমং শ্রবায় । অথাবরুণাদিত্য  
ব্রতে ভবানাগসোহদিতয়ে শ্রামঃ স্বাহা ।—ইদং বরুণায়ঃ” ॥ ৫ ॥

অনন্তর “ওঁ অগ্নে ত্বং মুড়নামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ,  
আবাহন ও পূজা করিয়া “ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং” ঈশানি বৌষড়ন্ত  
মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া আগার বশতঃ “ওঁ পৃথ্বি তং শীতলা ভব” বলিয়া  
অগ্নির ঈশানকোণে দ্রষ্টৃ নিক্ষেপ করিয়া তিলকাস্তকর্ম করিবে ।

তৎপর ব্রতকর্তা ডালা উৎসর্গ করিবে । যথা,—কলবদ্রাদিযুক্ত  
ডালা সমুখে আনয়ত করতঃ “এতে . গন্ধপুষ্পে ওঁ সব্রোণকরণডল-



কায় নমঃ” বলিয়া তিনবার ডালা অর্চনা করত “এতদধিপত্যে  
ত্রিবিধবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া গুরুপূর্ণ  
দ্বারা পূজা করিয়া “অষ্টোত্তাদি অমুকগোত্রা ত্রীমুকী দেবী কুঠৈতৎ  
অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাদৃতার্থমিদং সব্রোপকরণ-  
ভল্লকং বিমুক্তদেবতং ভগবতে অমুকদেবায় অহং দদে।” বলিয়া  
উৎসর্গ করিবে। পরে এইরূপে অপর দুইটা ডালা লম্বী ও শুককে  
দান করিয়া বিমুক্তপ্রভৃতিকে নমস্কার (৪২৬ পৃঃ ২০ পং দেখ) করত  
“মংকৃতামুকব্রতং ত্রীমতি ভগবতি বিকৌ স্বাহ্যহং উপযেমে” বলিয়া  
ডালা মস্তকে ধারণ করিবে।

অতঃপর যথাশক্তি দানাদি করিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া  
আচার্য্যদক্ষিণা করিবে। যথা,—“কুঠৈতৎ ইম্বর্ষনিম্পাদিতামুক-  
পুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাদৃতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং  
অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং  
সম্প্রদদে।”

অনন্তর তদ্বার ও সদস্ত্র দক্ষিণা করিবে। পরে আচার্য্য “ও  
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তুস্তে মহে উপগ্রাস্তু মরুতঃ সদানব ইন্দ্রঃ  
প্রাণ্ডভবাসচ।” এই মন্ত্রে শাস্তিকুন্ত উত্থাপিত করিয়া “ও ঋতু  
দেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাতং। সন্তুষ্টা বরমম্মাকং দদেদানীং  
সুপূজিতাঃ।” বলিয়া পূজিতা দেবতাগণকে বিসর্জন করিবেন।

তৎপর আচার্য্য অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিমুক্তমরণ করত শাস্তিকুন্তস্থ  
জলদ্বারা শাস্তি করিয়া আত্মীর্ষ্যাদ প্রদান করিবে।

এই দিবস ব্রতকর্ত্তী চক্ৰশেষ ভোজন করিবে, তদভাবে একবার  
হবিষ্ঠায় ভোজন করিবে।

ইতি ষড়্ভুকেন্দ্রীয়ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

## ঋষেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ।

কুণ্ডনিত্যজির বজ্রমান প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক বজ্রর্ষেদীয়বৎ সংকল্পাদি ও ব্রহ্মবরণাদি করিবে । তৎপর হোতা বজ্রর্ষেদী ব্রত-প্রতিষ্ঠাক্রমে সমস্ত কার্য করিয়া অপকৃতিক্রমে বহি স্থাপনাদি বিকল্পাকল্পপাত্ত কুশভিকা নির্বাহ করিয়া অগ্নির ধ্যানপূর্বক সাহস নামা অগ্নির আধাহন ও পূজা করত ঐদেব ঐমাণ দ্বতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া চক্ৰহোম হইতে (৪৬০ পৃ ১৯ পং হইতে) আরম্ভ করিয়া "ওঁ মল-  
রাজার স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম পর্য্যন্ত (৪০০ পৃ: ১৭ পং পর্য্যন্ত) বাবভীয় কার্য্য বজ্রর্ষেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া দিকৃপাল হোম ও নবগ্রহ হোম করিবেন ।

দিকৃপাল হোম ।—ওঁ বত ইব্রঃ ভয়ামহে ততো ন অভয়ং  
কৃধি বধবদ্ সঙ্ঘিতরয় উত্তিতিবিধিবিবো বিমুখেতেহি স্বাহা।—ইদমিত্যাহ  
৥১ ॥ ওঁ অগ্নিঃ দূতং পুরোদধে হোভারং বিশ্ববেদনং অস্ত বজ্রত মূকুঃ  
স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥ ওঁ বমার সোমং স্নুভ বমার-সুহোতা হবিঃ ।  
বসৌহর্য্যো গচ্ছস্বমগ্নিঃ দূতো অবকৃতঃ স্বাহা ।—ইদং বমার ॥ ৩ ॥  
ওঁ মোঘুণঃ পরাপর নির্ঝতিদুঃকহনাবধীত পদীষ্ট কৃকরা সহ  
স্বাহা ।—ইদং নির্ঝতয়ে ॥ ৪ ॥ ওঁ ব্রমোহগ্নে বরুণস্ত বিদ্যাম্ .ধেবস্ত  
হেলো অববাসি সীঠাঃ । বজ্রিষ্ঠো বজ্রিতমঃ শোভ্যানে বিখাদেবাংসি  
প্রমুখ্যস্ব স্বাহা ।—ইদং বরুণার ॥ ৫ ॥ ওঁ ভববায় বৃষ্ণিতে হুফুর্জামাত-  
রজু তঃ অবান্তা বৃণীমহে-স্বাহা ।—ইদং বায়বে ॥ ৬ ॥ ওঁ সোমো ধেহুং  
সোমোহর্ষস্তুমাপণ্ডং সোমোবীরং কর্ষণ্যং দদাতি সাদনং .সীমতথ্যং  
সাতরং পিহ প্রবণং বো দদাসদশ্চৈ স্বাহা ।—ইদং কুবেরার ॥ ৭ ॥ ওঁ

তমীশানাং অগতন্তুহুৎপতিং ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং ইশানায় ॥ ১ ॥  
 ৩ ব্রহ্ম যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাধিবীমতঃ স্রুচোরেণ আব । ২ সর্বগ্না  
 উপমা অস্ত বিষ্ঠাঃ সতচ্চ যোনিমসতচ্চ বিব স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে  
 ॥ ২ ॥ ৩ কালিকো নাম সর্পোনিবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাহ্রদেন্দ্রো  
 জাতো যো নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদুত্তম যদি কালিকাস্তমম্ ।  
 জন্মভূমিপরিক্রান্তো নিক্বেবো বাতি কালিকঃ স্বাহা । ইদম-  
 নস্তায় ॥ ১০ ॥

নবগ্রহ হোম ।—“ও আকুঞ্চে ন ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সূর্যায়  
 ॥ ১ ॥ ও আপ্যাস্ব ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং সোমায় ॥ ২ ॥ ও অগ্নির্মুক্তা  
 ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং মঙ্গলায় ॥ ৩ ॥ ও উদুধ্যাস্ব ইত্যাদি  
 স্বাহা ।—ইদং বুধায় ॥ ৪ ॥ ও বৃহস্পতে ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং  
 বৃহস্পতয়ে ॥ ৫ ॥ ও শুক্রঃ শুক্রং উষোন জাবঃ পপ্রাসমীচীদিবো ম  
 জ্যোতিঃ । কুবা বভূব ভুবো দেবানাং পিতা-পুত্রঃ সন্ স্বাহা ।—  
 ইদং শুক্রায় ॥ ৬ ॥ ও সমগ্নিঃ সমগ্নিঃ করচ্ছন্নপত্নী সূর্য্যঃ । সংবাতো  
 বহুব পাথ্যপান্থঃ স্বাহা ।—ইদং শনৈশ্চায় ॥ ৭ ॥ ও কয়া নশ্চিহ্ন  
 আভুবদুতী সদা বধঃ সবা কয়া সচিষ্টয়া বৃত্তা স্বাহা ।—ইদং রাহবে ॥ ৮ ॥  
 ও কেতুং কুধন্নকেতবে ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং কেতুভ্যঃ ॥ ৯ ॥

অন্তঃপদ যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া পুরুষ-  
 হুজ্জোল ১৮টা মন্ত্রদ্বারা আজ্যহোম করিবে। পরে যজুস্তোত্র তিল  
 দ্বারা “ও ইরাবতী” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম (যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ)  
 করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। যথা,—

অন্তেষ্যাদি অগ্নিন্ হোমকল্পনি বদৈকগুণ্য জাতং তদোব-  
 প্রাশমনায় ও অগ্নাশ্চায়ে ইত্যাদিভিন্নমন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্টে”  
 এই প্রকার সংবল করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম (৪৩৬ পৃঃ ১৯ পং দেখ)

করিবে। অতঃপর স্ফটিককোম করিয়া সাধারণ কুশভিকোক্ত  
যাবতীর কার্য সমাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণাদি করিয়া ডালা  
উৎসর্গ প্রভৃতি (যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া অগ্নিহোমাদি  
করিবে।

### শান্তি স্বস্ত্যয়ন ।

অদৃষ্টের উপর আত্মনির্ভর করিয়াই এই সংসার চলিতেছে। পুরুষ-  
কায় তাহার একটী অঙ্গ। মন্দগ্রহ বা অদৃষ্টবশে অমঙ্গল সংঘটন  
হইলে তন্নিবারণার্থে দেবতা আরাধনা প্রভৃতি করার নামই স্বস্ত্যয়ন  
এবং গ্রহদেবতাদির প্রসাদলাভ করিয়া অমঙ্গল নিবারণের নামই  
শান্তি। এই কার্যাকরণার্থ পুরুষকারের প্রয়োজন,—স্বস্ত্যয়নই  
পুরুষকার।

গ্রহ ও দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, স্বধর্মনিষ্ঠ নিত্য  
ভক্ত জ্ঞানবান্ অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি কার্যের অনুষ্ঠান করা  
কর্তব্য।

স্তভগ্রহার্হাব্যবস্তু মূর্ত্তিপ্ৰক্ষবেষু চ ।

স্তভরাশিবিলায়েষু স্তভশান্তিকপোষ্টিকম্ ॥

স্তভ, সোম, বৃষ, বৃহস্পতি এবং রবিবারে, স্তভপক্ষে, স্তভরাশি  
ও লগ্নে, স্তভ তিথি, যোগ এবং করণে, চিত্রা, অম্বরাষা, মৃগশিরা,  
রেবতী, পূজা, অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরকল্পনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ  
ও রোহিণী নক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

পাঠ্যচতুর্থাৎ অপেন্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং ।

কারয়েদ্ধরিনানানি কলৌ কার্যে চতুর্ষ্টয়ম্ ॥

চতুর্থীপাঠ, হর্গানামজপ, শিবলিঙ্গপূজা এবং হর্গানামকীর্তন,  
এই চারিটি কার্য্য কলিতে অবশ্য কর্তব্য ।

পঞ্চোক্ত সস্তায়ন ।

চতুর্থীপাঠ, হর্গানামজপ, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা, নারায়ণে তুলসীদান  
ও মধুসূদন মন্ত্র জপ,—ইহাকেই পঞ্চোক্ত-সস্তায়ন বলে ।

চতুর্থীপাঠ করিবার পূর্বে চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া পরে সকল-  
পূর্ব্বক চতুর্থীপাঠ করিতে হয় ।

হর্গানাম জপের পূর্বে বিদিপূর্ব্বক সকল করিয়া যথাশক্তি হর্গার  
পূজা করিয়া পরে জপ করিতে হয় । সকল যথা,—

“অন্তেষ্ট্যাগ্নি অমুকগোত্রস্ত শ্রী অমুকদেবপ্রণমন-  
সংস্কারিষ্টভঞ্জনসংস্কারাভিচারশাস্তিপূর্ব্বক-এতচ্ছৌৰ্য্যাহরীরাবিরোধেন ঋটি-  
তুাপশননকামঃ শ্রীহর্গাপাতি কামো বা শ্রীমদ্গায়ত্রী ইয়দক্ষরমন্ত্রস্ত  
ইয়ংসংখ্যাকল্পমহং করিষ্যামি ।”

পার্থিব শিবপূজার সংকল্প—অন্তেষ্ট্যাগ্নি অমুককামঃ (ইয়ং সংখ্যাক)  
পার্থিবশিবলিঙ্গপূজনমহং করিষ্যামি ।

তুলসীদানের সংকল্প—অন্তেষ্ট্যাগ্নি ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণুকে  
পরমাশ্রমে স্বাহেতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুবে ইয়ংসংখ্যাক-সচন্দনতুলসীপত্রদানমহং  
করিষ্যামি ।

মধুসূদনমন্ত্রজপের সংকল্প—বিষ্ণুরোমিত্যাগ্নি শ্রীমৎ মধুসূদনদেবস্ত  
“ও নমো .. ভগবতে বাসুদেবায়ে”তিমন্ত্রস্ত ইয়ংসংখ্যাকজপমহং  
করিষ্যামি ।

## নবগ্রহশান্তি ।

নবগ্রহের মধ্যে যে গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রকারে পূজা, জপ হোমাদি করিলে, তাঁহার শান্তি হইয়া থাকে । সকলাদি পার্থিব শিবপূজা বিধানের করিতে হয় । এইস্থলে অত্যেক গ্রহের মন্ত্র, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি লিখিত হইতেছে ।

সূর্যের ধ্যান—ওঁ ক্ষত্রিয়ঃ কাশ্যপঃ রক্তঃ কলিঙ্গঃ দ্বাদশাঙ্গুলঃ ।  
পদ্মহস্তবরঃ পূর্কাননঃ সপ্তাশ্বাহনঃ । শিবাধিদৈবতঃ সূর্য্যঃ বহু-  
প্রত্যবিদৈবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যঃ । প্রণাম—জবাকুসুমসঙ্কাশমিতাদি ।

রবিগ্রহের জপ ছয় হাজার, হোম ছয় শত, তর্পণ বাইট, অভি-  
ষেক ছয় ও ত্রাঙ্কণ ভোজন এক সংখ্যক । আকনের সমিধ, তাম্র  
মুদ্রি । উর্জহস্ত হইয়া জপ, শুড় মিশ্রিত অন্ন বলি, রক্তচন্দন ও  
গুগ্গল ধূপ, কপিল নামক অর্ঘ্য, পুষ্প ভূষণ, মালা বস্ত্র । রবি  
কলিঙ্গদেশজ । ইনি কাশ্যপগোত্র, ক্ষত্রিয় জাতি ।

অধিদৈবতা শিব দক্ষিণে এবং প্রত্যবিদৈবতা বহু বমে অব-  
স্থিত । ইনি রক্তবর্ণ বর্জ্বল মণ্ডল মধ্যস্থিত । দক্ষিণা শ্রেষ্ঠ, এবং  
দানীয় জব্য রক্তবর্ণ পটবস্ত্র, প্রবাল, তাম্র ও উপবীত ।

চন্দ্রের ধ্যান—ওঁ সামুদ্রঃ বৈশ্বমাত্রেয়ঃ কৃতমাত্রঃ সিতাশ্রয়ঃ ।  
শ্বেতঃ দ্বিবাহঃ বরদঃ দক্ষিণঃ সগণেশ্বরঃ । দশাঙ্গঃ শ্বেতপদ্মহস্তঃ  
বিচিত্ত্যোমাদিদৈবতঃ । জলপ্রত্যবিদৈবকঃ সূর্য্যাত্মাহ্বরেন্দ্রধা ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমঃ । প্রণামমন্ত্র—দিব্যশঙ্খভূষারাতঃ  
কীরোদার্ণবসম্ভবঃ । নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তোমু মুকুভূষণম্ ।

সোমগ্রহের জপের সংখ্যা পনের হাজার । অথোহস্তে শক্তিমানার

অপ। হোম এক হাজার পাঁচশত। তর্পণ একশত পঞ্চাশ।  
অতিথ্য পনর। দুইজন ব্রাহ্মণ ও কাপালিকের ভোজন করাইবে।  
পলাশ বৃক্ষের সমিধ। রক্তবর্ণ বৃক্ষ। সোম অগ্নিকোণস্থিত  
সমুদ্রজাত, যমুনা দেশজ এবং অত্রিগোত্র, বৈশ্ব জাতি। শুক্ল পুষ্প,  
বজ্র, মাল্য, আভরণ। শ্বেতচন্দন ও সরলকাষ্ঠ ধূপ, সমুদ্র পান্ন  
বলি। পিদল নামক অগ্নি। অধিদেবতা উমা, প্রজ্ঞাদেবতা জল।  
দক্ষিণা—শস্য। দান—শুক্ল পটবস্ত্র, ত্রয় ধেনু, ক্ষীরপূরিত শস্য ও  
রক্তনির্মিত চন্দ্র।

মঙ্গলের ধ্যান—ওঁ আবৃত্যং কলিরং রক্তং মেঘস্থং চতুরমূলম্।  
অরুণাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজং। দক্ষিণোক্তক্রমাচ্ছক্তিবরা-  
ভঙ্গদাকরণং। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদেব সমাহবয়েং। স্বন্দাদি-  
দৈবতং জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষিত্তি-প্রত্যাদিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায়। প্রণাম—ধরণী-গর্ভদন্তুস্তং বিদ্ব্যং-  
পুঞ্জমপ্রভং। কুগারং শক্তিস্তুত্বং লোহিতাস্তং নামাম্যহম্॥

উক্তকরে শিবমালার ৮০০০ হাজার অপ। হোম ৮০০। অতি-  
থ্য ৮। ব্রাহ্মণভোজন ১। ত্র্যম্বকং মুক্তি। স্বমির বৃক্ষের সমিধ।  
ধূমকেতুনামক অগ্নি। মঙ্গল দক্ষিণ দিকস্থ, অর্ধদ্বীপদেশজ, ভারদ্বাজ  
গোত্র এবং কলির জাতি।

ইহার অধিদেবতা স্বন্দ, প্রত্যাদিদেবতা ক্ষিত্তি। কুকুম, চন্দন,  
রক্তবর্ণ পুষ্পাদি এবং দেবদারু ধূপ। ইহার পূজার রক্তবর্ণ বৃষ দক্ষিণা  
এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র, প্রমাল, রক্তবর্ণ বৃষ, মসুর ও তাম্র দানীয় দ্রব্য।

বৃষের ধ্যান—ওঁ মাগধং দ্যমূল্যজৈরং-ঐশ্বর্যং পীতং চতুর্ভুজং।  
বামোক্তক্রমতশ্চর্যগদাবরদখড়্গিনং। সূর্য্যাস্তং সিংহগং সৌম্যং পীত-  
বস্ত্রং তথাহবয়েং। নারায়ণাদিদৈবতং বিষ্ণুপ্রত্যাদিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ত্রীং ত্রীং ত্রীং বৃষ্যে । প্রণাম—প্রিবন্ধুকনিকাত্মং  
কপেণপ্রতিমং বৃষ্যে । সৌম্যং সৰ্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সূতং ॥

সঙ্কোচিত হস্ত করিয়া ১৭০০০ হাজার জপ করিবে । হোম  
১৭০০ । তর্পণ ১১৭ । অভিষেক ১৭ । ব্রাহ্মণভোজন ২ । শিশু  
ভোজন এক । ইহঁর স্তবর্ণ মূর্তি । অপামার্গের সমিধ্ । ইনি  
ঈশানকোণে হিত, ধনুরাকৃতি । ইহঁর পূজার পীতপুষ্প, সরল কাঠ,  
গন্ধ ও স্তুতযুক্ত দেবদাক্ষ ধূপ দিবে । ইনি মগধদেশজ, অজিগৌর ।  
বৈশ্রব্রাহ্মি । ভঠরনামা অগ্নি । মারাক্ষণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু  
প্রত্যাদিদেবতা । দক্ষিণা স্তবর্ণ । দানীয় দ্রব্য—কুহুমবাসিত বস্ত্র,  
যজ্ঞসূত্র কাকন ও চন্দন ।

বৃহস্পতির ধ্যান—ওঁ দ্বিজমাজিরসং পীতং নৈকবক্য বড়ঙ্গলং ।  
ধ্যয়েৎ পীতাস্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজং । দক্ষোদ্ধনক্ষবরজ-  
করকাদমুমাংসবয়েৎ । ব্রহ্মাধিদেবতং সূর্য্যাত্মিস্ত্র-প্রত্যাদিদেবতং ॥

মন্ত্র—ওঁ ত্রীং ক্রীং হুং বৃহস্পত্যে । প্রণাম—দেবতানামুদীপাঞ্চ  
শুক্লং কনকসন্নিভং । বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি  
বৃহস্পতিম্ ॥

জপের সংখ্যা উনিশ হাজার । সঙ্কোচিত করে জপ করিতে  
হয় । হোম উনিশ শত ! তর্পণ একশত নব্বই । অভিষেক  
উনিশ । ব্রাহ্মণভোজন দুই ও জ্যোতির্বিদ ভোজন এক । শিবি-  
নামা অগ্নি, অশ্বথ সমিধ্ । স্তবর্ণ প্রতিমা । পীতবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি ।  
চন্দন, অশুক, কস্তুরী ও কুহুম এই চতুর্গন্ধ, দশাঙ্গ ধূপ । ইনি  
সিদ্ধদেশজ, আজিরস গোত্র । অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যাদিদেবতা ইন্দ্র ।  
দক্ষিণা,—পীতবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম । দান—মুক্তা, কাকন, পীত বস্ত্র, পীতবর্ণ  
জুতা, যজ্ঞোপবীত ও ফল ।



শুক্রেৰ ধ্যান—ওঁ শুক্রঃ ভোজকটং বিপ্রঃ ঐর্গবৎ নবাস্থলং ।  
পশুহমাহ্বরেৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজং । সদাক্ষবরকরকাদণ্ড-  
হস্তং পিতাম্বরং । শক্রাধিদেবতং ধ্যারেচ্ছনীপ্রত্যাধিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ত্রীং শুক্রায় । প্রণাম—হিমকুন্দমৃণালান্ত  
নৈত্যান্যং পয়সং শুক্রং । সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং তর্গবং প্রণমাম্যহং ॥

তন্ত্রপাণিতে জপ । জপের সংখ্যা একুশ হাজার । হোম একুশ  
পত । তর্পণ দুইশত দশ । অভিষেক একুশ । ব্রাহ্মণভোজন ও  
শৈবভোজন তিন । উভুধর সমিধ্, ইনি রজত মূর্তি, পূর্বদিকস্থ,  
শুক্লবর্ণ এবং চতুষ্কোণাকৃতি । ইহার অর্চনার শুক্ল পুষ্পাদি । শ্বেত  
চন্দন, অশুভ্র ধূপ । ইনি ভোজকলদেশজ তরুধাজগোত্র, ব্রাহ্মণ-  
স্বভাব এবং পুত্ৰানকজ । হাঠকনামা অগ্নি । অধিদেবতা ইন্দ্র,  
প্রত্যাধিদেবতা চন্দ্র । দক্ষিণা ষোটক । দানদ্রব্য শুক্লবর্ণ অম্ব,  
শুক্লবর্ণ বস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা ।

শনৈশ্চরের ধ্যান—ওঁ শৌর্য্যৈঃ কাশ্যপং শূরং সূর্য্যাজং চতু-  
ব্রজুজং । কৃষ্ণং কৃষ্ণাধরং গৃধ্রমতং সৌরিং চতুর্ভুজং । ভবধাপয়সং  
শূলধরুর্হস্তং সমাহ্বরেৎ । যমাধিদেবতং প্রজাপতিপ্রত্যাধিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং ত্রীং শনৈশ্চরায় । প্রণাম—ওঁ নীলাঞ্জনচর-  
প্রশস্যং রবিস্থং মহাগ্রহং । ছায়ায়া গর্ভলভুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈ-  
শ্চরম্ ॥

জপের সংখ্যা দশহাজার । শিবমালার জপ । হোম এক হাজার ।  
তর্পণ একশত, অভিষেক দশ । ব্রাহ্মণভোজন এক । উরুকরে  
জপ । একটা নগ্ন ভোজন । শমীকাষ্ঠের সমিধ্ । মহাতেজোনা  
অগ্নি । মৃগনাভি গন্ধ । কালাশুভ্র ধূপ । কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প বস্ত্রাদি ।  
অধিদেবতা যম, প্রত্যাধিদেবতা প্রজাপতি । দান—কৃষ্ণবর্ণ

গাভি, বহুগুণ্য, কৃষ্ণবর্ণ কঞ্চল, মহিব, শুক লৌহ । ইহার দক্ষিণা  
সীসক ৬

রাহুর ধ্যান—ওঁ রাহু মলজরং শূদ্রং পৈঠীনং ছাদশাকুলং ।  
কৃষ্ণং কৃষ্ণাঙ্গং সিংহাসনং ধ্যাভা তথাহুয়েৎ । চতুর্ভুজং বজ্রাবর-  
শূলচর্মকরস্তথা । কালাদিনৈবং সূর্য্যাত্মং সর্পপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে । প্রণাম—ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং  
চক্ষাদিত্যবিমর্দকং । সিংহিকায়াঃ সূতং রৌদ্রং তং রাহুং  
প্রণমাম্যহম্ ॥

জপের সংখ্যা বার হাজার । উল্লপ্নাগিতে বক্রভাবে জপ । হোম  
বারশত । তর্পণ একশত কুড়ি । অভিষেক বার । হুঁকা সমিধ্ ।  
লৌহ প্রতিমা । ইনি নৈঋত দিকস্থ, মকরাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ ।  
পদ্মকান্ঠ ও শুভ্রবস্ত্র ধূপ । কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পাদি । ইনি শাকদ্বীপ  
জাত, পৈঠীনস গোত্র এবং শূদ্রজাতি । ইহার অধিদেবতা কাল,  
প্রত্যাদিদেবতা সর্প । হতশেষনামা অগ্নি । দক্ষিণা লৌহ বস্ত্র ।  
দান—তীক্ষ্ণখড়্গা, পট্টবস্ত্র, বারিসের তিনছটাক পরিমিত জৌহ এবং  
চন্দন ।

কেতুর ধ্যান—ওঁ কৌশলীপং কেতুগণং জৈমিনীয়া বড়কুলং ।  
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহুয়েৎ বিকৃতাননং । সূর্য্যাত্মং ধ্রুববসনং বরদং  
গদীনস্তথা । চিত্রশুশ্রুতাদিদৈবকং ব্রহ্মপ্রত্যাদিদৈবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে । প্রণাম—ওঁ পলালধূমসংকাশং তারা-  
গ্রহবিমর্দকং । রৌদ্রং রুদ্রাঙ্গজং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥

অংপানি ওঁ বক্রভাবে শিবমালাতে ১২০০০ হাজার জপ ।  
হোম ১২০০ । তর্পণ ১২০ । অভিষেক ১২ । ব্রাহ্মণভোজন ১ ।  
চতাল ভোজন ১টা । কুশ সমিধ্ । হতশেষ নামক অগ্নি । লৌহ

প্রতিমা। ষোড়শচন্দন, কুম্ভ, সরল কাঠ, অর্ধক, মৃগনাভি, পদ্ম কাঠ, এই সমুদয় মিশ্রিত শুদ্ধত্বকৃৎস। ইনি সর্পাকৃতি, বাকুল্যকালে অবস্থিত, ধূম্রবর্ণ। ধূম্রাঙ্গ পুষ্পবস্ত্রাদি। ইনি কুশধীপজাত, তৈমিনি গোত্র, শূদ্রজাতি। ইহার চিত্রশুণ্ড অধিদেবতা প্রত্যাদিদেবতা ব্রহ্মা। লক্ষ্মী ছাগ। দান—কুম্ভবর্ণ বস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

### ত্রিপুরার যোগ।

ভগ্নপাদেহপি নক্ষত্রে ভৌমার্কশনিবাসরে তদ্রাতিথিসমাবেশে ত্রিপুরার ইতি মৃত্যুঃ ॥ বারে শস্ত্রমৃত্যুং হস্তি তিথৌ গোধনমেব চ। নক্ষত্রে গৌত্রহানিঃ শ্রাৎ সর্বং হস্তি ত্রিপুররে। পুষ্করত্রয়দোষেণ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি ॥

ভগ্নপাদে—পুনর্কুম্ভ, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ ও বিশাখানক্ষত্রে, শনি, মঙ্গল ও রবিবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির সমাবেশ হইলে ত্রিপুরার যোগ হয়। বারদোষে শস্ত্র ও পুত্রহানি, তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোত্রনাশ হয়, আর তিনদোষ একত্র হইলে সমস্ত নষ্ট করে। এমন কি বাস্তবৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না।

এবং ত্রিপুরারে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো ভগিনী কল্যাণ পিতৃমাতৃসহোদরাঃ ॥ পিতৃব্রাতা মাতুলশ্চ জ্ঞাতরশ্চ সপি-  
ওনঃ। সর্বাভাবে। রিষ্টদোষো বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি ॥ মাসে মাসে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেহপি বা। অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষঃ ॥ তদ্রাত্রিষ্টোপশান্ত্যর্থং হোমং কুর্যাদ্ভিক্ষণঃ।

ত্রিপুরার যোগে কাহারো মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র, ভগিনী, কল্যাণ, পিতা, মাতা, সহোদর, পিতৃব্য, মাতুল, জ্ঞাতি, সপিণ্ড ইহাদের জীবন নষ্ট হয়। এমন কি বাস্তবৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত

খাকে না। সেই মাসে জিৎমকে (৪৫ দিনে), ছয় মাসে বা বৎসরের মধ্যে কথিত অনিষ্ট সকল ঘটিবে। এই যোগ কখনই নিফল হয় না। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহার শাস্তির জন্ত হোম করিবেন।

নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত “ও তৎসৎ” ইহা বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে অর্চনা করত পুণ্যাঙ্ক-বাচনাदि করিয়া তিল কুশ জল গ্রহণ করত সঙ্কল্প করিবেন।  
যথা,—

বিষ্ণুরাম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ  
জিপুত্ররযোগকলমারণজন্তপ্রোতানিষ্টে ব্রশমনকামোহং শাস্তিং করিষ্যে ।

অনন্তর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পহস্ত পাঠ করিয়া, ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদন্ত বরণ করিবেন। তৎপরে পঞ্চগব্য তত্তন্মন্ত্রে শোধন করিয়া সেই মিলিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেনী শোধন করত ষট্ স্থাপন করিবেন। অনন্তর ষটে গণেশাদি দেবগণের পূজা করিয়া প্রহমণ্ডলে নবগ্রহের পূজা করত দশদিক্‌পালগণের পূজা করিবেন।

অতঃপর মণ্ডলের উপরে চারিটা কলসী স্থাপন করিয়া প্রথম কলসীর উপর ত্রিহি-ষবপূরিত লোহপাত্র রাখিয়া, তাহাতে লৌহময়ী যম-প্রতিমা রুক্ষবস্ত্রে বেটনপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় কলসীর উপরে তিলপূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহা শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তাম্রময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা রাখিবেন। তৃতীয় কলসীর উপরে ষবপূরিত কাংস্তপাত্র রাখিয়া পীতবস্ত্র দ্বারা বেটনপূর্ব্বক কাংস্তরচিত চিত্রগুপ্তপ্রতিমা স্থাপন করিবেন এবং চতুর্থ কলসোপরি গোমুখপূরিত রৌপ্যময়ী পুষ্করপ্রতিমা স্থাপন করিবেন।

অতঃপর বমরাজকে পঞ্চায়তদ্বারা স্ব স্ব মন্ত্রে দ্বান করাষ্টয়া

এতোকের আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবেন। যথা—

ও ধর্ম্যরাজ নমস্তস্য কালদত্তধর এভো। বৈবস্বত নমস্তে  
ইত্ত প্রেতরিষ্টে বিনস্তু ॥

পরে “ও বৈবস্বতার নমঃ”—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে, এবং ধর্ম্যকে আবাহনাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—

ও ধর্ম্য ত্বং ধর্ম্যরূপোহসি নির্লোমোহসি নিরঞ্জনঃ। প্রেতরিষ্টমিদং  
দেব নাশয় ত্বং মম প্রভো।

“ও ধর্ম্যর নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। অনন্তর চিত্রগুপ্তের আবাহন পূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করত পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

ও যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ। প্রেতরিষ্টপ্রশমনং  
কুরু দেব নমোহস্ত তে ॥

পরে “ও চিত্রগুপ্তার নমঃ”—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে অতঃপর পূর্বের পূজা করিয়া মূর্ত্তাদিদের তিথি, বার ও নক্ষত্র পূজা করিবে। পরে স্বর্গহোক্ত অগ্নিহোম করিয়া চক্ৰ পাক করিবে। পরে “ও যমার বাহা” এই মন্ত্রে বিকৃত (কটকবৃক্ষ গুল্ম বিশেষ) সমিধ দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর “ধর্ম্যার বাহা” “ও চিত্রগুপ্তার বাহা” এই মন্ত্রে পৃথক পৃথক ভাবে ধর্ম্য এবং চিত্রগুপ্তের চক্ৰ ও অশ্ব দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণকে যব, তিল ও গাভী দান করিয়া দক্ষিণা ও অর্চ্ছজাবধারণ করিবেন।

গোভিল বলেন, ত্রিপুরশাস্তিকরণ ঋত প্রথমতঃ ব্রাহ্মণকে, স্বর্গদান করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে, এবং মধু ও আত্মমিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে। ইতি পুঙ্ক শান্তি

## সূর্য্যার্ঘ্য দানবিধি

পূর্বোক্ত প্রথমত স্বস্তিবাচনাди করত সংকল্প করিবেন ।  
যথা,—

“অষ্টেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুক  
দেবশর্মাণঃ অমুকরোগ উপশমনকামঃ হংসাদিসংগৃহীতান্না অর্ঘ্যদান-  
মহং করিষ্যামি।” অতঃপর স্তম্ভপাঠ করিয়া যে স্থানে সূর্য্যের  
উদয়াস্ত দৃষ্ট হয়, এইরূপ স্থানে বসিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করতঃ  
পদ্মের পূর্বদলে বর্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের আকৃতি আঁকিবে এবং  
অষ্টিকোণে—রবি, দক্ষিণে—বিবস্বান্, নৈঋতে—ভগ, পশ্চিমে—  
বরুণ, বায়ুকোণে—মিত্র, উত্তরে—আদিত্য, ঈশানকোণে—বিষ্ণু  
এবং মধ্যস্থলে ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। পূর্ণ ও ততুলদ্বারা ইহা-  
দ্বিগের আবাহন করত পূজা করিবে। অনন্তর বোড়শোপচারে  
সূর্য্যের পূজা করিয়া পূর্বাদিসম্বন্ধে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা,  
বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিজাতা এবং মনো ছায়ার পূজা করিবে ।

তৎপর তাত্রপাত্রে পদ্ম, জবা বা করদীরপুপ ও তিল, তণুল,  
কুশোদক এবং চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহা মস্তকে দারণ করত  
জাহ্নবদ্বয় ভূমিসংস্পর্শ করিয়া “ওঁ দিগ্ধি দিগ্ধি তপনো মহাগ্রাতাপোজ-  
লতি হতশনঃ দীপ্ততেজসঃ । তিথিকরণঃ সূর্য্যকালচক্রং দিবসকরণ  
শরণমুপৈমি সূর্য্যং ॥ ওঁ এতি সূর্য্য সংস্রাংশো ভেজোরামো ভগ ।  
পতে । অমুকপুত্রস্য মাং ভক্ত্যাং গৃহাগার্য্যং দিবাত্তর ॥ ইদং সূর্য্যং  
শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।” বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে । তৎপর কর-  
বোড়ে “ওঁ নমোহস্ত সূর্য্যায় সহস্রভাবেন নমোহস্ত বৈদ্বানর জাত-  
বেদসে । স্বমেব চার্য্যং প্রতিগৃহ্য দেবাদিদেবায় নমোহস্ত তুভ্যং ।

নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে । দৃষ্টাদর্শ্যং মহাত্ম্যং স্বঃ  
 গৃহাণ নমোহস্ত তে । হিম্মায় ১ তমোন্নায় ২ সন্নায় ৩ বৈ নমঃ ।  
 কৃত্তমায় ৪ দেবায় তস্মৈ সূর্য্যায়ানে নমঃ । হরিতহস্ররথং দিবাকরং  
 কনকায়াম্বুজরেণুপিঞ্জরং । এই স্তব করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক  
 সাতটা নমস্কার করিবে । এইরূপ সর্ব্বস্থানে—ওঁ হংসায় । ১ ।  
 ভানবে । ২ । মহাত্ম্যশবে । ৩ । তপনায় । ৪ । তাপনায় ।  
 ৫ । রবয়ে । ৬ । বিকর্তনায় । ৭ । বিবস্বতে । ৮ । বিশ্ব-  
 কর্ষণে । ৯ । বিভাবসবে । ১০ । বিশ্বরূপায় । ১১ । বিশ্ব-  
 ক্ত্রে । ১২ । মার্ত্তণ্ডায় । ১৩ । মিহিরায় । ১৪ । অংশুমতে ।  
 ১৫ । আদিত্যায় । ১৬ । উষ্ণগবে । ১৭ । সূর্য্যায় । ১৮ ।  
 অর্য্যয়ে । ১৯ । ব্রহ্মায় । ২০ । দিবাকরায় । ২১ । দ্বাদশায়ানে ।  
 ২২ । সপ্তরথায় । ২৩ । ভাস্করায় । ২৪ । অহঙ্করায় । ২৫ ।  
 ঋগায় । ২৬ । সুরায় । ২৭ । প্রভাকরায় । ২৮ । বিভাকরায় । ২৯ ।  
 লোকচক্ষুষে । ৩০ । গ্রহেষ্ণরায় । ৩১ । ত্রিলোকেশায় । ৩২ ।  
 লোকসাক্ষিণে । ৩৩ । তমোহরয়ে । ৩৪ । শাশ্বতায় । ৩৫ । শুচয়ে  
 । ৩৬ । গভস্তিহস্তায় । ৩৭ । তীত্রাংশবে । ৩৮ । তরণয়ে । ৩৯ ।  
 সূর্যনোহরায় । ৪০ । হরিদম্বায় । ৪১ । 'রশ্ময়ে । ৪২ । অর্কায়  
 ৪৩ । ভাস্কুমতে । ৪৪ । ভয়নাশায় । ৪৫ । ছন্দোগায় । ৪৬ ।  
 বেদবেদ্যায় । ৪৭ । ভাস্বতে । ৪৮ । পুষ্পে । ৪৯ । বুধাকপয়ে  
 । ৫০ । একচক্ররথায় । ৫১ । মিত্রায় । ৫২ । তমিস্রয়ে । ৫৩ ।  
 দৈত্যয়ে । ৫৪ । পাপহত্রে । ৫৫ । ধর্ম্মায় । ৫৬ । ধর্ম্মপ্রকাশায়  
 । ৫৭ । হৈলিকায় । ৫৮ । চিত্রভানুবে । ৫৯ । কলিঙ্গায় । ৬০ ।  
 ভাক্‌বাহনায় । ৬১ । দিক্‌পত্নয়ে । ৬২ । পদ্মিনীনাথায় । ৬৩ ।  
 কুশেশয়করায় । ৬৪ । হরয়ে । ৬৫ । দিবিসদে । ৬৬ । হ্রিনীরীক্ষ্যায়

। ৩৭ চতুঃশব্দে । ৩৮ । মাদক্কার । কথপাশ্রজ ॥ ৭০ ॥

জ্ঞানস্তর নমস্কার করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছদ্রাবধারণাদি রবেন

সূর্য্যার্ঘ্যদানবিধি সমাপ্ত ।

আসন ও মুদ্রা ।

আসনং ;—পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্য ভদ্রং বজ্রাসনস্তথা ।

বীরাसनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपঞ্চकम् ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাसन,—যোগসিদ্ধি বিষয়ে এই পাঁচ প্রকার আসন কথিত হইয়াছে ।

দক্ষিণ উরু উপরি বাম পদতল এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পায়ের তল বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামাস্থি ও বাম তন্তুর দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অস্থি ধারণ করত উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয় ।

দক্ষিণ জামু ও উরুর অভ্যন্তরে বাম পদতল এবং বাম উরু ও জামুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতল প্রবিষ্ট করিয়া সৰলভাবে উপবিষ্ট হইলে স্বস্তিকাসন হয় ।

সীম্বনীর (লিঙ্গাগ্র হইতে গুহস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) উভয়পার্শ্বে জলক্ষয় বিস্তৃত করিয়া কোষের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে হস্ত দ্বারা পদদ্বয় বদ্ধ করিবে । ইহাকেই যোগিগণ ভদ্রাসন বলেন ।

উরুদ্বয়ের উপরি পাদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া জামুদ্বয়ের উপরি তন্তুদ্বয় রাখিবে । এইরূপ আসনকে বজ্রাসন বলে ।

এক পাদ ভূমিতে রাখিয়া অপর পাদ উরুর উপরি রাখিবে । এই আসনকেই বীরাसन বলে ।

মুদ্রা-প্রকরণ ।

দেবতার আবাহনে আবাহনী প্রভৃতি নরদী মুদ্রা আছে ।



১। আবাহনী—চিৎভাবে- অঞ্জলি করিয়া অনামাঘরের মূল-  
পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিবে ।

২। স্থাপনী—ঐক্যে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিবে ।

৩। সন্নিধানী—হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ একত্র উন্নত  
করিবে ।

৪। সংবোধনী—ঐক্যে মুষ্টির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রবেশিত করিবে ।

৫। সন্মুখীকরণী—ঐ মুদ্রা উত্তান (চিৎ) করিবে ।

৬। সকলীকরণী—দেবতাস্তে ষড়ঙ্গভাস করিবে ।

৭। অবগুষ্ঠনী—বামাঙ্গুষ্ঠের তর্জনী দীর্ঘ ও অধোমুখ করিয়া  
চতুর্দিকে ঘুরাইবে ।

৮। অমৃতীকরণী বা ধেমু—হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠা ও অনামা এবং  
তর্জনী ও মধ্যমার পরস্পরের মুখে যুক্ত করিবে ।

৯। পরমীকরণী বা মহামুদ্রা—হস্তদ্বয় মিলিত করিয়া প্রসারণ-  
পূর্বক দুই অঙ্গুষ্ঠ প্রণীত করিবে ।

### শিবের মুদ্রা ।

১। লিঙ্গমুদ্রা—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বামহস্তের হৃৎ-  
স্থলিকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল দ্বারা বন্ধন করিবে ।

২। বোনিমুদ্রা—কনিষ্ঠাঘর মিলিত করিয়া হৃৎ তর্জনী দ্বারা  
অনামাঘর বন্ধ করিবে, পরে হৃৎ অনামার অগ্রে মধ্যমাঘরযোগ করিয়া  
প্রসারণ করিবে, পরে মধ্যমার মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিবে ।

৩। ত্রিশূল—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ কনিষ্ঠাঘর যোগ করিয়া অপর  
তিনটি অঙ্গুলি যোগ করিয়া উর্দ্ধভাবে প্রণীত করিবে ।

৪। অক্ষমালা—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনী যোগ করিয়া অপর  
তিনটি অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে ।

- ১। বর—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অধোমুখ
- ৩। অভয়—বাম অঙ্গুল প্রসারিত কারয়া অধোমুখ কারবে ।
- ৭। মৃগ—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যুক্ত করিয়া মধ্যমার অগ্রে যোগ করিবে, আর অগ্র অঙ্গুলি উন্নত করিবে ।
- ৮। খটাজ—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া যুক্ত করিবে ।
- ৯। কপাল—বামহস্ত বামাদ্বে পাত্রেয় জায় রাখিয়া ( কপাল পাত্র বা ঠোকা ) উন্নত কুরিবে ।
- ১০। ডমক—শিথিলভাবে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি করিয়া মধ্যমা ঈষৎ উন্নত করিয়া দক্ষিণ কর্ণদেশে চালনা করিবে ।

### দৌর্গা মুদ্রা ।

- ১। পাশমুদ্রা—বাম মুষ্টির তর্জনি দক্ষিণ মুষ্টির তর্জনীতে মিলিত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ তর্জনির অগ্রে ও বামাঙ্গুষ্ঠ বাম তর্জনির অগ্রে যুক্ত করিবে ।
- ২। অকুশ—দক্ষিণ মধ্যমা উন্নত এবং তর্জনি ঈষৎ কুঞ্চিত ( আঁকুণীর জায় ) আর সমস্ত অঙ্গুলি হস্ততলে সংলগ্ন করিবে ।
- ৩। বর, ৪ অভয়, পূর্বে বলা হইয়াছে ।
- ৫। খড়গ—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠা ও অনামা বন্ধন পূর্বক দক্ষিণ তর্জনি ও মধ্যমা মিলিত করিয়া প্রসারিত করিবে ।
- ৬। চর্চ—বামহস্ত বক্র করিয়া প্রসারিত করত অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট করিবে ।
- ৭। মূল—বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন করিবে ।
- ৮। হর্দা—মূল মুদ্রা মস্তকে পরি রাখিবে ।

৯। মন্ত্ৰ—দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠে বামহস্ততল রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠবন্ধ  
 ১। চালিত করিবে।

১০। কূর্ম—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা আর  
 দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত  
 ভাবে রাখিবে এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের  
 পৃষ্ঠদেশে যুক্ত করিবে। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্য-  
 ভাগে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে যুক্ত করিবে,  
 আর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠের স্থায় করিবে।

১১। মুণ্ড—বাম মুষ্টির মধ্যে বামাঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করিয়া দক্ষিণ-  
 হস্তের মধ্যমা ধারণপূর্বক তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলি মিলিত করতঃ বাম  
 মুষ্টিতে সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ ভাগে প্রদর্শন করিবে।

১২। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া  
 অনামিকাতে বুদ্ধাঙ্গুলী সংযোগ করতঃ কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবেম

১৩। মহাঘোনি—হস্তদ্বয়েব তর্জ্জনী সহিত তর্জ্জনী,  
 ধ্যমার সহিত মধ্যমা, অনামার সহিত অনামা ও কনিষ্ঠার  
 সহিত কনিষ্ঠা যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যুক্ত  
 করিবে।

১৪। আকর্ষণী—মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও  
 অনামা সমভাবে রাখিবে, পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামার উপর  
 কনিষ্ঠা যোজিত করিবে।

১৫। ভূতিনী—ঘোনিমুদ্রার মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র করিয়া উহার  
 উপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

১৬। কুন্ত—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে বন্ধন করিয়া হৃই হস্ত এক  
 মুষ্টিতে বদ্ধ করিবে।

১৭। সংহার—বামহস্ত অধোমুখ দক্ষিণহস্ত উর্দ্ধমুখ করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল ঐষিত করিয়া হস্ত পরিবর্তন করিবে।

১৮। গালিনী—দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অঙ্গুষ্ঠে আর বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলি করিয়া সরলভাবে যুক্ত করিবে।

১৯। তত্ব—বৃদ্ধা ও অনামা মিলিত করিয়া যোগ করিবে।

২০। নারাচ—হুই হস্ততল পরস্পর মর্দন করিবে (দড়ি-পাকানের ভায়)।

২১। প্রার্থনা—বামকরতলের উপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া বন্ধস্থলের নিকট স্থাপন করিবে।

২২। গ্রাস—বাম তর্জ্জনী প্রভৃতি চারিটা অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া ঈষৎ অবনত করিবে যেন অবকাশ থাকে (গ্রাসের ভায়)।

২৩। গো-ঘোণী—দক্ষিণ করমুষ্টির কনিষ্ঠা মূলের সমুচিত হান।

### প্রাণাদি মুদ্রা।

১। প্রাণ—তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২। অপান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৩। ব্যান—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৪। উদান—কনিষ্ঠা অনামা মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৫। সমান—সমস্ত অঙ্গুলি যোগ।

### ( তন্ত্রমতে ) প্রাণাদি মুদ্রা।

১। প্রাণ—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২। অপান—তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

- ৩। ব্যান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ ।
- ৪। উদান—কনিষ্ঠা তর্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ ।
- ৫। সমান—সমস্তাঙ্গুলি যোগ ।

ধারণার্থ রুদ্রাক্ষ-সংস্কার ।

নিশ্চিদ্র ও সুপক বীজগুলি পুচ্ছে পুচ্ছে ও মুখে মুখে গ্রথিত করিবে। পরিমাণ যথা—কণ্ঠে ১০, মস্তকে ৪০, কর্ণে ৬, হস্তে ১২, বাহুতে ১৬, শিপায় ১, বক্ষে ১০৮, ইহার যে কোন নিয়মে বা সকল নিয়মেই হউক, ধারণ করিবে।

সমভাগ পঞ্চামৃত এবং সমভাগ পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া, এই মন্ত্র পড়িবে। নমঃ শিবায় । ১। অথবা ওঁ জ্যদ্বকং যজামহে সৃগন্ধিং পৃষ্টি-বর্দ্ধনং উর্ধ্বারকমিব দক্ষনামৃতোর্মুকীয় মামৃতাং । ২। ওঁ হৌ অঘোরে হৌ ঘোরে হুঁ ঘোরঘোরতরে, ওঁ হ্রৈং হ্রীং ত্রীং ওঁ সর্কতঃ সর্ক সর্কেভ্যো নমস্তেহস্ত কদ্রুপিণে হুং হুং । ৩।

অথবা রুদ্রাক্ষের মুখের সংখ্যানুসারে এই মন্ত্র পড়িলেও হয় যথা—একমুখ হইলে—ওঁ ওঁ ভুশং নমঃ । ১। এইরূপ যথাক্রমে মন্ত্র—ওঁ ওঁ নমঃ । ২। ওঁ ওঁ নমঃ । ৩। ওঁ হ্রীং নমঃ । ৪। ওঁ হুং নমঃ । ৫। ওঁ হুং হুং নমঃ । ৬। ওঁ হুং হুং নমঃ । ৭। ওঁ হুং নমঃ । ৮। ওঁ হ্রীং নমঃ । ৯। ওঁ হুং নমঃ । ১০। ওঁ হ্রীং নমঃ । ১১। ওঁ হ্রীং নমঃ । ১২। ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ । ১৩। ওঁ নমো নমঃ । ১৪।

ধারণার্থ তুলসীমালা সংস্কার ।

প্রথমে পঞ্চগব্যে স্নান করিয়া তাহাতে ৮ বার মূল মন্ত্র গায়ত্রী ৮ পিঙ্গা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিবে।

### যজুর্বেদোক্ত পঞ্চামৃত ও তন্মাত্র ।

১। সূর্য্য ( চিনি )—গায়ত্রী দ্বারা । ২। হৃৎ—ঐমপ্যায় সমেতু ভে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্টা ভবা বাজন্ত সজথে । ৩। স্তুত—ঐ তেজোহসি শুক্রমন্তমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধুৎ দেব-  
যজনমসি । ৪। দধি—ঐ দধিক্রাবৌহকার্ষং জিকোরন্ত বাজিনঃ  
স্বরভিনো মুখাকরোঃ প্রণতায়ুংষি তর্ষং । ৫। মধু—ঐ মধুবাভা  
কৃত্যন্তে মধু স্করন্ত সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সম্বোধীঃ । মধু নক্তমুতোষসো  
মধুমাং পার্থিবঃ বজঃ মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা । মধুমান্ নো বনস্পতি  
মধুমাংস্ত্ব সৃষ্যো মাধ্বোর্গাবো ভবন্ত নঃ ।

### যজুর্বেদোক্ত পঞ্চগব্য ও তন্মাত্র ।

১। গোমূত্র—গায়ত্রী দ্বারা । ২। গোময়—গন্ধদ্বারাং হ্রাদধ্বাং  
নিত্যপুষ্টাং করীষীণীম্ । ঐশ্বরীং সর্কুভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে প্রিয়ম্ ॥  
৩। হৃৎ—পূর্ব্বমন্ত্র । ৪। স্তুত—পূর্ব্বমন্ত্র । ৫। দধি—পূর্ব্বমন্ত্র ।  
৬। কুণোদক ( দিবারও বিধি আছে )—ঐ দেবন্ত হা সবিতুঃ  
প্রসবেহস্বিনে বাহভ্যাং পুষো হস্তাভ্যাং মাদদে ।

### সামবেদোক্ত পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য । শোধনের মন্ত্র ।

গোমূত্র—পূর্ব্ববৎ । গোময় শোধন—ঐ গাবশ্চিদ্ব্যাসমন্তবঃ  
সজাতোয়ন মরুতঃ সবাক্রবঃ রিহতে কুকুভো মিথঃ ।

হৃৎ শোধন—ঐ গব্যো সুনোহথা পুরা অখরোঃখরয়াবরিবস্তা-  
মহোনাম্ । দধি—পূর্ব্ববৎ ।

স্তুত শোধন—ঐ স্তুতবতীভুবনানামভিশ্রিয়োকীপৃথী মধুত্থে  
সুশেষসান্তাবা পৃথিবী বরুণন্ত ধর্ম্মণাবিকৃত্তিতে অজরৈকুয়িরেতসা ।

কুশোদক মন্ত্র—ওঁ ভোরাপঃ কনি ক্রদাৎ সিংহায়াপো মরতো  
ঋদরস্তাৎ বর্ষজ্যোতিঃ ।

পরে গায়ত্রী দ্বারা সমস্ত একত্রীকরণ ।

ঋগ্বেদোক্ত পঞ্চগব্য শৌধন মন্ত্র ।

গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র । গোময় শৌধন—সামবেদোক্তবৎ ।

তুর্গ শৌধন—ওঁ আপোহস্তাষচারিণং রসেন সমগম্মহি পরশ্বা ।  
নম্র আগহি তন্মা সংসৃজবর্চসা ।

দধি-শৌধন মন্ত্র—ওঁ উবুধ্যধ্বং সযনসঃ সথায়ঃ সমগ্নিমিধ্বং  
বহবঃ সলিলা দধিক্রামগ্নিমুধঞ্চ দেবী মিজ্জাবতঃ স্বস্তিতে পারমসীর ।

বৃত্ত শৌধন মন্ত্র—ওঁ অগ্নিবস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ বৃত্তং মে  
চকুরমুত্তম্য আসন্ অর্কস্নিধাতো-রজসো বিমানোহুগ্নৈ বর্ষো  
হবিরশ্মনাং ।

কুশোদক মন্ত্র—ওঁ যোগেযোগেতরস্তরং বাজে বাজে হবামহে  
সথায় ইন্দ্রমুত্তরে আয়ুষে প্রজারৈ ।

একত্রীকরণ মন্ত্র—ওঁ গায়ত্রৈণত্বাচ্ছন্দসা মহ্যামি ত্রৈষ্টুভেনত্বা  
চ্ছন্দসা মহ্যামি অহুষ্টুভেনত্বাচ্ছন্দসা মহ্যামি জাগতেনত্বাচ্ছন্দসা  
মহ্যামি ভূভূবঃ স্বস্তরীষতে ॥

যজ্ঞোপবীত ধারণ মন্ত্র ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্ঘং সহজং পুরস্তাৎ ।

আয়ুস্তমগ্রাং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তে ধারণ করিবে ।

# কুশাণ্ডিকা-প্রকরণ ।

নার্য়বেদীয়-বর্ক্ক-কর্ম্ম-সংগারণী কুশাণ্ডিকা । \*

সকল ঐশ্বর্য আহতিবৃত্ত কর্ম্মেই কুশাণ্ডিকাপরিত্তক অগ্নির  
আরম্ভক । প্রথমে হোমকার্য্যে তিলকাদিধারা লগাট ভূষণ ও  
মন্তকে উজ্জীৱ বন্ধন করিবে ।

পূর্ব্ব ও উত্তর দিগভাগ কিঞ্চিং নত অথবা সমান, বিজ্ঞান-বৃত্ত  
চাঙ্কিত পরিমিত † চতুর্কোণ ভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিয়া  
বালুকা ব্যাপ্ত করিবে । তৎপরে আচমন করতঃ কুশসহিত আসনে  
পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে । পরে উত্তরদিকে অভ্যক্ষণের ঈত্ব  
কুশপুপবৃত্ত জলপাত্র রাখিয়া দক্ষিণ হাঁটু মূর্ত্তিকাতে পাতিয়া অগ্নি-  
স্থাপন পয্যন্ত উত্তরাগ্র কুশোপরি বামহস্ত চিৎ করিয়া ভূমিতে  
স্থাপন করিবে । পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও  
অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীযুত কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলের দক্ষিণভাগে নিম্নের অঙ্গুষ্ঠ  
পরিমাণ দ্বাদশ আঙ্গুল দীর্ঘ পূর্বাভিমুখে একটি রেখা অঙ্কিত  
করিবে । • মন্ত্র যথা—“ও রেখয়ঃ পৃথ্বীদেবতাকা নীতবর্ণা ।”  
অনন্তর ঐ রেখার মূলপ্রদেশ হইতে একবিংশ অঙ্গুলী দীর্ঘ নিম্ন-  
লিখিত মন্ত্রে উত্তরাগ্র আর একটি রেখা দিবে । মন্ত্র যথা—“ও  
রেখয়ঃ অয়দেবতাকা লোহিতবর্ণা ।” তৎপরে প্রথম দ্বাদশাঙ্গুল  
রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সাত আঙ্গুল  
ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সহিত যুক্ত করিয়া, “ও রেখয়ঃ প্রজা-

---

• নিম্নে যে কুশাণ্ডিকা লিখিত হইল বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রতিষ্ঠা  
প্রভৃতি সমস্ত বৈবিককার্য্যেই এই কুশাণ্ডিকা হইয়া থাকে ।

† নিম্নের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর চতুর্দিকার্ণাৎ অঙ্গুলীতে এক হস্ত হয় ।



পতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা ।” এই মন্ত্রে প্রাদেশ • প্রমাণ পূর্বাভিমুখী  
আর একটি রেখা পাঁত করিবে । অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভি-  
মুখী রেখার সাত অঙ্গুলী ব্যবধানে একবিংশ অঙ্গুলী রেখার সহিত  
সংযুক্ত করিয়া “ঐ রেখেষাং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা ।” এই মন্ত্রে  
প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখী রেখার সাত অঙ্গুল ব্যবধানে একুশ  
অঙ্গুলী পরিমিত রেখার সহিত যুক্ত করিয়া “ঐ রেখেষাং সোম  
দেবতাকা শুক্লবর্ণা ।” এই মন্ত্রে পূর্বাভিমুখী আর একটি রেখা  
অঙ্কিত করিবে ।

পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অন্ত্রী অঙ্গুলী দ্বারা ক্রমান্বয়ে  
বেখার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঃ বিশ্বকৃষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নি  
দেবতা উৎকরমিদমসনে বিনিয়োগঃ । ঐ মিত্রতঃ পরাবসুঃ ।”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক ইশানকোণে অরতি \* প্রমাণ ব্যবধানে নিক্ষেপ  
করিবে । তৎপর পূর্বস্থাপিত অলঙ্কারা রেখা সমুদয়কে অত্যাঞ্চল  
করিয়া সন্নিহিত অগ্নি হইতে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঐ  
“প্রজাপতিঃ বিশ্বকৃষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ ।  
ঐ কুব্যাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দুঃ যমরাজ্যং গচ্ছতুরিপ্রবাহঃ ।” এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে । পুনর্বার  
প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঃ বিশ্বকৃষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নি  
দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ । ঐ ভূত্বঃ স্বরোম্ ।” এই মন্ত্র  
পাঠ করিতে করিতে পূর্বমুখী তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখ

\* অন্ত্রী ও তর্জনী অঙ্গুলীর প্রসারণ পরিমাণকে প্রাদেশ কহে ।

† দক্ষিণ হস্তের কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির  
অগ্রভাগ পর্যন্ত পরিমাপকে অরতি বলে ।

‡ কাণ্ড নাম বা নুতন শ্রাদ্ধ অগ্নি লইয়া অগ্নি স্থাপন করিবে ।

করিয়া স্থাপন করিবে। পরে, বাজহস্ত উঠাইয়া কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে, যথা,—“ঐ ঠেইবার মিতরো আতবেনা দেবেভো।” হগ্য বহতু প্রজ্ঞানন। ঐ সর্কতঃ পানিপানাস্তঃ সর্কতোহকিনিরো-মুখঃ। বিশ্বক্ৰণো মহানগ্নিঃ প্রেীতঃ সর্ককর্ম্মহ।”

পরে “ঐ পিজক্রম্মকেশাকঃ পীনাভকঠরোহকণঃ। ছাগহঃ সাকহুজোহগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ।” এই মন্ত্রে অগ্নির ঘ্যান করিয়া “ঐ অগ্নে স্বঃ অনুকনামাসি।” (বিবাহে যোজকনামাসি) \* এই প্রকারে অগ্নির নাম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ যতদুক্ত সমিধ † অবশ্যক অঘিতে নিষ্কেপ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণক্রমে ব্রহ্মস্থাপন

● ক্রিয়া বিশেষে অগ্নির পূগক পূগক নাম করণ করিতে হয়। কোন কার্য্যে কি নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা সেই সেই স্থানেই উদ্ভব্য। সংজ্ঞা গ্রহণার্থ এই স্থলে নামগুলি উদ্ধৃত হইল।

অগ্নির নাম।—লৌকিককর্ম্মে পাবক, পর্ভাপানে মাক্ত, পুংসবনে চক্র, শুভাকর্ম্মে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকশ্মে প্রগল্ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, ত্রুতাবেশে সমুদ্ভব, গৌ-দানে সূর্য্য, কেশান্তে অঘি, ব্রহ্মোৎসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্ধীহোমে শিবী, ধৃতিহোমে অঘি, প্রারচিহোমে বিধু, পাবকযজ্ঞে (চক্রপাকে) সাহস, লক্ষ্যহোমে বহি, কোটিহোমে হতানন, পূর্ণাহতিতে যুড়, শাস্তিকর্ম্মে ধরদ, পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অতিচারে ক্রোধ, বস্তকর্ম্মে শবন, বরদানে অভিদ্রবক, কোঠে জঠর, স্বপ্নানে খবদাহাদি কার্য্যে ক্রব্যাহ নামকরণ করিয়া আবাহন ও পূজাদি করিয়া কার্য্য করিবে।

‡ বজ্র হুমুয়ের তম্বা সাধারণ সমিধ

করিবে যথা,—সমগ্র পঞ্চাশ স্রাজ্জ কুশ সার্কস্ব (আড়াই) খেঁচন দ্বারা নির্মিত কুশময় ব্রাহ্মণ, অথবা বেদবেতা ব্রাহ্মণ, কিংবা পূর্বা, উত্তরাস্র (উত্তরীয় বস্ত্র) অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মাক্রমে কটননা করিয়া হোমকর্তা পূর্ববিক্ষিত জলপাত্র হঠতে জলদ্বারা স্রিয়া, অগ্নির উত্তর হঠতে দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমে অগ্নি পরিমিত দবে পূর্বাভিমুখী জলপত্রা দিয়া তাঁহার উপর পূর্বাশ্র কুশ সমুদ্র পাড়িয়া পশ্চিমাভিমুখে অনুপবিষ্ট অশ্বস্বয়ং বামহস্তের অনামা ও মধ্যম হস্ত একত্রিত করিয়া পূর্ববিক্ষিত কুশপত্রের এক স্রাজ্জ কুশ গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র এই কুশ পত্রটি দক্ষিণ পশ্চিমকোণে (নৈঋত কোণে) নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিশ্চ বিব্রহ্মৈ পুচ্ছকো-  
ত্মিন্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ । ও নিরন্তঃ পরাবস্তুঃ ।”  
পরে জলস্পর্শ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বারা বামপদ আক্রমণ করতঃ উত্তরমুখ হইয়া পূর্বস্থাপিত কুশজলদ্বারা অভিক্ষিত ব্রহ্মাক্রমে কল্পিত ব্রাহ্মণাদিকে দারণ করতঃ “প্রজাপতিশ্চ বিব্রহ্মৈ পুচ্ছকো-  
ত্মিন্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ও আবসোঃ সন্ধে সীদা”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশরচিত ব্রাহ্মণাদিকে পূর্বাশ্রভাবে স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা কৃৎসি তাঁহাকে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবেন এবং তাঁহার উপর কুশ জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করতঃ কুশ ওপুস্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। ব্রহ্মাক্রমে যদি ব্রাহ্মণ স্থাপিত থাকেন তবে তিনি “ও সীদামি” এই কথা বলিবেন। পরে হোতা পৃষ্ঠপথে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্বক অযজ্ঞীয়বাগ্‌বচন (যজ্ঞাতিরিক্ত শ্রাব্য প্রয়োগ জজ্ঞ) মন্ত্র পাঠ করিবেন। যদি ব্রাহ্মণ-রূপ ব্রহ্মা যজ্ঞাতিরিক্ত কোন কথা বলেন, তবে তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। ব্রহ্মা কুশাধিষ্ঠাতা নির্মিত

হইলে কৃত্ত বা অকৃত্ত ইত্যাদি দর্শন-রূপ ব্রহ্মকাব্যের অস্ত্র হোতা হই পাঠ করিবেন । “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অজ্ঞাতীয়-  
বাণ্ডেননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ । ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে ত্রেণা  
মিদমে পদং সমুচ্চমুপাংগুলে ।”

যে কার্যের উদ্দেশ্যে কুশস্তিকা অমুষ্ঠিত হইতেছে সেটুকু কাগে  
যদি “চক্রহোম” থাকে, তবে এই সময় চক্র পাক করিয়া,  
( বিবাহে চক্রহোম নাই, সুতরাং চক্র পাকের আবশ্যক নাই )  
পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূমিজপ করিবে । যথা,—অধোমুখ দক্ষিণ-  
হস্তের উপর, অধোমুখ বামহস্ত বিপরীতভাবে স্থাপনপূর্বক হস্ত-  
দ্বয় ভূমিনঃপথ করিয়া, এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—“শর-  
মেষ্ঠী ঋষিরহুইপুচ্ছন্দোহুগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ । ও ইদং  
কৃমেভজামহ ইদং ভদ্রং সূমঙ্গলং । পরা মপত্নান্ বাধয়স্বাগ্নেযাঃ  
বিন্দতে ধনম্ ।” যদি রাত্রিতে কুশস্তিকা করিতে হয়, তবে  
মন্ত্রের ‘ধনং’ শব্দ স্থানে ‘বহু’ এইরূপ পাঠ করিবেন । তৎপরে  
দক্ষিণহস্ত দ্বারা কয়েক গাছ কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তর-  
দিক্ হইতে দক্ষিণাশ্বর্তে চতুর্দিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূগা-  
দীর্ঘার্জ্জনপূর্বক তিনবার স্থান শোভন করিবেন । মন্ত্র যথা—  
“কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দোহুগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্ত বড়হস্ত যষ্ঠেহহস্তহুগ্নি-  
মাক্রতে শস্তে পুন্নিমুহনে বিনিয়োগঃ ।” ( এই ঋষি-কল্গুটী তিনটি  
মন্ত্রের প্রত্যেকটির পূর্বেই পাঠ্য । “ও ইদং স্তোমমর্হতে জাত-  
বেদসে রপশ্বিবা সম্বহেমা মনৌষ্ণা ভদ্রা হি নঃ প্রমতিয়ন্ত সংসদায়ে  
সখো মারিষামা বহুস্তব (১) । ও ভরামেষ্যুঃ কৃণুগামা হুবিঃস  
ভে চিত্রয়ন্তঃ পর্কশা পর্কশা বহঃ । জীবাতবে প্রতরাঃ সাধো  
নিরোহন্তে সখো মারিষামা বহুস্তব (২) । ও শাক্যেভ্যামসিধঃ

সাদয়া দ্বিঃ-স্বৈ দেবা হবিঃদন্ত্যাহতঃ স্যাদিত্যা শাবর্তান্ কান্ডভয়ে  
 সখে মারিষ্যামা বয়স্তব (৩)।" পরে কুশসমূহ ঈশানকেণে  
 নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর অগ্নির পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া  
 উত্তরদিক দিয়া দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত অনেকপত্রচ্ছিন্নমূলকুশসমূহ  
 পূর্বাগ্রসাবে অগ্রস্বারা মূল আচ্ছাদন করত তিনবার আন্তরণ  
 করিবেন। এটভাবে দক্ষিণদিক পূর্বদিক দিয়া পশ্চিমপর্য্যন্ত  
 এবং পশ্চিমদিকে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিকপর্য্যন্ত, উত্তরদিকে  
 পূর্বদিক দিয়া পশ্চিমদিকপর্য্যন্ত এইক্রমে আন্তরণ করিবেন।

তৎপরে পূর্বাঙ্গদিকক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দশদিকে আতপ-  
 ততুল নিক্ষেপ করিবেন। যথা—“ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ও অগ্নয়ে  
 স্বাহা, ও যমায় স্বাহা, ও নৈঋতায় স্বাহা, ও বরুণায় স্বাহা, ও  
 বায়বে স্বাহা, ও কুবেরায় স্বাহা, ও ঈশানায় স্বাহা, ও অনন্তায়  
 স্বাহা, ও ব্রাহ্মণে স্বাহা।” অতঃপর খদির (খয়ের), পলাশ,  
 যজ্ঞডুমুর, ইহাদিগের কোন কাষ্ঠের প্রাদেশপ্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠ  
 গ্রহণ করিয়া তদ্বধ্যে স্থতদারা দিয়া প্রজাপতিক্রমে মনে মনে চিন্তা  
 করিয়া হোতা কিঞ্চিৎ উৎকত হইয়া অমর্যুক অগ্নিতে আহুতি  
 দিবেন। পরে আন্তরণ কুশ হইতে সাগ্রা হইয়াছি। কুশ  
 হইয়া তাহা জপের কুশস্বারা বেষ্টন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে অত্র-  
 ভাগের প্রাদেশ বাপিয়া নিম্নভাগের অধিকাংশটুকু নবযাতীও  
 কুশী বা অত্র কোন দ্রব্যের সাহায্যে কাটিয়া ফেলিবেন। যন্ত্র  
 যথা—“প্রজাপত্যগ্নিঃ পবিহে দেবতঃ পবিহচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ ।  
 ও পবিহে হো বৈশ্বকোবোঃ।” পরে “প্রজা তিগ্নিঃ পবিহে  
 দেবতঃ পবিহচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ । ও বিকোশনসা পুতে স্বঃ ।”  
 এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করতঃ তজ্জাদি পাশে উক্ত পবিত্র স্থাপন-

করিয়া তাহাতে 'হোমার্ঘ' দ্বত স্থাপন করিবেন। তৎপরে উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের (পবিত্রের) অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অনুষ্টাঙ্গুলী দ্বারা এবং মূলদেশ বামহস্তের অনামিকা ও অনুষ্টাঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিয়া অগ্নোমুখ বামহস্তের উপরিভাগ দিয়া বামহস্তের সমভাবে দক্ষিণহস্ত অগ্নোমুখ করিয়া "প্রজাপতিঃ বিশ্বিষ্যতীচ্ছন আভ্যঃ দেবতা আভ্যোংবনে বিনিয়োগঃ। ঐ দেবতা সবি-  
তোংপুনাঋচ্ছিত্রৈশ পবিত্রৈশ বসোঃ স্বর্গাস্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে কুশপত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা দ্বত অলোড়িত করত অগ্নিতে একবার আহতি দিবেন এবং উক্ত দ্বত দ্বারা সমগ্রক দুইবার আহতি দিবেন। তৎপরে উক্ত কুশপত্রদ্বয়কে জলের অষ্টাঙ্গন করত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর দ্বত সহিত তাম্র-পাত্রকে জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপর স্থাপন এবং অগ্নি হইতে অবতরণ করিয়া উত্তর দিকে মৃন্তিকায় স্থাপন করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে আজ্যসংস্কার হয়। তৎপরে অক্ষুণ্ণপূর্ণ পরিমিত ষাতষষ্ঠক বদির, পলাশ বা যজ্ঞভূমুর নিমিত্ত অত্র প্রমাণ ৫৭৭ (হোমের পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিয়া পূর্বলিখিত "আজ্য সংস্কারে নিয়মাত্মসারে তিনবার উহার সংস্কার করিবে। ইহাকে অঙ্গোষ্ঠ্যভার বলে।

দে কার্ঘ্যে চক্ৰ-হোম আছে, সেই কার্ঘ্যে অগ্নির পশ্চিমভাগে চক্ৰস্থালী অবতারণ করিয়া আস্তরণ কুশের উপরে প্রথমতঃ অঙ্গো-  
স্থালী, পরে চক্ৰস্থালী স্থাপন করিবে। পরে ত্রোতা দক্ষিণ ভাগে কুম্বিতে পাতিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত "প্রজাপতিঃ স্বরদিতিক্ষেত্ৰা উদকাঞ্জলিন্যেক বিনিয়োগঃ। ঐ অদিতৈ অহুমনঃ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ-ভাগে পশ্চিম-দিক হইতে দক্ষিণ দিক

পৰ্য্যন্ত ঐ অঙ্গলিঙ্গল দ্বারা দিবে । পুনর্বার “প্রজাপতিঃ বিষ্ণু-  
 ষ্টির্দেবতা উদকাজলি-সেকৈ বিনিয়োগঃ ।” ও অহুযতে-অহু-  
 যন্যস্ব ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিম-দিকতাপে দক্ষিণ  
 হইতে উত্তর দিক পৰ্য্যন্ত এবং “প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ সন্ন্যস্তী-দেবতা  
 উদকাজলি-সেকৈ বিনিয়োগঃ । ও সন্ন্যস্তী-অহুযন্যস্ব ।” এই মন্ত্রে  
 অগ্নিব উত্তরদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পৰ্য্যন্ত অঙ্গলি-দ্বিত  
 জল-দ্বারা দিবে । পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ  
 সবিতা দেবতা অগ্নিপৰ্য্যাক্ষণে বিনিয়োগঃ । ও দেব সবিতাঃ প্রহব  
 যন্তঃ প্রহব যন্তপতিঃ ভগায় । দিব্যো পক্ষর্কঃ কেতপুঃ কেতরঃ  
 পুনাতু বাচস্পতির্কীচরঃ স্বদতুঃ ।” এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে  
 বেষ্টন করিবে । পরে হোতা দক্ষিণজাত তুমি হইতে তুলিয়া  
 দক্ষিণচক্রে উপরে ও বাহ্যন্ত নীচে রাখিয়া ফলপুষ্পযুক্ত কুশ-মুষ্টি  
 গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিক্রপাক্ষ জপ করিবে । যদি কা-  
 ক্মের অলীভূত কুশণ্ডিকা হয়, তবে পূর্বে এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে ।  
 যথা,—ও তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ ক্রীশ্চ সত্যাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ  
 যুতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপশ্যে  
 তানি যামবহু ।” যদি কাব্যকর্মার্থে কুশণ্ডিকা না হয়, তবে কেবল  
 বিক্রপাক্ষ জপ করিবে । মন্ত্র যথা,—

“পশ্বেষী ঋষীকুদ্রুপোহগ্নির্দেবতা বিক্রপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ ।  
 ও কুত্বঃ স্বরোম্ মহাস্তমাস্থানং প্রপশ্যে বিক্রপাক্ষোহসি দস্তাঙ্গস্তস্ত  
 তে শব্দ্যপর্ণে গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্যম্ তদেবানাং হৃদয়ান্যস্মক  
 কুন্তেহস্তঃ সন্নিহিতানি তানি বর্লভুজ বর্লসাক্ষ বকতোহগ্রমণী  
 অনিষ্মিতং সত্যং যুন্তে দ্বাদশপুত্রান্তে বা সন্ধ্যংসরে সন্ধ্যংসরেণ  
 কামপ্রণ যজ্ঞেন যাজ্ঞিযা পুনত্রয়ং যামুপবত্তি বং দেবেষু ব্রাহ্মণে ।”

২২৩য় যজুৰ্বেদে ব্রাহ্মণোইব ব্রাহ্মণমুপাবহুপদাবামি জনন্তঃ যান্না  
প্রতিজ্ঞাপীত্ব ব্রহ্মঃ যান্না প্রতিহোবীঃ কুৰ্বন্তঃ যান্না প্রতিকার্ষীয়াঃ  
প্রপত্তে ত্বা লব্ধ ইদং কৰ্ম করিষ্যাম, তমে যান্নাতা, ত্বম  
সমৃদ্ধাতা, ত্বম উপপত্তাতা। সমুদ্রো যান্না বিশ্ববাচা ব্রহ্মা অহুজান্নাতু  
তুণো যান্না বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহহুজান্নাতু স্বাদ্রো যান্না ঐশ্বৰ্য্য  
বিত্রাবকশোহহুজান্নাতু তস্মৈ বিক্রপাকায় দত্তাভয়ে সমুদ্রায় বিশ্ব-  
ব্যচশে তুবার বিশ্ববেদসে, স্তাত্ভায় শচেতসে, সহস্রাকায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায়  
নমঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূৰ্ণগৃহীত কুশমুষ্টি হস্তিলে  
ঈশানকোণে ত্যাগ করিবেন ফল ও পুণ্য ব্রাহ্মণহস্তে সর্পণ  
করিবে।

ইতি সামবেদীয় সৰ্ব্বকৰ্ম-সাধারণী কুশস্তিকা।

সৰ্ব্বকৰ্ম-সাধারণী কুশস্তিকান্বেষণে করিয়া প্রকৃত কৰ্ম ( যে কৰ্মের  
উদ্দেশ্যে সাধারণ কুশস্তিকা অহুষ্ঠিত হইতেছে যথা, -- বিবাহ উপনয়ন  
ইত্যাদি ) করিবেন। প্রকৃত কৰ্মারম্ভে প্রাৰ্থনাপ্রাণ স্তোত্রাদির  
অনন্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বাস্তবমন্ত মহাব্যাহতিহোম করিবে।  
“ মহাব্যাহতিহোম যথা, -- “প্রজাপতির্দ্বির্গাংসীজ্ঞন্দোহব্রহ্মদেবতা  
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ও ত্বং স্বাণা প্রজাপতির্দ্বির্গাংসীজ্ঞ-  
ন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ও ত্বং স্বাণা।  
প্রজাপতির্দ্বির্গাংসীজ্ঞন্দোহব্রহ্মদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ  
ও ত্বং স্বাণা।” এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার ঘূর্ণিত হিরা  
পরে “প্রজাপতির্দ্বির্গাংসীজ্ঞন্দোহব্রহ্মদেবতা বায়ুর্দেবতা  
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ও ত্বং স্বাণা।” এই মন্ত্র  
একবার ঘূর্ণিত হিবে।



অমৃতর বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতিকে বিবিত হোম (প্রকৃত কৰ্ম) শেষ করিয়া পুনরপি পূর্ববৎ পূৰ্বোক্ত মহাবাহুতিহোম করিবে। এইরূপে প্রকৃত কৰ্ম শেষ করিয়া বৈগুণ্য-সমাধানার্থ দ্বিগুণিত প্রকৃতর বামদেবাগানান্ত শাটায়নহোম করিবে। এই হোমকে উদীচ্য-কৰ্ম বা উত্তর-কৃৎজিকা বলে।

উদীচ্য-কৰ্ম । (উত্তর-কৃৎজিকা)।

প্রথমে প্রাদেশপ্রাণ যুতাকসমিধ অমৃতক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সজল করিবে।

ও অস্তেতাদি অমুককর্মাঙ্কহোমকর্মণি যৎকিঞ্চিদৈগুণ্যঃ জাতঃ তচ্ছাযপ্রশমনায় শাটায়নহোমমতঃ কুর্য্যৈ।

পরে কোড়কণ্ঠে “অগ্নে তং বিধুনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া অগ্নির ধ্যান করিবে। যথা,—ও পিঙ্গভ্রশ্রকেশশাক্শীনাঙ্কজঠরোহরুণঃ। ছাগমৃঃ সাক্ষত্বোহগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ।

পরে “বিধুনামায়ে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি বলিয়া আবাহন করিয়া “এতে গুরুপুন্সে ও বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ হবিঃ ও বিধুনামায়ে স্বাহা” বলিয়া অগ্নির পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নিতে একটা যুতাক প্রাদেশ প্রাণ সমিধ অমৃতক নিক্ষেপ করিবে। পরে পূর্ববৎ মহাবাহুতিহোম করিয়া যুত দ্বারা শাটায়নহোমরূপ প্রারচিত্ত-হোম করিবে। যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্দেবতা প্রারচিত্তহোমে বিনিরোপঃ। ও পাহি নোহম্ব এনসে স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্দেবতা দেবতাঃ প্রারচিত্তহোমে বিনিরোপঃ। ও পাহি নো বিষ্ণুর্দেবসে স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্দেবতা প্রারচিত্তহোমে বিনিরোপঃ। ও বজ্রঃ পাহি বিভাৎসো স্বাহা। প্রজাপতিঃ বিষ্ণুর্দেবতা

প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ মন্যং পাহি পতজতে বাহা ।  
 প্রজাপতিঃ বিরহুট্ পৃচ্ছনোহগ্নির্দেবতা প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ ।  
 ৩ পাহি নোহগ্ন একম পাহ্যত দ্বিতীয়ম পাহি ত্রীতীতীত্বত্বজ্ঞাৎ  
 পতে পাহি চতুর্থত্বসো বাহা । প্রজাপতিঃ বিগ্না ত্রীজ্ঞনো-  
 হগ্নির্দেবতা প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ পুনরুজ্জা নিবর্তস্ব  
 পুনরগ্ন ইবাযুবা পুনর্নঃ পাহঃ হসঃ বাহা । প্রজাপতিঃ বিরহুট্ পৃ-  
 চ্ছনোহগ্নির্দেবতা প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ সহরথ্যা নিবর্ত-  
 স্বায়ে পহুস্ব ধারয়া বিশ্বম্মা বিশ্বতঃ পরি বাহা । প্রজাপতি-  
 ঃ বিরহুট্ পৃচ্ছনোহগ্নির্দেবতা প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ অজ্ঞাতং  
 বদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্ত জিহ্বতে মিথঃ । অগ্নে তবস্ত কন্নয় স্বঃ হি বেৎ  
 বণাবৎ বাহা । প্রজাপতিঃ বিঃ পতজিত্বস্বঃ প্রজাপতির্দেবতা  
 প্রাশস্তিত্বহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ প্রজাপতে ন স্বদেতাভ্যস্তো বিশ্বা  
 জ্ঞাতানি পরিতা বতুব । স্বং কামায়ে জুহমত্তমোহস্ত বরং ত্রাম  
 পতমো রয়ীণাং বাহা ।”

পরে আদেশ-প্রমাণ দ্বতাক্ত একটী সমিধ অম্লক অগ্নিতে  
 নিক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ মহাব্যাস্ততি হোম করিয়া নবগ্রহ-হোম  
 কল্পিবন । যথা,—

১ “ঐ আকৃফেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক হিরণ্য-  
 যেন সবিতা যথেনা দেবো যাতি ত্বনানি পতন্ বাহা । ১ । ৩  
 আপ্যায়স্ব স মে তু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টাঃ তবা বাজস্ত সস্বধে  
 বাহা । ২ । ৩ অগ্নির্মুক্তা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অরনপাং  
 রেতাংসি জিহ্বতি বাহা । ৩ । ৩ অগ্নে বিশ্বস্বজ্বসন্তিভ্যঃ স্নাতো-  
 মমর্ত্য আদাত্তবে জাতবেদা বহা কামাত্তা দেবা উরব্বুঃ বাহা । ৪ ।  
 ৩ বৃহস্পতে পরিদীয়া যথেন স্নোহা বিদ্যা অপবাহমানঃ প্রতজনং

সেনাঃ প্রযুগো বুধা জয়মাক্ষেধবিভা তথানঃ বাহা ॥ ৫ ॥ ও  
 ততঃসেতদবজ্রোত্তমবিক্রপেহনী তৌরিবাসি । বিধা ক্রি মায়া  
 অবসি অথাবান্, ভজা তে পুষ্পিহ বাতিবস্ত বাহা ॥ ৬ ॥ ও  
 শম্ভো দেবীরভিঠেয়ে শম্ভো ভবন্ত পীতয়ে শংঘোবতিশবন্ত নঃ দ্বাহা  
 ॥ ৭ ॥ ও কয়ানুশিএ আত্ব বৃত্তী সনাতনঃ সখাকমা সচিষ্টয়া সূতা  
 বাহা ॥ ৮ ॥ ও কেতুং কৃষ্ণকেতবে পেশো মধ্যা অপেশপে সমুদ্বি-  
 রজাশ্বাঃ বাহা ॥

তৎপর ইন্দ্রাধি বশবিকৃপালের হোম করিবেন । যথা,—

“ও ইন্দ্রায় বাহা । ও অয়্রে বাহা । ও বমায় বাহা । ও  
 নৈঋতায় বাহা । ও বরুণায় বাহা । ও বায়বে বাহা । ও কুবেরায়  
 বাহা । ও ঈশানায় বাহা । ও ব্রহ্মণে বাহা । ও অনন্তায় বাহা ॥”

অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবেন, যথা,—“ও নারায়ণায় বাহা । ও লট্যায় বাহা । ও সরস্বতীয়ে বাহা । ও যটীয়ে  
 বাহা । ও শীতলায়ে বাহা । ও ধনদাদেবীয়ে বাহা । ও গুণাত্রেয়  
 বাহা ॥ পরে একটি সূতাক্ত সন্ধি অমন্তক অমিতে নিক্ষেপ  
 করিয়া দক্ষিণে আত্ম কৃত্তিতে পাতিয়া জলাঞ্জলিগ্রহণপূর্বক নিম্নে  
 অগ্নিপূজা করিবেন । যথা,—

“ঐতাপতিঋষির্গায়ত্রীজম্বঃ সবিভা দেবতা অগ্নিপূজনে  
 বিল্লিহৌগঃ । ও দেব সবিতঃ প্রমুখ অজ্ঞঃ প্রমুখ বজ্রপতিঃ ভৃগায়  
 দিব্যোদ্বীকর্কঃ স্তপুঃ কেতমঃ পুনাতু বাচস্পতির্কাশ্যঃ স্বপতু ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্তে অগ্নি  
 বেটন করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ প্লাঠ করিবেন যথা,—

“ঐতাপতিঋষিরহিতিদেবতা উদকাজলিসেকে বিনিঃশ্বাগঃ । ও  
 অদিতে স্বপতুঃ ॥”

উক্ত মন্ত্রে স্থতিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বদিক্ পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলিধারা দিবে। পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্য মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—“প্রজাপতিঋষির-  
মুখতির্দেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ অহমতে  
অবমংহাঃ” ।

এইমন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমদিক্ হইতে দক্ষিণ-দিক্ দিয়া উত্তর-দিক্ পর্য্যন্ত গৃহীতজলাঞ্জলির ধারা দিবে ।

“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ সরস্বত্যামংহাঃ” ।

এই মন্ত্রে জলাঞ্জলিধারা অগ্নির উত্তর-ভাগে পশ্চিম-কোণ হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত জল দারা দিবে ।

অনন্তর গোম-কর্তা উত্তান ( চিৎ ) হস্তদ্বয় দ্বারা মুট করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় আন্তরগ-কুশ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশগুলির অগ্র, মধ্য এবং মূলে দ্ব্যুত লাগাইবে । যথা,—“প্রজাপতিঋষীর্ষর্কায়োদেবতা দর্ভতৃণাভ্যাজনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অক্ৰং ব্রিহান্য ব্যস্ত বয়ঃ ।”

পরে ঐ কুশগুলিতে জলের অভ্যক্ষণ দিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে দর্ভজুটিকা হোম করিবে । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকা-হোমে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ যঃ পশূনামপিপত্যাক্রান্তস্তচরোবৃধা । পশূনাম্যকং  
মা হিংসী রেতদন্ত হতং তব স্বাহা” ।

উক্তমন্ত্রে কুশসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে পূর্ণাহুতি দিবে । যথা,—“অগ্নে ত্বং মৃড়নানসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন করতঃ গন্ধ, মালা, বস্ত্র ও তাম্বুলাদিদ্বারা অগ্নির পূজা

করিয়া ফলপুষ্পযুক্ত যুত কুশিতে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত  
মন্ত্র পাঠপূর্বক আহুতি দিবে । “মন্ত্র যথা,—

• “প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যঁশ্কাযন্ত  
মজ্জনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ । ও পূর্ণহোমঃ যশসে জুহোমি  
যোতস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা তামি লোকে  
স্বাহা ।”

তৎপর ব্রহ্ম-দক্ষিণার্ঘ্য পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবে যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রাহুকল্পভোজ্যায় নমঃ” এইরূপে গন্ধপুষ্প  
দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশজলদ্বারা অভ্যর্ষণ করত “বিষ্ণুরোম্  
তৎসদগ্ধ অমুকে নাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক কৰ্ম্মাকৃত্ত-  
তোম কন্মণি ব্রহ্মকন্মপ্রতিষ্ঠাং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রাহুকল্পভোজ্যং  
ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদে” । এইরূপে দক্ষিণাস্ত করিয়া “চতুর্ভদন-  
সমস্ত-চতুর্বেদ-কুটুম্বিনে । বিজাতুষ্ঠানসংকন্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ।  
ও হমগ্নে সৰ্বভূতানামহস্তচরাস পার্বক । হব্যং বহসি দেবানামতঃ  
শান্তিং ব্রহ্মচ্ছ মে । ও পিঙ্গাক্ষ গোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ হতাশন ।  
সাক্ষী ত্বং পুণ্যাপানানাং ধনঞ্জয় নমোহস্ত তে ।” এই মন্ত্রে প্রণাম  
করিবে ।

পরে “ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব” বলিয়া কুশত্র্যক্ষণকে বিসর্জনে করিবে ।  
অতঃপর “অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জনে করত  
“ও পৃথি ত্বং শীতলা ভব” এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে হৃদ্বাদি  
দিবে ।

তৎপরে ক্রবদ্বারা হৃৎকলের ঈশান কোণ হইতে তন্ত্র আনিয়া  
নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলক করিবে । মন্ত্র যথা,—

ললাটে—“ও বস্ত্রপত্ৰ ত্র্যাম্ববঃ ।” কর্ণে—“ও হমদগ্নেস্ত্র্যাম্ববঃ” ।

বাহম্বে—“ও যদেবানাং ত্র্যায়ুঃ”। দ্বায়ে—“ও তন্মেহন্ত  
ত্র্যায়ুঃ”।

অতঃপর পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া “মহাবামদেব্যাক্ষির্কিরাড়  
গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবত্যা শান্তি-কর্ম্মণি তপে বিনিয়োগঃ । ও  
কয়ানশ্চিৎ আভূব দৃতি সদাবৃণঃ সখা কয়া সৃষ্টিয়া বৃত্তা । • ও কত্বা  
সত্যো যদানাতঃ সংহিষ্ঠো মংসদকসঃ দৃঢ়াচিদাকং বসু । ও অভীষুণঃ  
সনীনামবিতা জরিতৃণাঃ । শতং ভবাঃ স্যাতয়ে । ও স্বস্তি ন  
ইন্দ্রে বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূবা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি ন স্তাক্ষো-  
হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি ॥”  
এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শান্তি করিবে । পরে দক্ষিণা,  
অচ্ছিত্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে ।

### অথ যজুর্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা ।

প্রথমে হস্তপ্রমাণ হস্তিল কুশদ্বারা তিনবার মার্জনা করিয়া  
গোময় দ্বারা লেপন করিবেন । পরে কুশদ্বারা পূর্বমুখে প্রোদেশ-  
প্রমাণ তিনটী রেখা দিবেন । তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা  
রেখা-মুক্তিকা তিনবার উত্তোলন করিবেন । অনন্তর কাণ্ডপাত্র-  
স্থিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিম্নমুখে জগন্ত কাষ্ঠ হইতে একখানি কাষ্ঠ  
দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন । মন্ত্র যথা—

“ও ত্র্যাদমগ্নি গ্রহিণোমি দূরঃ যমরাজ্যং গচ্ছতুরিপ্রবাহ ।”

পরে নিম্নমুখে হস্তিলের উপর জাগ্রতস্থাপন করিবেন, মন্ত্র যথা—

“ও টৈহবারমিতরোজাতবেদো দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজ্ঞানন ।”

পরে নিম্নমুখে অগ্নির ধ্যান করিয়া গন্ধপূর্ণ দ্বারা পূজা করি-  
বেন । ধ্যান যথা—

“ও পিতৃকৃত্যককেশাকঃ । পীনাক্র জঠরোরুণঃ । ছাগুহঃ সাক্ষ  
স্বত্রাগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ।” অনন্তর ব্রহ্মবরণ করিবেন, যথা—

“অন্তেতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুক কশ্মীর-  
হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং ব্রহ্ম-  
ধেন ভবন্তমর্হঃ বৃণে ।” ব্রহ্মা “ও বতোশ্মি” । বর্ত্তা—“ও যথা-  
বিহিতং ব্রহ্মকর্ম কুরু” । ব্রহ্মা —“ও যথাস্তানং করবানি ।”

( কুশময় ব্রাহ্মণপক্ষে বরণ করিতে হয় না ) পরে আত্মত-  
কুশে “ব্রহ্মন্ হৈহাপবিশ্রুতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইয়া কুশ ও পুষ্প  
দ্বারা পূজা করিবেন । পরে অগ্নির উত্তর ভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন  
করিয়া অচ্ছিন্ন-কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে  
অগ্নি আত্মত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণদিক হইতে যথাক্রমে  
আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আসাদান করিবেন । যথা—পবিত্রচ্ছেদ-  
নার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্র, ( আজ্যস্থালী, যে স্থলে  
চক্রহোম থাকে, সে স্থলে চক্রস্থালী ) ছয়গাছ সম্ভার্জজন কুশ,  
তের গাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশে প্রমাণ তিনটি সমগ্নি, অক-  
স্মত, আতপতগুল, পূর্ণপাত্র । এই সকল দ্রব্য আসাদান করিয়া  
পবিত্রচ্ছেদনার্থ পূর্বস্থাপিত তিনটা কুশ দ্বারা “ও পবিত্রে হৌ  
বৈষ্ণবৌ” এই মন্ত্রে প্রাদেশে প্রমাণ দুইটা পবিত্রচ্ছেদন করিয়া  
“ও বিকোয়নসা পূতে স্বঃ” এই মন্ত্রে ছিন্ন পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণী  
পাত্রস্থ জলদ্বারা অভূক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করত  
তদ্ব্যতী প্রণীতা পাত্রেয় কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপরিভাগে  
প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণী-  
পাত্র ও অজ্ঞাত পাত্রকে অভূক্ষিত করিয়া প্রণীতাপাত্রেয় নিকট  
প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন ।

অতঃপর আশ্রমসমূহে আজ্যস্থানী আনয়ন করিয়া পূর্বাসাদিত  
 দ্ব্যত, স্থাপন করিবেন। যদি চক্ৰহোম থাকে, তবে চক্ৰহানীতে  
 প্রক্ষীতাপাত্ৰ হইতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া আদাদিত তৎপূর্ণ স্থাপন-  
 পূর্বক ছন্দ্বায়া অগ্নিতে চক্ৰপাক করিবেন। পরে স্থণ্ডিল হইতে  
 প্রক্ষালিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈমানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে তিন-  
 বার আজ্যস্থানী বেষ্টন করিয়া ঐ অগ্নিকে স্থণ্ডিলস্থ অগ্নিতে  
 নিক্ষেপ করিবেন। পরে পূর্বাসাদিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া উহা  
 বহিঃ অধোমুখ ভাবে প্রোথিত করিয়া সম্মাজ্জন কুশদ্বারা স্বেদন  
 মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্যন্ত সম্মাজ্জন করিয়া  
 ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্বক প্রক্ষীতাপাত্ৰস্থ জল দ্বারা স্বেদকে অভ্যর্জিত  
 ও পূর্ববৎ প্রোথিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্ৰের উত্তরে স্থাপন করিবে।  
 প্রোক্ষণীপাত্ৰস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া নিম্ন মস্ত্রে আজ্যস্থানী হইতে  
 পাত্ৰদ্বারা কিঞ্চিৎ দ্ব্যত উঠাইয়া আজ্য ও প্রোক্ষণী জল দর্শন  
 করিবে। যত্র যথা,—

“ওঁ সবিতৃস্তা প্রসব উংপূ-াম্যচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত  
 রশ্মিভিঃ”।

পরে হোতা ঐ পবিত্র প্রোক্ষণী-পাত্রে স্থাপন করিয়া গোম-  
 সমাস্তি পর্যন্ত বায়হস্ত-দ্বারা উপযমম কুশ গ্রহণ করত দণ্ডায়মান  
 হইয়া অগ্নিতে পূর্বাসাদিত তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিয়া উল্লবেশন  
 করিবে; পরে পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণী পাত্ৰস্থ জল লইয়া  
 উহা দ্বারা ঈমানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে।  
 পরে নিম্ন মস্ত্রে অগ্নির সম্মুখীকরণ করিবে। যথা,—

“ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশো হু সৰ্ব্বঃ পূর্বোহুজাতঃ বহুগতঃ হস্তঃ  
 স এব জাতঃ স জমিষ্ঠ্যবানঃ প্রত্যজম-স্তুতীতি সৰ্ব্বো হো যুগঃ।”



পরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপনপূর্বক অগ্নির উত্তরে আহুতিশেষ প্রদানার্থ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে । তৎপরে হোতা দক্ষিণ-জাহ্নু ভূমিতে পাতিয়া ক্ষবধারা স্রুত লইয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করত “ও প্রজাপতয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হঠতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত স্রুত দিয়া “ইদং প্রজাপতয়ে” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রে প্রত্যাহুতি দিবে । (এইরূপ সকল আহুতিতেই প্রত্যাহুতি দিবে) । পরে “ও অয়মে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে” । “ও সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়” । এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে । পরে বিবাহ প্রভৃতিতে কথিত হোম শেষ করিয়া উত্তর কুশণ্ডিকা করিবে ।

### অথ উত্তর-কুশণ্ডিকা ।

প্রকৃত কৰ্ম শেষ করিয়া, “ও ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ” । “ও ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ” । “ও স্বঃ স্বাহা,—ইদং স্বঃ” । “ও ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইদং ভূভুবঃ স্বঃ ।” এই মন্ত্রে মহাব্যাহুতি-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে । সঙ্কল্প যথা—“ও অগ্নেত্যাদি অমুককৰ্ম্মাকীভূতহোমকৰ্ম্মণি যদবৈগুণ্যং জাতং তদ্যেবপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুরুষীত ।” পরে “ও অগ্নে স্বং বিশ্বনামসি” বলিয়া অগ্নির নামধরনপূর্বক আবাহন ও পূজা করিয়া “ও ত্বম্নোহগ্নে বরুণস্ত বিশ্বান্ দেবস্ত হেগো অব্যাসি নীঠাঃ । যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভতানো বিশ্বান্ দেবান্ প্রমুখ্য স্বং স্বাহা ।” এই মন্ত্রে স্রুতাহুতি দিয়া “ইদমগ্নবরুণাহ্যং” বলিয়া হুতশেষ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে । পরে “ও স ত্বম্নোহগ্নে বরো ভবতী নেদিষ্ঠো অস্তা উষসো ব্যাষ্টৌ” অবদক্ষনো বরুণঞ্চ ররাণো বীহি মূলীকং

স্বহবো ন এধি স্বাহা” — (ইদমগ্নেব্রহ্মণ্যঃ) । ১ ॥ ঐ অগ্ন্যাগ্নেস্ত  
নভিঃস্প্রিশাশ্চ সত্যমিহা মম্মা অসি । অগ্না নো যজ্ঞঃ বহাস্ত্রয়ানো  
“নেহি ভেষজং শতক্রত স্বাহা ।” — (ইদমগ্নে) । ২ ॥ ঐ যে তে  
শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহাস্তন্তেভির্নোহস্ত  
সবিতোতমস্রদবাসুঃ বিমধ্যাঃ প্রথার, অগ্ন বয়মাদ্যত্যক্তে তবা-  
নাগসোহদিতরে স্তামঃ স্বাহা ।” — (ইদমগ্নে) । ৩ ॥

পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিবে। তৎপর “অগ্নে ত্বং সৃড়নামসি”  
বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন পূজা করত ‘স্বত ফল  
( রস্তা ), তাৎপল গ্রহণ করিয়া যজ্ঞমানসহ উঠিয়া নিম্ন-মগ্নে পূর্ণাহতি  
দিবে। যথা—“ঐ সূর্দানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর-মৃত  
আজাতমগ্নিঃ । কবিঃ সত্রাজমতিথিঃ জনানামাসন্ন্য পাত্রং জনয়ন্ত  
দেবা স্বাহা ।” পরে অগ্নি বিসর্জজন করিয়া “ঐ পৃথি ত্বং নীতলা  
ভব” বলিয়া অগ্নিতে হুতাদি দিবে। পরে হোমভঙ্গ্যদ্বারা তিলক  
দিবে। ইতি যজুর্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা।

### ঋগ্বেদীয়-সাধারণ-কুশণ্ডিকা ।

সংস্কৃত-অগ্নিতে হোমের বিশান আছে বলিয়া যে যে কর্শে  
হোমের বিশান আছে সেই সেই কর্শেই কুশণ্ডিকা করিতে হয় ।

কর্তা, নিত্যজিহ্বা-সমাপনপূর্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া পূর্বমুখে  
উপবিষ্ট হইয়া—প্রথমতঃ বাহুপরিমিতস্থণ্ডিল, গোময়-দ্বারা লেপন  
করিয়া তাহাতে কুশ কিংবা যজ্ঞীত্বব্যাখণ্ড দ্বারা প্রাদেশপরিমিত  
ছয়ট রেখা অঙ্কিত করিবেন। স্থণ্ডিলের পশ্চাৎভাগে একটী রেখা  
উত্তরাগ্র, তাহার উপরে ও নীচে পূর্ব রেখার সহিত অসংলগ্নভাবে

হইল পূর্বাংগ এবং তাহার মধ্যে তিনটি পূর্বাংগ অঙ্কিত করিবেন ।  
সকল রেখাই পরস্পর অসংলগ্ন ও জলসিক্ত করিবেন । ঐ রেখা-  
সমূহ অভ্যাক্ষর করতঃ সকল রেখা পরিষ্কৃত করিয়া নিম্নলিখিত যন্ত্রা-  
লারে সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপন করিবে । যন্ত্র যথা,—

“বশিষ্ঠাধ্বজপুষ্কোদ্রাঘির্দেবতা সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপনে  
বিনিয়োগঃ । ও অংগ তেযোনির্জ্বলিতো যতো জাতো অরোচ্যঃ ।  
ও জানমগ্ন আ সীদাণা নো বর্দ্ধয়া গিরঃ ।”

তৎপরে নিম্নমন্ত্রে স্থাপিত-অগ্নি হইতে প্রজ্জলিত-কাষ্ঠ গ্রহণ  
করিয়া দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে । যন্ত্র যথা,—

“বিশ্বামিত্রাধ্বজপুষ্কোদ্রাঘির্দেবতা পূর্বাংগেন জ্বালাৎশ-  
পরিভাগে বিনিয়োগঃ । ও জ্বালামগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং  
গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ” তৎপরে “বিশ্বামিত্রাধ্বজপুষ্কোদ্রাঘির্দেবতা  
উত্তরাক্ষেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা  
দেবেভে । হবাংবহতু প্রাণান্” এই মন্ত্রে প্রজ্জলিত-অগ্নি গ্রহণ করিয়া  
বিশ্বামিত্রাধ্বজপুষ্কোদ্রাঘির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ও  
অগ্নে জুযস্ব নো হবিঃ পুরোডাণং জাতবেদাঃ শ্রাতঃসাবে দিগ্ধা-  
বসো । প্রজাপতিশ্ব বঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে  
বিনিয়োগঃ । ও ভূভুবঃ স্ববোন্” বলিয়া তৃতীয় রেখার উপরে  
আত্মাভ্যাক্ষর সংস্থাপন করতঃ প্রচুরতর-কাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ অগ্নিকে  
নিশেবকপে প্রজ্জলিত করিবে । অর্থাৎ কণ্ডশেষ-পর্যন্ত ঐ অগ্নিকে  
রাখিতে হইবে । তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন করিয়া “রং” এই  
বাক্য-বীজদ্বারা ভূতত্ত্ব, করতত্ত্ব ও অজতত্ত্ব করিয়া ধ্যান করতঃ  
পূজা করিবে । ধ্যান যথা—

“বিশ্বদেবতাধ্বজপুষ্কোদ্রাঘির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ ।

ও চোৱাৰি শৃগাৱ্ৰমো অস্ত পাদা ৷ য়ে শীৰ্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্ত । ত্ৰিধা বদ্ধো বৃষভো রোরণীতি মহো দেবো মৰ্ত্য্য আবিবেশ ।” এই ধ্যান কৰিয়া আবাহন কৰিবে । যথা—

“বামদেবঋষিঃ পুত্ৰন্দোহগ্নিদেবতা অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ ।  
ও এহম ইহ হোতা নিষীদাদক্ৰঃ স্বপুৰৱতা ভবান্নঃ । অবতাং  
জ্ঞা যোদসী বিশ্বমিষে য জামহে সৌমনসায় দেবান্ ।” “অগ্নে ত্বং  
অমুকনামাসি” এই মন্ত্ৰে অগ্নিৰ যথাবিহিত নাম কৰিয়া পূজা  
কৰিবে ।

অনন্তর হোতা, কৃতাজলিপুটে নিয়মতঃ অগ্নি-উপহান কৰিবে ।  
যথা “গোপায়না সোপত্যনা বদ্ধঃ স্ববদ্ধঃ প্রতবদ্ধর্কিঃ প্রবদ্ধঃ  
ঋষয়ো দ্বিপদা ঋষয়ো বিরাট্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্ন্যুপহানে বিনি-  
য়োগঃ । অগ্নে ত্বন্তো অন্তম উত জাতা শিবো ভবাবরুথোঃ ।  
মসুৱগ্নিবসুপ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্বামন্তমং রয়িদাঃ । ও স নো বোধি  
প্রথী হবমুরুষা গো অবায়তঃ সমস্মাং । ও তং স্বা শোচিষ্ঠ দীদ্বিঃ  
স্মায় নুনমীমহে সখিভাঃ” ।

অনন্তর ঘটযুক্ত দুইটি সন্ধি অমন্ত্রক পূৰ্ব্বাগ্র কৰিয়া “ও অগ্নয়ে  
স্ব হা” বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ কৰিবেন । পরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্ৰে  
অগ্নিৰ পূৰ্ব্বদিক হইতে আৱস্ত কৰিয়া দক্ষিণাদিক্ৰমে উত্তরদিক্-  
পৰ্যন্ত জলধাৱা-দ্বাৱা তিনবাৰ অগ্নিবেষ্টন কৰিবে, ইহা দ্বাৱা হোমীয়  
দ্রব্যাদিৰও জলবেষ্টন সম্পন্ন কৰিতে হইবে । যত্র যথা,—

পূৰ্ব্বদিকে—“ও পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ত্বয়াঃ, স্তপূৰ্ণমসি স্তপূৰ্ণং মে  
ত্বয়াঃ, সৰ্গমসি সৰ্গং মে ত্বয়াঃ, অকৃতমসি মাতৈৰ্জ্যেষ্ঠাঃ । স্তজামুগ্নিন্  
নোকে \* দেবা ঋজিষো মার্জ্জয়ন্তাঃ ।” দক্ষিণদিকে—“মাসাঃ

\* এই মন্ত্ৰটী প্রত্যেক মার্জ্জন মন্ত্ৰেৰ পূৰ্বে পাঠ্য

১. পিতরো মার্জয়ন্তাং পশ্চিমদিকে—“গৃহাঃপশবো মার্জয়ন্তাং ।”  
উত্তরদিকে—“ওষধরো বনস্পতরো মার্জয়ন্তাং ; উর্দ্ধদিকে—“বজঃ  
সংসরঃ প্রজাপতির্মার্জয়ন্তাং ।”

তৎপরে অগ্নির পূর্ব হইতে দক্ষিণ-দিকে; তিন-গাছি কুশধারা  
নৈঋতকোণ পর্যন্ত মূলের দ্বারা মূল আচ্ছাদন করিয়া এবং  
পশ্চিমদিক হইতে উত্তরাদিক্রমে ত্রিশানকোণ পর্যন্ত তিন-তিন-গাছি  
কুশ অগ্নেরদ্বারা অগ্র-আচ্ছাদন করিয়া দিবেন, কিন্তু সকল কুশেরই  
অগ্র পূর্বদিকে রাখিতে হইবে । অনন্তর ব্রহ্মবরণ করিবে, যথা—

“অগ্নির দক্ষিণ-দিকে পূর্বাগ্র-বিস্তৃত কুশসমূহদ্বারা ব্রহ্মার আসন  
কল্পনা করিয়া—“ঐ ব্রহ্মণে নমঃ” বলিয়া গন্ধ-পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মাকে  
অর্চনা করিবে, তৎপরে “বিষ্ণুঃরামশ্চ অমুকে মাসি অমুকরাণিহে  
ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রামুকবেদান্তর্গতামুক-  
শাঠৈকদেবশাখ্যারিনঃ অমুকদেবশর্মাণমেতিঃ পাণ্ডাদিভিরভ্যর্চ্য অমুক-  
কর্ম্মাকীভূত-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তুমহং বৃণে ।” ব্রহ্মা  
“ঐ বৃতোহস্মি” বলিবেন । হোতা “যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু”  
বলিলে, ব্রহ্মা “ঐ যথাজ্ঞানতঃ করবানি” বলিবেন ।

তৎপরে ব্রহ্মা, অমৃষ্ঠানের সমস্ত-ঋষোর প্রতি সবিশেষ অব-  
লোকন করতঃ সৌমব্রতী হইয়া বিস্ময়বশতঃ যে সকল যজ্ঞীয়-  
ঋষোর সংগ্রহ করা হয় নাই বা অনাবশ্যকীয় সংগ্রহ করা হইয়াছে  
তৎসংশোধনার্থ সংস্কৃতভাষায় যথাসম্ভব বাক্যপ্রয়োগ করিবেন ।  
যে স্থলে ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণ বরণ করা না হইবে, সেইপক্ষে নির্দিষ্ট-  
সংখ্যানির্দিষ্ট কুশবন-ব্রহ্মাকে বরণ-বাক্য না করিয়া স্থাপন করিবে ।  
ভদ্রনস্তর হোমকর্তা, ব্রহ্মার আসন হইতে একটা কুশলত্ৰ গ্রহণ  
করিয়া নিম্ন মন্ত্রে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে । যথা—

“প্রজাপতিঋষিরাজীজ্ঞানঃ প্রজাপতির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনি-  
য়োগঃ । ও নিরস্তঃ পরাবহুঃ ।”

তৎপরে হোতা “প্রজাপতিঋষিরহু-ই-পৃচ্ছন্দোহির্দেবতা ব্রহ্মোপ-  
বেশনে বিনিয়োগঃ । ও ইদমহমর্কাবসোঃ সদনে সীদ ।” বলিলে,  
ব্রহ্মা “ও সীদামি” বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে ।  
কুশময় ব্রহ্মাস্থলে স্বয়ং হোতাই “ও সীদামি” বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া  
উপবেশন করিবে । কুশময় ব্রহ্মাস্থলে স্বয়ং হোতাই “ও সীদামি”  
বলিবে । তৎপরে হোতা, গন্ধাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে অর্চনা করিবে ।  
অতঃপর হোতা, এই মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—“প্রজাপতিঋষিরহু-  
ই-পৃচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মরূপে বিনিয়োগঃ । ও বৃহস্পতিব্রহ্মা  
ব্রহ্মদমন আশিষ্যতে বৃহস্পতির্যজ্ঞঃ গোপায় স যজ্ঞঃ পাহি যজ্ঞপতিং  
পাহি স মাং পাহি ॥”

তৎপরে ব্রহ্মা “ও গোপায়ামি বলিবে । কুশময় ব্রহ্মার পক্ষে  
হোতাই “ও গোপায়ামি” বলিবে ।

তৎপরে উত্তরাগ্র কুশের উপরে হোমের পাত্রাদি-সকল স্থাপন  
করিবে । প্রোক্ষণী, প্রনীতা, আজ্যস্থালী, দক্ষী, চক্ষুস্থালী, আজ্য,  
আতপতগুল, কমণ্ডলু, \* ক্ষক্, শব, বর্হি, † ইয়, ‡ সম্যাজ্জনকুশ  
ছক্, উপধমন কুশ ত্রয়োদশ এবং যথাসম্ভব অজ্ঞাত জব্য । বর্হি ও  
ঐয় পাত্রদ্বয়, অসংলিষ্ট-হস্তদ্বয়-দ্বারা ধারণ করিয়া জম্বোমুখে স্থাপন  
করিবে । অতঃপর অনামিকা অঙ্গুলীতে কুশ বন্ধন করতঃ † প্রোক্ষণী-

\* কুশমুষ্টির নাম বর্হি ।

‡ পলাশকাঠনির্মিত, অসম্ভবে, অল্প যজ্ঞীয়-কাঠনির্মিত বাহ-  
পরিমাণ পঞ্চদশ কাঠকে ত্রিগুণীকৃত নরপত্র কুশ দ্বারা একবারে শাক্ত  
বেটনপূর্বক বন্ধন করিলে, উহাকে ইয় বোলে ।

পাত্র ও অশ্রুত সমস্ত পাত্র উঠাইবেন। প্রোক্শী পাত্র জলপূর্ণ করিয়া পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিবেন। যেন উহা হইতে একটু জল গড়াইয়া পড়িতে পারে। তৎপরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া পাত্র সকল অভ্যক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রোক্শীপাত্রে পবিত্র ও সযব পুষ্প প্রদান করিয়া বারত্নয় তাহা উঠাইয়া ব্রহ্মাস্ত্রে জিজ্ঞাসা করিবে। যথা—

“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপপ্রণয়নার্থকপে  
বিনিয়োগঃ। ও ব্রহ্মরূপঃ প্রণেষ্ঠামি। ও পবিত্রং বৃহস্পতিব্রহ্মা  
ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতের্বজ্রং গোপাত্ন সযজ্ঞং পাহি স মাং  
পাহি।”

অনন্তর ব্রহ্মা, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“ও ভূর্ত্বঃ স্ব  
বৃহস্পতে প্রসূত।”

তৎপরে কুশ-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রোক্শীপাত্ৰকে ব্রহ্মার  
সম্মুখে অগ্নির নিকট স্থাপন করিবে। পরে আজ্যস্থালী হইতে স্তুত  
লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের উপর স্থাপন করতঃ  
স্তুতকে দ্রব করিয়া জ্বলিত-কুশ-দ্বারা অগ্নিবেষ্টনপূর্বক ছইগাছি কুশ  
স্তুতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যসংস্কার করিবে। পুনর্বার জ্বলিত-  
কুশ-দ্বারা স্তুতবেষ্টনপূর্বক সম্মুখে অগ্নিস্থাপন করিবে। পূর্ব-অনীত  
অঙ্গার অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপন্ন করিবে। যথা,—

সাত্ত্ব-পুষ্ক-প্রাদেশপরিমিত-কুশপত্রদ্বয় হস্তে লইয়া “প্রজা-  
পতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে  
হোবৈষকব্যৌ।” বলিয়া নখভিন্নচ্ছেদনপূর্বক বামহস্তে লইয়া,  
“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ও  
বিকোদ্বনসা পুতে স্বঃ। এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিবে। অনন্তর

পরস্পর অনস্বিষ্ট পবিত্র হুগাহার অগ্রে বাবহস্তের অন্যমিকা ও অনুষ্ঠানুলী-বারা উত্তানরূপে ধারণ করিতা আত্মা মধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক, তাহা বারা দ্বত লইয়া প্রক্ষেপ করিবেন । যন্ত্র বধা—

“হিরণ্যতপস্বিরুজিক্‌ছন্দঃ সবিতা দেবতা আচ্যোৎপবনে  
বিনিরোগঃ । ও সবিতুত্বা অসব উৎপুনাম্যচ্ছিন্নেণ বসোঃ  
স্বধ্যাত্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা ।”

পরে সেই পবিত্রত্ব অগ্নিতে ক্ষেপণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত “ও সবিতুত্বা” ইত্যাদি উল্লিখিত যন্ত্রটি পাঠ করিবেন । এককালে ত্রক্‌ত্রব প্রক্ষালন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কুশ-বারা মার্জন করিবেন এবং পুনঃ ধৌত করিয়া কতিপয় কুশোপরি স্থাপন করিবেন । যদি প্রকৃতকর্মে চক্ৰহোম থাকে তবে এইকালে চক্ৰ-পাক করিবেন ।

তৎপরে “বহুতপস্বিরুজিক্‌ছন্দঃ অগ্নিদেবতা অগ্ন্যর্চনে বিনি-  
রোগঃ । ও বিহানি নো হর্গহা জাতবেদঃ সিদ্ধুং ন নাবা হ্রয়-  
তাতি পৰি । অগ্নে অজিবন্নসা গৃণানোহম্বাকং বোধ্যধিতা  
তনুনাং । ও স্বহা . স্বহা কীরিণা যজ্ঞমানোহমতাং যতেয়া  
ভ্রোহবীমি । বেদা যশো অস্বাস্থ মেহি প্রজাভিন্নে অমৃতমমভ্রাং ।  
ও বসে স্বা স্বকতে জাতবেদ উলোকয়স্ব কণবঃ জ্ঞানং ।  
অধিনঃ স পুজিণঃ বীরবন্তঃ গোযজ্ঞঃ রশ্মিঃ নশতে স্বতি ।”

এই মন্ত্রে অৰ্ঘ, মক্ ও তাহুলাদিবারা অগ্নিকে অঙ্গুত করিবেন । যদি এক কালীন আত্মা ও চক্ৰহোম করিতে হয় তবে ত্রক্‌ ও ত্রব অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া চক্ৰপাক সমাধা করিয়া তাহার প্রসাধন পূর্বক, “প্রজাপতিঃ বিহবির্দ্বেবতা ইধাচ্ছাপনে বিনিরোগঃ । ও প্রভূতঃ মক্ প্রভূতঃ মর্গিতানিষ্টপুং মক্-



নিষ্টপুণাচ্যুতনারায়ণেন সমেশয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অগ্নিতে প্রচণ্ড  
কন্ডিয়া, "ও বিশ্বানি নো হর্গহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ-  
পূর্বক ইশ্বরকে বামহস্তে বেটন করিয়া, তাহার মূল মণ্য ও অগ্রে  
স্বত দিয়া, "বামদেবায় বিষ্ণুঐচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা ইশ্বাদানে বিনি-  
য়োগঃ। ও অগ্নয় ইশ্বা আত্বেদন্তেনেধ্যুশ্চৈদুর্ক্য চান্মান  
প্রজরা পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চগুনান্নাস্তেন সমেশয় স্বাহা।"

এই মন্ত্রে ইশ্বা অগ্নিতে প্রোক্ষণ করিয়া, "অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং"  
বলিয়া প্রোক্ষ্যাহতি দিবেন। পরে ক্রম দ্বারা ক্রমে চারিবার স্বত-  
ধারা দিয়া মনে মনে প্রজাপতিকে চিন্তা করত অমন্ত্রক অগ্নির  
পাশ্বকোণ হইতে অগ্নিকোণপর্যন্ত অচ্ছিন্নভাবে আত্মধারা দিবেন।  
পুনরায় ক্রমে চারিবার স্বত দিয়া ইন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করত  
অগ্নির নৈঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ-পর্যন্ত অচ্ছিন্ন-স্বতধারা  
দিবেন। পরে অগ্নির উত্তর দিকে "ও অগ্নয়ে স্বাহা," এবং  
দক্ষিণে "ও সোমায় স্বাহা" বলিয়া আত্ম্যাহতি দিবেন। অনন্তর  
প্রারশ্চিন্ত্যহোম করিবেন। যথা—

প্রারশ্চিন্তিমন্ত্রস্ত "বামদেবায় বিষ্ণুঐচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রার-  
শ্চিন্ত্যহোমে বিনিয়োগঃ। ও অগ্নায়ৈহস্ত নভিস্তিপাশ্চ সত্য-  
বিক্রময়া অসি। অবস্যা বয়সা কৃতোয়াসনহবামুহিষেহয়া নো ধেহি  
ভেষজং স্বাহা। অগ্নয়ে অরসে ইদং। অতো দেবা ইতি মন্ত্রস্ত  
মেধাতিথিক বির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রারশ্চিন্ত্যহোমে বিষ্ণু-  
য়োগঃ। ও অতো দেবা অবস্ত নো বতো বিকূর্কিচক্রমে পৃথিব্যাঃ  
সপ্তধামসি স্বাহা ইদং দেবেভাঃ। ইদং বিকূরিতি মন্ত্রস্ত মেধা-  
তিথিক বির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিকূর্দেবতা প্রারশ্চিন্ত্যহোমে বিনিয়োগঃ।  
ও ইদং বিকূর্কিচক্রমে দেবা নি-ক্রে পদং। সঙ্গচ্ছন্ত পাশ্চত্রে

স্বাহা । ইদং বিদ্যঃ ॥ প্রজাপতিঃ বিরজিদ্বেতা প্রারম্ভিত্বাহোমে  
 বিনিয়োগঃ । ও ভুরগ্নয়ে পৃথিব্যে বিদ্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং-  
 ভুরগ্নয়ে । প্রজাপতিঃ বিরজিদ্বেতা নকত্রা দেবতাঃ প্রারম্ভিত্ব-  
 হোমে বিনিয়োগঃ । ও ভুবো-বারবে চাতুরীকার দিব্যায় মহতে  
 চ স্বাহা—ইদং ভুবোবারবে ॥ প্রজাপতিঃ বিঃ সূর্য্যো দেবতা  
 প্রারম্ভিত্বাহোমে বিনিয়োগঃ ও অঃ-সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ  
 স্বাহা—ইদং অঃ-সূর্য্যায় ॥ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুজনকত্রমিশো দেবতাঃ  
 প্রারম্ভিত্বাহোমে বিনিয়োগঃ । ও ভূভূবঃ স্বশস্ত্রমসে মকত্রোক্ত  
 দ্বিগ্ভ্যাক্ত দিব্যায় মহতে চ স্বাহা—ইদং বারবে ॥ জিত্বাবিত্রি-  
 ইপ্ছনোহগ্নিদ্বেতা প্রারম্ভিত্বাহোমে বিনিয়োগঃ ও যংপাকত্রা মনসা  
 দীনকত্রা ন যজ্ঞস্ত মহতে বর্তান্তঃ । অগ্নিষ্টকোতা ক্রতুবিজ্ঞান-  
 তজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো বজাতি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥ ও যদো  
 দেবাশ্চকুম জিহবয়া গুরু মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনং অরাবা যো  
 নো অতি হৃচ্চুনায়তে তস্মিন্গনেনো বসবো নি ধেতন স্বাহা—  
 ইদং সূর্য্যায় ॥ ও পুরুবসন্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুবসন্মিতঃ ।  
 অগ্নে তদন্ত কল্পয় অং হি বেব বখাঋং স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥  
 এই মন্ত্রসমূহে আত্মা দ্বারা আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন । পরে  
 দ্বিষ্টিকৃত্য হোম করিবেন, যথা,—

যদন্তেতি যজ্ঞস্ত “হিরণ্যগর্ভঃ বিজিষ্টপ্ছনোহগ্নিঃ দ্বিষ্টিকৃত্যেবতা  
 দ্বিষ্টিকৃত্যে বিনিয়োগঃ । ও যদন্ত কৰ্ম্মণোহতারাৱিচং যদা  
 ন্মেনিহবকং অগ্নিষ্টং দ্বিষ্টিকৃত্য বিদ্বান্ সৰ্ব্বং দ্বিষ্টং সূহতং করোতু  
 মে । অগ্নয়ে দ্বিষ্টিকৃত্যে সূহতংহতে সৰ্ব্বপাপপ্রারম্ভিত্বাহতীনাং  
 কামানাং লব্ধয়িজে সৰ্ব্বাণঃ কামান্ সৰ্ব্বদয় স্বাহা” বলিয়া  
 আহুতি দিয়া ইদমগ্নয়ে দ্বিষ্টিকৃত্যে” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন ।

“ও কল্পার স্বাহা” বলিয়া ইন্দ্রাজিৎ স্তবসূক্ত করিয়া অগ্নিতে দিবেন । স্বয়ং যজ্ঞান হোমকর্তা হইলে প্রণীতপাণ্ডিত্য বল হইতে কুশলারা নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন । যথা—

“সেধাতিথিঞ্চিৎকরুৎ পৃচ্ছন্ আপোদেবতা আপো মার্জনে বিনিরোগঃ । ঈদমহমাপঃ প্রবহত যংকিঞ্চ ছরিতং ময়ি । যজ্ঞাক্ষতিচত্বোহ যদা শেপ উতামৃতং । দেবপ্রবাক্ষিষ্টপৃচ্ছন্ আপোদেবতা মার্জনে বিনিরোগঃ । আপো অশ্বান্ যাতরঃ শুক্লরক্ত স্তুতেন নো স্তবপূঃ পূৰ্ণতঃ । বিখং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীকনিদাভ্যঃ শুচিরা পূত-এমি ।” অনন্তর পরিস্তরন কুশলারা ঐকৃৎকর বারংবার মার্জন ও প্রক্ষালন করিয়া পরে পূর্ণাহতি দিবেন । যথা,—

পূর্ণাহতিতে “মৃড়ু”-নামা অগ্নিকে আবাহনপূর্বক আর্চনা করিয়া, “ভরদ্বাক্ষিষ্টপৃচ্ছন্ বৈশ্বানরো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিরোগঃ । ও মৃদ্বানং দিবোঅরতিং পৃথিবা বৈশ্বানরমৃত আ জাতময়িং কবিং সত্বাক্ষমতিথিং জনানামাসন্ন পাত্রং জনরক্ত দেবাঃ স্বাহা—ঈদমগ্নয়ে । বামদেবক্ষিষ্টগতীচ্ছন্ আপো দেবতা পূর্ণ-হোমে বিনিরোগঃ । ও ঋমন্তে বিখং ভুবনমসি ঋতিমন্তঃ সমুজ্জৈ রুগং তরাযুধি । অপামনীকে স্মিথে য আভূতস্তমশ্রা য মধুমন্তঃ ত উশ্বিঃ স্বাহা—ঈদমন্তঃ ॥”

এই দুই মন্ত্রে পূর্ণাহতি শেষ করিয়া অগ্ন্যুপস্থাপন করিবেন ; যথা—

বজ্রঃ স্তবজ্জুঃ ঐকৃৎকরুৎকরুৎগোপারুনা অবরো বিরাজিচ্ছন্বোহ-  
গ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিরোগঃ । কু চমেষরক্ত মে যজ্ঞো পচতে  
মমশরতে নুনঃ তত্শৈ তত্পরতে রিক্তঃ তত্শৈ তে নমঃ । ও  
বজ্রঃ যজ্ঞপতিং পচ্ছ স্বাং যোনিমতিপচ্ছ স্বাহা । এষ তে যজ্ঞো

যজ্ঞপতে সহস্রতয়া কশ্চদীরং জুবধ্ব স্বাহা ।” এই যজ্ঞাহুসারে  
অঙ্গুপস্থাপন করিয়া, পরমধ্যে নিমন্তায় করিবেন ।—“ও প্রজাঃ  
মেধাং ঞ্চঃ প্রজ্ঞাং বিজ্ঞাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং । আয়ুয্যং তেজ  
আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥” তৎপরে পাকহালী-স্থিত  
দ্বিত ধারী সকল পারিতরনকুশ অভিষিক্ত করিয়া “ও সর্পেভাঃ  
স্বাহা” বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন । অগ্নিসমীপস্থ ভস্ম স্রব্যাগ্রে  
লইয়া তাহা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিয়া,  
“কোৎসখবির্জগতীচ্ছন্দোঃ কত্রো দেবতা রক্ষাকরণে বিনিয়োগঃ ।  
ও মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোমু মা নো অশ্বেনু  
রোরিযঃ । বারান্মা নো কত্র ভানিতো বধির্হবিষন্তঃ সদমিত্বা হব্যমুহে’  
এই সূক্তে দক্ষিণাবর্তে উহা অভিমন্ত্রিত করিয়া, “ও ত্র্যায়ুষং  
জমদগ্নেঃ” বলিয়া কপালে “ও কশ্চপস্ত ত্র্যায়ুষং” বলিয়া হৃদয়ে,  
“ও অগস্ত্যস্ত ত্র্যায়ুষং” বলিয়া বাহুযুগে, “ও যদেবানাং ত্র্যায়ুষং  
বলিয়া কণ্ঠে “ও তমোহস্ত ত্র্যায়ুষং” বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে তিলক  
দিবেন । অনন্তর ব্রহ্ম-দক্ষিণা করিবেন । কর্তা স্বয়ং কন্দ  
করিলে পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবেন । অতঃপর নিম্নমন্ত্রে অগ্নি  
বিসর্জন করিবেন ।\* যথা,—

“হবিত্ববিগায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিবিসর্জনে বিনিয়োগঃ ।  
ও অত্যারমিদগ্নয়ো নিষিক্তং পুত্রে যধু অবতস্ত বিসর্জনে ॥”

চক্ৰপাকপ্রণালী যথা, চক্ৰহালী ভাস্ত্রমণী বা যুগ্ময়ী করিতে হয় ।  
কুশলিকোক্ত পদ্ধতিতে উপলেনপনা দ আজ্যপ্রতপনান্ত কায্য  
সমাপ্ত করিয়া চক্ৰহালী আজ্যসমুখে স্থাপন করিয়া গর্ত্তগ্রহিত  
সাগ্র প্রাদেশপরিমিত কুশলকষর উত্তরাগ্র করিয়া তদুপস্থি স্থাপন  
করিবেন । তৎপরে দ্ব্যভিপ্রিত তরুল আনিয়া\* অগ্নুগ্রে দেবতায়ৈ

“দ্বা জুষ্টং নির্ধারামি” বলিয়া উহাতে চারিমুষ্টি তুণ্ডপ্রদান করিয়া  
 “অবুগ্ধে দেবতারৈ দ্বা জুষ্টং প্রোক্ষ্যামি” বলিয়া, উহা প্রোক্ষণ  
 করিবেন। পরে উপযুক্ত দ্রব্য ও তুণ্ড পাশ্চাত্যে প্রদান করত  
 কক্ষিঃ কক্ষিঃ জল দিয়া চক্ষুপাক করিবেন। চক্ষু এইরূপে সম্পন্ন  
 করিবেন যে উহাতে মণ্ড না থাকে এবং দৃষ্টিও না হয়। তৎপর  
 ইন্দ্রদনায় কৰ্ম করিবেন। পূৰ্ব্বের জায় আচারাজ্যভাগ-হোম  
 করিয়া অশ্ব-মধ্যে ঘৃত দিয়া, চক্ষুমাধ্য হইতে মেকণ দ্বারা বারংবার  
 অন্ন লইয়া অশ্ব স্থাপন করিবেন, এবং তত্ক্ষণি ঘৃতশ্রব দিয়া  
 হোম করিবেন। যে কাণ্যে যে দেবতার উল্লেখ আছে, তাহার  
 নামেই সেই কাণ্যে হোম করিবেন। চক্ষুহোমের বিধ এইরূপই  
 জানিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় হোম পদ্ধতি ।

### সংক্ষেপে তাস্ত্রিকহোম-পদ্ধতি ।

দীর্ঘ-প্রাণে একহস্ত পরিমিত স্থানে চতুরশ্র অঙ্কিত পূৰ্বক  
 তদ্রূপে বালুকা বিক্ষিপ্ত করিয়া উহার মধ্যস্থানে বিন্দুসম্বন্ধিত  
 একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করত তত্ক্ষণি আর একটি ত্রিকোণ-  
 মণ্ডল আঁকিয়া ষট্‌কোণাকার মণ্ডল করিবে। তৎপর উহার  
 বাহিরে একটি গোলাকার বৃত্ত করিয়া তাহার বহির্গারে অষ্টদলপদ্ম-  
 সম'বৃত্ত একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। তৎপরে তাহার বাহিরে  
 দুইটি রেখা অঙ্কিত করত প্রান্তস্থানের চারিদিকে দ্বারচতুষ্টয়  
 অঙ্কিত করিয়া বজ্রত্বপুর অঙ্কন করিবে এবং স্থতিলের বহির্ভাগে  
 উত্তরাগ্ন ও পূৰ্ব্বাগ্ন করিয়া তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে।

এইরূপে স্থতিল নির্মাণ করিয়া, মূলমন্ত্রে অবলোকন, “কট্”

এই মন্ত্রে তাঁড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া “হুং” এই মন্ত্রে পুনরায় অক্লীক্ষণ করিবে। • •

তৎপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “ও কৃত্যায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করত পূর্বে যে পূর্বাগ্র রেখাত্তর দেওয়া হইয়াছিল তাহার দক্ষিণাদিক্রমে নিম্নমন্ত্রে পূজা করিবে। “ও ব্রহ্মায় নমঃ, ও ঈশানায় নমঃ, ও পুরন্দায় নমঃ” তৎপর উত্তরাগ্র রেখাত্তরে,—“ও ব্রহ্মণে নমঃ, ও বৈবস্বতায় নমঃ, ও ইন্দ্রবে নমঃ,” এইক্রমে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর “ও” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমের সমস্ত দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া বহির যোগপীঠ অর্চনা করিবে। প্রথমে কনিকার উপর “ও এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিপিষ্ঠ-দেবতাত্যো নমঃ।” চতুঃকোণে “ও ধর্ম্মায় নমঃ, ও জ্ঞানায় নমঃ, ও বৈরাগ্যায় নমঃ, ও ঐশ্বর্যায় নমঃ,” পূর্বদিকে—“ও অনর্থায় নমঃ, ও অজ্ঞানায় নমঃ, ও অবৈরাগ্যায় নমঃ, ও অনৈশ্বর্যায় নমঃ,” মধ্যো—ও অনন্তায় নমঃ ও পদ্মায় নমঃ, ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলায়ানে নমঃ, ও উং সোমমণ্ডলায় বোড়শকলায়ানে নমঃ, ও মং বহ্মমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, কেশরে—ও পীতাত্মে নমঃ, ও শ্বেতাত্মে নমঃ, ও অরুণাত্মে নমঃ, ও কৃষ্ণাত্মে নমঃ, ও ধূম্রাত্মে নমঃ, ও তীক্ষ্ণাত্মে নমঃ, ও সূক্ষ্মজিহ্বে নমঃ, ও রুচরাত্মে নমঃ, ও জলিভে নমঃ, মধ্যো—“ওং বহ্মাসমায় নমঃ।” তৎপর নিম্ন-দ্যান করিয়া “ও হ্রীং বাগীশ্বর্যে নমঃ” মন্ত্রে পঞ্চ-উপচারে পূজা করিবে।

দ্যান যথা,—

• “ও বাগীশ্বরীযত্নভাভাং নীলেন্দীবরলোচনাং ।

বাগীশ্বরেণসংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমধিতাম্ ॥”

তৎপৰ বিধিবোধিত অগ্নি সংগ্ৰহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্বক বোধভক্ত মূলমন্ত্রে অগ্নিকে অভিষিক্ত ও অবলোকন করিবে । তৎপৰ “হং করন্তু” মূলমন্ত্রে ক্রব্যাংশ পরিত্যাগ করিবে । অতঃপৰ “ও বহুৰ্ষোগপীঠায় নমঃ ।” চতুৰ্দ্ধিকে—“ও বামাত্ৰৈ নমঃ, ও ভোষ্ঠাট্ৰৈ নমঃ, ও য়ৌট্ৰৈ নমঃ, ও অশ্বিকাট্ৰৈ নমঃ,” ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতা কুণ্ডায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান পূৰ্বক বহি আনয়ন করিয়া “ফট্” এই মন্ত্ৰে বহিসংরক্ষণ “হুং” এই মন্ত্ৰে অবগুৰ্জন, “রং” মন্ত্ৰে পেতুম্ভা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া দুই হস্ত দ্বারা বহি ধারণ করত কুণ্ডোপরি তিনবার পরিত্রমণপূৰ্বক জাহ্নুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া “হৌঃ” বীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে অগ্নিস্থাপন করিবে । তৎপৰ “হ্রী” বহিমূৰ্ত্তয়ে নমঃ” মন্ত্ৰে পূজা করিয়া “রং বহিচৈতন্তায় নমঃ” এই মন্ত্ৰে ব’হুর চৈতন্ত সংযোজন করিয়া,—“ও চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সৰ্বং জাপয় স্বাহা” এই বলিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে ।

পরে “ও অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনং । সুবর্ণ-বর্ণমবলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং ॥” এই মন্ত্ৰে বহির উপস্থাপন করিয়া অগ্নির উত্তর ভাগে “অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নাম-করণ করিয়া “ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ্য সৰ্বকৰ্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ।” এই মন্ত্ৰে অৰ্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া “ও অগ্নেহিরণ্যাদিসন্তজিহ্বাত্যো নমঃ, ও সহস্রাক্ষিষে হৃদয়ায় নমঃ, ও অগ্নে জাতবেদসে ইত্যাত্তমুৰ্দ্ধিত্যো নমঃ । ও ব্রহ্মাত্তৈশক্তিত্যো নমঃ, ও পদ্মাত্তৈনিধিত্যো নমঃ । ও ইন্দ্রাদিগোকপালেভ্যো নমঃ, ও ধ্বজাত্তৈভ্যো নমঃ ।” এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ।

তৎপরে ঐশ্বৰ্য্যপ্রদায়ী কুশ-খড়্গের দ্বিত মধ্যো নিক্ষেপ করিয়া ইড়া পিঙ্গলা ও হুবুয়ার ধ্যানপূর্ব্বক ক্রমতঃ আত্মপাত্রেয় বাম-দক্ষিণ ভাগ হইতে লইয়া “ও অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবে এবং বাম-ভাগ হইতে আত্ম গ্রহণ করত “ও সোমায় স্বাহা” বলিয়া নেত্রে হোম করিবে। তৎপর মধ্যভাগ হইতে দ্বিত গ্রহণ করিয়া “ও অগ্নিসোমাত্ম্যে স্বাহা” বলিয়া বহির ললাটস্থানে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণ-ভাগ হইতে “ও নমঃ” এই মন্ত্রে দ্বিত লইয়া “ও অগ্নয়ে দ্বিষ্টিকৃতে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। অতঃপর মহাবাহুতি হোম করিবে। যথা,—“ও তুঃ স্বাহা, ও তুবঃ স্বাহা, ও অঃ স্বাহা” ।

তৎপর “ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ্য সর্ব্বকর্ষণি সাধয় স্বাহা ।” এই মন্ত্রে বায়ত্ৰয় হোম করিয়া পীঠদেবতাসহ মূলদেবতার পূজা করত সেই দেবতার মুখে দ্বিত দ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার হোম করিবে। অনন্তর বহি ও দেবতার ঐক্যচিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবে। পরে “ও মূলমন্ত্র স্তাব্ধ দেবতাভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অঙ্গদেবতার প্রত্যেকের এক একবার আহুতি প্রদান করা বিধেয়। তৎপর সংকল্প করিয়া যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা যথোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক ত্র্যম্ব দক্ষিণার্ধ পূর্ণপাত্রে ঐশ্বৰ্য্য করিবে। “ও অগ্নেহং সবুত্ৰং গচ্ছ” এইমন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে “ও পুণ্ড্রং শীতলা ভব” এই মন্ত্রে কাঁচা হুঙ্ক কিংবা দধি দিবে। পরে ত্র্যম্ব গ্রহণ করত ত্রিলোক প্রদান করিবে; যথা লগাটে—ও কস্তপ্ত জ্যাহ্নবা, কঠে—“ও



বামদণ্ডে জ্যোতিঃ” হই বাহুদলে—ঐ যদেবানাম জ্যোতিঃ। বকে—

“ঐ তত্তেজস্ব জ্যোতিঃ”। তৎপরে অর্হিহাবধারণ করিবে।

ইতি তদ্রোক্ত-কুশতিকা সমাপ্ত।

## সামবেদীয় বিবাহ।

অথ সম্প্রদান।—বিবাহদিনে সম্প্রদাতা নিত্যকর্তব্য ত্রান  
সন্ধ্যাদি নিকাহ করিয়া শ্রাদ্ধপ্রকরণোক্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ শেষ করিবে,  
পরে শুভলাগ্নে সম্প্রদান-স্থলে গমন করিয়া তাহার উত্তরদিকে একটী  
গাভী বন্ধন করিবে, পরে বিষ্টরাদি একত্র করিয়া উত্তরাভিমুখে  
উপবেশন করিবে \* অনন্তর বর সমাগত হইলে কস্তারাতা  
আচমন করিয়া কুশ হস্তে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা,—

“ঐ তবিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ। দিবীষ  
চক্ষুরাততম্।”

পরে ঋণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে, যথা—  
এতে গন্ধপুষ্পে ঐ গণপতরে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ঐ আদিত্যাদি-  
নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ঐ শিবাদিপদদেবতাভ্যো নমঃ,  
এতে গন্ধপুষ্পে ঐ ইন্দ্রাদিদশদিকপালৈভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে

\* দাতা উত্তরমুখ গ্রহীতা পূর্বমুখ, অথবা দাতা পশ্চিমমুখ  
পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। এই উত্তর প্রকারই শাস্ত্রসম্মত,  
মঃ, ঐ পদ্মাস্ত্র-সারে যে দেশে বৈষ্ণব-ব্যবহার সেই দেশে সেইরূপ  
ঐ ধ্বজাস্ত্র-স্বৈভ্যো। \* প্রমাণ—শ্রাদ্ধব্যাপ্তিরূপায় বরায় তুতি সন্নিবোধো।

II-দাতা-কণে লক্ষণসংযুক্তে।—উবাহ-তথ।

ও মংতাং দি তৃশাবজ্যেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও প্রজাপতয়ে  
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও নমো নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে  
ও সর্কেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্কাভ্যো দেবীভ্যো  
নমঃ ।

অতঃপর সম্প্রদাতা কুশীতে তুগুল লইয়া বলিবে, “ও কর্তব্যো-  
হস্মিন্ শুভবিবাহকর্মণ ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত”। ব্রাহ্মণগণ  
তিনবার “ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং” এইরূপ বলিবে ।  
পুনরায় দাতা বলিবে— “ও কর্তব্যোহস্মিন্ শুভবিবাহকর্মণ ও স্বত্তি  
ভবন্তোহধিক্রবন্ত”। পরে ব্রাহ্মণগণ পূর্ববৎ “ও স্বত্তি, ও স্বত্তি,  
ও স্বত্তি” বলিবে । পরে সম্প্রদাতা বলিবে, “ও কর্তব্যোহস্মিন্  
শুভবিবাহকর্মণ ও স্বদ্ধিং ভবন্তোহধিক্রবন্ত”। তৎপরে পূর্ববৎ  
ব্রাহ্মণগণ বলিবে “ও স্বদ্ধ্যতাং ও স্বদ্ধ্যতাং ও স্বদ্ধ্যতাং ।”

তদনন্তর কতাদাতা “ও স্যুমং রাজানং বরুণমগ্নি-মম্বারতামহে  
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং ও স্বত্তি ও স্বত্তি ও স্বত্তি”  
এই মন্ত্রে স্বত্তিবাচন করিয়া “ও সূর্য্যঃ সোমো ধমঃ কালঃ সঙ্কো  
কৃতাত্তহঃক্ষণা । পুৰনো দিকৃপতির্ভূমিরাকশঃ খচরামরাঃ । তান্ধং  
শাননমাব্যায় কল্পধর্মিহ সন্নিধিঃ ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বিষ্ণুস্তবণ  
করিয়া বরাতিমুখে কৃতাত্তলি হইয়া বলিবে, “ও সাদু ভবানাত্তাং” ।  
বর— “ও সাক্ষবহাসে ।” দাতা “ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং ।” বর  
“ও অর্চয় ।” পরে দাতা \* আচারাহুসারে জামাতার হস্তে  
নিম্নবাক্যে রক্ত, পুষ্প, অমুরীয়ক, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র দিবে,

---

\* দেশাচার অনুসারে পূর্ব পূর্ব জামাতাগণের বরণ করিয়া  
নুতন জামাতার বরণ করিবে ।

“এতানি পদ্মপুষ্পজ্যোপবীতান্জুহীরকবালাংসি 'ঐ বরায় নমঃ ।’  
 . পরে জামাতা “ঐ বসতি” বলিয়া গ্রহণ করিবে । বরকে এই সময়ে  
 যজ্ঞোপবীত, নূতন বস্ত্র ও অঙ্গুরীয়ক পরিধান করাইবে ।

পরে দাতা পুষ্প ও আতপ ততুল দ্বারা বরের দক্ষিণজাম্ব  
 স্পর্শ করিয়া বলিবে—“বিষ্ণুরোম্ তৎসমস্ত্র অমুকে মাসি অমুক-  
 রাশিহে” তার্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত্র অমুক-  
 প্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রঃ অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র  
 অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রঃ অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেব-  
 শর্মাণঃ পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ, অমুক-  
 গোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত্র  
 অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র  
 অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ ত্রীমতীঃ অমুকী-  
 দেবীঃ কস্তাঃ শুভবিবাহেন দাতুমৈতি: পাশাদিত্তির্য্যাক্য বরদেন  
 ভবত্তমহং বৃণে ।” বর—“ঐ বৃতোহস্মি ।” সম্প্রদাতা—“ঐ  
 বধাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু ।” জামাতা—“ঐ বধাজ্ঞানং করবামি ।”

অনন্তর দাতা সম্প্রদানস্থলের উত্তরভাগে একটি গাভী বন্ধন  
 করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন । পরে জীগণ বস্ত্রাক  
 অস্ত্রপুণ্ড্রে লইয়া জী-আচার করিবেন এবং সেইস্থানে অথবা  
 সম্প্রদানস্থানে বরকস্তার পরস্পর মুখদর্শনও করাইবেন ।

পরে সাজদাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।—

“প্রজাপতির্ষ বিরহুত্পৃহ্নোহর্হণীয়া গোর্দেবতা গবোগম্বাপনে  
 বিনির্যোগঃ । ঐ অর্হণাঃ পুত্রবাসসা ধেনুহরতবদ্ যো মে না নঃ  
 পরম্বর্তী হুহানুত্তরানুত্তরাং সমাম্ । পরে জামাতা “প্রজাপতি-  
 র্ণ বির্গারব্রীজ্ঞনো বিরাক্দ্দেবতা উপবিশদর্হণীরজপে বিনিয়োগঃ ।

ও ইদমহনিমাং পত্নাং বিরাজমবাচ্ছাদিতাঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন ।

অনন্তর সম্প্রদাতা একটা বিটর \* লইয়া “ও বিটরো-বিটরো-বিটরঃ প্রতিগৃহতাং” বলিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিবেন এবং জামাতা “ও বিটরঃ প্রতিগৃহামি” বলিয়া বিটর গ্রহণ করতঃ “প্রজাপতিঋষিরহুত্পু-ছন্দ ওষধো দেবতা বিটরস্তাসনদানে বিনিরোগঃ । ও যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞীর্ষহীঃ শতবিচক্ষণাস্তামহমশ্বিনাসনেহচ্ছিত্রাঃ শশ্ব যচ্ছত । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামতা আপনায় আসনে উত্তরাগ্র বিটর রাখিয়া তত্পরি উপবেশন করিবেন । পরে সম্প্রদাতা আর একটা বিটর লইয়া পুনর্বার বলিবেন,—“ও বিটরো বিটরো বিটরঃ প্রতিগৃহতাং” এবং জামাতা পূর্ববৎ “ও বিটরঃ প্রতিগৃহামি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রহণ করতঃ “প্রজাপতিঋষিরহুত্পু-ছন্দ ওষধো দেবতা বিটরস্ত পাদরোরধস্তাদানে বিনিরোগঃ । ও যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞীর্বেষ্টিতাঃ পৃথিবীমহু তা মহমশ্বিন্ পাদরোরচ্ছিত্রাঃ শশ্ব যচ্ছত” এই মন্ত্রে উভয় পদতলে উত্তরাগ্র বিটর অর্পণ করিবে । পরে সম্প্রদাতা কুলীতে জল লইয়া বলিবেন,—“ও পাত্নাঃ পাত্নাঃ পাত্নাঃ প্রতিগৃহতাং” জামাতা সেই কুলীসহ জল-গ্রহণ করিয়া বলিবেন “ও পাত্নাঃ প্রতিগৃহামি” এই মন্ত্রে কুলী ভূমিতে স্থাপন করিয়া দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

“প্রজাপতিঋষির্কিরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদ-

\* সাগ্র পঞ্চবিংশতি কুলীপত্র দ্বারা বামাবর্তে অধোমুখ ক্রমে ছইবার বেঁটন করিলে বিটর হয় । উর্ধ্বকেন্দ্রা ভবেদ্রক্সা লব্ধকেন্দ্র বিটরঃ । দক্ষিণাবর্তকো ব্রহ্ম বামবর্তক বিটরঃ ॥

‘প্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষে বিনিয়োগঃ । ও বতো দেবীঃ প্রতিপত্তা-  
ম্যাপন্ততো মা ঋক্ষিরাগচ্ছতু ॥’

পরে জামাতা ঐ জল হস্তে লইয়া—

“প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্ গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সব্যাপাদপ্রক্ষালনে  
বিনিয়োগঃ । ও সব্যং পাদমবনেনিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত জল বায়পদে দিবেন । পুনর্বার এক  
অঞ্জলি জল লইয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপাদে প্রদান  
করিবেন । মন্ত্র যথা,—

“প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্ গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদ-  
প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ ও দক্ষিণং পাদমবনেনিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে  
শ্রিয়মাবেশয়ামি” ।

পুনরপি এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে উত্তর  
পদে জল দিবে । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্ গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ  
শ্রীর্দেবতা উত্তরপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ । ও পূর্বমত্তমপরমত্তমভৌ  
পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রশুদ্ধ্যা অভয়স্তাবরুজৌ ॥”

অনন্তর সম্প্রদাতা দূর্বা ও আতপতণ্ডুলমিশ্রিত জলরূপ অর্ঘ্য  
ভাত্রপাত্রে লইয়া,—“ও অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ।” এই মন্ত্র  
পাঠ করিয়া, জামাতার হস্তে দিবেন, জামাতা “ও অর্ঘ্যং প্রতি-  
গৃহ্যামি ।” বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরর্ঘ্যং দেবতা  
অর্ঘ্য-প্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও অরস্ত রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীন্তে ভূয়াসং ।”  
এই মন্ত্রে গৃহীত-অর্ঘ্য নিজমস্তকে দিবেন ।

পরে সম্প্রদাতা পুনর্বার এক কুণ্ডী জল লইয়া —“ও আচমনীয়-  
মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া জামাতাকে দিবেন ।  
জামাতা ঐ জল গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন,—“প্রজা-

পতিঋষিরাচমনীয়ং দেবতা অ্যুচনুনীরাচবনে বিনিয়োগঃ । ও  
যশোহসি যশো মরি ধেহি” ।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ উত্তরাত্ত হইয়া ঐ জল দ্বারা আচমন  
করিবেন ।

পরে দাতা কাংশ্রপাত্রে মধুপর্ক \* গ্রহণ করিয়া তাহা পাত্ৰাঙ্কর  
দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ “ও মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রত্ৰি-  
গৃহতাং” এই মন্ত্রে জামাতাকে দিবেন । জামাতা “ও মধুপর্কং  
প্রত্ৰিগৃহামি” বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণপূর্বক “প্রজাপতিঋষিমধুপর্কো  
দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও যশো যশোহসি”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত মধুপর্ক ভূমিতে স্থাপন করতঃ প্রজা-  
পতিঋষিমধুপর্কোদেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রাহনে বিনিয়োগঃ । ও  
যশো ভক্ষোহসি মহসো ভক্ষোহসি ঐর্ভক্ষোহসি শ্রিয়ং মরি  
ধেহি ।” এই মন্ত্রে তিনবার মধুপর্ক আত্মাণ করিবে, পরে অমন্ত্রক  
একবার আত্মাণ করিবে । অনন্তর গোমোচনা কুঙ্কুমাদি মাজলিক  
দ্রব্যলিপ্ত বরের দক্ষিণ হস্তের উপর মাজলিক দ্রব্যলিপ্ত কঙ্কার  
দক্ষিণহস্ত\* স্থাপন করিয়া পতিপুত্রবতী সোভাগ্যশালিনী রমণী

• উলুঞ্চনি করতঃ “ও ব্রহ্মা বিষ্ণুচ্চ রুদ্রচ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবৃভো ।  
তে ভবা গ্রহ্মিনিলয়ং দগতাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।” এই মন্ত্রে কুশদ্বারা  
বা পুষ্পদ্বারা দ্বারা উত্তরের হস্ত এক যোগে বন্ধন করিয়া খটের  
উপর স্থাপন করিবে । ঐ হাতের উপর কঙ্কাচ্ছাদনের গামছা দিবে ।

পরে সম্ভ্রাদাতা শুদ্ধচিত্তে কুশ, তিল তুলসী ও পুষ্পযুক্ত জলপাত্রে  
গ্রহণ করিয়া বামহস্তে কঙ্কার হস্তের উপরে প্রদত্ত গামছাধানা

\* স্মৃত, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যের একত্র মিশ্রণকেই মধুপর্ক  
বলে ! তথাচ “দধিমধু স্মৃতং কাংশ্রমু পিহিতং কাংশ্রম ।

ধারণ করতঃ কুশল জল দ্বারা অর্চনা করিবেন : যথা,—“ও এতন্ত  
 “সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারৈ কক্কাটৈ নমঃ” এই বাক্যদ্বারা ত্রিনবায়  
 কক্কার হস্তের উপরে জল দিয়া পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ও  
 এতন্ত্ৰৈ সৎস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কারৈ কক্কাটৈ নমঃ” বলিয়া কক্কার উপর  
 একটী গন্ধপুষ্প দিবেন, পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতদদিপতয়ে  
 প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ”  
 এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্চনা করিবেন ।

তৎপরে দাতা পূর্বপাত্রস্থ জল দ্বারা “ও বিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ  
 পুনাতু” বলিয়া অভ্যঙ্গন করত দক্ষিণ হস্তের অন্তষ্ঠানুলী দ্বারা  
 কক্কাটকে স্পর্শ করিয়া বামহস্ত দ্বারা কক্কাটকে ধারণ করত  
 দক্ষিণহস্ত কোণার মধ্যে স্থাপনপূর্বক “বিষ্ণুরৌ তৎসদোমস্ত  
 অমুকে নাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে অমুকভিদৌ  
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকামঃ” \* “অমুকগোত্রস্ত  
 অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত অমুক-  
 প্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
 অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুক-  
 দেবশর্মণে বরায় । অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ  
 প্রপৌত্রীঃ অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্ত . অমুক দেবশর্মণঃ  
 পৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রীঃ  
 অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীমতী অমুকীদেব্যভিধানাঃ কক্কাঃ,  
 অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুক-  
 গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত

---

\* অস্ত্র কোল কামনা থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবে যথা—  
 পিতৃঃ স্বর্গকার ইত্যাদি—

অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
 অমুকদৈশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেব-  
 শর্মাণঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ  
 অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীঅমুকীদেবাভিধানাঃ কন্তাঃ অমুক-  
 গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রায়  
 অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত অমুক-  
 প্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় অমুকগোত্রায় তুভ্যং, অমুকগোত্রস্ত অমুক-  
 প্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
 অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রী অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেব-  
 শর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রীমতী অমুকীদেবাভি-  
 ধানাঃ কন্তাঃ বাসোবুগাচ্ছাদিতাঃ সাল্যাক্ষরাঃ প্রজাপতিদেবতাকা-  
 মহং সম্প্রদদে ।

এই বলিয়া দাতা বর-কন্তার হস্তদ্বয়ের উপর ত্রিপত্র ও  
 তিলনঃযুক্ত জল দিবে ।

পরে বর—“ওঁ স্বস্তি” বলিয়া একবার গায়ত্রী পাঠপূর্বক ‘ওঁ  
 কন্তেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা’ বলিয়া কামস্ততি পাঠ করিবে । যথা—

“ওঁ ক ইদং কন্তা অদাৎ কামঃ কামারদাৎ কামো দাতা  
 কামঃ প্রাতঃপ্রীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশং কামেন ওঁ প্রতিগৃহীতম  
 কামৈততে ।”

পরে দাতা নক্ষিণীকরিবে । যথা—বিষ্ণুর্যে । অমুক  
 সানি অমুকরাশিহে ভাস্কর্যে অমুকে পক্ষে অমুকগোত্রঃ  
 শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া । কন্তেঃ প্রাপ্তকাক্ষিককন্তা-



সম্প্রদায়িকঃ প্রতিষ্ঠাং দক্ষিণামেতং কাঞ্চনং তুলাং বা ত্রিবিধ-  
দৈবতং অমৃকগোত্রায় অমৃকপ্রবরায় ত্রিঅমৃকদেবশ্রম্ণে বরায়  
‘তুভামহং সম্প্রদাদে ।’

পরে জামাতা,—“ও স্বস্তি” বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবে।  
এই সময় দাতা “এতানি যৌতুকদ্রব্যানি ও বরায় নমঃ” বলিয়া  
যৌতুক দ্রব্যাদি জামাতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে কোন  
পতিপুত্রবতী স্ত্রী বধু ও বরের বস্ত্রধরের অগ্রভাগ একত্র করিয়া  
একটা গাঁইট বাধিয়া দিবে। \* পরে দাতা কুশগ্রাস্থ খুলিয়া  
ভক্তার দক্ষিণে কণ্ঠ্যকে উপবেশন করাইবেন, এবং এই সময়  
বর্-কণ্ঠ্যকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পরস্পরের মুখদর্শন করাইবে।  
তৎপরে নাপিত “গৌগৌঃ” শব্দ উচ্চারণ করিলে, বর নিম্নলিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিবে।—

“প্রজাপতিঋষির্কৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দেবতা পূর্ববরুগবীমোক্ষণে  
বিনিয়োগঃ। ও ‘মৃক গাং বরুণপাশাদ্ধিষন্তঃ মেহাভিধোহি তং  
জহুম্য চোভয়োকুংসৃজ গামন্তু তৃণানি পিবতুদকং।’ পরে  
নাপিত গো-বন্ধন খুলিয়া দিলে জামাতা পুনর্বর পাঠ করিবে—  
“প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো গৌর্দেবতা গবাতুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।  
ও মাতা কজ্রাণাং দুহিতা ধনুনাং স্বদাদিত্যানামমৃতস্ত্র নাভিঃ  
প্রণুবোচং চিচ্চিকুবে জনায় মাগামনাগা-মদিতং বধিষ্ট।

অনন্তর দাতা “কুঠৈতং কণ্ঠ্য দানকস্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিয়া

\* কোন কোন দেশে গ্রন্থিধ্বজনে একটা মন্ত্র পঠিত হয় যথা,—  
ও শচী মংক্সত্ব স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। রোহিণী চ যথা সোমে  
দময়ন্তী যথা নলে। যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যক্কতী।  
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীতথা কুঃ ভব তর্করি।

অগ্নিপ্রাধিকার্য করিবেন, পরে “ও অগ্নেত্যাগি কৃতেন্দ্ৰিয় কৃত্যাদান-  
কশ্মনি বৎকিঞ্চিৎকণ্যং জাতং তদ্যেবপ্রশমনায় ও বিষ্ণুস্মরণমহং  
করিষ্যে” । এইরূপ বাক্য করিয়া “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং”  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া দাতা, ধন ও কন্যা নারায়-  
ণকে প্রণাম করিবে । সস্ত্রদান সমাপ্ত ।

### বিবাহ-হোম ।

সস্ত্রদানান্তর কুশটিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি  
স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপাত্ত (৪৫৭ পৃঃ দেখুন) কুশটিকা করিবে ।

পরে জামাতার কোন বয়স্ক (বহু) ওল-প্রাপ্ত বয়স্ক  
হইতে একটি জল পূর্ণ কুম্ভ হস্তে করিয়া নিজ-শরীর বস্ত্রাবৃত  
করত নিকট হইয়া অগ্নির পূর্বাদক হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়া,  
উত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে । পরে অত্র বয়স্ক পাঁচানদণ্ড  
হাতে লইয়া পূর্ববয়স্কের জায় গমন করত জলকলসগারী বয়স্কের  
পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবে ।

পরে জামাতা অগ্নির পশ্চিমদিকে গমন করিয়া উত্তর-ভাগে  
চারি অঙ্গুলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি শূর্ণে (কুলায়)  
রাখিয়া তৎপশ্চিমে শিলা ও শিলাপুত্র (নোড়া) স্থাপন করিয়া  
তৎপশ্চিম-ভাগে বীরণ-পত্র-রচিত বস্ত্রাবৃত একখানি কট (চেটাই)  
স্থাপিত করিয়া গৃহপ্রবেশ-করণান্তর নূতন দৌতবস্ত্র ও উত্তরায়  
বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জামাকে পরিধান করাইবে । মন্ত্র যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিজ্ঞম্ভীজ্ঞঃ পরিধাপয়িত্বো দেবতা অধোবস্ত্র-  
পরিধাপনম্ বিনিয়োগঃ ১° ও বা অকৃত্তরবয়স্ বা অতরুত বাশ্চ  
দেব্যোহস্তানভিতোহততস্ততাং দেব্যো . অয়সী সংব্যাহুযুধীর্দধি

পরিধেয় বাসঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতাকে অধোভাগে বস্ত্র পরাইবে । পরে—“প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ পিতৃপিতৃয়ো-  
দেবতা উত্তরীয়-বস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ও পার্শ্বদিক দিক  
বাসনৈনাং শতাব্দ্যং কণ্ঠ দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চা  
বহুনি চাখ্যে বিভূতাসি জীবনৈঃ ।” এই বলিয়া যজ্ঞোপবীতের  
আকারে জামাতাকে উত্তরীয় কাপড় পরিধাপন করাইবে ।

পরে স্বামী পত্নীকে অগ্নি অভিষুখী করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ  
করিবে । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ সোমো দেবতা  
পত্নীঃ কন্তানয়ন জপে বিনিয়োগঃ । ও সোমোহদদগন্ধকর  
গন্ধকোহদদগন্ধে । যয়িক পুত্রাংশাদদগন্ধির্মহমথো ইনাং ।”  
তৎপরে পত্নী অগ্নির পশ্চিমদিকে গমনপূর্বক দক্ষিণ পদ-দ্বারা বীরণ  
( বেণা বা বীরা ) পত্র-রচিত বস্ত্র-বেষ্টিত কটকে আন্তর্য-দেশের  
নিকট আনয়ন করিলে, জামাতা পত্নীকে এই মন্ত্র পড়াইবে,—  
“প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ পিতৃপিতৃয়ো-দেবতা কটপাদ-  
প্রবর্তনে বিনিয়োগঃ । ও গ্রামে পতি-বানঃ পত্নাঃ কন্তাং শিবা  
অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং ।” যদি লজ্জাবশতঃ স্ত্রী উক্ত মন্ত্র  
পাঠ না করেন, তবে জামাতা স্বয়ং নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

“প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ পিতৃপিতৃয়ো-দেবতা কন্তা-কটপাদ-  
প্রবর্তনে বিনিয়োগঃ । ও গ্রাম্যঃ পতি-বানঃ পত্নাঃ কন্তাং শিবা  
অরিষ্টা পতিলোকং গমাং ।” পরে স্ত্রী পতির দক্ষিণ-ভাগে কটের  
পূর্বাঙ্গে এবং জামাতা বধূর উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে প্রকৃত কর্ম  
আরম্ভ করণ-জন্য জামাতা একই সমিগ্ন কামন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করিয়া মহাবাহুতি হোম করিবে ( ৩৬৫ পৃষ্ঠা ) । পরে পত্নীর  
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর দক্ষিণ-কক্ষ স্পর্শ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান

হটলে জামাতা পরবর্তী ছয়টি মন্ত্রে ছয় বার আহুতি দিবে। যথা,—  
 “প্রজাপতিঋষি-রতিজগতীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা আজ্যাহোমে বিনি-  
 যোগঃ। ও অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতাত্যঃ সোহন্তৈ প্রজাঃ সুকাতু  
 মৃত্যুপাশান্তদয়ঃ রাজা বরুণোহমৃষভত্যাং যথেরং স্ত্রী পৌত্রমঘঃ ন  
 রোদাৎ স্বাহা ॥ ১ ॥ • প্রজাপতিঋষি-রতিজগতীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা  
 আজ্যাহোমে বিনিযোগঃ। ও ইমামগ্নিস্থারত্যাং গাহণিত্যঃ প্রজামন্তৈ  
 জরদষ্ট্রিঃ কৃণোতু অশুভ্রোপন্থা জীবতামন্ত মাতা পৌত্রমানন্দমতি-  
 বিবৃধ্যতামিরং স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা  
 দেবতা আজ্যাহোমে বিনিযোগঃ। ও ত্তোন্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরুর  
 অশ্বিনৌ চ স্তনধরন্তে পুত্রান্ সবিতাতিরক্ষতাবাসসঃ পরিধানাদ্-  
 বৃহস্পতির্কিষেদেবাশ্চাতিরক্ষত পশ্চাৎ স্বাহা। ৩ ॥ প্রজাপতিঋষি-  
 রতিজগতীচ্ছন্দোহগ্ন্যোদয়ো দেবতা আজ্যাহোমে বিনিযোগঃ। ও  
 মা তে গৃচেষু নিশি ঘোষ উখাদভ্রত্ব যক্ষসত্যাঃ সংবিশন্ত। মা যং  
 রুদত্বার আবধিষ্ঠা জীবপত্নীপতিলোকে বিরাজ পশুস্তি প্রজাং  
 সুমনসস্তমানাং স্বাহা। ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাৎ হতীচ্ছন্দো-  
 হগ্নাদয়ো দেবতা আজ্যাহোমে বিনিযোগঃ। ও অপ্রজস্যাং  
 পৌত্রমর্ত্যাং পাপ্যানমৃতবা অদং শীর্ষাঃ অজমিবোমুচ্য বিবৃত্যঃ  
 প্রতিমৃক্ষাষি পাশং স্বাহা। ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিরুতীক্ষিচ্ছন্দো  
 বৈবস্বতো দেবতা আজ্যাহোমে বিনিযোগঃ। ও পঠেতু মৃত্যুরমৃতং  
 ন আগাঠৈবস্বতো নোহভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোহমৃপরে হি পর্হা  
 বর নোহন্ত ইত্যমো দেববানাক্ককৃষ্মতে শৃগতে তৈ শ্রবীষি মানঃ  
 প্রজাঃ রীরিবো মোত বীরান্ স্বাহা। ৬ ॥” এই নিয়মে ছয়টি  
 আহুতি প্রদান করিয়া পরে বাস্তবসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবে  
 (৪৬৫ পৃষ্ঠা)। তৎপরে, বর কুব-দ্বারা গৃহীত-মৃত চারিবার

ককের উপর দিয়া—“ও অগ্নে স্বাহা” এই বালক আশ্রয়  
উত্তরাংশে পূর্বাভিমুখী যুতধারা দিয়া পুনরায় পূর্ব-ক্রমে যুত  
লইয়া,—“ও সোমায় স্বাহা” এই বস্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ-ভাগে পূর্ববৎ  
পূর্বাভিমুখী আজ্ঞা ধারা দিবে ।

### অথ লাজ-হোম ।

বধূর সহিত বর উত্তিত হইয়া বধূকে বরের সম্মুখে আনিয়া  
বধূর পৃষ্ঠ-দেশস্থ জামাতা দুই হস্ত নিজের দুই হস্ত-দ্বারা অঞ্জলি  
রূপে ধারণ করিবেন, পরে বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অজ্ঞ কোন  
ব্রাহ্মণ পূর্ব স্থাপিত সমীপর-মিশ্রিত লাজ (ঐখ) লইয়া বধূকে  
পুরোক্তাগে অবস্থিতশিলার দক্ষিণপদ প্রেরণ করাইবেন । জামাতা  
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—“প্রজাপতিঋষিরহুট্‌প্-  
ছন্দোহম্মা দেবতা অশ্বাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ও টমস্মানমারো-  
হান্মেব ঙং স্থিরা ভব বিষন্তমপবাস্থ মা চ ঙং বিষতামধঃ ।”  
পরে জামাতা বধূর অঞ্জলিতে একবার যুতধারা দিবে, পরে  
কঙ্কার মাতা, ভ্রাতা বা অজ্ঞ ব্রাহ্মণ বধূর অঞ্জলির উপর চারি-  
বার লাজ (ঐখ) প্রদান করিলে পতি সেই অঞ্জলিতে দুইবার  
যুতধারা দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক বধূর অঞ্জলি অভিন্ন  
রাখিয়া অগ্নিতে মিক্ষেপ করিবে । মন্ত্র যথা—“প্রজাপতিঋষি-  
রুপরিষ্টাঙ্কোতিস্মতীছন্দোহম্মির্দেবতা লাজ-হোমে বিনিয়োগঃ ।  
ও ইং নার্যুপক্রতেহমৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্ত মে পতিঃ  
শতং বর্ষাণি জীবহেৎস্তাং জাতরো মম স্বাহা” । পরে বর  
বধূকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি-  
প্রদক্ষিণ করিবে । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিরহুট্‌প্‌ছন্দঃ কঙ্কা

দেবতা কত্মা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ও কত্মা পিতৃভ্যঃ পতি-  
লোকং যতীরমপদীকামঘটে। কত্মা উত স্বরা বয়ং দারা উদত্তা  
ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।”

পতি পুনর্বার পূর্বমত বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে  
দাঁড়াইবে এবং পূর্ববৎ বধূকে শিলারোহণ করাইলে, জামাতা  
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপছন্দো-  
হুয়া দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ও ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব  
ঔ স্থিরা ভব দ্বিবস্তমপবাধস্ব মা চ ঔং দ্বিষতামধঃ।” মন্ত্র পাঠ  
করা হইলে পরে স্বামিদত্ত দ্বতধারায়ুক্ত অঞ্জলির উপর তর্জয়ার  
মাতা ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ-দ্বারা পূর্ববৎ গোত্র-প্রবরা-  
হুসারে ঐ দেওয়া হইলে, জামাতা ঐ ঐধর উপর হইবার দ্বত  
দিয়া, নিম্ন বস্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষিকপরিষ্টা-  
মুহুতীচ্ছন্দঃহর্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ও অগ্ন্যমণং  
হু দেবং কত্মা অগ্নিমধকত স ইমাং দেবোহর্যমা প্রেতো মুকাতু  
মামুত স্বাহা।” অনন্তর জামাতা কত্মাকে অগ্রে রাখিয়া নিম্ন-  
লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবেন। যথা,—প্রজাপতি-  
ঋষিস্তিষ্টুপছন্দঃ কত্মা দেবতা কত্মা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ও  
কত্মা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীরমপদীকামঘটে কত্মা উত স্বরা  
বয়ং দারা উদত্তা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।” পরে পূর্ববৎ বধূ  
অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন, কত্মার মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ  
শিলা আক্রমণ করাইলে, বর মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—  
“প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপছন্দোহুয়া দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ।  
ও ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ঔ স্থিরা ভব দ্বিবস্তমপবাধস্ব মা চ ঔং  
দ্বিষতামধঃ।” পরে পূর্বক্রমাহুসারে বধূর অঞ্জলিতে বক্ষ্যমাণ

মন্ত্র পড়িয়া ঠৈ ও স্তুতধারা দিলে পূর্ববৎ "হোম" করিবেন ।  
 যথা,—“প্রজাপতিঋষিরূপরিষ্টাঙ্কহতীচ্ছনঃ পূবা দেবতা লাজহোমে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ পূষণং হু দেবং কন্ডা অগ্নিমধকত স ইমাঃ  
 দেবঃ পূবা প্রেতো মুঞ্চাতু বামুত স্বাহা ।” পরে জামাতা  
 কন্যাকে অস্ত্রে করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিকে  
 প্রদক্ষিণ করিতে২ জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—“প্রজা-  
 পতিঋষিষ্টিপুচ্ছনঃ কন্যা দেবতা কন্যা-পরিধরণে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ কন্যালা পিতৃভাঃ পতিলোকং যতীমমপদীকামঘটে কন্যা উত  
 ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।”

‘পরে জামাতা শূর্পের (কুলার) উত্তর-ভাগে একবার স্তুতধারা  
 দিবেন । তৎপরে অবশিষ্ট লাজ ( ঠৈ ) শূর্পে স্থাপন করিয়া  
 তদুপরি দুইবার স্তুত দিয়া পূর্ববৎ অভেদে বধুর অঙ্গলি গ্রহণ  
 করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে শূর্পস্থ লাজ সমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন ।

মন্ত্র যথা—“ওঁ অগ্নয়ে ঐষ্টিকুতে স্বাহা ।”

### অথ সপ্তপদীগমন ।

ঈশান-কেপে সাতটি মণ্ডলিকা দিয়া জামাতা বামপদদ্বারা  
 ক্রমে সেই সাতটি মণ্ডলিকায় বধুর দক্ষিণ পদ আক্ৰমণ করাইবে ।  
 বধুর বাম পদ সে স্বয়ং টানিয়া লইবে । জামাতা বধুকে বলি-  
 বেন “সা বামপাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রাময়” । পরে জামাতা  
 নিম্নলিখিত একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটা মণ্ডলিকায় বধুর  
 দক্ষিণ চরণ লইয়া যাইবেন । মন্ত্র সাতটি যথা—“প্রজাপতিঋষি-  
 যেরূপাধিরাট্ঠিন্দো বিকুর্দ্দেবতা পাদাক্রমেন বিনিয়োগঃ ওঁ এক  
 বিবে বিকুর্দ্দা নয়কু ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিধিপাধিরাট্ঠিন্দো বিকুর্দ্দেবতা

বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ও ত্রে উর্জ্জ বিক্ষুণ্ণা নয়তু ॥ ২ ॥ প্রজা-  
পতিঋষিঃ পাদাধিরাটুছন্দো বিক্ষুণ্ণেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ ।  
ও জ্যোতি ব্রতায় বিক্ষুণ্ণা নয়তু ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ চতুস্তূপাদাধিরাটু-  
ছন্দো বিক্ষুণ্ণেবতা চতুস্তূপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ও চত্বারি  
মারোভবায় বিক্ষুণ্ণা নয়তু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ পঞ্চপাদাধিরাটু-  
ছন্দো বিক্ষুণ্ণেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ও পঞ্চপদন্তো  
বিক্ষুণ্ণা নয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ষট্পাদাধিরাটুছন্দো বিক্ষুণ্ণেবতা  
ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ও ষড়্রায়স্পোষায় বিক্ষুণ্ণানয়তু ॥ ৬ ॥  
প্রজাপতিঋষিঃ সপ্তপাদাধিরাটুছন্দো বিক্ষুণ্ণেবতা সপ্তপাদাক্রমণে  
বিনিয়োগঃ । ও সপ্তসপ্তন্তো হোত্রন্তো বিক্ষুণ্ণা নয়তু ॥ ৭ ॥”

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধুকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ।  
যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ স্যামিকী পঙ্ক্তচ্ছন্দঃ কত্মা দেবতা  
পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ । ও সখা সপ্তপদীভব সখ্যাস্তে  
গমেয়ং । সখ্যাস্তে মা যোষাঃ সখ্যাস্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ ।” পরে বিবাহ  
দর্শনার্থ-সমাগত-ব্যক্তিদিগকে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহ্বান  
করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃচ্ছন্দ আশান্ত্যমানা দেবতা  
বিবাহ-প্রেক্ষক-জনানুসরণে বিনিয়োগঃ । ও সূর্যলগ্নীরিকং বধুরিমাং  
সমেত পশুত সৌভাগ্যমস্তৈ দধ্বা যথাস্তং বিপবেতন ।” পরে  
পূর্ব্বহাপিত জল-কলস-ধারী বন্ধু অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্তপদী-  
স্থানে আসিয়া পূর্ব্বরক্ষিত কলস হইতে জল লইয়া রত্নের মস্তকে  
অভিষেক করিবেন, জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিঃ পৃচ্ছন্দো বিবেদেবা দেবত্বা মৃদ্ধাভিষেচনে বিনি-  
য়োগঃ । ও সমস্ত বিবেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ লম্বাতরিত্বা



সদ্ধাতা সমুদেষ্টী দদাতু নো ।” অতঃপর যানাতা ঠিকমতে বধুকে  
অভিষেক করিবেন ।

### অথ পাণিগ্রহণ ।

অনন্তর জামাতা অধোমুখস্থিত বাহুহস্তদ্বারা কন্ডার অঙ্গলি  
এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা উত্তানভাবাপন্ন বধুর অন্তর্ভুক্তের সহিত দক্ষিণ  
কর গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—  
“প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রীষ্টুপ্ছন্দোভগাদয়ো দেবতা গৃহীত-কন্ডা-পাণেঃ  
পত্যুর্জপে বিনিয়োগঃ । ও গৃভ্রামি তে সৌভগদ্বার হস্তং ময়া  
পত্যা অরদষ্টির্যধাসঃ । ভগোহর্যমা সবিতা পুরোক্ষিমহ্যং তাদু-  
র্গার্হপত্যায় দেবোঃ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রীষ্টুপ্ছন্দঃ কন্ডা দেবতা  
গৃহীতকন্ডাপাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিয়োগঃ । ও অঘোরচক্ষুরপতি-  
য়েষি শিবা পশুভ্যাঃ সূমনাঃ সূবর্চাঃ বীরশু-জীবশু-দেবকামা  
জ্ঞান শং নো ভব দ্বিপদেশং চতুশ্পদে ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষি-  
জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা গৃহীতকন্ডাপাণেঃ পত্যুর্জপে বিনি-  
য়োগঃ । ও আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিয়াজরসায়-সমনক্ত্যর্যমা ।  
তাহর্ষদ্বলীঃ পতিলোকমাবিশ শরো ভব দ্বিপদেশং চতুশ্পদে ॥ ৩ ॥  
প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ছন্দ ইজ্রোদেবতা গৃহীতকন্ডাপাণেঃ পত্যুর্জপে  
বিনিয়োগঃ । ও ইমাং তমিহ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি দশান্তাঃ  
পুত্রানাহেহি পতিমেকাদশং কুরু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ছন্দঃ  
কন্ডা দেবতা গৃহীত-কন্ডা-পাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিয়োগঃ । ও  
সম্রাজী স্বপ্তরে ভব সম্রাজী স্বপ্তাঃ ভব ননান্দরি চ সম্রাজী ভব  
অধিদেবু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রীষ্টুপ্ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা  
গৃহীত-কন্ডা-পাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিয়োগঃ । ও মম ব্রতে তে

কনয়ঃ দধাতু মম চিত্তমিহ চিত্তং ভুঞ্জত । মম বাচমেকমনা কুশল  
বৃহস্পতিভ্য নিযুনক্তুমহং ॥ ৬ ॥ পরে বধূর সহিত বর অগ্নি-সমীপে  
আসিয়া ব্যস্তমস্ত মহাব্যাহতিহোম করিবে । ( ৪৬৫ পৃঃ দেখুন ) ।

### অর্ধ উত্তর-বিবাহ ।

জামাতা পূর্ব্বৎ ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত  
ছয়টি মন্ত্রে ছয়টি আহুত দিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরহুপু-  
ছন্মঃ কস্তা দেবতা উত্তরবিবাহে পানি-গ্রহণস্তাভ্যাহোমে বিনিয়োগঃ ।  
ও লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহত্যা  
সর্ক্সানি শময়াম্যহং স্বাহা । ১ ॥ \* ও কেশেষু বচ্চ পাপকর্মীক্ষিতে  
কুদিতে চ যং । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্ক্সানি শময়াম্যহং স্বাহা । ২ ॥  
ও শীলে বচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যং । তানি তে  
পূর্ণাহত্যা সর্ক্সানি শময়াম্যহং স্বাহা । ৩ ॥ ও আরোকেষু চ দন্তেষু  
হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যং । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্ক্সানি শময়াম্যহং  
স্বাহা । ৪ ॥ ও উরোরূপেষু জজ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে  
তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্ক্সানি শময়াম্যহং স্বাহা । ৫ ॥ ও যানি  
কানি চ বোরানি সর্ক্সেষু তবাভান্ । পূর্ণাহতিভিরাভ্যস্ত সর্ক্সানি  
তাভীশমং স্বাহা । ৬ ॥”

অনন্তর বর বধূর সহিত বাহিরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র  
পাঠ করাইয়া ঋব দর্শন করাহবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষির  
হুহুপছন্দো ঋবোদেবতা ঋব-দর্শনে বিনিয়োগঃ । ও ঋবমসি  
ঋবাহং পতিকূলে ভূয়সম্ ॥ শ্রীঅমুকদেবশরণঃ শ্রীঅমুকী দেবী

\* অপর পাটগী মন্ত্র পাঠের পূর্বেই প্রজাপতিঋষি ইত্যাদি  
পাঠ করিবে ।

অহং \* । বর পুনর্ব্বার পত্নীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া  
 'অরুন্ধতী দর্শন' করাইবেন,—“প্রজাপতিঋষিরতুষ্টপুচ্ছনঃ দেবতা  
 দেবতা অরুন্ধতী-দর্শনে বিনিয়োগঃ । ঐ অরুন্ধতাবরুন্ধাতম্যি ॥”  
 অনন্তর বধূকে দর্শন করিতে করিতে বর এই মন্ত্র পাড়িবেন ।  
 যথা,—“প্রজাপতিঋষিরতুষ্টপুচ্ছনঃ কন্না” দেবতা কন্নাভুমত্বেণে  
 বিনিয়োগঃ । ঐ ঋবা ঔরাবা পৃথিবী ঋবঃ বিশ্বমিদং জগৎ ।  
 ঋবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ঋবা স্ত্রী পত্নিকুলে ইহম্ ।”

পরে বধু পতির গোত্র উচ্চারণ করিয়া বক্ষ্যমাণরূপে তাঁহাকে  
 অভিবাদন করিবে, যথা,—“অমুকগোত্রা স্ত্রীঅমুকীদেব্যাং ভো  
 অভিবাদয়ে” । পরে পতি পত্নীকে প্রত্যভিবাদন করিবেন । মন্ত্র  
 যথা,—“আয়ুষ্যতী ভব সৌম্যো ।”

অনন্তর পতিপুত্রবতী রমণীগণ আশ্রপল্লাবাসিত জল-পূর্ণ কলস  
 চাইতে জল লইয়া কন্না ৩ বরকে স্নান করাইবেন । পরে জামাতা  
 অগ্নিতে সমিধ নিক্ষেপ করিয়া বাস্তসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবে ।

### অথ ভোজন-ধৃতি-হোম ।

জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্কারলবণ-বর্জিত হৃদিষ্ঠ্যভোজন  
 করিবেন । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিরতুষ্টপুচ্ছনোহন্নঃ দেবতা  
 অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ । ঐ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ  
 পুশ্চিনা । বয়ামি সত্যগ্রহ্মনা মনশ্চ হৃদয়ক তে ॥ প্রজাপতিঋষির-  
 তুষ্টপুচ্ছনঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোহৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ ।  
 ঐ যদেতদহৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম । যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত  
 হৃদয়ং তব ॥ প্রজাপতিঋষিরপাজ্জগত্ৰীক্ষনোহন্নঃ দেবতা অন্নস্তো

\* অমুকদেবগণঃ স্থলে বধু স্বামীর নাম ও “অমুকী দেবী”  
 স্থলে নিজের নাম উল্লেখ করিবেন ।

বিনিয়োগঃ। ঐ. অন্নং প্রাণস্ত পঙ্ক্তিশস্তেন বন্ধামি আসৌ ॥  
( অসৌ স্থলে পত্নীর সম্বোধনাস্ত নাম বলিবেন । )

পরে বর ভোজন করিয়া ভূক্রাবশিষ্ট স্রোকে দিবেন । ঐ দিন  
ইহাতে জিরাফি পর্যন্ত দম্পতি অক্ষয়লবণ, ভোজন করিবেন এবং  
স্রকচর্য্য অবগধন করতঃ মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন । পরে বর  
নিম্ন-মস্ত পাঠ করিয়া বধূঃ রথারোহণ করাইয়া স্বর্গ হ গমন  
করিবেন । “যথা—প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ কথ্য দেবতা যান্না-  
রোহণে বিনিয়োগঃ। ঐ অকিঃ শুকং শাশলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণ-বর্ণং  
সুহৃৎ সুহৃৎ । আরোহ স্যোহমুতস্ত নাত্তিঃ স্ত্রোতঃ পত্যো  
বহুঃ কণ্ঠ ॥”

পরে বর পত্নীর সহিত গগন-কালে নিম্নমস্ত পাঠ করিয়া চতুঃপা-  
ত্রভৃতিকে প্রার্থনা করিবেন । যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পিতৃপুত্রঃ  
পিতৃনো দেবতাঃ চতুঃপাত্রমস্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ঐ মা বিদন্ পরি-  
পহিনো য আসৌদন্তি দম্পত্য স্ত্রুগেতি দুর্গমতীতা মণযাশ্চরাতয়ঃ।”  
পরে যান ইহাতে অবতরণ করিয়া বাসদেবা-গাম করতঃ বধূকে  
যুগ্মপ্রবেশ করাইবেন ।

তৎপরে সোভাগ্যশালিনী পুত্রবতী মধবা ব্রাহ্মণরমণীগণ মঙ্গলাচরণ  
পূর্বক পূজাগ্র আত্মত রক্তবর্ণ বৃষস্বর্ষের উপর কস্তাকে উপবেশন  
করাইলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন । “যথা,—“প্রজাপতি-  
ঋষিরমুত্পুত্রঃ পিতৃনো দেবতা অনভুক্তঃ স্যাপবেশসে বিনিয়োগঃ ।  
ঐ ইহ গাবঃ প্রজাপতিঋষিঃ ইহো পুত্রবা ইহো সহো নক্ষিণো-  
হপি পুবা যিষীদতু ॥”

পরে ব্রাহ্মণ-স্রীগণ কস্তার ক্রেড়ে কোন স্ত্রুক্ষণ ব্রাহ্মণ  
কুমারকে বসাইয়া তাহার হস্তে শাসুক-মূল বা কল প্রদান করিবে ।

অনন্তর জামাতা পত্নীর জোড় হাতে কুমারকে উঠাইয়া পূর্বোক্ত  
কুশ ওকা-বিধানে ধুতি নামক অগ্নিস্থাপন, সমিধ-প্রক্ষেপ ও ব্যস্ত  
সমস্ত মহাবাহুতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত আটটি মন্ত্রে যুতাহতি  
দিবেন । যথা, “প্রজাপতিঋষির্বৃহতীছন্দো বধূর্দেবতা ধুতি-হোমে  
বিনিয়োগঃ । \* ঔ ইহ ধুতিঃ স্বাহা । ১ ॥ ঔ ইহ স্বধুতিঃ স্বাহা ।  
২ ॥ ঔ ইহ বতিঃ স্বাহা ৩ ॥ ঔ ইহ রমস্ব স্বাহা । ৪ ॥ ঔ ময়ি  
ধুতিঃ স্বাহা । ৫ ॥ ঔ ময়ি স্বধুতিঃ স্বাহা । ৬ ॥ ঔ ময়ি রমঃ  
স্বাহা । ৭ ॥ ঔ ময়ি রমস্ব স্বাহা । ৮ ॥

পরে বর যুতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন  
এবং ভার্যাকে “অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ভো অভিবাদয়ে”  
এই বাক্য বলাইয়া পাতগোত্র উল্লেখ পূর্বক তাহার দ্বারা যন্ত্র  
প্রভৃতিকে অভির্বাদন করাইবেন । পরে বর ব্যস্তসমস্ত মহাবাহুতি  
হোম করিয়া সর্ব-কন্ড-সাধাঙ্গীয়া শাট্যরন হোমাদি বামদেব্য  
গানান্ত উদীচ্য কন্ড ( ৪৬৯ পৃঃ দেখুন ) সমাপন করিয়া কৰ্ম্মকারয়িতৃ-  
ত্রাজ্ঞকে দক্ষণা দিবেন ।

### অথ চতুর্থী-হোম ।

প্রথমতঃ বর, § “ঔ অগ্নেহং শিখিনামা ভব” বলিয়া অগ্নির  
নামকরণ করিবেন, পরে অমন্ত্রক অগ্নিতে একটি সমিধ নিক্ষেপ  
করিয়া মহাবাহুতি হোম করত দক্ষিণ ভাগে স্ত্রীকে উপবেশন  
করাইয়া কুশ-পুষ্প-সমস্তিত জল-পাত্র দক্ষিণে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ

\* আটটি মন্ত্রের পূর্বেরূপ এই পঞ্চিচ্ছন্দটি পাঠ করিবেন ।

§ যদি বিবাহ দিন হইতে চতুর্থ দিনে চতুর্থী-হোম করা হয় তবে  
প্রথমে বর বিরূপাক্ষজপান্ত সাধারণ কুশভিক্ষা করিয়া সমিধ দিবেন ।

মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে কুড়িবার যতাহতি দিবেন এবং প্রত্যেক আহতি শেষে ঋব-সংলগ্ন যতবিন্দু জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন । যথা—  
 “প্রজাপতিঋষিরামহ্ম্যমাণোহগ্নিদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ।  
 ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্নাঃ পানী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ১ ॥  
 প্রজাপতিঋষি-রামহ্ম্যমাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ।  
 ও বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্নাঃ পানী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ২ ॥  
 প্রজাপতিঋষি-রামহ্ম্যমাণশ্চজ্ঞা দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ।  
 ও চজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্নাঃ পানী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ৩ ॥  
 প্রজাপতিঋষি-রামহ্ম্যমাণঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ  
 ও সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্নাঃ পানী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ৪ ॥  
 প্রজাপতিঋষিরামহ্ম্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চজ্ঞ সূর্য্যশ্চতস্ত্রো দেবতা-  
 চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নি-বায়ু-চজ্ঞ-সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তে  
 যুগং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি  
 যাত্নাঃ পানী লক্ষ্মীস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ৫ ॥ প্রজাপতিঋষি-  
 রামহ্ম্যমাণোহগ্নিদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে  
 ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ  
 পতিয়ী তনুস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ৬ ॥ প্রজাপতিঋষিরামহ্ম্যমাণো  
 বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং  
 দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণত্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ  
 পতিয়ী তনুস্তামস্তা অপজ্জহি স্বাহা । ৭ ॥ প্রজাপতিঋষিরামহ্ম্যমাণো

নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ পতিব্রী তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ৮ ॥ প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণঃ  
 সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ । ৯ ॥ সূর্য্য প্রারশ্চিতে  
 ঋং দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ  
 পতিব্রী তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ১০ ॥ প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণঃ  
 অগ্নি-বায়ু-চক্ষু-সূর্য্যো স্ততশ্চৈ দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
 ১১ ॥ অগ্নি-বায়ু-চক্ষু-সূর্য্যো যুগং দেবানাং প্রারশ্চিত্তরস্ব ব্রাহ্মণো বো  
 নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ পতিব্রী তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ১২ ॥  
 প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণোহগ্নি-দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
 ১৩ ॥ অগ্নি-প্রারশ্চিতে ঋং দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্না অপুত্রা তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ১৪ ॥  
 প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণো বায়ু-দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
 ১৫ ॥ বায়ু প্রারশ্চিতে ঋং দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা  
 নাথকাম উপধাবামি যাত্না অপুত্রা তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ১৬ ॥  
 প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণশ্চক্ষু-দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
 ১৭ ॥ চক্ষু প্রারশ্চিতে ঋং দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম  
 উপধাবামি যাত্না অপুত্রা তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ১৮ ॥  
 প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণঃ সূর্য্যো-দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
 ১৯ ॥ সূর্য্য প্রারশ্চিতে ঋং দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা  
 নাথকাম উপধাবামি যাত্না অপুত্রা তনুতামস্তা অপজহি স্বাহা । ২০ ॥  
 প্রজাপতিৰ্ঋষি বিরামদ্রামাণা অগ্নি-বায়ু-চক্ষু-সূর্য্যো স্ততশ্চৈ দেবতা  
 শ্চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ । ২১ ॥ অগ্নি-বায়ু-চক্ষু-সূর্য্যো প্রারশ্চিত্তরো  
 যুগং দেবানাং প্রারশ্চিত্তরঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি

যাতা অপূত্র্যা তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা । ১৫ ॥ প্রজাপতির্বি-  
রামস্ত্র্যামাণোহগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ । ও অগ্নে  
প্রারশ্চিতে স্বঃ দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম  
উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা । ১৬ ॥  
প্রজাপতির্বিরামস্ত্র্যামাণোহগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ । ও  
বারো প্রারশ্চিতে স্বঃ দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম  
উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা । ১৭ ॥  
প্রজাপতির্বিরামস্ত্র্যামাণশ্চত্বো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
ও চত্ব প্রারশ্চিতে স্বঃ দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথ-  
কাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা । ১৮ ॥  
প্রজাপতির্বিরামস্ত্র্যামানঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ ।  
ও সূর্য্য প্রারশ্চিতে স্বঃ দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণস্বা  
নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা । ১৯ ॥  
প্রজাপতির্বিরামস্ত্র্যামাণা অগ্নি-বায়ু চত্ব-সূর্য্য শতত্বে দেবতা-  
শ্চতুর্থীহোমে বিনিরোগঃ । ও অগ্নি-বায়ু-চত্ব-সূর্য্য প্রারশ্চিতে  
স্বঃ দেবানাং প্রারশ্চিতিরসি ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা  
অপশবস্য তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥

তৎপরে বধূরসংহিত বর উঠিয়া উভয়ে একটু উত্তরদিকে বাইরা  
ক্রবলয় ঘূত মিশ্রিত জল-দ্বারা বধূকে অভিষেক করাইবেন । তৎপরে  
দেবীচারণবনতঃ জামাতা বধূর সীমন্তে সিন্দূর, তিলক ও বস্ত্রাদি দিবে ।

পরে প্রোদেশপ্রমাণ ঘূতাক্ত সমিধ অমন্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করিবে, পরে মহাবাহুতি হোম ও শাটায়ন হোমাদি ক্রীড়া-  
সমাপন করিয়া কর্মকাররিচ-ব্রাহ্মণকে দাক্ষিণ্য দিবে ।

ইতি বিবাহকর্ম ।



## অথ নামকরণ ।

পৃথ্বীমুখ্যসারে জননানন্তর একাদশাহে, শতদিনে বা সংবৎসরে নামকরণের কর্তব্যতা অবধারিত হইলেনও আচারবশতঃ দ্বাদশাহে, একাদশিক শতদিনে অথবা জন্মদিনে নামকরণ করিবেন ।

জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা, মাতা পুত্রা সমাগত করিয়া প্রাকপ্রকরণোক্ত পদ্ধতি-অনুসারে বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিবেন । পরে “অগ্নে স্বং প্রার্থিনামা ভব” এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া বিষ্ণু-পাক্ষজপান্ত কুশতিকা-শেষ করত অগ্নিতে অমলক দ্রব্যাক্ত একটী সমিধ প্রক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবেন । পরে মাতা, শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বামীর দক্ষিণ-ভাগে উপস্থিত হইয়া উত্তরশিরা বালককে স্বামীর হস্তে দিবেন । পরে পতির পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তর দিশে গমন করত পূর্বমুখে উপবেশন করিবেন ।

তৎপর পিতা—“ও প্রজাপত্যে স্বাহা,” বলিয়া একবার দ্রব্যাক্ত হস্তি দিয়া কুমারের জন্মতিথি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জন্মনক্ষত্র ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবেন, যথা—

প্রতিপদে, জন্মিলে, ও প্রতিপদে স্বাহা, ও ত্রয়োদশে স্বাহা । দ্বিতীয়ায়,—ও দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা, ও তুষ্টে স্বাহা । তৃতীয়ায়,—ও তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ও জনার্দনায় স্বাহা । চতুর্থীতে,—ও চতুর্থী স্বাহা, ও বসায় স্বাহা । পঞ্চমীতে,—ও পঞ্চমী স্বাহা, ও সোমায় স্বাহা । ষষ্ঠীতে,—ও ষষ্ঠী স্বাহা, ও কুমারায় স্বাহা । সপ্তমীতে,—ও সপ্তমী স্বাহা, ও মুনিকায় স্বাহা । অষ্টমীতে,—ও অষ্টমী স্বাহা, ও কন্যায় স্বাহা । নবমীতে,—ও নবমী স্বাহা, ও শিখাচৈত্যে স্বাহা । দশমীতে,—ও দশমী স্বাহা, ও ধর্মায়

বাহা । একাদশীতে,—ও একাদশীতে বাহা, ও রুদ্রেভ্যঃ বাহা ।  
 দ্বাদশীতে,—ও দ্বাদশীতে বাহা, ও বায়বে বাহা । ত্রয়োদশীতে,—  
 ও ত্রয়োদশীতে বাহা; ও কামদেবায় বাহা । চতুর্দশীতে,—ও  
 ও চতুর্দশীতে বাহা, ও যক্ষেভ্যঃ বাহা । পূর্ণিমায়,—ও পৌর্ণমাসীতে  
 বাহা, ও বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ বাহা । অমাবস্যাতে,—ও অমাব-  
 স্যাটো বাহা, ও পিতৃভ্যঃ বাহা ।”

নক্ষত্রহোম যথা,—ও কৃত্তিকাভ্যঃ বাহা, ও অশ্বিনে বাহা ।  
 রোহিণীভ্যঃ বাহা, ও প্রজাপতয়ে বাহা । ও মৃগশিরসে বাহা,  
 ও সোমায় বাহা ।” (পরে প্রত্যেক নক্ষত্র ও তদধিষ্ঠাত্রী  
 দেবতার আদিত “ও” ও অন্তে “বাহা” যোগ করিয়া হোম  
 করিবেন,—“আর্দ্রাটো, রুদ্রেভ্যঃ । পূনর্ধনবে, অশ্বিনে ।  
 পুষ্ঠাটো, বৃহস্পতয়ে । অশ্লেষাভ্যঃ, সর্পেভ্যঃ । মঘাটো, পিতৃভ্যঃ ।  
 পূর্নকল্পনীভ্যঃ, ভগায় । উত্তরকল্পনীভ্যঃ, অর্ঘ্যে । হস্তাটো, সবিত্রে ।  
 চিত্রাটো, যজ্ঞে । স্বাটো, বায়বে । বিশাখাভ্যঃ, ইন্দ্রাণিভ্যঃ । অশু-  
 রাভ্যঃ, মিত্রায় । জ্যেষ্ঠাটো, ইন্দ্রায় । মূল্যটো, নৈঋতায় । পূর্বা-  
 শ্রাভ্যঃ, অহ্যঃ । উত্তরাশ্রাভ্যঃ, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ । শ্রব-  
 ণাটো, বিষ্ণবে । ধনিষ্ঠাভ্যঃ, বসুভ্যঃ । শতভিষাভ্যঃ, বরুণায় ।  
 পূর্বভাদ্রপদাভ্যঃ, অজৈকপাদায় । উত্তরভাদ্রপদাভ্যঃ, অহি-  
 ত্র্যস্ত্যঃ । রেবত্যা, পুষ্পে । অশ্বিনী, অশ্বিনীকুমারীভ্যঃ । ভরণী,  
 যমায় ।” যে বালক যে নক্ষত্রে জন্মিরাছে, তাহার নামকরণকালে  
 সেই নক্ষত্রের হোম করিবেন ।

পরে পিতা খড়ি ধারী প্রক্টরে রাশ্চাপ্রিত ও দেবতাপ্রিত  
 দুইটা নাম লিখিয়া দুইটা যুতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিবেন । পরে  
 দুইটা দীপশিখায় নাম কল্পনা করিবেন এবং যে নামে প্রদীপ

অধিক প্রচলিত হয়, তাহাই কুমারের নাম হইবে। পরে পিতা পিতামহের মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটা পাঠ করিবেন,—“প্রজাপতিরবিহর্ষভির্দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ । ও কোহসি কতমোহস্ত্রমোহস্তমৃতোহস্ত্রমৃত্যং মাসং প্রকিণ শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ । ১ ॥ প্রজাপতিরবিহরিদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ । ও সত্যাক্ষে পরিদদাত্ত্বহোরাভ্যো পরিদদাত্ত্ব রাত্রিষ্ণহোরাভ্যো পরিদদাত্ত্বহোরাভ্যো বা অর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদাত্ত্ব মাসাভ্যো পরিদদাত্ত্ব মাসাভ্যর্থভ্যো পরিদদাত্ত্ব ঋতবন্ধা সৎসরায় পরিদদাত্ত্ব সৎসরস্বায়ুবে জরায়ৈ পরিদদাত্ত্ব শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ । ২ ॥

“অনন্তর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে বলিলেন, শ্রীঅমুকদেবশর্মায়ং তে পুত্রঃ ।” কুমারের দক্ষিণকর্ণে বলিবেন, শ্রীঅমুকদেবশর্মনারাসি ।”

পরে মাতৃকোড়ে শিশুকে দিয়া পিতা মহাবাহুতিহোম করিয়া, অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ নিক্ষেপ করত শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম করিবেন, পরে কর্মকারয়িতৃ ব্রহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন ।

### অথ অন্নপ্রাশন ।

পুত্রের জন্মদিন হইতে সাবন-গণনার ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কভার উক্ত সাবনগণনার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে জ্যোতিঃ-শাত্ত্বোক্ত শুভদিনে অন্নপ্রাশন করিতে হয় ।

প্রথমে পিতা ‘নান আহিক শেষ করিয়া বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিবেন, পরে, “অগ্নে স্বং শুচিনামাসি,” এইরূপে অগ্নির নামকরণ করিয়া

বিরূপাক্ষপাশুপতীতিকা শেষ করত প্রাদেশপ্রমাণ স্বতন্ত্র একটি সমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবেন ; পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বতাহতি দিবেন । যথা—“প্রজাপতিঋষি-  
র্গার্যত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুশ্পথে অগ্না-  
বাদিত্যাতিমুখস্ত্রাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ও অন্নং বে একচ্ছন্দস্ত-  
মন্নং হে কং তুতেভ্যাহ্নয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্গার্যত্রীচ্ছন্দ  
আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুশ্পথে অগ্নাবাদিত্যাতি-  
মুখস্ত্রাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ও শ্রীর্কী এষা যং সত্তানো বিরোচনো  
ময়ি সত্ব-মবদধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষির্কৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো  
দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুশ্পথে অগ্নাবাদিত্যাতিমুখস্ত্রাজ্যাহোমে  
বিনিয়োগঃ । ও অন্নস্ত স্বতমেব রসন্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি  
স্বাহা । ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুদ্রেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্ত সায়ং  
প্রাতঃ ক্ষুদ্রোমে বিনিয়োগঃ । ও ক্ষুধে স্বাহা । ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ  
ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্ত সায়ং প্রাতঃ ক্ষুৎক্ষুভ্রতোমে  
বিনিয়োগঃ । ও ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা । ৫ ॥ ও প্রাণায়  
স্বাহা । ৬ ॥ ও অপুনার স্বাহা । ৭ ॥ ও সমানায় স্বাহা । ৮ ॥  
ও উদানায় স্বাহা । ৯ ॥ ও ব্যানায় স্বাহা । ১০ ॥

অনন্তর পুনর্বার মহাব্যাহতি-হোম করিয়া অমন্ত্রক স্বতন্ত্র একটি সমিধ অগ্নিতে আহতি দিয়া বামদেব্যাগ্নান্ন উদীচ্য-  
কর্ষ করিবেন । পরে “প্রজাপতিঋষির্কৃহতীচ্ছন্দোহন্নপতিদেবতা  
কুমারস্তান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ ও অন্নপতেহন্নস্ত নো দেহি ষিপ-  
দেশং চতুশ্পদে স্বাহা ।” এই মন্ত্রে বালকের মুখে অন্ন দিবেন ।  
তৎপরে একখানি রেকাবের উপরে যস্তাধার (দোয়াত) লেখনী,  
মুক্তিকা ও টাকা রাখিয়া বালকের সম্মুখে থরিবেন । বালক

সেজ্ঞার যেই বসন্তী সবদে গ্রহণ করিবে সেটাই তাহার কীর্তনের  
এবং অবলম্বন জানিবেন । ইতি সাববেদী অন্ন গ্রহণ ।

### অথ চূড়া-করণ ।

কুলাচার অনুসারে প্রথম বা তৃতীয়বারে চূড়া করিবেন । যদি  
যথাকালে চূড়া অমুষ্ঠিত না হয়, তবে উপনয়ন-দিনে পূর্বে চূড়া  
করিশ পরে উপনয়ন দিবেন ।

চূড়াকরণে পিতা প্রথমতঃ নিত্যকার্য শেষ করিয়া বুদ্ধি-  
শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবেন । পরে “অগ্নে স্বাঃ সত্যনামা ভব”  
এই নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষপাত্ত কুশভিকা শেষ করতঃ  
একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলী কাংস্যপাত্রে উকজল, তাম্রমিশ্রিত ক্ষুদ্র  
ভদভাবে দর্পণ এবং লৌহ-ক্ষুদ্র-হস্ত নাপিত, এবং অগ্নির  
উত্তরভাগে বৃষ-গোময়, তিল, তণ্ডুল, মাষকলায়, সর্বপ ও তিল-  
তণ্ডুল ও মাষকলায়পূর্ণপাত্রত্রয় স্থাপন করিবেন । পরে মাতা  
কুমারকে শুচিবস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত  
অগ্নির পশ্চিমদিকে স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরায়ণ কুশোপরি পূর্ব-  
মুখে উপবেশন করিবেন । পরে পিতা অক্লান্তকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-  
প্রদান দ্বুতীক্ষণ সমিধ্ অগ্নিতে অমলক নিক্ষেপ করিয়া বাস্ত-  
সহস্র মহাধর্ম্মভক্তি-হোম করিবে । তৎপরে পিতা গাত্রোধান  
করত পত্নীর পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষুদ্র-  
পানি নাপিতকে দেখিয়া তাহাকে স্বীয়রূপে ভাবনা করিয়া  
পাঠ করিবেন, যথা—

“অজানতিঋষিঃ সবিভা দেবতা চূড়াকরণে বিধিরূপঃ । ও  
অর্য্যগাং সবিভা ক্ষুরেণ ” পরে, কাংস্যপাত্রস্থিত নীলকমল

দর্শন করিয়া বাঁহঁক মনে মনে চিন্তা করিয়া পাঠ করিবেন,  
“প্রজাপতিঋষিঃ বিরাটুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও উকেন  
বার উকেকেনৈমি ।”

পরে কাংসাপাত্র উকুল দক্ষিণহস্তে লইয়া “প্রজাপতিঋষি-  
রাণো দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও আপ উকতু জীবসে ।”  
এই মন্ত্রে কুমারের দক্ষিণ-কপুটিকা \* দেশ আর্দ্র করিবেন । তৎপরে  
কুর দর্শন করত, নিরলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, “প্রজাপতিঋষি-  
র্বিরাটুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও বিরাটুর্দেবত্বোহসি ।”  
অতঃপর সপ্তদর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করিয়া আর্দ্রদক্ষিণ-কপুটিকাদেশ  
উকুল করিয়া নিরোক্ত মন্ত্র পাঠ করত বাধিবেন । যথা—

“প্রজাপতিঋষিঃ বিরাটুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও ঔবধে  
আয়ত্বেনং ।” পরে বামহস্ত গৃহীত দর্ভপিঞ্জলীসহিত কপুটিকাস্থানে  
দক্ষিণ-চতুর্ভুজ কুর স্পর্শ করাইবেন । মন্ত্র যথা—

“প্রজাপতিঋষিঃ সুমিতির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও  
সুমিতে মৈনং হিংসীঃ ।” নিরলিখিত মন্ত্রে উক্ত কপুটিকাস্থানে কুর  
স্পর্শ করাইবেন । এত্ৰ যথা,—

• “প্রজাপতিঋষিঃ পূবা দেবতা চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও  
যেন পূবা কুম্পতের্ঝারোহিত্রস্য চাবপং তেন তে বপামি ব্রহ্মণা  
জীবাতবে জীবনার দীর্ঘায়ুষ্টিয় বলার বর্ডসে ।”

তৎপর অমরক ঐক্সে হুইবার কুর স্পর্শ করাইয়া লৌহকুর  
করা কপুটিকাদেশস্থ কেশ ছেদন করিয়া দর্ভপিঞ্জলীর সহিত  
গোময়োগুরি নিক্ষেপ করিবেন ।

\* শিখাছানের নিম্ন, দক্ষিণ ও বামকর্ণের উর্ধ্ববর্তী স্থানকে  
কপুটিকা বলে ।

পরে কুমারের কপুচ্ছল ( মন্তককর পশ্চাদ্ভাগে শিখাছানের নিম্ন স্থানকে কপুচ্ছল বলে ) দেখান্নিত কেশ পূর্ববৎ উন্মোচক-দ্বারা আর্দ্র করিবেন এবং পূর্বের ভায় ক্ষুর দর্শন করিয়া মন্ত্র জপ, দর্ভপিঞ্জলী-বন্ধন, ক্ষুরস্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ববৎ গোময়োপরি স্থাপন করিবেন । বাম-কপুটিকা-দেশেও দক্ষিণ-কপুটিকার ভায় কার্য্য করিবেন ।

পরে পিতা কুমারের মন্তক দুই হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো যমদগ্নিকশ্রপাগস্ত্যাদয়ো দেবতা-শচূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ জমদগ্নেত্র্যায়ুধং । ওঁ কশ্রপস্ত্র্যায়ুধং । ওঁ অগস্ত্যস্ত্র্যায়ুধং । ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুধং । ওঁ তন্তেহস্ত্র্যায়ুধং ।”

পরে বস্ত্রমালাভূষিত নাপিত উত্তরাস্ত্র বা পূর্কাস্ত্র কুমারের মন্তক মুণ্ডন করিয়া কেশ সকল বাঁশবনে মৃত্তিকাগর্তে বা ক্ষুদ্র বনমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং এই সময় নাপিত কুমারের কর্ণবেধ করিয়া দিবে । পরে, পিতা পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাক্তি হোম করিয়া অনন্তক প্রাদেশ প্রদান ঘটাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্বক শাটায়ন-হোমাদি বায়দেবাগানাস্ত্র উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন ।

### অথ উপনয়নং ।

“গর্ভাষ্টমেষ্টমেষে বাবে ব্রাহ্মণস্তোপনয়নং”—গর্ভ হইতে অর্ধকা জন্ম হইতে অষ্টমবর্ষ ব্রাহ্মণের উপনয়নের প্রধান কাল ; তৎপরে পনের বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল, অতঃপর সাবিত্রীপতন হয় । অষ্টমবর্ষের পরে পনের বৎসর তিন মাসের

যথো উপনয়ন দিলে “মহাব্যাহতি” হোম প্রারম্ভিত, অতঃপর  
ব্রাত্য প্রারম্ভিত । . . .

জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে, পিতা অথবা পিতৃবৃত্তব্রাহ্মণ .  
প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিবেন । পরে  
কুশতিকোক্ত বিধানে “অগ্নে ত্বং সমুত্তবনামাসি” এইরূপ নাম-  
করণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত কুশতিকোক্ত বিধানে “অগ্নে ত্বং  
সমুত্তবনামাসি” । এইরূপ নামকরণ করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত  
কুশাওকা শেষ করিয়া প্রকৃত কৰ্ম্মারম্ভে অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ  
স্বতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মহাব্যাহতিহোম  
করিবেন । যথা—

“প্রজাপতিঋষির্গারুড়ীচ্ছন্দোহরিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে  
বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্কৃচ্ছন্দো বায়ুদেবতা  
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষি-  
রুত্তপছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ  
স্বাহা ।

পরে মাণবককে শিখার সহিত যুক্তিত করিয়া ক্ষৌমকপ্তাদি  
পরিধান করাইয়া জুগ্মির উত্তরদিকে বসাইবেন । পরে আচীর্য্য  
বৃক্ষমাণে মস্ত্রে পাঁচটা স্বতাহতি দিবেন, যথা—

“প্রজাপতিঋষির্গারুড়ীচ্ছন্দো উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ  
অগ্নে ব্রতপতে ব্রতকরিত্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনৈক্যং  
সমিদমহমনুতাৎ সত্যমুপৈমি স্বীকি । ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্কৃচ্ছন্দো  
উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতকরিত্যামি  
তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনৈক্যং সমিদমহমনুতাৎ সত্যমুপৈমি  
স্বাহা । ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়ন হোমে



ବିନିରୋଗଃ । ଓ ଅର୍ଘ୍ୟ ବ୍ରତପତେ ବ୍ରତକରିଷ୍ୟାମି ତତ୍ତ୍ଵେ ଶ୍ରୀବ୍ରତୀମି  
 ତତ୍ତ୍ଵକେରଃ ତେନର୍ଘ୍ୟା ମମିଦମହମନ୍ତାଂ ସତ୍ୟମୁପୈମି । ୩ ॥  
 ଶ୍ରୀଜାପତିଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଯେବତା ଉପନୟନ-ହୋମେ ବିନିରୋଗଃ । ଓ ଚକ୍ର  
 ଏତପତେ ବ୍ରତକରିଷ୍ୟାମି ତତ୍ତ୍ଵେ ଶ୍ରୀବ୍ରତୀମି ତତ୍ତ୍ଵକେରଃ ତେନର୍ଘ୍ୟା  
 ମମିଦମହମନ୍ତାଂ ସତ୍ୟମୁପୈମି । ୪ ॥ ଶ୍ରୀଜାପତିଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ  
 ଯେବତା ଉପନୟନ-ହୋମେ ବିନିରୋଗଃ । ଓ 'ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତାନାଂ ବ୍ରତପତେ  
 ବ୍ରତକରିଷ୍ୟାମି ତତ୍ତ୍ଵେ ଶ୍ରୀବ୍ରତୀମି ତତ୍ତ୍ଵକେରଃ ତେନର୍ଘ୍ୟା ମମିଦମହମନ୍ତାଂ  
 ସତ୍ୟମୁପୈମି । ୫ ॥"

ହୋମାନ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଗ୍ନିର ପଶ୍ଚିମଭାଗେ ଉତ୍ତରାଗ୍ର କୁଶେର ଉପର  
 କୃତାଞ୍ଜଳି ହେୟା ଦାଢ଼ାହେୟା ଧାକିବେନ ଏବଂ ଯାଗବକ ଆଗ୍ନି ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର  
 ମଧ୍ୟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖେ ଉତ୍ତରାଗ୍ର କୁଶୋପରି କୃତାଞ୍ଜଳି ହେୟା  
 ନୃମାନ ଧାକିବେନ । ପରେ ଯାଗବକେର ନକ୍ଷତ୍ର କୋନ ଯନ୍ତ୍ରାନ୍  
 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଗବକେର ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନ ।  
 ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହୀତାଞ୍ଜଳି-ଯାଗବକେ ଦର୍ଶନ କରତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ର  
 ପାଠ କରିବେନ । ଯଥା—

"ଶ୍ରୀଜାପତିଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ବାୟୁ ଅର୍ଘ୍ୟ-ଚକ୍ରେଜ୍ଞାଦୟୋ ଦେବତା  
 ଉପନୟନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଯାଗବକଃ ଶ୍ରୀକ୍ରମାନ୍ତ ଜପେ ବିନିରୋଗଃ ।  
 ଓ ଆଗନ୍ତା ମମଗନ୍ତାମି ଶ୍ରୀକ୍ରମାନ୍ତଃ ସୁଧୋତନ ଅଗ୍ନିଷ୍ଠାଃ ମହାବକ୍ତି  
 ସନ୍ତି ମହାବତୀମୟଃ ।" ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳିଗ୍ରହଣ କରତଃ  
 ଯାଗବକେ ଓ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଗ୍ରହଣ କରାହେୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ  
 କରାହେବେନ, ଯଥା—

"ଶ୍ରୀଜାପତିଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ବାୟୁ ଅର୍ଘ୍ୟ-ଚକ୍ରେଜ୍ଞାଦୟୋ ଦେବତା  
 ଉପନୟନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଯାଗବକଃ ଶ୍ରୀକ୍ରମାନ୍ତ ଜପେ ବିନିରୋଗଃ । ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାମାଗାମୁପମାନୟ ।" ତତ୍ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ  
 "ଶ୍ରୀଜାପତିଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ବାୟୁ ଅର୍ଘ୍ୟ-ଚକ୍ରେଜ୍ଞାଦୟୋ ଦେବତା ଉପନୟନେ ଯାଗବକଃ—

নামগ্রহে, বিনিয়োগঃ । ও কো নামাসি ।” এই যন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, মাণবক নিজ যন্ত্রে নাম বলিবে, যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিদ্বান্ মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য নামকৰ্ণনে বিনিয়োগঃ । ও ঐ অমুকদেবশ্রম্ণামাসি ।” পরে আচার্য্য এবং মাণবক উভয়ে পূর্ব-গৃহীত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন । অতঃপর আচার্য্য দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা মাণবকের অঙ্গুষ্ঠ সহিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন, যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিদ্বান্ পুচ্ছনঃ সবিজ্ঞশ্চ-পূবাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও দেবুসা তে সাকতুঃ প্রসবেৎশিনোর্কাহ ভ্যাং পুষ্কোহস্তাভ্যাং হস্তং গৃত্বামি ঐ অমুক-দেবশ্রম্ণ ।” আচার্য্য পূর্ববৎ নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিদ্বান্ দায়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীতমাণবক-হস্তাচার্য্যস্যজ্ঞপে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিতে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্ঘ্যমা হস্তমগ্রহীৎ ক্ষিত্তমসি কশ্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব ।”

তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া মাণবককে প্রদক্ষিণ করে পূর্বমুখ করিবেন, যথা—

“প্রজাপতিঃ বিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবর্তনে বিনিয়োগঃ । ও. সূর্য্যস্তারতম্ণাবর্তন ঐ অমুকদেবশ্রম্ণ ।” অতঃপর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ-হস্ত স্পর্শ করত দক্ষিণ-হস্তদ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া পাড়বেন । যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিদ্বান্ ভ্যস্তকো দেবতে উপনয়নে ত্র্যম্বক-নাভিদেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ও প্রাণানাঃ প্রস্থিরসি যা বিশ্বমোহন্তক ইদন্তে পরিনদামি ঐ অমুকদেবশ্রম্ণ ।” পরে নাভির উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন, যথা,—

“প্রজাপতিঋষির্বিবায়ুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাকুলপরিদেহ-  
স্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ও অসুর, ইদং পৱিত্রদামি শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মাণম্ ।” আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাণবকের হৃদয়দেশ  
স্পর্শ করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিঃ কৃশাসুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়-দেশ  
স্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ও কৃশন ইদং পৱিত্রদামি শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মাণম্ । আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ-হস্তদ্বারা মাণবকের  
দক্ষিণ স্বক ধারণ করিবেন, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা  
উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্বকস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ও প্রজাপত্যে  
হা পৱিত্রদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ । অতঃপর আচার্য্য বামহস্তদ্বারা  
মাণবকের বামস্বক ধারণ করিয়া পড়িবেন,—“প্রজাপতিঋষিঃ  
সবিভা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-বাম-স্বক-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ ।  
ও দেবায় হা সবিত্রে পৱিত্রদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ।” তৎপরে  
আচার্য্য নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে সম্বোধন করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিঃ ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে  
বিনিয়োগঃ । ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ।” অনন্তর আচার্য্য  
নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক মাণবককে সমিধ আহরণাদির জন্ত নিয়োগ  
করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিঃ ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-ঐশ্রব্যা  
বিনিয়োগঃ । ও সমিধমাধেহি । ও আপোশানং কৰ্ম কুরু ।  
ও মা দিবা স্বাপ্নাঃ ।” ব্রহ্মচারী সর্বত্রই “ব্রাহ্ম” বলিবে ।  
অতঃপর আচার্য্যের মন্ত্রে মাণবক কোণীন পরিধান করিবে ।

তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দেহে উত্তরাগ্রকুলোপরি পূজাতি-  
ধুতী হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মাণবকও দক্ষিণ-হস্তদ্বারা

ভূমি স্পর্শ করিয়া উত্তরাগ্রহুশোপরি আচাৰ্য্য্যাদিমুখী হইয়া  
বসিবে। পূরে আচাৰ্য্য মাণবককে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ  
করাইয়া ত্রিভুজীকৃত মেখলা পরিধাপন কর্ত্ত নিম্ন মন্ত্র দুইটী  
পড়াইবেন,—“প্রজাপতিঃ বিজিহ্ম পৃচ্ছন্মো মেখলা দেবতা উপনয়নে  
মেখলাপরিধাপনে আচাৰ্য্য্য মাণবক-বাচনে বিনিয়োগঃ। ও  
ইয়ং হৃকৃত্যং পরিবাহনানা বর্ণঃ পবিত্রঃ পুনর্ভী ন আগাৎ।  
প্রোথাপানাত্যাং বলনাবহন্তী অসা দেবী স্তম্ভা মেখলেয়ং। ১ ॥  
ও স্তম্ভ গোপ্তা তপলঃ পয়স্বী স্রতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ।  
সান্না সমস্তমতিপৰ্বোহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে বা বিবাম”। ২ ॥  
পরে আচাৰ্য্য্য নিম্নলিখিত যন্ত্রে মাণবককে যজ্ঞোপবীত পরিধান  
করাইবেন। যথা,—প্রজাপতিঃ বির্গায়তীচ্ছন্মো বিবেদেবা দেবতা  
উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। ও যজ্ঞোপবীতমসি  
যজ্ঞস্ত যোপবীতেনোপনেহ্যমি।” পরে কৃষ্ণসার-চৰ্ম্ম-যুক্ত  
যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঃ বিঃ  
শর্করীচ্ছন্মোহজিনং দেবতা উপনয়নেহজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ।  
ও মিত্রস্ত চক্ষুর্ভূতং বণীয়ন্তেজো যশস্বী হবিরং সমুদ্রঃ। অনা-  
হৃতস্তং বসনং অগ্নিঞ্চ পরীদং বাজ্যজিনং দধেয়ং।” অনন্তর  
মাণবক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া আচাৰ্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া  
বলিবেন, “প্রজাপতিঃ বিঃ প্রচাৰ্য্যো দেবতা আচাৰ্য্য্যমন্ত্রেণে বিনি-  
য়োগঃ। ও অধীহি তোঃ সাক্ষীঃ মে ভবানমুভবীতু।”

তৎপরে সপীপবর্ত্তী মাণবককে আচাৰ্য্য্য নিম্নক্রমে সাবিত্রী  
অধ্যায়ন করাইবেন। যথা,—বিষামিহকবির্গায়তীচ্ছন্মঃ সবিতা  
দেবতা অ্যোপনয়নে বিনিয়োগঃ। “তৎ সবির্ভূক্রেয়ং”।  
“বিষামিহকবির্গায়তীচ্ছন্মঃ সবিতা দেবতা অ্যোপনয়নে বিনিয়োগঃ”

“ভগ্নোদেবস্ত ধীমহি ।”

তৎপরে পূর্ববৎ প্রজাপতিঃ বিগ্নায়ত্নীচ্ছকঃ সবিতা দেবতা জপো-  
পনয়নে বিনিয়োগঃ । “ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।” পরে উক্ত  
ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া “ও তৎ সবিতুর্ভরুণ্যঃ ভগ্নোদেবস্ত ধীমহি ।”  
এই পূর্বার্ঘ্য পাঠ করাইবেন । তৎপর ঐ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ  
করাইয়া “ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।” এই উত্তরার্ঘ্য পাঠ  
করাইয়া পূর্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া সমস্ত গায়ত্রী তিনবার  
পাঠ করাইবেন । যথা—“ও তৎ সবিতুর্ভরুণ্যঃ ভগ্নোদেবস্ত  
ধীমহি ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥” পরে আচার্য মাণবককে  
পূণক্ পৃথক্ রূপে শুকারযুক্ত মহাব্যাহতি পাঠ করাইবেন  
যথা—“প্রজাপতিঃ বিগ্নায়ত্নীচ্ছকোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে  
বিনিয়োগঃ । ও তুঃ । প্রজাপতিঃ বিককিক্ছকোহগ্নিদেবতা  
মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ । ও কুবঃ । প্রজাপতিঃ বিরহুইপ্-  
ছকঃ হর্যো দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ । ও ঋঃ ।  
তৎপরে, আচার্য প্রণব-ব্যাহতিযুক্ত ও প্রণবান্ত সমস্ত গায়ত্রী  
পাঠ করাইবেন । যথা—“প্রজাপতিঃ বিগ্নায়ত্নীচ্ছকঃ সবিতা  
দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ । ও তুতুঃ ঋঃ তৎসবিতুর্ভ-  
রুণ্যঃ ভগ্নোদেবস্ত ধীমহি ধিরো নঃ প্রচোদয়াৎ ও ।”

অনন্তর আচার্য মাণবক-পরিমিত বিহ বা পলাশদণ্ড মাণব-  
ককে দান করিয়া মন্ত্র পড়াইবেন যথা—“প্রজাপতিঃ বিঃ পঙ-  
ক্তি-চ্ছকো দণ্ডায়ী দেবতে উর্নয়নে মাণবকদত্বার্পণে বিনিয়োগঃ ।  
ও ওপ্রবঃ সুপ্রবঃ বা কুফ । যথাক্রমে সুপ্রবঃ সুপ্রবঃ দেবেষে-  
বমহং সুপ্রবঃ সুপ্রবঃ প্রাপ্যেব ত্বয়ামঃ ।”

অনন্তর দণ্ডপায়ী ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ হাতের নিকটে তিক্

প্রার্থনা করিবে। “ওঁ ভবতি ত্বিকাং দেহি।” মাতা ত্বিকা  
প্রদান করিলে, গ্রহণ করিয়া “ওঁ স্বতি” বলিবে। পরে মাতৃ-  
বহু জ্বী, পিতা এবং অমাত্যের নিকটেও ত্বিকা গ্রহণ করিবে।  
পুত্রের নিকটে ত্বিকা গ্রহণে “ওঁ ভবন্ ত্বিকাং দেহি” বলিবে  
এবং জ্বীলোকের নিকটে “ওঁ ভবতি ত্বিকাং দেহি” বলিবে।  
ত্বিকালঙ্ক সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবে। “পরে আচার্য্য  
ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহতি-হোম করিয়া প্রাদেশ-প্রদান দ্বতাক্ত-সমিধ্  
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন, এবং সর্বকর্ম সাধারণীর-শাটায়ন-  
হোমাদিবাদ্যোগানাক্ত-উদীচ্য-কর্ম-সমাপন করিবেন।

অনন্তর সন্ধ্যা সময়ে বাণবক সন্ধ্যা করিয়া, কুশণিকোক্ত  
বিধানে “অগ্নে স্বং শিখিনামা ভব” এইরূপে শিখিনামক স্তুতি  
স্থাপন করিয়া “ওঁ ইষ্টৈবান-মিতরো জাতবেদ্য দেবেভ্যো ইত্যং  
বহু প্রজান্।” এই মন্ত্র পঠ্য করত কুমিতে জাহ্ন রাখিয়া,  
উদকাজলি-সেক করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ ক্রমে সমিধ-হোম করিবে,  
যথা,—একটা দ্বতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া  
অপর একটা সমিধ্ লইয়া নিম্ন মন্ত্রে আহতি বিবে, যথা—  
“প্রজাপতিঃ শিখির্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্ধানে বিনিরোমঃ। ওঁ অগ্নে  
সমিধমহার্বং বৃহতে জাতবেদসে যথা স্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্তেব-  
মহমায়ুয়া মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুতিব্রহ্মবর্চসেন ধনেনান্যেভেন  
সবেধিবীর স্বাহা।” পরে আর একটা সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে  
দিয়া, কুশণিকোক্ত বিধানে অগ্নি-পর্জ্যাক্ষ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম ও  
উত্তর-ক্রমে উদকাজলি-সেক করিবে। তৎপরে ব্রহ্মচারী কৃতাজলি  
হইয়া “ওঁ অমুকগোত্রঃ জীঅমুকদেবশর্গাহং তো ভবন্তবতিশাদয়ে”  
বলিয়া জড়িবান্ করতঃ “ওঁ সন্ধ্যা” এইমন্ত্রে অগ্নির দিকপাল

করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ত্রিকালক, অন্ন, জলদ্বারা অভ্যঙ্গ করিয়া “ও অমৃতোপস্মরণমসি স্বাহা” বলিয়া একটু জলপান করিয়া মধ্যাহ্ন, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-গৃহীত অন্ন “ও প্রাণায় স্বাহা, ও অপানায় স্বাহা, ও সমানায় স্বাহা, ও উদানায় স্বাহা, ও ব্যানায় স্বাহা” বলিয়া পাঁচবার ভক্ষণ করিয়া পাঁচবারই আহুতিশেষ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ভোজন সমাপ্ত হইলে “ও অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বলিয় এক গণ্ডুষ জলপান করত আচমন করিবে \* ।

### অথ সাবিত্রী-চক্র-হোম ।

উপনয়নের চতুর্থ দিবসে অথবা তৎপ্রতিনিধি আচার্য্য সমুদ্ভব নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া চক্র-পাকের জন্য কুলার উপর চাউল স্থাপন করিয়া ঐ চাউলে জলের অভ্যঙ্গ করত উদ্ধলে চাউল লইয়া “ও সবিত্রে স্বা যুষ্টং নিরুপমি” বলিয়া মূলদ্বারা আঘাত করত, অমন্ত্রক আর দুইবার আঘাত করিয়া, স্থূর্ণে তিনবার প্রক্ষেপণ করিবে, পরে উক্ত তণ্ডুলগুলি তিনবার ধৌত করিয়া চক্রস্থানীতে উত্তরাগ্রকুশময়পবিজ্ঞ স্থাপন করিয়া উক্ত তণ্ডুল দুই ও কিষ্কিৎ জল দিয়া চক্রপাক শেষ করিবে। পরে চক্র মধ্যে দুইবার যুগ্মদ্বারা দিয়া পূর্বাদি দিক্‌চিহ্নিত চক্র অবতরণ করতঃ উত্তরভাগে কুশের উপরে স্থাপন করিবে; পরে উহার মধ্যে

\* শিখিনামক বহিঃস্থাপন হইতে বহিঃ বিসর্জনান্ত কার্য্য সমাবর্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়ে ও প্রাতঃকালে করিবে এক যাবজ্জীবন এই নিয়মে ভোজন করিবে।

স্বত্বে দ্বিতীয় দিনে । উপরে তুলিলাদি প্রবাস্তার পর্যন্ত কৰ্ম  
সমাপনান্তে অগ্নির পশ্চিম অংশে উপরে প্রথমে দ্বিত-  
পরে চক্ৰ স্থাপন করিয়া অগ্নিহ জল সেক করিয়া বিরূপাক  
জপান্ত কুণ্ডিকা ( ৪৫৭ পৃঃ ) সমাপনান্তে অমন্ত্রক প্রাদেশ-  
প্রমাণ দ্বতাক্ত একটা সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । পরে  
চক্ৰ-মধ্যে দ্বত-প্রব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা একবার অন্নগ্রহণ করিয়া  
“ও সবিত্রে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে চক্ৰ আহতি দিবে ।  
পরে মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতিহোম-সমাপনান্তে  
অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ দ্বতাক্ত একটা সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ-  
পূর্বক সৰ্ব্বকৰ্ম-সাধারণীয় শাটায়ন-হোমাদি বামদেব্য-গানান্ত  
( ৪৬৬ পৃঃ দেখ ) উদীচ্য কৰ্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা  
দিবে । যদি পিতৃহী আচার্য্য হন, তবে কৰ্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে  
দক্ষিণা দিবে ।

### অথ সমাবর্তন ।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে যথারীতি বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে  
গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্তন করিতে হয় ।

সমাবর্তন দিনে আচার্য্য “অগ্নে ত্বং তেজোনাশু ভব” এইরূপ

\* উপনয়নে “অগ্নিহোঃ সাবিজ্ঞাঃ” বলিয়া যে বেদ অধ্যয়ন  
আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ নিয়মে ব্রহ্মচর্য্যসহকারে স্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে  
বাস করিয়া সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয় । পরে গুরুর কৃপায়  
পাঠ শেষ হইলে, যিনি গৃহস্থ-ধৰ্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছু তিনি “সমাবর্তন”  
অর্থাৎ সম্যক্ প্রকার আবর্তন ( ফিরিয়া আসা ) করিয়া দায় পরিত্যাগ  
করিবেন ; “অতঃপরঃ সমাবৃত্তঃ কুর্যাদারপরিগ্রহঃ” ইহাই



নামকরণ করিয়া বিক্রপাঙ্কজপান্ত্র সাধারণ কুশভিক্রাঃ করতঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ্ অমম্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাবাহুতি হোম করিবে । পরে মাণবককে নিজের দক্ষিণে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাঁচবার ঘূতাহুতি দিবে । যথা,—  
 “প্রজাপতিঋষির্যদৈবতা সমাবর্তনহোমঃ বিনিয়োগঃ । ঐ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমার্গঃ তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমি-  
 দমহমনুতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা । ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্যদৈবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ঐ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমার্গঃ তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমি-  
 দমহমনুতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা । ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ সূর্যোদৈবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ঐ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমার্গঃ তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমি-  
 দমহমনুতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা । ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রোদৈবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ঐ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমার্গঃ তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমি-  
 দমহমনুতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা । ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ দেবতা সমাবর্তনের তাৎপর্য্য । কিন্তু বর্তমানকালের দুর্বল অধিকারী আমবা—তাদৃশ নিয়মেব অধিকার আমাদের নাই—তাই সমাবর্তন ঐ ভাবে না হইলেও কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে, এইজন্য বর্তমানকালে উপনয়ন দিনেই সমাবর্তন হইয়া থাকে ।

৪ এক দিনে চুড়া, উপনয়ন, সাবিদ্রী চক্ৰহোম, সমাবর্তন ইহা একবার মাত্র বিক্রপাঙ্ক জপান্ত্র কুশভিক্রাঃ করিয়া তত্ত্ব কার্য্যে বিহিত অগ্নির নামকরণ করত প্রকৃত কৰ্ম্মের হোমাদি করিবে এবং উদীচ্য কৰ্ম্ম ও সকল কার্য্যের শেষে একবারমাত্র করিলেই হইতে পারে ।

সমাবর্তনচোদে .বিনিয়োগঃ । ঐ ইত্য ততপতে ততমচারিঃ তত্রে  
প্রব্রবীমি তেনায়াং সমদমহমূতাং সত্যমুপাগাং বাহা । ৫ ।

পরে মানবক পূর্বমুখী হইয়া উত্তর-মুখোপবিষ্ট আচার্যের  
বামদিকে উত্তরাগ্র কুশোপরি উপবেশন করিবে । অনন্তর  
আচার্য্যকর্তৃক আদিষ্ট “ব্রহ্মচারী যব, শাক, মুদগ প্রভৃতি এবিধ  
যুক্ত চন্দনাদিদ্বারা স্রগন্ধাকৃত পাত্ৰাস্তরস্থিত শীতল ও উষ্ণ জলদ্বারা  
অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া নিরুলিপিত মস্ত্র অঞ্জলিহ জল ভূমিতে নিক্ষেপ  
করিবে, মস্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিরগ্নাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্তনে  
ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ । ঐ বেহপ্শস্তরগ্নয়ঃ প্রসিষ্টা  
গোহ উপগোহ মনোকো মনোহাঃ খলো বিক্ৰজস্তমুদগিরিঃ স্রিয়হা  
অভি তান্ সৃজামি ॥” পুনরপি পূর্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া ভূমিতে  
ত্যাগ করিবে । মস্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষির্হীচ্ছন্দোহপাঃ  
ঘোরক্রাশাস্তকপানি দেবতাঃ সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলি-ত্যাগে  
বিনিয়োগঃ । ঐ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রুৎ যদপামশাস্তমাত্ততং  
সৃজামি ॥” পরে মানবক পুনর্বার জলাঞ্জলি আপন মস্তকে  
দিবে । মস্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষীরোচনোহগ্নির্দেবতা সমাবর্তনে  
ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ঐ যে রোচনস্তামহ গুহ্যানি  
তেনাহং মামভিযজ্ঞানি ॥” পুনরপি ঐরূপ করিয়া অঞ্জলি  
পূরণ ও নিরুলিপিত মস্ত্রে নিজ শরীরে অভিসেক করিবে,—  
“প্রজাপতিঋষীরোচনোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মচার্য্যদকাঞ্জলিসেকে বিনি-  
য়োগঃ । ঐ যদপে তেজুসে ব্রহ্মবর্কসায় বলায় ইজিয়ায় বীথ্যায়  
অগ্নস্তায় বারম্পোষায় দ্বিত্যায় পিচিঠৈ ॥” পুনরপি অঞ্জলিপূর্ণজল  
গ্রহণ করিয়া নিরুলিপিতমস্ত্রে ঐরূপ নিজশরীরে অভিসেক করিবে ।  
মস্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ কড়েকাঁ মহাপতিচ্ছন্দো হস্বিনো

দেবতে সর্বাধর্ষনে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মকাজলি সেকে বিনিয়োগঃ । ও যেন  
 প্রিয়মকুণ্ডং যেনাপা যুবতঃ সুরাঃ যেনাকানভাবিকৃতং যেনেমাং  
 পৃথিবীঃ মহীঃ যদ্বাঃ তদম্বিনা যশস্তেন, সামভিষিক্তিতং ॥”  
 পুনশ্চ পূর্ববৎ জলাঞ্জলি লটরা অমন্ত্রক আপন মন্ত্ৰকে অভিষেক  
 করিবে। অতঃপর, ব্রহ্মচারী সূর্যের দিকে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত  
 চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্যোপস্থান করিবে, যথা,—“প্রজাপতি-  
 ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও উগ্নন্  
 ব্রাজ্জভৃষ্টিভিরিস্ত্রোমরুত্তিরহাৎ প্রাতঃষাব্ভিরহাৎ দশসনিরসি দশসনিং  
 মা কুর্ক্সাবিশামাবিশ । ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা  
 আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও উগ্নন্ ব্রাজ্জভৃষ্টিভিরিস্ত্রো-  
 মরুত্তিরহাৎ সাস্ত্রপনেভিরহাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ক্সা-  
 ভাবিশামাবিশ । ২ ॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদি-  
 ত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও উগ্নন্ ব্রাজ্জভৃষ্টিভিরিস্ত্রো মরুত্তিরহাৎ  
 সারং ষাব্ভিরহাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ক্সাবিশা-  
 মাবিশ । ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপুচ্ছন্মঃ আদিত্যো দেবতা  
 আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও চক্ষুরসি চক্ষুঃমস্তবশে পাশুনাং  
 জহি সোমস্বা রাজা অবতু নমন্তেহস্ত মা মাং হিংসীঃ । ৪ ॥”  
 অনন্তর ব্রহ্মচারী নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত দেহের নিম্নদেশ দিরা মেথলা  
 মোচন করিবে। মন্ত্র যথা,—“ওনঃশেফঞ্চ বস্ত্রৈপুচ্ছন্মো বরুণো  
 দেবতা মেথলামোচনে বিনিয়োগঃ । ও উহন্তমং বরণাশমস্রদবাক্ষমং  
 বিমধ্যমং প্রথায় অধাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোহনিতরে ত্রাম ।”

তৎপরে আচাৰ্য্য বিষদণ্ড আয়িতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি  
 হোম করিয়া প্রাদেশপ্রদান একটা পুতাক সন্নিধি অমন্ত্রক  
 অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্যকৰ্ম্ম শেষ করিবেন।

উপরে ব্রহ্মচারী নিম্ন-মস্ত্রে যজ্ঞোপবীত-ধর ধারণ করত কৃষ্ণ-সার-যুক্ত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে এবং কালান্তরে যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হইলে শোধন করিয়া নুতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে । মন্ত্র যথা—“প্রজাপতিঋষিযজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্তনে যজ্ঞোপবীত-ধর-পরিধানে বিনিয়োগঃ । ও যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞত যোপবীতেনোপনেহ্যসি ।”

পরে অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া পরবর্ত্তিমস্ত্রে মস্তকে মালা বন্ধন করিবে । মন্ত্র যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ শ্রীদেবতা অথকনে বিনিয়োগঃ । ও শ্রীমসি মসি রমস্ব ।” পরে নিম্ন-মস্ত্রে চন্দ্রপাছকা-মুগল পরিধান করবে । যথা—“প্রজাপতিঋষিরূপানহৌ দেবতে উপানতপরিধানে বিনিয়োগঃ । ও নেত্রৌ হৌ নয়তং মাং ।” অনন্তর স্বয়মগ বংশদণ্ড লইয়া ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পড়িবে,—“প্রজাপতিঋষির্দেবতা দণ্ড গ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও গজকর্কস-স্থাপ মা অব । এই সময় কৃষ্ণসারাজিন যুক্ত যজ্ঞোপবীত ও বেথলা উক্ত দণ্ডের অগ্রে স্থাপনপূর্বক ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকট যাইয়া আচার্য্যকে দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যপরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদীকরণে বিনিয়োগঃ । ও যক্ষসি চক্ষুষঃ শ্রিয়ো বো ভূয়সং ।” অনন্তর ব্রহ্মচারী দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা স্বয়ং মুখ-টাকিয়া প্রাণবায়ু-স্পর্শ করত মন্ত্র পড়িবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরহুপূচ্ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখ-প্রাণ-স্পর্শেন বিনিয়োগঃ । ও ওষ্ঠা পিমান্ নহুলী দন্ত-পরিমিতঃ পরিদন্ত্যজিহ্বৈ ।\* মা বিহ্বলো বাচং চাকুমাভেহ বাদয় ।” পরে আচার্য্য গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিবেন । পরে ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পড়িবেন,—“প্রজাপতিঋষিরহুপূচ্ছন্দো যথো

দেবতা রথান্তিমর্ষণার্থে বিনিয়োগঃ । ঐ ব্রহ্মপুত্রে বীড়নো  
হি ভূয়া অম্মংসবা প্রতরঃ সুবীরো গোতিঃ সন্নদ্ধোদি বীড়য়ত ।”

পরে নিম্নলিখিত যজ্ঞপাঠ করিতে হয় । যথা—“প্রজাপতি-  
ঋষিঃ পৃথক্ দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ঐ  
আমাতা তে অরহু জেহানি । পরে আমাত্য অর্থা বা গন্ধপুষ্প  
দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন ।

### অথ যজুর্বেদীয়-বিবাহ ।

স্মৃতি ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত শুভদিনে বর ও কস্তার  
পিতা নিষ্ঠাকৃত্য শেষ করত গোষ্ঠ্যাদি বোড়ল মাতৃকাপূজা,  
বস্ত্রাধা ও ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিবেন । পরে বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত  
হইলে বর ও কস্তাদাতা স্ব স্ব আগুনে উপবেশন করিবেন ; পরে  
উত্তরে গণেশাদি দেবতাকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্ততিবাচন করিবেন ।  
তৎপরে সম্প্রদাতা আমাত্যবরণার্থ কৃতাজলিপুটে বলিবেন ।  
যথা,—“ঐ সাধু ভবানান্তঃ ।” আমাতা—“ঐ সাধুহ-  
নাসি ।” সম্প্রদাতা—“ঐ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তঃ ।” আমাতা—“ঐ  
অর্চয় ।” অতঃপর সম্প্রদাতা আমাত্যর হস্তে নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবী-  
তাদি প্রদান করিবেন । (এই সময় আমাতা বস্ত্রাদি পরিধান  
করিবেন) । অনন্তর সম্প্রদাতা দক্ষিণ-হস্তে দুর্বা ও আতপ  
ততুল দ্বারা আমাত্যর দক্ষিণ জাম্বুধারণ করত পাঠ করিবেন ।  
যথা,—

“বিকুরোন্ তৎসমস্তায়ুকে বাসি অমুকরাশিহে তাকুরে অমুকে  
পকে অরকতিথে ।” অমুকগোত্র অমুক-প্রবরত অমুকদেবশ্রবণঃ

প্রাপ্তোঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ, অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রী অমুকদেবশর্মাণঃ বরঃ । অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ প্রাপ্তোঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রোঃ, অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ শ্রী অমুকদেবশর্মাণাঃ কন্যাঃ শুভবিবাহার দাতুমৈতিগর্ভাদিভিন্নভার্চ্য ভবন্তমহং বৃণে ।”

জামাতা—“ও বৃতোহস্মি ।” সস্ত্রদাতা—“ও যথাবিহিতং বিবাহকর্ম কুরু ।” জামাতা—“ও যথাজ্ঞানং করবাণি ।”

এই সময়ে শ্রী আচার করিতে হয়, পরে বর ও কন্যাকে বিবাহস্থানে আনয়ন করিতে পশ্চিমমুখে (দেশভেদে উত্তরমুখে) বিচিত্র-আসনে বসাইবেন, বরও বিচিত্র-পীঠে পূর্বমুখে বসিবেন। পরে সস্ত্রদাতা কুণনির্মিতবিটর লইয়া জামাতার হস্তে দিবেন। মন্ত্র যথা,—‘ও বিটরো বিটরো বিটরঃ প্রতিগৃহ্যতাং ।’ “ও বিটরঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া জামাতা বিটর গ্রহণ করত “ও বর্ষেহস্মি সমানানামুত্তমিবা শূন্যঃ । ইমন্তমাতাতষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিটর নিজের দক্ষিণপদের নীচে পাতিয়া দিবেন এবং সস্ত্রদাতা অপর একটা বিটর গ্রহণ করিয়া পূর্বমুখে বরের হস্তে প্রদান করিলে, জামাতা পূর্বমুখে গ্রহণ করিয়া বামপদের নীচে রাখিবেন। তৎপরে সস্ত্রদাতা পাত্ত গ্রহণপূর্বক “ও পাত্তং পাত্তং পাত্তং প্রতিগৃহ্যতাং বলিয়া জামাতাকে পাত্ত প্রদান করিবেন। জামাতা “ও পাত্তং প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া পাত্ত গ্রহণ করত তাহা ভূমিতে রাখিয়া একটু জল অঙ্গুলিতে জইয়া “ও বিরাজো দোহোহস্মি বিরাজো দোহ-মসৌ মরি পাত্তাটৌ বিরাজো, দোহিঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ

করিয়া দক্ষিণ-পাদে দিবেন । \* দাতা পুনর্বার উক্ত মন্ত্রে পাণ্ড দান করিবেন এবং জামাতা পূর্বে মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ বাম-পাদে পাণ্ড দান করিবেন । †

অনন্তর কস্তাদাতা অর্থ গ্রহণ করত,—“ও অর্ঘোহর্ঘোহর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাং ।” এই বলিয়া জামাতার হস্তে দিবেন । পরে জামাতা “অর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া অর্থ গ্রহণ করত “ও আপঃ স্বায়ুয়্যভিঃ সর্বান্ কামানবাণ্পুবামি ।” এই মন্ত্রে মন্তকোপরি অর্থ দিয়া সেই অর্থজল ত্যাগ করত মন্তপাঠ করিবেন । যথা—“ও সমুদ্রং বাঃ প্রহিণোমি” স্বাঃ যোনিমভীচ্ছত । অরিষ্টা অশ্মাকং ষারামা পরাসেচি মংপরঃ ।” পরে দাতা আচমনীয় জল লইয়া “ও আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ।” এই মন্ত্রে বরের হস্তে আচমনীয় জল দিলে, জামাতা “ও আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যামি বলিয়া, আচমনীয় গ্রহণপূর্বক মন্ত পাঠ করিয়া আচমন করিবেন, যথা—

“ও আমাগন্ বশসা সংসৃজ বর্জসা তং মা কুরু । প্রিরং প্রজানামধিপতিং পশুনামস্রিষ্টং তহুনাম্ ।”

অতঃপর কস্তাদাতা কাংস্ত-পাত্রস্থিত মধুপর্ক নির বাক্যে বরের হস্তে প্রদান করিবেন, যথা—

ও মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং ।” জামাতা—  
“ও মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া, মধুপর্ক লইয়া—“ও মিত্রস্ত স্বা চক্ষুশ্বা প্রভীক্ষে ।” বলিয়া মধুপর্ক দর্শন করিয়া,—“দেবন্ত স্বা সবিভূঃ প্রসবেহর্ষিনোর্কাহভ্যাং পুষ্পে কুস্তাভ্যাং হস্তমাদদে ।”

\* শূত্র বামপাদে দিবে ।

† শূত্র দক্ষিণপাদে দিবে ।

এই বলিয়া, মধুপর্ক প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুলী দ্বারা উহা আশোড়ন করিবে। যত্র যথা,—“ও নমস্তা বাস্ত্রাভ্যন্তনে যৎ ত আবিদ্ধং তত্তে নিচ্ছতামি।” অতঃপর তিনবার অমলক ভূমিতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া পরে—“ও যদ্যধুনো মধবাং পরমং রূপমস্রাজং তেনাহং মধুনোমগবোন পরমেণ রূপেণা- স্রাজেন পরমো মধবোহস্রাদোহশানি।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার দ্রাণ লটবেন। পরে বর আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে। যথা—“ও বাহু আশ্রেহস্ত” বলিয়া মূৰ্ধ। “ও নসোঃ প্রাণো মেহস্ত”—নাসিকা। “ও অক্লোম্বে চক্ষুরস্ত”—চক্ষুর্দ্বয়। “ও কর্ণয়োর্থে শ্রোত্রমস্ত”—কর্ণদ্বয়। “ও বাহোয়োর্থে বলমস্ত”—বহুদ্বয়। “ও উর্যোর্থে ওজোহস্ত”—উরুদ্বয়। “ও অগ্নিশানি মেহস্তানি তনুত্বাং মে সহ সস্ত” বলিয়া মস্তকাদি পাদ পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই সময়ে কস্তাদাতা একটা গো স্থাপন করিবে। অতঃপর নাপিত “গোঃ গোঃ গোঃ” বলিলে জামাতা নিম্নমন্ত্রে গোমোচন করিবে, যথা,—“ও মাতা কস্তাণাং দ্ধিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্তনাভিঃ। প্রহু বোচং চিকিতুষে জনার মা গামনাগামদিত্তিঃ বধিষ্ঠ মম চামৃদ চ পাপ্মা হত সমুংস্বজতু তৃণান্ততু।”

§ এই সময়ে বর স্থণ্ডিল করিয়া কুশভিকোক্ত-বিধানে বোজকনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার দ্যান, আবাহন ও

“ও যে দেশে রাত্রিতেই অগ্নি স্থাপন করিয়া সম্প্রদানের ব্যবহার আছে, সেই দেশে উল্লিখিত ক্রমে বহিঃস্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিবে। বিবাহের পরদিনে কুশভিকোক্ত হয়, তাহার সম্প্রদানে



অর্চনা করিবেন । পরে জামাতা কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করা-  
ইবেন । মন্ত্র যথা,—

“ও জরাং গচ্ছ পরিধংস্ব বাসো ভবাক্ষীনাশিতিশক্তি পাবা ।  
শতঞ্চ জীব শরদঃ সূচী রয়িক পুত্রানমুসংবারস্বায়ুয়তীদং পরিধংস্ব  
বাসঃ ।” অনন্তর নিম্নমন্ত্রে কন্যাকে উত্তরীধ পরাইবে, মন্ত্র যথা—  
“ও যা অকৃতপ্লবরন্ বা অতস্বত যাস্ত দেবীকুন্ভিতোহতত্ত্বো ।  
তাস্মা দেবীর্জরসে সস্বায়স্বায়ুয়তীদং পরিধংস্ব বাসঃ ।”

পরে কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে বসাইয়া কন্যা ও  
স্বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন । তৎপরে সম্প্রদাতা,  
কন্যা ও বরকে “ও সমী ভবেথাম্” এই বাক্য বলিয়া বর-কন্যার  
মুখাবলোকন করাইলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।  
যথা,—

“ও সমগ্ৰস্ত বিশ্বেদেয়া সমাপো হৃদয়ানি নৌ সন্মাতরিখা  
সন্ধাতা সমুদেয়ী দদাতু নৌ ।” অনন্তর কুশদ্বারা বর ও কন্যার  
দক্ষিণ হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া “ও এতগ্ৰৈ মাচ্ছাদনালকৃত্যৈ কন্যারৈ  
নমঃ ।” বলিয়া তিনবার অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও  
এতদমিপত্যে প্রজাপত্যে নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎসম্প্রদানায়  
বরায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন । পরে বরকন্যাকে প্রোক্ষণ-  
পূর্বক, তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত নিম্নোক্ত সম্প্রদান বাক্য  
পাঠ করিবেন । যথা,—

“বিষ্ণুরাম্ তৎসদস্ত্যামুকে মাসি অমুকরাশিহে তাস্মৈ অমুকে

শেষ করিয়া বর কন্যাকে ঘরে লইয়া যাইবেন ও পরদিন কুশতিকা  
করিবেন ।

## বজুর্বেদীয়-বিবাহ ।

পক্ষে অমুকভিত্তো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুশ্রীভিকারঃ \*  
 অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায়, অমুক-  
 গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত  
 অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পুত্রায়, - অমুকগোত্রায় অমুক-  
 প্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় । অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
 অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রীঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুক-  
 দেবশর্মাঃ পৌত্রীঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ  
 পুত্রীঃ, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেব্যাভিধানাং কৃত্বা,  
 অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায় অমুক-  
 গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত  
 অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় অর্চিতায়, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
 অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুক-  
 দেবশর্মাঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ  
 পুত্রীঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেব্যাভিধানাং কৃত্বা  
 অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায় অমুক-  
 গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্ত  
 অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় অর্চিতায় কৃত্বা অমুকগোত্রস্য অমুক-  
 প্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য  
 অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রীঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ  
 পুত্রীঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেব্যাভিধানাং কৃত্বা  
 সাক্ষ্যতাং বাসোযুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবত্ব্যকামং সম্প্রদদে ।”

\* অত্র কাশনা থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবেন ।

এই মন্ত্রে বরের হস্তে জল-স্টিবন, বর "ওম্-স্বস্তি" বলিয়া স্মারতীপাঠ করিবেন । তৎপরে দাতা—“ও কস্তেরঃ প্রজাপতি-দেবতাকা” এই কথা বলিলে বর কামস্বস্তি পাঠ করিবেন । যথা,—

ও কোহদাং কস্মাহদাং কামোহদাং কামায়াদাং কামো দাতা  
কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈস্তত্তে তব কাম সত্যং ভূতানমহৈ । ও তৌষা  
দদাতু পৃথিবী আ প্রতিগৃহাতু ।”

অতঃপর অত্র কোন ব্রাহ্মণ গারহীপাঠপূর্বক হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা বধু ও বর উভয়ের হস্তে লেপ প্রদান করিবেন । \*

### অথ যজুর্বেদীয়-বিবাহ হোম ।

যজুর্বেদোক্ত সামান্য-কুশতিকাঃ করিয়া বর, বধূ  
ধারণ করতঃ অগ্নির পশ্চিমে গমন করিয়া পাঠ করিবেন যথা—

“ও যদৈষি মনসা দ্রবং দিশো হু পবমানো বা হিরণ্যবর্ণো  
বৈকর্ণঃ সত্য মনসা কেরোমি স্ত্রীঅমুকি-দেবি ।” ‡

পরে কন্যার পিতা উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন । ও

\* একমাষা পরিমিত বলা, ময়ুরলিপা, অপরাজিতা, শুল্কা,  
ত্রিপুরমালীপুষ্প, বন্ধুপ, মোর, কুঙ্কুম, চন্দন, কুঁচ, কপূর, বদন-  
কোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা, কস্তুরী, জায়কল, ঝড়ি, বুদ্ধি,  
কাকোলী বেদ, মহামেদ, জীবক, বাসক ও সূত দ্বারা বর ও কন্যার  
হস্তদ্বয়ে লেপ প্রদান করিয়া, উভয়ের হস্ত একত্র করত কুশবেণী  
দ্বারা বন্ধন করিবেন ।

‡ উত্তর-কুশতিকা, বিবাহ-হোমের শেষে কর্তব্য ।

‡ বৃধ-নাম ।

অস্ত্রোহস্তং সমীক্ষিতং” পরে বজ্রকস্তার পরস্পর মুখাবলোকন  
হইলে ত্রয় নিয়ম মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—

“ও অবোয় চকুরপতিয়োদি শিবা পতত্যঃ স্তমনাঃ স্তবচীঃ ।  
বী রজ্জুর্দেবকামা স্তোনা নং নো ভব বিপদশঙ্কতুপদে । সোমঃ  
প্রথমো বিবিদে গজকর্কো বিবিদ উত্তরজ্জুতীয়োহগ্নি স্তে পতিস্তরীরস্তে  
মহুস্তজাঃ সোমোহদদগজকর্কায় গজকর্কোহদদগ্নয়ে ররিক পুজাংস্চা-  
দাদগ্নির্গজ্জমথো ইমাং সা নঃ পূবা শিবতমা মৈরয়ং সা ন উরু  
উরতীরিহ বস্ত্রানুশস্তঃ প্রহরাম শেকং বস্ত্রার্থকাম্য বহুবো নিবিষ্টৌ ।”

জয়া-হোম,—ও চিত্তক স্বাহা, ( ইদং চিত্তায় ) । ও চিত্তিচ্চ  
স্বাহা, ( ইদং চিত্তৈ ) । ও আকৃতক স্বাহা, ( ইদমাকৃতায় ) ।  
ও আকৃতিচ্চ স্বাহা, ( ইদমাকৃতয়ে ) । ও বিজ্ঞাতক স্বাহা,  
( ইদং বিজ্ঞাতায় ) । ও মনচ্চ স্বাহা, ( ইদং মনসে ) । ও শক্তরী  
চ স্বাহা, ( ইদং শক্ত্যৈ ) । ও দর্শচ্চ স্বাহা, ( ইদং দর্শায় ) । ও  
পোর্ণমানচ্চ স্বাহা, ( ইদং পোর্ণমানায় ) । ও বৃহচ্চ স্বাহা, ( ইদং  
বৃহতে ) । ও রথস্তরক স্বাহা, ( ইদং রথস্তরায় ) । ও প্রজাপতি-  
জয়ানি জয়াবুকে প্রায়চ্ছজ্জগ্ৰঃ পূতনা জয়েবু । তস্মৈ বিশঃ সমনয়ন্ত  
সর্গাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যো বভূব স্বাহা, ( ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানাম-  
ধিপতয়ে ) ।

অষ্টোদশাহতি,—ও অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মা বহুশ্মিন্ ব্রহ্মণ্য-  
শ্মিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিষ্টস্তাং পুরোধারামশ্মিন্ কর্শ্ণাশ্চাঃ দেবহূত্যাং  
স্বাহা । ( ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে ) । ১ ॥ ও ইন্দ্রো কৌষ্ঠা-  
নামধিপতিঃ স মা বহুশ্মিন্ ব্রহ্মণ্যশ্মিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিষ্টাশ্চাং পুরো-  
ধারামশ্মিন্ কর্শ্ণাশ্চাঃ দেবহূত্যাং স্বাহা । ( ইদুমিঞ্জায় কৌষ্ঠানাম-  
ধিপতয়ে ) । ও বমঃ পৃথিব্যানামধিপতিঃ স মা বহুশ্মিন্ ব্রহ্মণ্যশ্মিন্

କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା ।  
 ( ଇଦଂ ସ୍ବମାର ପୃଥ୍ବୀନାମାଧିପତୟେ ) ॥ ୨ ॥ ଓ ବାୟୁରକ୍ତରୀକ୍ଷାମାଧିପତିଃ  
 ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍  
 କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା । ( ଇଦଂ ବାୟବେ ଅକ୍ତରୀକ୍ଷତାଧିପତୟେ )  
 ॥ ୩ ॥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ନିବୋହଧିପତିଃ ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍  
 କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା ।  
 ( ଇଦଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନିବୋହଧିପତୟେ ) ॥ ୪ ॥ ଓ ଚକ୍ରମା ନକ୍ଷତ୍ରାଣାମାଧିପତିଃ  
 ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍  
 କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା । ( ଇଦଂ ଚକ୍ରମାସେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣାମାଧିପତୟେ )  
 ॥ ୫ ॥ ଓ ବୃହସ୍ପତିବ୍ରହ୍ମଣୋହଧିପତିଃ ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍  
 କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା ।  
 ( ଇଦଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ବ୍ରହ୍ମଣୋହଧିପତୟେ ) ॥ ୬ ॥ ଓ ମିତ୍ରଃ ସତ୍ୟାନାମ-  
 ଧିପତିଃ ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରା-  
 ମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା । ( ଇଦଂ ମିତ୍ରାୟ ସତ୍ୟାନାମାଧି-  
 ପତୟେ ) ॥ ୭ ॥ ଓ ବରୁଣୋହଧିପତିଃ ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍  
 କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା ।  
 ( ଇଦଂ ବରୁଣାୟ ଅପାମାଧିପତୟେ ) ॥ ୮ ॥ ଓ ସମୂହଃ ସ୍ରୋତସାମାଧିପତିଃ  
 ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍  
 କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା ( ଇଦଂ ସମୂହାୟ ସ୍ରୋତସାମାଧିପତୟେ ) ।  
 ୯ ॥ ଓ ଅଗ୍ନଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟାଧିପତିଃ ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତା-  
 ମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍ କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା । ( ଇଦ-  
 ମଗ୍ନାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟାନାମାଧିପତୟେ ) ॥ ୧୦ ॥ ଓ ଶୋମ ଓଷଧୀନାମାଧିପତିଃ  
 ସ ମାବହାନ୍ସିନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରେହତ୍ତାମାଶିଷ୍ଠତ୍ବାଂ ପୁରୋଧାରାମାନ୍ସିନ୍  
 କର୍ମ୍ୟନ୍ତାଂ ଦେବହୃତ୍ୟାଂ ସ୍ବାହା । ( ଇଦଂ ଶୋମାୟ ଓଷଧୀନାମାଧିପତୟେ ।

১১ ॥ ওঁ সবিতাঃ প্রসবানামধিপতিঃ স মাষস্বমিন্ ব্রহ্মণ্যমিন্  
 ক্ষেত্রেহস্তামাশিত্যস্তাং পুরোধারামমিন্ কর্ণগাতাং দেবহুত্যাং  
 স্বাহা । ( ইদং সবিরে প্রসবানামধিপতয়ে ) ১২ ॥ ওঁ ক্রতুঃ  
 পশুনামধিপতিঃ স মাষস্বমিন্ ব্রহ্মণ্যমিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিত্যস্তাং  
 পুরোধারামমিন্ কর্ণগাতাং দেবহুত্যাং স্বাহা । ( ইদং ক্রতু-  
 পশুনামধিপতয়ে ) ১৩ ॥ ওঁ যজ্ঞো রূপাণামধিপতিঃ স মাষস্বমিন্  
 ব্রহ্মণ্যমিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিত্যস্তাং পুরোধারামমিন্ কর্ণগাতাং  
 দেবহুত্যাং স্বাহা । ( ইদং যজ্ঞো রূপাণামধিপতয়ে ) ১৪ ॥ ওঁ  
 বিকুঃ পৰ্বতানামধিপতিঃ স মাষস্বমিন্ ব্রহ্মণ্যমিন্ ক্ষেত্রেহস্তামা-  
 শিত্যস্তাং পুরোধারামমিন্ কর্ণগাতাং দেবহুত্যাং স্বাহা । ( ইদং  
 বিকুবে পৰ্বতানামধিপতয়ে ) ১৫ ॥ ওঁ মরুতো গণানামধিপতিভ্যঃ  
 তে মাষস্বমিন্ ব্রহ্মণ্যমিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিত্যস্তাং পুরোধারামমিন্  
 কর্ণগাতাং দেবহুত্যাং স্বাহা । ( ইদং মরুন্তো গণাণামধিপতিভ্যঃ )  
 ১৬ ॥ ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেহংরে ততাস্তাতামহান্তে হ  
 নামস্বমিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিত্যস্তাং পুরোধারামমিন্ কর্ণগাতাং  
 দেবহুত্যাং স্বাহা । ( ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেত্যোহংরে-  
 ত্যাতাতামহেভ্যঃ ) ১৭ ॥ ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং  
 সোহনৈতৈ প্রজাং মুকতু মৃত্যুপাশাং তদয়ং রাজা বরুণোহমৃত্যুভ্যাম্  
 যথেষ্টাঃ প্রী পৌত্রমবদ্ররোদাং স্বাহা । ( ইদমগ্নয়ে ॥ ওঁ ইমামগ্নি-  
 জারতাং গার্হপত্যঃ প্রোতমতৈ নরতু দীর্ঘমায়ুঃ । অশ্রুতঃ পশা কীবতা-  
 মন্ত যাতা পৌত্রমানসমভিব্যুতামিরং স্বাহা । ওঁ স্বস্তিনোহগ্নে  
 দিষ্টা পৃথিব্যা বিশ্বানিধেজু যশা যজ্ঞঃ যদন্তাং মহি দিবি জাতং  
 প্রোতং তদ্রাহস্যাতু ত্রিণং ধেহি চিরং স্বাহা । ( ইদং বৈবস্বতায় )  
 অগ্নং তু পশ্যঃ প্রদিশস এধি ১ য্যোতির্মণ্যেহুগ্নয়ঃ স্বাহা ।

ଅନୈଷ୍ଠଃ ସ୍ବହାରସ୍ବତଃ ସ ଆଗାୟତ୍ତେବଦନ୍ତୋ ନୋହିତରଂ ହ୍ମଂନାହିଁ ମଃ ସ୍ବାହା ।  
( 'ଇଦଂ ବୈବସ୍ବତାୟି' ) ॥ ଓ ପରଂ ସ୍ବତୋହସ୍ତପରେ ହି ପହା ପଞ୍ଚେକ୍ଷତ୍  
ଇତ୍ତରୋ ଦେବସ୍ବାନାକ୍ତକୃଷ୍ଣେ ଶୃଣ୍ଠେ ତେ ବ୍ରାହ୍ମି ସ୍ବାନଃ ଶ୍ରୀଜାଃ ସ୍ବୀରିବୋ  
ଯୋତ ସ୍ବୀରାନ୍ ସ୍ବାହା । ( 'ଇଦଂ ସ୍ବତାବେ' ) ॥

ଅନନ୍ତର ବଧୂର ଜାତୀ କିଂବା ଅନ୍ତ କେହି ଧର୍ମୀପତ୍ର-ମିଶ୍ରିତ ଲାଜ  
( ଥିଏ ) ଶୂର୍ପେ ଚାରିଭାଗ କରିତ ବର କନ୍ଧାର ଏକାକୃତ ଅଗ୍ନିନିତେ  
ଆଜ୍ଞାଧାରୀ ନିରା ଏକ ଭାଗ ଲାଜ ବଧୂର ଅଗ୍ନିନିତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା  
ପୁନର୍ବାର ସ୍ବତଧାରୀ ନିଳେ ବର, ବଧୂର ସହିତ ଉଦ୍ଧିତ ହୈରୀ ନିର-ସ୍ବର  
ପାଠ କରିବା ହୋଇ କରିବେନ, ଯଥା—“ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମଣ୍ୟ ହୁଁ ଦେବଂ କନ୍ଧାୟି-  
ମସକ୍ତଂ ସ ନୋହିର୍ଯ୍ୟା ଦେବଃ ପ୍ରୋତୋ ସୁକୃତୁ ଗ୍ନା ପତେଃ ସ୍ବାହା ।—  
( 'ଇଦମର୍ଯ୍ୟାୟେ' ) । ୧ ॥ ଓ ଈରଂ ନାୟୁପକ୍ରତେ ଲାଜାନାବପନ୍ତିକା  
ଆୟୁରାନନ୍ତ ଯେ ପତିରେଷ୍ଟ୍ୟା ଶ୍ରୀତରୋ ନମ ସ୍ବାହା । ( 'ଇଦମର୍ଯ୍ୟାୟେ' ) । ୨ ॥  
ଓ ଈମାମ ଲାଜାନାବପାୟାୟୋ ସୟଦ୍ବିକରାଂସ୍ତବ ॥ ନମ ତୁଭ୍ୟାଂ ଚ  
ସବଦନଃ ତଦୟିରହ୍ମନ୍ତାୟାୟିଂ ସ୍ବାହା । ( 'ଇଦମର୍ଯ୍ୟାୟେ' ) । ୩ ॥ ପରେ  
ବର, କନ୍ଧାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅଗୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା  
ନିର-ସ୍ବର ପାଠ କରିବେନ,—“ଓ ଗୁଭ୍ୟାମି ତେ ସୌମ୍ୟଗନ୍ଧାର ଈକ୍ଷଂ ସ୍ବା  
ପତ୍ତା ଜରଦଞ୍ଜିର୍ଗ୍ଧା ସଂ । ଭଗୋର୍ଯ୍ୟାମା ଦେବଃ ସବିତା ପୁରକର୍ମହଂ  
ହାହ୍ମର୍ଗାର୍ହପତାୟ ଦେବାଃ । ଅସ୍ମାଚ୍ଚମନ୍ତ୍ରୀ ଶା ଓଂ ଶା ଓଂ ଶା ଓଂ ଶା ଓଂ  
ସାମାହବନ୍ତ୍ରୀ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ  
ରେତୋ ନନାବତ୍ତେ ଶ୍ରୀଜାଃ ଶ୍ରୀଜନରାବତ୍ତେ ପୁଜାନ୍ ବିଶ୍ବାବତ୍ତେ ବହୁଂସ୍ତେ  
ସଜ୍ଜ ଜରଦଞ୍ଜିଃ । ସଂଶ୍ରୀରୋ ରୋଚିକ୍ତୁ ଜ୍ଞମନନ୍ତାୟାନୋ । ପଞ୍ଚେମ ଧରଣଃ  
ଧତଂ ଜୀବେମ ଧରଣଃ ଧତଂ ଶୂନ୍ୟାୟ ଧରଣଃ ଧତଂ ।”

ଅନ୍ତଃପର ବର, ବଧୂକେ ଦକ୍ଷିଣ ପଦଦ୍ବାରା ଶିଳାତେ ଆରୋହଣ କରିବା  
ସ୍ବର ପାଠ କରିବେନ ।

“ও আরোহেম্যন্নিন্মশ্বেৎ তুঃ স্বিরা ভব । অভিতিষ্ঠ পৃথকো-  
তোহবধ্বং পৃথনায়তঃ ।”

বর, কঙ্কাকে শিবার উপরে আরোহণ করাইয়া নিম্নলিখিত  
গাথা পাঠ করিবেন । যথা—

“ও সরস্বতী প্রেমময় স্তম্বে বাজিনীবতি, যাং ত্বা ণিস্ত  
ভূতস্ত প্রগায়ামস্তায়তঃ । যস্তাং ভূতং সমিতবদৃশ্তাং বিশ্বমিদং  
জগৎ । তামস্ত গাথাং গ্যাস্তামি যা ত্রোগামুত্তমং যশঃ ॥”

পরে বধুর সহিত বর অগ্নি প্রদাক্ষণ করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ  
মন্ত্র পাঠ করিবেন—

“ও তুভ্যময়ে পর্যবহং সূর্য্যঃ বহতু মা সহ । পুনঃ পতিভ্যো  
যায়াদগ্রেপ্রজয়া সহ ।”

তৎপরে বধুর ভ্রাতা বা অস্ত্র কেহ ক্ষতসহি থৈ বধুর অঙ্গাঙ্গত  
দিবে, পরে বর, নিম্নকল্পে অঙ্কে আহুতি দিবেন । মন্ত্র যথা—

“ও ইয়ং নার্যুপকৃতো লাজানাবপাস্তকা । আদুশ্মানস্ত মে  
পতিরেষস্তাং জ্ঞাতরো মম স্বাহা । ( চৈদময়সে ) ।”

পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ  
করিয়া হোমে করিবেন, মন্ত্র যথা,—

“ও ইমান্ লাজান্ বপাম্যস্তৌ সমৃদ্ধিকরণাং স্তব । মম তভাং  
চ সংবদনং তদগ্নিরহুমস্ততামিহং স্বাহা ।”

পরে পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং  
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন ।

অতঃপর পূর্ব্বাবশিষ্ট চতুর্ভুজ লাজভাগ শূর্ণকোণ যোগে, “ও তগায়  
স্বাহা” বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া,—“ইদং ভগায়” বলিয়া  
প্রত্যাহুতি দিবেন ।



তৎপরে বর, প্রোক্ষণপত্র-দ্বারা করিবেন,—“যথা “ও প্রোক্ষণ-  
পত্রে স্বাহা (ইদং প্রোক্ষণপত্রে,)। ও অগ্নে ঐষ্টিকতে স্বাহা  
(ইদমগ্নে ঐষ্টিকতে)।” অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে সাতটি মণ্ডলে  
নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া কল্পার দক্ষিণপদে গমন  
করিবেন। মন্ত্র যথা,—“ও একমিষে বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ১ ॥  
ও দ্বৈ উর্জ্জে বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ২ ॥ ও ত্রাণি রায়স্পোশায় বিষ্ণুঃ স্বাহা  
নরতু। ৩ ॥ ও চত্বারি মারো ভবায় বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ৪ ॥ ও পঞ্চ  
পঙক্তো বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ৫ ॥ ও ষড়্ভূভো বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ৬ ॥  
ও সপ্তে সপ্তপদা ভব সা মামহুভতা ভব বিষ্ণুঃ স্বাহা নরতু। ৭ ॥

অনন্তর বর, বজ্রের হস্তস্থিত কুণ্ডল-দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে বধূর  
অভিষেক করিবেন। যথা—“ও আপঃ শিবাঃ শিবতমঃ শান্তাঃ  
শান্ততমাস্তান্তে কৃষ্ণভোজঃ।”

“ও আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবন্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায়  
চক্ষবে।”

তৎপরে নিম্ন-মন্ত্রে বর, বধূকে শূণ্য-দর্শন করাবিবেন। “ও  
তরুক্ষুদেবহিতং পুংস্তাচ্চু কুমুদরং। পশ্চৈম শরদঃ শতং জীবৈম  
শরদঃ শতং শূণ্যায় শরদঃ শতং।”

অনন্তর বর বীর দক্ষিণ হস্তদ্বারা পত্নীর দক্ষিণ-কক্ষ বেষ্টন  
করিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

“ও মম ত্রতে তে হৃদয়ং যথামি কম চিত্তমহুচিত্তেহস্ত মম  
বাচনেকমনা ভূবন্ত প্রোক্ষণপত্রিষা নিম্বকতু যথাং।”

পরে নিম্নমন্ত্রে পত্নীকে অভিষিক্ত করিবেন,—“ও স্রবজলীরিমাঃ  
বধূরিমাঃ সমেত পশ্চাত সৌভাগ্যরশ্মৌ দধা যথাস্তং বিপবেত ন।”

অতঃপর অগ্নির উত্তরদিকে কোন গুপ্তস্থানে কোন সমর্থ-পুরুষ

কক্কাকে ব্রহ্মবর্ষ চন্দ্রোপরি উপবেশন করাইলে বর, তথায় উপবেশন করিল মন্ত্র পাঠ করিবেন—“ও ইহ গাবো নিবীদস্বিহাষা ইহ পুরুষাঃ । ইহ সহস্রবর্ষকিপোষজ ইহ পুংষা মিষীদহু ।”

তৎপরে বর, স্বষ্টিকৃত্যহোম করিগেন । যথা “ও অগ্নয়ে স্বষ্টিকৃতে স্বাহা । ( ইদমগ্নয়ে স্বষ্টিকৃতে ) ।

পরে আচমন করত নিম্ন মন্ত্রে বধুকে ক্রবদর্শন করাইবেন । যথা,—“ও ক্রবমসি ক্রবং স্বা পশ্যামি ক্রবৈবধি পোষ্যামসি যুজং । স্বাদাধ্বংস্পতিশ্রয়া পত্যা প্রজাবতী সংজাব প্ৰয়দঃ শতঃ” ১০ কক্কা “পশ্যামি” বলিবে ।

### অথ চতুর্থী-হোম ।

বর “অগ্নে স্বঃ শিখিনামাসি”—বলিয়া শিখিনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া মহাবাহুতি-হোম করিবেন । পরে পাঁচটি মন্ত্রে আহুতি দিবেন । যথা—“ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে স্বঃ দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাতৈস্ত পতিস্বী তমুস্তামৈস্ত নাশয় স্বাহা । ( ইদমগ্নয়ে ) । ১ ॥ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে স্বঃ দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাতৈস্ত প্রজারী তমুস্তামৈস্ত নাশয় স্বাহা । ( ইদং বায়বে ) । ২ ॥ ও সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে স্বঃ দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাতৈস্ত পশুস্বী তমুস্তামৈস্ত নাশয় স্বাহা । ( ইদং সূর্য্যায় ) । ৩ ॥ ও চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে স্বঃ দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাতৈস্ত গৃহরী তমুস্তামৈস্ত নাশয় স্বাহা । ( ইদং চন্দ্রায় ) । ৪ ॥ ও পুরুষ

প্রারম্ভিক্তে ঐ দেবীনাং প্রারম্ভিক্তিমি ত্রাঙ্গনত্বা নার্বকাম উৎপাদ্যামি  
ঐশৈ বশোয়ী তনুতামতৈ নানর স্বাহা । ( ইদং গন্ধকার ) ” ৫৫ ॥

অনন্তর যথাবিধি চক্ৰপাক \* করিয়া—“ও প্রজাপত্যে স্বাহা ।  
( ইদং প্রজাপত্যে ) ॥” \* এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্বস্থাপিত  
আহুতিশেষ-জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে কতাকৈ অভিষিক্ত করিবেন,  
যথা—“ও যা তে পতিত্বী \* প্রজাপতী পত্নী গৃহ্যী বশোয়ী নিমিত্তা  
তনুজ্জ্বারয়া তামেনাং কয়োমি সা জীবা যুঃ ময়া সহ শ্রীঅমুক  
দেবি । ১০†

অতঃপর কত্কা, চক্ৰর জ্ঞাপ লইলে বর, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন,  
“ও প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধ্যামাহুতিরহীনি মাংসৈশ্চানানি ত্বচা  
স্বঃ ।” \* অনন্তর স্থাণী হইতে চক্ৰ লওয়া—“ও অগ্নয়ে ঐষ্টিকুতে  
স্বাহা” এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া “ইদমগ্নয়ে ঐষ্টিকুতে” এই বলিয়া  
প্রত্যাহুতি দিবেম ।

পরে কুশণ্ডিকোক্তবিধানে মহাব্যাহুতি-হোমাদি ত্রাঙ্গদক্ষিণান্ত  
কার্য সমাপন করিয়া বর, স্নাত্তি করিয়া শাস্তিজলদ্বারা নিজেকে  
ও বধুকে অভিষিক্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

ইতি যজুর্বেদীয় বিবাহ-হোম ।

### অথ গর্তাধান ।

বিহিত-নির্মে পূর্বাঙ্কে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে গোষ্ঠাদি  
ষোড়শমাতৃকাপুঞ্জাদি করিয়া পীত, পুত্রে কৈ স্বকীয় বাসপাশে

\* চক্ৰপাকের ব্যবহার সর্বত্র নাই ।

† সঙ্ঘোদনান্তে বধুর নাম বলিবে ।

উপবেশন করাইয়া তাহার চক্ষু-কণ্ঠের উপর দিয়া হস্তদ্বারা  
হৃদয়কেন্দ্র অর্ধপূর্বক "ও পূজা" তৎপরে তে সবিভা বধাতু করাইয়া ।  
নে করায়তু সামগ্ৰ্য্য "স্বষ্টী" রূপাণি ভেজো বৈবধানরো বধাতু । ও  
গর্তক্কেহি সীনিবালি গর্তক্কেহি সরস্বতি । ঈর্ষতে অধিবৌ বেকা  
বা ধত্তাং গুহরস্বতৌ ।" তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে পোষিত পুণ্ড্রপদ্য  
ভক্ষণ করাইবেন । যথা,—

"ও রেতোহমৃতং বিজহাতি বোনিং প্রবিশদিত্রিণং । গুর্ভো  
অরাহুণা বৃত উষঃ জহাতি জগ্ননা । ও যন্তে সুবীমে জ্জবয়ং  
দিবি চক্ষমসি প্রিতং । বেদাহং ভদ্মাং চবিজ্ঞাং পত্তেম শরদঃ শতং  
শৃগুরাম শরদঃ শতং ।"

### অধ. নামকরণ ।

বিহিত কালে পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুভসময়ে  
গৌর্যাদি বোড়শমাহুকা-পূজা, বহুধারা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা সিকাহ  
করিয়া ত্রীক্ষণের তৃপ্তি-সাধনের অল্প তিনটী তোষ্য উৎসর্গ  
করিবেন । যথা—

"অন্তেষ্টাদি মনীরাভিনবজাত-কুবারস্ত নামকরণকর্মণি" কর্তব্যে  
বধাসম্ভব বেদগোত্রাধানামভ্যো ত্রাক্ষণেভ্যো যথোপকল্পিতং ত্র্যগ্ণো-  
পায়িকমহমুৎস্বজে ।"

অনন্তর কুশামনে পূর্বমুখে উপবেশন করত গর্তীকে আগনার  
বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে গোবোচনা-বুদ্ধ-ভূষিত-কুবারকে  
অর্পণ করিয়া, আচারবশতঃ জলপূর্বঘটে গণপতি, সব্রহ্ম ও দিক্-  
পালের পূজা করিয়া দুইটী যুতগ্রন্থীপ আলিয়া বড়িধারা প্রভরে

যেথা অঙ্কিত করত সমুদ্রগ রেখা ও সমুদ্রগ কীর্ণকে নামকরণে  
করিতা করিতা কুমারের দক্ষিণবর্গে—“শ্রীমুক দেবশর্মাণি” এই  
নাম বলিবেন । কত্কা হইলে বামবর্গে—“শ্রীমুকী দেবশি ।”  
এই নাম বলিবেন ।

অনন্তর শান্তি-অলম্বারা কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া দক্ষিণা ও  
অচ্ছিত্রাবধারণ করিবেন । ইতি নামকরণ ।

### অথ অন্নপ্রাশন ।

স্মৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তকালে শুভদিনে শিশু, নিত্যকৃত্য  
সমাপনপূর্বক গোষ্ঠাদিষোড়শমাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বুদ্ধিলাভ  
সমাপন করিয়া কুণ্ডিকা শেষ করত প্রোক্ষণী-পাত্রে পবিত্র  
প্রদানপূর্বক প্রোক্ষণীএলদ্বারা সর্কস্রাব প্রোক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণী-  
পাত্র স্বগমে স্থাপন করিবেন ।

তৎপরে চক-পাক করিবেন, যথা,—“ও প্রোণার ত্বা জুইঃ  
গৃহামি” বলিয়া ততুল গ্রহণপূর্বক—“ও প্রোণার ত্বা জুইঃ নির্কপামি”  
বলিয়া ঐ চাউল উদ্বলে স্থাপন, তদনন্তর মূল দ্বারা আঘাত  
করিয়া শূর্ণ (কুলা) দ্বারা ঝাড়িয়া,—“ও প্রোণার ত্বা জুইঃ  
প্রোক্ষামি ।” বলিয়া, প্রক্ষালন করত চক্ৰহালীতে ততুল ও ত্ব  
প্রদান করিয়া চকপাক করিবেন ।

পরে আভ্যাসংকারাদি আচারাজ্যতাপ-হোমপর্বত কুণ্ডিকা  
করিয়া ব্রহ্মসংলগ্ন-কুশ পরিত্যাগ করিবেন । পরে “অরে/ৎ  
ভচিনামাসি”—এই ক্রমে অগ্নির নামকরণ আবাহনাদি করিয়া  
পূজা করত শুভদ্বারা হোম করিবেন । যথা,—

“ও দেবীঃ স্যামনয়ন্ত দেবাতাঃ বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ।  
নামো মুয়েষু উৰ্জং হৃহানা খেইক্সাগমাতুশ্চতুৈতন্ত নঃ স্বাহা ।  
[ ইদং বাচে ] ॥ ও বাজো নোহন্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবান্  
বতুভিঃ কল্পয়তি । বাজো হি মা সৰ্ববীরং চকার সৰ্বাণা বাজ-  
পাতিৰ্জয়েৎ স্বাহা । [ ইদং বাচে ] ॥” পুনরপি উক্ত দুইটি  
মন্ত্রদ্বারা একবার আহুতি দিবে। পরে চক গ্রহণ করিয়া তদ্বারা  
হোম করিবেন যথা—

“ও প্রাণেশ্বরমসৌঃ স্বাহা । [ ইদং প্রাণায় ]” । “ও  
অপানেন গন্ধানসৌঃ স্বাহা । [ ইদং অপানায় ]” । “ও চক্ষুবা  
রূপাণ্যসৌঃ স্বাহা । [ ইদং চক্ষুষে ]” । “ও শ্রোত্রেণ যশোহসৌঃ  
স্বাহা [ ইদং শ্রোত্রায় ] ॥” “ও অগ্নয়ে ঐষ্টিকৃতে স্বাহা ।  
[ ইদমগ্নয়েঐষ্টিকৃতে ] ॥”

অনন্তর কুশাণ্ডকোক-বিধানেন মহাব্যাহতি-হোম ও প্রাপ্তিচত  
হোম করিয়া, “ও প্রজাপত্যে স্বাহা । [ ইদং প্রজাপত্যে ]” ।  
এই মন্ত্রে হোম করিয়া ব্রহ্ম-দক্ষিণা করিবে। অনন্তর কৃতমঙ্গল  
কুমারকে আনয়ন পূৰ্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইবে। \*

যথা—অন্ন দুইটি পায়ে পরিবেশন করিয়া, একটী নাগাদির  
কণ্ঠ ও একটী বালকের জন্ত রাখিয়া তৎপরে “ও অমৃতোপহরণমসি  
স্বাহা” এই মন্ত্রে গণ্ডুবজলপান করাইয়া,—“ও প্রাণায় স্বাহা; ও  
সমানায় স্বাহা; ও উদানায় স্বাহা; ও বায়নায় স্বাহা; বলিরা  
মুখে অন্নলপ্শ করাইয়া বাণীতে ক্লেপণ করিবে। পরে কিঞ্চিৎ  
অন্নগ্রহণপূৰ্ব্বক নিম্নমন্ত্রে প্রাশন করাইবে।

“ও অন্নপতেহরসা নো দেহরবীরস্য সুরিণঃ । প্রদাতাঁংস্তব

\* সূত্রাদির পক্ষে কিনা মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইতে হয় ।

উর্করো ধেহি দ্বিপদেশকত্বসদে বিধকর্মণে-বাহা ।” অরগ্রাশন হইলে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন, “ও ইহত” ।

অতঃপর শাস্তিকর্ম, দক্ষিণা ও অচ্ছিত্রাবধারণ প্রভৃতি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবেন এবং আচার বশতঃ বালককে স্তব্ধ, দান্ত ও বৃত্তিকাদি প্রদান করত মাতৃ-অঙ্গে প্রদান করিবেন । দেয়দ্রব্যের মধ্যে যাহা বালক অগ্রে ধরিবে, তাহাই বালকের জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিবেন ।

### অথ চূড়াকরণ ।

পিতা, নিবন্ধোক্ত-কালে শুভ-দিবসে নিত্যকর্ম-সমাপনপূর্বক গোষ্ঠাদি বোদ্ধন-মাতৃকা-পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-সম্পাদন করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন । যথা,—

“অদ্যোভ্যাদি অমৃতগোত্রস্য ঐশ্বর্যমুকম্পেশর্ষণ চূড়াকরণকর্মণি কর্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রাধানামভ্যো-ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং তৃণোপারিকমন্নবহমুৎসজে ।” তদনন্তর যথালক্ষি তাশুলাদি দক্ষিণা দিবেন—

অনন্তর পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া উকজল, নীতলজল, নবনীত পিণ্ড, তিনটী যেত-সেজাকর কাটা, নয়টী কুশপত্র ( তিনটী কুশপত্র দ্বারা প্রত্যেকটী প্রস্তুত ) তাম্র, সূর, নূতনসরবে ইয়গোময় স্থাপন করিবেন । তৎপরে মাতা নূতনবস্ত্রপরিহিত-কুমারকে লইয়া অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন । পরে পূজা করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কুশপত্র ( ৪৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন ) করিবেন ।

অতঃপরে নিয়ম পাঠ করিয়া “নীতলজলের সহিত উকজল মিশ্রিত করিবেন ।” যথা,—

“ও উকেন বীর উকেনেছুদিতে কেশান বপ ।”

পরে ঐ জলের মধ্যে পুরীসাদিত নবনীত-পিণ্ড ফেলিয়া ঐ জল দ্বারা নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ শিরঃপার্শ্ব আর্জ্য করিবেন, মন্ত্র বধা,—“ও সবিত্রা প্রসূতী দেব্য আপ উদ্ধত তে তত্ত্বং বীর্ঘাযুষ্ঠায় বর্জসে ।”

অনন্তর তিনটি সেজার-কাটা দ্বারা কেশ-সংবর্ধন করিয়া পূর্ব-গৃহীত-তিনটি কুশপত্র, নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া কেশে সংযোজিত করিবেন, মন্ত্র বধা,—

“ও ওষধে জায়ন্ত অধিতে মৈনং হিংসীঃ ।” অতঃপর নিম্নমন্ত্রে তাম্বলুর গ্রহণ করিয়া কুশ যুক্ত-কেশে সংস্থাপিত করিবেন । বধা,—

“ও শিরো নামাসি অধিতেন্তে পিতা নমস্তেহস্ত মা মা-হিংসীঃ ।  
ও নিবর্তনাম্যায়ুযেহ্নাদ্যায় প্রজননায় রারাম্পায়ায় অপ্রজাতায়  
স্ববীর্ঘায় ।”

তৎপরে লৌহকুর দ্বারা নির্যোক্ত-মন্ত্র পাঠ করত স্কুশ-কেশ ছেদন করিয়া কুশসহ ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে স্থাপিত-বৃষ-গোময়োপরি স্থাপন করিবেন । মন্ত্র বধা,—

“ও যেনাবপং সবিতা কুরেণ সোমস্ত রাজো বরুণস্ত বিধান্ ।  
ভেন তে বপাসি ব্রহ্মণো বপতীদমাত্তায়ুযাং জয়দতিবধাসং ।”

উক্ত-বিধানক্রমে মস্তকের কেশ জলদ্বারা স্কর্ষণ, কুশ সংযোজন ও তিনবার ছেদন করিয়া সরাস্বর গোময়-পিণ্ডে রাখিবেন ।

মস্তকের পশ্চিমদিকস্থিত স্কুশ-কেশওছ নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদন করিবেন ।

বধা,—“ও কস্তপত জায়স্বয় । ও যদেবানাং জায়স্বয় ।  
ও তন্তেহস্ত জায়স্বয় ।



মন্তকের উত্তরদিকস্থিত সুকুশ-কেশগুচ্ছ নিম্নমস্ত্রে ছেদন করিবেন । যথা,—

“ও যেন ভূরিশ্চরা বদনং জ্যোক্ত পশ্চাদমিম্বাং । তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাভবে জীবনায়ী অম্লোকায় স্বস্তয়ে ।” পরে অমন্তক দুইবার ছেদন করিতে হয় ।

তৎপরে নিম্নমস্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকের উপর দক্ষিণাবর্তে একবার এবং অমন্তক দুইবার লৌহক্ষুর ভ্রমণ করাইবেন । মন্ত্র যথা,—

“ও যং ক্ষুরেণ মন্ডয়তা অপেষসা বপ্তা বা বপতি কেশাংশ্চিন্দ্রি শিরো মাত্ৰায়ুঃ প্রামোষীঃ ।”

কেশ-সম্মুখে ক্ষুর ভ্রমণ করাইবার সময় উক্ত মন্ত্রহ “শিরো-মাত্ৰায়ুঃ” হলে “শিরোমুখমাত্ৰায়ুঃ” পাঠ করিবেন । পরে জলধারা সহস্র মন্তক মার্জিত করিয়া “ও অক্ষুণ্ণঃ পরিবপ ।” বলিয়া, নাপিতের হস্তে ক্ষুর প্রদান করিবেন ।

তৎপরে নাপিত মন্তক মুণ্ডন ও কর্ণবেধ করিবে । ঐ কেশাদি সমস্তই বৃষ গোময়-গর্ভ-সরাবে সংস্থাপন করিয়া মল্লাচার সহকারে গোষ্ঠে, সারাবর কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবে । তদনন্তর কুমারকে পুনরায় স্নান করাইয়া দিবা-বস্ত্র পরিধাপনপূর্বক অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করাইয়া শান্তি আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

### অথ উপনয়ন ।

গর্ভ হইতে অথবা জন্ম হইতে অষ্টম বর্ষে নৃত্তি জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা, নিত্যক্রিয়াদিশেষ করিবেন । পরে গোষ্ঠ্যাদি-

যোড়শমাতৃকানুজা,\* বসুধারা-ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা\* সমাপন করিয়া  
পূৰ্ব্বেতিমুখে উপবেশন করত, কুশভিকোক্ত-বিধানে অগ্নিস্থাপন  
করিবেন। তৎপরে কুমারকে মালাদিবাসী অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নির  
পশ্চিমে গুরুর নিকটে স্নান করাটয়া উপবেশন করাইবেন।  
তৎপরে গুরু, মাণবককে বলিবেন,—“ও ব্রহ্মচর্য্যামাগামি।” মণিবক  
বলিবে,—“ও ব্রহ্মচর্য্যামাগামি।” পুনর্বার আচাৰ্য্য বলিবেন,—  
“ও ব্রহ্মচাৰ্য্যাসানি।” মাণবক বলিবে,—“ও ব্রহ্মচাৰ্য্যাসানি।”

তৎপরে গুরু নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত পট্টবস্ত্র বা নুববস্ত্র মাণবককে  
পরিধান করাটবেন। যথা,—

“ও যেনেজ্জায় বৃহস্পতির্দ্বীপঃ পর্য্যাদদামৃতম্। তেন\* ভা  
পরিদধামাযুষে দীর্ঘায়ুষ্ট্রায় বলায় বর্জ্জসে।”

পরে প্রবরসংখ্যায় বিবেষ্টন-গ্রন্থিবুক্ত, ত্রিগুনীকৃত মৌলীমেখলা  
লইয়া নিম্ন মন্ত্রে মাণবককে পরিধান করাটবেন। মন্ত্র যথা,—

“ও ইয়ঃ চক্ৰক্কাং পরিবাদমানা বর্ণঃ পবিত্রঃ পুনতী ন আগাং।  
প্রাণা-প্রাণাভ্যাং বলবাদমানা স্বসা দেবী সুভগা মেথলয়ম্।”

তৎপরে একটা, ত্রিদণ্ডী-যজ্ঞসূত্র লইয়া মাণবকের গলে যজ্ঞো-  
পবীত্ৰ দিবে। মন্ত্র যথা,—

“ও যজ্ঞোপবীতঃ পরমং পবিত্রং বৃহস্পতেৰ্যং সহজঃ পুৰুষাত্যং।  
আযুক্তবস্ত্রাঃ প্রতিমঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতঃ বলমন্ত্ৰ তেজঃ।”

পরে অমন্ত্রক কৃষ্ণসার-চর্ম্মবৃত্ত যজ্ঞোপবীত দিবে। তৎপরে  
মাণবক নিম্নমন্ত্রে পলাশাদি-দণ্ড গ্রহণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

---

\* একদিনে চুড়া উপনয়ন সমাপ্তন করিতে হইলে একবার  
মাত্র বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিতে হয়।

“ওঁ যো মে দত্তঃ পরাপতন্ ঐবহ্নসোহবিতৃম্যাহং তস্মহং পুনরী-  
‘হদাম্যাহুবে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্জসাম্ ॥”

অনন্তর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ওঁ  
আপোহি হি যমো ভূব ত্বা ন উর্ধ্বে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে ॥ ওঁ  
যোবঃ শিবতমো রসস্তত্ত্ব ভাজয়তেহ নঃ ॥ উপতীরিব মাতরঃ ॥  
ওঁ তস্মা অরং গম্যাম বো যন্ত করায় জিহ্বণ ॥ আপো জনরথী চ  
নঃ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ভাগ করতঃ আচার্য্য নিম্ন-  
মন্ত্র পাঠ করাইয়া কুমারকে সূর্য্য দেখাটেন ।

যথা,—“ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতঃ পুৰস্তাচ্চক্ষুর্মুচরং ॥ পশ্চম শরদঃ  
শতং জীবম শরদঃ শতং ॥ শূণ্ময় শরদঃ শতং প্রজবীম শরদঃ  
শতমদীনাঃ স্ত্রাম শরদঃ শতং তুয়ন্ত শরদঃ শতং ॥”

পরে মাণবকের দক্ষিণ-হস্তের উপরি দিয়া হস্ত দ্বারা মাণবকের  
হৃদয়দেশ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন যথা,—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমহুচ্চিস্তত্ত্বং মম বাচ-  
মেকমনা জুবন্ত বৃহস্পতিস্বা বিমুনজ্জু মম্ ॥

পরে দক্ষিণ-হস্তদ্বারা মাণবককে স্পর্শ করিয়া আচার্য্য নাম  
জিজ্ঞাসা করিবেন—“ওঁ কো নামাসি ?” মাণবক বলিবে,  
“ঐশ্বকদেবশর্মাহং ভোঃ ॥” আচার্য্য পুনরীকর বলিবেন, “কস্ত  
ব্রহ্মচার্য্যাসি ॥” মাণবক বলিবে,—“ওঁ ভবতঃ ॥” পরে গুরু  
নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন—“ওঁ টৈব্রন্ত ব্রহ্মচার্য্যস্তারিরাচার্য্যন্তবাহমা-  
চার্য্যন্তব ঐশ্বকদেবশর্মন্ ॥” পরে আচার্য্য পাঠ করিবেন,—“ওঁ  
প্রজাপত্যে স্বা পরিদদামি, দেবায় স্বা সবিরে পরিদদামি ॥ অত্যাধৌ-  
বদিভাস্বা পরিদদামি ॥ ঋতাপৃণিবীভ্যাং স্বা পরিদদামি ॥ বিবেভা স্বা  
জুভ্যেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্টেভ্যঃ ॥ সর্কেভ্যস্বা জুভ্যেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্টেভ্যঃ ॥”

অনন্তর সাধনক, অগ্নি প্রদক্ষিণ করতঃ আচার্য্যের উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে—ওঁহু, অগ্নির দক্ষিণদিশে প্রাগগ্রহণসহিত ব্রহ্মাসন আকৃত করিয়া—“ব্রহ্মসিহোপবিশ্রুতাম্” । বলিয়া একটাকে উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে শ্রীকৃতাশ্রয়ন করত একবার অচ্ছিন্ন-কুশধারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তক্রমে অগ্নিপরিভ্রমণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনায়ত্ব্য দক্ষিণাদিক্রমে হাপন কারবেন । যথা, -

পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রদ্বয়, পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সম্ভার্কজন-কুশছয়গাছ, উপবগনকুশ ত্রয়োদশ, সমিধ, ঋব, ঘৃত, ব্রহ্মদক্ষিণার্থ-পূর্ণপাত্র ও তিনটি সমিধ ।

পরে পবিত্রচ্ছেদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে হাপন, তদুপরি শ্রীকৃতা-জলদান, বাসহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র হাপন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দক্ষিণ হস্তধারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণী-জলধারা প্রোক্ষণীজল ও অত্যাশ্র পাত্রসমূহে প্রোক্ষণ করিয়া, শ্রীকৃতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র হাপন করিবেন । তদনন্তর সমুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করত তন্মুখে ঘৃত রাখিয়া প্রতপ্ত করতঃ প্রেচ্ছলিত-অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালীকে তিনবার বেষ্টিত করিবেন, পরে সেই অগ্নি অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন । তৎপরে ঋব প্রতপ্ত করিয়া সম্ভার্কজন-কুশধারা মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্কজন ও পুনঃ প্রতপ্ত করত ঋব প্রোক্ষণীর উত্তরে হাপন করিবেন । পরে নিধের সমুখে আজ্যস্থালী অবতরণ করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রের পবিত্র গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ উত্তোলন-রূপ উৎপন্ন করিয়া আজ্য দর্শন করিবেন । তৎপরে বাসহস্তধারা প্রোক্ষণী জল ও উপবগনকুশ লইয়া উৎখিত হইয়া পূর্ণাসানিত সমিধ তিনটি অগ্নিতে নিক্ষেপ

করিয়া উপবেশন করিবেন। পরে প্রোক্ষণী-পাত্রের পবিত্রসহ জল গ্রহণ করিবেন এবং সেই জলদ্বারা ইন্দ্রানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তক্ৰমে অগ্নিপূজা করিবেন। পরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপন করিয়া সংপ্রবর্ত প্রোক্ষণপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবেন।

অনন্তর অবারম্ভপূর্বক অৰ্ঘ্য গ্রহণ করতঃ ঘৃতদ্বারা আধার আকীর্ণ হোম করিবেন। যথা,—

“ও প্রজাপত্যে স্বাহা—ইদং প্রজাপত্যে। ও ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়। ও অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে। ও সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়।” প্রত্যাহুতির অন্তে অগ্নয় ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবেন। তদনন্তর অবারম্ভ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-নামক অগ্নির আবাহনপূর্বক অর্চনা করতঃ মহাবাহুতি হোম করিবেন, যথা—  
“ও ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ। ও ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ। ও স্বঃ স্বাহা ইদং সুর্যায়।”

অতঃপর “অগ্নে ভূঃ বিধুনামসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া “বিধুনামাগে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” বলিয়া আবাহন করতঃ “এতৎ পাক্তং ও বিধুনামে অগ্নয়ে নমঃ”—বলিয়া পূজা করিয়া সঙ্কল্প করতঃ পূর্বোক্ত “অগ্নোহগ্নে (৪৭৪ পৃঃ দেখুন) ইত্যাদি—মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

তৎপরে “প্রজাপত্যে স্বাহা—ইদং প্রজাপত্যে।” বলিয়া হোম করিয়া ঐষ্টিক্রোম করবেন, যথা,—“ও অগ্নয়ে ঐষ্টিক্রোমে স্বাহা”—ইদমগ্নয়ে ঐষ্টিক্রোমে।

তৎপরে সংপ্রব-পাশন করিয়া অগ্নয়ন পূর্বক ব্রহ্মদক্ষিণা করতঃ আচার্য্য দানবকে বলিবেন,—“ও ব্রহ্মদক্ষিণা ?” দানবকে বলিবে,—“ও ব্রহ্মদক্ষিণা ?” ইত্যাদি আচার্য্য বলিবেন,—“ও

আপোহানং কৰ্ম কুরু ।” পরে মাণবক—“ও আপোহানি” বলিলে—আচার্য্য বলিবেন,—“ও কৰ্ম কুরু ।” মাণবক বলিবে—  
“ও কৰ্ম্মানি ।” আচার্য্য—“ও মা দিবা স্বাপ্নোঃ ।”  
মাণবক—“ও ন স্বপামি ।” আচার্য্য—“ও বাচং যচ্ছ ।”  
মাণবক—“ও যচ্ছামি ।” আচার্য্য—“ও সাম্যমাধেহি ।” ব্রাহ্মণক—  
“ও আদ্যামি ।” অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরে পূৰ্ব্বমুখে  
উপবেশন করিলে—মাণবক, পশ্চিমমুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ  
হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বামহস্তদ্বারা বাম চরণ ধারণান্তর  
প্রার্থনা করিলে—আচার্য্য নিম্নলিখিত নিয়মামুসারে গায়ত্রী  
বলিবেন, যথা—প্রথমে প্রথম পাদ,—“তং সবিতুৰ্ব্বরেণ্যং”  
পরে দ্বিতীয় পাদ—“ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ।” পরে তৃতীয় পাদ,—  
“দিমো যো ন প্রচোদয়াৎ ।”

অনন্তর পাদাঙ্কক্রমে পাঠ করাইবেন, যথা—“তং সবিতুৰ্ব্বরেণ্যং  
ভর্গো দেবস্ত ধীমহি” ইতি প্রথম পাদাঙ্ক । “দিমো যো নঃ  
প্রচোদয়াৎ” ইতি দ্বিতীয় পাদাঙ্ক ।

অনন্তর সমস্ত-গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইয়া—ওকারাদি  
ব্যাকৃতি সহিত সমস্ত গায়ত্রী একবার পাঠ করাইবেন । যথা—  
“ও হুঁহুঃ স্বঃ, তং সবিতুৰ্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্ত ধীমহি, দিমো  
যো নঃ প্রচোদয়াৎ ও ।”

পরে মাণবক, নিম্নমুখে সন্নিধান করিবে,—“ও অগ্নে  
সুশ্রবঃ সুশ্রবণং বা কুরু যথাসময়ে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি । এব-  
মুখে সুশ্রবঃ সৌশ্রবস্ব নাকুরু যথা ঐনগ্নে দেবানাম্ যজ্ঞস্ত নিধিপা  
অসি । এবমহং মহত্যাগচ্ছ দেবস্ত নিধিপো ভূয়স্ম ॥”

অতঃপর আচার্য্য জলদ্বারা স্ৰ্ণানকোণ হইতে দক্ষিণাধৰ্ম্মক্রমে

আগ্নি পর্যাঙ্কণ করিবেন। পরে মাণবক, উষ্ণিয়া নিম্নমুখে অঙ্গিতে  
একটী ঘৃতাক্ত-সমিধ দান করিবে। “মদ্র যথা,—

“ও অগ্নে সন্ধিমহার্ঘ্যঃ বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা  
সমিধ্যস এবমহমায়ুধা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পণ্ডিত্বকবর্চসেন  
সমিক্তে জীবপুত্রো মমচাৰ্য্যো মেধাব্যাহমসামানিরাকরিসুধায়মান্,  
যশস্বাভৈরহী একবর্চস্বানন্নাদৌ ভূয়াসমগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে।”  
তৎপরে উক্ত—পরিসমুহ্নাদিক্রমে অপর সমিধদ্বয় আহুতি দিয়া  
হস্তবর্গ অগ্নিতে প্রতপ্ত করত সেই হস্ত-দ্বয়-দ্বারা মাণবক নিজমুখ  
মার্জনা করিবে। পুনরায় হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া নিম্নমুখে পাঠ  
করত সর্বাঙ্গ মার্জনা করিবে। মদ্র যথা—

“ও তনুপা অগ্নেহসি তমুঃ মে পাহায়ুর্দা অসি অগ্নে আয়ুর্শে  
দেহে হ বর্চোদা দেবঃ সাবতা অগ্নেহসি বর্চো মে দেতি অগ্নে ভগ্নে  
ত্বয়া উনঃ তম অাপৃণ। ও মেধাঃ মে আদধাতু মেধাঃ দেবী  
সরস্বতী মেধাঃ মে অংস্বনো দেবা বা ধতাঃ পুঙ্করঅজো।”

পুনরায় পূর্ববৎ উভয়-হস্ত প্রতপ্ত করিয়া সর্বাঙ্গ মার্জনা করিবে।  
যথা,—“অস্বানি চ মে আপ্যায়ন্তাম্” (সর্বাঙ্গ), “ও বাক্ চ  
আপ্যায়ন্তাম্” (মুখ) “ও নাসিকা চ আপ্যায়ন্তাম্” (নাসিকা),  
“ও শ্রোত্রাচ্চ আপ্যায়ন্তাম্” (হৃদয়), “ও চক্ষুচ্চ মে আপ্যায়ন্তাম্”  
(উভয়-চক্ষুঃ) “ও শ্রোত্রঞ্চ আপ্যায়ন্তাম্।” (উভয়-কর্ণ),  
“ও যশো বলঞ্চ আপ্যায়ন্তাম্” বলিয়া পুনঃ সর্বাঙ্গ ।

অনন্তর অনামিকা অঙ্গুলীবোলে ভগ্নদ্বারা ললাটাদিতে তিলক  
করিবে। যথা,—ললাটে “ও কশ্যপ্ত ত্র্যায়ুধম্।” গ্রীবার্গ, “ও  
যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুধম্।” দক্ষিণাংশে “ও দেবীনাং ত্র্যায়ুধম্।” হৃদয়ে  
“ও তমেহস্ত ত্র্যায়ুধম্।”

অতঃপর মণিবর্ক, প্রথমতঃ .মাতার নিকট তিকা প্রার্থনা করিবে । “ও ভবতি তিকাং দেহি ।” পরে এতরূপে ভগিনী ও মাতৃস্বগার নিকট প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে—  
“ও ভবন্ তিকাং দেহি ।”

পরে আচার্য্য শাস্তি, আশীর্বাদ ও অজিহাবধারণাদি করিবেন ।  
ব্রহ্মচারী বোনী অসক্ত-পক্ষে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতি-বাহিত করত সঙ্কোপাসনা করিয়া পূর্ববৎ সন্নিধাধান-পূর্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে ।

### অথ বেদারবৃত্ত ।

ব্রহ্মচারী শুভদিনে গোষ্ঠাদি বোড়শ-মুহুর্ত্তাপূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ঃ করিয়া শুকসমীপে গমন করিবে । শুক, আশ্ব-বাসে ব্রহ্মচারীকে উপবেশন করাটেরা অগ্নি-স্থাপন করত আঘাতাজাতাগ হোম করিয়া পরে সমুদ্ভব-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্বক বেদাহতি-হোম করিবেন । ক্রমঃ যথা,—

“অগ্নে স্বঃ সমুদ্ভবনামসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া “সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” বলিয়া আবাহন করিয়া “এতৎ পাত্তং ও সমুদ্ভবনাগ্নে অগ্নয়ে নমঃ” এই ক্রমে পান্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া হোম করিবেন ।

যথা,—“ও পৃথিব্যো স্বাহা—ঐদং পৃথিব্যো । ও অগ্নয়ে স্বাহা—ঐদমগ্নয়ে । (ইতি অর্থঃ) । ও অস্তরীকার স্বাহা—ঐদমস্তরীকার ।

\* ত্রিকালকৃত্রগ আচাৰ্য্যকে দিবার কৃপা শাস্ত্রে নির্বিত আছে ।

ঃ একদিনে সমস্ত কার্য্য করিলে পূৰ্ব্বক বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না ।



ও বায়বে স্বাহা—ইদং বায়বে । ( ইতি বহুর্বেদে ) ও দিবে  
 স্বাহা—ইদং দিবে । ও সূৰ্য্যায় স্বাহা—ইদং সূৰ্য্যায় । ( ইতি  
 সারবেদে ) । ও দিগতাঃ স্বাহা—ইদং দিগতাঃ । ও চন্দ্রমসে  
 স্বাহা—ইদং চন্দ্রমসে । ( ইতি অথৰ্ববেদে ) । সৰ্ববেদ-সাধারণ  
 আহুতি কৰ্ণা,—“ও ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে । ও ছন্দোভ্যঃ  
 স্বাহা—ইদং ছন্দোভ্যঃ । ও প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে ।  
 ও দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং দেবেভ্যঃ । ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ইদং ঋষিভ্যঃ ।  
 ও প্রক্লাতৈ স্বাহা—ইদং প্রক্লাতৈ । ও মেধাতৈ স্বাহা—ইদং  
 মেধাতৈ । ও সদসস্পত্যে স্বাহা—ইদং সদসস্পত্যে । অহুমত্যে  
 স্বাহা—ইদং অহুমত্যে ।”

অনন্তর অশ্বারুতপূৰ্বক মহাবাহুতি-হোম করিবেন, যথা,—  
 “ও ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ । ও ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ । ও স্বঃ  
 স্বাহা—ইদং স্বঃ ॥”

পরে শায়শ্চিত্ত-হোম ও প্রাজাপত্য-হোম করিবেন । অতঃপর  
 ব্রহ্মদক্ষিণা করত আচার্য্য, পূৰ্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মুখের  
 দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন । ব্রহ্মচারী, পশ্চিমমুখে বসিয়া  
 দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ-চরণ এবং বামহস্তদ্বারা  
 আচার্য্যের বামচরণ দারণপূৰ্বক আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে ।  
 পরে আচার্য্য গায়ত্রী-পাঠ ক্রমে বেদাধ্যয়ন করাইবেন । যথা,—  
 “ও অগ্নিমৌলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমৃষিজম্ । হোতাং  
 রত্নধাতমম্ ॥ ও ইবেত্বোজ্জ্বলা বায়বঃ সূ দেবো বঃ সবিতা প্রাপন্নকু  
 শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে ॥ ও অথ অগ্নাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে  
 নিহোতা সংসি বহিষি ॥ ও শমো দেবীরভিষ্টয়ে আৰ্ণো ভবন্ত  
 পী তমে শংষোন্নতি অবন্ত নঃ ॥”

তদনন্তরঃ স্রব্ধা, শান্তি, আশীর্বাদ ও অজিহ্মাধারণাদি করিবে।

### অথ সমাবর্তন ।

ব্রহ্মচারী, নিবন্ধোক্তকালে আচার্য্যকে দক্ষিণাধারী সন্তোষ করিয়া বলিবে—“ওরো যাত্তামি ।” আচার্য্য বলিবে, —“আহি” । তৎপরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া—ব্রহ্মচারী, ছায়ামণ্ডপে সুমাসীন-আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উত্তরদিকে উপবেশন করিলে—আচার্য্য, পূর্ব্বং “অগ্নেঽং তেজোনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া হোম করিবেন । প্রথমে দ্রব্যাদান যথা,—পূর্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাধিক্রমে, কলপূর্ণ আত্মপল্লবমুখ সকুল আটী কলসী, ষাদশাস্ত্রল পরিমিত-উড্‌ঘর-কাষ্ঠনির্ম্মিত, দন্ত-কাষ্ঠ, পিষ্ট-তিল-পিণ্ড, অমুলেপনার্থ সুগন্ধিদ্রব্য, পরিধান ও উত্তরীয়ার্থ নূতন-বস্ত্রদ্বয়, উষকীয়ার্থ নবুবস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, সুবর্ণ-কুণ্ডলদ্বয়, স্তম্ভজ, দর্পণ, ছত্র, পাত্ৰকাযুগল এবং বৈগদও প্রভৃতি । অনন্তর পূর্ব্বং অম্বারস্তপূর্ব্বক অবস্থার আচার্য্যরাজ্য-ভাগ-হোম করিয়া পুনর্বার পূর্ব্বং বেদাহতি হোম করতঃ সর্ববেদ-সাধারণ-আহতি দিবেন ( ৫৬১ পৃঃ বেদারম্ভ দেখুন ) । তৎপরে অম্বারস্তপূর্ব্বক মহাব্যাহতি-হোম করিবেন । যথা,—

“ও ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ । ও ভূবঃ স্বাহা—ইদং ভূবঃ । ও স্বঃ স্বাহা—ইদং স্বঃ” ।

অতঃপর “অগ্নে ঽং বিধুনামাসি” এই নামকরণ করিয়া “ও যমোহমে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রারম্ভিত হোম ও প্রোক্ষাপত্য-হোম এবং

বিষ্ণু কৃষ্ণান প্রভৃতি সম্পাদন পূর্বক, সংগ্রহ-প্রদান ও আচমন করত  
ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন ।

তদনন্তর “ও পৃথি স্বঃ সীতলা তব ।” এই মন্ত্রে অগ্নির  
ঈশানকোণে হুতাদি প্রদান করিবেন । পরে “ও কস্তপ্ত  
অ্যাহুধম্”—ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক-দান করিবেন ।

পরে অগ্নির উত্তরে পূর্বাগ্র কুশোণরি পশ্চিমাগ্নি হইতে  
পঙ্কতিক্রমে পূর্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলস-সমূহের একটা কলস হইতে  
পশ্চিমাগ্নিক্রমে এক এক অঞ্জলি জল লইয়া আত্মাকে অভিষিক্ত  
করিবে । যথা,—

“ও বেহ্প্রস্তররসঃ প্রবিষ্টা গোহ উপগোহ মূথো মনোহাঃ  
খলো বিকৃজন্তনুধিরিত্রিহা তান্ বিজহামি যো রোচনমন্তমিহ  
গৃহামি ।”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পশ্চিমকলসী হইতে এক অঞ্জলি জল  
লইয়া নিম্নমন্ত্রে আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে । যথা—

“ও তেন্ মাষতিষিক্যুনি ত্রিৈ বশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্জগার ।  
যেন ত্রিমকুণ্ডতাং যেনাবম্বতাং হুতাম্ । যেনাকাবত্যসিকতাং  
তদধিনৌ বশঃ ।”

পরে পূর্বস্থাপিত দ্বিতীয়কলস হইতে পূর্বোক্ত মন্ত্রে জল লইয়া,—  
“ও আপো হিষ্টা”—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে ।

পরে তৃতীয় কলস হইতে ঐ মন্ত্রে জল লইয়া—“ও যো ঋ  
নিবভমোরসঃ”—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পূর্বোক্ত মন্ত্রে  
চতুর্থ কলস হইতে জল লইয়া “ও তন্মা অংগমাব”—ইত্যাদি মন্ত্রে  
অভিষেক করিবে । পরে উক্ত মন্ত্রেই পশ্চিমাগ্নি অবশিষ্ট কলস হইতে  
জল লইয়া অবশ্যক অভিষেক করিবে ।

তৎপরে "উ-মহ পঠি" করিয়া হস্তকের উপর দিয়া দেখলা উল্লোচন করিবে । বধা, —

"ও উত্তমং বরুণপাশবন্দনবান্ধং নিমধ্যমং প্রণয় । অথ  
বরমাদিত্যব্রতে তবানাগসোহদিতরে ভাম ।" অতঃপর দেখলা  
তুমিতে নিক্ষেপপূর্বক নৃতন-তর-বহু পরিধান করত "ও উত্তম  
ব্রাহ্মত্বিতিরিম্রো মরুত্তিরহাং দিব্যাবভিরহাং শতগনিরসি শতগনিং  
যা কুর্বাধাবিদগ্নাগময় । ও উত্তম ব্রাহ্মত্বিতিরিম্রো মরুত্তিরহাং  
সায়ং বাবভিরহাং সহস্রগনিরসি সহস্রগনিং যা কুর্বাধা বিদগ্নাগময় ॥"  
এই মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান করিতে হয় ।

অনন্তর দধি ও তিল কেশে মাখাইয়া কেশ মখাদি কৰ্ত্তন করত  
পূর্বাসাদিত-দন্তকাঠবারা দন্তধাবন করিবে । মন্ত্র বধা,—

"ও অরাস্তার বাহধ্বং সোমো রাজা সমাগময় । স মে যুৎ  
প্রমাক্তে বশসা চ ভগেন চ ।"

তৎপরে আচমন করিয়া অগ্নি-জব্যদ্বারা হস্তদ্বয় লেপন করতঃ  
নাসিকা ও মুখে লেপন করিবে । মন্ত্র বধা,—

"ও প্রাণাপাসৌ মে তর্পয়ে, চক্ষুর্থে তর্পয়ে, শ্রোত্রং মে তর্পয়ে ।"

তৎপরে অগ্নি লিপ্ত হস্তদ্বয় লাজ্জালি গ্রহণপূর্বক "ও পিতরঃ  
তুভ্যম্ ।" বলিয়া পিতৃ-ভৌরবারা দক্ষিণদিকে দিবে । তদনন্তর  
সকলগুণে অগ্নি অহ্নলেপন পূর্বক মন্ত্র জপ করিবে । বধা,—

"ও অচকা অহমক্ৰিডাং তুভ্যম্ । অর্ঘ্যং তুভ্যে তুভ্যম্ ।

ও অক্ষতঃ কণাভ্যাং তুভ্যম্ ।" পরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রে নৃতন বহু  
পরিধান করিবে, "ও পিতৃভ্যাং বশোপাতে দীর্ঘাযুতঃ অরুণত্বিরসি  
শতক জীবাসি পরমঃ অর্ঘ্যং । রারশ্যোবহুভিসংস্রয়রক্কে ।" পরে—

"ও বজ্রোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্বৎ সহস্রং পুরতাং ।

আত্মদানপ্রাণ প্রতিমক তত্ত্বং যজ্ঞোপবীতং বসনম্ভৈঃ  
 'ময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বক্ষ্যমাণ যজ্ঞে উত্তরীরবস্ত্র ধারণ  
 করিবে,—“ও যশস! মা জাবপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী যশো তগন্ত  
 নাবিদদ্যুশো মা প্রতিপত্ততাম্।” পরে নিম্ন মন্ত্র-পাঠ করিয়া  
 পুষ্প-গ্রহণ করিবে। যথা,—

“ও যা অহরদ্যমসিঃ শ্রদ্ধায়ে মেধায়ে কামায়েজিরার। তা  
 অহা প্রতিগৃহ্মসি যশস! চ তগেন চ।” তৎপরে বক্ষ্যমাণ-মন্ত্র  
 পাঠ করিয়া মাগা ধারণ করিবে। যথা—“ও যদ্ যশোহপ্সরসা-  
 নিকুলচকার বিপুসং পৃথু। তেন সংগ্রহিতাঃ স্মমনসা অববয়সি যশো  
 মসি।” অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেটন  
 করিবে, যথা—ও যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাং স উপ্রেয়ান্  
 ভবতি কায়মানঃ তদ্বারাঃ কবণ উন্নয়ন্তি স্বাধো মনসা দেবরত্নঃ।  
 পরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করতঃ কর্ণে সুবর্ণ-কুণ্ডল পরিধান করিবে,—  
 “ও অলঙ্করণমসি তুর্যঃ অলঙ্করণঃ তুরাঃ।” পরে চক্ষুর্দ্বয়ে অঙ্গন  
 দান করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ও বৃহত্ত কনিনিকানি চক্ষুর্দ্বা অসি চক্ষুর্দ্বৈ দেহি।” পরে  
 দর্পণে আত্মরূপ দর্শন করিবে,—“ও রোতিক্ষুরসি।” পরে  
 “ও বৃহস্পতেহুদিগসি পাপমানো মামন্তর্দেহি। তেভ্যসো যশসো  
 মামন্তর্দেহি।” এই মন্ত্রে ছত্র ধারণ করিবে। তৎপরে বক্ষ্যমাণ-  
 মন্ত্রে পদবস্ত্রে উপানুহ (জুতা) ধারণ করিয়া পাঠ করিবে।—“ও  
 প্রতিষ্ঠে হো বিধতো মা পাতম্।” পরে পরবর্ত্তি-মন্ত্রে বৈগবদঙ  
 (বিশেষ দণ্ড) ধারণ করিবে—“ও বিধেভ্যো মা নাট্রাভাঃ পরিপাতি  
 সর্গতঃ।” অন্তঃপদ-পূর্ব্ব-ঘৃহীত বিধবঙ অঙ্গিতে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর আঠাৎ বিবাহ-পদ্ধতি ক্রমে বিটর, পাভ, অধী,

আসন্নীয়, মনুষ্য প্রভৃতি দ্বারা নিত্যের পূজা করিয়া শান্তি আশীর্বাদ ও সন্তোষার্থ প্রার্থনা করিবেন । তৎপরে মণবক আত্মীয়স্বজন নানাবিধ-কর্ম করিয়া দ্বিতীয় প্রহরারি-ভাবে নিদ্রাসিদ্ধ-ভোগ্য করিবে ।

### কবেদীর বিবাহ

কালে-শিনাপ্তভিত্তেন বৃত্তিহারাধর্শনিনী ।

কবেদিনাং নিবেকাদৌ পদ্ধতিঃ ক্রিান্তে শুভা ॥

বিবাহ কার্যের পূর্বেই ইচ্ছাশীল করিতে হয়, তাহার প্রণালী যথা,—

প্রতিমুখে উপবেশন করিয়া উর্দ্ধদেশে চতুস্তম আচ্ছাদন করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রাঙ্কসারে কার্পাস-হস্তদ্বারা প্রত্যেক-দিকে জিবেটন করিবে । মন্ত্র—“ও ইচ্ছাশী মাতৃমাবান্তি স্তুতগামাংসবৎ । নমস্ত অপরকনজয়সা মরতে পতির্নিবর্ত্যাদিত্য উত্তরঃ । অতঃপর বক্ষ্যমাণ বস্ত্র-কেশ-কল্যাণে উপস্থিত বন্ধন করিবেন । “ও অগ্নে বিবেতিঃ স্বর্গীক দেবৈবর্গাবস্তঃ প্রথমঃ সীমবোনিঃকুলারিনুং, স্তুতবস্ত্রং সবিরে বস্ত্রং নম বস্ত্রমানার সাধু ।”

অনন্তর কল্যাণাতা বুদ্ধিপ্রাচ্য করিয়া অর্ধশাখ বিটের, পাণ্ড, অর্ঘ্য, আসন্নীয়, দধি, মধু এবং দুটি কাংস্তপাত্র ও একটি গোপ, এই সব-কলি স্থাপন করিবেন । তৎপরে কল্যাণাতা শুভমুখে আসন্নীয় কুণ্ডলা হস্তাধীন ও বৃত্তিহারা পূর্বক “ও সূর্য্যঃ সৌম্যঃ ইচ্ছাশী মম পাঠ করি” মন্ত্রোচ্চারণে বেষ্টনগণকে, সন্মতিপ্রার্থ করিয়া করত, আশীর্বাদ করিবেন । কল্যাণাতা “ও সাধুত্বঃ

নাভা", বর "ও নাভাহমানে", দাতা "ও অর্কহিতামো করত",  
 বর "ও অর্কহি" তৎপরে কতাদাতা বরকে গাথি, বর্জিত,  
 আচমনীয়, গরুপ, বজ্র, মালা, যজ্ঞোপবীত ও অম্বুদীপক প্রভৃতি  
 দান করিবে। পরে বরের দক্ষিণ-আহু, আতপ, তপুস ও  
 দুর্বা-স্নান ধরিয়া বলিবে, "বিকুরো অমুকো বাসি অমুকশাশিহে  
 তাকুরো অমুকো পাক অমুকতিথৌ অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত  
 অমুকদেবশর্মাণঃ প্রোণোমঃ অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত অমুক-  
 দেবশর্মাণঃ পৌমঃ অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ,  
 অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অথেনাত্তর্গতাবগায়নশাঠৈকদেনাধ্যায়িনঃ  
 ত্রিমুকদেবশর্মাণঃ বরঃ । অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত অমুকদেব-  
 শর্মাণঃ প্রোণোমো, অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত অমুকদেবশর্মাণঃ  
 পৌমো অমুকগোত্রত অমুকপ্রবরত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রো  
 অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ ত্রিমুকদেবীঃ কতাত্ততবিবাহেন  
 দাহুবেতি পাতাদিভিরভ্যর্চ্য বরবেন ভবন্তমহঃ কুণে।" তৎপরে  
 বর "ও বৃতোহস্মি" বলিবে। দাতা "ও বথাবিহিতং ততবিবাহ-  
 কর্ম কুরু"; বর "ও বথাজানতঃ করবানি" বলিবে। তৎপরে  
 আসার-অম্বুসারে বর ও কতাত্ত মুখচন্দ্রিকা ও স্ত্রী-আচার সমাধা  
 করাষ্টেবে।

অনন্তর শুক্লাননে বর পূর্বমুখে বসিবে ও দাতা উত্তরমুখে  
 উপবেশনপূর্বক বিটরাদি দ্বারা বরকে অর্চনা করিবে। বর্জিত  
 দাতা বিটর গ্রহণ করিয়া "ও বিটরো বিটরো বিটরো প্রতি-  
 গৃহত্বাহ" এই বলিয়া বরকে বিটর-দান করিলে—বর "ও বিটরো  
 প্রতিগৃহত্বাহি" বলিয়া বিটরগ্রহণপূর্বক নিম্নমুখে গাই করত উত্তরাগ্র  
 করিয়া উহাকে উপবেশন করিবে। বর বথা,—

“অহং বহু” ইত্যন্ত প্রজাপতিঃ বিবাহপূহঃ “পরমেষী দেবতা  
 বিব্রাহ্মনদানে নিম্নিঃগঃ । ও অহং বহু সজাতানামুভ্যামি  
 নৃণা ইমন্ততিষ্ঠামি বোমাকন্তাভিদামতি ।” কস্তাদাতা, পাণ্ড  
 গ্রহণ করিয়া “ও পাণ্ডং পাণ্ডং পাণ্ডং প্রতিগৃহ্যতাম্” এই বলিয়া  
 বরকে দিবেন । বর “ও পাণ্ডং প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া গ্রহণ করিয়া  
 তাহা হইতে প্রথমে বামপাদ ও পরে দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করিবেন ।  
 সম্প্রদাতা অর্ধ গ্রহণ করিয়া “ও অর্ধোহর্ধোহর্ধঃ প্রতিগৃহ্যতাম্”  
 এই বলিয়া বরকে দিবেন । বর “ও অর্ধঃ প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া  
 দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বীপ-মন্তকে দিবেন । দাতা, আচমনীয়  
 গ্রহণ করিয়া “ও আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্” বলিয়া  
 বরকে দিবেন । বর “ও আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যামি” বলিয়া গ্রহণ  
 করত “ও অমৃতোপস্বরগমসি স্বাহা” বলিয়া আচমন করিবেন ।  
 দাতা, কাণ্ডপাত্রে দধি, মধু ও স্কৃত মিশ্রিত করিয়া, অপকৃত  
 কাণ্ডপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত “ও মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ  
 প্রতিগৃহ্যতাম্” বলিয়া মধুপর্ক দিবেন । বর “ও মধুপর্কং প্রতি  
 গৃহ্যামি” বলিয়া গ্রহণ করত “মিত্রস্তস্মৈ ইত্যন্ত” প্রজাপতিঃ বিঃ  
 সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্ক-প্রক্ষেপে বিনিয়োগঃ । ও  
 মিত্রস্তস্মৈ চক্ষুষা প্রতীক্ষে” এই বলিয়া দর্শন করিয়া “দেবস্ত হা  
 ইত্যন্ত” প্রজাপতিঃ বিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্ক গ্রহণে  
 নিয়োগঃ । ও দেবস্ত হা সবকুঃ শসবেহধিনোঋহত্যং পুষো  
 হস্তাত্যাং প্রতিগৃহ্যামি” এই বলিয়া গ্রহণ করিয়া “মধুবাভোত  
 দিধানিঃস্রাবিঃ সবির্জী দেবতা ঐষ্টপূহন্য মধুপর্কানোভুনে  
 বিনিয়োগঃ । ও মধুগাতা স্তাত্যন্তে মধু করন্তি সর্গবঃ” মাক্ষানঃ  
 প. স্বাবাদি । মধু নক্তমুতোবসে মধুং পরিধিবঃ রজঃ । ৫৬



ভোরের নঃ শিতা মধুসারো যত্নসতির্ধ্বংসীঃ অংকুশাঃ ।  
 যাদ্বীর্ণাণো ভবন্ত নঃ । এই বলিয়া অঙ্কুশ ও অনাকিকা অঙ্কুশী  
 দ্বারা বারম্বর আলোড়ন করিয়া “ও বসবহা” গায়ত্র্যেণ ছন্দসা  
 ভক্ষয়ন্ত” বলিয়া অষ্ট্রের দিকে কিরণে নিষ্কেপ করিবেন ।  
 “ও কপ্তীষৌ জৈষ্ট্বেভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত” বলিয়া দক্ষিণদিকে কিরণ  
 পরিমাণ নিষ্কেপ করিবেন । “ও আদিত্যায়া জাগতেন ছন্দসা  
 ভক্ষয়ন্ত” বলিয়া পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ নিষ্কেপ করিবেন ।  
 “ও বিশ্বদেবাজ্ঞা আত্মহুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত” এবং “ও  
 ভূতেভাস্বাসুংক্ষিপাম” এই বলিয়া মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ নিষ্কেপ  
 করিবেন । “ও বিরাজো দোহোহসি” বলিয়া প্রথমতঃ আত্মাণ  
 করিবেন, তৎপরে আচমন করিয়া “ও বিরাজো দোহোহসি” এই  
 মন্ত্রে পুনর্বার আত্মাণ করিবেন । “ও ময়ি দোহঃ পাত্মাশ্চৈব বিরাজঃ”  
 বলিয়া পুনশ্চ আত্মাণ করিবেন, তৎপরে আচমন করিয়া অব-  
 শিষ্টাংশ শিক্তকে প্রদান করিবেন, তৎপরে আচমনপদ্ধতি-অনুসারে  
 “ও অমৃতাপিদানমসি স্বাহা” বলিয়া পুনর্বার প্রথম আচমন করিয়া  
 শৌচার্থ “ও সত্যং বশঃ শ্রীর্ষরি জঃ শ্রয়তাম্” এই বলিয়া দ্বিতীয়বার  
 আচমন করিবেন । তৎপরে কন্দ্রাঙ্গ, আচমন করিবেন । তৎপরে  
 দাতা “ও গোঃ গোঃ গোঃ” বলিবেন । বর, নিরলিখিত-মন্ত্রে  
 গোমোহর্চন করিবেন । বধা,—

“ও হতা মে পাপা পাপা মে হতাঃ মাভা কল্পণাঃ”  
 ইত্যন্ত বলিষ্ঠ ঋষির্দ্বৈপুছন্দে গোর্দেবতা গবামুদ্রাণে বিনিয়োগঃ ।  
 ও মাভা কল্পণঃ হহিতা বহুর্বাঃ বহুর্বির্ভানামমৃচ্চত নাতিঃ ।  
 প্র হু গোঃ চিকিত্ত্বং বহুর্বাঃ মা গামনাগানবিতং বধিষ্ট” তৎপরে  
 নশিত ( পরামাণিক ) “বহুর্বাঃ গোহঃ গোঃ” বলিবে ।

আনন্দের কথা আনন্দ করত যের বদলার জীবনপনকে  
খটিকার করাইল বরকে নিরস্ত বলাইবেম ।—

“ও দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টিচাতঃ শিবা আপঃ সতঃ অক্ষঃ  
তকাঃ রিকাকঃ ।”

### সম্প্রদান ।

কস্তাদাতা, “ওঁ সাজ্জাদনালঙ্কৃতায়ৈ কস্তায়ৈ নমঃ ॥ এই  
মত্রে তিনবার গুরুপূজা দ্বারা কস্তাকে অর্চনা করিবেম । পরে  
“ওঁ এতদধিপত্যে প্রজাপত্যে নমঃ”, “ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় বরায়  
নমঃ” বলিয়া গুরুপূজা দিবেম । তৎপরে কুণ্ড ও তিল-তলাদি গ্রহণ  
করিয়া বাক্য করিবেম । বথা,—

“বিষ্ণুরাম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিহে তাকে  
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণু-  
শ্রী-উকায়ঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায়,  
অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত  
অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
( অথবাভর্গগাধারনশাটৈকদেশাধ্যায়িনে ) শ্রীঅমুকদেবশর্মে  
বরায় । অমুক-গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায়,  
অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত  
অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
শ্রীঅমুকদেবশর্মানামাঃ কস্তায়, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুক-  
দেবশর্মাঃ প্রপৌত্রায়, এবং পৌত্রায়, পুত্রায়, বরায় অর্চি তাক্য  
এবং অমুক-গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাঃ পৌত্রায়, এবং

পৌত্রীং, পুত্রীং, কন্যাং, এবং অমৃতগোত্রীং অমৃত-  
দৈবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীং, এবং পৌত্রীং, পুত্রীং, কন্যাং, এবং অমৃত-  
গোত্রীং অমৃতপ্রবরীং অমৃতদৈবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীং, এবং পৌত্রীং,  
পুত্রীং, কন্যাং সালঙ্কারীং বাসোবুগাঙ্খাদিতাং প্রজাপতিদেবতা-  
কামহুঃ সৌপ্রদে।” বর, “ও স্বতি” বলিবেন। “কন্যাদাতা  
বলিবেন “ও দর্শেৎগাৰ্ধে চ কামে চ ন ব্যাভিচারিতব্যা স্বরয়ম্।”  
বর “ও বর্ষাৎ বলিবেন। অতঃপর বর, কন্যাকে অভিমর্ষণপূর্বক  
এই কল্মষভি পাই করিবেন। যথা,—

“ক ইবমিত্যন্ত প্রজাপতির্বিঃ কামো দেবতা জিষ্টপুঙ্খস্য  
কল্মষাগ্রণে বিনিরোগঃ। ও ক ইদং কন্যা অদ্যং কামঃ কামাতা-  
দাং কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুজ্জমাবিশং কামেন  
যাঃ প্রতিগৃহ্মামি কাট্টবত্তুে। ও বৃষ্টিরসিত্তোহা দদাতু পৃথিবী স্বা  
প্রতিগৃহ্মাতু। দক্ষিণাঃ পাক্ত বহুদেবগণনোহস্ত প্রজাপতিঃ প্রীয়াং  
জিহিকরণঃ মুহূর্ত্তনক্বে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সত্”। তৎপরে পুন্যাহ,  
স্বতি, দক্ষি, তিনবার পাই করিয়া জলপানগ্রহণ করিয়া “ও  
অনাথুটমনাথুটং দেবানামোজোহতিশক্তিপাঃ। ১. অনতিশক্তমঙ্গলা  
সংসতামুখাগরণঃ স্বিতে মা ধাঃ। ২. কু করামিত্যুজিতাঃ  
প্রজাপতির্বিঃ বিঃ দেবো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহতিমন্ত্রণে বিনিরোগঃ।  
ও বংকুং কামঃ বর্গনং পুত্রোহিৎসো সন্তে, তেন নোহস্ত বিঃ দেবো  
লক্ষ্মীং সমভীন্নং।” এইরূপে অভিমর্ষিত করিয়া “ও সমু-  
জ্জমঃ সলিগসা মধ্যাপুনানা বস্তামিবিশমানাঃ। ইজো যঃ বজ্রী  
বৃষভোরহাদ তা আপোদেবীঃ সতীমবত্। ও বা আপো দিব্য  
উত বা স্রীতি ধনিজিমা উত বা বাঃ স্বরংগাঃ। সমুজ্জমাঃ বা  
সুচয়ঃ পাবকস্থা আপো দেবীঃ সতীমবত্। ও বাসো কামা



ভগবান্ অগ্নিঃ উত্তরমিহে শিলং ত নোভা স্বর্গস্য ভবতি জহুগ্নি  
 ঈশোর কলসী স্থাপন করিলে কতাকে স্পর্শ করিয়া বহু অগ্নিযগ্নে  
 কুটাইতি নিবেশ, "ও অগ্নি জহুগ্নি ইতি তিস্রাণাং নভঃ বৈধানসা  
 বধকৌহ্লিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীজ্ঞান আত্মা-হোমে বিনিয়োগঃ ।  
 ও অগ্নি জহুগ্নি পবস আ হুবোজুস্বিৎ চ মঃ । আদ্রে বাতশ্চ  
 ব্রহ্মনাং স্বাহা । ও অগ্নিগ্নিবিঃ পবমানঃ পাকতত্বঃ পুরোহিত্যঃ ।  
 তন্নীম্যত মহাগমঃ স্বাহা । ও অগ্নে পদশ্ব অশা অগ্নে বর্জঃ স্বর্বাণাং  
 দধত্রীণাং মগ্নি পোষং স্বাহা । ও অর্ধোনা ভবসি স্বং কনীনাং নাম  
 অশাবনগুহ্যং বিতর্ষি । বৃক্স্ত মিত্রং স্বমিতং ন গোভির্দমপতী  
 সমনা কুণোবি স্বাহা । ও প্রজাপতেন অদেতাভক্তো বিজাগাতানি  
 পশ্রিতা বহুব বংকামান্তে জুহুমন্তরোহন্ত বরং ত্বাম পতরোরত্রীণাং  
 স্বাহা । ও তুঃ স্বাহা । ও তুংঃ স্বাহা । ও যঃ স্বাহা । ও  
 দুতুঃ স্বঃ স্বাহা ।"

তৎপরে পূর্বস্থাপনবিধি কতারা সাক্ষ্য-হস্ত গ্রহণ করত  
 পশ্চিমমুখ হইয়া পাঠ করিবেন । যথা,—

"গৃহ্মনি ইতি মন্ত্রত সূর্যাসাবিত্রীগ্নিঃ সূর্য্য দেবতা কত্যা-  
 পানিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও গৃহ্মনি তে সৌভগদ্বার ইত্যং বরা  
 নত্যা জয়দষ্ট্রিণাসঃ । ভগৌ অর্ধায়া সবিতা পূরজিহ্বং স্বাহারী-  
 ইপত্যাক দেবাঃ ।"

। অমন্ত্র বর বক্ষ্যমান-মন্ত্রে অলপূর্ণ কৃত্ত এবং অগ্নি প্রদর্শিত।

৫১. স্বর্গা,—

। অমোহমগ্নি ইতি মন্ত্রত প্রোতপতিঃ বিজগির্দেবতা গায়ত্রীজ্ঞান  
 কত্যাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও অমোহমগ্নি সা কৃত্ত নোহং  
 প্রোতপতিঃ সুবিতী স্বঃ স্বাহারীঃ । পক্ স্বঃ

প্রথমস্থানবর্তী সর্গাচারী জেষ্ঠিহু প্রথমস্থান কীবেশ পর্যন্ত লভ্যঃ  
অতঃপর শিলা-রোহণ করিবেন। শিলা-রোহণ মন্ত্র যথা,—

“ইমমস্থানমিতি মন্ত্রত মেঘাতিবিধিবিমর্ষির্দেবতা জিহ্মু  
হ্রস্বোহিম্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ঐ ইমমস্থানমারোহ আশ্রয়ং যং  
হিহ্না ভবঃ। সহস্রপ্রতীয়ারক্তো অতি তিষ্ঠ গত্যন্তত।”

তৎপরে শিলা এইতে অবতরণ করিলে বধূর সহোদর কা  
তৎসমূহ কেহ বধূর অন্তলিতে লাজ (১৫) ও দ্ব্যতকর দিবে।  
তৎকালে বর ও বধু তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিসম্মুখে  
লাজাহতি দিবেন। মন্ত্র যথা,—

“অধ্যমশমিতি প্রজাপতির্জিহ্মিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীজিহ্মো  
লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ঐ অধ্যমশং হু দেবং কভা অগ্নিমবধক  
স ইমাং দেবো অধ্যমা প্রোতো মুকাতু বাহুত বাহা।” অনন্তর  
“ঐ অমোহমশ্বি” ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে অগ্নিকূট ও অগ্নি প্রদক্ষিণ  
করত “ঐ ইমমস্থানমারোহ” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক শিলা-রোহণ  
করিয়া অবতরণ করিবেন এবং পূর্ববৎ “ঐ বরুণঃ স্বা প্রোব  
কভা অগ্নিমবধক স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রোতো মুকাতু বাহুত  
বাহা।” বলিয়া লাজহোম করিবেন। পুনশ্চ পূর্বকথিত মন্ত্র  
অগ্নি ও অগ্নিকূট প্রদক্ষিণ, শিলা-রোহণ ও অবতরণ করিয়া পূর্ববৎ  
লাজাহতি-প্রহরণপূর্বক আহতি দিবেন। মন্ত্র যথা,—

“সুমনঃ স্বা দেবমিতি প্রজাপতির্জিহ্মিঃ সবিতা দেবতা বৃহ-  
তীজিহ্মো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ঐ সুমনঃ স্বা দেবং কভা  
অগ্নিমবধক স ইমাং দেবো সুমনঃ প্রোতো মুকাতু বাহুত বাহা।”

পুনরপি পূর্ববৎ অগ্নি-প্রদক্ষিণপূর্বক দুর্গকোণদ্বারা একবার  
কর্মাক্ত লাজাহতি দিবেন। অতঃপর বর, বধু এবং বৈশ্বানর

পাঠ করিবেন; যথা,—“ওঁ এই মাতা মুকামি বরদত্তা শাল্যকোম  
ঐবরাহ-সবিতা প্রবেশঃ । স্বতত বোনো অকুতল লোকেশ্বরী  
ঐমহ পত্নী দধামি ।”

পুনর্বার ঐ কেশ আবদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন । যথা,—  
“ওঁ প্রেতো মুকামি নানুতঃ । অকামমুতকরং, ববেদমিত্র মীতুঃ  
অপুত্রা অকগানতি” ।

### অথ সপ্তপদী-গমন ।

যত্র নিম্নলিখিত-মন্ত্রে এক এক পাদ করিয়া বধূকে আলোপন-  
মন্ত্ৰে সপ্তপদী গমন করাইবেন । যথা,—

“ইহ একপদীভাগদীর্ঘ প্রজাপতিঃ বিসিষ্টো দেবতা অহুঃ-  
সুহ্মঃ সপ্তপদী-গমনে বিনিচোগঃ । ওঁ ইহ একপদী ভব সা  
মামহুত্রতা ভব পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ । ওঁ  
অর্ধাহুত্রে সা মামহুত্রতা ভব পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত  
অন্নদট্টঃ । ওঁ উর্জো দ্বিপদী ভব সা মামহুত্রতা ভব পুত্রান্  
বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ । ওঁ হারপোষার ত্রিপদী ভব  
সা মামহুত্রতা ভব পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ । ওঁ  
মারো তব্যার চতুপদী ভব সা মামহুত্রতা ভব পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে  
বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ । ওঁ প্রজাহ পঞ্চপদী ভব সা মামহুত্রতা ভব  
পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ । ওঁ ঋতুভ্যাঃ ষট্‌পদী ভব  
সা মামহুত্রতা ভব পুত্রান্ বিন্ধ্যবট্টে বহুংসে সত্ত অন্নদট্টঃ ।”

অনন্তর ঐদক-কৃত-দ্বারা বর বধূকে অভিষেক করিবেন । বধূ  
যে পদার্থ সত্যি ও অকল্পিতী নশন না করিবে, সেই পদার্থ অভিষেক

পুষ্করিণী, পদ্ম, বর, বিষ্ণুকং ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন । তৎপরে  
বধু, ঋব দর্শন করিবে, যত্র যথা,—

“ঋবাদ্যাভিতান্ম প্রজাপতিঋষিঃ পুষা দেবতা জগতীচ্ছকো  
ঋব-দর্শনে বিনিয়োগঃ । ও ঋবা দ্যৌ ঋবা পৃথিবী ঋবাসঃ পর্বতা  
ইমে । ঋবঃ বিশ্বনিদং জগদ্রবো রাজাবিশাময়ঃ । ঋবঃ তে রাজা  
বরুণো ঋবঃ দেবো বৃহস্পতিঃ । ঋবঃ ত ইন্দ্রচ্যবিশ্চি রাজঃ  
ধারয়তাঃ ঋবঃ ।” পরে যানারোহণ করিবেন যত্র যথা,—

“ও পুষা যেতে নমস্তু হস্তগৃহাশ্বিনা প্রহা বহতাং বুধেন ।  
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী স্বং বিদগমা বদাসি ।”

এইকালে স্ব-সমীপে হোমায়ি-আনয়ন করিবেন । অনন্তর  
কত্কা, নিম্নমন্ত্র সমূহ আবৃত্তি করিবে ।

“মা বিদন্ পরিপহিনো য আসীদস্তি দুম্পতী । সুগেতিচুর্গ-  
নতিতামপ জ্ঞানস্বরাতয়ঃ ।” নিম্নমন্ত্রে বর বধুকে গৃহে প্রবেশ  
করাইবেন ।—“ও ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুদ্যতামিন্ গৃহে  
পার্বপত্যায় আগৃহি । এনা পত্যা ত্বয়ঃ সংসৃজ স্বাধা জিহ্বী  
বিদথবা-বদাথঃ ।”

পরে বৃষচর্মে বধুর সহিত উপবেশন-পূর্বক ব্রহ্মহাযিত্তে  
আজ্যাহতি দিবেন । যথা—

“ও আ নঃ প্রজাঃ জনয়তু প্রজাপতিরাজয়সায় সমনকৃৎযা  
মহিষদলীঃ পতিলোকুমা বিশ নং নো তব দ্বিপদে শং চতুর্পদে  
স্বাহা । ও ইমাঃ স্রমীজমীচ্ছঃ স্রগুহাঃ স্রভগাঃ কৃণু । দশাতাঃ  
স্রজানা ধেহি পতিসেকাদশং কৃধি স্বাহা ও স্রাজ্ঞী যন্তরে-তব-  
স্রাজ্ঞী স্রজাঃ জর, নন্যস্রি স্রাজ্ঞী তব স্রাজ্ঞী আ অবি  
স্রবু স্বাহা ।” পরে “ও সমকন্ত বিধে দেবীঃ সমাপো হ্রদহাসি



নৌ। সংস্কারিণী সংঘাতা সমুদ্রোদয়ং নৌ।” এই মন্ত্রে অগ্নি-  
‘ব্রত-ধারা বধূর জনসহান স্পর্শ করিবেন।

### অথ চতুর্থীহোম।

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া “অগ্নে স্বং শিখিনামাসি” বলিয়া  
অগ্নির নামকরণ করত “ও শিখিনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি  
ক্রমে আগ্নেয়পূর্বক “এতৎ পাতং ও শিখিনামাগ্নে অগ্নয়ে নমঃ” এই  
ক্রমে অর্চনা করিয়া প্রথমে প্রজাপতির আর্চনা করিয়া তাহাতে  
আজ্ঞাহুতি দিয়া “ও ভূঃপৃথিব্যৈ দিব্যাগ্ন মহতে চ স্বাহা। ও  
ভুবো-বার্গবে চান্তরীক্ষ্য মহতে চ স্বাহা। ও স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যাগ্ন  
মহতে চ স্বাহা। ও ভূর্ভুবঃস্বচক্রমসে নক্ষত্রোভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ  
দিব্যাগ্ন মহতে চ স্বাহা।” বলিয়া আহুতি দিবেন।

### ৪-নামকরণ।

পিতা, নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করিয়া গোষ্ঠ্যাদি-  
যোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান ও বৃত্তিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া  
শুভকালে পূর্বমুখ হইয়া আহনে উপবিষ্ট হইবেন। মাতা-  
মহলাচার-সম্পন্ন বালককে নববস্ত্রে আচ্ছাদিত করত তাহার  
মস্তকে দুর্গা ও আতপ তুল্য প্রদান করিয়া ক্রোড়ে লইয়া  
পূর্বমুখে উপবেশন করিবেন। পরে পিতা, স্বর্ণসংযুক্ত-কুম্ভা-  
ভাত্রপাত্রস্থ জল লইয়া বক্ষ্যমাণমন্ত্রে, কুমারকে অভিব্যক্ত  
করিবেন,—“সমুদ্রকোটা ইতি” মুদ্রিত “বশিষ্ঠবিদ্যাগোদেবতা,  
ত্রিঋণ হ্রদো বার্কনে বিনিরোগঃ। ও সাত্ত্বকোটাঃ সলিলস্ত ইথাৎ-  
পুনানী যত্যানিবিধানাঃ। ইত্রে বা খজী বুধতো রহাদ জ

আপো দেবীর-বাস্তবতা । ওঁ আপো বিব্যা উত বা অবতি  
 যনিজিয়া উত বা বাঃ স্বরংভাঃ । সমুদ্রার্থা বাঃ শুসঃ পাবকান্তা  
 আপো দেবীর-বাস্তবতা । ওঁ বাসাঃ ব্রীজা বরুণো বাতি মণো  
 সত্যানুতে অগস্ত্রনানাত । মধুচূতঃ শুচিরো বাঃ পাবকান্তা  
 আপো দেবীর-বাস্তবতা । ওঁ যাহু রাজা বরুণো যাহু সৌম্যো  
 বিধে দেবা যাহুর্বাঃ মদন্তি । বৈশ্বানরো যাহুর্বাঃ প্রবিষ্টতা আপো  
 দেবীর-বাস্তবতা । আপো হিষ্ঠেতিহ্যর্কস্ত সিদ্ধদ্রোণধবিরাণ্ডোদেবতা  
 মারজীচ্ছন্দোমার্জনে । বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োতুব-স্তা  
 ন উর্জ্জ দধাতন মহেরণায় চক্ষবে । ওঁ যো বঃ শিবতমো  
 রস-স্তস্ত তাতরতহ নঃ । উশতীরি মাতরঃ । ওঁ তম্মা অরং  
 গমাম বো বস্ত কয়্যার জিগধ । আপো জনয়্যা চ নঃ । দেবস্ত  
 বা সবিতারিত্যস্ত প্রজাপতিধবিঃ সবিতাম্বুধানে দৈবতাজিষ্টপ-  
 ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্ত বা সন্নতুঃ প্রসবেহ্মিনো  
 কাহভ্যাঃ পুক্ষো হস্তাভ্যাম্ । অপ নঃ শোক্তদধমগ্রে শুভৃত্য্য রয়িম্ । অপ নঃ শোক্তদধম । ওঁ  
 কুকেজিয়া হুগাতুয়া বহুয়া চ বহুমহে । অপ নঃ শোক্তদধম ।  
 অ বহুন্ধিষ্টে এবাঃ প্রাস্ম কাসন্ট হরয়ঃ । অপ নঃ শোক্তদধম ।  
 ওঁ প্র বহুে অগ্রে হরয়ো জাঃসমহি প্র তে বরং । অপ নঃ শোক্ত-  
 দধম । ওঁ প্র বহুয়ে সহস্বতো বিধতো যন্তি তানবঃ । অপ নঃ  
 শোক্তদধম । ওঁ ঐ বিধতোমুধ বিধতঃ পরিকৃদসি । অপ নঃ  
 শোক্তদধম । ওঁ ঐ নো বিধতোমুধাতি নাবেব পারয় । অপ  
 নঃ শোক্তদধম । ওঁ সঃ সিদ্ধমি নাবেহাতি পরা স্বত্তরে ।  
 অপ নঃ শোক্তদধম ।

ଅତଃପର “ନାଗିନି”-ନାମକ ଅଗ୍ନି ହାମନ କରତ ଉପଲେଖନାଦି  
ଆଜ୍ଞାତାଗାନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ବନ୍ଧ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆହୁତି  
ଦିବେନ । ଯଥା, —

“ଓ ଅଗ୍ନେ ହାହା—ଇଦମଗ୍ନେ । ୧ ॥ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ହାହା—ଇଦ-  
ମିନ୍ଦ୍ରାୟ । ୨ ॥ ଓ ପ୍ରଜାପତୟେ ହାହା—ଇଦଂ ପ୍ରଜାପତୟେ । ୩ ॥ ଓ  
ବିଷ୍ଣୋ ଦେବତାୟା ହାହା—ଇଦଂ ବିଷ୍ଣୋ ଦେବତାୟା । ୪ ॥ ଓ  
ବ୍ରହ୍ମଣେ ହାହା—ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ୫ ॥”

ଅତଃପର ଉତ୍ତରାଶିରା ବାଳକଙ୍କ ନାମକରଣାର୍ଥ କ୍ରୋଡ଼େ ଗ୍ରହଣ କରିବା  
ବନ୍ଧ୍ୟା-ବାନ୍ଧବିନି ସହକାରେ ଉହାର ନିକ୍ଷେପକର୍ମେ “ଶ୍ରୀଅମୃତଦେବନ୍ଦ୍ୟାସି”  
ଏତ୍ରୁପେ ନାମ ବଳିଆ କୁମାରଙ୍କ ମାତାଙ୍କେ ବଳିବେନ,—“ଶ୍ରୀଅମୃତ-  
ଦେବନ୍ଦ୍ୟାୟନ୍ତେ ପୁତ୍ରଃ ।” ପରେ ଶାତ୍ରୁକ୍ରୋଡ଼େ କୁମାରଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା  
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହୋମ ଓ ଶିଷ୍ଟିକ୍ ହୋମ କରତ ନକ୍ଷିଗାନାନ ଓ ଅଛିଦ୍ରାବଧାରଣ  
ପ୍ରଭୃତି କରିବେନ ।

### ଅଥ ଅଗ୍ନିପ୍ରାଣନ ।

ମିତ୍ରା, ନିତାକ୍ରିୟା-ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଗୌରୀାଦି-ସୋହମ-ସାତ୍ୱିକା-  
ପୂଜା, ବୃନ୍ଦାବନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରତ ନିମ୍ନ-ସତ୍ତ୍ୱସମୃଦ୍ଧି-  
ବ୍ରହ୍ମାଦି-ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେନ । ଯଥା,—

“ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଜଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରଥମଃ ପୁରାତନଂ ବି ସୀମତଃ ହୁକ୍ତୋ ବେନ  
ଆର୍ଷା । ସବୁରା ଉପମା ଅସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଃ ସତତଃ ସୋନିମସତତଃ ବିଷ୍ଣୁଃ ।  
ଓ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ । ଓ ଶ୍ରୀବତ୍ସଂ ସଜ୍ଞାୟା ହୁଗାନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ।  
ଉର୍ବାକକସିବ ବନ୍ଧନାୟୁତୋୟୁକ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁଃ ॥ ଓ ଶ୍ରୀବତ୍ସାୟ ନମଃ ॥



ও অন্তর নমঃ । ও ত্রোনা পুত্রিভি তানুকরা নিবেশনী । ওহা  
ন্য নমঃ সপ্তমঃ । ও পুত্রিভ্যো নমঃ । ও দিগন্তো নমঃ ॥

পরে তুতি-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্বক উপলোমাদি আজ্যভাগ্য  
কর্ম করিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে পূর্বোক্ত মন্ত্রে একএক বার  
স্বত-অহুতি দিবেন, এবং “নমঃ” স্থলে “বাহা” উচ্চারণ করিবেন ।  
তৎপরে বকোমার্গ মন্ত্রে নিম্ন দেবতাগণকে একএক বার স্বতাহুতি  
দিবেন । যথা,—

“ ও অগ্নয়ে স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥ ও ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায় ॥  
ও প্রজাপত্যে স্বাহা—ইদং প্রজাপত্যে ॥ ও বিষ্ণেভ্যো দেবেভ্যঃ  
স্বাহা—ইদং বিষ্ণেভ্যো দেবেভ্যঃ । ও ব্রহ্মণে স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে ॥”

অনন্তর প্রারম্ভিত হোম ও ঐষ্টিককোন সমাপন করিলে—মাতা,  
স্বহাত-অলঙ্কৃত কুমারকে অঙ্কে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন  
করিবেন । পবে সর্বপ্রকার অন্নবাজ্ঞাদি পরিবেশন করিয়া  
দিগে—পিতা, আচমন ও স্তুতিবাচন-করতঃ নিম্ন-লিখিত মন্ত্র-পাঠ-  
পূর্বক কুমারের মুখে দক্ষিণায়ুক্ত-অন্ন প্রদান করিবেন ;—“অন্নপতে  
অন্নশ্রেষ্ঠস্ত বিহামিহ অম্বিষ যদেবতা তিষ্টুপছন্দোহন্নপ্রাপনো বিনি-  
য়োগঃ । ও অন্নপতে অন্নস্ত নো ধেহন্নমীরস্ত তাম্রণঃ । পপ্রদাতারং  
তাবং উজ্জয়ো ধে হ বিণদেশং চতুষ্পদে ।”

মাতাও অন্ন বাজ্ঞাদি কুমারের মুখে প্রদান করিয়া আচমন  
কটাইয়া তাৎক্ষণিক মুখে প্রদান করিবেন ।

তৎপরে কুণ্ডাচারনিয়মামুসারে মাজল্য-কাঁকাবি সম্পাদন করিয়া  
কর্ণ, শ্রুতি, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি দিয়া, কোন বস্তুরূপে বাসকের আশঙ্কি  
ভাঙ্গা বর্জন করিয়া জীর্ণের অবলম্বন বৃক্ষস্থ লইবেন ।

অনন্তর বক্ষিণাদি দর্শন ও অজিহ্রাবধা করিবেন ।

### অথ চুড়াকরণ ।

প্রাত্যহাশে পিতা, নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে গোষ্ঠাদি বোধনঃ  
মাহুকাশ্রয়া, বস্ত্রধারণান, আয়ুত্বহৃত-অপ ও বুদ্ধিভ্রান্ত মন্য  
করিয়া ছাত্রামণ্ডপে আলপনাদি-লিখিত-স্থানে মণ্ডপ-পূর্ণ-কৃত  
স্থাপন করিবেন ।

পরে মাতা, কুমারকে ত্রোড়ে লইয়া পুত্রির বামপার্শ্বে উপবেশন  
করিবেন । হোতা, “পত্যানারক” অগ্নি স্থাপনপূর্বক উপলপনাদি-  
আজ্ঞাতাপাত-কর্ম করিয়া অগ্নির উত্তরে আতীর্ণ-কুশোপরি ত্রীর্হি,  
যব, মাষ ও তিলপূর্ণ শরাব চতুর্দৈ এবং বৃষগোমর, শরীপত্র,  
শীতোষ্ণকক ও নবমীত-পূর্ণ পঞ্চ শরাব, অগ্নির পশ্চিমে মাতার  
নিকটে পৃথক পৃথক স্থাপন করিবেন । মাতার দক্ষিণ-তাপে  
পিতা, একবিন্দুশক্তি কুশ-পিঙ্গনী স্থাপন করিবেন । পরে নিম্ন-  
লিখিত চারিটি মন্ত্রে বৃত্তধারা অগ্নিতে চারিটি আহুতি দিবেন—  
মন্ত্র যথা — “অগ্নি আয়ুসীতি এ্যার্কিত্য পাতং বৈবানশা ধবরোহিষ্টিম  
পবমানো দেবতা গারত্রীচ্ছন্দ আজ্যাহোমে বিনিরোগঃ । ও অগ্নি  
আয়ুসি পবস অা সুবোজ্জমিবং চ নঃ । আরে বাধস্ব চক্ষুনাং  
স্বাহা । ঐদমগ্নয়ে পবমানাং ॥ ও অগ্নির্জ্বাঃ পবমানঃ পাকজন্ত  
পুরোহিতঃ । তমীমহে মহাগ্নয়ং স্বাহা । ঐদমগ্নয়ে পবমানাং ॥ ও  
অগ্নে পবস্ব স্বপা অগ্নে বর্জঃ সুবীর্ষাং । দমজ্জয়ং মরি পোষ  
স্বাহা । ঐদমগ্নয়ে পবমানাং ॥ প্রোজাপতে ইত্যন্ত হিরণ্যপর্ভক্বি  
প্রোজাপতিবেদতা ঐটুপ্ছন্দ আজ্য-হোমে বিনিরোগঃ । ও  
প্রোজাপতে ন বদেতাংস্তোত্রো বিদ্রা জাতানি পরিতা বহুবা । অম  
কামান্তে কুহনস্তয়ো অর্জু বরং ভাম পতরো বরীণাং স্বাহা—ইৎ  
প্রোজাপতয়ে ।

অনন্তর তিনটি সেবার কাটাবার কুমারের কেশার্কে দক্ষিণ-মূৰ্ধোপরি ও বামকর্ণোপরি স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ-ভাগবারা ভাগ-চতুর্ভুজ করিবেন; তৎপরে কুমারের পশ্চিমদিকে থাকিরা হস্তে শীতলোৎকলপূর্ণ শরাক্ষর লইয়া যুগপৎ অস্ত্র পাড়ে মিশ্রিত করিবেন; যথা,—“ও উকেন বায় উদন্তেনৈষি।”

তৎপরে কিঞ্চিৎ মিশ্রিত জল ও নবনীত লইয়া কুমারের কেশভাগের উপরে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার জল দিবেন।

মন্ত্র যথা,—“অদিতিঃ কেশামিতান্ত প্রজপিতিক্ বিবদিতিরাপন্ত দেবতা গারজীচ্ছনশ্চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও অদিতিঃ কেশান্ বপহাপ উন্নরন্ত জীবসে দীর্ঘ যুষ্টিয় বগায় বর্চসে ।”

অনন্তর হোতা, তিনটি কুশপুঞ্জ লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের কেশভাগে স্থাপন করিবেন,—“ওষে ইত্যস্ত প্রজাপতি-মুং বিরাবধি দেবতা গারজীচ্ছনশ্চূড়াকরণে বিনিরোগঃ ও ওষে জারৈনম্ ।”

পরে তান্ত্রিকর গ্রহণপূর্বক পাঠ করিবেন—“সুনিতি ইত্যস্ত প্রজাপতির্বাষিঃ সুনিতিদেবতা গারজীচ্ছনশ্চূড়াকরণে বিনিরোগঃ । ও সুধিকৈ মৈনং হিংসোঃ ॥” উক্ত মন্ত্রে পীড়ন করিবেন।

লৌহকুর গ্রহণ করত পাঠ করিবেন, যথা,—“ও যেন ভূরশ্চ<sup>০</sup> স্রাজ্যাঃ জ্যোক্ত পশ্চতি সূর্যাঃ তেন তে অম্বু বপামি স্রম্লোক্যায় অস্ত্রেণ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নভপিঞ্জলী-সহ কেশ ছেদনপূর্বক, শরীপুঞ্জসহ কুমারের মাতার হস্তে প্রদান করিবেন, মাতা, গোময়-শরীপুঞ্জ লিখেকণ করিবেন।

নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক হোতা, অম্বু<sup>০</sup> ও সুনিতি<sup>০</sup> কুশি-যোগে কুমারকে সাজনা করিবেন, যথা,—“কুরেণেত্যস্ত প্রজাপতির্বাষিঃ কুরে

## অশ্বকীর-উপনয়ন ।

দেবতা কুর্যদান-মার্জনে বিনিমোহঃ । ওং বং কুর্যেণ মার্জিতঃ ।  
সুশেখরঃ বহুশ্চ বগসি কেশান্, ছিন্দি শিরোমাতাঙ্কঃ প্রমোহীঃ ।”

নাপিতকে কুর প্রদান করিয়া হোতা বলিবেন,—“শীতোকাভি-  
রত্নিরবার্হং কুর্যোগোহম্বন কুমারং কুশলী কুৰ।” নাপিত  
বলিবে,—“করবাণি ।”

অতঃপর নাপিত, অগ্নি সমীপে কুমারের সমস্ত কেশ যুগুন  
করিবে ।

তৎপরে পতি-পুত্রবতী নারীগণ, কুমারকে, দেবীতে, লইয়া  
মঙ্গলাচারসহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে এবং  
কর্ণবেশ করাষ্টয়া মাতৃ-ক্রোড়ে দিবে ।

তদনন্তর প্রারম্ভিত-হোম, ঐতিহ্যক্রমে সমাপনপূর্বক লক্ষিণা  
প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

নাপিতকে ত্রীহি-প্রভৃতিপূর্ণ শণ্ডাচতুষ্টয়, দান করিতে হয় ।  
কেশসমূহ বংশবিটপাদিতে বা গুচপ্রদেশে নিক্ষেপ করিবেন ।

— — —

## অশ্ব উপনয়ন ।

কৃতাহিক-পিতা, সৌগ্যাদি, বোড়শ মাতৃকাপুত্রা, ৭ ধনধারী,  
আয়ুষ্কাক্ষ জপ, এবং রত্নপ্রদান সমাপন করিয়া “সমুত্তব” নামক  
অগ্নি স্থাপন করতঃ উপলেননাগি বেষণ-সংস্কারান্ত কর্ম করিতা  
ইকনিধি চক্ৰ অশন করিবেন । মন্ত্র বর্ষ,—

“ও সদসম্পত্তয়ে ত্বা জুহুঃ গৃহ্মামি । ও সদসম্পত্তয়ে ত্বা জুহুঃ  
নির্করামি । ও সদসম্পত্তয়ে ত্বা জুহুঃ প্রোক্ষরামি । এবং — গারৈশ্চৈত,  
কবিকঃ, ব্রহ্মণে ।” তৎপরে প্রক্ষেপটনাদি-পালক কার্য বর্ণাবিধি  
শেষ করিয়া চক্ৰ অবতারণ করিবেক ।



অতঃপর অগ্নির নামকরণাদি আয়োজনাগাত সমস্ত কার্য শেষ করিবেন। অতঃপর একটি যজ্ঞোপবীত বন্ধিৎপার্শ্বাংলব্ধক ভাবে কুমারের বামকঁকে দিবেন। যথ্য বধা, —

“ও যজ্ঞোপবীতঃ পরমং পবিত্রং বৃহস্পতীং সহস্রং পূরিতাং।  
আয়ুর্জমুগ্ধাং প্রাতিমক তত্র যজ্ঞোপবীতঃ বলমন্তং তেজঃ।”

অনন্তর কুমারাজিনের উত্তরীয় নিয়মণে প্রদান করিবেন, বধা, — “প্রজাপতিঞ্চ যিস্মিৎ পুচ্ছলঃ কুম্বাজিনঃ দেবতা কুম্বাজিন-  
পরিধানে বিনিরোগঃ। ও যিস্মত চক্ষুর্ক্ষয়ং বলীয়ন্তেজো, যশস্বী  
স্ববিরং সমিধং। অনাহনস্ত বসনং অরিকু পরীদং বাজ্যাজিনং  
দধেহিহং।”

অতঃপর আচমন করিয়া ব্রহ্মগ্রহিভুক্ত মেথলা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন, বধা, — ও, ইয়ং ব্রহ্মত্বাং, পরিবাদমামা বর্ণং পবিত্রং  
পুনতী ম আগাং। প্রাণাপানাত্মাং বলমাবহন্তী অসা দেবী স্তভগা  
মেথলেয়ম্। ও ঋতস্ত গোপ্ত্রী তপসঃ পংখী স্তভী রকঃ সহস্রাণা  
অরাভোঃ। সা নঃ সমস্তমন্তিপণ্যোহি ভদ্রে তর্ভারন্তে মেথলে  
মা রিষাম।” এই মন্ত্রে মেথলা দান করিয়া পাঠ করিবেন—  
“ও বস্তি নো দিমীতামবিনাভগঃ, বস্তি দেবাদিতিরনর্কণঃ। বস্তি  
পূবা অশ্বরো দধাতু নঃ বস্তি ভাবাপূর্ববী স্তচেতুনা।”

অতঃপর যথার্থকি কুণ্ডলাদি-অগ্ধারে মাণবকে অলঙ্কৃত  
করিবেন। মাণবক, অঙ্গলি বন্ধন করিয়া বলিবে—“ও উপশ্রুত  
মামং বৃহস্পাদতিঃ।” ওক বলিবেন—“ও উপনেস্তামি তবস্তম্।”  
মাণবক বলিবে—“বাক্তম্।”

অনন্তর আচার্য্য, অগ্নির উত্তর-দেখে গমন করিয়া নিজ বস্ত্র-  
চতুর্ভুজে অগ্নিতে একটি ঘৃতাহতি প্রদান করিবেন, বধা, — “অগ্ন

আয়ুঃসীতিঃ সার্বভৌমঃ শিভঃ বৈশ্বানরঃ। অথ যোহুঃসিঃ পবমানো দেবতা  
 পদমব্রজেৎ। আত্মাহোমে বিনিয়োগঃ । অথ আয়ুঃসিঃ পবমানঃ  
 সূৰ্য্যোজমিবঃ ৮ ৯ ১০ । আরো বাধস্ব হচ্ছুনঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে  
 পবমানার । ১১ ৥ ঐ অগ্নিঃসিঃ পবমানঃ পাকঃস্বঃ পুরোহিতঃ  
 তমীমহে মহাগয়ঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে পবমানার । ১২ ৥ ঐ অগ্নে  
 পবস্ব স্বপা অগ্নে বর্জঃ সুরীষাং । দধজ্জরিং মরি পোষিঃ স্বাহা ।  
 ইদমগ্নয়ে পবমানার । ১৩ ৥ হিরণ্যগৰ্ভ অগ্নিঃ প্রাজাপত্যো দেবতা  
 ত্রিষ্টপ্ৰহ্ন আত্মাহোমে বিনিয়োগঃ । ঐ প্রাজাপতে ন স্বদেতাভ্যো  
 বিধা জাতানি পংরি তা বভূব । যৎকামান্তে জুহমন্তয়ো অথ  
 বয়ং তাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা । ইদং প্রাজাপতয়ে । ১৪ ৥

পরে আচার্য্য অগ্নির উক্তরে দণ্ডায়মান হইলে,—সম্মুখে মাণবক ও  
 প্রতাস্থে করপুটে দণ্ডায়মান হইবে । আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলি  
 এবং অস্ত্র ব্রাহ্মণ আচার্য্যের অঞ্জলি-পূর্ণ করিয়া জল দিবেন ।  
 তৎপরে আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি মিশ্রিত করিয়া  
 নিম্নময় পাঠপূর্ব্বক মাণবককে অভ্যেক্ষ করিবেন । যথা,—

“প্রাস্থ্য স্বাত্ত্বের অগ্নিঃ সবিতা দেবতা অহুষ্টপছন্দো ।  
 জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ঐ তৎ সবিতুর্বাগীমহে কয়ং দেবতা  
 ভোজনং । শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বগাতমঃ তুরং ভর্গস্ত দীমহি ।”

তৎপরে আচার্য্য মাণবকের সান্নিধ্য-দক্ষিণ-হস্ত ধারণ করিয়া  
 নিম্নময় পাঠ করিবেন— যথা,—

“প্রাজাপত্য অগ্নিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টপ্ৰহ্ন উপনিষদে মাণবক  
 দক্ষিণ-হস্ত-গ্রহণে বিনিয়োগঃ । ঐ দেবতা স্বা সবিতুঃ প্রাজপে-  
 হবিনোর্ব্বাহিত্যাং পূৰ্ব্বোহুতাত্যাং ত্রিষ্টপ্ৰহ্নকদেবশর্কনং হস্তং তে  
 পূৰ্ব্বাধিঃ”

পুনর্বার মাণবকের অঞ্জলি জল-পুষ্টিত করিয়া করতলদ্বারা গ্রহণপূর্বক—শ্রাব্য ঋষিঃ সবিতা দেবতা অমৃতপ্ৰহলো জলাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎ স বিতুর্নীমহে বয়ং দেবস্ত ভোজনং, শ্রেষ্ঠং সর্কধাতমং তুরং ভগ্নত ধীমহি ।”—উক্ত অঙ্গে মাণবকে অভিষেক করিবেন ।

পুনরায় মাণবকের সান্নিধ্য-হস্ত গ্রহণ করিয়া নিম্নব্র পাঠ করিবেন,—“প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপহল উপনয়নে মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রহীৎ ত্রীমুক-দেবশশ্বন্ হস্তং তে গৃহামি ।”

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি, জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া হস্তদ্বারা ধারণপূর্বক আচার্য্য পাঠ করিবেন,—“শ্রাব্য ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো জলাঞ্জলিসেক বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎ স বিতুর্নীমহে বয়ং দেবস্ত ভোজনং । শ্রেষ্ঠং সর্কধাতমং তুরং ভগ্নত ধীমহি” এই ব্রহ্মে মাণবকে অভিষেক করিবেন ।

পরে মাণবকের সান্নিধ্য-হস্ত ধারণ করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন,—“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নে, মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নরাচার্য্যত্বাসো হস্তং গৃহামি ত্রীমুক-দেবশশ্বন্ ।”

অনন্তর আচার্য্য নিম্নব্রহ্মে মাণবকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন । বর্ধী,—ওঁ দেব স বিতরেব তে ব্রহ্মচারী যঃ গোপার সমাবৃত ইতি ।”

আচার্য্য মাণবকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “কিং নামাসি ?” মাণবক তাহার নাম বলিবে,—“ত্রীমুক-দেবশশ্বহং ভোঃ ।” আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—“কত ব্রহ্মচার্য্যসি ?” মাণবক বলিবে—“প্রাপ্ত ব্রহ্মচার্য্যসি ।” আচার্য্য—“কহা উপনয়তে ?

মাণবক—“কারিষা পরিদধামিঃ” আচার্য্য নিরম্রে ব্রহ্মচারীকে  
অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন। যথা,—

“বিশ্বামিত্রকবিষুপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনি-  
রোগঃ। ঐ বুধা স্রবাসাঃ পারবাত আগাৎ স উ শ্রোয়ান্ ভবতি  
জায়মানঃ।”

অনন্তর আচার্য্য প্রাঙ্গুধ-মাণবকের পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া  
কক্ষোপরি হস্ত প্রদানপূর্বক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তদীর-হৃদয়দেশ  
স্পর্শ করিবেন। যথা,—

ঐ তং দীর্ঘাঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবরতঃ।”

তৎপরে উত্তরে প্রাঙ্গুধ অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিবেন।  
মাণবক তুক্ষীভাবে একটি সমিধ্ অগ্নিতে আহতি দিয়া আর একটি  
সমিধ্ লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নিতে দ্বিকে। যথা,—

“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতী বৃহতীজ্জন্দঃ সমিদ্ধোনে বিনিরোগঃ।”

ঐ অগ্নয়ে সমিধমহাৰ্ঘ্যং বৃহতে জাতবেদসে। তরা স্বময়ে বন্ধরশ্ব  
সমিধা ব্রহ্মণা বরং স্বাহা। ইহং ব্রহ্মণে।”

অনন্তর মাণবক অগ্নি স্পর্শপূর্বক হস্তে লল লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ  
করিয়া তিনবার মুখসার্জন করিবে। যথা,—

“ঐ তেজসা মাং সমনশ্চু।”

তৎপরে গাতোথান করিয়া করপুটে নিরম্রভূমি পাঠ করিয়া  
অগ্নির উপস্থান করিবে। যথা,—

“যস্মিনেধামিতি বরাং বহুশতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্ন্য-  
প্ছন্দোনে বিনিরোগঃ। ঐ যস্মি মেধাং যস্মি প্রজা যস্যগ্নিতেভ্যো  
ব্রহ্মতুঃ। ঐ যস্মি মেধাং যস্মি প্রজা যস্মৈজ্জ ইজিহীং যথাতুঃ। ১ ॥  
ঐ যস্মি মেধাং যস্মি প্রজাং যস্মি পৃথোঁ ব্রাহ্মে যথাতুঃ। ২ ॥ ঐ

যজ্ঞেহং তেজস্বিনাং তেজস্বী ভূয়াস্ম । ৪ ॥ ৩ যজ্ঞেহং  
 দর্শনেনাহং বর্জস্বী ভূয়াস্ম । ৫ ॥ ৩ যজ্ঞেহং তরন্তেনাহং তরস্বী  
 ভূয়াস্ম । ৬ ॥

পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে,—“কুংস-  
 স্ববীকৃষ্টো দেবতা ভগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্মণি বিনিবোধঃ । ৩ মা  
 সন্তোকে তনয়ে মা ন আর্যো মা নো গোযু মা নো অশ্বেষু রীরিবঃ ।  
 বীরান্‌মা নো রুদ্র ভা'ম'তা বদীর্হবিম্ভঃ সদমিষা হবামহে ।  
 ৩ ত্রায়ুষং যদাগ্নঃ কশ্যপস্ত ত্রায়ুষং তর্মেহস্ত ত্রায়ুষং তজ্জেহস্ত  
 ত্রায়ুষং তান্নাহস্ত ত্রায়ুষম্ । ৩ অস্তি মেদাং বশঃ পজাং বিদ্যাং  
 বুধিং শ্রিয়ং বলম্ । আয়ুষ্যং তেজ আবাগাং দেভি মে হাবাহন ॥”

তদনন্তর ব্রহ্মচারী, ভূমিতলে জাহ্নবীর পাতিয়া দক্ষ হস্তদ্বারা  
 জহ্নবীর দক্ষণ চরণ ও এতৎ বামহস্তদ্বারা বামচরণ ধারণপূর্বক  
 বলিবে,—“শ্রীঅমুকদেবশস্যাহং ভো অ'ভবদয়ামি ।” আচার্য্য  
 বলিবেন,—“ও আয়ুমান ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণ ” ব্রহ্মচারী  
 বরদ্বারা মন্তক স্পর্শ করিবে, আচার্য্য বলিবেন, “অদ'হি ভো:  
 সাধিজীম্ ।” ব্রহ্মচারী বলিবে,—“ভো অমুকহা ” আচার্য্য  
 উভয়হস্তে ব্রহ্মচারীর উভয়হস্ত ধারণ করিয়া উত্তবীর্ণস্ত দ্বারা  
 আচ্ছাদন করত নিম্ন-পকারে গায়ত্রী বলিতে আবৃত্ত করিবেন ।  
 প্রথমতঃ পাঠ করিবেন ;—

“ঐত্বর্ণা সমুদ্রো কাব্যায়সনা তথা । ঐতৈর্কিলৈ-টনঃ  
 পৃষ্টৈশ্বলকটৈশ্চ শোভিতা ॥ অক্ষমালানদরা দেবী পদ্মাসনগতা  
 তত্ৰা । আদিত্যমণ্ডলাস্তঃস্বা ব্রহ্মলোকগতা শিরা ॥ তত্রাখাহ ।  
 অপিহা চ সিন্ধুতৈর্কৃষ্ণপর্জ্যে ॥ সবিধা দেবতা নাতা সুখমসি-  
 ৯০তদ্বিহাচঃ । বিধারিতং বহুদো গাহতী তু দিবীকতে ॥ অসিহি

বয়সে দেবী কর্ণো মে সন্নিধী ভব । গায়ত্রীং জায়তে বস্মাৎ  
গায়ত্রীং স্বঃ ততঃ স্নাতা ॥ এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দত্রয়মসী ততঃ  
বহতা তপসা দৃষ্টে বিশ্বামিত্রেণ দীমতাং গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ  
ভুলয়া সমতোলয়ং । বেদা একত সাক্ষাৎ গায়ত্রী চৈকতঃ স্নাতা ॥  
মোগত্বা তু বেদানাম্ গৃহোপনিষদাং তথা । তাতাঃ সারস  
গায়ত্রী তিস্রো বাহুতয়স্তথা ॥ গায়ত্র্যাঃ পাদম্বকং য়োহেকমুচ  
এব চ । ব্রহ্মহত্যা স্মৃতা গানং স্তব স্তবমেব চ । গুরুদারীগম্যকৈব  
অপোঠৈব পুন্যতি ২৬ ॥ এতয়া জাতয়া সর্ষং বাঙ্ময়ং বিদিতং  
ভবেৎ । উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভূবনপঞ্চকম্ ॥ অজ্ঞাতা দৈব  
গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীযতে ॥ গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পৌক-  
পাবনী । ন গায়ত্র্যাঃ পরং অপারম্যদ্বিজায় মুচ্যতে ॥ তত্রাস্ত  
মাতা সাবিত্রী পিতা স্বচাৰ্য্য উচ্যতে ॥”

অতঃপর ক্রমশঃ গায়ত্রীপুলিয়া গায়ত্রীদীক্ষা প্রদান করিবেন ।  
যথা,—“ও তৎসবিতুর্ভবেণ্যঃ ভর্গো দেবস্ত দীমহি ।” যোগবক  
উহা পাঠ করিলে, আচাৰ্য্য পুনরাধু পাঠ করাইবেন,—“ও তৎ  
সবিতুর্ভবেণ্যঃ ভর্গো দেবস্ত দীমহি দিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।”  
যোগবক পাঠ করিলে, আচাৰ্য্য পাঠ করাইবেন,—“ওঁঃ । ওঁ  
ভুং ওঁ বঃ ।”

তদনন্তর যোগবকের হৃদয়ে ঈর্জ্জ্বল-দক্ষিণ-হস্ত দিশা,—“পরাং  
জ্যৈষ্ঠাং দিগ্ভ্যং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো যোগবক-হৃদয়দেশে নিভিসে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তবহুচিত্তভেদ  
কর্ম বাচসেন্যমনা জুহুয় বৃহস্পত্যং নিবুনক্ মম ॥—” এই মন্ত্র  
পাঠ করিয়া নিম্ন যন্ত্র পাঠ করত যোগবকের কটিদেশে যোগবক  
করিবে । যথা,—

“বিধাষিহৰবিশেষণা দেবত্যাঃ। ত্ৰিষ্টুপছন্দো বৈখান্যকসে  
 বিনিয়োগঃ। ও ঠং কুক্কাদং পুৰিবাধমানা বৰ্ণং পবিত্ৰং পুনতী  
 ন আগাং। প্রোণাপান্যিত্যাং বনমাবহতী বসান দেবী স্ততপা  
 মেখলৈয়ম্। ও স্বতত্ত গোপ্ত্রী তপসঃ পবতী রতী রকঃ সহমানা  
 অমাতীঃ। সা নঃ সমস্তমহপরে হি ভত্রে ভৰ্ত্তারন্তে মেখলে যা  
 দিযাম।”

পরে নিম্নমন্ত্ৰে মাধবককে পলাশদণ্ড ( বা বিহঙ্গদণ্ড ) প্রদান  
 করিবেন,—“আত্রেয়শমি কৰ্বেদেবা দেবতাক্ৰিষ্টুপছন্দো দণ্ডগ্রহণে  
 বিনিয়োগঃ। ও স্বস্তি নো মিমীতামম্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেবাদিত্তি-  
 নৰ্কৰ্ণঃ। স্বস্তি পূবা অমুরো দণ্ডাহু নঃ স্বস্তি জ্বাপূর্ণিবী স্তচেতুনা।”

অনন্তর আচাৰ্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিয়া  
 আদেশ করিবেন—“ব্রহ্মচার্য্যসি, আপোশানং কৰ্ম্ম কুক্ক, যা দিবা  
 স্ত্যজীঃ। আচাৰ্য্যাদেবমণীষ, উদকসমিকুশাদাহরণং কুক্ক।  
 সারংপ্রাতঃ সৰ্ব্বিধমাধেতি, সারংপ্রাতঃভিক্ষাটনং কুক্ক।” ব্রহ্মচারী  
 সৰ্ব্বত্র বলিবে,—“ও বাঢ়ম্।”

অনন্তর ব্রহ্মচারী জলস্নানপূৰ্ব্বক বন্ধাজলি, হইয়া পাঠ করি-  
 যেন,—“ও ব্রতানাং ব্রতপতিবসি ব্রতং সাবিত্ৰিকং চরিত্যামি।”

অতঃপর দণ্ডগারী ব্রহ্মচারী, প্রথমতঃ মাতার নিকটে ভিক্ষা  
 গ্রহণ করিবে, যথা,—“ও ভবতি ভিক্ষাং দেহি।” পরে ঐ মন্ত্ৰে  
 মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিকে। তৎপরে শিত্তার  
 নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে,—“ও ভবনু ভিক্ষাং দেহি।”

অনন্তর অপরায়ণ লোকের নিকটে প্রার্থন্য করিলে, তাহারও  
 বধাশক্তি ভিক্ষা দান করিবেন। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ সমস্ত-ব্রব্য  
 আচাৰ্য্যকে প্রদান করিবেন। আচাৰ্য্য “উপভুক্তাতাম্” বলিয়া

অশ্বকীর্তন-উপনয়ন-সময়কাল সাংক্ৰান্তের তৎকালীয় কাল যাবিধা  
 হিবে । অনন্তর অশ্বকীর্তন-উপনয়ন-সময়কাল নিম্নলিখিত চক্রবর্তন ও অশ্বকীর্তন  
 করিবেন । যথা, ১-মেধাতিথিঃ কাশ্য ঋষিঃ সদসম্পাতিদেবতা  
 গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রবচনার-চক্রবর্তনঃ । ২-সদসম্পাতি-  
 যজুতঃ প্রথমযজুত কাম্যঃ । ৩-সনিঃমেধামবাসযঃ স্বাহা-ইদং  
 সদসম্পাতিয়ে ॥ ৪-তুহুতঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবত  
 যীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা-ইদং গায়ত্রী ॥ ৫-অবিভ্যঃ  
 স্বাহা-ইদং ঋষভুতঃ । ৬-অতঃপর সাম্যংহোমঃ,—“মেধাতিথিঃ  
 কাশ্যঋষিঃ সদসম্পাতিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সন্নিহোমে বিনিমোগঃ ।  
 ৭-সদসম্পাতিযজুতঃ প্রথমযজুত কাম্যঃ । ৮-সনিঃমেধামবাসযঃ  
 স্বাহা-ইদং সদসম্পাতিয়ে । ৯-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ।

অশ্বকীর্তন-এক সময়ে সন্ধ্যা কারবে । পরে অশ্বকীর্তন-একটি  
 যজুত সন্ধ্যা অগ্নিতে আহুতি দিবে । যথা, —

“অশ্বকীর্তন-সময়কাল-বৃহতীচ্ছন্দঃ স মকোমে বিনিমোগঃ ।  
 ১-অগ্নয়ে সামবনহাৎ বৃহতে জাতেনপুে তন্ন ত্বয়ে বক্রয সমধা  
 অশ্বকীর্তনঃ স্বাহা-ইদং অশ্বকীর্তন ॥”

অতঃপর অশ্বকীর্তন-সমাগত-অশ্বকীর্তনের নিকট বক্রযগ্নি হইয়া  
 পাঠ করিবে,—“বেদ-সমাগতঃ তবন্তো মেহুতবর্ত ।” অশ্বকীর্তন  
 করিবেন,—“অগ্নিয়েন বেদসমাগতঃ তবতঃ ।”

অনন্তর মেধাভ্যাসনকর্ম । যথা,—আচার্য্য “কুত্বোদিকীয়া  
 অতিথিত অশ্বকীর্তনকে নিম্নলিখিত পাঠ করাইবেন ।” যথা,—

“১-তুহুতঃ অশ্বকীর্তন কাম্য ঋষিঃ অশ্বকীর্তন অশ্বকীর্তন  
 অশ্বকীর্তন সোম্যং কাম্য ঋষিঃ দেবানাং যজুত নিম্নলিখিত  
 অশ্বকীর্তন দেবানাং নিম্নলিখিত অশ্বকীর্তন ॥”



## অথ বেদান্তঃ ।

প্রথমতঃ গুরু সত্ব করিবেন । বশা,—

“অদোতাশি অমুক্ত-দেবশর্মেণ বেদান্তিকীভূতহোমবৎ  
কুরীত।”—এইরূপ সংকল্প করিয়া স্তুত গঠনা ভাষা হোম  
করিবেন। বশা,—

“ও পৃথিব্য বাহা—ইদং পৃথিব্যে । ও অগ্নয়ে বাহা—  
ইদমগ্নয়ে । ও ব্রহ্মণে বাহা—ইদং ব্রহ্মণে । ও প্রাণপত্নয়ে  
বাহা—ইদং প্রাণপত্নয়ে । ও ছন্দোভ্যঃ বাহা—ইদং ছন্দোভ্যঃ ।  
ও অশ্বিনাঃ বাহা—ইদং অশ্বিনাঃ । ও শ্রদ্ধাভ্যে বাহা—ইদং  
শ্রদ্ধাভ্যে । ও বৈশাভে বাহা—ইদং বৈশাভে । ও সদস্পত্যে  
বাহা—ইদং সদস্পত্যে ॥”

পরে আচার্য্য অগ্নি উত্তরে প্রাঙ্গণে বসিবেন এবং শিখ  
প্রত্যক্ষ্যে বসিয়া গুরুর মূলের দিকে স্তুতি করিয়া রহিবেন । শিখ  
দক্ষিণ হস্তবাহা গুরুর দক্ষিণ চরণে ধারণ করিয়া নিকটস্থ হইলে,  
গুরু তাহাকে ব্যাধ ত পাঠ কলাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন ।

বশা,—“ও ভূত্বঃ স্বঃ, ভঃ সাবহুর্কেশ্যঃ - ভার্গী ” দেবতা  
গৌরব নির্দেশে নঃ প্রচোদয়াৎ । ও মধুচ্ছন্দাঐখামিত্রঐবিরহি-  
র্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দে বেদান্তে বিনিয়োগঃ । \* ও অগ্নিনীলে  
পুরোহিতম্ । অধুচ্ছন্দাঐখামিত্রঐবিরহদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দে  
বেদান্তে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিনীলে পুরোহিতঃ বজ্রত দৈবমুদ্রিতং হোতারং  
বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিনীলে পুরোহিতঃ বজ্রত দৈবমুদ্রিতং হোতারং

\* “কোন কোন পুস্তকিতে প্রতি মন্ত্রের আধিতে একবারমাত্র  
অধুচ্ছন্দঃ মন্ত্রের উল্লেখ আছে ।”

স্বপ্নাতব্দ। ইতি বহু : যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকৃষ্ণদ্বৈতদেবতা  
 ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও ইবে যোজ্যে যা বারবঃ হ দেবো  
 বঃ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকৃষ্ণদ্বৈতদেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ ।  
 ও ইবে যোজ্যে যা বারবঃ হ দেবো বঃ সবিতা প্রাপন্নতু । যাজ্ঞবল্ক্য  
 ঋষিকৃষ্ণদ্বৈতদেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও ইবে  
 যোজ্যে যা বারবঃ হ দেবো বঃ সবিতা প্রাপন্নতু শ্রেষ্ঠতমায়  
 কল্পে । ইতি বহুঃ ৬ তরবারঋষিগায়ত্রীজ্ঞানদেবতা ব্রহ্ম-  
 বজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও অগ্ন আ রাহি বীতরে । তরবারঋষি-  
 গায়ত্রীজ্ঞানদেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও অগ্ন আ  
 রাহি বীতরে গৃণানো হব্যদাতরে । তরবারঋষিগায়ত্রীজ্ঞানদে-  
 বতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও অগ্ন আ রাহি বীতরে  
 গৃণানো হব্যদাতরে । নিহোতা সন্নি বহিঃ ।—ইতি অগ্নঃ ৮  
 সিদ্ধরূপঋষিগায়ত্রীজ্ঞান আপো দেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ ।  
 ও নমো দেবীরতিঠয়ে । সিদ্ধরূপঋষিগায়ত্রীজ্ঞান আপো দেবতা  
 ব্রহ্মবজ্ররূপে বিনিরোগঃ । ও নমো দেবীরতিঠয়ে আপো দেবতা  
 পীতরে ৯ সিদ্ধরূপঋষিগায়ত্রীজ্ঞান আপো দেবতা ব্রহ্মবজ্ররূপে  
 বিনিরোগঃ । ও নমো দেবীরতিঠয়ে আপো দেবতা পীতরে ১০  
 বোরতি অসত্ত নঃ । ইতি সার ।

### অব সমাধিবর্তন ।

ব্রহ্মচারী প্রাণিষ্ঠা ও প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা শুক্রে সন্ততি  
 করতঃ কর্ণে ধারণ যোগ্য সুবর্ণাদি নিখিড় কুণ্ডল, কঠোপ রথান-  
 যোগ্য মণি এবং বস্ত্র, উপানহকুণ্ডল, বৈদ্যবস্ত্র ( বংশলজ্জা )

মলৌষধি-গচ্ছাশ্রুণেন, উকাব, ছরু—এই সর্ষপ-কণা আচার্য্য দাঁপবককে প্রদান করিবেন।

অতঃপর দাঁপবক সমস্ত সর্ষপ অগ্নিশ্রীশে স্থাপন করিয়া আচার্য্যকে ভোজ্য এবং গোদান করতঃ অত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে।

তৎপরে সর্ষপ করিয়া স্রষ্টা প্রভৃতি সংকল্প করিবে। প্রথমতঃ চূড়াকরণং হোম করিবে। পরে কুশাপজলী-স্থাপন ও তাস্ম লৌহ-স্বর্ণদীপনাদ সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করবে। চূড়াকরণেই এই সকলের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে, তদনন্তর ব্রহ্মচারী শযা ধারণপূর্ব্বক কোর-কার্য্য সম্পাদন করিয়া মলৌষাধরণে দান করবে।

পরে বস্ত্রাদি গুরুকে দিয়া স্বয়ং নিম্নবস্ত্র পাঠপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান ও উকাববচন করবে। মন্ত্র ক্ৰমা—“দীর্ঘতমা ওচ্যাক্ষবি-দিত্রা বর্ষ্যো দেবতে জগতাচ্ছলঃ পরিণানে বিনয়োগঃ। ওঁ যুৎ বস্ত্রাণ পীতসা বশাবে যুবোর ছেদ্রা মন্তবা হ সগাঃ। অব্যতির-তমন্তুতানি বিব্ব ঋতেন মদ্রাবরণা সচেথে।”

পরে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করবে, মন্ত্র বথা—“পরমাত্মা অবিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রাচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধরুণে বিনয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতঃ”—ইত্যাদি মন্ত্র।

নিম্নবস্ত্র পাঠ করিয়া মেখলা ও কুকাগ্নিন মোচন করতঃ বৈশ্বদেব অগ্নে স্থাপন করবে,—“ওঁ উহ ওমা বরণশালবশবান্ধঃ বিমবান্ধঃ অধার। অথা দিগাবরমা ত্রুতে উদামাগনো অদিতরে জার।”

“ওঁ অশ্বিনতেজোহুয়ি চতুর্বি দে পার্হি।” এই মন্ত্রে অশ্বিন গ্রহণ করিবে।

“ও অগ্নিনন্তোহসি প্রোক্তং মে পাহি।”—এই মন্ত্রে কর্ণে কুণ্ডলধারণ করিয়া স্তম্ভে অগ্নিলেপন প্রদান করিবে।

“ও অনাবর্ত্ততানাবর্ত্তো ত্বয়াস্ম।”—এই মন্ত্রে শিখার মালা বন্ধন করিবে।

“ও দেবানাং প্রতিষ্ঠে হঃ সৰ্ব্বতো মাং পাহি।”—এই মন্ত্রে উপানহ পরিধান করিবে।

“ও দিবন্ধকাসি বানস্পত্যোহসি সৰ্ব্বতো মাং পাহি।”—এই মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ করিবে।

“ও বেণুবসি বানস্পত্যোহসি সৰ্ব্বতো মাং পাহি।”—এই মন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবে। পলাশদণ্ড (বা বিষদণ্ড) এই সময়ে কুকীভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

“ও আয়ুত্বং বর্চস্তং যারাম্মোদুত্বিনম্। ইহং হিরণ্যং বর্চস্তং বৈজ্ঞান্যাদিশতানিমং কুই মন্তে কঠে মণিধারণ করিবে।

অতঃপর যোগবক উক্তোক্ত লক্ষ্যমান করত উপানহ সজ্জাফন-পূর্বক অগ্নির ঈশান দিকে দণ্ডারস্থান হইয়া নিম্নমন্ত্রে অগ্নিতে একটি স্বশাক্ত সন্নিধি আহুতি দিবে,—“ও যতক মে অযতক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। নিম্বা চ মে অনিবা চ মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। বিত্বা চ মে অবিত্বা চ মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। প্রজা চ মে অপ্রজা চ মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। ইষ্টক মে অনিষ্টক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। দত্তক মে অদত্তক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। অদীতক মে অনদীতক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। কৃতক মে অকৃতক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। সীতক মে অসীতক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। স্রতক মে অস্রতক মে তন্ন উত্তর-ব্রতক মে। ব্রুক মে অব্রুক

ସେ ତଥା ଉତ୍ତରବ୍ରହ୍ମଣେ । ସମସ୍ତେ: ମେଘେନ ସମ୍ପର୍କାମିତକିନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ-  
କରତ୍ତ ସ ଧବିକତ୍ତ ସମସିରାଜକତ୍ତକ୍ତ ସମସ୍ତୀକତ୍ତ ସମସ୍ତୀରାଜକତ୍ତକ୍ତ  
ମାକାମତ୍ତ ମାତିକାମତ୍ତ "ମସ୍ତୀକାମତ୍ତ ମଦେବମହାତ୍ତ ମନର୍ବୀ-  
ମେରାବକ୍ତ: ମହାରବୋ: " ମସ୍ତଦିଗ୍ରାମୈଂ ଯନ୍ନା ଆସ୍ତାନି ବ୍ରତ: ତସ୍ମେ  
ମର୍ବେ ବ୍ରତମ୍ । ତଦମତ୍ତମସ୍ତେ ମର୍ବତୋ ଭଗାମି ବାହା—ତଦମସ୍ତେ ।"

ଅନନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓମ୍ନେନପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ ହଟିତେ ମସିମ ଆକର୍ଷଣ  
କରତ୍ତ ନିର୍ଗମିତ ଏକଟି ମସ୍ତେ ଏକଟି ସ୍ତୁତାକ୍ତ ମସିଧ ଅସିତେ ଆହତି  
ଦିସା ନୀଟି ମସିମ ହାଣ-ତୋମ କରିବେ ; ବାହା,—

"ନୀନାମ୍ ବିହବାବିଶ୍ୱେଦବା ଦେବତା, ଛିଟ୍ଟୁପ୍, ଜଗତୀ  
ସିରିଟିଜ୍ଜଳ: ମସିକ୍ତାମେ ବିନିରୋଗ: । ଓ ମସାସ୍ତେ ନର୍ଚ୍ଚୋ ବିହବେଦତ୍ତ ବହ୍ମ  
ସେକାନାତ୍ତବ: ପୁସ୍ତେମ । 'ମହ' ନମସ୍ତାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାମତ୍ତତ୍ତସ୍ତସ୍ତମାଂକେନ ପୂଜନା  
ଜୟେମ ବାହା—ତଦମସ୍ତେ । ୧ ॥ ଓ ମମ ଦେବା ବିହବେ ମହ୍ମ ମର୍ବ  
ହେବେଦୋ ମକ୍ତୋ ମିହ୍ମରସି: । ମସାକ୍ତ୍ତମ୍ବକ୍ତ୍ତମ୍ବକ୍ତ୍ତମ୍ବକ୍ତ୍ତ ମହ: ବାତ:  
ମବତାଂ କାମେ ଅସିନ୍ ବାହା—ତଦମସ୍ତେ । ୨ ॥ ଓ ମସି ଦେବା ଦ୍ରବିମା  
ବହ୍ମତାଂ ମସାମିରତ୍ତ ମସି ଦେବହ୍ମତି: । ଦୈବା ହୋତାରୋ ବହ୍ମସ୍ତ  
ମୂର୍ବେହ୍ମତି: ତାମି ତବା ମୁନିରା: ବାହା—ତଦମସ୍ତେ । ୩ ॥ ଓ ମହ୍ମ  
ବହ୍ମତ୍ତ ମମ ହାନି ହବାକ୍ତି: ମତା। ମନମୋ ମେ ଅତ୍ତ । ଏନୋ ମା ନି  
ମାଂ କତ୍ତମକ୍ତ ନାହ: ବିଶ୍ୱେଦବାସୋ ଅଧିବୋଚତା ନ: ବାହା—ତଦ-  
ମସ୍ତେ । ୪ ॥ ଓ ଦୈବୀ: ସ୍ତୁକ୍ତୀକ୍ତ ନ: କ୍ତୋତ ବିଶ୍ୱେ ଦେବାମ୍ବ ହେ  
ବିଶ୍ୱକ୍ତ: । ମା ହାସ୍ତାଂ ମଜ୍ଜା ମା ତସ୍ତୁକ୍ତିକ୍ତ ମଜ୍ଜା ଦିବତେ ମେମ୍  
ମାଜନ୍ ବାହା—ତଦମସ୍ତେ । ୫ ॥ ଓ ଅସ୍ତେ ବହ୍ମାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାମତ୍ତ ମସ୍ତେ  
ମୋମ୍ବ: ମସି ମାହି ନନ୍ଦ: । ଶ୍ରଦ୍ଧାକୋ ସ୍ତୁ ନିଜତ: ମୁନିତ୍ତେନୈବୀ  
ଚିତ୍ତ: ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ବିନେଷ: ବାହା—ତଦମସ୍ତେ । ୬ ॥ ଓ ଧାତା ଧାତୁମ୍ବ  
ହ୍ମବତ୍ତ ସ୍ତୁକ୍ତିକ୍ତେନୈବୀ ଧାତା ସ୍ତୁକ୍ତିକ୍ତେନୈବୀ । ହିମ୍ବ ବହ୍ମାଂ ମୋକ୍ତି

বৃহস্পতির্বিবাহঃ" পাত্ত বচমানঃ। তথাং বাহা—ইদমগ্নয়ে । ৭ ॥ ও  
উকবাভা নো মরিথঃ শর্যৎ সদগ্নিন্হবে পুরুতুতঃ পুরুতুতঃ । স নী  
প্রজাতৈ হব্ব মৃগৈশ্চ বা নো গ্নিরিবো বা পরা দাঃ বাহা—  
ইদমগ্নয়ে । ৮ ॥ ও বে নঃ সপত্না অপ তে ভবীত্বাঃ সপত্নাঃ বাধামহে  
তান্ । বসবো কত্বা অদিত্যা উপরিস্পৃশঃমোগ্রঃ চেত্তারমধিষ্ঠিতমক্শন্  
বাহা—ইদমগ্নয়ে । ৯ ॥ ও অর্কাকমিস্রমধুতা হবামহে যোগো-  
জিহ্বনজিহ্বজিহ্ব ব । ইবঃ নো বজঃ বিহবে জ্বম্বাত্ত কুর্ষো হবীরো  
বা দিনঃ বা বাহা—ইদমগ্নয়ে । ১০ ॥

অনন্তর প্রারম্ভিত হোম ও সৃষ্টিক্রমোৎসব করিয়া দক্ষিণা প্রদান  
করিতে হয় ।

তৎপরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি জনাইয়া  
দিবেন, যথা,—রাগ্রিতে স্থান করিবে না, উৎকল হইয়া খরন করিবে  
না, নথ স্ত্রী দর্শন করিবে না, শাবধান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ  
করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না ।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল অগ্নিত হইলে পাদশৌচ ও আচমনপূর্বক  
যাগস্থল হইয়া ভোক্তন করিতে হয় । প্রথম—“অমৃতোপত্তরগমসি  
বাহা” বলিয়া আপোশান (এক গুণ্ডন জলপান) করিকে । তৎপরে  
অমুঠ ও অনামিকা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করত “ও প্রানার বাহা,” অমুঠ  
ও কনিষ্ঠা দ্বারা “ও অপানার বাহা,” অমুঠ ও মধ্যমা দ্বারা “ও  
কানার বাহা,” অমুঠ ও তর্জনী দ্বারা “ও উদানার বাহা” এবং  
সর্বাঙ্গীভোগে “ও সমানার বাহা” বলিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে হয় ।  
উৎসবের মৌনভাবে তৃপ্ত-সুহৃদীয়ে ভোজন করিয়া “ও অমৃত-  
শিবানমসি বাহা,” বলিয়া আপোশানপূর্বক আচমন করত পাদ-  
প্রক্ষালন করিয়া কৃকাজিনশয্যা খরন করিবে ।

( বর্তমানকালে ) এই দিবসে হুইতে দ্বাদশ দিন, ( কোথাও বা তিন দিন ) অক্ষরগণ-সেবনের ব্যবহার আছে ! তদন্তর ভগ্নেছ ভোজন করিবে ।

### দীক্ষা-পদ্ধতি ।

যজ্ঞ-গ্রহণাভিলাষী শিষ্য পূর্বাদিনে হ'বঘাতি করিয়া পর দিন নিত্য জিহ্বাদি সমাধানান্তে, ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতককর কারনায় এক হাজার আটবার গারঘী জপ করিবে ।

তদন্তর আচমন করত নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প দান করিয়া স্বস্তিবাচন করত সঙ্কল্প করিবে । যথা,—ওমন্তেত্যানি অমুকে, মাসি অমুকরাণিস্থে ভ্রাক্ষরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্লগ্নশান্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরায়কযজ্ঞগ্রহণমুং করিস্থে ।”

পরে সঙ্কলিত পাতা পাঠ করিয়া গুরু বরণ করিবে । \* অর্চনান্তে গুরুর দক্ষিণ ভাগে ধরিয়া শিষ্য পাঠ করিবেন,—“অমোত্যানি—সংস্কলিত অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরায়কযজ্ঞগ্রহণকর্ষণি গুরুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রীঃ এতির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য গুরুশ্চেন ভবন্তমহং বৃণে ।” গুরু—“ও বৃতোহ'ম' বলিলে শিষ্য—“ও বধাবিহিতঃ গুরুকর্ম্মক' বলিবে, গুরু—“ও বধাজ্ঞানং করবাণি" বলিবেন ।

১. গুরুর অর্চনা যথা,—শিষ্য বোড়হস্তে বলিবেন “ও সাক্ষী ভবানাত্মাঃ” গুরু—“সাক্ষীমাসে” শিষ্য—“ও অর্চয়িত্বামো ভবন্তম্” গুরু—“ও অর্চয়” পরে শিষ্য গন্ধ পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া “ও এতানি গন্ধ পুষ্প বস্ত্রালঙ্কারানি শ্রীগুরবে নমঃ” বলিয়া গুরুর হস্তে অর্পণ কার্যবে ।

তখনইর ঐক্য তদ্রোক্ত দ্রুতস্থাপনক্রমে ঘটস্থাপন করিয়া সেই স্থাপিত ঘটে কিয়া চন্দনাদি দ্বারা তাম্রপাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ পদ্ধতিক্রমে আবাহনাদি করিয়া যথার্থকি হইতে দেবতার পূজা করত তান্ত্রিক-বিধানে হোম করিয়াই যে যন্ত্র দেওয়া হইবে, সেই যন্ত্র স্বাহান্ত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার পুজিত দেবতার হোম করিবেন ।

তৎপরে শিষ্যকে উত্তরাতিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের জলে বা কোণার জলে এক শত আটবার প্রদেয় মন্ত্র জপ করিয়া ঐ জল শিষ্যের মস্তকে কলস মূত্রা দ্বারা প্রদান করিয়া অতিবেক করিবেন । তৎপরে—“ও মহেশ্বরে হং কটু” মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবীজন করিয়া দিয়া মস্তকের উপর দেয় মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবেন । তৎপরে, শিষ্যের হাতে এক অঙ্গুলি জল দান করিয়া গুরু বলিবেন,—“ও অমুকমন্ত্রং তেহং দদামি, আবরোক্ষল্যাকলঙ্কে ভবতু ।” শিষ্য বলিবেন,—“দদম্ ।” গুরু পূর্বমুখে বসিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণব পুটিত করত সাতবার জপ করিবেন, তৎপরে কেবল মন্ত্রটি একশত আটবার জপ করিবেন, আবার ঐ মন্ত্র প্রণবপুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবেন । তখনস্তর গুরু শিষ্যের দেহে কতাদি স্তাস করিলে শিষ্য মস্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিম মুখে হইয়া বসিয়া দুই হস্তে গুরুর দুই পদ ধারণ করিবে । তখন গুরু ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঐবিচ্ছন্দ আদি মুক্ত বীজমন্ত্র স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া তিনবার বলিয়া দিবেন । স্ত্রী ও পুত্রের বামকর্ণে তিনবার কেবল উচ্ছন্দ মন্ত্র শুনাইবেন ।

গৃহীত-মন্ত্র-শিষ্য, তখন নিম্নমন্ত্র পাঠ করত জুলুটিত হইয়া গুরুর চরণে, প্রণাম করিবে । মন্ত্র কথা,—“নমস্তে নার ভগবন্ ।



শিবায় গুরুরূপিণে । বিজ্ঞাবতঃসুসিদ্ধৌ স্বকৃত্যৈকবিগ্রহঃ ।  
 নীলায়ণস্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্তয়ে । সর্বজ্ঞান-ভ্রমো-ভেদ-জ্ঞানবে  
 চিদ্ব্যনাম তে ॥ স্বত্বায় দীর্ঘাক্ষিস্তবিত্রহায় শিবায়নৈ । পরমত্বায়  
 ভক্তানাং ভব্যানাং ভবাক্ষিপণে ॥ বিষেকানাং বিবেকায় বিমর্শায়  
 বিমর্শিন্যমু ॥ প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে ॥  
 ত্বং পসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ । মায়া-মৃত্যু মহা  
 পাশাঃ দ্বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ॥”

তখন গুরু, শিষ্যেৰ হস্তধারণ করিয়া উত্তোলনপূর্বক মঙ্গল  
 কামনা করত পাঠ করিবেন,—“ও উত্তীষ্ট বংস মুক্তোহস্মি সমা-  
 গাচারবান্ তব । কীর্তি-শ্রীকান্তি-পুত্রাযুক্তলারোগ্যং সদাস্ত তে ॥”

অনন্তর শিষ্য গুরু-দক্ষিণা-দান \* করিবেন, বাক্য যথা,—  
 “অগ্নেভ্যাদি—কৃতৈতৎ\* অমুকদেবতায়। ইয়দক্ষরাণ্যকামুক-মন্ত্রগ্রহণ-  
 কৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দাক্ষ্যন্যেতৎ সুবর্ণমূল্যে রজতমর্জিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং  
 অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশাস্ত্রেণ গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ॥”

অতঃপর শিষ্য একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে । গুরুর  
 সঞ্চাৰি শক্তি লাভার্থ তাহার নিকট তিন দিন অবস্থান করিবার  
 বিধান আছে । গুরুও আত্মপক্তি, রক্ষার্থ একশত আটবার মন্ত্র  
 জপ করিবেন ।

দীক্ষার দিনে গুরু বা শিষ্য কাহাকেও উপবাসী থাকিতে নাই ।

---

\* গুরুকে সর্বস্ব,—ভদ্রক কিংবা ভদ্রক দক্ষিণা দিবে ; নিতান্ত  
 অসামর্থ্যেও গুরুর বাহ্যতে সর্ঘ্যেই হয় একপ দক্ষিণা দিতে হয়,  
 নইচঃ দীক্ষাতে ফল হয় না ।

শাক্তাভিষেক-প্রয়োগ ।

কৃতনিত্যক্রিয়শিষ্য শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক অস্তিত্বাচর্য করত  
“স্বর্গাঃ সোম” তৈত্তারি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে ।

“বিষ্ণুর্নমোহস্ত অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাক্তরে অমুকে পক্ষে  
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতায়্য অমুক-  
মন্ত্রসিদ্ধি পতিবন্ধকশেষদোষশান্তিপূর্বকতত্ত্বমন্ত্রসিদ্ধিকামঃ—ঃ যথোক্ত-  
কলপ্রাপ্তিকামো বা শাক্তাভিষেকমহং করিয়েন ॥”

পরে হস্তপাঠ করিয়া গুরুবরণ করিবেন,—“ও সাধুবানাস্তাং”  
করিয়া কৃতাজলিপূর্বক প্রার্থনা করিলে—গুরু—“ও সাধবহর্মানসে”  
বলিবেন । পরে শিষ্য পুনর্বার কৃতাজলিপূর্বক-প্রার্থনা করিবেন,  
“ও অর্চয়িত্বানো ভবন্তঃ” গুরু—“ও অর্চয়” শিষ্য গন্ধ পুষ্প,  
বজ্রোপবীত, বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া গুরুর পূজা করিয়া দুর্কা ৩৬  
তগুলি দ্বারা গুরুর দক্ষিণ জাম্ব দারণ করত—“ও তৎসৎ অগ্ন্যমুকে  
মাসি অমুকরাশিস্থে ভাক্তরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকঃ মথ্যহুত্তিত্যশাক্তাভিষেককর্মণি শাক্তাভিষেককর্মকরণায়  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবতায়্যং, গুরু, গন্ধাদিভির্যজ্ঞ্যৈঃ ভবন্তমহং  
বুধে ॥” গুরু—“ও বুতোহস্মি” শিষ্য—“ও যথাবিহিতনিষেধকর্ম  
কুরু” গুরু—“ও যথাজানতঃ করবাণি ।”

• পরে গুরু আচমনাদি করিয়া স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় অথবা  
মৃৎময় কুণ্ড গ্রহণ করিয়া ত্ত্রোক্তবিধানে ঘটস্থাপন করিবেন । পরে  
উক্ত ঐ কুণ্ডে যোক্তোপচারে শিষ্যের টেটদেবতার পূজা করিয়া  
হোমাদি সম্পাদন করত উক্ত কুণ্ডে স্থাপিত কুণ্ড দারণ করিয়া পাঠ  
করিবেন । “ও উত্তীর্ষ ব্রহ্মকলস দেবতায়্যক সিদ্ধি । সর্ব-

ভীষণ দুপূর্ণেন পূরয়াস্ত মনোরথং ৭. ০ ৩ হ স ক ল ইং মত্রে বট  
প্রিয়না করিয়া পঞ্চ পদব দ্বারা স্তম্ভস্থ লল গ্রহণ করিয়া দিক্কে  
অভিব্যক্ত করিবেন ।

অভিব্যক্ত-মন্ত্র ।

অস্ত্র শাক্তাভিব্যক্তমন্ত্রস্ত দক্ষিণামুষ্টির্জ্যৈষিরহুপূচ্ছলঃ শক্তি-  
দেবত্যা সর্বসঙ্কল্প-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ ।

ওম্ আঙ্করাজেশ্বরী শক্তির্ভৈরব রুদ্রভৈরবী । শ্মশানভৈরবী  
দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী ॥ ত্রিপুরা ত্রিকূটা দেবী তথা ত্রিপুর-  
সুন্দরী । ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরমালিকা । ত্রিপুরা-  
নন্দনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাশ্রিতী । এতাদ্ব্যমভিব্যক্ত মন্ত্রপুতেন  
বারিণা । ১ ॥ ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী । তারা চ  
ঈশ্বরী চ শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী । অরিতায়া মহাদেবী তথা চ  
রতি যমিকা । নিত্য চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রসারিণী তথা ।  
এতাদ্ব্যমভিব্যক্ত মন্ত্র পুতেন বারিণা ॥ ২ ॥ অখারুদ্রা মহাদেবী  
তথা মহিষমর্দিনী । দুর্গা চ নবদুর্গা চ শ্রীদুর্গা ভগবালিনী । তথা  
ভগবতী দেবী ভগল্লিঙ্গা ভগেশ্বরী । সর্বলোকেশ্বরী দেবী তুণা নীল-  
সরস্বতী । সর্বসিদ্ধকরী দেবী সিদ্ধগুরুসেবিতা । উগ্রতারা মহা-  
দেবী তথা দক্ষিণকালিকা । এতাদ্ব্যমভিব্যক্ত মন্ত্রপুতেন  
বারিণা ॥ ৩ ॥ ক্ষেমদেবী মহাকালী চানিকছা সরস্বতী । মাতলী  
চাম্পূর্ণা চ রাজরাজেশ্বরী তথা । এতাদ্ব্যমভিব্যক্ত মন্ত্রপুতেন  
বারিণা ॥ ৪ ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডেশ্বরী চণ্ডনারিকা । চণ্ডা  
চণ্ডভৈরব চণ্ডরূপাভিচরিকা । এতাদ্ব্যমভিব্যক্ত মন্ত্রপুতেন  
বারিণা ॥ ৫ ॥ উগ্রদংষ্ট্রী মহাদংষ্ট্রী ততদংষ্ট্রী কপালিনী । ভীম-

নেত্রা বিখ্যাতাঙ্গী মঙ্গলা বিজয়ী জয়ী । এতদ্ব্যবর্তিবিষকত মন্ত্রপুতেন  
 বারিণা ॥ ৩ ॥ ০ মঙ্গলা মলিনী তুয়া লক্ষ্যঃ কান্তিগম্যিনী । পুষ্টি-  
 মেধাশিখা স্যাম্যী মণা শোভা তুয়া ধৃতিঃ । আমন্য চ হুত্বা  
 মলিনী নন্দ পুজিতা । এতদ্ব্যবর্তিবিষকত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৭ ॥  
 বিজয়া মঙ্গলা তুয়া ধৃতিঃ শান্তিঃ কমা ধৃতিঃ । সিদ্ধিস্তিষ্ঠিকমা পুষ্টি-  
 জ্ঞান্ভিত্তীতীরতিস্তথা । দীপ্তা কান্তির্ঘণা লক্ষ্যরীঘরী বুদ্ধিরেব চ ।  
 চক্ৰী মায়াবতী ত্র্যম্বকী জয়ন্তী চাপরাজিতা । অজিতা মালতী যেতা  
 দিত্তিষ্মদিত্তিরে বচ । মারাতৈব মহামারা মোহিনী কোভিনী তথা ।  
 কমলা বিমলা গৌরী লাবণ্যাবুধিহরম্বরী । দুর্গা জিহ্বাককটী চ পট্টা-  
 কর্ণা কপালিনী । রোদ্রী কালী চ মায়ুরী ত্রিনেত্রাচাপরাজিতা ।  
 সুরূপা বহুরূপা চ তথৈব বিগ্রহাস্বরূপা । চর্চিকা চাপরা জীতা  
 তথৈব সুরপুজিতা । বৈবস্বতী চ কৌমারী তথা মাহেশ্বরী পরা ।  
 বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মাঃ কান্তিকী কোণিকী তথা । শিবহতী চ চামুণ্ডা  
 সুগমলাবিভূষিতা । এতদ্ব্যবর্তিবিষকত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৮ ॥  
 ইন্দ্রে বহ্নীশ্চৈব নৈরুত্তো বরুণস্তথা । পবনো ধনদেশানৌ ত্রক্ষা-  
 নস্তো দিগীশ্বরঃ । মৎস্যমরুচায়নে চ রাস পক্ষ দিনানি চ । এতে  
 দ্ব্যমতিবিষকত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৯ ॥ রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যো  
 জরঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ । রাহুঃ কেতুশ্চ সততমতিবিষকত তে  
 গ্রহাঃ ॥ ১০ ॥ নক্ষত্রং করণং যোগোহিবৃত্তং সিদ্ধিস্ততঃ পীরং । দম্বং  
 পাপং তথা তুয়া যোগকরক্ষণান্তথা । বারবেলা কালবেলা দত্তা  
 যাত্রাদয়স্তথা । অতিবিষকত সততং মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১১ ॥ অস-  
 তামো রক্ষস্চওঃ ক্রোধ উদ্ভূত সংজকঃ । কপালী ভীষণাখ্যস্ত  
 সংহারাতো চ তৈরবার্হাঃ । এতে দ্ব্যমতিবিষকত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১২ ॥  
 ডাকিনীপুত্রকান্দেব রাবিনীপুত্রকান্দেব । ডাকিনীপুত্রকান্দেব

কাঙ্কিনীপুত্রকান্তনা । শাকিনীপুত্রকান্তনা । হাকিনীপুত্রকান্তনা ।  
 ততশ্চ বাকিনীপুত্রা দেবীপুত্রান্ততঃ পুরং । মাহুকান্ধাঃ তথা পুত্রা  
 উর্ধ্বমুখাঃ স্তুতাস্চ যে । অতিবিধ্বস্ত তে সৰ্ব্বৈ মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥  
 ১৩ ॥ ত্রক্সা বিক্লুপ্ত ক্লেশশ্চ জৈষরস্ত সদাশিবঃ । এতেষাম-  
 ভিঃক্লুপ্ত মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥ ১৪ ॥ পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব  
 যোড়শ্চ । আত্মা পুষ্ণাত্মা জীবাত্মা জ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ । অনাত্মন-  
 শ্চ য়নশ্চ স্থনাঃ স্তম্ভাশ্চ যৈ পরে । এতেষামভিবিধ্বস্ত মন্ত্রপুত্ৰেন  
 বারিণা ॥ ১৫ ॥ বেদাদিবীজং হং বীজং ত্রীবীজং তদ্বিক্রমতনং । শক্তি-  
 বীজং স্রোবীজং স্মারাবীজং শুণাকরং । চিত্তাকরং মহাবীজং নার-  
 সিংহক শাকরং । মাতৃভট্টেরং দৌর্গং বীজং ত্রীপুরুষোত্তমং ।  
 গার্গপ্ৰত্যক বারাহং কালাবীজং ভয়াপহং । আমেবমভিবিধ্বস্ত  
 মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥ ১৬ ॥ গদা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সন্নবতী ।  
 আদ্রোয়ী ভারতী চৈক সুরযুগতকী তথা । করতোরা চন্দ্রভাগা  
 ক্ৰান্তগঙ্গা চ কোশিকী । ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মলাকিনী  
 তথা । এতাম্ভামভিবিধ্বস্ত মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥ ১৭ ॥ তৈরবো  
 জীমকপশ্চ সোনো ঘর্ঘর এবচ । সিদ্ধুশ্চৈব ব্রহ্মাঃ পাত্ত তথা  
 প্যাতালসম্ভবাঃ । যান কানি চ তীর্থান পুণ্ড্রাক্ষরতনানি চ ।  
 এতেষামভিবিধ্বস্ত মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥ ১৮ ॥ যদুঘোষাদয়ো রীপাঃ  
 সার্গরা লবণাদয়ঃ । অনন্তাত্মা মহানাগাঃ সৰ্ব্বৈ যে তক্ষকাদয়ঃ ।  
 এতেষামভিবিধ্বস্ত মন্ত্রপুত্ৰেন বারিণা ॥ ১৯ ॥ বহ্লিশ্চ বহ্লিগারা  
 চ ক্ৰষ্ট কুর্টমতঃ পরং । বৌঘট কারন্ত কট্কারমভিবিধ্বস্ত সৰ্ব্বদা ॥  
 মন্ত্রস্ত শ্রেতকুঁয়াত্তা রাক্ষসা দানবাস্চ যে । পিশাচা শুভ্রকা  
 কুত্ৰা অতিবেতেন তাড়িতাঃ ॥ ২০ ॥ জুলক্ষ্মীঃ কালকণীচ পাপানি  
 স্নহহাসিচ । মন্ত্রস্ত চ্যতিবকন তারাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২১ ॥

রোগঃ শোকক দারিদ্র্যঃ দৌৰ্বল্যঃ চিত্তবিক্রিয়াঃ । নশ্বত  
চাতিবেকেন ভাৰ্য্যবীজেন ভাৰ্য্যভিতাঃ ॥ ২২ ॥ রোগঃ শোকক  
দারিদ্র্যঃ দৌৰ্বল্যঃ চিত্তবিক্রিয়াঃ । নশ্বত চাতিবেকেন বাধ্যবে  
নৈন ভাৰ্য্যভিতাঃ ॥ ২৩ ॥ লোকাহুয়াগত্যাগচ্চ দৌৰ্ভাগ্যমপি দুৰ্বলঃ ।  
নশ্বত চাতিবেকেন মন্থনেন চ ভাৰ্য্যভিতাঃ ॥ ২৪ ॥ তেজোহাসো  
বুদ্ধিহীনঃ শক্তিহীনঃ স্তম্ভেব চ । নশ্বত চাতিবেকেন শক্তিবীজেন  
ভাৰ্য্যভিতাঃ ॥ ২৫ ॥ বিবাহবিষ্টমহারোগা ভাৰ্য্যভিতাঃ স্তম্ভেব চ ।  
যোরাতিচারঃ ক্রুৎস্নাঃ গ্রহা নাগাস্তম্ভেব চ ॥ ২৬ ॥ নশ্বত বিপদঃ  
সৰ্বাঃ সম্পদঃ সন্তানস্বহারাঃ । অভিব্যেকেন শান্তেন পুণ্যঃ সন্ত  
মনোরথাঃ ॥ ২৭ ॥

শুধু এইরূপে \* অভিব্যেক শেষ করিয়া সেই ঘটে শিশু' দ্বারা  
ইষ্টপূজা করাইবেন, পরে শিশু শুধুকে দক্ষিণা দিবেন । \* "অন্তে-  
ত্যাগি ত্রীমুকঃ যথোক্ত ফলকামনয়্যুক্তৈতৎপাক্ষাতিবেকশ্লঃ  
প্রতিষ্ঠার্থং দাক্ষণ্যমিদং কক্ষনং ( বা তদুপল্যং ) অমুকগোত্রক  
ত্রীমুকদেবশস্যগে ত্রীমুকবে তুভ্যমহং দদে ॥"

পরে অচ্ছিত্রাবধারণাদি কারবেন ।

### পুস্তকচরণ ।

মন্ত্র সিদ্ধির জন্য জপ, হোম, তর্পণ, অভিব্যেক ও ব্রাহ্মণভোজন,  
এই পঞ্চাঙ্গ কৰ্ম্মাঙ্গক পুস্তকচরণ করিতে হয় । যেৰূপ জীব-হীন  
দেহ সৰ্ব্বকার্য্যে অক্ষম, সেইরূপ পুস্তকচরণ-হীন মন্ত্র সিদ্ধি প্রদানে

\* "কর্ণো সংখ্যা, কৃত্ত্বং" এই শাস্ত্রানুসারে চারিবার  
"অভিব্যেক মন্ত্র পাঠ করিয়া অভিব্যেক করত অন্য কার্য্য নিবাহ  
করবেন ।

অক্ষয়। সাধক স্বয়ং কিংবা গুরু দ্বারা পুণ্যচরণ করবে।  
তদভাবে শাস্ত্র-বক্তা সর্বপ্রাণীর হিতকুরী, মানাভিগমপরিমিতপ্রাণ  
দ্বারা কিংবা গুণশালিনী পুণ্যবতী স্ত্রী-গুরু দ্বারা পুণ্যচরণ করা যাবে।

### পুণ্যচরণের পূর্ব-কর্তব্য।

পুণ্যচরণ করিবার পূর্বদেয় হবিষ্যাদী ত্রুটিচারী হইবে এবং  
যে করদিন জপ করিতে হয়, সেই কয় দিবসই হবিষ্য করিতে হয়।

পুণ্যচরণকালে লবণ, ক্ষারদ্রব্য, মধু, মনের কুটিলতা, ক্ষৌর-  
কর্ম, ঐতর্গমন্দন, অনিবেদিত-অন্ন ভোজন, ধস্কল্লভ কার্য্য এবং  
গার-মার্জনাদি পরিত্যাগ করিবে।

শকগব্য অথবা আমলকীরস দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক জ্ঞান করিয়া  
যথোক্ত বিধানে আচমন ও দেবতার অর্চনা করিয়া তিস্রক্যা বা  
এক সক্র্যা মন্ত্র জপ করিবে। শকু হইলে তিনবার অশকু হইলে  
একবার জ্ঞান করিবে।

### জপের নিয়ম।

জপকালে অন্য শব্দ একত্রার উচ্চারণ করিলে, “ও এই মন্ত্র  
পাঠ এবং বিজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করিলে এক বার প্রাণায়াম  
করিয়া পুনরায় জপ করিবে। অনেক কথা বলিলে আচমন ও  
জলন্যাসাদি করিয়া পুনরায় জপ করিবে। মল-মূত্রের বেগধারণ  
করিয়া, মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া; কোপ ও সুখাদির হর্গকবুজ  
হইয়া কদাচ জপ করিবে না। আলস্য, জ্বস্ত্য, নিদ্রা, ক্ষুৎ (হাঁচি),  
ক্ষুংকার, ভয়, নীচাঙ্গ স্পর্শন এবং জ্যেষ্ঠ এই সমস্ত জপকালে  
পরিত্যাগ করিবে।

পুণ্যচরণ সিদ্ধির নিরীত প্রতীকি অনতি-বিলম্বিত, অনতিক্রম

এক নিয়মিত সংখ্যার জপ করিবে। আরম্ভ-দিবসে যত সংখ্যা জপ করিবে, প্রতিদিন তত সংখ্যা জপ করিতে হয়, নানাবিধে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। বলিতে নির্ণীত সংখ্যার চারিভাগ জপ করিতে হয়। মানস জপে কোন নিয়ম নাই।

সূর্য্য, অগ্নি, ওজ, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ভ্রাক্ষণ এবং গো-মূর্য্যাদানে জপ প্রস্তুত।

গ্রামে জপ করিলে কুর্শ্চক্রের বিচার করিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যারণ্য বা নদীতটে পুস্তকচরণ করিলে, কুর্শ্চক্র বিচার করিতে হয় না।

কুর্শ্চক্র করিয়া পূর্ব্বকথিত পর্ব্বত প্রভৃতি স্থান ব্যতীত স্থানে যদি পুস্তকচরণ করিতে হয়, তবে পুস্তকচরণ করিবার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিবসে কোরাদি সম্পাদন করত যে স্থানে মন সঙ্কট হয়, এমন স্থানকে কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়া “অমুকদেবতারা অমুকবস্ত্র পুস্তকচরণসিদ্ধয়ে ময়েয়ং ভূমিগৃহতে যন্তো মে সিদ্ধ্যতাম্।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুর্শ্চক্রাক্ষরপ কুটীর মধ্যে বেদী প্রস্তুত করিবে। এই বেদীর চতুর্দিকে দুই ফোণ পরিমিত স্থান নিজ আহার-বিহারার্থ, কল্পনা করিয়া রাখিবে এবং পুস্তকচরণ আরম্ভ করিয়া সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই করিত স্থান অতিক্রম করিবে না। বেদীর পূর্ব্বদিকে হুতিল-প্রমাণ ভূমি “কুণ্ডলং” ইত্যং নিরূপিত করিয়া রাখিবে।

পরদিন প্রত্যুষে আনাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া বট, অম্বুথ, যজ্ঞতুম্বর শাকুড় ও কীরিটুক, ইহার যে কোন যন্ত্রের বিঘত প্রমাণ দশটি কাটিকা গ্রহণপূর্ব্বক—“ও নমঃ. সূর্য্যদর্শনার অস্ত্রায় কটু” এই মন্ত্র দশ বার উচ্চারণ করিয়া দশ দিকে ঐ কাটিকা গুতিবে।

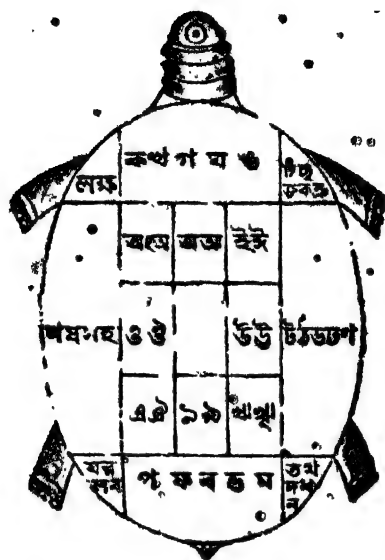


দশ দিক্ যথা,—ঊত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, এই ঐতিহাসিক, অগ্নি, জল, নৈঋত ও ঈশান, এই চারি কোণ এক পূর্বদিক্ ও অগ্নি কোণের মধ্যে একটি ও পশ্চিম এবং বায়ুকোণ ইহার মধ্যে একটি এই দশটি পুতিবে। তৎপরে পাঠ করিবে,—“ওঁ যে চাক্ষুঃকর্ত্তব্যং তুং দিব্যস্বরীকগাঃ। বিদ্বীভূতান্ যে চাত্তে মনঃমত্তা সিদ্ধিযু ॥ মনৈস্তং কলিতং ক্ষেপং পরিত্যজ্য বিদ্বতঃ। অগ্নস্পর্শং তে সর্কে নিক্ষিপ্য সিদ্ধিরস্ত মে ॥” পরে আসনানুরূপ কূর্মচক্র অঙ্কিত করিবে।

### কূর্ম-চক্র-বিচার ।

দীপ স্থানে কূর্ম করিলে, তাহা শুভফলপ্রদ হয়। যে স্থানে পুণ্য দীপস্থান হয়, তাহাকেই দীপস্থান বলে। অপাদিত্ত জন্ম যথাবিধি স্থান নির্দেশ করিয়া সেই স্থানে একটি চতুর্কোণ মণ্ডল করিবে। অনন্তর ঐ চতুর্কোণের নয় কোণার বিভক্ত করিয়া একটি কূর্মচক্র নিৰ্ম্মাণ করিবে। এই চক্রে পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তকোণার সপ্তসর্গ এবং ঈশানকোণে লক্ষ এই দুই বর্ণ লিখিবে। চতুরশের মধ্যস্থিত নয়কোণের মধ্যে অষ্ট কোণাতে এইরূপ পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুটি করিয়া বোড়শ স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে। এই চক্রে যে স্থানে ক্ষেত্র—অর্থাৎ গ্রামের আত্মকর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানেই কূর্মের মূখ নিশ্চয় করিবে। কূর্মের উত্তর পার্শ্বে যে দুই কোণ তাহা দুই হস্ত, হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে দুই কোণ তাহা কূর্মের কৃকি এবং সর্কনির্দেশে যে তিনটি কোণ যথা বহিবে, তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোণ দুই পদ ও অবশিষ্ট কোণ কূর্মের পুণ্ডরীক জানিতে হইবে।

১ বগ্যস্থ মনকোপাধিকৈও এইরূপে যুব ও হস্তাদিতে বিভক্ত করিতে হইবে।



এই প্রকারে কৃষ্ণের অঙ্গ বিভাগি করিয়া লইতে হইবে।  
অপ-পূজাদিমণ্ডপে উক্তরূপে কৃষ্ণচক্র অঙ্কিত করিয়া উপবেশন স্থান  
স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যবে ভাগে কৃষ্ণের মুখ, সেই ভাগে  
বসিয়া জপাদি কার্য করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং ক্রয়ের উপরে  
বসিয়া কার্য করিলে সাধক অন্নজীবী, কুর্কির উপরে বসিয়া  
কার্য করিলে উদাসীন, পদের উপরে বসিয়া কার্য করিলে হুঃখী,  
পুচ্ছের উপরে বসিয়া কার্য করিলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি ভাঙ্গ  
পীড়িত হয়।

এইরূপে কৃষ্ণচক্র করিয়া উহার যবে বা পৃষ্ঠে উত্তরাত হইয়া  
উপবেশন করত আচমনাদি করিয়া—এতে গুরুপুণে ও সুদর্শনাদি

অস্ত্রায় কট। ও ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছাঙ্গীঃ ইত্যাদিক্রমে  
আরাহনপূর্বক পূর্বাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে—“ঐ নঃ  
ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ।” এই ক্রমে,—বাঃ অগ্নয়ে, বাঃ  
যমায়, কাঃ নৈঋতায়, বাঃ বরুণায়, বাঃ বায়বে, সাঃ কুবেরায়,  
হাঃ ঈশানায় নৈঋত ও পশ্চিম কোণের মধ্যে—“হ্রীং অনন্তায়”  
পূর্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে—“ওঁ আং ব্রহ্মণে।” বেদী-মধ্যস্থলে  
“ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” পাছাদি-দ্বারা পূজা করত মাঘভক্ত  
বলি নিবেদন করিয়া দিবে,—“এষ মাঘভক্তবলিঃ ওঁ কোঁ ক্ষেত্রপালায়  
নমঃ। এতে গজপুষ্পে ওঁ বাসীশায় নমঃ।”

অনন্তর “অষ্টোত্তাশি—সংকর্তব্যায়ুক দেবতার। অমুকমন্ত্রস্ত  
পুরস্চরণকর্ম্মণি বিষ্ববিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে,” এইরূপে  
সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান পাঠপূর্বক—দশোপচারে গণেশের পূজা  
করিবে। পরে—“এষ মাঘভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিদিকপালেভ্যো  
নমঃ। ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মণো রৌদ্রহাননিবাসিনঃ। মাত-  
রৌহপ্যাগ্ররপাশ্চ গণাধিপত্নস্চ যে ॥ বিষ্মীভূতাশ্চ যে চান্যে  
দ্বিবিদিত্ব সমাপ্রিতাঃ। সর্কে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ষ্বিহং বলিম্ ॥  
এষ মাঘভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।

এইরূপে মাঘভক্তবলি দিয়া অষ্টোত্তরসহস্র বার সাবিত্রী ও  
শ্রী শূভ্রের। দেবতাদের গায়ত্রী জপ কারবে। সংকল্প বধা—  
“অষ্টোত্তাশি—অমুকদেবশর্ম্মা জাতাজাতসর্কপাশিকরকামোহষ্টোত্তর-  
সহস্রসংখ্যক-সাবিত্রীজপমহং করিষ্যে।” এই দিনে গুরু এবং  
ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত করিবে ও একটি ব্রাহ্মণ ভোজন  
করাইবে এবং অন্নং হবিষ্যায় ভোজনং করিবে কিংবা উপবাস  
করিবে।



কপসমাপনান্তে 'অহুতি' মন্ত্র পাঠ করিয়া, 'ঈর্ষ্য' কৃষ-কিবা পুষ্পবৃক্ষ কল লইয়া, ভোমোরম্র অশ্বকল পুরুষদেবতার দক্ষিণ হস্তে ও শক্তিদেবতার বাঁহস্তে সমর্পণ পূর্বক অগ্নি মন্ত্র মনে করিবেন। তৎপরে পুনশ্চ সেন্তু ও অশোচক মন্ত্র পাঠ এবং প্রার্থনায় করিয়া দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিবেন।

এইরূপে প্রতিদিন নিম্নলিখিত অগ্নিতে অথবা সর্ব সম্পূর্ণ হইলে, শেষদিনে বা তৎপরেদিনে জপের দশাংশ দশাংশে লেখ্যাজুলায়ে হোমাদি করিবেন, যথা—তান্ত্রিক মন্ত্রে অথবা তান্ত্রিক বিধানে বহিঃস্থাপনাদি করিয়া, দেবতাদিগের বিহিত সমিধ দ্বারা জপের দশাংশসংখ্যক হোম করিবেন।

### পুস্তক-তর্পণ ।

নদী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া, দেবতাকে স্নান করতঃ, পাঠাদি দ্বারা পূজান্তে, মূল উচ্চারণপূর্বক অমুকদেবতামং তর্পয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে হোমের দশাংশসংখ্যক তর্পণ করিবেন।

### পুস্তক-অভিব্যেক ।

ঈদৃশ মন্ত্ৰকে দেবতাকে সাময়িক পূজা করিয়া মূল উচ্চারণ-পূর্বক—“অমুক-দেবতামুকমতিবিস্তারি নমঃ” এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা কল লইয়া তর্পণের দশাংশসংখ্যক ঈদৃশ মন্ত্ৰকে অভিব্যেক করিবেন।

তৎপরে অভিব্যেক-দশাংশসংখ্যক লক্ষ্যে দেবতার দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে সন্ধানপূর্বক কীরাদি উপকরণসমূহ অর্ঘ্যাদি তোজন করাইবেন। ব্রাহ্মণভোক্তার অর্ঘ্যাদি সর্বকাংশে অভিব্যেক দ্বারা হোম। তৎপরে নানাপ্রকার উপচরিতাদি দেবতাকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া কুমারীকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজাপূর্বক তোজন করাইবেন।

এইরূপে সর্বত্র হইলে, প্রতিদিন জগতে হোমাদি কুমারী-পূজার কার্য করিবে, অপর্য পক্ষে সন্ধ্যাবে হোমাদি করিয়া, শুক্লক যজ্ঞাভরণ-প্রকৃতি দ্বারা কৃষ্ণকর্ণক পুষ্পানুষ্ঠিত যজ্ঞাভরণ দক্ষিণা দিবেক ।

বর্ণ—“অভ্যাহ্নে-হাসি অমুকরাশিতে ভাঙের অমুক-পক্ষে অমুকতিমৌ অমুকগোত্রঃ ঐঅমুকদেবশরী কুটুম্বঃ ঐয়ামুক-বেবজ্জা অমুকমহাপুত্রপুত্রক-কর্ণাঃ সাধুভাষ্য-দক্ষিপামিনঃ কাকমঃ (ভম্বাঃ বা) ঐবিষ্ণুদৈবতঃ অমুকগোত্রঃ ঐঅমুকদেবশরীণে ঐভরবে ভূভাষ্যঃ সম্প্রদোঃ” পরে, “অজিহাবাভরণ ও বৈভবা সমাধান করিবেক ।

পুষ্পচরণাভিগামী ব্যক্তি বিহসিযুক্তি অতঃ প্রতিদিন সাংসদস্য অপর্যজিতা স্তোত্র পাঠ করিবেক । অপর্যজিতা স্তোত্র শুক্লকর্ণ-প্রকরণে ত্রৈব্যা ।

### সামবেদীয়-সংবৎসরিকৈকোদিকৈত্ৰাদি ।

পূর্বদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া “পরদিবস দেব-পূজাতে দক্ষিণাভিযুগ হইয়া পাদদ্বয় প্রকালনপূর্বক-কুশহস্তে ঐভরমুখ বা পূর্বমুখ হইয়া আচমন করতঃ ত্রিশট্টেটল প্রদীপ প্রজালিত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে । বর্ণা—ভোজ্যে স্বীয় সমুখে আনয়নপূর্বক—“এত গজপুষ্পে ও শোণকগণভোজ্যারি-নমঃ” বলিয়া তিনবার ভোজ্য অর্চনা করিয়া—“এত গজপুষ্পে এতদমি-করয়ে ও বিষ্ণবে নমঃ” এত গজপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্য ও ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূজা করতঃ দক্ষিণহস্তে কুশর সহিত অল গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে ভোজ্য-দ্বারণ করতঃ বিহসিযুক্তি বা ক্য করিবেক ।

“ওমভামুকে হানি অমুকে গুকে অমুকভিমৌ অমুকপোত্রত  
 পিতৃমুকেদেবপূজাঃ একোদ্ধিষ্টবিদিকসাংবৎসরিকপূজাভ্যাসনে অমুক-  
 পোত্রত পিতৃমুকেদেবপূজাঃ সর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যঃ  
 শ্রীবিষ্ণুদৈবতঃ যথাগন্তব্যগোত্রনায়ে ত্রাকণারাহং নমানি।”

অতঃপর “অন্তেষ্যাদি কঠৈতৎসোপকরণভোজ্যদানকরণঃ  
 সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাকনম্রাং শ্রীবিষ্ণুদৈবতঃ যথাগন্তব্যগোত্র-  
 নায়ে ত্রাকণারাহং নমানি।” এইরূপে দক্ষিণ করিবে। অতঃপর  
 “ও বাস্তপুত্রস্য নমঃ” বলিয়া পাকাদি দ্বারা বাস্তপুত্রা করিয়া  
 অন্নাদিদান করতঃ “ও সর্গ বাস্তমরা দেবাঃ সর্গঃ বাস্তমরা  
 অগং। পৃথীধরন্ত বিজেরো বাস্তদেব নমোহস্ত তে।” বলিয়া  
 প্রণাম করিবে। পরে “ও তদ্বিকেলঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু  
 স্মরণ করতঃ “ও যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর পূজা  
 করিয়া—“এতৎশ্রীকীরাতাগসমুতোপকরণাং ও যজ্ঞেশ্বরায়  
 শ্রীবিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শ্রীকীরাতাগ দান করিয়া ও নানাত্রকণ্য-  
 দেবার” ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। অতঃপর “ও গন্ধারৈ  
 নমঃ” বলিয়া যথাবীতি পূজাদি সম্পাদন করতঃ “ও সন্তপাতকহরী”  
 ইত্যাদি বলিয়া প্রণাম করিবে। পরকীর ভূমিতে শ্রীক করিলে  
 তৎস্বামীকে মূলা অথবা “এতৎ সোপকরণাং এতদ্ ভূমি-  
 পিতৃভ্যঃ নমঃ” বলিয়া অন্নদান করিবে।

অতঃপর উপবীতী হটরা—“ও মহেশীপা” ইত্যাদি মন্ত্রে  
 কুশত্রাজনকে অন্ন করিয়া “ও দর্ভমহত্ৰাস্ত্রাণ্য নমঃ” এই মন্ত্রে  
 পূজা করতঃ দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী পোতিত-কাম-মন্ত্র ইহীজা  
 তিল কুশ মূক্ত দক্ষিণাগ্র আসনে ত্রাকণঠক বসাইয়া একপত্রের অন্ন  
 প্রদান করিয়া “ওমভামুকে হানি অমুকে গুকে অমুক ভিমৌ

অনুকগোত্র পিতৃ-অনুকগোত্র-এ-কামিটবিধিকসামবেদসরিক-  
শ্রাব্য ইতিমতঃপ্রাপ্তবলিবেৎ । পুরোহিত—“ও কুশল” ।

পরে কুশলপ্রাপ্তি দ্বারা পাঠপূর্বক,—“ও বেদকর্তাঃ  
পিতৃভ্যন্ত যদ্যবৌগিল এব চ । নমঃ স্বর্গ্যৈঃ স্বর্গ্যৈঃ সিজামেধ  
ভবতি ॥” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ হরণ  
করিয়া কৃষ্ণলম্বায়া শ্রাব্যের ত্রাণ প্রার্থন করিবে । “সকল  
ব্রাহ্মণের নিয়মহান্নে পাত্ৰান্তরে জল জালিবে ।” পরে “ব্রাহ্মণকে  
এক সপ্তক জল দিয়া—“ও অনুকগোত্র পিতৃবনুকগোত্রভ্যন্ত  
মর্ত্যসমং স্বপা” বলিয়া আসন উৎসর্গ করতঃ ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে  
বোটক প্রদান করিবে । অনন্তর “ও অশ্বতাঃ অশ্বতাঃ স্রবাসি  
বেদিকঃ” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল নিক্ষেপ করিয়া  
ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একটী কুশপত্রদক্ষিণাঙ্গ করিয়া পাতিয়া  
তদুপরি পাত্ৰস্থাপন করতঃ “ও পবিত্রাসি ঐকবী” এই মন্ত্রে  
একটি একসল প্রাদেশ প্রমাণ সাজ কুশ নখব্যতিরেকে ছিন্ন  
করিয়া—“ও বিষ্ণোঽশ্বনা পুণ্ডরীক” এই মন্ত্রে জল দ্বারা ধৌত  
করতঃ—ঐ কুশপত্র-নির্মিত পবিত্র দক্ষিণাঙ্গ করিয়া ঐ পাত্ৰে  
স্থাপনপূর্বক “ও শমো দেবীরতিভ্যে শমো ভবতু পীঠয়ে” ইত্যাদি  
মন্ত্রে পাত্ৰস্থ পবিত্রে কাকং জল বিবে । পরে “ও তিসোহঁস  
সোমদেবভ্যোঃ, সোমকো দেবনির্মিতঃ । প্রসন্নস্তি পুণ্ডরীক  
পিতৃন্ লোকান্ ক্রীণাষি নঃ স্বাহ ॥” এই মন্ত্রে পাবকে তিল  
প্রদান করিয়া অমৃতক গন্ধ, পুষ্প, দুর্গা, তুলসী ও স্নাতপ তরুন  
প্রদান করিবে । পরে একগাছি কুশ দ্বারা “শ্রব্যে অশ্বত্থমিত  
করিয়া—“ও অজিহুর্মমস্বীশ্রবত” বলিয়া প্রায় কাঞ্চ  
পুরোহিত “ও মত” এই প্রতিবাক্য বলিবেন । পরে ব্রাহ্মণ



ভক্তে অর্ঘ্যপার্জন করিয়া অন্নাত্মক ও পুষ্পাত্মক  
ব্রাহ্মণকে দিবে। অন্যতর পুষ্পাত্মক দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ও  
শিরঃপ্রসূতিসর্গগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া স্বাম্যভ্যে  
পবিত্রপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ “ও বা  
দিব্যা! আপঃ পরমাং সংবহুবুধা-অভ্যর্থিক্যা উত পার্থিবীধাঃ।  
হিরণ্যকর্ণা যজ্ঞিয়া-স্তান আপঃ শিবাঃ শতৌনঃ। সুহবা ভবন্ত।”  
এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশরীরভূতভ্যে  
অর্ঘ্যং বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দান করিবে।  
পরে সেই পাত্র ত্যাগ করিয়া পাত্রাত্মক এবং তুলসীযুক্ত চন্দন  
পুষ্প ধূপ দীপ ও যজ্ঞোপবীত দ্বাৰা এই পাত্র বামহস্তে ধারণ  
করতঃ দক্ষিণহস্তে তিলকুলযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র  
পিতরমুদুদেবশরীরভূতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-যজ্ঞোপবীতা-  
চ্ছাদনানি বধা” বলিয়া উৎসর্গ করতঃ “এব তে গন্ধঃ, এতন্তে  
পুষ্পাঃ, এব তে ধূপাঃ, এত তে দীপাঃ, এতন্তে যজ্ঞোপবীতাঃ এতন্তে  
আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে।  
পরে করযোড়ে “ওঁ গন্ধাদিদানান্নমমচ্ছত্রমন্ত” বলিবেন পুরোহিত  
“ওঁ অস্ত” —

অন্তঃপত্র ব্রাহ্মণের নিকটস্থ কুশাদি সরাইয়া জলধারা দ্বারা  
নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাশ্র জলধারা দ্বারা  
বামাবর্ত্ত ক্রমে একটি চতুর্কোণ যতন অঙ্কিত করতঃ তদুপরি  
অন্নপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অন্নব্যাঞ্জনাদি অন্ন বা পক্কী  
পরিবেশন করিয়া “ইদং বিষ্ণুর্জি চক্রে জেথ। নি দধে পদং।  
সমুদ্ভূত পাংস্তলে। ইদং হবিঃ স্ত্রীবিধো কৃষ্যমিদং বক্ষসঃ” এই  
মন্ত্রে অগ্নি ত্রিল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে ‘একগুণ জল দিয়া গায়ত্রী

পাঠ করতঃ অগ্নিগণি যথু, তদভাবে শুভ দিবা,—“ও যথু বাতা  
 ওজাসতে, ইধু অরতি কিমন্তে । সাক্ষীর্নঃ সত্যোবধীঃ ॥ ও যথু  
 নক্তমৃতোকলো, যথুং পার্থিৎ রতঃ । যথু হোয়ন্ত নঃ পিতাঃ ।  
 যথুমারো বনশ্চতির্ধুমাং অস্ত সূৰ্য্যঃ । সাক্ষীর্গাবো ভবন্ত নঃ ।  
 ও যথু ও যথু ও যথু” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অন্নপান গ্রহণ করিয়া  
 হস্তিগন্তে কুশ-হুলসীমুক জল লইয়া,—“ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুক-  
 দেবশরীরেভ্যেহন্নং সোপকরণং সতিলাদিকং যথা” এই মন্ত্র উৎসর্গ  
 করিবে ।

পরে ত্রাক্ষণে অন্নগণ্ডুয় প্রদান করিয়া “ইদমন্ন ইমা আপ ইহং  
 হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া পুনরায়  
 পূর্ব্বং গায়ত্রী, “ও যথু বাতা ওজাসতে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 “ও অন্নহানং জীরাহোনং বিধিকোনক, যদভবেৎ তৎসর্গমিদমচ্ছিন্নমন্ত্ৰ ।”  
 এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধমন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

গায়ত্রী ও যথু বাতা ইত্যাদি পাঠ করিয়া ও যজ্ঞেধ্বমো জ্ব্য  
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে ত্রাক্ষণের সমুদয় মৃত্তিকার  
 কতকগুলি কুশ ছড়াইয়া তিল-হুলসী-মোটক ও দধিমধুস্বাদু  
 একটী পিণ্ড এবং বামহস্তে কুশেতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া  
 “ও অগ্নিদেভ্যো যো জীবা যোপ্যদভ্যাঃ কুলে সন । ত্বমো দত্তেন  
 তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যন্ত পন্ন্যং গতিঃ ॥ ও যেষাং ন মাতা ন পিতা ন  
 বন্ধুর্নৈবান সন্ধিন তপস্রমন্তি । তত্‌স্প্রসেহন্নং ভূবি দত্তমেতৎ প্রযান্ত  
 লোকায় গুণায় তথ্য ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সন্নপিত্ত পিতৃভীর্-  
 ক্ষণে এই কুলোপনি প্রদান করিবে । পরে ইত্‌ধ্বম প্রক্ষালন করত  
 আচমনপূর্ব্বক—হস্তিস্তবণ করিয়া ত্রাক্ষণে একগণ্ডুয় জল প্রদান  
 করত পূর্ব্বং গায়ত্রী ও যথু বাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্নপান

“ও শেখরং ক দেবং” বিজ্ঞাপা করিবে। পূর্বোক্ত—“ও ইষ্টার  
বীজং” পরে “ও শিবদানমহং করিতে” বলিয়া ঐর করিবে,  
পূর্বোক্ত, “ও কুরুক” ।

পরে গ্রাম্যের অন্নপাত্রের সমুদয়ের স্থান পরিষ্কার করিয়া—  
“ও নিহিঙ্গি সর্বং যদমেশ্যবস্ত্রবেদ্যুতান্ত সর্কেহংস্বদানমহং  
রক্ষাসি দক্ষাঃ সপিপাতসজ্জা কতা মরা দাতুর্মানান্ত সর্কেঃ” এই  
মন্ত্রে নৈবর্ত্তকোণ হইতে আশ্রিত করিয়া বাম-কন্ডে চতুর্কোণ মণ্ডল  
অঙ্কত-করত প্রদেয় প্রমাণ সাক্ষ কুশপত্রবৎ গ্রহণপূর্বক রেখা-  
মণ্ডলে “ও অগ্ৰহতা অমৃত্য রক্ষাঃ সি বেদিসদঃ” ও “ও নিহিঙ্গ  
সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্র পাড়িয়া দক্ষিণাশ্র একটী রেখা অঙ্কিত করত  
উত্তর দিকে কুশপত্রের নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মণ্ডলের উপরি  
কতকগুলি সমুদায় কুশ আবৃত্ত করিয়া,—“ও এহি শিতঃ সোম্য  
গতীরেভিঃ পথিভিঃ পুষ্কির্ণেভিঃ । দেহস্যভ্যাং জ্বিগেহ ভজঃ স্মরিক  
নঃ সর্ববীরং নিবজ্জ ।” এইরূপে আবাহন করত আত্মীর্ণ কুলের  
উপরি তিল প্রদান করিয়া সতিগ-কুশবৃক্ষ জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে  
গ্রহণপূর্বক বামহস্তে আত্মীর্ণ কুল ধারণ করত “অমুকগোত্র পিতর-  
মুদেবশর্করবনেনিস্কৃ স্বধা” এই বাক্য করিয়া ডাহাতে জলেক  
ছিটা দিবে ।

অতঃপর যারতী ও “ও যধুবাভা যভারতু” ইত্যাদি মন্ত্র ও “ও  
অক্ষরমীমবন্ত ছবাগ্রা অধ্বত । অস্তোবত স্বভানবো বিপ্রা  
নাবষ্ঠয়া মতী । যোজা হিঙ্গ তে হরী ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
মুত ও যধু তিল-তুলনী ঘোটকবৃক্ষ গিও দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করত  
অম্বারত বামহস্তে কুম্বীতে করিয়া ঝিকিৎ জলঃ লইয়া—“ও অমুক-  
গোত্র শিতঃ অমুকদেবদগ্ধরেষ তে সীতলোদকশিতঃ স্বধা ।

এইতৎপাঠি করিয়া আতীর্ণ ক্রমের উপরি পিতৃভীর্থে ক্রমে পিণ্ডদান করন্ত পিতৃগোপরি জল দিবে । পরে অবশিষ্ট অন্নগুলি পিতৃের উপরি ছড়াইয়া কুশল্যং দ্বারা অন্নভক্ষ হস্ত দর্শন করিয়া আচমন করন্ত সেই জল গ্রহণপূর্বক “ও অমুকগোত্র পিতঃ” অমুকদেবশরীরধনেনিক্ স্ববা” এই বাক্যে হস্তস্থ জল পিতৃের উপরি দিবে ।

পরে “ও অত্র পিতৃশ্রাদ্ধস্য যথাভাগমাববাসিৎ” এই মন্ত্র জপ করিয়া কাশ্যবর্ত্তক্রমে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া দ্বাবং পর্য্যন্ত স্নানি না ভয়ে, তাবং পর্য্যন্ত খাল কচ্ছ করিয়া পিতৃদিগের ত্রেজোময় সৃষ্টি চিত্তা কর্ত্ত দক্ষিণমুখ হইয়া “ও অদীমদং পিতৃা যথাভাগ-মাববাসিৎ” ইহা জপ করিয়া খাস ভাগ করিবে । পরে কণ্ঠজলি হইয়া “ও নমস্তে পিতঃ পিতৃনামন্তে” এই মন্ত্র জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠপূর্বক গৃহীণীকে দর্শন করিবে,—“ও গৃহায়ঃ পিতর্দেহি ।” পরে “ও সনস্তে পিতর্দেহ” এই বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে ।

অতঃপর নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্রের একটু স্থিৰ লইয়া—তাহা বিত্তনীকৃতভাবে কুশল্য জড়াইয়া—“ও এতদঃ পিতরো বাসঃ” বলিয়া পিতৃের উপরি দিয়া তাহা আবরক বাসহস্তদ্বারা পরিয়া “ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুকদেবশরীরেভ্যে বাসঃ স্ববা” বলিয়া উৎসর্গ করিবে ।

পরে তুক্ষীভাবে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পিতৃপূজা করিয়া “ও বসন্তায় নমঃ জঃ প্রৌরঃ চ নমঃ । বর্ষাত্যন্ত অশ্বিনঃ জম্বতরে চ নমঃ । সুদা । হেমন্তায় নমঃ জ্যৈষ্ঠায় নমস্তে শিথিরায় চ । দ্বাদশঃ বঃ মৈত্র্যন্ত দিবসেভ্যো নমঃ ।” ও বড়ভা কৃত্তিকায় নমঃ । পরে “হুহুপ্রোক্ষিতমন্ত” ব্রাহ্মণের অগ্নিকুন্ডিতে জলগোক্ষণ করিবে । পুরোহিত—“ও অত্র” উগির্নৈন । তৎপরে ব্রাহ্মণহস্তে “ও শিবা জ্যাপঃ সত্ব” বলিয়া জপ দিবে । পুরোহিত—“ও সত্ব ।”

পরে "ঐ সৌম্যভবত" বলিয়া পুষ্প, "ঐ অক্ষতকণ্ঠমিষ্টকণ্ঠ" বলিয়া দুর্বা তরুণ দিবে, সপরি পুরোহিত "ঐ অস্ত" বলিবেন। পরে তিল, মধু ও হুত মিশ্রিত জল লটরা "অমুকগোত্রস্ত পিতুর অমুকদেবশরণঃ কুতঃ সন্" প্রাচ্যে দত্ত "সকলরপানাবিকল্পপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া প্রীকণহতে দিবে। পুরোহিত "ঐ উপতিষ্ঠতাঃ" পরে "ঐ অধোরঃ পিত্রাত" পুরোহিত— "ঐ অস্ত" বলিব। "ঐ গোত্রং নো বর্জ্যতাং"। পুরোহিত— "ঐ বর্জ্যতাং" তৎপরে পিতৃর উপরি সপরিয়া কুণ দিয়া "ঐ উর্জঃ বহতীরম্ভঃ হুতং পরঃ কীলালং পরিক্রমঃ স্বাহা তর্পণং মে পিতরং" এই মন্ত্রে পিতৃগোত্রের জল সেচন করিবে। অতঃপর দক্ষিণাস্থ করিবে। স্বাহা, —বিকুরোব্ তৎসদম্যমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিপৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশরণঃ কুতঃ সন্দেকাদিঃ বিধিকসাং বৎসত্রিকপ্রাক্কর্ষণঃ সাক্তার্থঃ দক্ষিণামিনঃ রজতং তমুনাং বা শ্রীবিষ্ণুদেবতং কথাসম্ভব-গৌরনারে প্রাক্কণারহঃ সদানি।" অতঃপর "অনহা কক্ষি-য়া প্রাক্কমিদং সদক্ষিণমস্ত" বলিবে পুরোহিত "ঐ অস্ত" অনস্তর পুষ্প অজ্ঞাপ করিয়া "ঐ অশিরো মে গবীরজ্যঃ" বলিবে। পুরোহিত "ঐ অনিঃ স্ততিগৃহ্যতাং" বলিবে। পরে বহুজল হুতরা দক্ষিণ-দিক দর্শনপূর্বক— "ঐ দাতারো নোহস্তিবর্জ্যতাং" ইত্যাদি অন্নকনো বহুভঃ বস্টিতাদি, অষ্টঃ প্রবর্জ্যতাং নিভামিভাদি "এতাঃ সত্যা অশিবাঃ সন্ত" পণ্যস্ত মহ পাঠ করিবে। পুরোহিত "ঐ সন্ত", তৎপরে "শিত্তবরশ্রীসাদোহস্ত" বলিবে, পুরোহিত "ঐ অস্ত" বলিবেম।

পরে "ঐ দেবতাজ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ঐ অভিরম্যতাং অমব" বলিয়া প্রাক্কণকে বিসর্জন করিবে। "ঐ

অতিবিকারিত্বাৎ বিশিষ্টা পুণ্যেতি প্রতিবাক্য বলিষেন। পরে  
 “ওঁ মা মা পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ  
 পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ  
 এই মন্ত্রে মন পাঠ। যাত্রা প্রাক্কণকে বেঠেন করিয়া “ওঁ পিতা স্বর্গঃ  
 পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ  
 সর্বভেদভ্যঃ।” “ওঁ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ  
 কাম্যকলাভিস্কো। প্রদানসক্কাঃ সকলেনিতানাং বিমুক্তিদায়ক-  
 হতিনংহিতেন্” বলিয়া পিতৃপ্রণাম করিতে। তৎপরে অন্নপাত্র  
 হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া ‘যজ্ঞ আচ্ছাদনং কৃতং তত্ৰ অক্ষয়ৈর  
 তপ্তয়ে যমি জনে (যজ্ঞজনে) পাত্তোরমাদিকং সমর্পিতং” বলিয়া  
 ঐ অন্ন জনে দিবে। তৎপরে আচ্ছাদনের গ্রহমোচনপূর্বক মহাবাহ-  
 দেবায়ি’ ইত্যাদি (১১১ পৃঃ ১৪ পং দেব) শাস্ত্রমুদ্র পাঠ করিয়া  
 শাস্তি করতঃ পিতৃ প্রাক্কণ অন্ন, অন্ন ও বাসুককে দিবে, অথবা  
 জনে নিক্ষেপ করিবে। পরে দীপ আচ্ছাদন ও সূর্য্য নমস্কার  
 করবে। অচ্ছাদনপারণ ও বৈশ্বাঃপ্রশমন করিয়া, “ওঁ কহিলাঃ  
 পুরসঃ পদং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

একটি আচ্ছাদনমুদ্র।

যজুর্বেদিনাং সান্ন্যৎসরিকৈকোদ্ভিষ্টাচ্ছ। .

তত্র পূজাদিনে স্বর্গা কৌরাদিকং বিশিষ্টা হবিষ্যমেকবারং ভুক্তা  
 পত্রদিনে উষার স্নাতঃকৃত্যঃ নির্কৃত্য অনার্যিকং সন্ধ্যাঃ তপস্বা  
 হেবার্জনক কৃত্বা মনস্কো যথামিদি অন্নব্যক্তনামিকঃ পরমাত্ম বা  
 পত্না যথাপ্রতি দানার্হিতংহিতেন্। শুশুকো ভোজ্যোৎসর্গঃ  
 কৃত্যৎ। তত্ৰ এবারপানং। তদুৎসর্গঃ পূর্বপ্রতিমুখে কুবা বাসকজে

উত্তরীরঃ দ্বা। কুশল্য আচম্য পাতিতদক্ষিণায়াঃ কৃতাজলিঃ।  
 ও কুরুক্ষেত্রমিত্যাदि पठित्वा मण्डलं निर्धार्य शोभायवर्गं अत्रोत्-  
 सर्गं वा कुर्यात् यथा एते गरुपुष्पे उ सर्वज्ञोपकरणान्न नमः।  
 इति त्रिः। एतदधिपतये उ विरुवे नमः। उ एतत्सम्प्रदान-  
 ब्राह्मणं नमः। ततः कुरुवारिणा मण्डला दक्षिणहस्तेनागता  
 वीर्यहस्तेन गृह्णा सज्जगद्विपद्मं गृहीत्वा विभूः उम् तत्सदञ्च अमुके  
 मासि अमुकेपक्षे अमुकतिथौ अमुकगोत्रस्य पितुरमुकदेववर्ण-  
 एकोऽपिद्विविधकसाध्वन्द्विकश्राद्धवासरेऽमुकगोत्रस्य पितुरमुकदेव-  
 वर्णः अर्चयाम ईदः सर्वज्ञोपकरणान्नं विभूदैवतं यथासम्भव-  
 गोत्रान्तरे ब्राह्मणान्नं हमानि। इत्युपोषि नवा दक्षिणाः  
 कुर्यात्। विभूः उम् तत्सदञ्चैत्यादि अमुकगोत्रस्य पितुरमुक-  
 देववर्णः अर्चयामास्य कृतैतत् सर्वज्ञोपकरणान्नदानकर्मणः  
 नाश्वतार्थं दक्षिणां काननमुल्यां विभूदैवतं यथासम्भवेत्यादि।  
 ऋतोहज्जितः कुर्यात्। ततो दक्षिणातिमुषो भवन् दक्षिणद्वये  
 उत्तरীরः दवा पातितवाग्राह्यःसर्कः कुर्यात्। ततः पुनः  
 कुरुক্ষেत्रमिति पठित्वा एकसां शोफणां दक्षिणाञ्च कुरु-  
 ब्राह्मणमेकं आपरित्वा उ मण्डलद्वयेत्यादिना आपरित्वा दक्षिणा-  
 णामने कुशोपरि दक्षिणाञ्च ब्राह्मणं आपयेत्। तत एत-  
 पातः उ मण्डलब्राह्मण नमः। इत्यादिना पूजयेत्। ततः  
 पूर्वोक्तिमुषो यज्ञेश्वरार्चनं कुर्यात्। एत- पातः उ यज्ञेश्वर  
 विरुवे नमः इत्यादि। एतद्वत्। एतद्वत्। एतद्वत्। एतद्वत्।  
 सर्वज्ञोपकरणमाग्नयेनैवेद्यं इत्यादि। ततः कृतাজलিः। उ  
 यज्ञेश्वरो हवासमस्तकवाताकावाग्राया दग्निरीश्वरोह। तत्स-  
 दानादपवाक् सतो रक्षांस्यशेषाग्राह्यश्च। उ जलोदम

## বজ্রবেদিনাং সাস্বৎসরিকৈকোদিকৈশ্চাক্ষ । ৬২৫

সচরাচরা দীপ্য, বিধানকোষ্ট্যাবিলবিশ্বমুহুরিনা । সমুজ্জ্বল্য যেন  
 বরাহ্মণিণী, সন্মে স্বয়মুত্তমবান্ প্রসীদতু । ওঁ নমো ব্রহ্মণ  
 ইত্যাদিনা প্রণম্যে । ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হরঃ অগ্নীধিষ্ঠানঃ কৃষ্ণ যাবৎ  
 শ্রাক্ষং কৰোমাহং । ততো বাস্বপূজা—এতৎ পাণ্ডাঃ ওঁ বাস্ব-  
 পুরুষায় নমঃ । ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । পরকামদূমো ৫ঃ ওঁ  
 এতৎভূমিমিপিতৃভাঃ স্বপা ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । ততো নিমন্ত্রণং ।  
 বিষ্ণুঃ ওন্ তৎসদগ্ধেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশ্রমণ  
 একোদিকৈবিকং, • সাস্বৎসরিকশ্রাক্ষং কষ্টুং • কুশময়ব্রহ্মণমহং  
 নিমন্ত্রয়ে । ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোহস্মি ইতি ব্রাক্ষণো বদেৎ । ততঃ  
 ওঁ অফ্রোধনৈঃ শৌচপটৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ । ভবিতব্যং  
 ভবন্তিষ্ট ময়া চ শ্রাক্ষকশ্মি ॥ ইতি কৃতাজলিঃ পঠেৎ । ততো  
 দক্ষিণামুখঃ পাণ্ডিতবান্জাতুঃ দক্ষিণমুখে উত্তরায়ঃ দত্তা ওঁ  
 স্বাগতং ভবতা ইতি পুৰ্ব্বৈৎ । ওঁ সুস্বাগতমিতি ব্রাক্ষণঃ । পুণঃ  
 পাণ্ডাঃ তত আসনং দত্তা সিক্কামিদনাসনমজাত্যতঃ । ইতি  
 পঠেৎ । ততো ব্রাক্ষণায় জলগণ্ডুং দত্তা কৃতাজলিঃ । ওঁ দেবজাঃ  
 ইত্যাদি ত্রিঃ • পঠেৎ । তত আসনং • দত্তা গায়ত্রীং জপেৎ ।  
 • ততো ব্রাক্ষণায় জলগণ্ডুং দত্তা, তুলাসীপদ্মানায় মোটিকং গৃহীত্বা  
 অমুজ্জ্বল্য কুৰ্ব্বাৎ । বিষ্ণুঃ ওন্ তৎসদগ্ধে অমুকে নাসি অমুকে  
 পক্ষে অমুকতিপৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশ্রমণ একোদিকৈ-  
 • বিধিকসাস্বৎসরিকশ্রাক্ষং সিক্কানেন দ্বতাত্যপকরণ সহিতেন দত্তময়-  
 ব্রাক্ষণেহং করিষ্যে । ইত্যাসনে দত্তাৎ । ওঁ কুরুদ ইতি  
 ব্রাক্ষণঃ । ততো মোটিকং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ ওন্ অমুকগোত্র  
 পিতুরমুকদেবশ্রমণেতদভ্যাসনং তুভ্যং স্বপা । ইত্যাসনে দত্তা কুশ-  
 ব্রাক্ষণস্ত পদয়োঃ • কুশান্ধী মৃজ্জলেন • শ্রাদ্ধায়দ্রব্যং ভক্ষি



গোষ্ঠায়ং । রক্ষার্থমদকপাত্রমেকদোশ স্থাপয়েৎ । ততঃ আবাহনং ।  
 ওঁ, অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেগ্নিসদ ইতি পিতৃভীর্ধেন তিলান্  
 বিকীৰ্বেৎ । ততোহর্ঘ্যদ্যানং । ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ দক্ষিণাগ্রং কুশ-  
 পত্রমেকং পাতয়িত্বা 'তদুপরি দক্ষিণাগ্রাসনে একাং শ্রোণীং  
 স্থাপয়েৎ । ততঃ সাগ্রং কুশপত্রমেকং পবিত্রার্থং গৃহীত্বা ওঁ  
 পবিত্রমসি বৈষ্ণবীতি মন্ত্রেণ প্রাদেশপ্রমাণং নথবাতিরেকেন ছিত্বা  
 বামহস্তেন, গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তেন ওঁ বিষ্ণোঽর্ধনস পুতমসীতি স্থাপয়িত্বা  
 ওঁ স্রোণ্যাং দক্ষিণাগ্রং স্থাপয়েৎ । ততঃ ওঁ শ্রো দেবীরিতি  
 গাথয়ঃ পঠিত্বা জলগণ্ডুষত্রয়ং দত্ত্বা ওঁ তিলোহসি সোমদেবতো  
 গোমবো দেবনিম্নিতঃ । প্রত্নমন্দিঃ পুতঃ স্বময়া পিতৃন লোকান্  
 পীণাহিনঃ স্বাহা ॥ ইতি মন্ত্রেণ তিলান্ বিকীৰ্য্য তুক্ষীং গন্ধপুষ্পে  
 দত্ত্বা কুশান্তরণোচ্ছাদনং কর্য্যৎ, ততঃ কৃতাজলিঃ । ওঁ অচ্ছিন্ন-  
 নিমর্ষপাত্রমস্ত । ইতি পঠেৎ । ওঁ স্তব ইতি ব্রাহ্মণঃ । ততঃ  
 উন্ম্যাটনং ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রদানং জলানুরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বাৎ ।  
 ওঁ শিবঃ পাণ্যাদিসকলগাত্রেভ্যো নমঃ । ইত্যর্ঘ্যপাত্রপুষ্পং দত্ত্বাৎ ।  
 ততোহর্ঘ্যপাত্রজলং বামহস্তে কৃত্বা দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যাদিবিদ্যা  
 আপঃ পরসিতাদি মন্ত্রঃ পঠিত্বা সতিগমোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্  
 অমুকগোত্র পিতবমুকদেবশম্নেঘোহর্ঘ্যস্তভ্যং স্বপা । ততো গন্ধাদি-  
 দানং । 'গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি দত্ত্বা মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুরোম্  
 অমুকগোত্র পিতবমুকদেবশম্নেঘোহর্ঘ্যস্তভ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীত-  
 বাসাংসি তুভ্যং স্বধা । ইত্যামনে দত্ত্বাৎ । ততঃ প্রত্যেকং  
 দত্ত্বাৎ দণয়েৎ । এষ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পঃ, এষ তে ধূপঃ  
 এষ তে দীপঃ, এতন্তে যজ্ঞোপবীতঃ, এতন্তে বস্ত্রং এতন্তে সোপকরণং,  
 তামুণং । ততঃ কৃতাজলিঃ । ওঁ গন্ধাদিদানিমিদমচ্ছিন্নমস্ত । ওঁ

অন্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ । ও ঋতুজ্ঞাপাত্রমহং পাতরিষ্যে । ও পাতর  
ইতি ব্রাহ্মণঃ । ততো ব্রাহ্মণাগ্রতো নৈঋতাদিক্রমেণ দক্ষিণাগ্র  
চতুর্দোশমণ্ডলং কৃৎবা তদুপরি তোজনপাত্রং পাতরিষ্য। সর্বমন্ন-  
বাজ্ঞাদিকং পরিবেশয়েৎ । কিঞ্চ কুর্গাণালাবৃষ্ঠাকুনিবেশঃ ।  
ব্রাহ্মণবক্ষিণে সিদ্ধারবাজ্ঞনং জলঞ্চ দত্বাৎ । ততঃ পাত্রং বাহুহন্তেন  
বৃষা দক্ষিণহন্তেন ও এতৎ সর্বং চবিঃ শ্রীবিষ্ণো কবামিনং ব্রহ্ম  
ইতি অলাভ্যাক্ষণং । ও ইদং বিষ্ণুর্কি চক্রমে ত্রেণা নিঃশে পদং ।  
সমুচ্চমস্ত পাত্ৰণে । ইত্যমুচ্চনিবেশনং । ও অপহতা অমুরা  
রক্ষাসি বেদিবর্গ ইতি তিলান্ বিকীর্ণ্য ও আপোশানমিত্তি জলগণ্ডুং  
দত্বা অরোণরি গারজাঃ অপেৎ । ততঃ সতিলবোটকং গৃহীত্বা  
বিষ্ণুরাম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্শয়েতৎ সপ্ততাপকরণ-  
সিদ্ধারবাজ্ঞনং তুভ্যং স্বপা ইত্বাংস্বজ্ঞা প্রত্যেকং দ্রব্যং দর্শয়েৎ ।  
ইদমন্নং ইমা আপঃ ঠদং কুবিঃ এতামুপকরণানি । ও বণাস্থং  
বাগ্‌যতঃ স্বদ । ইতি ব্রাহ্মণায় পুনর্জলগণ্ডুং দত্বা মধুদানং  
কুর্ঘ্যাৎ । ও মধুবাভা ঋতায়তে মধু করন্তি সিদ্ধবঃ । মাদুর্দীনঃ  
সন্তোষদীঃ । ও মধু নক্তমুতোষসো মধুয়ং পার্থিবং রজঃ । মধু  
জোরন্তনঃ পিতা ॥ ও মধুমারো বৃনস্পতির্মধুবাঃ অস্ত স্খ্যাঃ ঋষীর্গাবো  
ভবন্ত নঃ ॥ ইতি পঠিত্বা মধুমধুমক্ষিতি অপেৎ । ততঃ কৃতাজলিঃ ।  
ও সিদ্ধারদানমধুদানকর্ম্মচ্ছিন্নমস্ত । ও অস্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ । ততো  
কচিস্তবাদিকং পঠেৎ । ততঃ ও অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ  
যন্তবেৎ তৎসর্বমচ্ছিন্নমস্ত । ও যোগীশ্বরঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পূজ্য  
মুনয়োহিক্রবন্ । বর্গাশ্রমৈতরানারো ব্রহ্মি ধর্ম্মানশেষতঃ । মন্বজি-  
বিবুর্হীরোতযাজ্ঞবল্ক্যোশনিহিদিরাঃ । যুগাপত্তমসকর্তাঃ কাত্যায়ন-  
হম্পতী । পরাশর-ম্যাস-সম্ব-লিখিতা দক্ষিণোত্তমৌ । শাতাতপো

বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকঃ ॥ ও ত্রিকোণিতাদি । ও হ্রস্বোপনো  
 মুহুর্যমো মহাক্রমঃ স্বকঃ কর্ণঃ শকুনস্ত্র শাখা । হ্রঃশাসনঃ পুষ্পফলে  
 সমুদ্ধে মূলং রাক্ষা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী । ও বৃন্দাষ্ট্রো-ধর্মময়ো মহাক্রমঃ  
 স্বকোহঙ্কুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা । মাজীহ্রতো পুষ্পফলে সমুদ্ধে  
 মূলং কক্ষো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ও সপ্তায়া দশার্ণেষ্ণু মৃগাঃ কালজয়ে  
 গিরৌ । চক্রবাক্যঃ সরসীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তেহভিজাতাঃ  
 কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূরমধ্বানঃ যুগ্মঃ তেভ্যো-  
 হ্যগৌদতু ॥ ততঃ স্তবক্ষিপে ভূমৌ কুশানন্তৌধ্য মোটকেন দহ  
 জলমগ্নঃ গৃহীত্বা ও অগ্নিনদ্ধাশ্চ যে জীবা যেষ্যদম্বাঃ কূলে মম ।  
 ভূমৌ দন্তেন তপ্যন্ত তপ্তা যান্ত পরাং গতিং ॥ ইত্যনেন কুশোপরি  
 দত্যাং । ততঃ কৃতাজলিঃ । ও যেষাং ন মাতা ন পিতা ন  
 বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথ্যমম্ভি । তত্প্রয়েহমঃ ভূমিদন্তমেতং প্রয়াস্ত  
 লোকায় স্থায় তদ্বৎ । ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুং দত্ত্বা ও  
 অদিতমিতি বদেৎ । ও স্মৃদিতমিতি ব্রাহ্মণঃ । ও শেষমগ্ন-  
 মপ্যস্তীতি বদেৎ । ও ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্তাস্থিতি ব্রাহ্মণঃ ।  
 ততো ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুং দত্ত্বা ও পিণ্ডদানমহং করিষ্টে ইতি  
 কৃতাজলিঃ । ও কুরুষ ইতি ব্রাহ্মণঃ । তত আশ্বাসম্মুখে ও মিহ্মি  
 সর্বং যদমেধাবত্তবেজ্ঞতাশ্চ সর্কেহহরদানবা ময়া । বক্ষাংসি যক্ষাঃ  
 সপিখাচলজ্যা হতা ময়া যক্ষুধানাশ্চ সর্কে ॥ ইতি মন্ত্ৰেণ নৈঋতাদি-  
 ক্রমেণ দক্ষিণাগ্রং চতুর্দ্বাগমণ্ডলং কৃত্বা ও অপহতানিহ্মিত্যাং  
 কুশমূলে দক্ষিণাগ্রং রেখাং কৃত্বা রেখামভ্যক্ষ্য বামে মোটকেন  
 নীলীকনং কৃত্বা বামহস্তেন পিণ্ডদ্বীনং ধৃত্বা দক্ষিণহস্তেন সক্রিল-  
 মোটকং গৃহীত্ব বিষ্ণুরাম-অমুকন্মেত পিতরমুকদেবশর্ময়েতদবনে-  
 নিক্ তুভ্যং স্বপা । ইতি পিণ্ডদানে দত্যাং । ততস্তলসীঃ হ্রদীকৃত্য

কুশান্তরণং কৃষা ঐ অপহতা অসুয়্য বক্ষাংসি বেদিবন ইতি তিলান্  
বিকীৰ্ণা ঐ নধ্বান্তেতি পঠিষা পিতৃ শুভতিলান্ধা। সতিগমোটকেন  
সহ পিতৃ গৃহীত্বা বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্নয়েতং পিতৃ  
সতিগোদকং তুভ্যং স্বধা । ইত্যবুঠসংলগ্নং কুশোপরি পিতৃতীর্থেন  
দত্তাং । যদি গগোদকং সম্ভবতি তদা সতিগগোদকমিতি বিশেষঃ ।  
ততঃ পিতৃপিতৃ পিতৃশেষঃ বিকীয়েৎ । ততঃ কৃতাজলিঃ ঐ অত্র  
পিতৃশাদয়স্ব যথাভাগমাবুধায়স্ব । ততো বামাবর্জে নোদধুযঃ । ঐ  
বসন্তায় নমস্তভ্যং প্রীদায় চ নমো নমঃ । বর্ষাক্যচ শরৎসংক্রান্তবে চ  
নমঃ স্বধা । হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে নিশিষায় চ । মাসনস্বৎ-  
সরেষ্যচ দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥ ইতি জিঃ পঠেৎ । ঐ যজুভ্য-  
তুভ্যো নমঃ । ইতি বাসং মুকেৎ । ততো দক্ষিণাভিমুখঃ কৃতাজলিঃ ।  
ঐ অমীমৎ পিতা যথাভাগমাবুধায়িষ্ট । ইতি পঠেৎ । ততঃ পিতৃপাশ্রে  
হস্তং প্রক্ষাল্য তজ্জলং সতিগমোটকেন গৃহীত্ব বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্র  
পিতরমুকদেবশর্নয়েতং প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা । ইতি পিতৃোপরি  
দত্তাং । ততো নীবীমোটকং তাজেৎ । ততো হস্তদ্বয়েন পিতৃোপরি  
যজ্ঞলিঙ্গং খেঠেৎ ঐ নমস্তে পিতারসায় ঐ নমস্তে—পিতঃ শোষায় ।  
ঐ নমস্তে পিতৃজীবায় । ঐ নমস্তে পিতৃঃ স্বদায়ৈ । ঐ কমস্তে পিত-  
র্ধোষায় । ঐ নমস্তে পিতৃর্হস্তবে । ঐ নমস্তে পিতৃঃ পিতৃর্নক্শ্ব । ঐ  
গৃহায় পিতৃর্দেহি । ইতি গৃহীত্ব পঠেৎ । ঐ সদস্তে পিতৃর্দেয় ।  
ইতি পিতৃং পঠেৎ ॥ ততো নবমবধা বাসংগৃহ্য মোটকেন  
সহ গৃহীত্বা ঐ এতস্বঃ পিতরো বাসঃ । ইতি পিতৃোপরি  
দত্তাং । ততঃ সতিগমোটকং গৃহীত্ব বিষ্ণুরোন্ অমুকগোত্র  
পিতরমুকদেবশর্নয়েতং প্রত্যবনেজনং স্বধা । ইত্যবুঠসংলগ্নং দত্তাং । ততঃ  
পিতৃোপরি উজ্জ্বল্যং দত্তাং ঐ উজ্জ্বলং বহতীরমৃতং দ্বতং পরঃ

কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধা হ তপস্বত মে পিতরং । ততো গন্ধাঘ্নিনা  
 তুষ্ণোঃ পিতুং ভাস্করমুর্তিং ধ্যান্ পূজয়েৎ । যাবৎ প্রদীপতিষ্ঠতি  
 তাবদ্বারায়ণনামানুষ্ঠানং কুৰ্য্যাৎ । ততো 'দীপে নিক্ষেপিতে  
 আসনে ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুং দত্ত্বা ঐ পিতুং সম্প্রদমিতি পূচ্ছেৎ ।  
 ঐ সম্প্রদমিতি ব্রাহ্মণঃ । ঐ পিতু গম্যঃ গচ্ছ ইতি সঞ্চাল্য  
 দ্বারা পাত্ৰান্তরে স্থাপয়েৎ । ততস্তরগকুলান্ ভাগদ্বয়ং কৃতা ঐ  
 স্তবপ্রাক্ষিতমস্ত ইতি তরগকুলোপরি জলগণ্ডুং দত্ত্বাৎ । ঐ  
 অস্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ । ঐ শিবা আপঃ সন্ত ইত্যাসনে জগং দত্ত্বাৎ ।  
 ঐ সন্ত ইতি ব্রাহ্মণঃ । ঐ দৌমনস্তমস্ত ইতি পুংসং দত্ত্বাৎ ।  
 ঐ অস্ত ব্রাহ্মণঃ । ঐ অক্ষ৩কারিষ্টকান্ত ইত্যক্ষতান্ দত্ত্বাৎ । ঐ  
 অস্ত ব্রাহ্মণঃ । ততোহক্ষয়ং কুৰ্য্যাৎ । সতিল মোটকং গৃহীত্বা বিষ্ণুঃ  
 ওম্ তৎসদশ্চেত্যাদি কামুকগোত্রস্ত পিতৃবমুকদেবশস্যং একোদ্বিষ্ট-  
 হিধিকসাস্বৎসরিকশ্রাক্কেইন্দ্রদত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষ্যামুপতিষ্ঠেৎ ।—  
 ইত্যাসনে দত্ত্বাৎ । ঐ অস্ত ব্রাহ্মণঃ । ঐ সরং তদৈ উপতিষ্ঠাতাং  
 ইতি পুনর্জলগণ্ডুং দত্ত্বাৎ । ঐ অঘোরঃ পিতা অস্ত ইতি বদেৎ ।  
 ঐ অস্ত ব্রাহ্মণঃ । ঐ গোত্রমো বর্দ্ধনামিতি বদেৎ । ঐ বর্দ্ধতা-  
 মিতি ব্রাহ্মণঃ । ঐ আশিরো মে দীরস্তাং ইতি বদেৎ । ঐ  
 আশিষঃ প্রতিগৃহস্তামিতি ব্রাহ্মণঃ । ততঃ ঐ দাতারো নোহভি-  
 বর্দ্ধস্তাং বৈদঃ সন্ততিরেব চ । শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগসৎসদেয়ক  
 নোহস্বিতি । অন্নক মো বহু ভবেদতিধীং লভেমহি । যাচি-  
 তারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিস্য ককন । অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিতাং  
 দাতা শতং জীবতু । যেতাঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিত্যন্তেবামক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত ।  
 এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্ত । পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত । ইতি পঠিত্বা  
 আসনে পুংসং দত্ত্বা আসনান্ পুষ্পান্তরমাদীত্বা ভূমিং স্পর্শয়িত্বা

যজুর্বেদিনাং সাম্বৎসরিকৈকোদিকৈশ্চ । ৩৩১

শিরসি দস্তাং । ততো দক্ষিণাং দস্তাং । সতিনমোটকং গৃহীত্বা  
 বিষ্ণুঃ ওম্ 'তৎসদন্তেত্যাदि' অমুকগোত্রস্ত পিতরমুকদেবশর্পণঃ  
 কুতৈতদেকোদিকৈবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ 'প্রতিষ্ঠাৰ্থং দক্ষিণা-  
 মিদং রজতং তমুলাং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবপৌত্রনারৈ  
 শ্রাদ্ধপারায়ণং দদানি । ইতাসনে দস্তাং । ॐ অনন্না'দক্ষিণত্যা  
 সদক্ষিণমন্ত্ৰ । ॐ রজতং রজতমিতি তর্জনীং দর্শয়েৎ । পুনর্জল-  
 গণ্ডুং দস্তাং । ॐ অস্ত শ্রাদ্ধণঃ । ॐ দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ 'পঠিত্বা  
 জপেন নেষ্টয়েৎ । ॐ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব ইত্যাসনং চান্নয়েৎ ।  
 ॐ অভিরতোস্মি ইতি শ্রাদ্ধণঃ । ততো জলপুষ্পং দস্তা । ॐ  
 আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যা দেবে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে । আ  
 মা গস্তাং পিতরা মাতরা চা মা 'দোমোহমৃততায় গম্যাং । ॐ  
 পিতা স্বর্গঃ পিতা ধন্যঃ পিতা হি পরমন্ত্যঃ । পিতরী প্রীতিমা-  
 পরে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ । ইতি পঠিত্বা  
 প্রণয়েৎ । ততঃ পাত্রসমর্পণং । ॐ ভবতাং কৃতার্থীকৃত ই'দ  
 বদেৎ । কৃতার্থো ভব ইতি শ্রাদ্ধণঃ । ততঃ উদমুখায় শ্রাদ্ধপার  
 পাঙ্গাদানি দস্তা স্বপ্নং প্রমুখো ভূতী বিজয়া দক্ষিণাস্থঃ গৃহীত্বা ॐ  
 'যস্য'শ্রাদ্ধঃ কৃতং তস্যাক্ষরত্পরয়ে'দ্যি শ্রাদ্ধণে'সো পুত্রগমদাদিপাত্রং  
 সমর্পিতং । ইতি দ্বিজহন্তে দস্তাং । ॐ স্বতীতি সংগৃহ্য গায়ত্রী  
 জপেৎ কামস্তথিক পুঠেৎ । ততোহচ্ছিদ্রাবধারণং কুপ্যাং । ॐ বিষ্ণু  
 ওম্ তৎসদন্তেত্যাदि কুতৈতৎ একোদিকৈবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্মণা-  
 ছিদ্মনস্ত । ততো বিষ্ণুশ্রবণং । বিষ্ণুঃ ওম্ তৎসদন্তেত্যাदि  
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবপুত্রা কুতৈতদেকোদিকৈবিধিকসাম্বৎসরিক-  
 শ্রাদ্ধকর্মণি যৈবৈশ্বাং জাতং তদোষোপশমনায় দশধা শ্রীবিষ্ণু-  
 শ্রবণং করিষ্যে' ইতি দর্শনা বিষ্ণুশ্রবণং কুপ্যাং । ॐ

অজ্ঞানাদ্বাদি বা মোহাদিত্যাদি । 'ঐত্বেত্যাদি ময়া এতৎ কৃতং  
কর্ম ঐবিকুচরণে সমর্পিতং । ও নূনাতিরিক্ততা ইত্যাদি ।  
ততঃ পিতাংস্ত গোহংজগ্রেত্যো দশাং অগ্নৌ জলে বা ক্রিপেৎ ।  
কুশান্ ভূজ্যত্বে হস্তপাদৌ প্রক্ষালাচয়া নৃধানমস্কারং কৃৎবা দীপচ্ছা-  
দনং কুর্ধ্যাৎ । উতঃ শান্ত্যাশীর্বাদং কুর্ধ্যাৎ ।

ইত্যেকোদ্বিবিধিকসাধৎসরিকশ্রাদ্ধপ্রয়োগ সমাপ্তঃ ।

### অধেদিনাং সাস্বৎসরিকশ্রাদ্ধ ।

ভিলটৈলেন দীপং প্রজ্জাল্য প্রথমং ভোজ্যমুৎসজেৎ । ততো  
ষাণ্ডপূর্ববার নমঃ ইত্যনেন বাস্তবং সম্পূজ্য ও তদ্বিকোরিতি বিষ্ণু  
শ্রদ্ধা যজ্ঞেশ্বরং পূজয়েৎ । যথা,—এতৎপাশ্চ ও যজ্ঞেশ্বরায়  
ঐবিকুবে নমঃ । 'এবমর্থাচমনীরদীনি দশাং । পিতৃরীত্যা  
ইদমরম্ভেতদুত্থামিতিভ্যঃ শ্রদ্ধা নমঃ । ততঃ পূর্বমুখেন জাপরিহ্না  
দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী দর্ভবটুং স্থাপয়েৎ । ততো বাক্যং  
কুর্ধ্যাৎ । বিষ্ণুঃ ও তৎসদস্ত্রাযুকে যান্ত্রমুখে শিফেৎসুকৃতিধৌ  
অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবপর্ষণ একোদ্বিবিধিকসাধৎসরিকশ্রাদ্ধঃ  
দর্ভমরত্রাঙ্কণেহং কুরিয়েৎ । ও কুরুষেতি শ্রাদ্ধণঃ । উপবীতী  
গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্তিঃ পুণ্ডরীকাকং শ্রদ্ধা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয-  
ত্রবাপ্রোক্ষণং কর্তব্যং বক্ষার্ধ্যমূলকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ ।  
ততস্তিলহন্তঃ ও অদুষ্ঠনাত্রঃ পুরুষ ইমাঃ পণ্ডিভ্যে বহীঃ । অসুহাণাঃ  
যথার্থ্যং ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া । সুনাদিনিধনজাননিত্যানন্দো  
জনাদিভ্যঃ । ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্তব্যো সন্নিধীতব কেশব । ইতি  
দ্রকোদ্বিবিধঃ প্রণেৎ । প্রাচীনাবীতী । বিষ্ণুঃ অমুকগোত্র পিত-

রমুকদেবশর্ম্মরতন্তে দর্শনং স্বপ্না নমঃ । ইতি দর্শনং ব্রাহ্মণ-  
 দক্ষিণপার্শ্বে দত্তং । ব্রাহ্মণাশ্রয়স্থিতিসিদ্ধা কুশানাত্তীয়া তেজু-  
 ত্বয়িপাশ্রয়স্থানীকৃত্য ঐ পবিত্রাসি বৈষ্ণবীত্যনুযজ্ঞিঃ ঐ বিষ্ণো-  
 য়নম্ । পুত্ননসতি জলসংসর্গং কৃৎয়া দ্রোগুণেয়ি পরিষ্কং স্থাপয়েৎ ।  
 ততো জলেন ঐ শরো দেবীরভিষ্টে আপো ভবন্ত দীপ্তয়ে ।  
 সংযে-রভিস্রবন্ত নঃ । ইতি স্থাপয়েৎ । • ততস্তিলান্ গৃহীত্বা ঐ  
 তিলোহসি সোমদেবভ্যো গোসবো দেবনির্ধিতঃ । প্রথমঃ পুত্নঃ  
 স্বয়ং পিতৃন্ লোকান্ প্রীণামি নঃ স্বাহা । • ইতু বিকীর্ণ্য তুষ্ণীং  
 গরুপ্পং দত্ত্বা কুশান্তঃস্রগচ্ছাচ্চ ঐ পিতৃপাত্নং সম্প্রমিত্যভিমুখ  
 উপবীত্য দক্ষিণামুখঃ—ঐ স্বধা অর্ঘ্যাঃ । ইতি ব্রাহ্মণেহর্ঘ্যানিবেষ্য  
 অজ্ঞা অপো দত্ত্বা বিষ্ণুঃ ওমমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মরিত্তেহর্ঘ্যাঃ  
 স্বধা নমঃ । ইত্বাংস্রজ্য বায়হস্ততলে দ্রোণীং নিধায় দক্ষিণ-  
 হস্তেনাচ্ছাচ্চ ঐ যা দিব্যাঃ পরমা আপঃ (পৃথিবীঃ) সংভূবন্ত  
 অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীথ্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ  
 শংস্তোনা সূহবা ভবন্ত । ততঃ ঐ পিত্রে স্থানমদীতানেন বাসে হুজ্ঞঃ  
 কুর্য্যৎ । তচ্ছৈ দক্ষিণমুখে উত্তরীয়ং দত্ত্বা জ্যোত্যাং গন্ধাদীভাদায়  
 ব্রাহ্মণে জলগচ্ছং দত্ত্বা গন্ধাদীনি সুসজ্জীকৃত্য বাক্যং কুর্য্যৎ ।  
 : অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মরতানি তে গরুপ্পমুপদীপ-  
 যজ্ঞোপবীতাচ্ছাদনানি স্বগা নমঃ । ইত্বাংস্রজ্য প্রত্যেকং স্রব্যং  
 দর্শয়েৎ । ঐ এষ তে গন্ধঃ । ঐ এতন্তে পুষ্পং । ঐ এষ তে ধূপঃ  
 এষতে দীপঃ । ঐ এতন্তে যজ্ঞোপবীতঃ । ঐ এতন্তে আচ্ছাদনং । তত  
 ঐ পিতৃর্জনং সম্পূর্ণং জীতং ইতি প্রার্থয়েৎ । ঐ সম্পূর্ণং জাতমিতি  
 ব্রাহ্মণঃ । ততো ব্রাহ্মণীগ্রতো নৈষজ্জাদিক্রমেণ দক্ষিণাগ্রং  
 চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃৎয়া তদুপরি ভোজনপাত্নং পাত্ত্বিষ্য ব্রাহ্মণদক্ষিণে



জ্যোত্যাং জলং সংস্থাপ্য তত্র জুহুয়াৎ । ওঁ অমুকগোত্রায় নিজে-  
 কনুতায় বাহা । ইতি হুয়া সর্বস্ববাজ্ঞবাদিচ্চঃ পরিবেশয়েৎ ।  
 ব্রাহ্মণহকিণে জলমন্ত-দ্বারভাগে দদ্যাৎ । তত উত্তানহস্তাত্যাং পাত্ৰং  
 স্পৃষ্ট্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্ৰং দ্যৌঃপিধানং ব্রাহ্মণস্ত ত্বা মুখে হবন্তং  
 জুহোমি ব্রাহ্মণানাংহা বিজ্ঞাবতাং প্রাণাপানয়োজুহোম্যাক্তিমসি  
 বাবে ক্ষেষ্ঠা অমৃণামৃশ্বিন্ লোকে । ওঁ ইদং বিষ্ণুর্কি চক্রয়ে ত্রেণা নি  
 দধে পদং । সমুচ্যত পাত্ৰন্তলে । ইত্যনথাস্তুষ্ঠং নিবেশয়েৎ ।  
 ততো বামহস্তেন পাত্ৰং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণহস্তেন ওঁ বিক্ষো কব্যঃ রক্ষস্ব  
 ইতি জলেনারমভূক্য ওঁ অপহতেতি তিলান্ বিকীৰ্য্য বিষ্ণুরোমমুক-  
 গোত্র পিতরমুকদেবশশ্রিদন্তেহরং সোণকরণং সজলং স্বধা নমঃ ।  
 ইত্যুৎপল্য বামহস্তে উত্তরীরং দত্বা গায়ত্রীং জপ্ত্বা দক্ষিণহস্তে  
 উত্তরীরং দত্বা ওঁ মধু শাতা ঋতারাতে অধু করন্তি সিক্তবঃ । মাধ্বীনঃ  
 শাশ্বোবদীঃ । ওঁ মধুনক্ত মৃতোবসো মধুমে পার্থিবং রজঃ । মধু  
 দ্যৌরক্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুমারো বনস্পতিশ্চমুনা-অস্ত স্বর্ধ্যাঃ ।  
 মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । ওঁ মধু মধু মধ্বতি জপেৎ । ওঁ অন্নহীনং  
 ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ বহুবেৎ । তৎসর্বমচ্ছিন্নমহ । ইতি পঠিব্রাহ্মণি  
 বহ্বা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হনিঃ এতান্নাগকরণানি । ইতি ত্রব্যং  
 দধিচ্ছা ওঁ ভবান্ প্রাশয়তু ইতি ব্রাহ্মণায় জলগভুবাং দদ্যাৎ । ওঁ  
 যথাস্বং জুহুয় ইতি ব্রাহ্মণো বদেৎ । ততঃ পুনর্গায়ত্রীং মধুবারেতি  
 চ ত্রিঃ পঠেৎ । প্রাণ্ডকরক্ষোয়স্কৃৎ । কচিগুবাদিকমপি । ওঁ  
 সপ্তব্যাধা দর্শার্ণেষু যুগাঃ কালজরে গিরৌ । চক্রবাকাঃ সরসীপে  
 হংসাঃ সরসি মানসে । তেহজ্জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ  
 প্রস্থিতা দূরমধ্বানং ব্রুং তেভ্যোহবসীদত । ওঁ হৃষ্যোবনো মহামরো  
 মহাক্রমঃ স্বক্কঃ স্বর্ণ শবুনিষ্ঠস্ত পাখা । হৃঃশাসমঃ পুষ্পকলে সমুদ্রে

মূলং রাজা বৃতরাষ্ট্রো মনীষী ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মবরো মহাক্রমঃ  
 ক্রোধোদ্ধূনো জীমসেনোহস্ত পাণ্ডা । মাদ্রীসুতো পুশ্পকলে সমুজ্জৈ  
 মূলং ক্রোধো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ ৩ ॥ ঈশানবিষ্ণুকল্পাসনকার্ত্তিকের,—  
 বহিঃপ্রসারকজনীশবধেন্দ্রবাণাং । ক্রোধামরেজ্জকলসোত্ত্বৎকাশ্চাপানাং ।  
 পাদান্নমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্ ॥ ইতি পঠিত্বা, ৩ তৃপ্তাঃ স্ব ইতি  
 ব্রাহ্মণায় জলগত্বাঃ দদ্যাৎ । ৩ তৃপ্তাঃ স্বঃ ইতি ব্রাহ্মণো বদেৎ ।  
 ৩ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ । ৩ অসম্পন্নমিতি ব্রাহ্মণঃ । ততঃ  
 পূর্ক্স্বাপিতহৃতশেষাণাং পিতৃার্থং প্রচুরমাসাদ্য স্বয়ং বিক্ৰিয়ণার্থং  
 পৃথক্ স্থাপয়েৎ । ততঃ ৩ শেষবস্রং ক দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ । ৩  
 ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিতজ্যভামিতি ব্রাহ্মণঃ । ততো ব্রাহ্মণায়  
 জলগত্বাঃ দদ্যাৎ । ততঃ ৩ পিতৃদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ ।  
 ৩ কুরুষেতি ব্রাহ্মণো বদেৎ । ততো ব্রাহ্মণক্কে উত্তরীয়ং দদ্বা  
 প্রাণ্মুখো গায়ত্রীং জপিত্বা ৩ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চেতি ত্রির্জপেৎ ।  
 ততো দক্ষিণক্কে উত্তরীয়ং দদ্বা দক্ষিণামুখং ঈশানকোণাদারাত্য  
 দক্ষিণাদিক্রমেণ চতুর্কোণমণ্ডলং কৃৎবা ৩ অপহতেতি রেখাং জলৈ-  
 রভূক্ষ্য তদুপরি কুলানাত্তীৰ্থ্য ৩ স্কন্ধভ্যাং পিতর ইতি তিলজলে  
 কুশোপরি দদ্যাৎ । ততঃ পূর্ক্স্বাপিতহৃতাবশেষান্নমজ্জারেন ৩  
 অক্ষরমীমদন্ত ইত্যাদি ৩ মধুবাতেতি চ মধুপে স্মৃজত্বং দিবোপমং  
 (অষ্টতোলকং) পিণ্ডং নিষ্যায় (পিণ্ডনিষ্যাণে মন্ত্রস্ত ন হত্বেকারসম্মতঃ) ।  
 তিলজলদ্বিগুণভূতকুশপত্রসহিতং পিণ্ডং গৃহীত্বা পিতৃতীর্থেন ৩  
 অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশশ্বুরেব তে পিতো যে চাত্রত্বা-মহুতেভ্যশ্চ  
 স্বধা নমঃ । ইতি তিলাবৃষ্টিকৈর্দেবে দর্ভোপরি দদ্যাৎ । ততো-  
 হমহং কং করং দর্ভম্লে নব্বদ্য জলং স্পৃষ্ট্বা কৃতাজলিঃ ৩ অত্র  
 পিতৃদানমহং ইতি ত্রিগুণমহত্যা উলমুখো কৃৎবা স্বধাশক্তি প্রাপান্

সংযম্য পরাবৃত্ত্য ওঁ অমীমদং পিতা যথাভাগ বা বুধাঋষিঃ । ইতানেন  
 ঋসং ত্যজ্যেৎ । উপবীতী পিণ্ডশেষমাদ্রায় হতৌ প্রক্ষাল্যাচম্য  
 প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজামুঃ ওঁ সুকৃত্যং পিতর  
 ইতি পিণ্ডোপরি তিলাঙ্ঘ দদ্যাৎ । ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-  
 দেবশর্ম্মভ্যঙ্ক ইতি পিণ্ডোপরি যুতং দদ্যাৎ । ওঁ অমুকগোত্র  
 পিতরমুকদেবশর্ম্মভ্যঙ্ক । ইত্যঙ্গনং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো  
 নবমিনবম্ন শুক্লবস্ত্রদশাভবং সূত্রং বামহস্তাকক্ষিণহস্তেন সংগৃহ্য ওঁ  
 এতৎ পিতরো বাসো মানতো হস্তং পিতরো যুগ্মমিতি পঠিত্বা  
 ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মভ্যঙ্ক বাসঃ স্বধা নমঃ । ইতি  
 পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজ্যেৎ । ততঃ  
 কৃতাজ্জলিঃ । ওঁ নমস্তে পিতরিণে । নমস্তে পিতরুর্জ্জে । নমস্তে  
 পিতঃ শুভ্রায় । নমস্তে পিতর্ধোয়ায় । নমস্তে পিতর্জীবায় ।  
 নমস্তে পিতারসায় । ওঁ স্বধা তে পিতর্নমস্তে পিতর্নমঃ এতা তে  
 পিতরিমা অস্মাকং জীবা তে জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম । ওঁ মনো ঘা  
 হ্যামহে নারামংসেন সোমেন । পিতৃগাঞ্চ মম্মতিঃ । ওঁ আত এতু  
 মনঃপুন ইতি ওঁ পুননঃ পিতর ইতি । ততঃ পিণ্ডমুপতিষ্ঠেৎ ।  
 তত ওঁ উজ্জং বহন্তীতি পিণ্ডোপরি জলধারাঃ দদ্যাৎ । ওঁ পত্নেহি  
 নঃ পিতঃ সোম্য গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্কিণেভিঃ । দেহুশ্রুত্যাং  
 দ্রবিষ্ট্রেহ ভঙ্গং রয়িঞ্চ নঃ সর্কবীরং নিঘচ্ছ ॥ ইতানেন পিণ্ডমাঘেয়ীং  
 দিশং চালয়েৎ । ততঃ পিণ্ডং গোহুর্জ্বিগ্নেত্যো জলে বা দদ্যাৎ ।  
 অনাচাস্তোহপি পিণ্ডবানপক্ষে ব্রাহ্মণানাচামগ্নেৎ । ততো  
 বিকরমানং । ব্রাহ্মণাগ্রতঃ প্রোক্ষিতার্য্যং ভূবি দক্ষিণাগ্রান্  
 দর্ভানাস্তীর্থা তত্র তিমান্ বিকীর্ষ্য পূর্কস্থাপিতমগ্নং জলপ্রাবিতং  
 গৃহীত্বা ওঁ যে অগ্নিদধ্যা যে অনগ্নিদধ্যাঃ যস্যো দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে ।

তেভিঃ স্বরাড়্‌হুনীতিমেতাং বণ্যবশুং তবঃ কল্পমশ্ব । ইতামং ভূবি  
বিকীৰ্ণ্য ঔ বেহৃদুদ্যুতাঃ কুলে জাতা নারিদযাঃ কুলে মম । ভূমৌ  
দন্তেন তপ্যন্ত তপ্তা বাস্ত পরাং গতিং । ঔ যেবাং ন মাতা ন পিতা  
ন বন্ধুনৈবানসিদ্ধিন তথানমন্তি । তত্ত্বপ্তমেইমং ভূবি দন্তমেতৎ  
প্রয়াস্ত লোকার স্ববায় তবৎ । •ইতি সতিলজলং দত্তাৎ । ততো  
হন্তৌ প্রকাল্য উপবীতী হরিং স্বভা প্রাচীনাবীতী ঔ সুসুপ্রোক্ষিত-  
মন্ত ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিসিদ্ধেৎ অস্থিতি প্রতিবচনং । ঔ শিবা  
আপঃ সস্থিতি ব্রাহ্মণায় জলং দত্তাৎ সস্থিতি প্রতিবচনং । ঔ  
সৌম্যনশ্রমস্থিতি পুশং অস্থিতি প্রতিবচনং । ঔ অক্ষতকারিষ্টকা-  
স্থিত্যক্ষতং অস্থিতি প্রতিবচনং । ততস্তিলাজামধুযুক্তজলং গৃহীত্বা  
ওমন্তেত্যাতি অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ কৃতেহস্মিন শ্রাঙ্কে  
দন্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাং । ইতি ব্রাহ্মণায় দত্তাৎ । তত  
উপতিষ্ঠতামিতি প্রতিবচনং । ঔ অঘোরঃ পিতা অস্ত ঔ অস্থিতি  
প্রতিবচনং । ঔ গোত্রয়ো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ । বর্দ্ধতামিতি প্রতি-  
বচনং । ততো হ্যাজগক্ষে হ্যাজমুস্তানয়েৎ । ততো ব্রাহ্মণায়  
তানুলং দত্ত্বা উপবীতী ওমন্তেত্যাতি অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেব-  
শর্ষণঃ 'কৃতৈতদেকোদ্বিষ্টবিধিকসাংস্কৃতিকশ্রাঙ্ককর্ষণঃ' প্রতিষ্ঠার্থং  
ব্রাহ্মণমিষ্টং রজতং তনুলাং বা ব্রাহ্মণায়াহং দদানীতি দত্তাৎ ।  
ততঃ প্রিয়োক্তিভিব্রাহ্মণং পরিতোষ্য ঔ শ্রাঙ্কমিষ্টং সম্পূর্ণং জাতং  
ইতি পৃচ্ছেৎ । ঔ সম্পূর্ণং জাতমিতি প্রতিবচনং । ঔ অর্ভির্ন্যা-  
তামিতি ব্রাহ্মণং বিসর্জয়েৎ । ঔ দাতারো নোহতিবর্দ্ধতামিতি  
পঠেৎ । ততঃ সপ্রণব্যাচরিতিকাং গায়ত্রীং দেবতাত্মা ইতি  
'ত্রির্জপেৎ । ততঃ শ্রাকীর্যদ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা দীপশাচ্ছাত্তা-  
চ্ছিদ্রাবধারণং কৃত্বা বিষ্ণুং স্বভা শৃঙ্খ্যাসীর্ষাদং কুর্যাৎ ।

## অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ।

অথ সাপিণ্ডাদিবিচারঃ ।—

লোপভাষ্যন্তৃত্বাভাঃ পিত্রাভাঃ পিতৃভাগিনাঃ ।

পিতৃণঃ সপ্তমস্তেবাং সাপিণ্ডাং সাত্তপৌরুষং ॥

পিতা হইতে গণনা করিয়া পিতৃভাগী তিন পুরুষ, পরে লোপ-  
ভুক্ত তিন পুরুষ ও আপনি, এই সাত পুরুষ সাপিণ্ড ।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে ।

সমানোদকভাবস্ত জন্মনামোরবেদনে ।

সমানোদকভাবস্ত নিবর্তেতাচতুর্দশাং ॥ ইতি মহাসংহিতা ।

সপিণ্ডের পর তিন পুরুষ সকুলা, আর এই বংশে অধিক নামে  
এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিল, ইত্যাদি নাম স্মরণ পর্যন্ত সমানোদক,  
স্নাহার পর গোত্রজ এই সঙ্ক থাকে ।

সপিণ্ডতা তু বিজ্ঞেয়া অপ্রস্তানাং ত্রিণৌরুহী ।

ত্রীলোকের তর্জসপিণ্ডই সপিণ্ড, আর অবিবাহিতা কস্তার পিতৃ-  
বংশে তিন পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড থাকে, ইহা অশৌচবিধরে ।

অপ্রস্তানাং তথা ত্রীণাং সাপিণ্ডাং সাত্তপৌরুষং ।

প্রস্তানাং তর্জসপিণ্ডাং গ্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতা

অনুতা কস্তার সপিণ্ড সাত পুরুষ পর্যন্ত থাকে । এইটী বিবাহ  
বিধরে, বিবাহের পর তর্জকুলে সপিণ্ডতা হয় ।

সশাহেন সপিণ্ডস্ত শুধ্যস্তি প্রোতহৃতকে ।

ত্রিযাজ্ঞেয় সকুল্যস্তি সশাহা শুধ্যস্তি গোত্রজাঃ ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ

সপিণ্ড ব্যক্তি দশ দিনে, সকুল্য তিন দিনে এবং গোত্রজ দ্বাদশ  
দিনেই শুদ্ধ হয়, এই ব্যবস্থা অনাশৌচ ও স্নাতশৌচ উভয়স্থলে ।

অবাপ্তান্তারঃ কস্তারঃ একাহেন দশপিতৃনাং ।

দশনাশুরোধঃ একাহাশৌচঃ মিবকৃতিঃ কল্যাতে । ইতি স্মৃতিঃ ।  
বাপ্তান্তার অবিবাহিতা কস্তার পিতৃর্নি সপিতৃবরণে একাহাশৌচ  
স্মৃতিমন্তত ।

অথ চাতুর্কর্ণ্যাশৌচকথনং ।

তুধোদ্ বিপ্রো দশাহেন দাদশাহেন তুমিণঃ ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন তুধ্যতি ॥ ইতি মন্ত্রঃ ।

ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্ব পঞ্চদশদিনে ও শূদ্র  
একমাসে শুদ্ধ হয় । যদি যুগোদয়ের পূর্বে অশৌচপাত হয়, তবে  
পূর্কদিন হইতে গণনা করিতে হইবে । বিশেষরূপে অশৌচের দিন  
স্থির না হইলে অশৌচ গ্রহণ করা বিধের নহে ।

বিগতস্ত বিদেশতঃ শূণ্যাদ যোহুনির্দেশঃ ।

যজ্ঞেবং দশরাত্র্য তাবিদেহাচুচির্ভবেৎ ॥ ইতি মন্ত্রঃ ।

যদি বিদেশস্থ ব্যক্তির মরণ অশৌচের মধ্যে প্রবণ করে, তবে যে  
কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ যে দিনে প্রবণ করিয়াছে, সেই  
দিবস হইতে অশৌচান্তদিন পর্যন্ত যে কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকে,  
সেই কয়েকদিনমাত্র অশৌচ গ্রহণ করিলে ।

অজ্ঞদেশমৃতং জ্ঞাতিং শ্রদ্ধা বা পুত্রজন্ম চ । অনির্গতে দশাহে  
তু শেবাহোতির্কিতুধ্যতি ।

অন্য দেশ হইতে জ্ঞাতির মৃত্যুশৌচ কিংবা জননশৌচ যদি  
দশদিনের অভ্যন্তরে প্রবণ করে, তবে শেষ যে কয়দিন থাকে,  
তাহাতেই শুদ্ধ হয় ।

অভিজ্ঞানেন মর্শাহে তু জিহ্বাজন্মচির্ভবেৎ ।

সবৎসরব্যাপ্তিতে তু সতঃশৌচং বিধীয়তে ।

যদি অশৌচের কাণ ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারদিন, টবশ্বের পনেরদিন এবং শূদ্রের একমাস অতীত হয়, তাহার পর যদি একবৎসরের মধ্যে মরণ প্রবণ করে, তবে পুত্রাদি সপিণ্ডবর্গের জিহ্বাজ্ঞ অশৌচ হইবে। সৎসরের পর প্রবণ করিলে, সন্তঃশৌচ অর্থাৎ স্নানমাত্রে শুদ্ধি হয়, ইহা মাত্র সপিণ্ডের পক্ষে। মহাশয়-নিপাত্তে অর্থাৎ পিতা মাতা কিম্বা স্বামীর মৃত্যু সৎসরের পর প্রবণ করিলে একরাত্র অশৌচ হইবে।

অথ বালকাদিমরণে অশৌচব্যবস্থা ।

‘জাতমাত্রস্ত বালস্ত যদি শ্রাদ্ধরণং পিতৃঃ ।

মাতৃশ্চ স্মৃতকং তৎ স্ত্রাং পিতা তস্মৈশ্চ এব চ ॥

সন্তঃশৌচং সপিণ্ডানাং কর্তব্যং সৌদরস্ত চ ।

উক্তং দশাহাদেকং সৌদরো যদি নিগুণঃ । ইতি কুর্শপুরাণং ।

৮ যদি প্রকৃত প্রসবকালে বালকের জন্ম হয়, অর্থাৎ নবম কিম্বা দশম মাসে বালক জন্ম গ্রহণ করে, তবে সপিণ্ডবর্গের সম্পূর্ণ জননাশৌচ; আর যদি জননাশৌচকালের মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়, তবে পিতামাতার অশ্মগৃহস্থত্ব স্বজাত্যক্ত জননাশৌচ সপিণ্ডবর্গের সন্তঃশৌচ ইহা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্গের সম্মান। আর অশৌচের পর সেই বালকের মৃত্যু হইলে, শূদ্র ভিন্ন সৌদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে।

দশাহাভ্যন্তরে গলে প্রমীতে তস্ত বাক্তবৈঃ ।

শবোশৌচং ন কর্তব্যং মৃত্যুশৌচং বিদীয়তে ॥

ইতি মিতাক্ষরায়ঃ বৃহদ্রথঃ ।

যদি দশাহাভ্যন্তরে, অর্থাৎ—স্বজাত্যক্ত জননাশৌচের মধ্যে জাতবালকের মৃত্যু হয়, তবে তাহার পিতা মাতা শবোশৌচ (মৃত্যুশৌচ) গ্রহণ নী করিয়া জননাশৌচ গ্রহণ করিবে, এই বচনে বাক্তব-পদে পিতা ও মাতা বাক্ত হইবে।

গঠে যদি বিপত্তি আদ্যনাং হতকং ভবেৎ । ইতি বিতাকরা ॥  
যদি গঠে মৃত পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসূত হয়, তবে সপিণ্ডবর্গের  
দশাহ অর্থাৎ অজাতদন্ত জননাশৌচ হইবে ।

জননাশৌচের পর যদি অজাতদন্ত বালক মরে, তবে পিতা ও  
মাতার একত্র আর দন্ত জন্মিয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হইবে ।

প্রমাণং যথা—

অজাতদন্তবরণে পিত্রোরেকাহমিহ্যতে ।

জাতে দন্তে ত্রিরাত্রং শ্রাদ্ যদি শ্রাতাং তু নিগুণো ॥

ইতি কূর্ম্যপুৰাণম্ ।

অথ বিষয়ে সপিণ্ডানাং ব্যবস্থা ।—

আদন্তজননাং সপ্ত আচুড়াদেকরাত্রকং ।

ত্রিরাত্রকোপনমনাং সপিণ্ডান্য়মুদ্রজতং ॥

অশৌচকালের পর ছয়মাসের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে  
সপিণ্ডের সপ্তাশৌচ, ছয় মাসের পর তুই বৎসরের মধ্যে মরণ হইলে  
একাত্ত, দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তিন বাস মধ্যে মরণ হইলে  
ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । প্রমাণং যথা—

অথোক্তং দন্তজননাং সপিণ্ডানামশৌচকং ।

একাহং নিগুণানাস্ত চোড়াদুর্দ্ধং ত্রিরাত্রকং ॥ ইতি কূর্ম্যঃ ।

নিগুণ সপিণ্ডের পক্ষে দন্তজননাস্তর বরণে একাহ ও চুড়া-  
করণানস্তর ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । যদি ব্রাহ্মণসন্তানের অপূর্ণ দুই  
বৎসরের মধ্যে চুড়াকরণ হইয়া থাকে এবং তাহার পর সেই  
বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপ্তকেরই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।

প্রমাণং যথা—নিবৃন্তচুড়কে বিপ্রো ত্রিরাত্রাং শুদ্ধিরিহ্যতে ।

ইতি অদিরায় ।



দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তিনমাস মধ্যে বালক মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। কিন্তু যদি পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন হয়, তবে সকলেরই দশরাত্রি অর্থাৎ পূর্ণাশৌচ হইবে।

শূদ্র সম্বন্ধীয় অশৌচব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে যথা—

‘ত্রিরাত্রি’ ভবেচ্ছূদ্রে যগ্নাসোনশিশৌ মৃত্যে। ইতি মংস্তপুৰাণং।

জননাশৌচের পর ছয় মাসের উন অর্থাৎ—অপূর্ণ ছয়মাসে শূদ্র বালক মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। ইহা পিতা মাতা সোদর ও সপিওবর্গ সকলেরই সমান।

‘শূদ্রে ত্রিবার্মানে তু মৃত্যে শুদ্ধিঃ পকতিঃ।

অত উক্লং মৃত্যে শূদ্রে দ্বাদমাহো বিধীয়তে।

ষড়্ বর্ষাশ্রমতীতে যুঃ শূদ্রঃ সংগ্রিয়তে যদি।

মাগিকং ভগ্নেচ্ছৌচমিত্যাঙ্গিরসভাষিতং ॥ ইতি অঙ্গিরাঃ।

ছয়মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে শূদ্র বালক মরিলে ৫ দিন অশৌচ। তাহার পর ছয় বৎসর মধ্যে মরিলে ১২ দিন। ছয় বৎসর অতীত হইয়া মরিলে ১ মাস, কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যে যদি বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১ মাস অশৌচ হইবে। যেমন পূর্বে কথিত হইয়াছে ‘পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনীত ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ’ এতলেও সেইরূপ। শূদ্রের বিবাহই প্রধান সংস্কার—বর্ষসঙ্করদিগের পক্ষে অশৌচ-ব্যবস্থা শূদ্রতুল্য।

পুত্র জন্মিলে মাতার দশদিন পর্য্যন্ত অগ্ন্যশ্মশ্রুত ও পিতার ম্রানের পূর্বে পর্য্যন্ত অগ্ন্যশ্মশ্রুত থাকে।

পুত্র জন্মিলে ত্র্যম্বকী, কত্রিরা ও বৈশ্রার দশদিন, শূদ্রের ত্রয়োদশদিন পর্য্যন্ত অগ্ন্যশ্মশ্রুত থাকে। প্রমাণ যথা—হাদিপুৰাণে

ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈষ্ঠা ঐহতা দশতিদিনৈঃ ।

পঠৈঃ পূজা তু সম্পূজা ত্রয়োদশতিয়েব চ ॥

স্মৃতিকং পুত্রবতীং বিংশতিবাত্রেণ স্নাতাং ।

সর্বকক্ষ্মাণি কারণেং মাসেন স্ত্রীজননীমিতি পৈঠীনসিঃ ॥

ব্রাহ্মণী কত্রিয়া ও বৈষ্ঠা, পুত্র প্রসঙ্গ করিলে বিংশতিরীতিতে স্নান করিয়া সর্বকক্ষ্ম করণের যোগ্য হয়, আর কত্যা প্রসঙ্গ করিলে ১ মাস আশৌচ থাকে । পূর্ববচনে দশদিন ব্রাহ্মণীর পক্ষে এবং এখানে একমাস ও বিংশতিদিন কবিত হইল, ইহার মীমাংসা এই যে, পূর্ববচন অঙ্গাস্পৃহবিষয়ক, এই বচন আশৌচবিষয়ক, আর শ্রুতির পুত্র ও কত্যা উভয় স্থলেই জাতাশৌচ একমাস ও অঙ্গাস্পৃহ ত্রয়োদশ দিন । অতঃপর কত্যাশব্দকে বলিতেছেন ।

আত্মানন্ত চূড়ান্তং যত্র কত্যা বিপণ্যতে ।

সম্বংশোচং ভবেন্তত্র সর্ববর্ণেষু নিত্যশঃ ॥

অন্য হইতে চূড়াকরণসময়পর্যন্তকালের মধ্যে অর্থাৎ দুই বর্ষ মধ্যে কত্যার মৃত্যু হইলে সকলেরই সম্বংশোচ হইবে । ইহা সকল বর্ণের পক্ষে সমান । • যাহার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সেইরূপ বালিকার মৃত্যু হইলে সম্বংশোচ হইবে ।

দুই বৎসরের পর বাগদান পর্যন্ত একদিন আশৌচ হইবে ।

বাকপ্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ধোভয়তস্বাহং ।

পিতৃর্কুলে চ ততো দস্তানাং তত্বরেব হি ।

বাগদানের পর বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া মরিলে পিতৃকুল ও তত্বর কুল উভয় কুলেই ত্রিরাত্র আশৌচ হইবে । বাগদানের কাল বিবাহের পূর্বসময় পর্যন্ত । বিবাহের পর তত্বরকুলে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

অত্র হইলে সোদরস্তাশৌচং ।

আদিত্য সোদরে সত্ত্ব আর্চ্যাদেকরাজকঃ ।

আগ্রদানাত্ জিরাভ্যং স্ত্রীদশরাজমতঃ পরং ॥ ইতি কৃষ্ণঃ ।

কজ্জার সময় হইতে দশরজনকাল পর্য্যন্ত সোদর ভ্রাতার সত্ত্ব-শোচ হইবে । পরে চূড়াকরণ কাল পর্য্যন্ত একরাজ, তাহার পর বাপদাম কাল পর্য্যন্ত জিরাভ্য অশোচ হইবে । পরে ভ্রাতার আর অশোচ নাই । কিন্তু এখানে ( দশরাজমতঃ পরং ) এই বাক্যের অর্থ এই যে, বিবাহ সম্পন্ন হইলে তর্জুকুলে স্বজাত্যুক্ত অশোচ হইবে । দত্তানারী পক্ষে তু ।—দত্তা নারী পিতৃগৃহে মৃত্যুতে ত্রিরতেহুবা ।

• অশোচঃ চরেৎ সমাক পৃথক্স্থানবাবস্থিতা ।

তদ্বক্ষুর্গর্ভে কেন শুধ্যোতু জনকস্ত্রিভিঃ ।

বিবাহিতা কজ্জার যদি পিতৃগৃহে প্রসব হয়, কিম্বা তাহার মৃত্যু হয়, তবে পৃথক্ স্থান বাবস্থিত হইতে অর্থাৎ তাহার সহিত ভোজনাদি সংসর্গ না থাকিলে পিতামাতার তিন দিন ও বক্ষুবর্গ অর্থাৎ সেই কজ্জার ভ্রাতাদির একদিন অশোচ হইবে ।

### গর্ভপ্রসবশোচঃ ।

গর্ভপ্রসবের কাল প্রথম মাসাবধি অষ্টম মাস পর্য্যন্ত, ইহার ঊর্দ্ধে প্রসবকাল । যদি ছয় মাসের মধ্যে গর্ভপ্রসব হয়, তাহার অশোচ বাবস্থা । কৃষ্ণপুরাণে ।—

অর্ক্যাক্ ঋণাসতঃ স্ত্রীণাং যদি সাদ্ গর্ভসংপ্রবঃ

তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিচ্ছতে ।

যদি ছয় মাসের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভপ্রসব হয়, তবে যেত মাস গর্ভ হইয়াছিল, ততদিন অশোচ হইবে । কিন্তু এই অশোচ কেবল সেই স্ত্রীর পক্ষে, অন্য কাহারও পক্ষে নহে ।

অন্ত উর্দ্ধ্ব পতনে ত্রীণাং স্যাৎশ্রাবাকং ।

সম্ভঃ শৌচং সপিণ্ডানাং গর্ত্তশ্রাবাচ্চ বা ততঃ ।

গর্ত্তচ্যুতাবহোরাজং সপিণ্ডেহত্যন্তনিবর্ত্তণে ।

বপেষ্ঠাচরণে জাতৌ ত্রিরাত্রিতি নিশ্চয়ঃ ॥

তাহার পর যদি ৮ মাস কালের মধ্যে গর্ত্তশ্রাব হয়, তবে ত্রীর  
অজাত্যুক্ত অশৌচ, সপ্তম সপিণ্ডবর্গের সম্ভঃশৌচ, নিবর্ত্তণ সপিণ্ডের  
একাত্ত ও বপেষ্ঠাচারিষ্ঠাতির ত্রিরাত্র ।

দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠমাসেষপি ত্রীক্ষণীকত্রিযবৈকশূদ্রাণাং  
যপাক্রমঃ মাসসমসংখ্যকদিনাতিরিক্তমেকরাজং, ত্রিরাত্রং • ত্রিরাত্রং,  
ষড়্রাজ্যক, দৈবপৈত্র্যকর্মানধিকারঃ ॥

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে যদি গর্ত্তশ্রাব হয়, তবে  
ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন, অশৌচের পর ত্রীক্ষণীর একদিন, কত্রিয়ার  
তুইদিন, বৈশ্যার ৩ দিন, শূদ্রার ৬ দিন পর্য্যন্ত দৈব ও পৈত্র্য  
কর্মে অধিকার থাকে না। আর লৌকিক কর্ম মাসসমসংখ্যক  
দিনের পর করিতে পারিবে । ইতি স্মার্ত্তসম্মতবাবস্থা ।

অথ অশৌচসঙ্করবিচারঃ ।

অন্তর্দিশাহে স্যাত্যাকো পুনঃসংগতমুনী ।

তাবৎ স্যাদগুচিক্সিপ্ৰো বাবৎ তৎ স্যাদনির্দিশং ॥ ইতি বহুঃ

অ অজাত্যুক্ত অননাশৌচ বা মৃতশৌচের মধ্যে যদি অপর কোন  
অননাশৌচ বা মৃতশৌচ পতিত হয়, তবে পূর্বাশৌচাত্ত দিনেই  
দ্বিতীরাশৌচ সমাপ্ত হইলে ।

সমানাশৌচং প্রথমং প্রথমেন সমাপয়েৎ ।

অসমানঃ দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচে যথা ।

অশৌচের গুরুতা তিন প্রকার । প্রথমতঃ অননাশৌচ হইতে

মৃত্যুশৌচ শুরু। দ্বিতীয়তঃ স্রোতির পুত্রকর্তাজননশৌচ হইতে স্বীয়পুত্রকর্তাজননশৌচ শুরু। তৃতীয়তঃ সপিতৃগের মৃত্যুশৌচ হইতে স্বীয় পিতা মাতা ও স্বামীর মৃত্যুশৌচ শুরু। এখানে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সপিতৃগের জনন বা মৃত্যুশৌচের মধ্যে যদি স্বীয় পুত্র জনন বা মহাশয় নিপাত হয়, তবে উক্ত সপিতৃ-শৌচ, শুরু-অশৌচান্ত দিনেই শেষ হইবে। কিন্তু যদি স্ব স্ব জাত্যন্ত অশৌচের প্রথমার্ধে উক্ত দ্বিতীয় শুরু-অশৌচ পতিত হয়, অর্থাৎ সপিতৃজননশৌচের প্রথমার্ধে স্বপুত্র জনন হয়, কিংবা সপিতৃমরণশৌচের পূর্ষার্ধে পিতৃমৃত্যুভ্রমণ হয়, তবে পূর্ষা-শৌচেই শুদ্ধ হইবে। আর শেষার্ধে পতিত হইলে পরাশৌচে শুদ্ধ হইবে। আর যদি প্রথমে এক শুরু-অশৌচ হইয়াছে আর প্রথমার্ধেই হটক আর শেষার্ধেই-হটক দ্বিতীয় শুরু-অশৌচ পতিত হয়—তবে দুইয়েরই সমতা প্রযুক্তঃ পূর্ষাশৌচান্তকালেই দ্বিতীয় অশৌচ শেষ হইবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় অশৌচ পূর্ষাশৌচের দশম দিনে, অর্থাৎ অশৌচান্তদিনে পতিত হয়, তবে দুই দিন, এবং সাতদিনে পতিত হইলে তিনদিন বৃদ্ধি হইবে।

যদি জননশৌচের মধ্যে পুত্রভিন্ন প্রমত্তা স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যু হয়, তথাপি তাহার দীর্ঘকালীন জননশৌচান্ত দিনেই ঐ মৃত্যু-শৌচের শেষ হইবে। আর যদি সপিতৃমরণশৌচান্তদিনে পিতৃ-মরণ হয়—তবে সপিতৃশৌচ, পিতৃমরণভ্রমণ—অশৌচান্তদিনে শেষ হইবে। কারণ মহাশয়নিপাতশৌচেরই শুরু। আর যদি পিতৃ-মরণশৌচ মধ্যে মাতার মৃত্যু হয়, তবে পূর্ষাশৌচান্তদিনেই পরাশৌচ শেষ হইবে, কারণ দুইই তুল্যাশৌচ।

আপনার পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিলে সেই অশৌচের মধ্যে যদি

সপিণ্ডের পুত্র কিবা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকন্যা-  
জন্মনাশৌচান্তদিনেই শুদ্ধি হইবে ।

যদি এক দিনে দুই সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়া পরে মাতা পিতা  
কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে পূর্বাশৌচান্তদিনেই সকলের  
অশৌচ শেষ হইবে ।

যদি জাতাশৌচের মধ্যে অপর কোন জাতাশৌচ পতিত হয়  
এবং পূর্বজাত সন্তানের উক্ত অশৌচ মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে পিতা-  
মাতার ও সপিণ্ডবর্গের জাতাশৌচ আনমাত্রে শুদ্ধ হয় । আর  
যদি পরমাত্রে বালক অশৌচের মধ্যে মরে, তবে সকলেরই জাতা-  
শৌচ সমভাবে থাকিবে, যদি সপিণ্ডের জননাশৌচের প্রথমাঙ্কে  
স্বীয় পুত্রের জন্ম হয়, তবে সপিণ্ডাশৌচের শুদ্ধিদিনে শুদ্ধি, পরাঙ্কে  
পতিত হইলে স্বীয় অশৌচে শুদ্ধি ।

### অথ খণ্ডাশৌচং ।

মাতৃস্বমাতুলয়োঃ স্বস্বশুভ্রয়োঃ ।

ঋত্বিজি বৈ চোপরতে ত্রিরাট্রমিতি শিষ্ট্যকে ।

মাতৃস্বনা অর্থাৎ মামী, মাতুল, স্বশুভ্র, স্বাশুভ্রী, আচার্য্যরূপ  
শুভ্র, পুরোহিত ও শিষ্ট যদি আপনার গৃহে বা নিকটে মরে তবে  
ত্রিরাট্র অশৌচ হইবে ।

স্বশুভ্রমোর্তগিচ্ছান্ত মাতুলান্তাক মাতুলে ।

পিত্রোঃ স্বস্বরি তৎকৃত পক্ষিনীং ক্ষপরেম্মিশাং ।

ইতি মিতাক্ষর্য্যাকরমোর্বৃহৎসুবচনং ।

স্বশুভ্র, স্বাশুভ্রী, তগিনী, বাভুলানী, মাতুল, পিতা ও মাতার  
তগিনী যদি মরে, তবে পক্ষিনী অশৌচ হইবে ।

জাগামী ও বর্তমানদিন এবং তৎকথ্যখাদি, ইহার নাম পক্ষিনী ।

গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, শিক্ষাগুরু, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, মাতুল, স্বপুত্র, স্বাভৃতী, শ্রালক, ভিন্নস্থানে বসিলে—একাহ, একগ্রামে—পক্ষিণী ও স্বর্গুহে বসিলে - জিরাত্ত অশৌচ হইবে। প্রমাণঃ যথা—

আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলস্বপুত্রস্বাভৃত্যসহাধ্যায়ি-

শিষ্যেষেকরাত্রেণ। ইতি হারলতা প্রভৃকরঃ।

সংহিতে পক্ষিণীঃ রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীমুতে।

সংস্কৃতে তু জিরাত্তং শ্রাদ্ধিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।

পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণামুচ্চানাত্ত কথং ভবেৎ।

জিরাত্তেণৈব শুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধিত্যাহ ভগবান্ মহুঃ।

দৌহিত্র ও ভাগিনেয় বসিলে পক্ষিণী ও দাহাদি করিলে জিরাত্তাশৌচ হইবে। আর যদি পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়, তবে বিবাহিতা কন্তা দাহাদি না করিলেও তাহার জিরাত্ত অশৌচ হইবে। পরন্তু অবিবাহিতা কন্তার পিতাদিমৃপিতৃমরণে একাহাশৌচ স্মার্তসম্মত। শব্দহনাশৌচমাহ।

অসম্বন্ধিনো দহিষা বহিষা সন্তঃ শৌচং। সম্বন্ধে তু জিরাত্তমিতি উচ্যকন্তানাত্ত দাহাদিতঃ বিনাপি। অন্তথা তদ্বোচরশৌচং,

ন তস্যা ইতি মহবৈদসমাং স্যাদিতি স্মার্তাঃ।

অসম্বন্ধীয় অর্থাৎ বাহার সহিত কোন অশৌচ সম্পর্ক নাষ্ট, তাহার দাহাদি করিলে সন্তঃশৌচ, আর বাহার সহিত অশৌচ সম্পর্ক আছে, তাহার দাহাদি করিলে জিরাত্ত। আর বিবাহিতাকন্তা পক্ষে সকলস্থলে অর্থাৎ দাহাদি না করিলেও মাতৃপিতৃমরণে জিরাত্ত।

মাতুলে পক্ষিণীঃ রাত্রিং শিষ্যস্থিখাকর্ষেবুৎ। ইতি মহুঃ।

মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও স্ববাংব, ইত্যাদির দাহাদি না করিলে পক্ষিণী, দাহাদি করিলে জিরাত্ত অশৌচ হইবে।

আত্মমাতৃ: স্বমু: পুত্রা আত্মমাতৃ: স্বমু: স্ততা: ।

আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মমাতৃবা: ॥ ইতি মিতাক্ষরা:  
সমানোধিকানাং ত্রাহং গোত্রজানামহ: স্মৃতং ।

মাতৃবন্ধো গুরো মিত্রে মণ্ডলাধিপত্যৌ তথা ॥ ইতি জাবালি: ।

সকল্য মরিলে তিন দিন, গোত্রজ মরিলে একাই । মাতৃবন্ধ,  
গুরু, মিত্র ও মণ্ডলাধিপতি অর্থাৎ রাষ্ট্র মরিলে একত্রই অশৌচ  
হইবে । যে স্থলে সপ্তিওবর্গের সম্পূর্ণাশৌচ হয়, সেই স্থলে উক্ত  
ত্রিরাত্রাদি অশৌচ হইবে ।

মাতৃমাতৃ: স্বমু: পুত্রা মাতৃ: পিতৃ: স্বমু: স্ততা: ।

মাতৃমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃমাতৃবা: ॥ ইতি মিতাক্ষরায়ং ॥

অথ স্মৃত্যবিশেষাশৌচকথনম্ ।

অনশনমৃতানামশ'মহতানামগ্নিধ্বলপ্রবিষ্টানাং,

ভূতসংগ্রামদেশান্তরমৃতানাং জাতদন্তানাং - ত্রিরাত্রম্ ॥

অনশনে, বিদ্যাদগ্নিতে, ভলে ও অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া ও উচ্চৈশ্বরে  
হইতে পতিত হইয়া সংগ্রামে এবং দেশান্তরে ও জাতদন্ত হইয়া  
মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে ।

ব্রহ্মদগ্নহতা যে চ যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হিতা: ।

মহাপাতকিনো যে চ পতিতান্তে প্রেক্ষিতা: ॥

পতিতানাং ন দাহ: স্মারাক্তেষ্টিনাস্থ সঞ্চয়: ।

ন চাক্রপাত: পিত্তো বা কার্ষ্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণ

ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'শাপগ্রস্ত' বা ব্রাহ্মণের পাড়াকারী হইয়া মরিলে  
পতিত হয়, পতিত দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, উদকাদিদান, অশৌচ ও  
শ্রাদ্ধাদি নাই । যদি কেহ ইহাদের অশৌচগ্রহণ, দাহাদিকার্য্য ও



ও প্রাজ্ঞাদি করে, তবে তাহার নিম্নের শুদ্ধির জন্য, ওপ্তকৃচ্ছত্রত  
করিতে হয় বা তদনুসারে ২২।০ কাহন বরাটক দান করিয়া যথাসক্তি  
দক্ষিণা দিতে হয়। দহনবহনমাত্র করিলে ওপ্তকৃচ্ছত্রত করিবে,  
তাহার অনুসারে ১১।০ এগার কাহন চারিপদ বরাটক।

২. বরেন্দ্ৰ পত্রঃ।—পতিতানাং শবদহনবহনজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা

ওপ্তকৃচ্ছত্রতাশক্তৌ ব্রাহ্মণাদিচাতুর্ধর্ষণে

• যৎকিঞ্চিদাক্ষণকসপাদৈকাদশকাষাপণী—

দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিহৃষাং মতং।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং কুষ্ঠাদিরোগবতাং মরণে তদহনবহনয়োঃ—

“অদাহদহনবহনজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা যতিচাত্তায়ণত্রতাশক্তা-  
বিতি” প্রয়োজ্যম।

কতেন ম্রিয়তে বস্তু তস্মাশৌচং ভবেদ্ভিষা।

আসপ্তাহান্নিষ্যজ্ঞঃ স্তাদ্ধশরাদ্ধমতঃ পরং ॥ ইতি ব্যাসঃ ॥

রোগাদি ব্যতীত ক্ষতগ্রস্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে, তাহার  
অশৌচ দুই প্রকার। সপ্তাহের মধ্যে মরিলে ত্রিষ্যজ্ঞ এবং সপ্তাহের  
পরে ষড়্ মাসব্যতীত অশৌচ।

অথ ব্রাহ্মণম্ শবাসুগমনাশৌচং।

প্রেতীভূতং বিজং বিপ্রো যোহনুগচ্ছতি কামতঃ।

মাতা সচেলঃ স্পৃষ্টাশ্চৈব স্তুতং প্রোশ্তু বিস্তুধ্যতি।

একাহাং ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্দৈবশ্চে চ স্তাদ্ধাহেন তু।

শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামমৃতং পুনঃ ॥ ইতি কৃষ্ণপুরাণম্।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণশবের অনুগমন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নানপূর্বক  
স্তুতভোজন করিয়া বিস্তুত হয়, ক্ষত্রিয়শবের অনুগমন করিলে একা-

শৌচান্তে পূর্বোক্ত দ্বান ও বৃত্তভোজন করিয়া শুদ্ধ হয়, বৈশ্বদেবের  
অহুগমন করিলে দ্বিরাত্রাশৌচান্তে পূর্বোক্তপ্রকারে দ্বান ও বৃত্ত-  
ভোজন করিয়া শুদ্ধ হয়। শূদ্রশবের অহুগমন করিলে দ্বিরাত্রা-  
শৌচান্তে বৃত্ত ভোজন, দ্বান ও একশত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হয়।

প্রেত কার্যের অধিকারীগণ ।

পুরুষের পক্ষে । ( ১ ) জ্যেষ্ঠপুত্র, ( ২ ) কনিষ্ঠপুত্র,  
( ৩ ) পৌত্র, ( ৪ ) প্রপৌত্র, ( ৫ ) অপুত্র বা কৰ্ম্মসমর্থপুত্রপুত্র-  
পত্নী, ( ৬ ) কস্তা, ( ৭ ) বাগদত্তা কস্তা, ( ৮ ) দত্তা কস্তা, ( ৯ )  
দৌহিত্র, ( ১০ ) কনিষ্ঠসহোদর, ( ১১ ) জ্যেষ্ঠসহোদর, ( ১২ )  
কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়, ( ১৩ ) জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়, ( ১৪ ) কনিষ্ঠসহোদরপুত্র,  
( ১৫ ) জ্যেষ্ঠসহোদরপুত্র, ( ১৬ ) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় পুত্র, ( ১৭ )  
জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় পুত্র, ( ১৮ ) পিতা, ( ১৯ ) মাতা, ( ২০ ) পুত্র-  
বধূ, ( ২১ ) পৌত্রী, ( ২২ ) দত্তা পৌত্রী, ( ২৩ ) পৌত্রবধূ, ( ২৪ )  
প্রপৌত্রী, ( ২৫ ) দত্তা প্রপৌত্রী, ( ২৬ ) প্রপৌত্রবধূ, ( ২৭ )  
পিতামহ, ( ২৮ ) পিতামহী, ( ২৯ ) মপিতৃ পিতৃব্যাদি, ( ৩০ )  
সমানোদক, ( ৩১ ) সগোত্র, ( ৩২ ) মাতামহ, ( ৩৩ ) মাতুল,  
( ৩৪ ) ভাগিনের, ( ৩৫ ) মাতৃপক্ষমপিতৃ, ( ৩৬ ) মাতৃপক্ষসমানোদক  
অসবর্ণ ( ৩৭ ) ভাৰ্গা, ( ৩৮ ) অপরিণীতা স্ত্রী, ( ৩৯ ) স্বস্তর,  
( ৪০ ) জামাতা, ( ৪১ ) পিতামহীভ্রাতা, ( ৪২ ) শিষ্য, ( ৪৩ )  
ঋষিক্, ( ৪৪ ) আচার্য্য ( ৪৫ ) মিত্র, ( ৪৬ ) পিতৃমিত্র, ( ৪৭ )  
একগ্রামবাসী স্বজাতীয়, ( ৪৮ ) গৃহীতবেতন স্বজাতীয় ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে । ( ১ ) জ্যেষ্ঠপুত্র, ( ২ ) কনিষ্ঠপুত্র,  
( ৩ ) পৌত্র, ( ৪ ) প্রপৌত্র, ( ৫ ) কস্তা, ( ৬ ) বাগদত্তা কস্তা

( ৭ ) দত্তা কন্যা, ( ৮ ) দৌহিত্র, ( ৯ ) সপত্নীপুত্র, ( ১০ ) পতি,  
( ১১ ) পুত্রবধূ, ( ১২ ) সপিতৃ, ( ১৩ ) সমানোদক, ( ১৪ ) সগৌত্র,  
( ১৫ ) পিতা, ( ১৬ ) ভ্রাতা, ( ১৭ ) ভগিনীপুত্র, ( ১৮ ) ভর্তৃভাগি-  
নেয় ( ১৯ ) ভ্রাতৃপুত্র, ( ২০ ) জামাতা, ( ২১ ) ভর্তৃমাতুল, ( ২২ )  
ভর্তৃশিষ্য, ( ২৩ ) পিতৃসমানোদক, ( ২৪ ) পিতৃব্য ( ২৫ ) মাতৃসমা-  
নোদক, ( ২৬ ) মাতৃবংশ, ( ২৭ ) দ্বিতোক্তম ।

### অথ প্রারম্ভিকব্যবস্থা ।

অথ ফাল্গুণভেদে ব্যবস্থা — কতে ব্রতঃ সমাদিষ্টঃ ত্রেতায়াং দেখুয়েব চ ।

কৃষ্ণাদীনাস্ত সর্কেষাং যুগান্তে দ্বাপরে কলৌ ॥

সত্যযুগে ব্রত, ত্রেতায়াং দেখুদান, দ্বাপরে ও কলিতে দেখুমূল্য  
প্রদান ।

### অথ বাল্যাদি ভেদে প্রারম্ভিকব্যবস্থা ।

অশোভনষোড়শবর্ষীয়স্তাদি । ইতি স্মার্তঃ ।

যাহার বয়স ষোল বৎসরের নূন, সে প্রারম্ভিকতাই হইলে অর্ধেক  
করিবে ।

অশৌচির্ঘণ্ট বর্ষানি বালো বাপূনষোড়শঃ ।

প্রারম্ভিকতর্কমইস্তি ত্রিযো রোগিণ এব চ ॥

যাহার অশৌচি বৎসর বয়স, এইরূপ বৃদ্ধ এবং যাহার একাদশ  
হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত বয়স, এইরূপ বালক এবং ত্রী-ও রোগী ইহা-  
দেব অর্ধেক ব্যবস্থা ।

অথ শ্রীকৃষ্ণামিবৃতগচ্চনং—কৌমারঃ পঞ্চমাসান্তঃ পৌর্ণমা-  
দশমাবধি ।

কৈশোরমাপকবশাদ্ যৌবনম্ভ্য ততঃ পরম্ ॥

দশবষাভ্যন্তরীয়বালম্ভ্য পদবিধানাৎ—

নাস্ত্রাহুগ্রহন্তরামতি শাগেবোক্তং ॥ ইতি স্মৃতিঃ ।

### অথ প্রায়শ্চিত্তস্ত পূর্বাঙ্কতাং ।

বাপ্য কেশান্ নখান্ পূর্ষং ঘৃতং প্রাগ্গ্ৰহির্নিশি ।

প্রত্যেকং নিঘৃতং কালমাস্থনো যতনাদশেষে ॥

প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্ঘত্বদ্বিগুনং স্পৃশেৎ ॥ ইতি শাস্ত্রঃ ।

প্রায়শ্চিত্ত পূর্বাঙ্কতানে কেশ ও নখাদি বপন করাটয়া ষিদ্ধ্যা-  
জ্ঞান করিয়া আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে ঘৃত ভোজন করত মৌনব্রত  
অবলম্বন করবে ।

অথ মুণ্ডন ব্যবস্থা ।—রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রতঃ

কেশানাং বপনং কৃৎস্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।

রাজা, রাজপুত্র, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ, ইহুঁরাও প্রায়শ্চিত্তপূর্বাঙ্কতানে  
কেশ নখাদিচ্ছেদন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কুঁরবে ।

কেশনখাদি বপনবিধয়ে বিশেষবিধিঃ ।

বিরহিপ্রনৃপত্ন্যাণাং নেত্রেতে কেশবাপনম্ ।

ঋতে মহাপাতকিনো গাং হস্তচাবকীর্ণিনঃ ॥ ইতি মিতাক্ষরায়াম্ ।

বিদ্বান্ বিপ্রঃ রাজা ও সদবা স্ত্রী মহাপাতক, গোহত্যা ও অব-  
কীর্ণিত ব্যক্তিধেকে মুণ্ডন নাই ।

স্ত্রীণাং বিশেষাঃ ।—বপনং নৈব নারীগাং নাস্ত্রব্রজ্যা জপাদিকং ।

ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ মধ্যাক্ষগাজিনং ॥

সৰ্বা কেশান্ সমুচ্ছ্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিষয়ং ।

সৰ্বত্ৰৈবং হি নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং শূভং ।

সধবা, জীলোকের কোন প্রকার পাণেই মুণ্ডন নাই, যদি গো-  
হত্যা করে, তবে তাহা দিগের গোষ্ঠে বাস, গোচর্ম পরিধান ও  
গো'র পক্ষদগমন বা গোমতীজপ ইত্যাদি কিছুই নাই। মুণ্ডনের  
মধ্যে কেবল কেশের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমিত  
ছেদন করিবে।

বিধবাপক্ষে তু ।—বিধবাকবরীষকো ভৰ্তৃবক্ষ্য কেবলং ।

শিরসো মুণ্ডনং তস্যাং কাযাং বিধবয়া সদা ॥

বিধবার কেশধ্বজে স্বর্গস্থপতির বন্ধন হয়, এইজন্ত মুণ্ডন বিধ-  
বার নিত্য কর্তব্য।

কেশধারণবিষয়ে বিশেষবিধিঃ ।

কেশানাং ধারণার্থং দ্বিগুণং ত্রতমাচরেৎ ।

দ্বিগুণে তু ত্রতে চৌর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ ।

কেশ ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা হইলে, দ্বিগুণ ত্রত  
ও দ্বিগুণ দক্ষিণা দিবে।

প্রায়শ্চিত্তস্ত কালব্যবস্থা ।—নাষ্টম্যাং ন চতুর্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত-  
পরীক্ষণে ।

অষ্টমী চতুর্দশীব্যতীত সকল দিবসেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অথ প্রায়শ্চিত্তস্ত কালান্তিক্রমে ব্যবস্থা ।

কালান্তিক্রে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ । ইতি শ্রুতি সাগরে  
দেবলঃ । এক বৎসর অতীত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।

### প্রায়শ্চিত্তাক্রমে দোষশ্রুতিঃ ।

প্রায়শ্চিত্তমকুমাঃ পাপেষু নিরতা মন্যঃ ।

অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ধ্যস্তি দক্ষিণান্ ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য ।

যে ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে স্থগিত পরলোকে দুঃস্বপ্নগ্রহর ঘোরনরকে পতিত হইয়া তত্তৎপাপের ফলভোগ করে ।

### অথ জ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিকগবীবধপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা ।

জ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিকগবীবধজ্ঞাপাপক্ষয়ধিনা ত্রাক্ষশেন এতান্ত-  
শক্তৌ পঞ্চদশকাৰ্ষাপণী দক্ষিণৈকপঞ্চাশৎকাৰ্ষাপণীকপদকান্ন রূপং  
প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং ।

কজিয় ও বৈশ্বশূলে ইহার সমান এবং স্ত্রী, শূদ্র, বালক, ব্রহ্ম-  
রোগী ও একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশবর্ষবালক-পক্ষে ইহার  
অর্ধেক । এই নিয়ম সর্বত্র জানিওন ।

### অজ্ঞানকৃতের ব্যবস্থা ।

অজ্ঞানকৃতবিপ্রস্বামিকগবীবধজ্ঞাপাপক্ষয়ধিনা ত্রাক্ষশেন এতান্ত-  
শক্তৌ সাক্ষিপশুকাৰ্ষাপণীদক্ষিণকসাক্ষিপশুকাৰ্ষাপণীকপদক-  
দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং ।

### অধৈকহায়নাদিগোবধপ্রায়শ্চিত্তং ।

একবর্ষে গবি হতে কুরু পাদৌ বিধীয়তে । অবুদ্ধিপূর্ব, পুংসঃ  
স্ত্রীঃ ত্রিপাদস্ত হিগচ্চন্তে, ঋত্বয়শ্চ ত্রিপাদঃ স্ত্রীঃ স্ত্রীপাদস্ত্রীমতঃ-  
পয়ঃ ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ ।

অবুদ্ধিপূর্বক এক বৎসরের বৎসবধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের এক-

পাদ, দুই বংশের দুই পাদ, তিন বংশের তিন পাদ, তিন বংশের  
অধিকবয়স্ গোবধে প্রাপ্যপত্য ॥

ইহা অশ্বমুদ্রাস্থিকবিষয়ে । বিপ্রাদিস্থামিকস্থলে তত্ত্ব প্রায়-  
শ্চিত্তের পাদাদি হইবে ।

বালাদিবিষয়ে প্রমাণং যথা । —

যদ্যমাত্রা তু বালা শ্রাদ্ধতিবালা দ্বিবাধিকী ।

অতঃ পরস্ত না গোঃপাতকণী দন্ত জন্মান ।

এক বংশের বংশ দ্বালা, দুই বংশের বংশ অতিবালা, ইহা-  
দিগকে বদ করিলে পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, আর দন্ত জন্মিলে সম্পূর্ণ  
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

বিপ্রস্বামিকায় গোবশালননিমিত্তকবধে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ॥

ব্রাহ্মস্বামিকগব্যপালননিমিত্তকবধজানিতপাপক্ষয়গিণা ব্রাহ্মণেন  
যথোক্তব্রতাত্মশস্ত্রো যট্কার্যপণীদক্ষিণকণ্ট্কার্যপণীদানরূপং প্রায়-  
শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং ।

স্ত্রী, শূদ্র, বাণক, বৃক ইহাদের অর্ধেক অর্থাৎ তিন কাহন প্রায়-  
শ্চিত্ত, দক্ষিণা তিন কাহন, উভয়ই ঘটিলে পাদ অর্থাৎ ১৥০ কাহন  
দান, দক্ষিণা ১৥০ কাহন ।

প্রায়শ্চিত্তানস্তরপাপনাশজ্ঞানম্ ।

অশ্লিষসা যবসমাদায় গোভ্যো দত্ত্বাং, যদি তাঃ প্রমুদিতা গৃহীযু-  
ন্নৈনং প্রযত্নয়েষুঃ ।

প্রায়শ্চিত্তের পর আপনার মস্তকে নবীন তৃণগুচ্ছ লইয়া গো  
সকলকে প্রদান করণে, যদি তাহারা আনন্দিত হইয়া ভক্ষণ করে,  
তবে প্রায়শ্চিত্ত সিন্ধু হইয়াছে জানিবে, নচেৎ পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত  
বিধেয় ।

### অধাতিপাতিকপ্রারম্ভিকতম্ ।

অর্শ অশ্মা নৃণাং রোগা অতিপপাত্ত্বাহি ॥

অন্তে চ বহবো রোগা জায়ন্তে রোগলকরাঃ ।

ইতি শাতাত্ত্বপীঠ কৰ্ম্মবিপাকঃ ।

অত্র ব্যবস্থা।—অশ্মারোগসংস্থচিত্তজন্মাত্ত্বরীরাতিপাতিকশেষ-  
পাপকরাধিনা পুরাকত্রতত্ত্বরাষ্ট্রাচরণশক্তৌ যৎকিঞ্চিদক্ষিণকক্ষিঃশব্দ-  
কার্যপণীলভারজতথুওদানরূপং প্রারম্ভিকতঃ করণীয়মিতিবিদ্যাংমতঃ ॥

অথ মহাপাতকপ্রারম্ভিকতম্।—কুষ্ঠক রাজঘম্মা চ ঐমেহো  
গ্রহণী তপা । মূত্রকচ্ছাশ্মরীকাসা অতীসারভগন্দরৌ । দুষ্টত্রণং  
গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোহক্ষনানশনং । ইত্যেবমানরৌ রোগা মহাপাপো-  
ক্তবা মতাঃ ॥

কুষ্ঠব্যাধি, রাজঘম্মা, ঐমেহ, গ্রহণী, বহুমূত্র, অশ্মরী, কাস,  
অতীসার, ভগন্দর, হৃৎপ্রণ, গলগণ্ড, চক্ষুনাশ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি  
রোগ পূর্বজন্মকৃত মহাপাপের ফল ।

অত্র ব্যবস্থা।—যন্মারোগসংস্থচিত্তজন্মাত্ত্বরীরাতিপাতকশেষ-  
পাপকরাধিনা । পুরাকত্রতত্ত্বরাষ্ট্রাচরণশক্তৌ যৎকিঞ্চিদক্ষিণকক্ষিঃশব্দ-  
কার্যপণীকপদকলভারজতথুওদানরূপং প্রারম্ভিকতঃ করণীয়মিতি  
বিদ্যাংমতঃ ।

অথ উপপাতকপ্রারম্ভিকতম্ । জলোদরবকুৎস্পীহুলরোগত্র-  
ণানি চ । বাসান্নীর্ণ বরহৃদিভ্রমমোহগগগ্রহাঃ । স্তম্ভাক্ষদ্বিধ-  
পীড়ন্য উপপাপোক্তবা মতাঃ ।

অত্র ব্যবস্থা । জলোদররোগসংস্থচিত্তজন্মাত্ত্বরীরাতিপাতকশেষ-  
পাপকরাধিনা পুরাকত্রতত্ত্বরাষ্ট্রাচরণশক্তৌ যৎকিঞ্চিদক্ষিণকক্ষিঃশব্দ-  
কার্যপণীকপদকলভারজতথুওদানরূপং প্রারম্ভিকতঃ করণীয়মিতিবিদ্যাংমতঃ ॥



কার্যপণীকপদকলভারমতবক্তবানবপঃ প্রারম্ভিতঃ করণীরমিতি  
বিদ্যাদিতঃ।

## শবদাহ ব্যবস্থা।

যে জাতি ভিন্ন অস্ত্রের শব্দ লক্ষ্য করিতে পাই এবং 'বাসী' করিয়া ফেলিয়া রাখাও নিষিদ্ধ। একমাত্র পুত্র ব্যতীত অন্য অধিকার চূড়াকরণ না হইলে প্রেতকার্যে অধিকারী হয় না। যে বালক বালিকার বয়স চুই বৎসরের কম, তাহাদের দাহাদি নাই, কেবল স্নানাদি তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলিতে হয়।

গর্ত্তীণীর গর্ত্তভেদ করিয়া সন্তান বাহির ও ত্যাগ না করাইয়া দাহ করা নিষিদ্ধ।

শবকে স্নানাদি লইয়া গিয়া অগ্নিকর্ত্তা, স্নান করিয়া অন্নপাক করিবে ও শবকে ধৌত করত পরিচ্ছন্ন রত্ন পরিধান করাইয়া ভূমিতে কুশের উপর দক্ষিণ-নির্যাস শয়ন করাটবে এবং দ্ব্যত মাথাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করাটবে,—“ও গয়ানীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চরাঃ। কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিষয়া। কোলিকিং চক্রভাগাঞ্চ সৰ্পপাণপ্রপাশিনীং। ভদ্রাবকাশাং সরস্বং গণ্ডকীং পমসং তথা। বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিতারকং তথা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্নিভঃ সাগরাসুতথা। সৰ্ব্বে স্তমসসো ভূত্বা কৃতদানং পত্ন্য-  
যুবাং” পরে নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় (ব্রাহ্মণ হইলে যজ্ঞোপবীত) পরাইয়া মালা চন্দনাদি এবং চকু, কর্ণ, মাসিকা ও মুখের সপ্তচ্ছিদ্রে সপ্তধাতু স্বর্ণ (অভাবে কাংস্তাদি বাতুর সার্থকও) দিয়া অন্ন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্মরণক অন্ন হইলে অর্ধেক ফেলিয়া দিয়া অপরার্ধেক পিণ্ড দিবে। পরিষ্কৃতভূমিতে গোময় লেপন করিয়া তাহার

উপর যদি কারি পাতিয়া এবং নিপরিত-উন্নতীক-হইয়া "ঐ অশ্রুয়া  
অনুভা হবাসি বৈনিবন্ধ" এই মত্রে একটী দক্ষিণাধা দেখা দিয়া  
তদুপরি কৃপণত্ব দিব্য করিয়া "ঐ এহি প্রেত সৌরা "ঐ বৈকি  
পথিতিঃ পূর্বেপেতি বৈকি" তথাঃ ত্রিবিধে ভাষ্যে রক্তিমঃ লক্ষ্যবীর্য  
নিবন্ধ" এই মত্রে অগ্রাহন করিবে, পরে "অনুভব" করিয়া "নিবন্ধ" মত্রে  
অনুভব মোহ প্রেত অনুভব দেবশরীরবৈনিধিঃ "এই মত্রে আশ্রিত কুলের  
উপর লগ্নে, ছিটা দিবে, তুলসী ও তিলাদিবিত্তিক ক্রিয়ায় আর  
নইয়া "ঐ অনুভবোক্ত প্রেত অনুভব শরীরে" মত্রে "অনুভব" করিয়া  
বলিয়া কুলের উপর দিবে। তাহার পর অরপাতনোত্তমল ঐ অনুভব  
মোহ প্রেত অনুভব দেবশরীরবৈনিধিঃ " বলিয়া গিওর উপর দিবে।  
মুখাধিকারী পুনরায় জান করিয়া পরিভূত ভূমিতে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ  
দ্বিগুণা চিতা কাঠ সাঝাইবে এবং তাহার উপর মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণ-  
নিরক্ত (সম্মুখের) ভাগে ও শূদ্রকে উত্তরনিরক্ত করিয়া পুণ্ড্র হইলে  
অগ্নোমুখ এবং স্রীলোককে চিত্র করিয়া শয়ন করাইবে, পরে "দেবা-  
শ্রীমদুবাঃ সর্বে হস্তাশনং গহোবা এনং মহতঃ" এই মত্রে পরিজ্ঞাপি  
প্রেরণ করিয়া "ঐ কুর্মা হু হুতঃ কণ্ঠ জ্ঞানতা বাশ্যজ্ঞানতা। মৃত্যু-  
কালমূর্খং প্রাপ্য নরঃ পক্ষ্মনাগতঃ ধর্ম্মাশ্রয়ঃ বাবুতঃ সোভর্নোইন্দ্রনা-  
থুতঃ। মহেরং সর্গসাত্ত্বানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।" এই মত্রে  
শব প্রাহ্মিণ করিয়া দক্ষিণমূর হইয়া শবমুখে আঁধি প্রদান করিবে।  
তাহার পর শবদাহ শ্রাব্য হইবার সময়ে ৭টা কাঠের কুচা গঠিয়া  
পয়স চিতা প্রাহ্মিণ করিবে এবং প্রাহ্মিণের এক একটী কুচী  
অগ্নিতে নিবেদন করিবে, তারপরে কিঞ্চিৎ অহি নইয়া মৃত্যুশ্রীত  
ভিত্তর করিয়া কবচ প্রাহ্মিণ করিবে। দাহকালীন কবচোত্তর  
মৃত্যু শ্রাব্য ভিত্তর কবচোত্তর দিয়া চিতা নিবেদন করিবে। মৃত্যু

জল দেওয়া হইয়া গেলে, ঐ জলাপূর্ণ কুন্ডটি চিতার উপর রাখিয়া  
ঐ কলসীর উপক্বেসরিতে ৮কড়া কড়ি রাখিতে হয়, পরে গম্ভী  
ফিরিয়া লোষ্ট্রাদি দ্বারা কলসীটি ভাঙ্গিয়া আর চিতা না দেখিয়া  
মান করিতে হয়। দিবসে দাহ হইলে রাত্রিতে এবং রাত্রে  
দাহ কইলে দিবসে গৃহে ফিরিতে হয়। ত্র্যম্বকায়ার অঙ্কন  
যায়। দাহকারিগণ একবস্ত্রে একবার দাহ সাজ্জন করিয়া যজ্ঞ  
পবীত পরিবর্তনে তিল জলাঞ্জলি লইয়া (সমবেদী ও ঋগ্বেদী  
বিষ্ণুর্যে অমুকগোত্রঃ শ্রেতঃ অমুকদেবশর্যাণঃ এতৎ সতিলোদকে  
তর্পয়ামি; যজুর্বেদী—বিষ্ণুর্যে অমুকগোত্রঃ শ্রেতঃ অমুকদেবশর  
এতৎ সতিলোদকে তর্পয়। এই বস্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন।

হর্দমালা ।

বৈভরণী । কলা গো বা মূল্য ৩ কাহন কড়ি বা দ  
অভাবে গো-মূল্য ১ কাহন কড়ি বা । আনা, গামছা ১, ভোজ্য  
দক্ষিণা ।

পূরকপিশুমান । ছয় ১।০ পোয়া, সর ৪, তিল দু  
কাষ্ঠানিকলা ৪, মেঘর্গোয় বা ছিন্ন কষল, মৃৎপাত্র ৫৫, আতপত  
১০ সের, পেষণী, প্রদীপ ১ কুন্ডলী ।

চতুর্দশান্তি ও অন্নপ্রায়স্কৃত । কলাপেটো ৫, মূপা  
৫, মৃত, পেকাটী, আতপততুল, প্রদীপ, কুলখকলাই, সর ১। অন্ন  
খণ্ড, গামছা ১, দক্ষিণা ।

সূর্যপূজা । কাশা বা কুশি ১, জবাগুল ১, নৈবেদ্য ১ ২  
১, রক্তচন্দন, দক্ষিণা ।

ভিলকাঞ্চন । ভাত্রট ১, ভিলকা ১০ পোয়া, কর্প ১ বা  
গামছা ১, দক্ষিণা ।

সমাপ্ত ।















